শাস্ত্রার্থ সঙ্কলন।

অর্থাৎ

মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, উপনিষদ, সাংখ্যদর্শন, কাব্য, নাটক
প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থার্থসংগ্রহ।

[illegible] হইতে

শ্রীনীরদ বিহারী গোস্বামী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা, নর্থশূবারবন

নিউ প্রাকৃত যন্ত্রে

শ্রীরাখাল চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

জৈমিনিভারত।

প্রথম অধ্যায়।
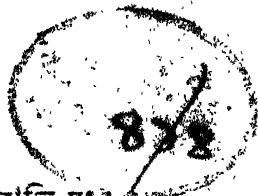
"বাসুদেবং চিন্তয়ানো নরঃ কর্ম্ম করোতি যঃ।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিং লভতে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥"

বেদব্যাসের যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন ও
কথোপকথন।

পরাশর পুত্র যাঁহা হতে শুক জাত।
বশিষ্ঠ দেবের নাতি সংসারে বিখ্যাত॥
জ্ঞাননিধি তপোনিধি যাঁহার কৃপায়।
চতুর্ব্বেদ পুরাণাদি প্রকাশিত হয়॥
সেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়নে করি নমস্কার।
মহামুনি জৈমিনির ভারত প্রচার॥
জন্মেজয় সাত্মনয়ে জৈমিনির প্রতি।
কি রূপেতে অশ্বমেধ অবনীর-পতি॥
বন্ধু সনে ধর্ম্মধন পিতামহগণ।
করিলেন সবিস্তারে বলহ ব্রহ্মন্॥
জৈমিনি বলেন রাজা শুনহ বচন।
যে রূপেতে অশ্বমেধ হৈল সমাপন॥
বিশেষেতে ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির রীত।
বিবরিয়া বিধিমতে কহিব হর্ষিত॥
পিতামহ ভীষ্মদেব দেবলোকে গতি।
কৈলা যবে যুধিষ্ঠির সুদুঃখিত মতি॥
এক দিন দৈবাধীন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
যুধিষ্ঠির নিকটেতে উপস্থিত হন॥
ভক্তিভাবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিধিমতে।
আসনেতে বসাইয়া লাগিল কহিতে॥
হে ব্রহ্মন্ দয়ানিধি দিব্যজ্ঞানী তুমি।
কি রূপেতে মম মন হবে শান্তিভূমি॥

বিশেষতঃ জ্ঞাতিবধ কুলনাশ হতে।
না দেখি উপায় কিছু উদ্ধার হইতে॥
সত্য বটে রাজ্য প্রাপ্তি ঘটেছে আমার।
কিন্তু এতে সুখ নাই দুর্ঘটনা সার॥
হায় কোথা ভীষ্মদেব গুরুদেব কোথা।
কোথা কর্ণ জ্ঞাতিগণ সকলই মিথ্যা॥
যে কর্ণের নিকেতনে বেদধ্বনি রব।
যার দানে ধরাধাম ঘোষিত গৌরব॥
যাচকের কোলাহল জয় জয় রব।
আজ তাহা শূন্য প্রায় চৌদিকে নীরব॥
লুব্ধকের লোভ পূর্ণ আনন্দের স্থল।
এখন হয়েছে শোক নিরাশার স্থল॥
যে রাজ্যেতে ভীষ্ম কর্ণ করিলা প্রয়াণ।
ধিক্ সে রাজ্যেতে ধিক্ ধিক্ মম প্রাণ॥
চক্ষু হীন অন্ধ জনে যে রূপ যাতনা।
ভীষ্ম কর্ণ হীন রাজ্যে সে রূপ লাঞ্ছনা॥
চন্দ্র সূর্য্য ব্যতিরেকে সংসার তেমন।
ভীষ্ম কর্ণ বিহীনেতে এ রাজ্য যেমন॥
যে ভীষ্ম সতত শিক্ষা উপদেশ দানে।
রাজনীতি ধর্ম্মনীতি শিখাত যতনে॥
আমাদের উপকারী গুরুর প্রধান।
তাঁহারে বিনাশি শোক হতেছে উত্থান॥

অগ্নিসম দিবা নিশি করিছে দাহন।
উপদেশ সলিলেতে না হলো সান্ত্বন॥
অতএব নাহি মম রাজত্বে বাসনা।
বুঝিলাম রাজভোগে বিড়ম্বনা নানা॥
সংসারত্যাগী হয়ে বনে করিব আশ্রয়।
শান্তি বিনা মনরোগ প্রতীকার নয়॥
জটিল বিবাদ পূর্ণ দ্বেষ হিংসাময়।
এ রাজত্বে সুখলেশ নাহিক নিশ্চয়॥
বহুক্ষ অবনী ভার ভীমসেন ভাই।
গ্রহণ করুন তাতে ক্ষতি কিছু নাই॥
তীর্থ দান যজ্ঞ কর্ম্ম করিতে মনন।
দেখি কোন রূপে পাপ হয় বিমোচন॥
যে মহাপাতকে আমি হয়েছি জড়িত।
কোন রূপে উদ্ধারিব নহে সম্ভাবিত॥
কি আছে অদৃষ্টে মোর বলিতে না পারি।
কি রূপেতে সঙ্কটের হাত হতে তরি॥
ধর্ম্মের কাতর বাক্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
ভয় নাই ভয় নাই বলিল তখন॥
জ্ঞাতিবধ পাপ ভয়ে তোমার মানস।
ভাবনায় দিবানিশি হয়েছে বিরস॥
হে কুরুনন্দন শুন আমার বচন।
পাপ পুণ্য ভোগাভোগ শাস্ত্রের লিখন॥
পুণ্যকর্ম্মে স্বর্গে বাস পাপেতে নিরয়।
এই কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কয়॥
পাপ হতে পরিত্রাণে যার হয় চিত।
সেই মত প্রায়শ্চিত্ত তাহার বিহিত॥
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত অশ্বমেধ যাগ।
করিলে পাইবে শান্তি শুন মহাভাগ॥
ভগবান্ রামচন্দ্র পূর্ণ অবতার।
এই যাগ যথাক্রমে তিনি তিন বার॥
করেছেন পাপ হতে পেতে পরিত্রাণ।
অতএব অশ্বমেধ কর অনুষ্ঠান॥
কৃষ্ণের আদেশে এই বিশাল ভারত।
বহু কষ্টে হইয়াছে তব হস্তগত॥
তাহা পরিত্যাগ করি অন্যত্র গমন।
অভিলাষ করিতেছ অতি অকারণ॥
আমার বচন ধর বৎস বীর।
সংসারে লভিতে কীর্ত্তি মন কর স্থির॥
সৌজন্য সদয় প্রিয় মিষ্ট ব্যবহারি।
পালহ পৃথিবী পতি ধর্ম্ম রাজ্য করি॥
হরিশ্চন্দ্র অম্বরীষ আদি রাজাগণ।
পুণ্য কার্য্য শেষ করি স্বর্গেতে গমন॥
তুমিও তদনুরূপ পুণ্য কার্য্য ক'র।
সংসার স্রোতেতে ছাড় সুযশের তরি॥
ইহ পরকালে হবে অশেষ মঙ্গল।
জগতে তোমার যশ গাইবে অটল॥
ব্যাসের বচন শুনি নরদেবমণি।
খিদ্যমান ম্রিয়মাণ হইল তখনি॥
কাতর বচনে তবে বেদব্যাস প্রতি।
মনের যা অভিপ্রায় করিল বিবৃতি॥
তপোবন ধন হীন হয়েছি এখন
ধন বিনা মহাযজ্ঞ নহে সম্পাদন॥
দুর্য্যোধন পৃথিবীরে করিয়া পীড়ন।
যত পারিয়াছে অর্থ করেছে শোষণ॥
ধন লাগি পুন তারে করিতে পীড়ন।
জেনে শুনে অগ্রসর হব নাক মন॥
বিশেষতঃ পিতৃ মাতৃ হীন শিশু প্রতি।
দয়াহীন ব্যবহারে নাহি লয় মতি॥
অনাথের মর্ম্ম পীড়া বড় ভয়ানক।
অক্রমে পীড়ন করা যাতনা-দায়ক॥
লোভের হইয়া বাধ্য পৃথিবী পীড়ন।
তাহাতে অধর্ম্ম ঘোর হবে সঙ্ঘটন॥
অন্য অন্য রাজাগণ যত প্রজা জানি।
ধন জন্য নিপীড়ন অনুচিত মানি॥

বিশেষ সঙ্কটে আমি হয়েছি পতিত।
স্বহায় সম্পদ শূন্য সতত বিব্রত॥
কুরুক্ষেত্র সংগ্রামেতে আত্মীয় স্বজন।
সকলেই আয়ু প্রাণ দেছে বিসর্জ্জন॥
সহায় সম্পত্তি নাই অতি অকিঞ্চন।
কি রূপেতে মহাযজ্ঞ হবে সম্পাদন॥
সেই জন্য রাজ্যত্যাগে আমার বাসনা।
লোভের আশয় পূর্ণ হইতে দিবনা॥
এক্ষণে এ রূপ স্থলে সমুচিত যাহা।
আজ্ঞা কর মহামুনি অনুগতে তাহা॥
ধর্ম্ম বাক্যে মুনিবর কহেন উত্তর।
মরুতের যজ্ঞকাণ্ড শুন পূর্ব্বাপর॥
দাতার প্রধান তিনি খ্যাত নৃপমণি।
যাঁর দত্ত বস্তু রাশি ধরেছে ধরণী॥
লভিয়া যাঁহার দান যত দ্বিজগণ।
হিমাচলে স্বর্ণ রাশি কৈল নিক্ষেপণ॥
যত দূর সাধ্য ছিল লয়ে গেল গৃহে।
অবশিষ্ট স্তূপাকার হিমগৃহে রহে॥
তুমি সেই স্বর্ণ ভার করি আহরণ।
মন সুখে মহাযজ্ঞ কর সম্পাদন॥
অর্থ প্রাপ্তি পক্ষে এই মহৎ উপায়।
দুঃখে কারু মর্ম্ম পীড়া হইবার নয়॥
মরুতের দান শক্তি শুনি নৃপমণি।
সার্থক তাঁহার কার্য্য বলিয়া বাখানি॥
বিনয় বচনে পুনঃ ব্যাস প্রতি কন।
এ হেন অর্থের জন্য কেন ব্যগ্র মন॥
ব্রাহ্মণের পরিত্যজ্য বিষয়ে বাসনা।
ব্রহ্মস্ব গ্রহণে লোভ অতি বিড়ম্বনা॥
এক পাপ হতে ত্রাণ অন্য পাপ সৃষ্টি।
বুঝিলাম মোর ভাগ্যে অধর্ম্মের দৃষ্টি॥
এ রূপে করিলে অর্থ সঞ্চয় আমার।
রাজগণ অপবাদ করিবে প্রচার॥
নিক্ষেপিলে শিলা জলে দেখিতে দেখিতে।
ক্ষণমধ্যে ডুবে যায় জলের তলেতে॥
সে রূপ ব্রহ্মস্ব পেতে করিলে কামনা।
কর্ম্মদোষে নরকেতে নানা বিড়ম্বনা॥
ব্রাহ্মণের ধন লয়ে করিলে এ কায।
নিশ্চয় দ্বিজাতিগণ দিবে মোরে লাজ॥
যার ধন তার দেওয়া ইহাতে পৌরষ।
নাহিক বরং কিছু আছে অপযশ॥
অতএব, জেনে শুনে এ হেন কার্য্যেতে।
যুধিষ্ঠির অগ্রসর নহে কোন মতে॥
একে জ্ঞাতি কুরু পক্ষ বান্ধব সকলে।
নিহত করিয়া সবে কুরুক্ষেত্র স্থলে॥
যে লজ্জা পেয়েছি মনে বলিবার নয়।
পুন ব্রহ্মধনে লোভ বড় পাই ভয়॥
এইরূপ যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মের বচন।
শুনি বেদব্যাস অতি হৃষ্ট মন হন॥
বিধিমতে ধন্য মানি তার অভিপ্রায়।
বলিতে লাগিল ধর্ম্মে ধর্ম্ম বাক্য-চয়॥
হে রাজন! ব্রহ্মধনে যে রূপ আতঙ্ক।
বিবেচনা করে দেখ নাহি ইথে শঙ্কা॥
যখন তাঁহারা ধন নিজ ইচ্ছামতে।
পরিত্যাগ করেছেন সকল সাক্ষাতে॥
তখন তাঁদের স্বত্ব কোন ক্রমে নাই।
সুতরাং লভিবারে দোষ কি বালাই॥
পূর্ব্বকালে কশ্যপেরে এই ধরাধাম।
প্রদান করেন রাম অতি গুণধাম॥
কি রূপেতে রাজগণ পুনরধিকার।
দিয়া পুন লইলেন অবনীর ভার॥
প্রথমে দানবগণে পৃথিবী পালন।
তাহাদের পরাজয়ে ক্ষত্রিয় শাসন॥
এইরূপে এ ধরণী যখন যাহার।
শাসনে থাকেন বৎস! তাঁর অধিকার॥

ব্রাহ্মণের অধিকার বহুকাল হতে।
গিয়াছে তাদের স্বত্ব তাদের স্বেচ্ছাতে ॥
তাঁহাদের ত্যজ্য ধন করিলে গ্রহণ।
কখন না হবে ইথে পাপ সঙ্ঘটন ॥
অতএব ধন রাশি করি আনয়ন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা কর সম্পাদন ॥
ব্যাসের শুনিয়া বাক্য পাণ্ডব প্রধান।
অশ্বমেধ করিবারে হৈল আগুয়ান ॥
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে হয়ে হর্ষমতি।
এ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ সংখ্যা কহ মহামতি ॥
কি রূপ দক্ষিণা আছে ইহার বিধান।
কি রূপ যজ্ঞীয় অশ্ব হয় প্রয়োজন ॥
সমুদয় বিবরিয়া বলহ আমারে।
দেখি দেখি সাধ্য কিনা যজ্ঞ করিবারে ॥
দ্বৈপায়ন বলিলেন শুনহ বচন।
বিংশতি সহস্র দ্বিজ যজ্ঞে প্রয়োজন ॥
কুল শীল সমাদর বেদেতে পণ্ডিত।
সকলের হওয়া চাই শাস্ত্রেতে বিহিত ॥
স্বর্ণ ভূষিত অশ্ব গজ রথ শত।
সহস্র গোধন আর বহু স্বর্ণ রথ ॥
এ যজ্ঞের এ দক্ষিণা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি।
অশ্ব বিমোচন হতে দক্ষিণার রীতি ॥
শ্যামবর্ণ শ্বেত কিবা পুচ্ছবর্ণ পীত।
দিব্য জাতি দিব্য গতি অশ্ব সুবিহিত ॥
চৈত্রের পূর্ণিমা দিনে অশ্ব বিমোচন।
বৎসর করিবে রক্ষা মহা যোদ্ধগণ ॥
বীর্য্যবান স্বসন্তান অথবা বান্ধব।
অশ্বের নিয়োক্তা হলে তবেত গৌরব ॥
যত দিন যজ্ঞ অশ্ব নাহি বাহুড়িবে।
অসিপত্র ব্রতধারী তাবৎ হইবে ॥
ধর্ম্মপত্নী সহ এক শয্যায় শুইবে।
মাল্য চন্দনাদি ভোগে বঞ্চিত হইবে ॥
মৎস্য মাংস ততদিন নিষিদ্ধ বিশেষ।
বাক্যের সহিত কর্ম্মে সংযম অশেষ ॥
যে যে স্থানে মল মূত্র অশ্ব নিক্ষেপিবে।
সেখানে গো দান হোম করিতে হইবে ॥
যখন যজ্ঞীয় অশ্ব হবে বিমোচন।
তার শিরোদেশে এই থাকিবে লিখন ॥
আপনার বাহুবল প্রতাপ গৌরব।
নাম সহ পরিচয় থাকা চাই সব ॥
ভুজবলে এই অশ্ব করিলে গ্রহণ।
অচিরে তাহার মৃত্যু হবে সঙ্ঘটন ॥
এ রূপ কঠোর ব্রত শত সংখ্যা করি।
গেলেন অমর নাথ অমরের পুরী ॥
পৃথিবীতে হেন যজ্ঞ যে করে সাধন।
তাহার সকল পাপ হয় বিমোচন ॥
ভীষ্ম বিনা কামজয় কাহার শকতি।
সেই হেতু অশ্বমেধে অনেকে বিরতি ॥
হে কুন্তীনন্দন! কামজয়ে শক্তি যদি।
থাকে তবে অশ্বমেধ কর গুণনিধি ॥
পরাশর পুত্র বাক্যে পাণ্ডু পুত্র অতি।
নত হয়ে তাঁর প্রতি বলেন ভারতি ॥
সত্য বটে অশ্বমেধে আছয়ে বাসনা।
বিশেষ গুরুর আজ্ঞা নাহি বিচারণা ॥
কিন্তু দেখি বাধা বিনা ব্রত উদযাপন।
কোন রূপে না হইবে এই আয়োজন ॥
বিশেষ নির্ধন আমি সহায় বিহীন।
নাহিক সে রূপ অশ্ব কুলক্ষণ হীন ॥
বলবান ভীমসেন সংগ্রামে নিরত।
কার্য্যক্ষয় করিয়াছে নিতান্ত ক্লেশিত ॥
আর এহেন শুশ্রুষা নাহিক সম্ভবে।
কি রূপেতে অশ্বমেধ সম্পন্ন পাইবে ॥
বীর বটে বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
ষোড়শ বর্ষীয় কিন্তু বাছা স্নেহ ধন ॥

বলী ঘটোৎকচ পুত্র মেঘবর্ণ নাম।
রাখিতে পিতার নাম অতি গুণধাম ॥
আমার জন্যেতে বাছা হয়েছে অনাথ।
কর্ণপুত্র হাতে পিতা হয়েছে নিপাত ॥
যজ্ঞ কার্য্যে ইহাদের নিয়োগ করিলে।
নিশ্চয় অধর্ম্মে মগ্ন হব অবহেলে ॥
বিশেষ পাণ্ডবনিধি নাহিক নিকটে।
পাণ্ডব ভরসা যিনি তরণী সঙ্কটে ॥
অতএব ভীমসেন তোমাকে জিজ্ঞাসি।
কি রূপেতে জ্ঞাতিবধ পাপরাশি নাশি ॥
আমি জানি এই যজ্ঞ বিঘ্নের নিলয়।
স্বল্পক্লেশে সুসম্পন্ন হইবার নয় ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মোর তনু হল ক্ষীণ।
দীননাথ বিনা কিসে তরিব দুর্দ্দিন ॥
হেন এ সাহসিক কার্য্যেতে প্রতীতি।
পাছে উপহাস্য হই তাই পাই ভীতি ॥
জ্যেষ্ঠের আদেশ শুনি মধ্যম পাণ্ডব।
নাহি অশ্ব নাহি ধন নাহি সে গৌরব ॥
নাহি কাছে হৃষীকেশ অগতির গতি।
নাহি হবে যজ্ঞপূর্ণ সচিন্তিত মতি ॥
মহারাজ ! একি দেখি চিত্ত ভ্রম কেন।
অন্তর্যামী হরি, তুমি জেনেও না জান ॥
অন্তরেতে আবির্ভাব রয়েছেন যিনি।
তাঁহার অন্তর্হিত ভাবিতেছ তুমি ॥
সংসারের সার নিধি সন্নিধানে স্থিতি।
সে ধন থাকিলে কাছে ঘটে কি দুর্গতি ॥
যাঁহার স্মরণ মাত্রে সত পাপ চয়।
অগ্নি যোগে কাষ্ঠবৎ ভস্ম সার হয় ॥
আমার নিশ্চয় ইহা আছয়ে প্রতীতি।
স্মরিলে সঙ্কটে হরি হইবে সদ্‌গতি ॥

যজ্ঞ বিনা হবে সব পাপ বিমোচন।
এ রূপ সহজ পন্থা না দেখি কখন ॥
অকস্মাৎ আপনার কেন এ বিস্মৃতি।
বাসুদেব আদেশেতে সংগ্রামেতে রতি ॥
যুদ্ধ কর যুদ্ধ কর তাঁর উত্তেজনা।
তাঁর গূঢ় অভিপ্রায় নাহি যায় জানা ॥
সকল যজ্ঞের কর্ত্তা হরি মূলাধার।
পাইতে অক্ষয় শান্তি নাহি পথ আর ॥
পাইতে যজ্ঞের অশ্ব লক্ষণ সহিত।
কোন্ স্থানে পাওয়া যায় শাস্ত্রের বিহিত ॥
জিজ্ঞাসহ যত্ন করে তপোনিধিবরে।
তাহলে সকল তত্ত্ব পাব জানিবারে ॥
জৈমিনি বলেন শুন ভারত প্রধান।
ভীমবাক্যে বেদব্যাস বলেন তখন ॥
ধন্য তুমি ভীমসেন সার্থক জনম।
যথার্থ ভক্ত তুমি পাপ-নিসূদন ॥
তোমার কল্যাণ হোক্ সুখে থাক তুমি।
ভদ্রাবতী নগরীতে আছে অশ্বস্বামী ॥
অতি সুলক্ষণ তাহা দর্শনের প্রিয়।
পাব যদি আনিবারে হয় তবে হয় ॥
দুর্ব্বলের সাধ্য নাই সেখানে যাইতে।
বীর কিবা কম্পান্বিত পুরী প্রবেশিতে ॥
বীরবর যৌবনাশ্ব অতি যত্ন করে।
দশ অক্ষৌহিণী সেনা সদা রক্ষা করে ॥
কৃপণের অর্থ যত যতনের ধন।
অতিযত্নে যৌবনাশ্ব করেন পালন ॥
পার যদি আনিবারে সেই তুরঙ্গম।
কার্য্য সিদ্ধি হইবারে না দেখিবে ভ্রম ॥
অতএব বীরবর যাও ত্বরা করি।
আনিতে যজ্ঞের অশ্ব ভদ্রাবতীপুরি ॥

ইতি প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।
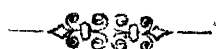
"বাসুদেব মনাদৃত্য তপোযজ্ঞাদিকঞ্চ যৎ।
নিষ্ফলং জায়তে সর্ব্বং সত্যং জানীহি ভারত॥"

ভীমের অশ্ব আনয়নে প্রতিজ্ঞা ও শ্রীকৃষ্ণের
হস্তিনাপুরে আগমন।

জৈমিনি বলিল শুন রাজা জন্মেজয়।
অনন্তর ভীমসেন হাস্য করি কয়॥
একাকী যাইব আমি ভদ্রাবতী পুরী।
আনিব যজ্ঞের অশ্ব যত শীঘ্র পারি॥
সত্য সত্য বলিতেছি শুন ধর্ম্মরাজ।
শ্রীহরি স্মরণে সব সিদ্ধ হয় কায॥
অমান্য করিলে জগৎ মান্য বাসুদেবে।
তপ যজ্ঞ দান ধ্যানে কিছুই না হবে॥
যদি অশ্ব তথা হতে না আনিতে পারি;
নরকে পশিব শীঘ্র প্রতিজ্ঞা আমারি॥
মাতৃ হন্তা পিতৃ হন্তা যত করে পাপ।
লভিব সকল তাহা নাহি মনস্তাপ॥
গঙ্গাহীন স্থানে কিম্বা কূপের আশয়।
সেই থানে যে সকল বিপ্রগণ রয়॥
যেথানে না বেদপাঠ শিব আরাধনা।
ধর্ম্ম কর্ম্মে অনাদর অনাচার নানা।
সেথানে ক্ষণিক বাসে ঘটে যে নিরয়।
অশ্ব না আনিলে যেন মোর তাহা হয়॥
এত বলি ভীমসেন মৌনভাব ধরি।
যুধিষ্ঠির পানে চাহে নয়ন বিস্তারি॥
মধ্যমের অভিপ্রায় জানিয়া অগ্রজ।
বলিতে লাগিল কার্য্য নহেত সহজ॥
পড়েছি সঙ্কটে ভীম ভয়যুক্ত মনে।
কিরূপে পাইব ত্রাণ জ্ঞাতির হিংসনে॥
মহাবীর যৌবনাশ্ব সংগ্রামে দুর্ব্বার।
তারে জিনি অশ্ব আনা কঠিন ব্যাপার॥
বিশেষতঃ তার সৈন্য যুদ্ধে অনুপম।
থাকুক অন্যের যুদ্ধ ভীত পায় যম॥
একাকী সেখানে তুমি করিবে গমন।
সেই হেতু সচিন্তিত চিত্ত অনুক্ষণ॥
কি জানি অদৃষ্ট দোষে কি প্রমাদ ঘটে।
কোন রূপে ইচ্ছা নয় পাঠাতে সঙ্কটে॥
পাণ্ডু নন্দনের বাক্যে কর্ণের নন্দন।
দেশকাল পাত্র জানি বলেন তখন॥
না ভাবিহ মহারাজ ভীমের অনিষ্ট।
তার কি বিপদ হবে যার সখা কৃষ্ণ।
অনুকম্পা করি দেব পাঠাও আমারে।
দুজনেতে কার্য্য সিদ্ধি হইবারে পারে॥
আমার বাসনা পূর্ণ কর ধর্ম্মময়।
প্রার্থনা আমার রাখ করনা সংশয়॥
বৃষকেতু কথা শুনি বৃকোদর বীর।
বলিতে লাগিল স্নেহে বচন গম্ভীর॥
যে দিন মেরেছি তোর পিতা কর্ণ বীরে।
তদবধি ভাসিতেছি নয়নের নীরে॥

স্নেহের বাছনি তোর হেরি চাঁদ মুখ।
অন্তরে পেতেছি কষ্ট ফেটে যায় বুক॥
যে লজ্জা পেয়েছি মনে বলিতে না পারি।
জানেন সকল তাহা অন্তর্যামী হরি॥
ভীমের বচন শুনি কর্ণের তনয়।
বলিতে লাগিল যত সার বাক্য চয়॥
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের দ্বেষী নীচ কার্য্যে মতি।
সংগ্রামে মরিয়া তাত লভিল সদ্গতি॥
পিতা মোর নরদেহ করিয়া ধারণ।
দুর্য্যোধন আজ্ঞাকারী ছিল অনুক্ষণ॥
নম্রতা বিহীন দেহ পাপের আশ্রয়।
ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত অতি নীচাশয়॥
তারে মারি রণমধ্যে করেছ যে কায।
স্মরিলে সে উপকার কে দিবেক লাজ॥
বিবসনা দ্রৌপদীকে কহই সান্ত্বনা।
সভামধ্যে দিয়াছিল করি নাহি জানা॥
বিরাট গোধন করি গোপনে হরণ।
পাণ্ডবের হাতে হলো তার নিধাতন॥
সকলের মূল পিতা সকলেই বলে।
এ হেন কপট মূর্ত্তি নাহি কোন কালে॥
তারে মারি দিব্য গতি দিয়েছে পাণ্ডব।
সম্মুখ সমরে মরা বিশেষ গৌরব॥
চিন্তামণি দিয়া যথা কাচ কিম্বা কড়ি।
বিনিময় করে লোক করে রড়ারড়ি॥
সে রূপ অর্জ্জুন বীর শর বিনিময়ে।
লয়েছে ভৌতিক দেহ পিতারে মারিয়ে॥
গৃহের প্রাঙ্গন মধ্যে বৃক্ষ ফল হীন।
দেখিয়া যে রূপ হয় মানস মলিন॥
উপায় না হেরি শেষে কাটিয়া ধরায়।
তার স্থানে কল্পতরু যত্নেতে রাখয়॥
সে রূপ অর্জ্জুন বীর পিতার বাসনা।
নির্ম্মূল করিয়া দেছে ঐহিক কামনা॥

অসৎ প্রবৃত্তি সব করি উৎপাটন।
তার স্থানে দিব্য গতি করেছে স্থাপন॥
ভুবন ভরিয়া আছে পিতৃ অপযশ।
যজ্ঞেতে সাহায্য করি ঘুচাব সে যশ॥
আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করি এখন।
যৌবনাশ্ব সৈন্য-সিন্ধু কর সন্তরণ॥
জৈমিনি বলেন শুন ভারত-তিলক।
বৃষকেতু কথা শুনি আনন্দ-দায়ক॥
স্নেহভরে প্রীতিমনে করি আলিঙ্গন।
ঘটোৎকচ পুত্র মেঘবর্ণ প্রতি কন॥
বীরশ্রেষ্ঠ তব পিতা নিজ পৃষ্ঠে করি।
লয়ে গিয়াছিল আমা সবে গন্ধ গিরি॥
তুমি এবে নিজ পৃষ্ঠে শক্তি যত দূর।
ধর্ম্মরাজে রক্ষা কর রক্ষা কর পুর॥
কর্ণ পুত্র সনে আমি যাবৎ না ফিরি।
তাবৎ অর্জ্জুন সঙ্গে রক্ষ এ নগরী॥
দীপ্তবর্ণ মেঘবর্ণ আনন্দে তখন।
করযোড়ে পিতামহে বলেন বচন॥
তোমা হতে দিব্য তনু পেয়েছিল তাত।
করেছে তাহার কার্য্য সংসারে বিখ্যাত॥
সত্য বটে নীচকুল রাক্ষসী উদরে।
জনম লইয়া ছিল পিতা গুণধরে॥
কিন্তু সহবাস গুণে সদ্গতি তাহার।
সংসারে অতুল কীর্ত্তি হয়েছে প্রচার॥
নালা জল সুবিমল নহে ততক্ষণ।
যাবৎ জাহ্নবী সহ নহে দরশন॥
পতিত পাবনী সঙ্গে হইলে সংস্রব।
একাকার হয়ে যায় নাশয়ে রৌরব॥
অন্ত্যজ হইলে নর সাধু সহবাসে।
উচ্চ গুণ লাভ করে ক্রমশঃ সন্তোষে॥
স্বাভাবিক শিলা খণ্ডে নাহি কোন ফল।
রাম নাম প্রতিষ্ঠাতে পথের সম্বল॥

হে বীর তোমার কাছে এই নিবেদন ।
আমি যাব তব সঙ্গে যৌবন সদন ॥
মনঃক্ষোভ দিওনাক অনুগত জনে ।
তুমি আমি বৃষকেতু যাইব সেখানে ॥
অশ্ব জন্য যবে যুদ্ধ হইবে সেখানে ।
গোপনে লইয়া অশ্ব আনিব এখানে ॥
অতএব বীরবর শুনহ মিনতি ।
ধর্ম্মের চরণে শীঘ্র করিয়া প্রণতি ॥
অশ্বের উদ্দেশে যাও বিলম্ব না করি ।
নিশ্চয় হইবে জয় যশে ধরা ভরি ॥
শ্রীহরি স্মরণ করি শুভ যাত্রা কর ।
হইবে সকল শুভ মম বাক্য ধর ॥
তাঁহার হইলে কৃপা সকলি সফল ।
পুত্র মিত্র ধন ধান্য যা কিছু সম্বল ॥
স্বর্গ অপবর্গ আর মোক্ষপদ সার ।
সকলি সুলভ বলে হরি করুণার ॥
দারুণ দুষ্কৃতি রাশি হরিনাম গুণে ।
স্মরণে অন্তর শুদ্ধ ব্যাধি বিনাশনে ॥
আধি ব্যাধি গ্রহ পীড়া না থাকে তাহার ।
দীননাথ শুভ দৃষ্টি দিয়াছে যাহার ॥
ইন্দ্রিয়ে রাখিয়া বশ যার কায় স্থির ।
সকল উন্নতি তার সেই ধর্ম্ম বীর ॥
পুরাণাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে নিরত ঘোষণা ।
কৃষ্ণ পদানত জনে না থাকে যন্ত্রণা ॥
শুনিয়া পুত্রের বাণী সুমধুর ভাব ।
ধন্য ধন্য মুখ হতে বাহিরিল রাব ॥
কুশলে থাকহ বৎস ! আমার আশীষে ।
চল মম প্রাণধন অশ্বের উদ্দেশে ॥
তুমি আমি বৃষকেতু করিলে প্রয়াণ ।
কার্য্য সিদ্ধি পক্ষে ভীম না ভাবিবে আন ॥
জৈমিনি বলেন শুন পাণ্ডু বংশধর ।
উভয়ের বাক্য ধর্ম্ম প্রফুল্ল অন্তর ॥

সম্ভাষিয়ে স্নেহভাবে বৃকোদর বীরে ।
বলিতে লাগিল জ্যেষ্ঠ অতি সমাদরে ॥
হে বীর অসাধ্য কিছু নাহিক তোমাতে ।
মেঘবর্ণ বৃষকেতু পবনাগ্নি তাতে ॥
এখন রজনী ক্রমে হতেছে বর্দ্ধিত ।
তপোধন তপোবনে যাইতে উদ্যত ॥
অতএব চল ভাই বিপদ কাণ্ডারি ।
বেদব্যাস সংবর্দ্ধনা করি ত্বরা করি ॥
এইরূপে সম্মিলিত আত্মীয় স্বজনে ।
যথাবিধি সমাদরে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নে ॥
তাহাতে বিদায় করি গেহেতে গমন ।
ভাবনায় কোনরূপ স্থির নহে মন ॥
করিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষ মনন ।
অনুজগণের সহ যামিনী যাপন ॥
কি রূপে যজ্ঞের অশ্ব হবে হস্তগত ।
কি রূপে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ হবে সম্পাদিত ॥
কাহার সুহৃদভাবে সহায়তা পাই ।
কি রূপে আসিবে অর্থ ভাবি আমি তাই ॥
হে মধুসূদন সদা বিপদ বারণ ।
পাণ্ডবের গতি যিনি অধম তারণ ॥
নিকটে সে সখা নাই পড়েছি বিপদে ।
চৌদিকেতে দুর্নিমিত্ত হেরি পদে পদে ॥
হে গোবিন্দ ! আমি জ্ঞাতিবধ পারাবারে ।
পতিত হয়েছি প্রভু উদ্ধার কিঙ্করে ॥
হে নাথ ভরসা তুমি সঙ্কট সময়ে ।
হয়েছি শরণাগত দেখনা চাহিয়ে ॥
বিবসনা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ।
করেছিলা নারায়ণ হইয়া বসন ॥
এখন পাতক সিন্ধু হতে কর ত্রাণ ।
সঙ্কটে ঔষধি তুমি প্রভু ভগবান ॥
ভক্তের কাতর বাক্য জানিয়ে কংশারি ।
নিজ পুরী শূন্য করি হস্তিনায় হরি ॥

দ্বারদেশে দ্বারবান্ দ্বারকা পতিরে।
দেখি প্রণমিল তাঁরে অবনত শিরে॥
কহেন কমলাকান্ত একান্ত তাহারে।
মম উপস্থিতি বার্ত্তা জানাও রাজারে॥
উপযুক্ত সময়েতে রাজ দরশন।
সমুচিত রাজনীতি এই কথা কন॥
প্রতীহার গুণাধার কেশব আদেশে।
বলিতে লাগিল অতি সকরুণ ভাষে॥
ধর্ম্মের নিকট ধর্ম্মময়ের আভাস।
তার জন্যে কালাকাল কে করে সন্ধাস॥
পর নিন্দা যাহাদের সতত অভ্যাস।
পর দ্রব্য গ্রহণেতে যাহাদের আশ॥
পর নারী রত্ন চুরি যাহার স্বভাব।
কমলাপতির কৃপা তার না সম্ভব॥
কিন্তু ধর্ম্মরাজ তার বিপরীত ভাব;
অন্যে অপবাদ তার নাহি সে স্বভাব॥
পর দ্রব্যে তাঁর দৃষ্টি নাহিক কখন।
পর স্ত্রী বদন কভু নহে সন্দর্শন॥
অতএব তাঁর কাছে বাধা কি গমনে।
বিশেষ দর্শন মাত্রে হৃষ্ট মনে মনে॥
মহারাজ মনে মনে অনুক্ষণ সচিত।
এই মাত্র স্মরিতেছে তোমা ভক্তিযুত॥
দেখা দিয়ে দীননাথ কামনা পুরাও।
সঙ্কটের মহৌষধি সঙ্কট ঘুচাও॥
দ্বারবান দয়াবান ভগবানে বলি।
উত্তরিল পুরমধ্যে পাণ্ডব মণ্ডলী॥
কৃষ্ণ আগমন বার্ত্তা জানিয়ে তখন।
মৃতদেহে যেন প্রাণ পেলে পঞ্চজন॥
আনন্দ অবধি নাই প্রেমাশ্রু পতিত।
প্রেমময় মূর্ত্তি ক্রোরবাধে উপনীত॥
মনোরঙ্গে লয়ে সঙ্গে ভাই ভীমসেনে।
পুলকে পূর্ণিত দেহ পাণ্ডুর নন্দনে॥

দ্বারেতে দ্বারকাপতি নেহরি তখন।
আনন্দ সাগরে মগ্ন আত্মীয় স্বজন॥
জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবেরে ত্বরা করি।
পদধূলি মত শিরে নিলেন শ্রীহরি॥
আলিঙ্গনে আত্মারামে আত্মার সহিত।
প্রথমে প্রথম ভ্রাতা কৈলা আপ্যায়িত॥
আনন্দে নয়ন নীর করিয়া ক্ষেপণ।
শ্রীহরিকে করে ধরি কৈল উত্তোলন॥
কোলাকুলি কেশবেতে প্রথম পাণ্ডবে।
ক্রমেতে মিলায়ে গেল হৃদয়স্থ যবে॥
শেষে ভীমসেন সঙ্গে তৃতীয় পাণ্ডব।
একে একে প্রণমিল আর যত সব॥
বিনিময়ে বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত সে ধনে।
করে পূজা গৃহে লৈল পাণ্ডুপুত্রগণে॥
নিশীথ সময়ে আসি সে নীলরতন।
সকলের হর্ষভাব কৈল বিবর্দ্ধন॥
ভগবানের আগমনে পাণ্ডবে বিস্মিত।
দেখিয়া দ্রুপদ পুত্রী হয়ে ত্বরান্বিত॥
বলে শুন বীরগন আমার বচন।
কৃষ্ণ আগমনে কেন বিস্ময় কারণ॥
বনবাস কালে যবে দুর্ব্বাসার হাতে।
পেয়েছিলা বড় ভয় সেই সঙ্কটেতে॥
সে কালে শরণাগতে অনাথ সহায়।
দাঁড়াইলা বনে আসি প্রভু দয়াময়॥
যে কালেতে সভা মধ্যে পাপী দুঃশাসন।
বিবসনা করিবারে বসন কর্ষণ॥
পরিত্রাহি শব্দে আমি ডাকি সঙ্কটেতে।
রক্ষা কর ভগবান লজ্জার হাতেতে॥
সভা মধ্যে গুরুজন সন্ত্রান্ত সকলে।
দেখিয়া আমার দশা মনস্তাপে জ্বলে॥
দাসীর দুর্গতি মুক্তি কর ওহে হরি।
তুমি ভিন্ন গতি নাহি বিপদ কাণ্ডারী॥

কিঙ্করী কাতর বাক্য শুনিয়া তখন।
কমলাপতির দয়া হৈল ততক্ষণ॥
হইল বসনরূপী প্রভু শ্রীনিবাস।
কালবারি নিবারিল দানিল আশ্বাস॥
দশ হাজার শিষ্য সঙ্গে দুর্ব্বাসা যখন।
নিশাকালে আশ্রমেতে উপস্থিত হন॥
অনন্ত কোপের মূর্ত্তি পাছে কোপ করি।
ব্রহ্মশাপে দগ্ধ করে পাণ্ডবের পুরী॥
বিশেষ অতিথি ভঙ্গ গৃহাশ্রম হতে।
তার বাড়া মনোকষ্ট না পারি কহিতে॥
অনুপায় হেরি প্রভু পতিতপাবনে।
মন ধন তাঁর নাম নিলাম স্মরণে॥
দয়ার সাগর নাথ অনাথের হরি।
দয়াময় তৎক্ষণাৎ এলো ত্বরা করি॥
প্রণয়িনী রুক্মিণীর ত্যজি সহবাস।
পুরাতে ভক্তের আশা সেই শ্রীনিবাস॥
বন মধ্যে বনমালী হলেন উদয়।
ঘুচিল সকল বিঘ্ন হর্ষ অতিশয়॥
পাকস্থালী স্থিত শাক কণিকার প্রতি।
করিলেন দৃষ্টিপাত গোপীগণ পতি॥
দৃষ্টিমাত্রে শাক কণা অক্ষয় হইল।
ঋশিষ্য দুর্ব্বাসা তৃপ্ত বলিয়া উঠিল॥
যে কালেতে সাধুচিত্ত অসাধু পীড়নে।
ভীত হয় কষ্ট পায় কাঁদে সরোদনে॥
সে কালে করিলে ধ্যান এই ধ্যেয় ধনে।
খণ্ডিত দুষ্কৃতি তার মহাসুখ মন॥
শত কোটী কল্পকালে যাঁর শ্রীচরণ।
পেতে নাহি পারে যত যোগে নিমগণ॥
সেই সে দুর্লভ নিধি তব সন্নিধানে।
অকালে দিতেছ গেরো সোনা অন্য স্থানে॥
ভবের ভাবনা দূর যাঁহার কৃপায়।
যাঁর অনুগ্রহে জীব মুক্তিপদ পায়॥
সেই হরি দয়া করি তোমার ভবনে।
ভক্তিতে আছেন বাধা তোমার সদ্গুণে॥
কৃষ্ণার শুনিয়া স্তব শ্রীকৃষ্ণ তখন।
সন্তুষ্ট হইয়া তথা উপবিষ্ট হন॥
সময় পাইয়া ধর্ম্ম গোবিন্দেরে কয়।
কি রূপে পাইব ত্রাণ মনে মহাভয়॥
জ্ঞাতি বধ কুল নাশ আত্মীয় বিনাশ।
নিষ্প্রভ মলিন মূর্ত্তি মম মনাকাশ॥
অন্তরে স্ফূরতি নাই নাই সে উৎসাহ।
চিন্তানলে তনু ক্ষীণ ভাবি অহরহ॥
এ রূপ সঙ্কট সিন্ধু জলে অবস্থিতি।
কি রূপে হইব পার গোলোকের পতি॥
মানস করেছি প্রভু ব্যাসের আদেশে।
সমাধিব অশ্বমেধ পরম হরষে॥
যদি যজ্ঞ পূর্ণ হয় ওহে পূর্ণ হরি।
দয়াময় এ সময় বলনা কি করি॥
পাণ্ডবের বাক্য শুনি বলেন যাদব।
এ সময় অশ্বমেধ অতি অসম্ভব॥
অতএব অশ্বমেধ হয় অনুচিত।
বিশেষ বীরেন্দ্র বৃন্দ সবে সন্তাপিত॥
বুঝিলাম ভীম বাক্যে তোমার এ মতি।
পরামর্শ যোগ্য নহে উহার ভারতি॥
অধিক আহার যার বুদ্ধি তার স্থূল।
স্থূলোদর হলে পরে সব করিয়ো ভুল॥
বিশেষ ইহার ভার্য্যা বিকট রাক্ষসী।
তার সহবাসে মতিচ্ছন্ন দিবা নিশি॥
সেই জন্য ভাল মন্দ বিচার ক্ষমতা।
অসতের সহবাসে ঘটে কি সর্ব্বথা॥
বুদ্ধি হীন ভীমসেন তার বাক্যবশে।
যদ্যপি করেন যজ্ঞ কি হইবে শেষে॥
অবশ্যই অঙ্গ হীন হইবেক যাগ।
ভীমের এ কুমন্ত্রণা ত্যজ মহাভাগ॥

মুক্ত কণ্ঠে কবিগণে এই কথা বলে।
তাদের মঙ্গল নাহি হয় কোন কালে॥
অঙ্গ হীন কর্ণ হীন কুযোনি নিপুণ।
জড়বুদ্ধি ভার্য্যামন্ত্রী অলক্ষণ জেন॥
ইহাদের পরামর্শ সুখ কর নয়।
পদে পদে পরমাদ এ কথা নিশ্চয়॥
নিরন্তর শ্বশুরগৃহে যাহাদের স্থিতি।
তাহাদের বুদ্ধি ভ্রংশ স্থির নহে মতি॥
জরাসন্ধ নিশাচর হিড়িম্বা দুর্জ্জয়।
এরা আর বক বীর ভীমের প্রত্যয়॥
এ সকল ভিন্ন ভীম কারে নাহি জানে।
তেঞি এত অহংকার মনে মনে গণে॥
এক্ষণে যে সব বীর সংগ্রাম দুর্জ্জয়।
তাহাদের জাতসার ভীমসেন নয়॥
রাজসূয় যজ্ঞে তারা ভীম দরশনে।
পীড়িত না হইয়াছে তাঁকি স্পর্দ্ধা মনে॥
যে সকল ধর্ম্ম বীর দান কার্য্যে রত।
ভীমসেন তাহাদের নহে পরিজ্ঞাত।
না করিয়ে পরামর্শ তৃতীয় পাণ্ডব।
জয়দ্রথ মধ্যে কৈলা পণ অসম্ভব॥
সেই রূপ পরামর্শে ভীমের বুদ্ধিতে।
ঘটিবেক পরমাদ ভাবিতেছি চিত্তে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করা অনুচিত নয়।
সম্পন্ন হবার পক্ষে বড়ই সংশয়॥
কি রূপেতে যজ্ঞ অশ্ব হবে সুরক্ষিত।
দেব কি গন্ধর্ব্বলোকে কোথা হবে স্থিত॥
বীর দর্পে যে সকল রাজন্যের দল।
গ্রহণ করিবে অশ্ব লয়ে নিজ বল॥
রক্ষাকরা পরাজয় করিয়ে তখন।
সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইবে সতর্কিত মন॥
যজ্ঞেতে দীক্ষিত হয়ে অসিপত্রধারী।
পালিতে হইবে ব্রত কঠোর আচারি॥
পূর্ব্বকালে ভগবান্ দাশরথি বীর।
অশ্বমেধ রক্ষণার্থে কার্য্য মারুতির॥
দিয়াছিল বীর-পুত্রে বীরোচিত কায।
অশ্ব সহ বন্ধ হনু পায় বড় লাজ॥
শক্তিমতী নামে পুরী তার নরনাথ।
বন্ধ করে হনু লয়ে আনেন সুরথ॥
প্রকাশি নিজ পৌরুষ বীর রঘুমণি।
মুক্ত করে মারুতিরে আনেন তখনি॥
প্রিয় সখা অর্জ্জুনের অশ্ব সহচর।
কৈলে কে করিবে রক্ষা তোমা অতঃপর॥
অর্জ্জুনে বিপক্ষ পক্ষ আক্রমিলে পরে।
কে তারে তারিবে বল বিবরি আমারে॥
সে সময়ে কাহা হতে অশ্ব বিমোচন।
হইবেক বল তাহা ধর্ম্মের নন্দন।
অতএব জেনে শুনে গুরুতর কায।
করিলে হইবে সিদ্ধ শুন মহারাজ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

"মামাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে যে জনা মৎপরায়ণাঃ।
তেপ্যায়ান্তি পরং যান্তি সত্যৈব মমান্তিকম্॥"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীমের কথোপকথন ও
অশ্বানয়নে গমন।

জৈমিনি বলেন শুন ভরত প্রধান।
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা ভীম গুণবান্॥
ঈষৎ হাসিয়া বীর জলদ গম্ভীরে।
প্রত্যুত্তর ভগবানে কৈল ধীরে২॥
হে কৃষ্ণ কমলাকান্ত শুনহে ভারতী।
সম্পন্ন হইবে যজ্ঞ লয় মোর মতি॥
বিশেষ সকল রাজা আছে বশীভূত।
শোভন সময় ইহা মঙ্গলের পথ॥
মনে মনে তব নাম করিয়া স্মরণ।
অশ্বমেধ করিবারে আমার মন্ত্রণ॥
স্থূলোদর বহুভোজী বলিলা আমারে।
আপন ব্যাভার দেখ ভাবিয়া অন্তরে॥
সত্য বটে, স্থূলোদর হয় বুদ্ধি মোটা।
বিশেষ তোমার বাক্য খণ্ডিবেক কেটা॥
বহু-ভোজনের দোষ কহিলে বর্ণন।
তোমাতে সকল দেখি প্রত্যক্ষ লক্ষণ॥
হে হরে জঠরে তব অখিল সংসার।
বর্ত্তমান রহিয়াছে নিদর্শন তার॥
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ নদ-নদী আদি।
খেচর ভূচর নর সব নিরবধি॥
রহিয়াছে যে উদরে তার চেয়ে স্থূল।
আছয়ে উদর কার এরূপ অতুল॥
আপনি হইয়া স্থূল নিজে বিশ্বম্ভর।
বিরাট মূরতি ধরি ব্যাপ্ত চরাচর॥
বলিতেছ ক্ষুদ্র জনে অতি স্থূলোদর।
হায় কি লজ্জার কথা ওহে লজ্জাহর॥
শুনহে রুক্মিণীকান্ত বলিহে তোমারে।
গুণবতী সতী পেয়ে ভজ বানরীরে॥
জাম্বুবান কন্যা নাম জাম্বুবতী যিনি।
তারে কৈলে কমলাক্ষ নিজ প্রণয়িনী॥
তাতে, কি হে নীচসহ হয়নি মিলন।
আপনার দোষ বুঝি না হয় দর্শন॥
বলিব কি ভগবান গুণবান তুমি।
গুণহীন রসহীন অভাজন আমি॥
সত্যবটে কুযোনিতে আমার সম্প্রীতি।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহেতে কার এত রতি॥
পূর্ব্বে নাকি জন্মেছিলে বামন রূপেতে।
তাই সে কুটিল কথা পারহ কহিতে॥
সংসারি লোকের তুমি একই আশ্রয়।
তোমা হতে কৃষ্ণচন্দ্র কাম সৃষ্টি হয়॥
আমি বটে প্রণয়িনী পাশে সদারত।
কার জন্য পারিজাত হ'ল উৎপাটিত॥
সত্যভামা সন্তোষিতে দেবেন্দ্রের সনে।
ঘটালে গোবিন্দ দ্বন্দ্ব কেবা তাহা জানে।

যাহার কথায় তুমি কৈলা হেন কায ।
সে নহে স্ত্রীজিত আহা মরি একি লাজ ॥
করিলে শ্বশুর গৃহে চিরকাল স্থিতি ।
বুদ্ধিলেশ থাকে নাকো ঘটয়ে দুর্গতি ॥
জিজ্ঞাসিহে যদুপতি বলনা আমারে ।
তুমি না বসতি কর ক্ষীরোদ-সাগরে ॥
শ্বশুরের গৃহে তব হয় না কি বাস ।
হে যদুপতি এ মিনতি করনা প্রকাশ ॥
অনন্ত গুণের তব নাহি দেখি অন্ত ।
ত্রুটিকত্ত সংক্ষেপেতে হইল সিদ্ধান্ত ॥
গুণময় বহুগুণ তোমার শরীরে ।
তাই এত অকিঞ্চন জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে ॥
না হোক্ সে কথা আর নাহি প্রয়োজন ।
ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্ণ করহে এক্ষণ ॥
তোমারে করিয়ে অগ্রে হয়ে অগ্রগামী ।
হে মাধব এ পাণ্ডব মগধেশ ভূমি ॥
অনায়াসে জরাসন্ধে করেছি নিপাত ।
জনার্দ্দন এবে জয়ে কর দৃষ্টিপাত ॥
বলি হে তোমার কাছে ওহে বনবারি ।
ভীম নাহি ভয় পায় পেলে পদতরি ॥
পাইলে তোমার বল এই যে ধরণী ।
ভুজবলে নিক্ষেপিতে পারি হে এখনি ॥
অচলে চঞ্চল পারে নিজস্থান হতে ।
করিতে হে বৃকোদর দেখিতেছ ॥
সাধুর মানস গুন করেছি মানস ।
সমাপিয়া অশ্বমেধ পিব শান্তিরস ॥
জগতের প্রিয় আসি পাণ্ডবের প্রিয় ।
শুভ সংকল্পেতে বাধা কভু নাহি দিও ॥
বল দেখি দীননাথ জিজ্ঞাসি তোমারে ।
চাতকে যাচক বৃত্তি জলপান তরে ॥
বহুকাল আর্ত্তনাদে হেরিয়া নীরদে ।
পাইলে বিষাক্ত বারি মরে সে বিষাদে ॥
সে কালে চাতক মনে যেই রূপ আশা ।
বাধা পেলে এ যজ্ঞেতে পাণ্ডব ভরসা ॥
আমাদের আর্ত্তনাদ ভীষণ ভৈরবে ।
অপযশে এ অবনী পরিপূর্ণ হবে ॥
থাকিতে পাণ্ডব সখা পাণ্ডব দুর্গতি ।
দেখিতে পারিবে কি হে যাদবের পতি ॥
কার অপযশ লোকে কহিবে রটনা ।
কালীয় গঞ্জন তুমি শুনিবে গঞ্জনা ॥
পঙ্কেতে পতিত ধেনু পথিকে দেখিলে ।
মনে করে পরিত্রাণ পাব অবহেলে ॥
সে কালে পথিক যদি নাহি রক্ষা করে ।
বরঞ্চ কর্দ্দমে তারে আরও চেপে ধরে ॥
তা হলে সে ধেনু নিজ দুঃখের কাহিনী ।
বলিবে কাহার কাছে বল দেখি শুনি ॥
সেই রূপ আমাদের ঘটেছে দুর্দ্দশা ।
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডব ভরসা ॥
শুনিয়া ভীমের বাক্য দেব হৃষীকেশ ।
বাখানিয়া বিস্ময়েতে কৈলা অবশেষ ॥
হে ভীম সার্থক তুমি ধরণীর মাঝে ।
তোমারে এ হেন কায যথার্থই সাজে ॥
তোমার কল্যাণ হোক শুনহ ভারতী ।
আলিঙ্গন দান কর হিড়িম্বার পতি ॥
পরিতৃপ্ত হইয়াছি তোমার বচনে ।
এক কথা জিজ্ঞাসিব পাণ্ডুর নন্দনে ॥
নিহত করিয়া রণে কৌরবের দল ।
কেন যুধিষ্ঠির চিত্ত এতই বিহ্বল ॥
যদি গুরু জ্ঞাতি বধে ঘটিয়াছে ভীতি ।
অর্পহ সকল পাপ মাধবের প্রতি ॥
কদাচ আমার বাক্য না হবে অন্যথা ।
নিশ্চয় পাণ্ডব হবে নিষ্পাপ সর্ব্বথা ॥
তাতে কিছু ক্ষতি নাই শুন যদুপতি ।
কিন্তু দিতে পাপভার এই পাই ভীতি ।

প্রদানিলে তব করে সামান্য জিনিষ।
বাড়াইয়া ফেল তাহা তুমি অহর্নিশ॥
এজন্য আমার জ্যেষ্ঠ না করে কামনা।
বাড়াইতে পাপভার তাই সে ভাবনা॥
যজ্ঞ করি পূর্ণ প্রভু পূর্ণ নারায়ণ।
তাহার সুকৃতি হবে তোমাতে অর্পণ।
যে কাল পর্য্যন্ত আমি নাহি ফিরে আসি।
তাবৎ পাণ্ডবপুরে থাক কালশশী॥
হে দেবেশ হৃষীকেশ আমার প্রার্থনা।
সুরক্ষিত হলে রাজ্য নাহি বিড়ম্বনা॥
সুকৃতি না হলে জীব ভুঞ্জে নানা দুখ।
নিশ্চয় তাহার ভাগ্যে বিধাতা বিমুখ॥
দেবকী নন্দন শুন আমার বচন।
আমাদের সুকৃতিতে নাহি প্রয়োজন॥
এ কথা আমার নয় মোরা কয় ভাই।
পুণ্য ফল ভুগিবারে ইচ্ছা মাত্র নাই॥
অধিক কি কব প্রভু বৈকুণ্ঠের স্বামী।
তুমি ভিন্ন বৈকুণ্ঠের নই অনুগামী॥
তোমার সান্নিধ্য লাভ মোদের কামনা।
তাহা ভিন্ন কার্য্য কিছু আরত দেখিনা॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
ধর্ম্মরাজ ভীম বাক্যে অতি তুষ্ট হয়॥
শেষেতে ভোজন কার্য্য করি সম্পাদন।
অধিক দেখিয়া রাত্রি করিল শয়ন॥
রজনীর অবসানে বীর বৃকোদর।
বৃষকেতু মেঘবর্ণে লইয়া সত্বর॥
শুভ যাত্রা করিবারে করিয়া মনন।
জননী জ্যেষ্ঠের পদ করিল বন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যত গুরুতর জনে।
সম্বোধিল নমস্কার আলিঙ্গন দানে॥
সন্তান বৎসলা কুন্তী সন্তান কারণ।
পথের সম্বল খাদ্য করে আহরণ॥
ঘরেতে প্রস্তুত ছিল সুমিষ্ট মোদক।
ভীমসেন হাতে দিল সুখসংবর্দ্ধক।
জননীর কর স্পৃষ্ট মোদক ভোজনে।
ভীমের অসীম হর্ষ হয় মনে মনে॥
বৃষকেতু করে কিছু খাইবারে দিল।
অর্জ্জুনে এ কথা বলি বিদায় লইল॥
আমা সবাকার গুরু বন্দনীয় ভাই।
অতি যত্নে তাঁর রক্ষা করিবে সদাই॥
অনুগত দ্বিজগণে হয়ে আজ্ঞা কারি।
পালিবে তাদের আজ্ঞা নিজ শিরে ধরি॥
নিশ্চয় জানিও ভাই! অশ্ব লয়ে সাথে।
সত্বরে ফিরিব আমি না ভাবিহ চিতে॥
কৃষ্ণের প্রসন্ন ভাব করিয়ে দর্শন।
বুঝিতেছি কৃতকার্য্য হইবে মনন॥
তোমরা উভয়ে এবে হয়ে ত্বরান্বিত।
যজ্ঞ আয়োজন কর যা হয় বিহিত॥
যাঁহার স্মরণ নিলে যম ভয় যায়।
তাঁর নামে অশ্ব আনা অতি তুচ্ছ হায়॥
এতেক বলিয়া ভীম ভাই ফাল্গুনিরে।
সত্বরেতে উপনীত যৌবনাশ্ব পুরে॥
গিরি শিরে আরোহণ করি বীরবর।
বিচিত্র নগরী শোভা নিহারে বিস্তর॥
চারিদিকে দেখে তথা বিস্তর কানন।
তার মধ্যে সরোবর হয় অগণন॥
যজ্ঞ যূপে রাজপথ রয়েছে দুর্গম।
যজ্ঞীয় ধূমের দাপে দৃষ্টির বিভ্রম॥
সুমধুর বেদগান নির্ঘোষ অন্তরে।
বাহিরের কলরব শুনিবারে নারে॥
সুরম্য তোরণ আর প্রাকার মণ্ডল।
বিস্তৃত পরিখা রেখা চৌদিকে কেবল॥
সারি সারি অট্টালিকা নয়ন রঞ্জন।
দেখিয়া সকলে মুগ্ধ চমকিত মন॥

দেখিতে দেখিতে ক্রমে কানন ভিতর।
পাতিত করিল দৃষ্টি বীর বৃকোদর ॥
রম্ভাতরু সেখানেতে ফল ভরে নত।
সজ্জনের মন সম উগ্রতা বর্জ্জিত ॥
উন্নত সরল যত নারিকেল সারি।
শোভিছে সুন্দর বংশ তুল্যভাব ধরি ॥
বিরাজিছে চৌদিকেতে গুবাকের সার।
মানবের উপকার করিছে অপার ॥
ধরিয়া কন্টকাকীর্ণ পনস প্রসবে।
ফল দানে হৃষ্টচিত্ত সকল মানবে ॥
উন্নত খর্জ্জুর বৃক্ষ বহু ফল ধরি।
সুখদান করিতেছে মানব সবারি ॥
সুপক্ক দাড়িম্বফল ধরি নিজ করে।
শোভিছে দাড়িম্ব তরু উদ্যান ভিতরে ॥
হরিনাম সুধাপানে সাধুর মানস।
সাংসারিক ভোগে যথা বিষয় বিরস ॥
সব তুচ্ছ করি হরি প্রেমে অঙ্গ মাতে।
কোকিল কাকলী কলে তথা উল্লাসিতে ॥
সেইরূপে মনসুখে সদা করে গান।
মধুর মধুর কাল নিত্য বর্ত্তমান ॥
ভগবদ্ভক্ত যথা হরিনামে রুচি।
ভুঞ্জিয়া করঞ্জাফল বনবাসী শুচি ॥
মহাযত্ন হতে জল পড়ি বৃক্ষমূলে।
আদরে আতিথ্যভাব ধরি পদতলে ॥
হরিতকী আমলকী জম্বীর বদর।
নানারঙ্গ নিম্ববৃক্ষ কদম্ব বিস্তর ॥
শোভিছে কানন মাঝে শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে।
শুক পিক সারি সারি যাইছে ধাইয়ে ॥
বাসস্থান অতিপ্রিয় মনে করি তারা।
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসে তারা হয়ে দিশাহারা ॥

সুবর্ণ কেতকী জাতি—যুথি মনোহর।
মল্লিকা মালতী চাঁপা অশোক টগর ॥
নানা জাতি সুবাসিত সুন্দর কুসুম।
ফুটিছে ছুটিছে বাস অতি অনুপম ॥
মধ্যস্থে বিরাজে বাপি পানের আগার।
সোপানেতে মণ্ডিত দেখি চতুঃপার্শ্ব তার ॥
মধ্যেতে মধুর শ্যাম শীতল সলিল।
মৃদু মৃদু ভাবে যোগ দিতেছে অনিল ॥
স্থানেং রত্নরাজি আছে বিরাজিত।
রত্নাকর রত্নমালা যেন পরিহিত ॥
মনোহর সরোবর স্ফটিকের ছবি।
রাঙ্গা জলে ভাল খেলা খেলিতেছে রবি ॥
ভকত ভাবন মন যেরূপ বিমল।
মাঝেং স্থানেং শোভে শতদল ॥
হেরি সে মাধুরী মন মুগ্ধ হয়ে বীর।
বায়ুপুত্র কর্ণপুত্রে জিজ্ঞাসে সুধীর ॥
কর্ত্তব্য কি করা যায় তাত গুণময়।
থাকা যায়া অপেক্ষা বা যাহা ইচ্ছা হয় ॥
মোর বিবেচনা এই মধ্যাহ্ন সময়।
পান স্নান জন্য অশ্ব আসিবে হেথায় ॥
রণদক্ষ বীরগণ প্রহরী ভাবেতে।
ঘোটকে আটক করি আসিবে ত্বরিতে ॥
কৃপণে যেরূপ পণে সঞ্চিত বৈভব।
মহাযত্নে রক্ষা করে যা শক্তি সম্ভব ॥
সেইরূপ অনুচরে যতেক সেনানী।
সাবধানে দৃষ্টিপাত দিবস যামিনী ॥
যখন আসিবে অশ্ব সঙ্গীগণ সাথে।
তরুলতা সমাকীর্ণ উন্নত পর্ব্বতে ॥
তাবৎ গোপনে থাকি মোরা তিনজন।
দেখাযাক্ অঘটন হয় কি ঘটন ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।
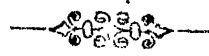
" যন্নামস্মৃতিমাত্রেণ পশ্যেন্ন নরকং নরঃ।
সা মূর্ত্তিঃ পুরতো ভাতি ভবভীতি-বিনাশিনী ॥"

অশ্ব গ্রহণ মন্ত্রণা ও বিপক্ষের সহিত যুদ্ধারম্ভ।

জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
ভীমের শুনিয়া কথা কর্ণের তনয় ॥
সম্বোধিয়া বিধিমতে বলিল তাঁহারে।
আমার বক্তব্য শুন পাণ্ডু বংশধরে ॥
শুনিয়াছি যৌবনাশ্ব বড় বলবান্।
দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য তার বর্ত্তমান ॥
সকলের প্রতি এই আছে অনুমতি।
অশ্ব রক্ষণেতে যদি নাহি হয় মতি ॥
সমুচিত শাস্তি পাবে না হইবে আন।
অগ্রাহ্য করিলে আজ্ঞা হবে অপমান ॥
অতএব রাজ আজ্ঞা শিরধার্য্য করি।
পালন করহ সবে মনে ইহা স্মরি ॥
যেরূপ নরক হতে পেতে পরিত্রাণ।
জাহ্নবীর নীর তীরে লবে সমাধান ॥
স্পর্শে সদা পাপ খণ্ডে দর্শনেতে মুক্তি।
কাশীখণ্ডে কাশীকান্ত করেছেন উক্তি ॥
সামান্য সলিল কণা অগ্নিকণা মত।
নরের দুষ্কৃতি যথা করে নিবারিত ॥
সেই রূপ রাজবিধি করিলে হেলন।
বড় ছোট সকলেই হইবে নিধন ॥
বাস্তবিক হলাহলে ততকাল ভয়।
যদবধি নীলকণ্ঠে স্থান নাহি লয় ॥
ব্যোমকেশ অবশেষ রাখিলে গরল।
থাকিত কি এত দিনে এই রসাতল ॥
যতদিন বাসুদেবে মানবে স্মরণ।
নাহি করে ভবসিন্ধু হতে সন্তরণ ॥
ততদিন যাওয়া আসা নহে নিবারণ।
তত দিন রোগ শোক ব্যাধি প্রকাশন ॥
তত কাল মায়াজাল থাকে বিস্তারিত।
বিষয় বিমুগ্ধ জীব সতত নিদ্রিত ॥
ভবঘোরে মহামোহে পড়িয়া সতত।
নাহি পায় সদুপায় নাহি হেরে পথ ॥
আমার আমার করি অহংতত্ত্ব ছাড়ি।
এই টাকা এই সখা এই আমার বাড়ি ॥
জগবন্ধু জগন্নাথ জীবজন গতি।
পাশরি তাঁহারে ভুঞ্জে অনন্ত দুর্গতি ॥
বারে বারে এ সংসারে ভুঞ্জে নানা ক্লেশ।
হেরিবারে নাহি পারে কভু সুখলেশ ॥
বরং কয়েদি কুল পাইলে সময়।
আপনার ফলাফল মনেতে চিন্তয় ॥
জ্ঞানবান্ জীব আহা অজ্ঞান আঁধারে।
দিবানিশা নাহি বোধ বৃথা ঘুরে মরে ॥
যে কাল পর্য্যন্ত কুলে সুপুত্র না হয়।
গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান যতকাল নয় ॥

তদবধি পিতৃলোক জল পিপাসায়।
উদ্ধার না লভি সদা করে হায় হায়॥
নরক হইতে ত্রাণ কভু নাহি ঘটে।
অশেষ যন্ত্রণা ভোগ পড়িয়া সঙ্কটে॥
বাহোক্ তোমার কাছে এই নিবেদন।
যাহাতে ধর্ম্মের বাঞ্ছা হয় সম্পূরণ॥
বাসুদেব ধর্ম্মদেব হন সম্বোধিত।
এরূপ এখন কার্য্য মোদের উচিত॥
কিরূপে কোথায় থাকি কিরূপ ভাবেতে।
কার্য্য সিদ্ধি হইবেক তাই ভাব চিতে॥
সাবধানে সুসময় হইতে প্রস্তুত।
কি জানি অশুভফল ঘটে কদাচিত॥
বীরবর বৃষকেতু এরূপ বলিতে।
ঘোরতর বাদ্যধ্বনি হৈল চতুর্ভিতে॥
সৈন্য কলরব দূর হতে শোনা যায়।
ক্রমে সরোবর তীরে উত্তরে সেথায়॥
দেখি বীর বৃষকেতু সৈন্য সমাগম।
ভীম-সেনে বলিলেন বাক্য অনুপম॥
হের মহাভাগ ঐ দিগ্গজ বারণ।
নিরন্তর মদ বারি করিছে ক্ষরণ॥
মোহিত মধুপদল সৌরভে তাহার।
উড়িতেছে বসিতেছে গণ্ডে অনিবার॥
প্রকাণ্ড মূরতি দেখ অচল আকৃতি।
ধরা ভয়ে টলমল অতি মৃদুগতি॥
কজ্জলকালিমা বর্ণ করেণুর দল।
সমাগত হইতেছে থাইতে এজল॥
ঐ দেখ করীগণ করেণু সহিত।
নির্ম্মল সলিল পিয়া হিয়া হরষিত॥
যেরূপ কামুকী কামে কামুকিনী সনে।
রসাবেশে কণ্ঠাশ্লেষ করয়ে যতনে॥
সেইরূপ করী করে করেণু ধর্ষণা।
বাড়াইয়া শুণ্ড ক্রেম প্রেম জানাইবা॥
জল সেক করিতেছে করিতেছে কেলি।
উন্মজ্জন নিমজ্জনে মহা কুতূহলী॥
পুলকে পূর্ণিত তনু স্বেদ জলঝরে।
এইরূপে জলমধ্যে উভয়ে বিহরে॥
যে জীবনে আমাদের জীবন ধারণ।
কপোলে সিন্দুর রাগে বঙ্কিমা বদন॥
করিলেক করীদল কাম দ্বন্দ করি।
অন্তরে অনন্ত সুখ করিল বিস্তারি॥
মধুপান আশা করি মধুপ সকল।
চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে সরোবর স্থল॥
ঝাঁকে ঝাঁকে গণ্ডস্থল ছাইল যখন।
না হেরিল মদবারি নিরাশ তখন॥
লুব্ধকের আশা ভঙ্গে ঘটে যে প্রকার।
মধুপ যাতনা ভোগ করে সে প্রকার॥
শেষে দূরে চলে গেল সলিলবাসিনী।
গম্ভীর মনেতে যেথা আছয়ে নলিনী॥
মনসুখে পদ্মমধু করিলেক পান।
আপনার কায সারি অন্য দিকে যান॥
দরিদ্র পাইয়া নিধি যেরূপ সন্তোষ।
সবে তুচ্ছ জ্ঞান করে অহঙ্কার বশ॥
ধনশালী ঐশ্বর্য্যেতে নাহি রাখে দৃষ্টি।
নির্দ্ধন পাইলে ধন অঘটন সৃষ্টি॥
সেই রূপ মীনদল জলের উপরে।
আপনার অহঙ্কার দেখাতে অপরে॥
ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ডোবে মহা আস্ফালন।
কাহারে না লক্ষ্য করে না করে গণন॥
চক্রবাক চক্রবাকী হইয়ে মিলিত।
প্রেমালাপে মুগ্ধচিত অতি আনন্দিত॥
মরাল মৃণালখণ্ড ধরিয়া করেতে।
সানন্দে ষট্পদদলে দেয় বিধিমতে॥
আপনার মহত্ত্বের দেয় পরিচয়।
সর্ব্বভূতে সমদয়া সহজ ত নয়॥

না ভাবে আপন ভাগ্য সম্পত্তি শকতি।
আত্মবোধে আত্ম দৃষ্টি শাস্ত্রের যুকতি॥
অনিত্য দেহেতে যশ পর উপকার।
এই মাত্র স্থির কায সংসারের সার॥
জানাইছে উপকারে ভ্রমরে তখন।
করিতেছে যাচকের আশার পূরণ॥
চাহিয়া দেখহ ঐ তুরঙ্গম যত।
দ্রুতবেগে এই পথে ধায় অবিরত॥
ক্ষীরকান্তি হিমদ্যুতি ধবল বরণ।
মহাবল সেনাগণে করয়ে রক্ষণ॥
দিবাকালে অন্ধকার তাদের গমনে।
খুরক্ষুন্ন মহীতল ছাইল গগনে॥
চৌদিকে উড়িছে রাশি ধূলার সংহতি।
নাহি চলে অন্তরীক্ষে আর দৃষ্টি গতি॥
নিশাপতি দিবাপতি নাহি জানা যায়।
দিবস যামিনী হল একে ঘোর দায়॥
প্রলয়ের মেঘসম গভীর নিঃস্বন।
বাদ্যকরে নানাবাদ্য করয়ে বাদন॥
প্রচণ্ড শব্দেতে সবে হতবুদ্ধি প্রায়।
বধির হইল কর্ণ ঘোর বাজনায়॥
বিমানে উড়িছে যত পতাকার সারি।
কালান্তক কাল জিহ্বা যেমন বিস্তারি॥
চিনিনা জানিনা ঐ কাহার বিমান।
যাহার ধ্বজাতে গৃধ্র করে অবস্থান॥
চারিপাশে জয়ঘণ্টা রুণুঝুনুরব।
সর্ব্বাপেক্ষা শির উচ্চ যেমন বাসব॥
দেব সৈন্য পরিবৃত দানব দলনে।
বাহিরিছে রণবেশে হেন লয় মনে॥
বোধ করি ঐ বুঝি যৌবন ভূপতি।
চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়াছে সৈন্যের সংহতি॥
চৌদিকে দুন্দুভি রব হয় অনিবার।
ধ্বজাগ্রেতে শুকপক্ষী সুন্দর বাহার॥

সঙ্গেতে সহস্রশীর যমভয় দাতা।
"চল চল অগ্রসর" শুন এই কথা॥
যেখানেতে মহারথী করে অবস্থান।
সেখানে সকল বীর আছে বিদ্যমান॥
বীরবর বৃষকেতু বলিলে বচন।
দেখিতে দেখিতে দেখা মধ্যাহ্ন তপন॥
খরকর দিনকর হয়ে আবির্ভূত।
জীবগণে সন্তাপনে সতত চেষ্টিত॥
দেখাইছে আপনার নাম অংশুমালী।
রৌদ্রক্লেশে ঘোর রৌদ্র ছায় সবস্থলী॥
জলপানে জীবগণে স্নিগ্ধ হইবারে।
পালে২ দলে২ আসে সরোবরে॥
জিহ্বা বিস্তার করি কুকুরের দল।
মহিষ কর্দ্দমপূর্ণ দেহ অবিরল॥
উর্দ্ধশুণ্ড সে প্রচণ্ড করীর সংহতি।
জলসেক করিতেছে ভীষণ আকৃতি॥
গণ্ডার পঙ্কিল জলে নিজ কলেবর।
সুস্থ হবে বলি মাখে সহর্ষ অন্তর॥
কাহার নাহিক শান্তি গ্রীষ্মের দাপটে।
প্রাণ যায় ঘোরদায় করি ছট ফট।
সুস্নিগ্ধ সলিল আশে করি অশ্বগণ।
মধ্যাহ্ন সময়ে তারা আইল তখন॥
শ্বেত কৃষ্ণ নানাবর্ণে বপু বিভূষিত।
মণি মুক্তা অলঙ্কারে সবে অলঙ্কৃত॥
এক এক অশ্ব রক্ষা করে তিনজন।
শেল শূল তীর ধনু সঙ্গে অগণন॥
একেত দুরন্তবেশ রণেতে দুর্ব্বার।
তাহাতে রাজার আজ্ঞা নাহিক নিস্তার॥
সব অশ্ব সুসাদৃশ্য বিশেষ শিক্ষিত।
মণ্ডলাকারেতে তারা ঘোরে অবিরত॥
সুন্দর দেখিয়া প্রতি হেন লয় মনে।
গজস্থান হতে যথা যায় সুরগণে॥

অথবা দ্বিজাতিগণ উচ্চারিত ধ্বনি।
মন্ত্রপূত যথা কার্য্য করেন যেমনি॥
সেরূপ সতেজ কিন্তু সুন্দর গমন।
হেরি মনমুগ্ধ হয় কিবা সুলক্ষণ॥
দূর হতে তাহাদের হেরিলে সে গতি।
মধুর নকুল বলে মনেতে বিস্মিতি॥
আকণ্ঠ জলেতে নামি করি জলপান।
কেবল উপরিভাগে রাখিল বয়ান॥
হেরিলেন ভীমসেন থাকি অতিদূরে।
কেহ জলপান করি উঠিলেক তীরে॥
কেহবা নামিছে জলে সহর্ষ অন্তরে।
জলপান করি কেহ ধাইছে সত্বরে॥
অনন্তর ভীমসেন কর্ণের কুমারে।
সম্বোধিয়া এই কথা বলিল তাহারে॥
হে বৎস! স্বচক্ষে তুমি কর নিরীক্ষণ।
সেই অশ্ব আমাদের এত প্রয়োজন॥
যাহার কারণে মোরা ছাড়ি নিজদেশ।
পাইলাম কত কষ্ট অকথ্য অশেষ॥
গোপনে রয়েছি মোরা যাহার কারণে।
এ পর্য্যন্ত সেই অশ্ব আছে অদর্শনে॥
এই অনুভব হয় সেই অশ্বর।
রাজ ভোগে আছে রাজ অন্দর ভিতর॥
জলপান সেই খানে করিবে ঘোটক।
এতদূরে তার আসা যাতনাদায়ক॥
তোমার স্মরণ আছে ধর্ম্মের সাক্ষাতে।
জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুরুদেব কৃষ্ণ সমীপেতে।
করেছি দারুণ পণ অশ্বের কারণ।
কি বলিয়া বিফল হস্তে করিব গমন॥
কোনমুখে ভীমসেন দেখাইবে মুখ।
ভীমের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ বিধাতা বৈমুখ॥
অশ্ব বিনা বৃথা কভু নয় বৃকোদর।
তুমি ভিন্ন আর কেবা জানিবে বিস্তর॥

পুত্রহীন পক্ষে যথা সংসার যাতনা।
থাকিতে ঐশ্বর্য্য সুখ বিড়ম্বনা নানা॥
ধন রত্ন পরিজন বান্ধব সকল।
কুসুম বিহনে যথা উদ্যানের স্থল॥
পাইয়া সঞ্চিত অর্থ ধন বৃদ্ধি আশ।
কৃপণের সেইরূপ চিন্তা চিত্ত নাশ॥
না পারে করিতে দান সুযোগ্য পাত্রেতে।
"ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" তাহার অর্থেতে॥
সর্ব্বদা প্রহরী ভাবে থাকি নির্জ্জনে।
নিদ্রা ভোগ সব ত্যজে ধনের কারণে॥
হেরিয়া পরের সুখ বিষয় বৈভব।
ঈর্ষা সন্তাপিত মনে থাকয়ে নীরব॥
আহার বিহার কিম্বা শয়নে স্বপনে।
কিছুতেই সুখ নাই সদা কষ্ট মনে॥
স্ত্রীজনের আজ্ঞাকারী সদা অনুগত।
স্ত্রীর বাক্য গুরুবাক্য যাদের সম্মত॥
অনুমতি বিনা যারা না পারে উঠিতে।
বসিতে দাঁড়াতে কিম্বা অন্যত্রে যাইতে॥
তাহাদের ভাগ্যে যথা মিত্র সম্মিলন।
কভু ঘটিবার নহে এমনি শাসন॥
সুমন্ত্রীর অভাবেতে যথা রাজপদ।
পদে পদে দুর্নিমিত্ত ঘটয়ে বিপদ॥
রাজদ্রোহ অবিচার দৈব বিড়ম্বনা।
প্রজাগণে উৎপীড়ন বিবিধ যন্ত্রণা॥
পদ্মপত্রে জল তুল্য সে রাজ্য যেমন।
সর্ব্বদা অস্থির ভাব ধরে অনুক্ষণ॥
পুণ্যহীন ক্রিয়াহীন অভাজন নরে।
সুযশের মুখ কভু নারে হেরিবারে॥
কোমল রসনা যার যাহাদের কান।
পরনিন্দা পরকুৎসা নাহি ভয় লাজ।
তাহাদের সুখ আশা থাকেনা যেমন।
সর্ব্বদা বিবিধ চিন্তা করয়ে দাহন॥

বিষ্ণুভক্তি হীন নরে যেরূপ যাতনা।
নাস্তিকতা তর্কবাদে কেবল চালনা॥
ইহ পর কালে তার অশেষ দুর্গতি।
লোকে অপবাদ করে না পায় সদ্গতি॥
সদ্গুরে না সেবি যথা অর্থের সাধন।
অনর্থক মহাক্লেশ ভুঞ্জে অনুক্ষণ॥
কর্ম্মপাশ মহাফাঁশে বদ্ধ যথা প্রাণী।
আপনার সুমঙ্গল না ভাবে আপনি॥
পরিশেষে পরিতাপ যে রূপ ভরসা।
অবশেষে উদ্ধারের নাহি থাকে আশা॥
সেইরূপ অশ্ব বিনা গেলে হস্তিনায়।
আমাদের মনঃক্ষোভ যাইবার নয়॥
ভীমের বচন শুনি বৃষকেতু বীর।
উত্তর প্রদান জন্য মন কৈল স্থির॥
এমন সময়ে অশ্ব হল উপস্থিত।
বহু অশ্ব রথিগণে হইয়া বেষ্টিত॥
মদমত্ত মহাগজ সঙ্গেতে তাহার।
রথী পদাতির সংখ্যা নহে বর্ণিবার॥
চামরেতে বীজ্যমান শ্বেতবর্ণ ছাতি।
শিরে শোভে অপরূপ বিদ্যুতের দ্যুতি॥
ক্ষুদ্র ঘণ্টা সব তাহাতে গ্রথিত।
সুগন্ধ কুঙ্কুম দ্রব্যে শরীর লেপিত॥
মনোহর মুক্তা মাল্য সুন্দর শোভায়।
গলদেশ বিরাজিছে মৃদুগতি ধায়॥
তরুণী গণের কর অঙ্গে সুশোভন।
সুলক্ষণ অশ্ববর সোহাগের ধন॥
ভুজে বাঁধি গলদেশ অনেক প্রহরী।
পৃষ্ঠেতে তূণীর তার হাতে ধনু ধরি॥
চতুর্দ্দিকে সুমঙ্গল জয় জয় রব।
মারিতেছে মালসাট যত সঙ্গী সব॥
আসে পাশে ধূপধূনা মঙ্গল কারণে।
প্রজ্বলিত করিতেছে প্রফুল্লিত মনে।

আহা কি সুন্দর গতি প্রশান্ত মধুর।
চরণে চমকি মহা স্তব্ধ তিনপুর॥
শুধুমাত্র পবমান যাইতেছে দেখা।
অবনী অদৃশ্য ভাব এমনিই শেখা॥
চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্য হইল বাদন।
সঙ্কেতে দিলেক যোগ বীরেন্দ্রগর্জ্জন॥
অশ্বগণ হ্রেষারবে চমকি ধরণী।
মাতঙ্গের বৃংহণেতে কম্পিত পরাণী॥
মহা কলরব আর গভীর গর্জ্জনে।
নীরবে অশ্বের গতি গজেন্দ্র গমনে॥
অতি অপরূপ শোভা বর্ণিবার নয়।
দৃষ্টিমাত্র দৃষ্টিভ্রম এখনি বিস্ময়॥
মহারথী গণে অশ্ব দেখিয়া বেষ্টিত।
গ্রহণে উৎসুক হল মেঘবর্ণ চিত॥
দেখি ভীমসেন বীর বলিল তাহারে
কি রূপে আনিবে অশ্ব বলনা আমারে॥
কৌশল না হলে কার্য্য পেতে হবে লাজ।
বল চেয়ে বুদ্ধি বেশী সাধে নিজ কায॥
মেঘবর্ণ শুনি বাক্য ভীমের তখন।
আপনার অভিপ্রায় করিল বর্ণন॥
আপনার আদেশেতে বহু সৈন্য হতে
আনিয়া রাখিব অশ্ব অচল শিরেতে॥
এই আমি অভিলাষ করিয়াছি মনে।
পায় ধরি দিওনাক বাধা এইক্ষণে॥
যদি বল একেশ্বর বহুবীর সাথে।
কিরূপে সাধিবে কার্য্য সন্দ হয় তাতে॥
কিন্তু জেন বীরবর তোমার কৃপায়।
কার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিনা কোথায়॥
এতেক বলিয়া বীর অশ্ব পানে যায়।
পাইতে ভীমের আজ্ঞা চলিল ত্বরায়॥
হে বীর তোমারে বলি পাণ্ডুবংশধর।
ঘটোৎকচ পিতা মম তোমার কিঙ্কর॥

অগ্নি হতে অগ্নিকণা বিষে বিষকণা।
অবশ্য সাধিবে কার্য্য কে করিবে মানা॥
জ্বলন্ত অনল মধ্যে প্রদানিলে কর।
অবশ্য দাহন হবে তাহার অন্তর॥
যেরূপ ঔরস হতে হয়েছে জনন।
সেরূপ নাহোক হবে কিঞ্চিৎ লক্ষণ॥
আজ্ঞাকর গুণধাম পাণ্ডবের প্রতি।
সপুত্র সসৈন্য যৌবনাশ্ব নরপতি॥
বন্ধন করিয়া আনি তোমার গোচরে।
সত্য মিথ্যা পরিচয় জানাই সবারে॥
তুমি বৃষকেতু এবে কর বিলোকন।
ভুজবীর্য্য ক্ষত্রতেজ দেখাব এখন॥
বার বার অনুরোধ মোর কথা রাখ।
কি হয় আমার ভাগ্যে বারেক হে দেখ॥
ক্ষত্রিয়ের যথা রীতি করিয়া সমর।
রণে পরাজিত করি লোটিক সত্বর॥
আনিব আনিব কথা না কহিবে আন।
পূর্ব্বদিক ছাড়ি ভানু পশ্চিমেতে যান॥
কমল উৎপত্তি যদি গিরির শিখরে।
সুমেরু যদ্যপি কভু স্থান হতে সরে॥
অগ্নি যদি শৈত্যগুণ কখন ধরয়।
আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হবে নিশ্চয়॥
বিশেষ কিঙ্কর কাছে আছে বর্ত্তমান।
উচিত যা হয় কার্য্য করহ বিধান॥
অশ্ব আনয়ন পক্ষে কিঙ্কর থাকিতে।
আপনার চেষ্টা করা নহে কোনমতে॥
দাস যদি দাস্য কার্য্যে না হল নিয়োগ।
বৃথা তার নাম জন্ম বৃথা ভোগাভোগ॥
এতেক বলিয়া বীর পর্ব্বত হইতে।
নভোমার্গে লম্ফ দিয়া পড়িল ত্বরিতে॥
প্রচণ্ড মূরতি হৈল ভীম দরশন।
বিকট রাক্ষসী মায়া প্রকাশি তখন॥

প্রলয় জলদ জালে তখনি বেষ্টিত।
অন্তরীক্ষ আর লক্ষ্য নহে কদাচিত॥
ঘন ঘটা ঘোর রবে চমকিত প্রাণ।
বিজলী তাহার সনে দিতেছে সন্ধান॥
মেঘবর্ণ মেঘমধ্যে করে অবস্থিতি।
হুহুঙ্কার সিংহনাদে কাঁপে বসুমতী॥
জল স্থল অন্তরীক্ষ সব অন্ধময়।
অকস্মাৎ দুর্ঘটনা কোথা হতে হয়॥
ভূচর খেচর যত নানা-লোক বাস।
ব্যাকুল হইল সবে গণিছে হুতাশ॥
কোথা হতে এ বিপদ হল সঙ্ঘটন।
যায় সৃষ্টি গ্রহদৃষ্টি বুঝিনু এখন॥
কারণ না জানি সবে গণিছে প্রমাদ।
ভাগ্যদোষে আজি কেন সকলে বিষাদ॥
পরস্পর মুখামুখী অতিশয় দীন।
বুদ্ধি হীন গতি হীন বদন মলিন॥
দেবতা অসুর নর সকলের ত্রাস।
ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে ঊর্দ্ধশ্বাস॥
ত্যজিয়া আবাস যত বৈমানিকগণ।
গগনে থাকিয়া দৃষ্টি করে নিক্ষেপণ॥
কিছুই দেখিতে নাহি পেয়ে দেবগণ।
ভয়ভীত হয়ে সবে করয়ে ভ্রমণ॥
এমন সময়ে এক দেব অনুচর।
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিলেক সভার ভিতর॥
আলু থালু বেশ তার কম্পিত অন্তর।
চক্ষেতে পড়িছে জল দর দর দর॥
ঘনহ হাঁপাইছে অস্থির চরণ।
বদন হইতে বাক্য নহে নিঃসরণ॥
কিছুক্ষণ পরে শেষে শ্রান্তিদূর করি।
করযোড়ে জানাইল ইন্দ্রে ধরাধরি॥
আখণ্ডল ভূমণ্ডল হয়েছে কম্পিত।
সকলের হৃৎকম্প হয়েছে ত্বরিত॥

অকস্মাৎ সৃষ্টি নাশ প্রলয়ের প্রায়।
কোথাকার কি ঘটনা বুঝা নাহি যায়॥
স্থগিত সূর্য্যের গতি হয়েছে দিবাতে।
অকালে প্রলয়োদয় কেন আচম্বিতে॥
দ্বাদশ আদিত্যোদয় না করি দর্শন।
যুগ প্রলয়ের যাহা চিহ্ন সুলক্ষণ॥
জলস্থল একাকার শূন্যময় সব।
এসকল হয় নাই শুনহ বাসব॥
ঘটিয়াছে ঘোর কাণ্ড সৃষ্টিনাশ প্রায়।
নাজানি কারণ আছ নিশ্চিন্ত হেথায়॥
কোথা হতে একজন দুর্বৃত্ত দানব।
সুরাসুরে প্রকম্পিত করিছে বাসব॥
সৃষ্টিলয় করিবারে তাহার প্রয়াস।
জীবকুল সংহারিতে এসেছে নির্যাস॥
দেবপতি এ মিনতি শুনহ আমার।
তুমি না করিলে কৃপা নাহিক নিস্তার॥
নিবার দানবী মায়া ওহে দণ্ডধর।
নচেৎ তোমার সৃষ্টি যাবে অতঃপর॥
দেবরাজ রক্ষাকর বিপদ সময়।
তুমি বিনা আর কেবা দিবেক অভয়॥
বজ্রপানি বজ্রপাতে দানবদলন।
করিয়া রেখেছ সৃষ্টি শচীপ্রিয়ধন॥
এখন বিপদ হতে নাহি উদ্ধারিলে।
তোমার অখ্যাতি ঘোর ঘুষিবে সকলে॥
শুনি কোপে রক্তবর্ণ সহস্রলোচন।
উপস্থিত দেবগণে বলেন বচন॥
অকস্মাৎ কার মৃত্যু হয়েছে কামন।
জ্বলন্ত অনলে হাত দিল কে এখন॥
শীঘ্র যাও ত্বরাকরি ত্রিদিব সকল।
যথায় বিরাজে দৈত্য প্রকাশিয়া ছল॥
তার কাছে পরিচয় জানহ সকলে।
মৃত্যু সাধ তার কেন হয়েছে অকালে॥

দেবগণ দেবরাজ আদেশে তখন।
তার কাছে দূত এক করিল প্রেরণ॥
দূত গিয়া জানাইল ইন্দ্রের ভারতী।
দেহ তুমি পরিচয় কাহার সন্ততি॥
কে তুমি কহ হে বীর বলহ কারণ।
অকস্মাৎ সৃষ্টিনাশে কোন প্রয়োজন॥
কোথায় বসতি তব কিবা নাম ধর।
দুষ্কর কার্য্যেতে রত তোমার অন্তর॥
সত্য বল শীঘ্র করি কিবা তব আশ।
সৃষ্টি সংহারিতে কেন তোমার প্রয়াস॥
দূত মুখে এত শুনি মেঘবর্ণ বীর।
উত্তর করিল তারে জলদগম্ভীর॥
দেবগণ চরণেতে আমার প্রণতি।
জানাইবে দেবদূত আমার মিনতি॥
তাঁহাদের আশঙ্কার নাহিক কারণ।
সংসার বিনাশে মোর নাহি প্রয়োজন॥
মেঘবর্ণ নাম মোর হিড়িম্বানন্দন।
ঘটোৎকচ পুত্র আমি জানে জগজন॥
পাণ্ডুবংশ ধর ভীমসেনের ঔরসে।
মোর পিতা জন্মেছিল শুনহ বিশেষ॥
আগমন প্রয়োজন শুন দেবগণ।
অশ্বমেধ করিবারে ধর্ম্মের কামন॥
যৌবনাশ্ব অশ্ব হয় অতি সুলক্ষণ।
লইবারে সেই অশ্ব মোর আকিঞ্চন॥
ধর্ম্মের সাহায্য করি এই সে কামনা।
তাই হেতু এথা আশা পুরাতে বাসনা॥
অশ্ব গ্রহণের এই সুন্দর সময়।
দেখি চেষ্টা করিতেছি জানিহ নিশ্চয়॥
মেঘবর্ণ মুখে শুনি এতেক বচন।
শুনি হরষিত দূত নিঃশঙ্ক তখন॥
দ্রুতগিয়া জানাইল দেবেন্দ্রগোচর।
মেঘবর্ণ অভিপ্রায় বলিল সত্বর॥

শুনি সন্তোষিত হয়ে যত দেবগণ।
দেখিবারে কৌতুহলী হইল তখন ॥
মেঘবর্ণ-পুরোভাগে করিলেন স্থিতি।
হেরিতে অদ্ভুত কাণ্ড সবিস্মিত মতি ॥
অনন্তর মেঘবর্ণ চাহি অশ্ব প্রতি।
অন্তরীক্ষ হতে অবনীতে কৈল গতি ॥
যেখানে যজ্ঞের অশ্ব করে বিচরণ।
সেইখানে অবতীর্ণ হইল তখন ॥
সকলে মোহিত করি আপন মায়ায়।
মহাবাত সমাচ্ছন্ন করিল ত্বরায় ॥
দিশা হারা জ্ঞান হারা যত যোধগণ।
পৃথ্বীতলে বীরদল করিল শয়ন ॥
চরণ প্রহারি ধূলা ছাইল গগনে।
অকস্মাৎ অন্ধকার হইল তখনে ॥
দেখি সৈন্যগণ সন্শঙ্কিত অন্তরে।
হাতে অস্ত্র চতুর্দ্দিকে পলায় সত্বরে ॥
রণে ভঙ্গ দেখি বীর উৎসাহিত মনে।
মহাবেগে শিলা বৃষ্টি করিল তখনে ॥
ঘন ঘন সিংহনাদ গভীর গর্জ্জন।
সুরাসুর সশঙ্কিত কম্পিত ভুবন ॥
সৈন্যের অস্থির ভাব দেখিয়া তখন।
মেঘবর্ণ অশ্ববরে করিল গ্রহণ ॥
মহানন্দে নভোমার্গে হইল উথিত।
কার্য্যসিদ্ধি দেখি বীর অতি হরষিত ॥
তখন সকলে তাকে দেখিতে পাইল।
নবীন নীরদ বপুঃ কি শোভা ধরিল ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে হাতেতে বলয়।
কেয়ূর কঙ্কণময় শোভে অতিশয় ॥
বিচিত্র মুকুট শোভে শিরে অনুপম।
অদ্ভুত মূরতি যেন কালান্তক যম ॥
চিনিনা জানিনা একে কোথা করে স্থিতি।
অশ্ব গ্রহণেতে কেন এর হেন মতি ॥
ধর ধর মার মার ঘের চৌদিকেতে।
কি জানি অদৃশ্য হবে দেখিতে২ ॥
বীরগণে এইরূপ বলিতে বলিতে।
মেঘবর্ণ শূন্যমার্গে চলিল ত্বরিতে ॥
বিমানে থাকিয়া যত বৈমানিকগণ।
মেঘবর্ণে সাধুবাদ করেন তখন ॥
লইয়া যজ্ঞের ঘোড়া করিল গমন।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন ॥
জয় জয় রবে পূর্ণ দেবলোক যত।
মনের আনন্দে তাঁরা বলিলেন কত ॥
চিরজীবি হও বৎস! সুখে কর বাস।
ত্রিলোকেতে সবলোকে গাবে তব যশ ॥
সানুজ সহিত আজি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃতকৃত্য হইলেন জানিনু এখন ॥
পৌত্ররূপে তুমি যদি পাণ্ডুর বংশেতে।
আবির্ভূত হইয়াছ তাঁহাদের হিতে ॥
তখন তাঁদের আর করিতে কি আছে।
বিশেষতঃ বিশ্বস্তব পাণ্ডবের পাছে ॥
এইরূপে বিধিমতে বাখানি অমর।
আপন আশ্রমোদ্দেশে চলিল সত্বর ॥
এ দিকেতে মেঘবর্ণ সত্বর গমনে।
চলিলেন বৃষকেতু যথা ভীমসেনে ॥
কার্য্য সিদ্ধি হেরি বীরে সহর্ষে তখন।
মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিল ক্ষেপণ ॥
আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্রে করয়ে দর্শন।
আনন্দ স্রোতেতে ভাসে উভয়ের মন ॥
এখানেতে অশ্ববরে অপহৃত হেরি।
সৈন্যমধ্যে কোলাহল ঘোর মারামারি ॥
আপনা আপনি করি বিবাদ তখন।
সাধ্যমতে প্রহারিল করি ঘোররণ ॥
অবশেষে শীঘ্র গিয়া নৃপতি গোচরে।
অশ্ব অপহৃত ইহা জানাইল তাঁরে ॥

দেব কি দানব নর নাহি মোরা জানি।
প্রকাশি ভীষণ মায়া ঘোটক অমনি ॥
সকলের দৃষ্টি হতে লয়ে গেল সেই।
স্তম্ভিত হইনু সবে পলাইল যেই ॥
সৈনিকের মুখ হতে নিদারুণ কথা।
শুনি রাজা যৌবনাশ্ব পাইলেক ব্যথা ॥
পুত্রের সহিত তথা করি আগমন।
শোক মোহে জর্জ্জরিত হইল তখন ॥
চমকে উঠিল বীর অদ্ভুত ব্যাপারে।
বলে এযে ঘোর কাণ্ড হল কি প্রকারে ॥
অল্পদিন সংসারেতে কাহার বাঁচিতে।
হয়েছে বাসনা মনে না পারি বুঝিতে ॥
যাহোক্ ত্বরায় হবে তাহার মরণ।
এখনি পাঠাব তারে শমন সদন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কিবা নর।
অবশ্য আমার হাতে যাবে যমঘর ॥
এতদিন পরে বিধি হইল রে বাম ॥
বুঝিলাম বিপক্ষেরা পূর্ণ মনস্কাম ॥
বিধাতা সাধিলে বাদ সাধ্য কিবা আছে।
যমসহ বাদ করি বাস করা মিছে ॥
কখন কাহার হাতে কিরূপ লাঞ্ছনা।
বিধির নির্ব্বন্ধ তাহা নাহি যায় জানা ॥
এই বলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তখন।
কালান্ত কালের প্রায় যত বীরগণ ॥
নিকটে আসিতে নৃপ আদেশ করিল।
আজ্ঞামাত্র শশব্যস্তে দৌড়িয়া আসিল ॥
প্রণমি প্রভুর পদে গললগ্নীবাসে।
আজ্ঞা কর নরদেব অনুগত দাসে ॥
কোন প্রয়োজন তরে মোদের স্মরণ।
অকালে প্রলয় করা হয়েছে মনন ॥
শীঘ্রবল হে ভূপতি বিলম্ব না সহে।
হতেছি দারুণ চিন্তা তপ্ত দাবদাহে ॥
কার শির গ্রহণেতে হয়েছে মনন।
অঘটন কোন্ কার্য্য হইবে ঘটন ॥
অনুমতি অনুগতে করিয়া সত্বর।
কিঙ্করে কৃতার্থ কর ওহে নরবর ॥
রাজা বলে শুন শুন যত বীরগণ।
সুলক্ষণ অশ্ববর হয়েছে হরণ ॥
গগণমার্গেতে তাহা হয়েছ গৃহীত।
সেখানে আছে কি নাই জানিনা নিশ্চিত ॥
অতএব বীরগণ আমার বচনে।
সত্বর সসৈন্য হও অশ্ব আহরণে ॥
শুনিয়া রাজার বাণী যত বীরগন।
চার হাজার সৈন্য সাজে করিবারে রণ ॥
নানাবিধ অস্ত্র লৈল ইচ্ছা অনুসারে।
মার মার শব্দে মেঘবর্ণের গোচরে ॥
অন্তরীক্ষে অবরোধ শরবৃষ্টি করি।
সাহসে যুঝিতে থাকে বিক্রমকেশরী ॥
দেখি কয় মেঘবর্ণ হাসিয়া তখন।
তুচ্ছ করি বীরগণে বলয়ে বচন ॥
নিঃসংশয় তোমা সবে শমনের ঘর।
যাইতে হয়েছে ইচ্ছা দেখি অতঃপর ॥
এই বলি যোধগণে তল প্রহারিয়া।
মুষ্টির প্রহারে চূর্ণ তাহাদের হিয়া ॥
প্রচণ্ড প্রস্তরক্ষেপে যত সৈন্যচয়।
বহ্নিযোগে তুলারাশি যেইরূপ হয় ॥
সেইরূপে বিনাশিছে সংগ্রাম স্থলেতে।
ক্ষণমধ্যে হাহাকার হৈল চারিভিতে ॥
নিদারুণ ঘায়ে কেহ নেত্রহীন হয়।
হস্ত পদ নাশা ছেদ দেহ মাত্র রয় ॥
পড়িল কতেক বীর কে করে গণন।
রক্তনদী রণস্থলে বহিল তখন ॥
যে সকল বীরবর কলেবর ত্যজি।
সমরে পড়িয়া গেল সুরলোক ভজি ॥

আপন ছদ্মক্তি বলে নরমূর্ত্তি ধরি।
জন্মেছিল অবনীতে খেলা সাঙ্গ করি॥
শেষেতে স্বরগধামে করয়ে গমন।
বিমানেতে অবস্থান অদৃষ্ট লিখন॥
বৃষকেতু ভীমসেন সম্মুখ সমরে।
দেখিয়া অনেক সৈন্য পড়িল সত্বরে॥
অবশিষ্ট বীরগণ সাহসেতে ভর।
যুদ্ধ করিবারে মন দিল অতঃপর॥
এ দিকেতে মেঘবর্ণ ত্বরিত গমনে।
অশ্ব লয়ে উপস্থিত যথা ভীমসেনে॥
প্রণমিয়া বৃকোদরে কহিলেন তাত।
আদেশিলে পারি আমি সাহয় বিহিত॥
বৎসবৎ এই অশ্ব করিয়া গ্রহণ।
গিরিশিরে আমি পারি করিতে স্থাপন॥
ঐ যে সম্মুখে দেখ বীরেন্দ্র সাগর।
এখনি শুষিতে পারে তোমার কিঙ্কর॥
গননায় উহাদিগে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান।
সিংহ আক্রমণে যথা পশুর পরাণ॥
যাহাহোক অনুরোধ তোমার চরণে।
রক্ষা কর এই অশ্ব অতি সন্তর্পণে॥
এতেক বলিয়া বীর ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
নদীর তরঙ্গ যথা সমুদ্রে মিসায়॥
যৌবনাশ্ব সৈন্যমুখে হইয়া ধাবিত।
যথাশক্তি ঘোর যুদ্ধ করিল ত্বরিত॥
দেখি সৈন্যগণ তাকে পুন আগমনে।
পরস্পর কাণাকানি করিল তখনে॥
ঐ সে এসেছে যেই ঘোড়া করে চুরী।
ভাল করে শিক্ষা দাও ভাঙ্গহ চাতুরী॥
কোথা গেল কোথা ছিল এই অশ্বচোর।
সবে মিলি কর যুদ্ধ অতিশয় ঘোর॥
যে হরেছে অশ্বরে নরবস্থ ধন।
নিশ্চয় তাহারে আজি কর নিপাতন॥
জেনে শুনে বহ্নিমুখে পতঙ্গের মত।
পড়িয়াছে আত্ম প্রাণ বিনাশে উদ্যত॥
বলিতে বলিতে তারা কোপে কম্পমান।
আকর্ণ টানিয়া শর করিল সন্ধান॥
বাণে বাণে গগণের পথ অবরোধ।
অগ্নিকণা প্রকাশিছে নাহি বোধাবোধ॥
তুমুল শরের শক্তি হীন শক্তি করে।
মেঘবর্ণ শোয়াইল অবনী উপরে॥
এমন সময়ে বীর কর্ণের কুমার।
কর যুড়ি ভীমসেনে বলিলেন সার॥
মেঘ হতে মেঘবর্ণ ধরাতে আশ্রয়।
করিয়াছে তবু তারে বাখানি নিশ্চয়॥
শত শত ধন্যবাদ রাক্ষস কুমারে।
করিল প্রশংসা কার্য্য সকল গোচরে॥
বিপক্ষেরা নিপাতিতে করেছে মনন।
কখন তাদের ইচ্ছা না হবে পুরণ॥
সম্মুখে দেখিছ যত রণ সুনিপুণ।
এখনি করিব সবে শরাঘাতে খুন॥
এতেক বলিয়া বীর হাতে ধনুঃশর।
লম্ফ দিয়া পড়িলেন বিপক্ষ গোচর॥
রৌদ্ররূপে রুদ্রদেব যে রূপ বিহরে।
তার ন্যায় ঘোর মূর্ত্তি কর্ণের কুমারে॥
বীর গর্ব্বে সৈন্যগণে খর্ব্ব করি জ্ঞান।
বলিতে লাগিলা সবে তোলহে বয়ান॥
তোমাদের মৃত্যু এই সম্মুখেতে স্থিতি।
এর কাছে তোমাদের নাহিক নিষ্কৃতি॥
বাঁচিতে যদ্যপি সাধ থাকে বীরগণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া সবে কর পলায়ন॥
বৃষকেতু বীরদর্প গর্ব্বিত বচন।
শুনিয়া বিস্ময় রসে সবে নিমগন॥
কার পুত্র এই ব্যক্তি বালক বয়সে।
প্রবীণের মত সার বাক্য গুলি ভাষে॥

কথায় কোমল ভাব বীরের আকৃতি।
কৃতান্ত কঠিন কায় মোদের প্রতীতি॥
বলিতে বলিতে তারা সকলে মিলিত।
একেবারে বাণবৃষ্টি করে অবিরত॥
নি বড় জলদজালে সূর্য্যের কিরণ।
যে রূপ ঢাকিয়া ফেলে অতি অল্পক্ষণ॥
সেই রূপ শর বৃষ্টি কর্ণের কুমারে।
আচ্ছাদিল সৈন্যগণ যতশক্তি ধরে॥
পাংশুজালে বহুজাল যে রূপেতে স্থিতি।
সেইরূপে রহিলেন কর্ণপুত্র রথী॥
আপন বিক্রম শেষে জানাবার তরে।
লইলেন দিব্যধনু মহা ধনুর্দ্ধরে॥
বিপক্ষীয় শর সব করিল ছেদন।
মেঘমুক্ত মিহিরের প্রভাব ধারণ॥
করি বীর অতি ধীর সিংহের গর্জ্জনে।
ঘন ঘন সিংহনাদ করিল তখনে॥
বৃষকেতু শরজালে হয়ে আচ্ছাদিত।
যতেক বীরেন্দ্র বৃন্দ দৃষ্টির অতীত॥
রণে ভঙ্গ দিয়া কেহ করে পলায়ন।
অর্দ্ধেক অধিক সৈন্য হইল নিধন॥
প্রচণ্ড চীৎকার করি শুণ্ড উত্তোলনে।
ধরাশায়ী হইলেক যতেক বারণে॥
শত শত সাদী আর অসংখ্য পদাতি।
দারুণ প্রহারে তারা হল মৃত্যু সাথি॥
পতিত পাবন নামে যে রূপে পাতকী।
পাপ ধ্বংশ হয়ে যায় হয় অতি সুখী॥
অগ্নিকনা পরশনে ইন্ধন যেমতি।
ক্ষণমধ্যে ভস্মসার দগ্ধ করে ক্ষিতি॥
সেইরূপ সৈন্যগণে মহা কলরব।
ছিন্ন ভিন্ন রণে ভঙ্গ হয়ে পরাভব॥
অতিকষ্টে পুরমধ্যে কেহবা প্রবেশি।
যৌবনাশ্ব সন্নিধানে উপস্থিত আসি॥
কাতর বচনে নৃপে বলিতে লাগিল।
প্রথমে বিপক্ষ অশ্ব চুরী করে ছিল॥
অযুত অযুত যত সংগ্রাম বিজয়।
শেষেতে সংগ্রামে সবে করিয়াছে জয়॥
কেহ না তিষ্ঠিতে নারে তাদের সাক্ষাতে
অগ্নি তুল্য ঘোর তেজ শক্র সংহারিতে॥
বিকল হয়েছে যত বীরেন্দ্র কেশরী।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথী, পদাতি সোয়ারি॥
সকলে পেয়েছে ভয় দুর্ব্বার সংগ্রাম।
দেখি নাই শুনিনাই এরূপ সংগ্রাম॥
এখন উচিত যাহা কর মহারাজ।
বুঝিলাম অমঙ্গল ঘটিয়াছে আজ॥
সৈন্যমুখে নিদারুণ শুনিয়া ভারতী।
যৌবনাশ্ব হইলেন সচিন্তিত মতি॥
কোপেতে রক্তিমাবর্ণ বদন মণ্ডল।
বিস্ময় রসেতে ম্লান সে মুখ কমল॥
অসংখ্য সৈন্যের সনে বাহিরিল আসি।
চমকিল শুনি ভাষ তাদিকে জিজ্ঞাসি॥
বল বল পুনঃ বল ওহে বীরগণ।
কত সৈন্য বিপক্ষের হেথা আগমন॥
কয়জন সেনাপতি তাদের সঙ্গেতে।
কজন করিছে যুদ্ধ আছে উপস্থিতে॥
সেনাগণ রাজ-বাক্যে তখনি বলিল।
তিন জন বীর মাত্র হেথা উত্তরিল॥
না দেখি অধিক এক এদের সঙ্গেতে।
তিন জন সুনিপুণ সংগ্রাম কার্য্যেতে॥
একজন মাত্র অশ্ব করিয়া হরণ।
গগণ পথেতে সেই করিছে গমন॥
দ্বিতীয় যে ধনুর্দ্ধর যুঝি একেশ্বর।
মন্থন করিছে যত সৈন্যের সাগর॥
তৃতীয় কেবল মাত্র আছে দাঁড়াইয়া।
কৃতান্ত কঠিন কার্য্য আছয়ে চাহিয়া।

শুনি রাজা যৌবনাশ্ব মনে কৈল স্থির।
নিশ্চয় দেবতা হবে এই তিন বীর॥
মানবের সাধ্য নহে আমার ঘোটক।
চুরী করা দূরে থাক করিতে আটক॥
সংসারী নরের পক্ষে এই নির্দ্ধারিত।
দেব পিতৃ ঋষিঋণ যা আছে বিহিত॥
যজ্ঞ দ্বারা দেবলোক তপে ঋষিগণ।
অপত্য জন্মিলে মুক্ত হয় পিতৃ ঋণ॥
রণ যজ্ঞে দেবগণে মিটাইব সাধ।
তাহলে ঘুচিয়া যাবে সব পরমাদ॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়॥
এই বলি অগ্রসর যৌবনাশ্ব হয়॥
সম্মুখে অচলাকৃতি দেখে বীরবর।
হেরিল ভীষণ দেহ কৃতান্ত কিঙ্কর॥
পাণ্ডব কুলের ধ্বজ বীরধ্বজ চিনি।
সেই বীর বৃকোদর এসেছে আপনি॥
রণভূমি প্রতি ভূমি পতি দৃষ্টি করি।
দেখিলেন বৃষকেতু যুঝে একেশ্বরি॥
অসম সাহস তার বিলক্ষণ শূর।
চমৎকার অস্ত্র শিক্ষা সংগ্রাম চতুর॥
দেখে মনে মনে বড় হইল হর্ষিত।
মনে মনে রাজা গুণ ব্যাখ্যা কৈল কত॥
বালক স্বভাব ভীরু সকলেতে জানে।
বলবান নেহারিলে করে পলায়নে॥
কিন্তু দেখি এ বালকে সব বিপরীত।
আমারে হেরিয়া নাহি হইল শঙ্কিত॥
স্থির ভাবে বীরদাপে করিছে সমর।
যথার্থ ক্ষত্রিয় চিহ্ন ইহাতে গোচর॥
মৃগরাজ পশুমাঝে নির্ভীক হৃদয়।
যেই মত মনসুখে স্বেচ্ছা বিচরয়॥
সেরূপ এ বীর সিংহ ভীষণ গর্জ্জনে।
কাঁপাইছে ত্রিভুবন কাহারে না মানে॥
যোগীজনে যে প্রকার মরণে না ভয়।
সেইরূপ এই রথী দেখ মৃত্যুঞ্জয়॥
ধন্য ধন্য বীরবর ক্ষত্রিয় কুমার।
ধন্য হে তোমার বংশ সুশিক্ষা তোমার॥
জনক জননী ধন্য ধন্য তব দেশ।
তোমার গুরুকে ধন্য যাহতে অশেষ॥
শিখেছ পরম যত্নে বীর চূড়ামণি।
তব বংশে পরিপূর্ণ হইল অবনী॥
সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য বীর তোমার সাহসে।
একপ সাহস বীর নাহি কোন দেশে॥
যাহোক বালক হতে রণে পরাভব।
তবুও লোকের কাছে পাইব গৌরব॥
এদিকেতে যৌবনাশ্বে হেরি অগ্রসর।
মহাকোপে গর্জ্জিলেক বীর বৃকোদর॥
স্থির ভাবে রণক্ষেত্রে আছে বহুক্ষণ।
ভীমসেন পক্ষে ইহা নিশ্চয় মরণ॥
আর না থাকিতে পারি চলিল সঘনে।
নিবারিতে রণক্ষেত্রে কর্ণের নন্দনে॥
করেতে প্রচণ্ড গদা যমদণ্ড প্রায়।
পদভরে টলমল সবে করে হায়॥
শিরেতে ঘূর্ণিত করি মণ্ডল আকারে।
গদা লয়ে গদাধর হৈল আগুসারে॥
মনেতে আনন্দ অতি বিপক্ষ শোণিতে।
গদারে করাতে স্নান যথা বিধিমতে॥
দেখি অনুনয়ে বীর বৃষকেতু কয়।
আমার এ নিবেদন শুন মহাশয়॥
ত্রিলোকের বীর যদি হয় একত্রিত।
তবু তব সনে রণ না হয় সঙ্গত॥
মানবে সম্ভব নহে যাহার সমান।
তাঁর কি উচিত হয় একপ বিধান॥
শৃগাল শীকার কভু হেরে পশুরাজ।
করিলে সে কায লোকে দিবে তারে লাজ॥

সমানে সমানে জয় কিম্বা পরাজয়।
মরি মারি তাতে কিছু ক্ষোভ নাহি হয়॥
গিরিশৃঙ্গ যার বেগ না পারে সহিতে।
অনন্ত যন্ত্রণা পান যাঁর গমনেতে॥
ভীম নাম্ন ধরি কেন সামান্য বিষয়।
এ প্রবৃত্তি হইতেছে শুন মহাশয়॥
সম্মুখে যে সব সৈন্য হেরিতেছ তুমি।
তাহাদের অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি আমি॥
প্রথমেতে মেঘবর্ণ সৈন্যদল বলে।
ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে এই রণস্থলে॥
এখন আমারে এরা করিছে বেষ্টন।
উচিত আমার পক্ষে করিবারে রণ॥
তোমার নিকটে এই অনুরোধ করি।
অদ্যকার রণ সাধ ত্যজহ সম্বরি॥
মশক মারিয়া কেন চরগন্ধ ময়।
করিবে আপন হাত ওহে মহাশয়॥
সংগ্রামে নিবৃত্ত হও রাখহ মিনতি।
অব্যাহত থাকিবেক তোমার এ খ্যাতি॥
তোমার প্রসাদে সৈন্য করিলে মথিত।
তাহাতে যে যশ রাশি হইবে উদ্ভূত।
সকলি তোমার করে মনের সুখেতে।
অর্পণ করিব আমি এই বাঞ্ছা চিতে॥
সন্তান যদ্যপি হয় পুত্রাধিক গুণী।
তাহার গৌরবে পিতা নহে অভিমানী॥
অতএব যশ মান আমার হইলে।
আপন আনন্দ তাতে হবে অবহেলে॥
বিবেচনা কর বিজ্ঞ আপন মনেতে।
অনিত্য এ দেহ প্রাণ জানে সকলেতে॥
নারীর সৌন্দর্য্য কিম্বা সমধিক বল।
দেহের সহিত সব যাবে রসাতল॥
কিছুই না স্থায়ী হয় স্থির করি মতি।
বিবেচনা করে দেখ যাহা অভিমতি॥

হইলে লক্ষ্মীর কৃপা অভ্যুদয় কালে।
ধরা সরা জ্ঞান করে লোকে সেই কালে॥
কমলা চঞ্চলা ইহা সকলেই জানে।
তবু লোকে স্পর্দ্ধা নাহি ছাড়য়ে কখনে॥
অতএব মায়াময় অস্থায়ী সংসারে।
যশ ভিন্ন আর কিছু নাই পাইবারে॥
এমন অনন্ত দিব্য অক্ষয় রতনে।
পাইতেছে আকিঞ্চন করে সুধীগণে॥
কবিগণ মুক্তকণ্ঠে যশের সুখ্যাতি।
"যশোহি পরমোধর্ম্মঃ" বলেছেন নিতি।
সম্মুখে দেখিছ যেই পর অনীকিনী।
নানা পথে নানাদিকে গতিবিধায়িনী॥
সমুদ্র মন্থনে যথা দেবতাসকল।
অসুরের দর্পচূর্ণ নিস্তেজ দুর্ব্বল॥
করেছিল গিরিবর মন্দার মন্থনে।
দণ্ডরূপে দেবগণে কার প্রাণপণে॥
সেই রূপে সৈন্যসিন্ধু করিলে মন্থন।
হইবে মোদের সুখ যশ বিবর্দ্ধন॥
পরকীয় সেনাবধু মোর মুখ পানে।
সংযোগ বাসনা করি আছে অনুক্ষণে॥
হাতে যে বিচিত্র শর দেখ বিদ্যমান।
নখ রূপে উহাদের বক্ষঃস্থল স্থান॥
দৃঢ়ভাবে চাপ দিয়া করিব প্রহার।
তা হলে কামনা পূর্ণ হইবে আমার॥
পাইতে আপন পতি পত্নীর কামনা।
সেই মত সেনাবধ মোর আকিঞ্চন॥
করিতেছে হে পাণ্ডব দেখনা চাহিয়া।
শীতল করহে এবে তাহাদের হিয়া॥
আপনাকে সম্মুখেতে দেখিবে যখন।
নিশ্চয় তাহারা মুখ ফিরাবে তখন॥
শ্বশুরে দেখাতে মুখ কুলনারী নারে।
আপামর সাধারণে সকলে স্বীকারে॥

এই সেনা বধূ দেখ পতাকা বরণে।
তোমার নিকটে আছে বিনত বদনে॥
সলজ্জা কামিনী তুল্য ঢাকিয়া বদন।
রহিয়াছে ঐ দেখ পাণ্ডুর নন্দন॥
উহাদের সম্মীলন যাবৎ না হয়।
তাবৎ অপেক্ষা করা অনুচিত নয়॥
হাসিয়া হিড়িম্বাপতি বলিল তাহারে।
যাও বৎস! বীর তুমি বধূর গোচরে॥
কিন্তু মোর কথা এই শুন গুণধাম।
যখন দেখিব তুমি সিদ্ধ নহে কাম॥
কাল দোষে বধূ তোমা করিবে বঞ্চিত।
তখন নিরস্ত মোর নহে অভিপ্রেত॥
দূর হতে সেকালেতে এরূপ দেখিলে।
গদা হাতে ধাবমান হব রণস্থলে॥
বধূ বলে সে কালেতে না রাখিব মান।
হানিব প্রচণ্ড গদা যাহা বিদ্যমান॥
নিশ্চয় জানিও বীর ধীর চূড়ামণি।
শাসিত হইলে বধূ সুফলা তখনি॥
বধূর অবাধ্য দোষ করিলে দর্শন।
গুরুজন বাধ্য হয় করিতে শাসন॥
যদ্যপি তাহাতে ত্রুটি কোনজন করে।
তখনি নিরয়গামী তাহার সংসারে॥
লোক মধ্যে অপবাদ ঘটয়ে অপার।
গৃহিণীর দোষে গৃহ হয় ছারখার॥
হে বীর এসব ভাবি যুদ্ধ যাত্রা কর।
অধিক বলিব কিহে তুমি গুণধর॥
এক মাত্র তুমি যোদ্ধা তাহাতে পদাতি।
বিপক্ষের দলবল অসংখ্য সংহতি॥
তাহাতে তাহারা রথ গজের উপরে।
নিরন্তর শরবৃষ্টি করিবারে পারে॥
সেই হেতু স্নেহ ধন একাকী তোমারে।
সাহস না হয় বাছা! পাঠাতে সমরে॥

সুশিক্ষিত সুবিনীত উদার প্রকৃতি।
প্রণমিয়া ভীমসেনে করিলেন গতি।
বারুণী সেবনে যথা কামাতুর জন।
চন্দন কুঙ্কুম দেহে করে বিলেপন॥
মনোমত বেশ ভূষা পরিয়া যতনে।
প্রণয়িনী পাশে ধায় অতি সুখমনে॥
সেইরূপে বৃষকেতু কর্ণের কুমার।
সেনাবধূ সমীপেতে হৈল আগুসার॥
গজকুম্ভ পয়োধরা বাহিনী দলিয়া।
মদমত্ত বেগে ধায় হরষিত হিয়া॥
শত শত বীরগণে নিদারুণ শরে।
শীঘ্র পাঠাইল বীর শমনের ঘরে॥
তথাপি কোপের শান্তি না হল তাহার।
ঘন ঘন আস্ফালন মুখে মার মার॥
অনন্তর বৃষকেতু সংগ্রাম সময়।
দেখিলেন বহু সৈন্য হইতেছে ক্ষয়॥
তবুও বিপক্ষগণ শত্রুতা প্রকাশে।
সর্ব্বদা চেষ্টিত আছে যত অভিলাষে॥
যাহোক নিরস্ত হওয়া অনুচিত হয়।
এত বলি দ্বিগুণিত কোপে অতিশয়॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু তেজিলেন শর।
প্রচণ্ড শরের ঘায় সকলে জর্জ্জর॥
ঘন ঘন সিংহনাদ মনের উল্লাস।
রণে ভঙ্গ দিয়া সৈন্য ধায় ঊর্দ্ধশ্বাস॥
এমনি সংগ্রাম শিক্ষা এরূপ সন্ধান।
ছুটিছে বিপক্ষ পক্ষ তবু নাহি ত্রাণ॥
মহারাস সময়েতে গোপিকার পতি।
হইয়া স্বতন্ত্র কৃষ্ণ যে রূপেতে রতি॥
প্রত্যেক গোপীর মনে পূরাইতে কাম।
রসময় কৈলা রাস নবঘন শ্যাম॥
সেইরূপে এক মূর্ত্তি কর্ণের কুমার।
বিপক্ষে হইল বোধ বহু মূর্ত্তি তার॥

পলালে নিস্তার নাই পাছু শর ধায়।
এরূপ বিপদ ঘোর দেখিনা কোথায়॥
অনন্তর যৌবনাশ্ব দেখি সৈন্যক্ষয়।
চৌদিকেতে ছত্রভঙ্গ যত সেনাচয়॥
ক্রমে অগ্রসর হল গজের পৃষ্ঠেতে।
আরোহিয়া বীরবর মানস যুঝিতে॥
বৃষকেতু সম্বোধিয়া বলিল বচন।
তোমায় দিতেছি রথ করহ গ্রহণ॥
পণ্ডিতেরা এই কথা বলেন নিয়ত।
পদাতির গুণব্যাখ্যা নহে সমুচিত॥
বিরথ হইলে রথী না থাকে গৌরব।
বোঁটা হীন কুসুমের থাকে না সৌরভ॥
বিশেষ বালক তুমি পরদেশ হতে।
পথ পরিশ্রম ক্লেশ হয়েছে আসিতে॥
তাহার উপরে ঘোর সংগ্রাম করিয়া।
অবশ্য হয়েছে ক্লান্ত তোমার ও হিয়া॥
আমি রথী উপরেতে তুমি ভূতলেতে।
তোমার সহিত যুদ্ধ ঘটে কিরূপেতে॥
কি নাম তোমার বীর কোন গোত্রজাত।
তোমা হতে কোন কুল হয়েছে শোভিত॥
কোথায় নিবাস তব কেবা জন্মদাতা।
পরিচয় দেও মোরে করনা অন্যথা॥
আশ্চর্য্য দেখিনু তোমা মৃগেন্দ্রের মত।
নির্ভয়ে ভ্রমিছ তুমি হইয়া বিরথ॥
যাবৎ এ পরিচয় নাহি জানা যায়।
তাবৎ কি রূপে বল রণ শোভা পায়॥
যাহোক্ তোমাকে ধন্য, ধন্য তব সাথী।
এ সংসারে নাহি হেরি তব তুল্য রথী॥
বৃষকেতু উত্তরিল শুনহ রাজন।
মহামুনি কশ্যপের কুলেতে জনম॥
দানগুণে ধরাধামে দ্বিতীয় যাঁহার।
হয়নাই হবে নাই এমত প্রকার॥
কুরু সভামধ্যে থাকি দুর্যোধন হিত।
তাহার সৌহৃদ্য ধর্ম্মে আছিল বঞ্চিত॥
বিশেষতঃ বিবসনা দ্রৌপদী দেখিয়া।
যাহার কঠিন প্রাণে হয় নাই দয়া॥
কৃষ্ণ পরিত্যাগ করি দুর্য্যোধনে স্থিতি।
কৃষ্ণ যাঁর হর্ত্তা কর্ত্তা কৃষ্ণই সদগতি॥
সেই দাতা কর্ণ-পুত্র জানিও আমারে॥
অর্জ্জুন মেরেছে তাঁরে সম্মুখ সমরে॥
তাহাতে পরম পদ হইয়াছে লাভ।
সুতরাং আমাদের নাহি মনস্তাপ॥
বৃষকেতু নাম মোর ধর্ম্ম অনুগত।
তাঁহার কার্য্যেতে হেথা হয়েছি আগত॥
অশ্বমেধ করিবারে পাণ্ডুর নন্দনে।
ব্যাসের আদেশে তাঁর হয়েছে মননে॥
সুলক্ষণ অশ্ববর হয় প্রয়োজন।
মুনিবর মন্ত্রণায় এখানে গমন॥
অশ্ব হেতু যুদ্ধকার্য্যে হয়েছি ব্যাপৃত।
অধিক কি পরিচয় চাহ নরনাথ॥
সমরে তোমার রথ নাহি নিতে পারি।
তা হলে কি রূপে বল যুদ্ধ আমি করি॥
আদান প্রদানে হয় মিত্রতা স্থাপন।
সুতরাং রথ লওয়া নাহি প্রয়োজন॥
সংগ্রামে জয়ের আশা বিপক্ষ দলন।
এই এক মাত্র লক্ষ্য আছে প্রয়োজন॥
যে খানে যেরূপ ভাবে করি অবস্থান।
তাহাতে আমার কিছু নাহি অভিমান॥
ফল কথা কার্য্যসিদ্ধি আমার কামনা।
তা হলে ঘুচিয়া যাবে বিড়ম্বনা নানা॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

"বিনা কৃষ্ণং হি যদ্দ্রাষ্ট্রং শরীরঞ্চ ধনং তথা।
ধার্য্যতে মানুষৈর্ম্মূঢৈস্তৎ সর্ব্বং প্রেতভূষণম্ ॥"

যৌবনাশ্বের পরাজয়।

জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
বৃষকেতু বাক্য শুনি যৌবনাশ্ব কয় ॥
হে কর্ণ তনয় ধন্য তোমার সাহস।
তোমার বীরত্বে মোর সৈন্য সব বশ ॥
তিষ্ঠিতে নারিছে কেহ তোমার গোচরে।
নিরস্ত্র হইছে রথী হেরিয়া তোমারে ॥
বড় বড় বীর সব রণে ভঙ্গ দিয়া।
প্রাণভয়ে পলাইছে কম্পান্বিত হিয়া ॥
প্রভঞ্জন ভয়ে যথা কদলীর দল।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে আশ্রয় ভূতল ॥
সেইরূপ বীরগণ রণভূমি পড়ি।
শরহতে শিরস্ত্রাণ যায় গড়াগড়ি ॥
চৌদিকেতে হাহাকার না মানে বারণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া ধায় সচকিত মন ॥
শিবের সংহার মূর্ত্তি ধরি একেশ্বরে।
বিপক্ষ দলিছ তুমি ছাড়ি ধনুঃশরে ॥
বয়সে বালক বটে স্বভাব চপল।
আমার সহিত যুদ্ধ নহ সমবল ॥
তোমার উপরে অগ্রে তেয়াগিতে বাণ।
স্নেহের কারণ বাণ না হয় সন্ধান ॥
অতএব আমা প্রতি বক্ত দূর পার।
শিক্ষার কৌশল সবে দেখাও সত্বর ॥
সুকোমল কলেবরে নিদারুণ শর।
তেয়াগিলে মর্ম্ম ব্যথা পাবে বহুতর ॥
একারণে অভিলাষ বলি তোমা প্রতি।
সন্ধান করিলে শর পাইহে সম্প্রীতি ॥
শুনিয়া রাজার বাণী কর্ণের কুমার।
হাস্য করি প্রদানিল উত্তরের সার ॥
হে রাজেন্দ্র তুমি মোর নও সমকক্ষ।
দেখিতেও অপরূপ তাহাতে বিপক্ষ।
তোমা হতে বহু পুত্র হয়েছে উদ্ভব।
তোমার সহিত মোর সাম্য অসম্ভব ॥
বয়সে প্রাচীন তুমি স্বভাব দুর্ব্বল।
ঈশ্বরের নাম লওয়া এখন কেবল ॥
আমি যুবা কর্ম্মক্ষম শ্রমেতে অটল।
পরিশ্রমে তব দেহ হইবে বিকল ॥
জেনে শুনে এ শরীরে প্রহারিলে শর।
কি হবে পৌরুষ বল হাসিবে পামর ॥
কর্ণপুত্র বচনেতে যৌবনাশ্ব বীর।
বিলম্ব না করি ছুড়িলেক দশ তীর ॥
বৃষকেতু হৃদয়েতে হইল পতন।
ক্ষণমধ্যে আর তাহা নাহি নিদর্শন ॥
বৃষকেতু ক্ষিপ্রবাণে সকলি ছেদিল।
তিন শরে নৃপতির শরীর বিন্ধিল ॥

মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে পিতৃ পিতামহগণ।
অধোমুখে যেইরূপে নরকে গমন॥
সেইরূপ বাণাঘাতে যৌবন শরীর।
জর্জ্জরিত বক্ত রাজা হইল অস্থির॥
দেহ ভেদ করি বাণ ধরণী আশ্রয়।
নিমেষের মধ্যে তাহা অধোগতি হয়॥
পুনর্ব্বার বৃষকেতু অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।
কাটিলেন বিপক্ষের তীক্ষ্ণ শরাসনে॥
আতপত্র যে বিচিত্র ছিল শিরোপরি।
বাণাঘাতে ফেলিলেন ধরার উপরি॥
যে ধ্বজনে শোভমান ভদ্রাবতী নাথ।
দেখিতে দেখিতে তাহা হল ভূমিসাৎ॥
যেমন পরুষ ভাষে অন্যের হৃদয়।
মর্ম্মক্ষোভে বিদলিত হয় অতিশয়॥
থাকিতে সদা নরাশি বচনের দোষে।
লোকেতে ঘৃণয়ে তারে অপযশ ঘোষে।
সেইরূপ এক শরে কর্ণের কুমার।
তীরের সহিত ধনু কাটিল রাজার॥
মহাবল রণস্থলে অদ্ভুত বীরতা।
দেখে রাজা যৌবনাশ্ব পাইলেক ব্যথা॥
ধৈর্য্য ধরি অন্য ধনু করিল গ্রহণ।
কোপেতে অরুণবর্ণ তাহার লোচন॥
করি গর্ব্ব নত পর্ব্ব ধরি মস্তিশরে।
বৃষকেতু প্রতি রাজা তখনি প্রচারে॥
খরতর দিবাকর যে রূপ তেজেতে।
জলাশয় নদনদী লাগয়ে শুষিতে॥
প্রাণবায়ু প্রাণীগণে করয়ে শোষণ।
দশদিক দাহ করে সহস্র কিরণ॥
নিদাঘেতে সন্তাপিত কুরঙ্গ যেমন।
জলাশয়ে জলাশয়ে করয়ে গমন॥
বিষবারি করি পান করে ছটফট।
শেষেতে গমন করে শমন নিকট॥
সেইরূপ যৌবনাশ্ব ক্ষিপ্ত ভীম শরে।
অস্থির হইল বৃষকেতু বীরবরে॥
হৃদয় কন্দর কাঁপে চমকিত তনু।
শোণিত কম্পিল পান যৌবনাশ্ব ধনু॥
কম্পিত হৃদয় একে দারুণ আঘাতে।
শরীরে শোণিতস্রাব হইতেছে তাতে॥
তাতে ঘেরিয়াছে সৈন্য সমুদ্রের প্রায়।
ঊর্ম্মিমালা মত শব্দ চতুর্দ্দিকে হয়॥
প্রলয়ের ঘনঘটা গভীর নিঃস্বন।
গেল দৃষ্টি শরবৃষ্টি ঘোর অলক্ষণ॥
জাটি জাঠা শেল শূল পট্টিশ তোমর।
যার যত সাধ্য আছে হানে নিরন্তর॥
তথাপি তিষ্ঠিছে সবে আপনার তেজে।
বৈনতেয় অহীমধ্যে যেমত বিরাজে॥
বিপক্ষে নির্ম্মুক্ত করি বৃষকেতু রথী।
মৃত্যুপথে কত সৈন্যে করিলেক সাথী॥
দেখিতে২ ক্রমে কৃশাণুর কণা।
জলদগ্নি সমতেজ করিল ধারণা॥
নিমেষে সারথি শির ফেলিলেন কাটী।
অশ্বগণ ধরাশায়ী করি ছটফটি॥
চৌদিকেতে শরজাল করিল ক্ষেপণ।
দিবা নিশা ভেদ জ্ঞান না হল তখন॥
অকস্মাৎ দৃষ্টিরোধ তুমুল সংগ্রাম।
সকলেই জানিলেন বিধি হল বাম॥
সকলে পাইল ভয় না দেখি রাজায়।
বিষাদ গণিয়া সবে করে হায় হায়॥
এ দিকেতে বৃষকেতু অবসর বুঝে।
মারিল অসংখ্য সৈন্য আপনার তেজে॥
শেষে মন্ত্রপূত করি গভীর স্বননে।
ক্ষেপিল পাবক অস্ত্র বিপক্ষ দলনে॥
ধূমজাল অগ্নি শিখা ভীষণ কোপেতে।
দগ্ধীভূত প্রায় সৈন্য লাগিল করিতে॥

সৈন্যের দুর্দ্দশা দেখে বীর দণ্ডধর।
ক্ষেপিল বরুণ অস্ত্র অতি ক্রুদ্ধতর ॥
বহ্নিকোপ শান্তি হল বরুণ শক্তিতে।
চেষ্টা হল কর্ণপুত্রে শেষে সংহারিতে ॥
ভীষণ পবন অস্ত্রে বৃষকেতু বীর।
নিবারিল রাজ অস্ত্র তখনি সুধীর ॥
সমর প্রাঙ্গনে ঘোর সিংহনাদ করি।
গর্জ্জিতে লাগিল বীর বিক্রমকেশরী ॥
অদ্ভুত বীরত্ব আর বিপুল ভরসা।
যৌবনাশ্ব মনে ত্যাগ কৈল জয় আশা।
তথাপি উৎসাহ আর কোপের তাড়নে।
আরোহিল অন্যরথে করি আস্ফালনে ॥
প্রহারি পর্ব্বত অস্ত্র বৃষকেতু শর।
সংস্তম্ভন করিলেক হয়ে ত্বরাপর ॥
মারুত অস্ত্রেতে পুন কর্ণের নন্দনে।
তাড়িত করিল রাজা কালোচিত জেনে ॥
চৌদিকেতে ঘোরতর শিলাবৃষ্টি হয়।
নিবিড় নীলিমাব্যাপ্ত শূন্য সে সময় ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণে বিস্মিত অন্তর।
দুজনে বাধিল যুদ্ধ অতি ঘোরতর ॥
দিঙ্মণ্ডল শরজালে ঘেরিল তখন।
দিবাকর দিব্যালোক কৈল নিবারণ ॥
কে কারে চিনিতে নারে বিচিত্র আহবে।
আত্মপক্ষ পরপক্ষ প্রহার সম্ভবে ॥
চৌদিকে চীৎকার ঘোর উঠে গণ্ডগোল।
"পরিত্রাহি পরিত্রাহি" শুধু এই বোল ॥
দেখিতে দেখিতে ক্রমে কর্ণের নন্দন।
সকলের দৃষ্টি হতে হল অদর্শন ॥
গর্জ্জিল দারুণ কোপে বীর বৃকোদর।
যুদ্ধ করিবারে অগ্রে হৈল অগ্রসর ॥
মুক্ত করিবারে বীর কর্ণের কুমারে।
প্রলয়ের কাল মেঘ ধাইল সত্বরে ॥

দেখি ভাব বৃষকেতু সহাস্য বদনে।
শরজাল নিবারিল শর বরিষণে ॥
ছাড়িল দারুণ চক্র হয়ে ত্বরান্বিত।
অর্দ্ধপথে অচলাস্ত্রে করিল পাতিত ॥
বীর যৌবনাশ্ব বাণ বিফল দেখিয়া।
করে নিল মহাভল্ল অতি স্থির হিয়া ॥
প্রহারিল প্রাণপণে বৃষকেতু বুকে।
মূর্চ্ছিত করিল তারে সকল সম্মুখে।
সংগ্রামে পতিত দেখি সংগ্রাম বিজয়ী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ভীমসেন বলিল মাভৈই ॥
কোপে অজগর সম লাগিল গর্জ্জিতে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হল নিমেষেতে ॥
দাপটেতে ঘোরনাদে কাঁপে রণস্থল।
উথলিল মহাবেগে সমুদ্রের জল ॥
গিরিশৃঙ্গ ভঙ্গ হয়ে পতিত ভূমেতে।
ধরাকরে টলমল বীরের বেগেতে ॥
করেতে প্রচণ্ড গদা ভীষণ মূরতি।
কালান্ত কালের কাল ধায় শীঘ্রগতি ॥
দশ হাজার মত্ত হস্তী সম বল ধরে।
দ্বাদশ আদিত্য হল উদয় সংসারে ॥
রুদ্ররূপে যম কাঁপে হেরিলে সে দেহ।
দৃষ্টিমাত্র রণস্থলে না দাঁড়ায় কেহ ॥
মনেতে চিন্তিল বীর কি করিনু হায়।
স্নেহ ধন বৃষকেতু দিলাম বিদায় ॥
প্রাণধনে বার বার সংগ্রামে যাইতে।
নিষেধ করিনু কত বিনয় বাক্যেতে ॥
কোন কথা নাহি শুনি রণেতে পতন।
বীর ধর্ম্মে বীর বপু কৈল বিসর্জ্জন ॥
আমার সাক্ষাতে হল এরূপ কায।
হাসিবেক শক্রপুরী লোকে দেবে লাজ ॥
কি বলিবে যুধিষ্ঠির অগ্রজ আমার।
তোমার সাক্ষাতে হত কর্ণের কুমার ॥

হায় পিতৃহীন প্রাণ মোদের কারণে।
অনায়াসে বিসর্জ্জিল হেন স্নেহ মনে॥
কি বলিবে ভগবান্ পূর্ণ সনাতন।
ভীমের সাক্ষাতে হল বীরের নিধন॥
কোথা বৃষকেতু বলি জননী আমার।
জিজ্ঞাসিলে কি বলিবে পবনকুমার॥
কে বলে প্রবোধ দিব তাহার মানসী।
দ্রৌপদীরে বুঝাইব বলি কোন্ ভাষ॥
প্রাণের অর্জ্জুন ভাই দেশে গেলে ফিরি।
জিজ্ঞাসিবে প্রাণধন কোথায় আনারি॥
কি বলিব কি করিব উপায় না দেখি।
জানিবে সর্ব্বাশ তাহা হলে মৌনমুখী॥
ধর্ম্মের সাক্ষাতে কিম্বা জননী গোচরে।
মিথ্যাতে অধর্ম্ম ঘোর জানি পূর্ব্বাপরে॥
বিশেষতঃ ভীমসেন জীবন থাকিতে।
মিথ্যা কথা নাহি কয় জানে জগতেতে॥
শেষ কালে কি রূপেতে এ ঘোর পাতক।
করিয়া ভুঞ্জিব আমি অনন্তনরক॥
হায় প্রাণসখা কৃষ্ণ এক ছিল মনে।
তোমা ভজি এতকষ্ট পাণ্ডুপুত্র গণে॥
দয়াময় তবনামে কলঙ্ক প্রচার।
ঘুষিবে জগত মধ্যে তাই ভাবি সার॥
ভাল খেলা তব লীলা হে নীলকমল।
ভব ঘোরে বারে বারে তুমিই সম্বল॥
এত বাদ সাধ ছিল মোদের অহিতে।
কেননা লইলে প্রাণ ভীমের দেহেতে॥
শোকেতে কণকে নয় জীর্ণ তরি সম।
বৃথা এই দেহ ভার নিতান্ত বিষম॥
এত বলি রুদ্ররূপে দ্রৌপদীর পতি।
করেতে প্রচণ্ড গদা ধায় দ্রুতগতি॥
দেখিতে দেখিতে রথ রথী সে সারথি।
একের যমালয়ে কারলেক সাথী॥

চৌদিকে শোণিত স্রোত রণভূমি স্থলে।
রথ রথী হয় হস্তী ভাসিছে সকলে॥
ভীমসেন জানু হতে উঠি সমীরণ।
তাহাতে মাতঙ্গ রথ রথী বিচেতন॥
ভাম্যমান গগণেতে চূর্ণীকৃত বপু।
সকলে জানিল নহে সহজ এ রিপু॥
পাশরিয়া শ্রীহরিরে জীবগণ যত।
কর্ম্ম পাশে বদ্ধ হয়ে ঘোরে অবিরত॥
মুক্তির সন্ধান তারা না পায় দেখিতে।
সংসারেতে আশা মায়া নারে নিবারিতে॥
হইয়া বিষয় লোভে জীবের মানস।
কোন রূপে নিত্যধনে নাহি হয় বশ॥
সেইরূপ যৌবনাশ্ব সৈন্যচয়।
রণক্ষেত্রে ভ্রমিতেছে জীবন সংশয়॥
কভু উর্দ্ধপদ কভু অলঙ্কার হীন।
বিবসন কভু হয় লজ্জায় মলিন॥
কভু দুঃখে অধোমুখে করে অবস্থিত।
কভু বা লোটায় শির ভূমিতল গতি॥
কখনবা গগণেতে হয় অবস্থান।
কখন বা গজোপরি ত্যজয়ে পরাণ॥
বিবিধ দুষ্কৃতি ভাবে মানব যেমন।
সুখময় স্বর্গপথ না হেরে কখন॥
নিয়তই কুম্ভীপাক নরকেতে বাস।
জানিয়া না ত্যজে রীত এমনি অভ্যাস॥
সেইরূপ বীরগণ শূন্যমার্গ হতে।
গদার প্রহারে তারা পতিত ভূমিতে॥
রুধির বমন করে নিদারুণ ঘায়।
যমগৃহে গিয়া শেষে সব শাস্তি পায়॥
এইরূপে যৌবনাশ্ব সৈন্য পারাবার।
হাহাকার কলরব তরঙ্গ তাহার॥
মার মার ধর ধর গভীর গর্জ্জন।
ঘোর রব বিত্রাসিত সকলের মন॥

ভীমের দেখিয়া কাণ্ড সৈন্যে হাহাকার।
রণস্থলে রক্তনদী ভাসে অনিবার ॥
সুবেগ নামেতে বীর যৌবন কুমার।
ক্রোধেতে গরজি আঁখি হৈল আগুসার ॥
স্থির ভাবে মহাবল অচলের প্রায়।
ভীমসেনে ডাকি বলে আসিয়া ত্বরায়।
যৌবনাশ্ব পুত্র আমি জগতে বিখ্যাত।
ক্ষত্র কার্য্য কিছু কিছু আছি অবগত ॥
সুবেগ আমার নাম শুন বীরবর।
আমার সহিত যুদ্ধ তুমি এবে কর ॥
দেখা যাক্ রণস্থলে কার শক্তি কত।
দেখাও হে পরাক্রম ভুজবল যত ॥
অভিমানী হইয়াছ বাহুমদে মাতি।
ভাবিয়াছ সমকক্ষ নাহি বুঝি ক্ষিতি ॥
তিষ্ঠ ক্ষণকাল হয়ে সাবধান।
পরাজিত করিলে হে বুঝি বীর্য্যবান ॥
রণসাধ শীঘ্র বীর মিটিবে তোমার।
পড়েছ আমার হাতে নাহিক নিস্তার ॥
সুবেগের বাক্যে ভীম না দিল বচন।
কার্য্যে লক্ষ্য হলে বাক্যে কিবা প্রয়োজন ॥
বরঞ্চ সুভীম বেগ ধরি ভীম বীর।
যুঝিবারে সৈন্য সিন্ধু করিলেক স্থির ॥
চক্ষে দেখি এ ব্যাপার সুবেগ তখন।
রথ হতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পতন ॥
লইয়া প্রচণ্ড গদা ধায় অতি দ্রুত।
শত শত বার শিরে করয়ে ভ্রামিত ॥
ভীমের মস্তকে তাহা অতি ভীমবেগে।
বক্ষঃস্থলে প্রহারিল অতিশয় বেগে ॥
মহাবল বৃকোদর প্রহারিত হয়ে।
উন্মত্ত ভৈরব প্রায় চলিলেন ধেয়ে ॥
হাতেতে ভীষণ গদা মার মার করি।
চতুর্দ্দিকে সৈন্যদল পলায় সম্বরি ॥
নিদারুণ প্রহারিল সুবেগ বক্ষেতে।
দুইজনে মহাবীর অটুট যুদ্ধেতে ॥
কেহ কারে নাহি পারে করিতে বিনাশ।
কার নহে জয়লাভ পূর্ণ মন আশ ॥
উভয়ে কোপেতে কাঁপে গদা হাতে করি।
মণ্ডল আকারে দোঁহে বেড়াইছে ঘুরি ॥
পরস্পর অবসর অন্বেষিছে দোঁহে।
জয় লক্ষ্মী লভিবারে কত কষ্ট সহে ॥
অবশেষে ভীমসেন গগণে ঘুরিয়া।
সুবেগেরে নিক্ষেপিল ভ্রামিত করিয়া ॥
ভূতলে ফেলিল তারে করি নিষ্পেষণ।
তবু তবু বীরবর তেজিল জীবন ॥
ক্ষণকাল মধ্যে বীর হয়ে অচেতন।
গদার প্রহারে ভীমে করিল মর্দ্দন ॥
প্রহারেতে ভীমসেন ভীষণ মুরতি।
করেতে তুলিয়া নিল গজযূথ পতি ॥
মহাবেগে নিক্ষেপিল সুবেগ উপরে।
অর্দ্ধপথে লম্ফ দিয়া হৈল বীরবরে ॥
প্রহারিল ভীমসেনে গতি গত দূর।
ভীমাঙ্গে মাতঙ্গ অঙ্গ স্পর্শে হল চুর ॥
শেষেতে প্রবল মুষ্টি ধরি দুই বীরে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে মাটির উপরে ॥
পদেতে প্রহার করে করেতে চাপড়।
ভীষণ প্রহারে কেহ নাহি দেয় রড় ॥
উভয়ের নিদারুণ মর্ম্মভেদী রণে।
উভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে করিল শয়নে ॥
জৈমিনি বলেন রাজা কর অবধান।
এ দিকেতে বৃষকেতু করিল উত্থান ॥
শশবাস্তে ধাইলেক বিপক্ষের প্রতি।
মাতঙ্গ উদ্দেশে যথা ধায় পশুপতি ॥
নত পর্ব্ব পঞ্চশরে যৌবনাশ্ব বীরে।
মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলে অবনী উপরে ॥

মূর্চ্ছাপন্ন অচেতন দেখিয়া রাজারে।
বৃষকেতু উপনীত হৈল তথাকারে॥
উত্তরীয় বসনের অঞ্চল ধরিয়া।
বাতাস করেন তাঁর সম্মুখে বসিয়া॥
মুখে মুখ দিয়া ভাবে বিমর্ষিত মনে।
কি রূপেতে জ্ঞান লাভ হইবে রাজনে॥
ভগবান্ দয়াবান্ করি দয়া দান।
সত্বর বাঁচায়ে দাও যৌবনাশ্ব প্রাণ॥
হে নাথ জগৎনাথ ডাকিছে অনাথে।
পতিত পাবন পার করহে পতিতে॥
বিপদ কালেতে কোথা বিপদ বারণ।
পড়েছি সঙ্কটে প্রভু শ্রীমধুসূদন॥
এতকাল কালবর্ণ তোমার সাধনে।
এতকাল ওহে কালভয় নিবারণে।
তোমারে স্মরিয়া হরি সুকৃতি সঞ্চয়।
যদি কিছু ওহে থাকে ওহে দয়াময়॥
সকলি দিতেছি আমি সবার সাক্ষাতে।
রাজার জীবন লাভ হউক তাহাতে॥
হায় যদি এ সময়ে ভদ্রাবতী নাথ।
নাহি করে মোর ভুজবীর্য্যের সাক্ষাৎ॥
তবে রণে প্রয়োজন কেন অকারণ।
সেই জন্যে ঘন ডাকি ও ঘনবরণ॥
এই কথা বৃষকেতু বলিতে বলিতে।
মুমূর্ষু সময়ে যথা বন্ধু বান্ধবেতে॥
নিকটে বসিয়া দীন ভাবে দৈন্যবেশ।
সে রূপেতে বৃষকেতু বিলাপে অশেষ॥
চেতন পাইয়া রাজা উঠি দাঁড়াইল।
বিনয় বচনে তারে বলিতে লাগিল॥
সাক্ষাতে তোমার ভাব করেছি দর্শন।
শুনেছি সকল উক্তি থাকি অচেতন॥
এস আলিঙ্গন দানে তাপিত অন্তরে।
শীতল করহ সাধু পাষণ্ড পামরে॥
এখন যুদ্ধেতে মোর নাহি প্রয়োজন।
সংসার ছাড়িয়া নিনু তোমার শরণ॥
রাজ্যে বাঞ্ছা নাই মোর না চাহি জীবন।
সমুদায় সন্মুখে তোমারে অর্পণ॥
গ্রহণ করিয়া তুমি মোরে মুক্ত কর।
তোমা বিনা সংসারেতে সুহৃদকে আর।
তোমার দয়াতে আমি দয়াময় হরি।
হেরিতে পাইব তাঁরে ভবের কাণ্ডারি॥
রাজ্য জয় ধন জয়ে কিবা প্রয়োজন।
ইন্দ্রিয় হইলে জিত লব্ধ নিত্যধন॥
এখন বিনয় আশে তোমার সহিত।
করিলে আমার কার্য্য হবে অনুচিত॥
লোক নিন্দা অপযশ ঘটিবে অপার।
বিশেষ প্রাণদ সনে এ নহে ব্যাভার॥
এখন তোমার কাছে আমার মিনতি।
ভীমসহ পরিচয় কর শীঘ্রগতি॥
শীঘ্র চল মহাবীর বিলম্ব না সহে।
ধরাতে পতিত তাঁরা অচেতন দেহে॥
শুনিয়াছি কর্ণবীর নিজ দান দিয়া।
দাতা নাম পাইলেক ভুবন ভরিয়া॥
এখন দেখিনু আমি দাতা কর্ণ-বীরে।
তবগুণে পরাজিত বুঝিনু হে ধীর॥
যুদ্ধ স্থলে শত্রু প্রতি সাধু ব্যবহার।
দেখা থাকু শোনা বুঝি ঘটেওনি কার॥
যাবৎ থাকিবে প্রাণ জ্ঞান অধিকার।
যাবৎ স্মৃতির শক্তি করিবে বিস্তার॥
যাবৎ চিন্তার বেগ হইবে উদয়।
তাবৎ তোমার কার্য্য ভুলিবার নয়।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

"যদা যদা সতাং গ্লানির্জায়তে ভুবি ভারত।
তদা তদা স্বয়ং কৃষ্ণস্ত্রাতা ভবতি সংস্মৃতঃ॥"

ভীমের প্রতি যৌবনাশ্বের অভ্যর্থনা ও
সদলে হস্তিনাপুরী যাত্রা।

জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
যৌবনাশ্ব বৃষকেতু চলিল ত্বরায়॥
যথা ভীমসেন বীর সুবেগ সহিত।
সংগ্রাম স্থলেতে আছে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
উপস্থিত দুইবীর হইল সেখানে।
দেখিল বুঝিছে ভীম সুবেগের সনে॥
বিধিমতে বুঝাইয়া উভয়ে তখন।
দুজনার রণসাজ করে নিবারণ॥
ভীমের করিল স্তুতি বিবিধ মিনতি।
ক্ষম অপরাধ দেব এদাসের প্রতি॥
চিনিতে না পারি আমি অনুচিত কায।
করিয়াছি সেই জন্য পাইতেছি লাজ॥
যাহোক পবিত্র হল আমার ভবন।
দর্শনে সফল হল আমার জীবন॥
সাধু দরশনে শাস্ত্রে পাপের বিনাশ।
এই কথা পুনঃ২ আছে সুপ্রকাশ॥
সকল দুষ্কৃতি ধৌত তব দরশনে।
প্রাক্তনের ফল ভোগ হল এতদিনে॥
ক্ষান্ত হও মহাবীর ত্যজ রণবেশ।
চির অনুগতে কর করুণা বিশেষ॥
বালক সুবেগ নহে তোমার সমান।
যাঁর নামে চরাচর হয় কম্পমান॥

তবে যদি ক্ষত্রিয়ের রীতি অনুসারে।
ভঙ্গ নাহি দিয়া রণ করিল কুমারে॥
যাহোক সকল দোষ করহ মার্জ্জন।
অনুগতে রক্ষা করি লহ যশোধন॥
পুরেতে প্রবেশ কর ওহে মহা ধনু।
তব পদে বিকাইনু আমার এ তনু॥
বলিতে বলিতে এই সকরুণ ভাষ।
মেঘবর্ণ সেইখানে হইল প্রকাশ॥
সঙ্গেতে বিজয়ী অশ্ব সর্ব্ব সুলক্ষণ।
যার জন্য কাটাকাটি নিদারুণ রণ॥
হাসিয়া সে নিশাচর বলিল বচন।
ভাগ্যবলে এসকল হইল ঘটন॥
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির কোথা বা পাণ্ডব।
কোথা বীর যৌবনাশ্ব অসম্ভব সব॥
কোথাকার অশ্ব দেখ কোথা করে স্থিতি।
কিরূপেতে পাণ্ডবের হল অধিকৃত॥
সকলি ভাগ্যের ফল বুঝিলাম সার।
বিধাতার লীলা বোঝা কঠিন ব্যাপার॥
অনন্তর যৌবনাশ্ব হয়ে অগ্রসর।
সসৈন্যে অর্জ্জুনাগ্রজে লইয়া সত্বর॥
নিজপুর মধ্যে তাঁরে লয়ে ত্বরান্বিত।
নানা উপচারে বন্দে যথা বিধিমত॥

বার বার যমবারে করিয়া স্মরণ।
পুলকে পূর্ণিত তনু আনন্দে মগন॥
বলিতে লাগিল বীর প্রেমেতে পূর্ণিত।
জগদীশ তব মায়া দেবে অবিদিত॥
অচ্যুত অনন্ত তুমি অনাদি কারণ।
তোমা হতে সবকার্য্য হয় সম্পাদন॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ।
তোমাতে নিখিল বিশ্ব করে অবস্থান॥
মায়াতীত পূর্ণব্রহ্ম এ মায়া তোমার।
দেবের অসাধ্য ইহা নরে বুঝা ভার॥
হায় কি খেলিছ দেব সংসার চক্রেতে।
কভু জীবে হাসে কাঁদে তোমার খেলাতে॥
কোথাকার কি ঘটনা কিরূপে ঘটাও।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কি রূপেবা রও।
ইন্দ্রিয়ের অগোচর কভু নিরাকার।
পুরাতে ভক্তের বাঞ্ছা কভু বা সাকার॥
কখন প্রণবরূপে বেদেতে ভ্রমণ।
বিপিনবিহারী শ্যাম কভু বৃন্দাবন॥
চক্রপাণি তব চক্র আমি কি বুঝিব।
পাণ্ডবে প্রসন্ন ভাবে সকলি সম্ভব॥
ভগবান্ কৃপাবান যাঁহার আগারে।
তাঁহার অসাধ্য কিছু নাহি করিবারে।
এতবলি বীরবর কর্ণের কুমারে।
ভীমসেনে বাখানিল মহাসমাদরে॥
কহিতে লাগিল ভীমে খুলিয়া হৃদয়।
সে কালে যা বচনীয় উপযুক্ত হয়॥
হে বীর বিক্রমশালী কর্ণের কুমার।
অদ্বিতীয় ধনুঃশর সংসার মাঝার॥
ত্রিলোক বিজয়ী বলী সংগ্রামকুশল।
বৃষকেতু বীরত্বেতে কাঁপে ধরাতল॥
দয়া করি সংগ্রামেতে আমার জীবন।
প্রকাশি মাহাত্ম্য নিজ করেছে রক্ষণ॥
প্রাণদাতা সমগুরু নাহি ত্রিজগতে।
সে কারণে যুদ্ধ ভঙ্গ করেছি নিশ্চিতে॥
এখন আমার আর অপর প্রার্থনা।
নাহিক কিছুই দেব পুরাও কামনা॥
বাসুদেব শ্রীচরণে আমার জীবন।
চিহ্নিত করিব এই আমার কামন॥
সাধু সঙ্গ না হইলে পাতকী জীবন।
কখন না পাবে মুক্তি এই স্থির মন॥
ধর্ম্মেরে দেখিতে মোর বড় সাধ মনে।
শিখিতে ধর্ম্মের ভাব ধর্ম্মের সদনে॥
পুত্রপৌত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন।
অতুল বৈভব আর যত পরিজন॥
যা কিছু আমার বলে আছে অভিমান।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে তাহা করিলাম দান॥
তাঁর ধন তাঁরে দিব আমার কি আছে।
আমার আমার চিন্তা এসকল মিছে॥
সম্মুখে অযুত হস্তী দেখ বিদ্যমান।
অশ্বসহ সমর্পিব রাজ সন্নিধান॥
সকল মাতঙ্গ দল অশ্ববর সাথে।
ভ্রমণ করিবে যজ্ঞে প্রহরী ভাবেতে॥
এখন আপনি অনুকম্পা প্রকাশিয়া।
হেমকুম্ভ নিজ গজে ত্বরায় উঠিয়া॥
সুবেগ সহিত বীর কর্ণের নন্দন।
অপর মাতঙ্গোপরি করি আরোহণ॥
রমণীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ সত্বরে।
পবিত্র করহ পুরী পদার্পণ করে॥
এতেক বলিয়া রাজা অনুচরগণে।
আস্তে ব্যস্তে আদেশিল যে ছিল যেখানে॥
নগরে বিচিত্র ধ্বজ করহ রোপণ।
শীতল চন্দন বৃষ্টি হোক অনুক্ষণ॥
প্রতিদ্বারে নম্র করি কদলী রোপণ।
তদুপরি আম্রশাখা বিচিত্র শোভন।

মঙ্গল কার্য্যেতে যাহা আছে সুবিহিত।
অনুক্ষণ কর সবে হয়ে হর্ষচিত॥
প্রভাবতী রাজরাণী স্বদলে বেষ্টিত।
যথাবিধি নীরাজনে হউন প্রস্তুত॥
পুরকন্যাগণ সব মঙ্গল বচনা।
লাজবৃষ্টি করিবারে করুন ঘোষণা।
আদেশিয়া এইমতে যৌবনাশ্ব বীর।
প্রবেশিল পুরী মধ্যে সকল সুধীর॥
আগে আগে ভীমসেন মেঘবর্ণ পাছে।
পশ্চাতে রাজার সনে বৃষকেতু আছে॥
পুরেতে প্রবেষ্ট দেখি মধ্যম পাণ্ডবে।
করিতে মঙ্গলারতি মঙ্গল উৎসবে॥
ধীরে২ উপনীত প্রভাবতী রাণী।
নির্ম্মল প্রভায় পূর্ণ নিখিল ধরণী॥
তাহেতে সুবর্ণময় পঞ্চ দীপ শিখা।
কর্পূর বর্ত্তিকাযুক্ত যাইতেছে দেখা॥
সঙ্গেতে রমণীদল করিয়া বেষ্টন।
আহ্লাদে মগন হয়ে করে নীরাজন।
যে বীর কর্ণের পুত্র প্রকাশি করুণা।
প্রাণপতি প্রাণ নাহি নিল যেইজনা॥
ললনার অলঙ্কার হেন স্বামীধন।
যাঁহার প্রসাদে লভিয়াছে এ জীবন॥
তাঁহার অচল কীর্ত্তি চির এ ধরণী।
সাক্ষীরূপে সংসারেতে রবে দিনমণি॥
এইরূপে মাঙ্গলিক করি অনুষ্ঠান।
সকলে বসিল সুখে উপযুক্ত স্থান॥
নানা কথা প্রসঙ্গেতে সময় ক্ষেপণ।
করিয়া ভোজন পরে করিল শয়ন॥
সুখের শর্ব্বরী শেষ হইলে নৃপতি।
নিত্যক্রিয়া সম্পাদন কৈল শীঘ্রগতি॥
সভামধ্যে ভীমসেনে করি দরশন।
পুরবাসীগণে রাজা ডাকিল তখন॥

শুনহ আমার বাণী যত পৌরজন।
যেখানে বিরাজে শঙ্খ সহ নারায়ণ॥
এইক্ষণে সেখানেতে যাত্রা কর সবে।
এমন সুন্দর যোগ আর না পাইবে॥
রাজ্য মধ্যে এই কথা করহ প্রচার।
যতদূর সীমা আছে মোর অধিকার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভদ্র আদি।
সকলে গমনে চেষ্টা নাহি করে যদি॥
অন্ত্যজ পর্য্যন্ত নাহি করিলে গমন।
চোরের সমান শাস্তি পাইবে সেজন॥
মধ্যবর্ত্তি কি দরিদ্র ধনীর সমাজ।
হস্তিনা পুরীতে যাওয়া সকলের কায॥
বলবান সসম্ভ্রম যতেক মানব।
মোর অধিকারে বাস করে যারা সব॥
স্ত্রীপুত্র লইয়া সঙ্গে যাইবে তথায়।
কৃষ্ণ দরশনপক্ষে সুন্দর সময়॥
আমার ময়ূরধ্বজে মণ্ডিত যে রথ।
তাহাতে উঠিয়া গেলে পূর্ণ মনোরথ॥
জলদগম্ভীর শব্দ দুন্দুভির ধ্বনি।
মাতঙ্গের পৃষ্ঠদেশে বাজুক এখনি॥
পরিয়া সুবর্ণমাল্য করহ সকল।
শুভযাত্রা করিবারে যাক দলবল॥
শকটেতে সংযোজিত অতি দিব্যগতি।
মন সুখে কৃষ্ণ অভিমুখ হোক স্থিতি॥
সঙ্গেতে অযুত নারী দেবী প্রভাবতী।
বধূগণ সঙ্গে লয়ে যান্ শীঘ্রগতি॥
দ্রৌপদী সুন্দরী আর লক্ষ্মী রুক্মিণীরে।
দেখিবারে যাওয়া হোক ধর্ম্মের মন্দিরে॥
সেখানেতে সুরধুনী আছে বিরাজিত।
পাপীজন পাপরাশি হরিবারে রত॥
যজ্ঞেশ্বর সে ঈশ্বর ভকতের ধন।
ভক্তিডোরে বাঁধা আছে ধর্ম্ম নিকেতন॥

এরূপ শুভসংযোগে কাহার মানস।
সন্তোষ না হয়ে হবে মলিন বিরস॥
এতেক বলিয়া রাজা আপন নন্দনে।
সুবেগেরে আশ্বাসিয়া কৈল সেইক্ষণে।
আমার আদেশে তুমি পুত্র গুণনিধি।
সকল সম্ভ্রান্ত জনে জানাও এবিধি॥
রাজার হয়েছে আজ্ঞা ধর্ম্মরাজ পুরী।
কৃষ্ণ হেরিবারে যাত্রা কর ত্বরা করি॥
সংসারে ত্রিবিধ পাপ হইবে মোচনে।
সকলি খণ্ডিয়া যাবে কৃষ্ণ দরশনে॥
ইহাতে মনেতে সবে না ভাবিহ আন।
ভবধব ভব রোগে একই নিদান॥
পিতার আদেশে পুত্র অবনত শিরে।
সাধিল সকল কার্য্য জানাল সবারে॥
জনকের জননীর নিকটে ধাইয়া।
গমনের অনুরোধ জানাইল গিয়া॥
শুনি চমকিত বৃদ্ধা জননী রাজার।
বলে কেন হেন কর্ম্মে বাসনা তাহার॥
অকারণ অর্থব্যয়ে কেন এ যতন।
আমি বর্ত্তমানে নহে এরূপ করণ।
ইহাতে কি ফল বল নিজগৃহ ছাড়ি।
বিদেশ গমনে যাওয়া অপরের বাড়ি॥
অকারণ অর্থশ্রাদ্ধ শরীরের ক্লেশ।
মিছামিছি গণ্ডগোলে ফল কি বিশেষ॥
সে থানে আছেন গঙ্গা ত্রিলোক তারিণী॥
পতিতে করিতে পার পতিত পাবনী॥
নিরন্তর সাধুগন করিছে গমন।
তীর্থের অপেক্ষা তাহা পবিত্র এখন॥
শ্রীগোবিন্দ পূর্ণচন্দ্র হয়েছে উদয়।
জনম সফল পক্ষে এই সুসময়॥
ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যাগ।
করিবেন শুভক্ষণে সেই মহাভাগ॥

সেখানে পরম পূজ্য তাপস প্রধান।
নিজাশ্রম ছাড়ি আসি হবে অধিষ্ঠান॥
আপনি সত্বর হয়ে চল শীঘ্রগতি।
গোবিন্দ বাসনা পূর্ণ করিবে নিশ্চিতি॥
শুনি কোপে রাজমাতা বলেন তখন।
কি বলিলি রে পামর অতি অভাজন॥
যা বলিলি তা বলিলি নির্বোধ তোমারে।
কখন এরূপ বাক্য না বলিস মোরে॥
আমার সেখানে যাওয়া নাহি প্রয়োজন।
দেবতা ধর্ম্মেতে মোর নাহি আকিঞ্চন॥
হয় মনে পিতা কিম্বা মোর প্রাণপতি।
একদিন ধর্ম্মবলে নাহি ছিল ভাতি॥
কখন করেনি কভু ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
ধরম কাহারে বলে না ছিল সন্ধান॥
প্রাচীন বয়সে হায় একি কর্ম্মভোগ।
এতকাল পরে দেখি ধর্ম্মের সংযোগ।
শুনি নাই দেখিনাই করিনাই যাহা॥
এ শেষ বয়সে কেন ঘটাইছ তাহা॥
তোর পিতা ক্ষিপ্ত কিম্বা হল ছন্নমতি।
যৌবন বয়সে কেন জ্ঞানের এ গতি॥
কুলক্রমাগত কার্য্য যাহা না ঘটেছে।
তার জন্যে হুলস্থূল কে কোথা শুনেছে॥
কার বুদ্ধি শুনি রাজা হইল পাগল।
বলরে সুবেগ তুই শীঘ্র বল বল॥
বুঝিলাম রাজাধ্বংশ বিষয় বৈভব।
বুদ্ধিদোষে ফেরেফারে যাইবেক সব॥
যা হতে বৈভব সৃষ্টি সেই রক্ষিবারে।
সামর্থ্য হইতে পারে অন্যে নাহি পারে॥
অবাক হইনু হায় আমি আচম্বিতে।
বুদ্ধিলোপ নৃপতির ঘটেছে নিশ্চিতে॥
জৈমিনি বলেন শুন কুরুকুল পতি।
সুবেগ শুনিয়া অতি সবিস্মিত মতি॥

বৃন্দার ভারতী আসি রাজারে বলিল।
শুনি রাজা যৌবনাশ্ব অবাক্ হইল॥
জননীরে আনয়ন করিয়া সেখানে।
বিবিধমতে বুঝাইল অমিয় বচনে॥
জননি! যেথানে ধর্ম্ম স্বয়ং ভগবান্।
বিরাজিছে জনগণে করিতে কল্যাণ॥
দর্শনে অশুভ নাশ স্মরণে সুকৃতি।
তাই হেতু সব লোকে করিতেছে গতি॥
আপনি আমার সঙ্গে হস্তিনাপুরীতে।
চলুন কামনা করি যা আছে ভাগ্যেতে॥
হরিতে অবনী ভার পূর্ণব্রহ্ম হরি।
বিরাজিছে লক্ষ্মী রুক্মিণীর দেহ ধরি॥
অন্য অন্য সমুজ্জ্বল স্ত্রীরত্ন সকল।
আকাশেতে শোভে যথা তারকার দল॥
হেরিলে সাধুর মূর্ত্তি দুষ্কৃতি বিনাশ।
জননি চলুন শীঘ্র পূর্ণ করে আশ॥
যাব না যাব না বৎস ত্যজি গৃহপুরী।
ধর্ম্মে কিবা প্রয়োজন যাহারা সংসারী॥
সেথানে যাইলে মোর এই লাভ হবে।
ভক্ষ্য ভোজ্য যাবতীয় কে কোথায় লবে॥
অবিনীত অশাসিত দুষ্ট বধূগণ।
আমি গেলে এ সংসার করিবে পতন॥
যার ইচ্ছা যাহা হবে সে তাহা করিবে।
সংসারের সঞ্চিত দ্রব্য লোটাইয়া দিবে॥
দয়া মায়া কি মমতা আমার বলিয়া।
কিছুই না বুঝিবেক দুষ্টের তনয়া॥
বিশেষ গোধূম সব ঈদৃশ সময়ে।
পরিপক্ক হইয়াছে যত ক্ষেত্র চয়ে॥
কে রাখিবে সে সকল আমার বিহনে।
সকলি হইবে নষ্ট বুঝিয়াছি মনে॥
গৃহেতে প্রস্তুত যেই নবনীত রাশি।
গোপালে খাইবে সব হইলে প্রবাসী॥
দাসদাসী অনুগত যথা ইচ্ছা মতে।
ছার খার এ সংসার করিবে ক্ষণেতে॥
আমি না থাকিলে গৃহে সব গোলযোগ।
কাটাকাটি মারামারি অশুভ সংযোগ॥
তাই বলি কৃষ্ণ ধর্ম্মে কিবা প্রয়োজন।
সকল সুখের সার সংসার সদন॥
কৃষ্ণ ধর্ম্ম নিজ কার্য্যে করেছে মনন।
আমাদের কার্য্য হয় উচিত পালন।
তোমারে জিজ্ঞাসি আমি বলহ কারণ।
সেথানে যাইতে কেন এত আকিঞ্চন॥
সহজে অজ্ঞান তুমি বিবেচনাহীন।
গেলে পরে ঘটিবেক তোমার দুর্দ্দিন॥
জননীর মুখে শুনি নিদারুণ বাণী।
বদ্ধ পরিকর রাজা হইল তখনি॥
বাঁধিবারে জননীরে পুত্রের কামনা।
বলে কেন অপরূপ কখন দেখিনা॥
পুত্রের এরূপ কাণ্ড হেরিয়া জননী।
কাঁদিতে লাগিল ভূমে লোটায়ে ধরণী॥
তবু যৌবনাশ্ব রাজা নিরস্ত না হয়।
দ্রুতগামী চলিলেন চিন্তা অতিশয়॥
দোলায় তুলিয়া নৈল বহু যত্ন করি।
সত্বরেতে উপনীত ভীম বরাবরি॥
গমন সময়ে কত বিবিধ ভর্ৎসন।
করিলেন যৌবনাশ্ব না শোনে বারণ।
শুনিয়া পুত্রের মুখে রাজমাতা বাণী।
অন্তরে বিষম ব্যথা পেল পাণ্ডুমণি॥
কোন রূপে প্রবোধিয়া রাজারে তখন।
পঞ্চম দিবস তথা করিল যাপন॥
সঙ্গেতে অগণ্য সৈন্য লইয়ে নৃপতি।
ভীমসনে হস্তীনাতে করিলেন গতি॥
মনে মনে এই চিন্তা চিন্তামণি ধনে।
কতক্ষণে পাব আমি অতি অভাজনে॥

পঞ্চম পাপের পাপী মুক্ত কি হইবে।
সাধু সঙ্গে কিবা ফল লেখা থাক্ তবে॥
থাকিতে বিংশতি মাত্র যোজন অন্তর।
ভীমসেন যৌবনাশ্বে বলিল সত্বর॥
অগ্রগামী হই আমি নৃপ বরাবরে।
তব শুভ আগম জানাই তাঁহারে॥
আমার অভাবে তব না হইবে ক্লেশ।
বৃষকেতু যত্ন তোমা করিবে বিশেষ॥
লোকের মর্য্যাদা আর গুণ সমাদর।
বৃষকেতু তুল্য নহে নয়ন গোচর॥
থাকিলে উহার সঙ্গে প্রবাসেতে বাস।
কখন না মনে হবে না হবে নৈরাশ॥
সচিন্তিত ভাই মোর যজ্ঞের কারণে।
এই কয় দিন মাত্র আছি অদর্শনে॥
মনে মনে কোটি কল্প হইতেছে জ্ঞান।
কতক্ষণে দেখা পাব তাঁহার বয়ান॥
সে চরণ কতক্ষণে করিব পূজন।
হেরিব সে কতক্ষণে বিশ্বপূজ্য ধন॥
আধি ব্যাধি দূরে যাবে তাঁহারে হেরিলে।
তাই মন সমাকুল হয়েছে বিহ্বলে॥
এরূপেতে বুঝাইয়া ভীমসেন বীর।
রথ হতে নামিলেন তখনি সুধীর॥
ধাইলেন হেরিবারে অগ্রজ পাণ্ডবে।
মহাশব্দ জয় জয় করিলেক সবে॥
প্রণমিল ধর্ম্মরাজ চরণ নিকটে।
আদ্যোপান্ত যুদ্ধকাণ্ড কৈল অকপটে॥
সানন্দে স্বজনবর্গে করি আলিঙ্গন।
গমনের ইষ্ট সিদ্ধি জানান তখন॥
বলিলেন ধর্ম্মরাজে বিনীত ভাবেতে।
হইয়াছে জয়লাভ তব প্রসাদেতে॥
নির্ব্বিঘ্নেতে তিনজনে করেছি গমন।
এনেছি সে অশ্ববরে সর্ব্বসুলক্ষণ॥
কর্ণতনয়ের সঙ্গে সংগ্রামে বিজিত॥
সসৈন্যে সন্তুষ্ট নৃপ পুরে উপস্থিত॥
আসিয়াছে যৌবনাশ্ব বিক্রম কেশরী।
পাত্রমিত্র সভাসদ যত কুলনারী॥
রূপবতী প্রভাবতী রাজার রমণী।
সঙ্গেতে সহস্র নারী তাঁহার সঙ্গিনী॥
মনসুখে মনোহর বেশ ভূষা পরি।
মনের আনন্দে এলো তেয়াগিয়া পুরী॥
দ্রৌপদীরে দরশন করিতে কামন।
তাই হেতু ব্যাকুল করে আগমন॥
বৃষকেতু রহিয়াছে যৌবনাশ্ব সনে।
আগেতে এসেছি আমি জানাতে চরণে॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

"অন্তর্গৃহে নিবসতি গোবিন্দঃ কিল সর্ব্বথা।
প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে সর্ব্বমন্যত্ত্ব লভ্যতে॥"

পাণ্ডবদিগের সহিত যৌবনাশ্বের সাক্ষাৎকার ও
বেদব্যাস কর্ত্তৃক মরুত্ত যজ্ঞ বর্ণন।

জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
যৌবনাশ্ব আগমনে পাণ্ডুর তনয়॥
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হর্ষান্বিত মতি।
ভীম সম্বোধিয়া বৈল সুমিষ্ট ভারতী॥
যাও ভাই ত্বরা করি দ্রৌপদী নিকটে।
প্রভাবতী আগমন বল অকপটে॥
আসিছে স্বয়ং রাজ্ঞী বহু পরিজনে।
দ্রৌপদীরে হেরিবারে তাঁর আকিঞ্চনে॥
সামান্য বেশেতে তাঁরে করা অভ্যর্থনা।
উচিত না হয় ইহা আমার মন্ত্রনা॥
যাহাতে সম্ভ্রম থাকে পদের গৌরব।
এইরূপ আয়োজন করা যাই সব॥
পাণ্ডব প্রধান্য এবে কৃষ্ণের কৃপায়।
পাণ্ডবের নাম যশ সর্ব্বলোকে গায়॥
কি বৈভব প্রভুশক্তি সাহস বিক্রম।
প্রাধান্য বা পরিচয় পাণ্ডবের সম॥
বর্ত্তমানে এ ভুবনে আর কেহ নাই।
অতএব তার মত কার্য্য করা চাই॥
আদেশ মাত্রেতে ভীম অগ্রজ কথায়।
আস্তেব্যস্তে চলিলেন দ্রৌপদী যথায়॥
বহুকাল পরে প্রাণ পতিরে হেরিয়া।
দ্রৌপদী সহাস্যমুখী আইল আগিয়া॥
এস এস প্রাণনাথ বলহ কুশল।
কতদূরে কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে বল॥
বস বস এ আসনে ওহে হৃদাসন।
কতদিন পরে পেনু তোমার দর্শন॥
দেখিতেছি তব দেহে শরের পীড়ন।
ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে যত যোধগণ॥
বল বল শীঘ্র বল কি রূপেতে তারা।
আছে বৃষকেতু মেঘবর্ণ সঙ্গী যারা॥
কোন অমঙ্গল কিছু বিপক্ষ পুরীতে।
হয় নিত তাহাদের ঈশ্বর কৃপাতে॥
ভীম বলে হে প্রেয়সী কেন কর ভয়।
বিরোধিতে পাণ্ডবের কার সাধ্য হয়॥
বিপিন বিহারী হরি যাদবের পতি।
থাকিতে সহায় তিনি ঘটে কি দুর্গতি॥
সঙ্কটে তাঁহার নাম করিয়ে স্মরণ।
শুভ যাত্রা করিয়াছি শুন প্রাণধন॥
তখন আপদ কিছু নাহিক সম্ভবে।
সকলেই পরাভব তাঁহার গৌরবে॥
যৌবনাশ্ব বীরবর যুদ্ধে পরাজিত।
সসৈন্যে আত্মীয় সনে হেথা উপস্থিত॥
সঙ্গেতে সুযোগ্য পুত্র প্রাণের প্রেয়সী।
প্রভাবতী নাম যার অতিরূপ রাশি॥

তাহার সঙ্গেতে বহু সুন্দরী রমণী।
আসিয়াছে হেরিবারে পাণ্ডব গেহিনী॥
তোমারে সম্মান দিতে তাহার মানস।
লোকমুখে শুনিয়াছে তোমার সুযশ॥
অতএব সমুচিত বেশ ভূষা করি।
অভ্যর্থনা করিবারে হও অগ্রসরি।
ধর্ম্মরাজ যে প্রকার সংসারে পূজিত।
পাণ্ডবের নাম যশ যেরূপ বিস্তৃত॥
তুমিও তদনুরূপ পরি অলঙ্কার।
তোমার সঙ্গিনী সঙ্গে হও আগুসার॥
আমরা সকলে মিলি সেই বাসবরে।
অভ্যর্থিতে দ্রুতগামী চলিব সত্বরে॥
জিজ্ঞাসি প্রেয়সী তোমা কোথা কৃষ্ণধন।
পাণ্ডবের এই পুরী এইরূপ কেন॥
কৃষ্ণ সন্নিধানে তব যেরূপ লাবণ্য।
হেরিয়াছি আজ তাহা কেন প্রভাশূন্য॥
যদি ধর্ম্মরাজে তাজি দ্বারকার পতি।
দ্বারকাতে বিরাজিত করেন শ্রীপতি॥
তা হলে নিশ্চয় তুমি প্রভাবতী কাছে।
পরাজিত হয়ে যাবে এই ভয় পাছে॥
হাসিয়া দ্রৌপদী দেবী নিজ প্রাণধনে।
বলিতে লাগিলা অতি অমিয় বচনে॥
সত্যবটে গৃহমধ্যে পাণ্ডব বল্লভে।
না দেখিয়া প্রাণনাথ হয়েছ নীরবে॥
কিন্তু দেখ হৃদয় হেতে কমলার পতি।
অনুকম্পা করি তিনি করেন বসতি॥
আমার এরূপ বাঞ্ছা জানিবে যখন।
বাঞ্ছাকল্পতরু বাঞ্ছা তখনি পূরণ॥
তাঁহার বাসনামত মনোহর বেশে।
মদনমোহন মোরে সাজাবেন শেষে॥
তার জন্যে সচিন্তিত না হইও নাথ।
এখনি কামনা পূর্ণ হবে অচিরাৎ॥

বলিতে বলিতে এই দ্রৌপদীর ভাষ।
উপস্থিত হইলেন বৈকুণ্ঠ নিবাস॥
আপন চক্ষেতে তিনি নিজ মনোমত।
দ্রৌপদীর বেশভূষা করেন প্রস্তুত॥
কৃষ্ণার নিকটে শেষ লইয়া বিদায়।
চলিলেন সেইখানে পাণ্ডব যেথায়॥
অভ্যর্থনা করিবারে তাঁহার সহিত।
সুরম্য চম্পক বনে হন উপনীত॥
অলিকুল ঝঙ্কারিছে বকুল বাগানে।
মন্দ২ পরিমল বয় সমীরণে॥
সহজে উন্মত্তভাব নবং ভাবে।
বিরহ সন্তাপচিত্ত নিরস্ত কি হবে॥
এ দিকেতে বৃষকেতু করি অগ্রসর।
যৌবন নৃপতি আছে উদ্বেগ অন্তর॥
অপেক্ষিছে আজ্ঞাবহ ভাবে রাজপথে।
কিরূপে মানস পূর্ণ ভাবেন চিত্তেতে॥
নানাবিধ বাদ্যোদম হতেছে তখনি।
ধরাধাম কম্পমান ক্ষণে ক্ষণে শুনি॥
এমন সময় ধর্ম্ম রাজেরে দেখিল।
প্রেমানন্দে প্রেমঅশ্রু ফেলিতে লাগিল॥
অন্তর কৃতার্থ বোধ হল দরশনে।
কারারুদ্ধ মুক্ত হলে সন্তোষ যেমনে॥
গজপৃষ্ঠ হতে ধর্ম্ম নামি ভূতলেতে।
আলিঙ্গন করিলেন আত্মীয় ভাবেতে॥
প্রেমভরে অবনত যৌবন শরীর।
প্রণমি কৃতার্থ বোধ করিল সুধীর॥
সে কালেতে ধর্ম্মরাজ সাদর বচনে।
বলিতে লাগিল অতি আনন্দিত মনে॥
এতদিন জানিতাম ভাই পঞ্চজন।
তোমা লয়ে এতক্ষণে হল ছয়জন॥
কয় ভাই পরস্পর সস্নেহ ভাবেতে।
সকলে সুখেতে থাকি ধর্ম্মের পথেতে॥

অন্যায় অধর্ম্ম আর মিথ্যা প্রতারণা।
শাসিতে ইন্দ্রিয় রাজ্য করহ কামনা॥
সাবধান না হইলে রাজ্যের বিনাশ।
মুক্তিপদ প্রাপ্তিপক্ষে ঘটিবে নিরাশ॥
এস ভাই ত্বরাকরি আমার পুরেতে।
সম্মুখে স্বয়ং কৃষ্ণ দেখহ সাক্ষাতে॥
জ্ঞান চক্ষে তুমি ভাই কর বিলোকন।
জরাজন্ম মৃত্যু আধি সব বিনাশন॥
জন্মার্জ্জিত পাপরাশি যাঁর নামে লয়।
সাক্ষাতে সাক্ষাৎ করা বড় পুণ্যোদয়॥
প্রভাবতী দেবী যান্ জননী গোচরে।
দ্রৌপদী পাণ্ডব প্রিয়া সেখানে বিহরে॥
যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে তখন।
যৌবনাশ্ব শ্রীকৃষ্ণের ধরিল চরণ॥
বলিয়ে উদ্ধার প্রভু করেছ যাহাতে।
পাষাণ মানবী তনু যাহার কৃপাতে॥
কাষ্ঠখণ্ড স্বর্ণরূপ যার পরশনে।
গয়াসুর ধন্য হল যে চরণ গুণে॥
দুস্তর সংসার সিন্ধু হইবারে পার।
যে চরণ একমাত্র ভরসা সবার॥
দয়াকরি দয়াময় আমার শিরেতে।
অন্তকালে হে অনন্ত স্থান দিও তাতে॥
পরে যুধিষ্ঠির প্রতি বলেন বচন।
সার্থক আমার জন্ম আমার জীবন॥
সার্থক এ তুরঙ্গম যাহার কারণে।
ভীম বৃষকেতু মেঘবর্ণ তিনজনে॥
যমপুরী দয়াকরি দিয়াছে দর্শন।
মহতের সহবাসে মাহাত্ম্য এমন॥
সেই জন্য এ পাপাত্মা এ ধরম পুরে।
স্বচক্ষে সাক্ষাৎ কৈল মাধব মুরারে॥
সবিশেষ ধন্যবাদ কর্ণের কুমারে।
যাহা হতে প্রাণলাভ হয়েছে আমারে॥
যদি দয়াকরি মোর না রাখিত প্রাণ।
কে তবে দেখিত হেথা দীনে দয়াবান্॥
কে পেত দেখিতে হেথা বৈষ্ণব প্রধানে॥
কেইবা আসিত বল ধর্ম্ম নিকেতনে॥
এ দিকেতে প্রভাবতী গিয়া অন্তঃপুরে।
প্রথমেতে প্রণমিল কুন্তীপদ ধরে॥
পরেতে পৃথতী আর সাত্বতী সুন্দরী।
একে একে প্রণমিল সম্বন্ধ বিচারি॥
সকলেতে কোলাকুলি আনন্দিত মনে॥
হস্তিনায় হর্ষস্রোত বাড়িল তখনে॥
যৌবনাশ্ব সমীপেতে যাইয়া ফাল্গুনি।
নমস্কার করিলেন বীর গুণমণি॥
কহিতে লাগিল তাঁরে বিনয় বচনে।
অদ্য পুরী ধন্য হল তব আগমনে॥
এতদিন এক জ্যেষ্ঠ জানিতাম সবে॥
জানিলাম অন্য জ্যেষ্ঠ তোমা পেনু যবে॥
আমাদের বন্দনীয় ভক্তির ভাজন।
যেইরূপ ধর্ম্ম বীর আপনি তেমন॥
অনন্তর বীরপুত্র সুবেগ সুমতি।
যথাবিধি সকলেরে করিয়া প্রণতি॥
মহামতি যুধিষ্ঠিরে বলিল বচন।
অনেক সদ্গুণশালী করেছি দর্শন।
অনেকের রীত নীত আছি সুবিদিত।
বৃষকেতু তুলনায় সবে পরাজিত॥
কর্ণের কুমার কৃপা অতি অসম্ভব।
বৃষকেতু গুণে লাভ সাক্ষাৎ মাধব॥
যে সকল মূঢ়গণ জ্ঞান দৃষ্টি হীন।
অসার বৈভব সুখে মানস মলিন॥
নবীন জলদবপু অতি অপরূপ।
সম্পদ ইহার কিছু নহে অনুরূপ॥
এ হেন সম্পদ ভোগ যাহার ভাগ্যেতে।
নিশ্চয় সে ভাজন জন্মিয়া ভারতে॥

শ্মশানে যেরূপ হয় প্রেত অধিকার।
কৃষ্ণের বিহনে মন হয় সে প্রকার ॥
অন্তর্যামী হৃষীকেশ রাখহ মিনতি।
তোমার চরণে মন যেন করে স্থিতি ॥
নাহি চাহি ধনরত্ন না চাহি বৈভব।
মুক্তি না পাইলে নরে তবে কি গৌরব ॥
সদানন্দ সন্ন্যাসীর যে সুখ সম্ভোগ।
হয় কি কখন তাহা রাজার সংযোগ ॥
অশ্বমেধ করিবারে ধর্ম্মের কামন।
কামনা করহ পূর্ণ সত্য সনাতন ॥
অশ্ব পরিত্যাগ কর বিলম্বে কি কায।
দেখিয়া হউন সুস্থ জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ ॥
সু বচের বাক্যে প্রীতি পাইলেন হরি।
তারে বৃষকেতু দোঁহে আলিঙ্গন করি ॥
সকলের সহ পুর মধ্যেতে গমন।
একমাস কাল সেথা করেন যাপন ॥
পরে দেব বাসুদেব পাণ্ডব প্রধানে।
বলিতে লাগিল বাক্য কালোচিত জেনে ॥
সঙ্কল্পিত অশ্বমেধ একাদশ মাস।
হলে পরে কার্য্যারম্ভ ঘটিবে নির্যাস ॥
সবেত পূর্ণিমা চৈত্রী পশ্চাতেতে গত।
কার্য্যসিদ্ধি পক্ষে দেখি বহুদূর পথ ॥
অতএব এসময়ে দ্বারকাপুরীতে।
যাইব করেছি ইচ্ছা আমার মনেতে ॥
যদবধি শুভকাল না হয় আগত।
তাবৎ এ অশ্ববর রক্ষ বিধিমত ॥
রাখহ যৌবনরাজে অতি যত্ন করি।
কোনরূপে কোন ত্রুটি না হয় তাঁহারি ॥
যাহাতে আমরা সবে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত।
হইবারে পারি তাহা করহ বিহিত ॥
যদুনন্দনের বাক্যে ধর্ম্মের নন্দন।
অভিপ্রায় জানি নাহি করিল বারণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ করিলে গতি দ্বারকার প্রতি।
বেদব্যাস সেইখানে এল শীঘ্রগতি ॥
দুইজনে যজ্ঞ অশ্ব করেন রক্ষণ।
সমাধিতে অশ্বমেধ সচিন্তিত মন ॥
কথার প্রসঙ্গে শেষে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
বেদব্যাস বলিলেন বচন সুধীর ॥
কিরূপেতে পূর্ব্বকালে মরুত্ত রাজন।
করেছিল ঘোর যজ্ঞ অসাধ্য সাধন ॥
তপোধন বলিলেন পাণ্ডুর কুমারে।
সংক্ষেপে শুনহ তাহা আমার গোচরে ॥
পুরাকালে মহাভাগ মরুত্ত রাজন।
মহামেধ করিবারে করিল মনন ॥
দেবগুরু বিচক্ষণ বৃহস্পতি মুনি।
মনেতে বরণ কৈল তাঁহাকে তখনি ॥
নরলোকে হেন যজ্ঞ শুনিয়া ভারতী।
নিষেধিল দেবরাজ দেবগুরু প্রতি ॥
নরের পক্ষেতে ইহা না হয় শোভন।
অতএব তুমি ব্রতী হওনা কখন ॥
অমরনাথের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
বৃহস্পতি অনাগত মরুত্তের পুরী ॥
নারদের মুখে শুনি গুণ পরিচয়।
নিষ্ঠা কান্তি দিব্যজ্ঞান আর ধর্ম্মভয় ॥
সর্ব্বগুণে গুণনিধি সম্বর্ত্ত মুনিরে।
যত্ন করে নিয়োজিল যজ্ঞ করিবারে।
নৃপতির অনুরোধ রক্ষিতে সে ঋষি।
মরুত্তের পুরমধ্যে উপনীত আসি ॥
মন্ত্র বলে ব্রহ্মতেজে সম্বর্ত্ত ত্বরায়।
স্তম্ভিত করিল ইন্দ্রে অগ্নিসহ তায় ॥
যোগ্য গুরু যজ্ঞে বরি ইষ্টসিদ্ধি লাভ।
মরুত্তের আশাপূর্ণ গেল মনস্তাপ ॥
পবিত্র চিত্তেতে স্নান পবিত্র জলেতে।
নির্ব্বিঘ্নেতে যজ্ঞ শান্তি যথা বিধানেতে ॥

যজ্ঞফলে অবহেলে অমরের পুরী।
মরুত্ত গেলেন স্বর্গে দেহ পরিহরি॥
অতএব ধর্ম্মরাজ যথাবিধি শক্তি।
করিলে অবশ্য ফল ঘটিবেক প্রাপ্তি॥
ইহকালে যশোলাভ চরমে বিমান।
লভিতে এরূপ কার্য্য কর অনুষ্ঠান॥
না কর সন্দেহ কিছু এরূপ কার্য্যেতে।
স্থির মনে স্থির ফল পাইবে দেখিতে॥
বেদব্যাস মুখে শুনি এইরূপ বাণী।
শুনি শশব্যস্ত হল নরদেব মণি॥
অন্তরেতে বদ্ধমূল হইল আশার।
বুঝিলেন ভাগ্যপথ হইল প্রসার॥
পুনঃ পুনঃ তপোধনে করি আকিঞ্চন।
জিজ্ঞাসেন যত্ন করি ধর্ম্মের নন্দন॥
উচিত উত্তর লাভে সন্দেহ সকল।
ঘুচে গেল ধর্ম্মবল হইল প্রবল॥
যতই শুনিতে পান ততই পিপাসা।
ক্রমেই বাড়িতে থাকে নাহি শান্তি আশা॥
বিষয়ী বিভব ভোগে যে রূপ বাসনা।
সেইরূপ ধর্ম্মতৃষা হইল বর্দ্ধনা॥
ঘৃতযোগে বহ্নি যথা প্রদীপ্ত মুরতি।
সেইরূপ ঋষি বাক্যে ধর্ম্মরাজ মতি॥
কথার প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক সময়।
শ্রোতা বক্তা দুইজনে সম্বোধিত হয়॥
আশার আশ্বাসে ধর্ম্ম কভু উৎসাহিত।
আকাশের চাঁদ হাতে কভু উপনীত॥
মনোদুঃখ দূরে যাবে সকল সন্তাপ।
অশ্বমেধ সমাধিলে যাবে সব পাপ॥
কভু নিরানন্দ মনে হইয়া নিরাশ।
যজ্ঞেতে ঘটিবে বিঘ্ন বলি ছাড়ে শ্বাস॥
বিরস বদন ধরে কালিমা মূরতি।
হুতাশ্বাস দীর্ঘশ্বাস অশ্রুজলে তিতি॥
কভু শিরে করাঘাত হায় কি হইল।
অভাগার ভাগ্যে বিধি কি বাদ সাধিল॥
জনম অবধি আমি জ্ঞানযোগ হতে।
করিনে অনিষ্ট কারো জানি বিধিমতে॥
মনেও অপকার কখন কাহার।
করিনাই ইহা আমি বলিতেছি সার॥
তবে কেন এত ভোগ আমার কপালে।
বুঝি ভোগ হইতেছে পূর্ব্বজন্ম ফলে॥
বিধাতা সাধিলে বাদ চেষ্টায় কি হবে।
দৈবের সহিত যুদ্ধ নরে কি সম্ভবে॥
মনঃক্ষোভে চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির মতি।
কোন রূপে শান্তিপথে না করিল গতি॥
অনুনয়ে বিনয়েতে ব্যাসদেব প্রতি।
বলিলেন ধর্ম্মরাজ কাতর ভারতী॥
বিধিমতে আশ্বাসিল সত্যবতী সুত।
কথার প্রসঙ্গে তাঁরে সুস্থ কৈল চিত॥

ইতি সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

" গুণত্রয়বিভেদেন মূর্ত্তিত্রয়মুপেয়ুষে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥ "

যুধিষ্ঠির ও বেদব্যাসের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে
পরস্পর কথোপকথন।

ব্যাসদেব মুখে শুনি ধর্ম্মের আভাস।
ধর্ম্মের মানস হল সন্দেহ নিরাস॥
বিধিমতে শুনিবারে করি আকিঞ্চন।
তপোধনে জিজ্ঞাসিল পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনিলাম ধর্ম্মতত্ত্ব তোমা বরাবরে।
মনের মালিন্য দূর হয়েছে এবারে॥
কিন্তু এ বাসনা কোন রূপে তৃপ্ত নয়।
সান্নিপাত রোগী যথা বিকার সময়॥
হান টান সদা করে জলের কারণ।
কোন রূপে নহে তার আশার পূরণ॥
সেরূপ পিপাসা মোর হতেছে বর্দ্ধিত।
কোন রূপে শান্তি নয় বিষম অদ্ভুত।
অতএব দয়াকরি দীন উদ্ধারিতে।
কিঞ্চিৎ করুণা কর এই বাঞ্ছা চিতে॥
স্থূলরূপে মূলসূত্র ধর্ম্মের বন্ধন।
এতক্ষণ শুনিলাম ওন জ্ঞানধন॥
বর্ণভেদে ধর্ম্মভেদ আশ্রম বাসীর।
কি রূপেতে ধর্ম্ম শাস্ত্রে করিয়াছে স্থির।
সর্ব্বলোক হিতকারী সজ্জন সুকৃতি।
কি রূপেতে উপার্জ্জিত হয় মহামতি॥
অকারণে ভবঘোরে বদ্ধ যত জীব।
কি রূপেতে মুক্তি পায় লভে নিজ শিব॥
কি কায করিলে হয় সংসারেতে খ্যাতি।
বংশের গৌরব বাড়ে ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি॥
পরকালে স্বর্গসুখ হয় অতিশয়।
প্রকাশিয়া তপোধন বলনা আমায়॥
ধর্ম্মের শুনিয়া বাণী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
যথাক্রমে সদুত্তর দিলেন তখন॥
বেঁচে থাক বাছা তুমি পাণ্ডুবংশধর।
তোমার প্রশ্নেতে আমি পুলক অন্তর॥
এ কেন জ্ঞানের কথা করিতে শ্রবণ।
এ রূপ সন্দেহ জাল হতে নিবরণ॥
গুরুর সহিত ভক্তি করি সমাশ্রয়।
ধর্ম্মভাব জানিবারে কাহার হৃদয়॥
নিরন্তর আকুলিত না হেরি কখন।
বুঝিলাম ধরাধামে তুমি একজন॥
মূর্ত্তিমান ধর্ম্মরূপে সংসার গগণে।
উদিত হয়েছ আসি পাপ বিনাশনে॥
সাধু সাধু সাধু বৎস, তোমার চরিত।
এতগুণে নারায়ণ তোমার চিহ্নিত॥
যাহোক সামান্য বুদ্ধি সাধারণ জ্ঞানে।
যতদূর ধর্ম্মলাভ করেছি যতনে॥
মন খুলে সে সকল করিব বিবৃত।
জগতে এরূপ শ্রোতা অতি অসঙ্গত॥

নরমণি গুণমণি আমার নিকটে।
প্রথমে সৃষ্টির কাণ্ড শুন অকপটে॥
সংসারে বিবিধ প্রাণী ধাতার সৃজিত।
কালবশে খেলিতেছে তাঁর ইচ্ছামত॥
কভু সৃষ্টি কভু স্থিতি কভু লয় পায়।
কভু হাসে কভু কাঁদে বিষাদে গড়ায়॥
সকলের চেয়ে হয় প্রধান মানব।
জ্ঞান বুদ্ধি চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সে সব॥
নর কলেবরে সদা আছে বিরাজিত।
তাইতে প্রাধান্য তার আছে অব্যাহত॥
কর্ম্ম গুণে দিব্য দেহ সকলেই জানে।
তাহাতে উত্তম গতি মনুষ্য জনমে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নীচ শূদ্র লোক।
কর্ম্মের প্রভাবে ক্রমে ব্যাপ্ত নরলোক॥
চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে হয় দ্বিজাতি প্রধান।
সেই হেতু ব্রাহ্মণের এতদূর মান॥
বেদবিধি ধর্ম্মজ্ঞান দ্বিজের সম্ভব।
তপ জপ ক্রিয়া কাণ্ড পবিত্র যে সব॥
এ সকল অনুষ্ঠান আছয়ে বিহিত।
তিনসন্ধ্যা বৈধকর্ম্ম যাহা প্রচলিত॥
ধর্ম্মশাস্ত্র চতুর্ব্বেদ পুরাণ সংহিতা।
আগম নিগম আর শিব গুরুগীতা॥
একমনে অধ্যয়ন করি দ্বিজগণ।
পবিত্র জীবনেতে যেই ধর্ম্মের রক্ষণ॥
প্রশংসিত কার্য্য করি লোকে পায় যশ।
পর অপবাদে ভীত যাহার মানস॥
পর দ্রব্য গ্রহণেতে না হয় কামন।
হেরিয়া পরের সুখ ক্ষুব্ধ কভু নন॥
ধর্ম্মকথা ভিন্ন কিছু না করি শ্রবণ।
ধর্ম্ম ভিন্ন কিছু যার নহে আকিঞ্চন॥
গুরুদত্ত ধন ভিন্ন না করে গ্রহণ।
বিষ্ণুপদ ভিন্ন অন্য নহে দরশন॥
সেই সে ব্রাহ্মণ হয় জগতে পূজিত।
তাঁর তেজে সুরনরে সকলে কম্পিত॥
তাঁহার বচনে সত্য আছয়ে মিশ্রিত।
তাঁহার কার্য্যেতে ধর্ম্ম কভু না চলিত॥
অগ্নির দাহিকা শক্তি ব্রহ্মশক্তি হেরি।
থর্ব্ব হয় সেই ক্ষণে পলায় সত্বরি॥
গমনে তীর্থের সৃষ্টি বচনেতে বেদ।
সর্ব্বভূতে সমভাব নাহি থাকে ভেদ॥
এরূপ ব্রহ্মণ্য মান্য আছে চিরদিন।
কখন না হয় তার প্রভাব মলিন॥
যার দানে ধরাধামে সুবিস্তৃত নাম।
ধর্ম্মের মহিমা মুগ্ধ যেই গুণ ধাম॥
যুদ্ধেতে নিপুণ যেই দুর্ব্বলের প্রতি।
অস্ত্রক্ষেপ নাহি করে ন্যায় পথে গতি॥
রণে ভঙ্গ দিয়া অন্য দিকে নাহি ধায়।
সম্মুখ সমরে পড়ি দিব্য গতি পায়॥
ভয়ার্ত্ত শরণাগতে কভু না প্রহারে।
তাহলে তাহার যশ গায় এ সংসারে॥
ইহ পরকালে তার সুখের বিধান।
নিশ্চয় ঘটিয়া থাকে ইথে নাহি আন॥
এইরূপ গুণধাম হয় যেই নর।
প্রকৃত ক্ষত্রিয় সেই ভবন ভিতর॥
বাণিজ্যে নিপুণ যেই ন্যায় পথে গতি।
সরল স্বভাব হয় শান্ত স্থির মতি॥
অতিথির অর্চ্চনায় যাহার বাসনা।
মিথ্যা বাক্যে যার দেখা যায় ঘোর ঘৃণা॥
সতত নির্ব্বিকার সহ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তন।
গোসেবায় যেই হয় রত অনুক্ষণ॥
সকল প্রাণীকে দেখে আপনার মত।
দ্বেষ হিংসা ঘৃণা পীড়া হইতে বর্জ্জিত॥
স্থানেং দেবালয় অতিথি আগার।
করে দেয় জানাইতে মহত্ব অপার॥

তীর্থ স্থানে রত্ন দানে ধনের সদ্গতি।
করিতে যাহার চিন্তা হয় স্থির মতি॥
প্রকৃত কৈশোর চিহ্ন তাহার শরীরে।
পায় সে বিপুল কীর্ত্তি থাকি এ সংসারে॥
পরকালে স্বর্গভোগ শাস্ত্রের লিখন।
কর্ম্মফলে ভোগাভোগ কে করে খণ্ডন॥
শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বিজাতি পূজনে।
ব্রাহ্মণের পদ সেবা প্রফুল্লিত মনে॥
ভৃত্যভাবে থাকি চিরদিন আজ্ঞাকারী।
পালিবে দ্বিজের আজ্ঞা কিছু না বিচারি॥
শূদ্রের দেবতা দ্বিজ শাস্ত্রীয় বচন।
বিপ্রেতে পাইলে প্রীতি কৃতার্থ মনন॥
ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে ধর্ম্মলাভ ঘটে।
দ্বিজ বিনা শূদ্র বন্ধু কেবা সঙ্কটে॥
বেদমন্ত্র উচ্চারণ তপ আরাধন।
শূদ্র নহে অধিকারী হয় কদাচন॥
ব্রাহ্মণ সংসর্গে ক্রমে চৈতন্য উদয়।
তবে জড়বুদ্ধি গিয়া দিব্য গতি হয়॥
দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি যাহার অটল।
বার ব্রত করিবারে যে নহে দুর্ব্বল॥
ভক্তির সহিত যেই ভকতের ধনে।
একমাত্র গতি জেনে স্মরে অনুক্ষণে॥
ইহ পরকালে তার হয় দিব্যগতি।
সংসারে সকলে তারে করয়ে সুখ্যাতি॥
ভাগ্য দোষে যেই নারী স্বামীর বিহনে।
ভোগসুখে সদারত বাসনা পূরণে॥
নাক মুখ চোখ হতে নানা কথা কয়।
হাত নাড়া ঘন সাড়া লোকে ভয় হয়॥
বিষম কোপের মূর্ত্তি রাক্ষসীর মত।
ঘুরিতেছে ফিরিতেছে সুখেতে সতত॥
স্বামীর সম্পত্তি কিছু হলে হস্তগত।
ধরা সরা জ্ঞান করে এমনি কুরীত।
ধরণী ধ্বনিত হয় পদের তাড়নে।
বাসুকির শির কম্প চঞ্চল চরণে॥
কথায় অমৃত বৃষ্টি গর্ব্বের ভাণ্ডার।
ভুজঙ্গের ন্যায় গতি কুটিলতা সার॥
এরূপ বিধবা নারী যেই গৃহে রয়।
বংশ পরম্পরা তার নরকস্থ হয়॥
স্বর্গগত স্বামী ভাগ্যে ঘটয়ে দুর্গতি।
বিধবার ব্যবহারে নরকেতে স্থিতি॥
আপন সুকৃতি সব দিয়া বিসর্জ্জন।
পত্নীর করম গুণে পতির পতন॥
পতিপ্রাণা যেই নারী সেই পতিব্রতা।
পতি ভিন্ন অন্য যার নাহিক দেবতা॥
পতিগুরু পতিধন পতি মাত্র গতি।
স্বামী সেবা কার্য্যে যার আছে স্থির মতি।
পতির বিষণ্ণ ভাবে যাহার হৃদয়।
শতধা বিদীর্ণ হয় দুঃখ অতিশয়॥
হেরিলে সহাস্য ভাব স্বামীর বয়ান।
যাহার অন্তর হয় সুখে ভাসমান॥
প্রবাসে পতির বাস করিয়া চিন্তন।
যেই নারী দিবানিশি সকাতর মন॥
ছায়ারূপে যেই করে স্বামীর আশ্রয়।
সেই পতিব্রতা পতিরচেয়েছে নিশ্চয়॥
কখন অপ্রিয় ভাষ নাহিক মুখেতে।
কখন অভাব বোধ নাহি হয় চিত্তে॥
স্বামী ভিন্ন অন্য অলঙ্কারে বাঞ্ছা নাই।
স্বামীর সোহাগ কিসে পাবে ভাবে তাই॥
শ্বশুর দেবর আর যত পরিজন।
ব্যবহারে সকলেই সন্তোষিত মন।
এরূপ রমণী যদি পতি মন হস্তে।
ভাগ্যক্রমে কালচক্রে হয়েছে বর্দ্ধিতে॥
স্বামী নাম জপ মন্ত্র উথলি সঘন।
আহার বিহার নহে কামনার স্থল॥

মৃত্তিকা অথবা কুশে করয়ে শয়ন ।
কোনরূপে কায় ক্লেশে জীবন ধারণ ॥
সকল প্রকার ভোগে দিয়া জলাঞ্জলি ।
নিভৃত ভাবেতে থাকে অন্তঃপুর স্থলী ॥
তিনসন্ধ্যা স্বামী শয্যা করে প্রদক্ষিণ ।
গললগ্নী বস্ত্র সদা বদন মলিন ॥
প্রকৃত বৈধব্য ধর্ম্ম করিতে পালন ।
দিবানিশি জগদীশ নামের কীর্ত্তন ॥
হেরিলে সে তেজ লাগে শমনের ভয় ।
ভোগ ত্যাগ, তবু দেহ ক্ষীণ কিন্তু নয় ॥
আপন অদৃষ্ট ফল জানি সে রমণী ।
সকল সময়ে চিন্তা করে চিন্তামণি ॥
পিতৃ গৃহে আমরণ করে অবস্থিতি ।
কাহার বাটীতে কভু করেনাকো গতি ॥
উৎসবে আনন্দ নাই নাহি কোন আশ ।
সদাচারে সদা ফেরে পরি শুচি বাস ॥
বিধবার এই ধর্ম্ম ধর্ম্ম শাস্ত্রে বলে ।
যে নারী পালন করে থাকিয়া ভূতলে ॥
ইহকালে এ সংসারে যশের ঘোষণ ।
পরকালে সুখভোগ নহে নিবারণ ॥
তাহার পুণ্যের ফলে পিতৃ মাতৃকুলে ।
যত দূর বলিষ্ঠতা তরে অবহেলে ॥
সে বংশ পবিত্র হয় ধর্ম্মের আলোকে ।
বংশ পরম্পরা তারা ভোগে মনসুখে ॥
সংসারের সার ধন কেবল রমণী ।
সুখ সৌভাগ্যের পক্ষে মঙ্গলদায়িনী ॥
গৃহিণী না হইলে কেহ গৃহী নাহি হয় ।
যজ্ঞের সামগ্রী নারী ধর্ম্মে শাস্ত্রে কয় ॥
চিরকাল চিরাধীনা স্বাধীনতা হীনা ।
একের আশ্রয় ভিন্ন নহে কোন দিন ॥
কৌমারে কুমারী রবে পিতার অধীনে ।
থাকি স্নেহে বৃদ্ধি পায় আনন্দিত মনে ॥

কালে পিতা পতি করে করি সম্প্রদান ।
প্রদানিয়া নিজভার অবসর পান ॥
তদবধি সুখ দুঃখ সকল বিধাতা ।
স্বামী ভিন্ন কেহ নহে পত্নীর দেবতা ॥
বৃক্ষেরে আশ্রয় করি লতিকা যেমন ।
পতিকে আশ্রয় করি পত্নী তেমন ॥
বার্দ্ধক্য সময়ে হয় পুত্র অনুগত ।
রমণীর স্বতন্ত্রতা নহে কদাচিত ॥
কর্পূরে লাগিলে বায়ু দেখ উবে যায় ।
যত্নে না রক্ষিত হলে থাকেনা কোথায় ॥
অতএব নারী রত্ন যেখানে সেখানে ।
রাখিলে অনর্থ হবে সকলেই জানে ॥
পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী দ্বার মুক্ত হলে ।
যতদূর ইচ্ছা হয় যায় অবহেলে ॥
শেষেতে যখন ঘটে ঘোর সর্ব্বনাশ ।
তখনি মনেতে হয় বিষম হুতাশ ॥
সেইরূপ আমাদের আচার শৃঙ্খলে ।
চিরদিন বদ্ধ আছে কামিনী সকলে ॥
কামিনীর কোমলতা মনের বাসনা ।
লজ্জা ধর্ম্ম দেশাচার তাহাতে যোজনা ॥
আবরণ বিনা কভু কোমল জিনিষ ।
কোন রূপে নাহি থাকে কোথা অহর্নিশ ॥
সেই জন্য লজ্জারূপে আবরণে স্থিতি ।
শাস্ত্রকার শাস্ত্র মধ্যে করেছেন নীতি ॥
বার ব্রত তীর্থ যাত্রা শুভ সঙ্ঘটন ।
স্ত্রীলোকের পক্ষে কিছু নহে প্রয়োজন ॥
পতিব্রত পতি তীর্থ পতি জপ ধ্যান ।
পতি মন্ত্র পতি সেবা এই ধর্ম্মজ্ঞান ।
প্রসন্ন হইলে পতি পত্নীর গৌরব ।
তবেত ললনাকুলে প্রকাশ সৌরভ ॥
তবেত পরম পদ ঘটে অনায়াসে ।
লক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মীকান্ত সই সহবাসে ॥

সম্পদেতে সুখদাত্রী বিপদে ভরসা।
পীড়িতের মহৌষধ কার্য্যকালে আশা॥
সুখের তরণী নারী সংসার সাগরে।
মায়ারূপে প্রকাশিত অবনী মাঝারে॥
সাধনা রূপেতে ধর্ম্ম কার্য্যেতে তৎপর।
দুশ্চিন্তা সময় হয় প্রিয় সহচর॥
সুখের সোপান হয় জীবদেহ গৃহে।
দয়া ক্ষমা মায়া সব একাধারে রহে॥
যদিও এতেক গুণ ধরে কুলনারী।
তথাপি বিষম দোষ দেখহ বিচারি॥
যদি কোন গুপ্ত কথা করিয়া বারণ।
সাবধানে প্রিয়জনে বলহ কখন॥
আমার মাথার দিব্য করিও গোপন।
প্রকাশ পাইলে হবে অনিষ্ট ঘটন॥
এরূপ বলিলে তবু রমণী স্বভাবে।
পেটে না থাকিবে কথা উগারিবে সবে॥
" স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী " নীতি শাস্ত্রে কয়।
কি জানি কখন কোন পরমাদ হয়॥
অধিক বিশ্বাস নহে নারীতে করিলে।
বিপাকে পড়িতে হয় নীতি শাস্ত্রে বলে॥
বিশেষতঃ যে সকল কুলসিমন্তিনী।
অল্পেতে হাসিয়া ঢলে পড়েন অমনি॥
চঞ্চল গমন কিম্বা অস্থির চরণ।
উচ্চহাস উচ্চ কণ্ঠ উন্নত বদন॥
কৌতুকে আনন্দ বড় উৎসবে সন্তোষ।
যথা ইচ্ছা গমনেতে নাহি মনে দোষ॥
পরছিদ্র শুনিবারে বিস্তৃত শ্রবণ।
পরের বিপদে বড় হর্ষযুক্ত মন॥
চলিবার কালে লোকে জানাবার তরে।
নিলর্জ্জ হইয়া তবু লজ্জারূপা ধরে॥
ধনী অন্তঃপুরে সদা করে গতাগতি।
নানা তন্ত্র নানা মন্ত্রে বড় মুর্ত্তিমতী॥

প্রায়ই তাহারা হয় দূতি স্বরূপিনী।
মালাকর কৌরকর জাতীয় রমণী॥
পতি বিবর্জ্জিত হয়ে বৈরিঙ্গী ভাবেতে।
অথবা দাসত্ব করে অন্যের গৃহেতে॥
এরূপ রমণীগণে আদর যেখানে।
সুখের সংসার তার নষ্ট সেইক্ষণে॥
অতি বুদ্ধি মতী নারী সুন্দর স্বভাব।
নীচ সহবাস হলে থাকে না সে ভাব॥
কিঞ্চিৎ গোমূত্রে যথা দুগ্ধের দুর্গতি।
সবগুণ নষ্ট করে এমনিই রীতি॥
উচ্চবংশ উচ্চগুণ পবিত্র ব্যাভার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনা চিন্তা নাহিক যাহার॥
সাবিত্রী সমান সতী বিখ্যাত সংসারে।
সে নারী যদ্যপি কভু নীচ সমাদরে॥
দূষিত রমণী প্রতি করে বিলোকন।
সমাদরে বসিবারে করে আকিঞ্চন॥
বচনে মোহিত করি কার্য্য সহচরী।
নিশ্চয় ঘটায় মন্দ অধর্ম্ম কিঙ্করী॥
অতএব ধর্ম্মবীর বলিহে তোমারে।
রাখিও বিশেষ দৃষ্টি স্ত্রীলোক উপরে॥
প্রজাকে পালন করা রাজার উচিত।
প্রজার অহিতে হয় রাজার অহিত॥
গণিকা দূষিতা নারী সতের সংসারে।
আশ্রয় পাইলে মন্দ ঘটাতেই পারে॥
সত্যবটে সময়েতে তাদের দ্বারায়।
সমাজের উপকার কিছু দেখা যায়॥
তা হলে তাহাতে প্রীতি বিশ্বাস স্থাপন
অথবা তাহার সহ প্রণয় ঘটন॥
কখন উচিত নয় শুনহ বচন।
মিলিলে হইবে ঘোর অনিষ্ট জনন॥
সর্পবিষ অহর্নিশ রোগ শান্তি করে।
কিন্তু সে সর্পকে কোথা কেবা সমাদরে॥

নাস্তিক ধর্ম্মবিদ্বেষী পাষণ্ড মানবে।
যে রূপেতে প্রজাপুঞ্জ সশঙ্কিত সবে॥
ধর্ম্মেতে নাহিক দৃষ্টি কদর্য্য আচার।
কখন ভাবেনা যারা মুক্তিপথ সার॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত যাদের বাসনা।
বেদ বিধি নাশিবারে যাদের মন্ত্রণা॥
তাহাদের সহবাসে যে রূপ নিরয়।
আলাপেতে ধর্ম্মনষ্ট মনকষ্ট হয়॥
অতএব দুষ্য নর নারীর সংস্রবে।
জাতি কুল ধর্ম্ম নাশ সকলি সম্ভবে॥
জীবের মঙ্গল দাতা উদ্ধারের হেতু।
ভবার্ণব পার হতে যিনি মাত্র সেতু॥
সে যদি অন্ত্যজ হয় চণ্ডাল জাতিতে।
তথাপি জগতে পূজ্য আপন গুণেতে॥
শ্রীহরি চরণ তরি পেতে যার আশ।
সাধুর প্রধান তিনি দেবত্ব নিবাস॥

সংসারের মায়া জাল করিতে খণ্ডন।
যার চিত্ত প্রধাবিত হয় অনুক্ষণ॥
লোভের তরঙ্গ আর বাসনা বিস্তার।
যার মনে কোন রূপে নহে অধিকার॥
কুসঙ্গ জানিয়া যেবা আত্ম পরিবার।
পরিত্যাগে ইচ্ছা করে মুক্তিপদ সার॥
ভবের যাতনা যার পক্ষে ক্লেশকর।
সাধু সঙ্গ পেতে যার কামনা বিস্তর॥
তীর্থ দরশনে যার বিস্তৃত দর্শন।
বিষ্ণুপদ পূজিবারে যাহার কামন॥
নাম উচ্চারণ মাত্রে ভাবে গদগদ।
সম্পন্ন হয়েছে জ্ঞান বিপদ আস্পদ॥
হয়েছে বৈরাগ্য ঘোর বাসনার নাশ।
নয়ন মুদিয়া যেই হেরে শ্রীনিবাস॥
সে নর সামান্য নয় দেবতা নিশ্চয়।
তার তুল্য ভাগ্যবান আর কেবা কয়॥

ইতি অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

" পতিতানাং পরিত্রাতুং ঘোরদুষ্কৃতকর্ম্মণাং।
অবতীর্ণঃ স্বয়ং বিষ্ণুর্নাম্না পতিতপাবনঃ ॥ "

লক্ষ্মীর অবস্থান সম্বন্ধে বেদব্যাস ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন
ও কৃষ্ণানয়নে ভীমের দ্বারকাবতী গমন।

বেদব্যাস মুখ হৈতে শুনিয়া ভারতী।
উত্তর করিল তবে ধর্ম্ম মহামতি ॥
তোমার কৃপায় মোর সন্দেহ ভঞ্জন।
তোমা হতে ঘুচে গেল অজ্ঞান বন্ধন ॥
তোমার দয়ায় হৈল জ্ঞানের উদয়।
জানিলাম আশ্রমীর কিবা ধর্ম্ম হয় ॥
কি রূপে সুকৃতি ঘটে ইহকালে খ্যাতি।
পরকালে সুখভোগ, না থাকে দুষ্কৃতি ॥
নরের চরিত্র আর নারীর গরিমা।
দোষ গুণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশেষ মহিমা ॥
কি রূপে সংসারী নরে থাকিয়া সংসারে।
ন্যায় পথে থাকি ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে ॥
কার দোষে কিরূপেতে সংসারে প্রলয়।
কাহা হতে শুভ কিম্বা অশুভ ঘটয় ॥
সমুদয় বিধিমতে বলেছ আমায়।
কিন্তু আচম্বিতে চিত ঠেকিয়াছে দায় ॥
জানিতে বাসনা মনে হয়েছে আমার।
প্রকাশিয়া বল গুরো দয়ার আধার ॥
না হলে লক্ষ্মীর কৃপা সংসার অচল।
লক্ষ্মীছাড়া মানবের নাহি কোন বল।
মনে সুখ শান্তি তার না থাকে কখন।
সর্ব্বদা বিরস ভাব চিন্তাযুক্ত মন ॥
অর্থ বিনা পরমাদ ঘটে চিরদিন।
সেই জন্য দিবা নিশি বদন মলিন ॥
উচ্চকুলে জাত কিম্বা বিশেষ পণ্ডিত।
না হলে লক্ষ্মীর দয়া সকলে ঘৃণিত ॥
না পায় আদর কভু লোক সমাজেতে।
গণ্য মান্য কোন রূপে না পারে হইতে ॥
এমন গুণের লক্ষ্মী কি রূপেতে আসে।
কমলার স্থির দৃষ্টি হয় বল কিসে ॥
বাসেতে লক্ষ্মীর বাস হইলে নিশ্চয়।
শ্রীনিবাস কোন রূপে বাস ছাড়া নয় ॥
ইহার উপায় শাস্ত্রে কি আছে নির্ণীত।
বল মোরে দয়াকরে যা আছে বিহিত ॥
এতেক শুনিয়া বাণী ধর্ম্মের তখন।
পরাশর পুত্র পাণ্ডু পুত্রে প্রতি কন ॥
শুচিভাবে যে মাধবে করয়ে স্মরণে।
সদাচারে সদা ফেরে ধর্ম্মের শাসনে ॥
সর্ব্বভূতে সমদয়া অহংভাব বোধ।
নাহি হিংসা অভিমান কলহ বিরোধ ॥
সত্যে সমাদর যার মিথ্যাতেহ ভীতি।
সাধুসঙ্গ পাইবারে যার নিত্য মতি ॥
তাঁহারে লক্ষ্মীর কৃপা অন্যথা না হয়।
নিশ্চয় জানিও তুমি পাণ্ডুর তনয় ॥

কমলা করিলে কৃপা কমলার পতি।
তার গৃহে চিরদিন করেন বসতি॥
পিতা মাতা গুরুজন আত্মীয় স্বজন।
সহোদর সুহৃদের বচন শ্রবণ॥
উপযুক্ত উপচারে করিয়া বন্দনা।
অবাধ্য না হয়ে লয় তাঁদের মন্ত্রণা॥
কোন রূপে মনঃক্ষোভ অথবা বঞ্চন।
কখন কর্কশ ভাব মুখে উচ্চারণ॥
নাহি করে গুণ ধরে এরূপ যে নর।
তাহারে কমলা কৃপা হয় নিরন্তর॥
যেখানে প্রমদাগণ পতি অনুগত।
পতি ধ্যান পতি সেবা পতি হিতে রত।
পতি প্রতি দৃষ্টি বিনা অন্য দৃষ্টি নাই।
কিসে পাবে স্বামী সুখ এ চিন্তা সদাই॥
বিকাইছে কলেবর স্বামি পদতলে।
স্বামির অবাধ্য কভু নহে কোন কালে॥
সেখানে বিরাজমান বিষ্ণুর গেহিনী।
এলোক গোলোক হয় শুন নরমণি॥
জেনে শুনে মিথ্যা কথা যেই নাহি কয়।
রোষাধীন কিম্বা নিজ কার্য্যের সময়॥
কূট সাক্ষ্য নাহি দেয় বিচার কালেতে।
কমলার অনুগ্রহ তাহার ভাগ্যেতে॥
সাধ্যমত ক্রিয়া কর্ম্মে যাহার বাসনা।
পিতৃ পুরুষের কার্য্যে নাহি করে ঘৃণা।
দৈবকর্ম্মে শ্রদ্ধা যার নিজ ধর্ম্মে মতি।
সাধু সঙ্গ পাইবারে যায় দ্রুতগতি॥
লক্ষ্মী তার কাছ ছাড়া নহে কোন দিন।
পায় সে পরম সুখ সৌভাগ্য অধীন॥
শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্বিত হয় যেই নর।
দান করি যশ আশে যাহার অন্তর॥
প্রধাবিত, আকুলিত না হয় কখন।
অভ্যাগত করিয়া দান সঙ্কোচিত হন॥
মধুর বিনয় বাক্যে অর্থীরে সন্তোষে।
তাহার গুণেতে লক্ষ্মী বাধ্য অনায়াসে॥
সংগ্রামে শূরত্ব দেখাইয়া যেই নর।
সুখ্যাতি পাইবে ব্যস্ত নহে গুণধর॥
পরমুখে নিজ মুখে শ্লাঘার কীর্ত্তন।
শুনিতে বাসনা নাই যাহার এমন॥
সুন্দরী পরের নারী করিলে দর্শন।
বিরুদ্ধ ভাবেতে নহে আকুলিত মন॥
বরঞ্চ জননী জ্ঞানে করিয়া দর্শন।
ভক্তি শ্রদ্ধা রসে মগ্ন হয় যার মন॥
পর উপকার জন্য বাপী কূপ সর।
সুরম্য উদ্যান যেই করে বহুতর॥
সমাদরে ব্রাহ্মণেরে করে ভূমি দান।
নিজ ধনে দ্বিজবরে গৃহের নির্ম্মাণ॥
পুণ্যতীর্থ গয়াগঙ্গা কাশী দ্বারাবতী।
প্রভাস পুষ্কর নীল অচল সংহতি॥
ইহাতে করিয়া স্নান শুভ তিথি ক্ষণে।
গোলোক প্রাপ্তি যার হয়েছে মননে॥
দীনজনে দৈন্য দূর যাহার মানস
পাপ কার্য্যে যার চিত্ত নিতান্ত বিরস॥
ধর্ম্মবীর যেন স্থির এরূপ মানবে।
কমলার কৃপাভাব সতত সম্ভবে॥
স্বামীর কুৎসিত কার্য্য হেরিয়া নয়নে।
যে নারী সন্তুষ্ট বড় হয় মনে মনে॥
ভক্তি শ্রদ্ধা নাহি করে না করে গৌরব।
নিশ্চয় সে নারী ভুঞ্জে আজীব রৌরব।
হেন পত্নী সহবাসে পতি তনু ক্ষীণ।
অহরহ বিবর্ণিত বদন মলিন॥
সকল সুকৃতি তার জলশায়ী হয়।
পিতৃ পিতামহ সব নরকেতে রয়॥
এ সংসার রমণীর দোষে ছারখার।
উগারে ভুজঙ্গ বিষ বিদিত সবার॥

জেনে শুনে বহ্নি-মুখে হইতে দহন।
কে করে আপন তনু তাহাতে ক্ষেপণ॥
এরূপ দুহিনী গৃহে করিলে আশ্রয়।
কমলার কৃপা কভু হইবার নয়॥
গৃহলক্ষ্মী ত্যাগ করি যে পামর নর।
অপর রমণী ভজে হয়ে কাম চর॥
কুলটা করিয়া সঙ্গে রঙ্গে যাপে দিন।
তাহার হইতে হয় সম্পদ বিহীন॥
ব্যসনে আশক্ত যেই বিবেচনা হীন।
দেখিতে না পায় কভু সৌভাগ্যের দিন॥
দ্যূতে রত যে পুরুষ কাপুরুষ কায়।
শেষে তারে পেতে হয় নিতান্তই লাজ॥
অপযশ মাল্য গলদেশে পরিধান।
সকলের কাছে নত তাহার বয়ান॥
আত্মীয় বিরূপ হয় সোদর বান্ধব।
সমাজেতে তারে কেহ না করে গৌরব॥
সাক্ষী দেখ শকুনির কুমন্ত্রণামতে।
মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল তোমার বুদ্ধিতে॥
সর্ব্বস্ব করিলা পণ দ্যূতের কারণ।
পরিবার সহ শেষে ভাই কয় জন॥
সকলে হইলে দাস রাজ্যধন নাশ।
স্মরিলে সে সব কথা মনে লাগে ত্রাস॥
বিশেষ বিদিত আমি জানি পূর্ব্বাপর।
যত কিছু ঘটেছিল তোমার উপর॥
এই দ্যূতে কুরুকুল হইল নির্ম্মূল।
এর জন্য কুরুক্ষেত্রে সংগ্রাম অতুল॥
এর জন্য জ্ঞাতিবধ আত্মীয় উচ্ছেদ।
ইহার কারণে আপনাতে পর ভেদ॥
অতএব যে মানব এরূপ ক্রীড়াতে।
আপনার ইচ্ছা কিম্বা অন্যের জেদেতে॥
এমন অনিষ্টকর অপযশ ময়।
খেলিতে হইবে মত্ত প্রমত্ত সময়॥

তার কষ্ট বলিবার নাহিক শকতি।
তার গৃহে লক্ষ্মী-দেবী না করে বসতি॥
পাইয়া পরের ধন যাহার উদর।
কোন রূপে পূর্ণ নহে স্ফীত নিরন্তর॥
অতি ভোজনেতে যার আনন্দ অপার।
তার ভাগ্যে কমলার কৃপা হওয়া ভার॥
মদিরা প্রমত্ত চিত যার অনুক্ষণ।
পশু প্রাণ হিংসিবারে যাহার যতন॥
সাধুর নিন্দিত কার্য্যে যার প্রয়োজন।
তাহার বাঁচিয়া থাকা অতি অকারণ।
অপরের অধিকৃত সুবর্ণ ভূষণ।
মণি মুক্তা প্রবালাদি অন্য যত ধন॥
আত্মসাৎ করে যেই লোভের কুহকে।
লক্ষ্মী কৃপা করেনাকো কখন তাহাকে॥
অপরের শ্রমজাত ধান্যাদি লইতে।
প্রবল বাসনা যার হইয়াছে চিতে॥
অপরের তৃণকাষ্ঠ পুষ্প ফল প্রতি।
যার দৃষ্টি নিপতিত লোভযুক্ত মতি॥
সে নর সবার ঘৃণ্য ভূতল মাঝেতে।
লক্ষ্মীর বিরাগ ভাব নিশ্চয় তাহাতে॥
কোথায় লক্ষ্মীর বাস কি রূপেতে হয়।
লক্ষ্মী প্রিয়পাত্র যেবা কহিনু তোমায়॥
এখন শুনহে বৎস আমার বচন।
সংকল্প করিতে দক্ষ হও একমন॥
চিরসাধ অশ্বমেধ উচিত সময়।
এখন অপেক্ষা করা অনুচিত হয়॥
করিতে সে যজ্ঞ পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম হরি।
আনিবারে সুমন্ত্রণা কর ত্বরা করি॥
বিনা হরি দানবারি এ যজ্ঞ সাধন।
সুসম্পূর্ণ কোন রূপে না হবে কখন॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
বেদব্যাস বাক্যে তবে পাণ্ডুর তনয়॥

ভীমসেনে সম্বোধিয়া বলিল তখন।
শুন ভাই ভীমসেন মোর আকিঞ্চন॥
শুধিতে তোমার ধার কভু না পারিব।
তোমার মতন ভাই কভু না দেখিব॥
বিপদে ভরসা তুমি একমাত্র গতি।
তুমি বিনা নাহি হেরি আমার নিষ্কৃতি॥
অঘটন যত কর্ম্ম করেছ সাধন।
তোমার গুণেতে লাভ হল রাজ্যধন॥
তোমা হতে কুরুকুল হয়েছে নিপাত।
তোমা হতে জরাসন্ধ হল যমসাৎ।
নাহি স্থির কতবীর ত্যজি কলেবর।
তোমার হাতেতে পড়ি গেল যমঘর॥
নরের অসাধ্য কার্য্য শিশুকাল হতে।
সর্ব্বদা করিছ ভাই আমার তরেতে॥
সঙ্কটে সহায় তুমি বিপদ কাণ্ডারী।
যাইতে হইবে ভাই দ্বারাবতী পুরী॥
আনিতে হইবে কৃষ্ণে সেই যজ্ঞেশ্বরে।
পূর্ণব্রহ্ম বিনা যজ্ঞ কেবা পূর্ণ করে॥
ভক্ত বিনা ভক্তধন পতিত পাবন।
কখনও না আসিবেন এই লয় মন॥
তুমি তাঁর প্রিয়ভক্ত জিনেছ তাঁহাকে।
সেই জন্য আকিঞ্চন পাঠাতে তোমাকে॥
তোমার গুণেতে বাধ্য গুণময় হরি।
তুমি গেলে আসিবেন পুরী পরিহরি॥
সত্য বটে সে দ্বারকা দ্বারকাপতির।
অতিশয় প্রিয় হয় জানি আমি স্থির॥
কিন্তু তদপেক্ষা প্রিয় তুমি গুণধর।
তুমি গেলে তাঁর আসা হইবে সত্বর॥
জগতের চিন্তামণি হইয়া নিশ্চিন্ত।
যজ্ঞের সময় ভুলি আছেন অনন্ত॥
বিধিমতে বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত সে ধনে।
জানাইবে নিবেদন তাঁহাকে যতনে॥

নিবেদিবে বসুদেবে আমার মিনতি।
বলিবে আসিতে হেথা তাঁরে শীঘ্রগতি॥
দেবকীকে জানাইবে যজ্ঞ আয়োজন।
না আইলে বড় দুঃখ পাবে ধর্ম্মধন॥
রুক্মিণী দেবীরে কবে অনুরোধ করি।
সত্যভামা আদি যত যদুপুর নারী॥
সকলে আসিয়া হস্তিনায় শীঘ্রগতি।
সম্পন্ন করেন কার্য্য সগণ সংহতি॥
জানাইবে যদুগণে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
সকলের আসা চাই আমার কল্যাণে॥
দেখিবে শুনিবে সবে যেমন সম্বন্ধ।
সমাধানে নিজ কার্য্য এতে নাহি সন্ধ॥
অপযশ হলে মোর তা নহে আমার।
যশ হলে তাঁহাদের সুখ্যাতি প্রচার॥
বিলম্ব কর না ভাই আমার কথায়।
সত্বর সাধহ যাহা বলিনু তোমায়॥
প্রত্যাখ্যান কোন কালে দ্বিরুক্তি কথন।
কখন করনি ভাই তুমি স্নেহধন॥
অতএব মোর কথা না হইবে আন।
আনিবারে কৃষ্ণধনে করহ প্রয়াণ॥
জ্যেষ্ঠের আদেশে বীর নোয়াইয়া শির।
নমস্কার করি যাত্রা করিল সুধীর॥
উপস্থিত স্বজনেরে করে কোলাকুলি।
চলিলেন বৃকোদর হয়ে কুতূহলি॥
একেত বলিষ্ঠ দেহ গজেন্দ্রগমন।
তাহাতে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা কৃষ্ণ দরশন॥
হেরিতে পবিত্র তীর্থ দ্বারাবতী পুরী।
করিলেন শুভ যাত্রা স্মরিয়া শ্রীহরি॥
মনের সুখেতে নানা দেশ দরশন।
নদনদী গিরিবর করি আক্রমণ॥
বিচিত্র নগর কত বন উপবন।
নেহারিল ভীমসেন, না হয় কথন॥

কতদেশ রাজধানী কোলাহল ময়।
বাণিজ্যের কলরব মহাশব্দ হয়॥
সুশোভন রাজপথ পাশে বৃক্ষগণ।
ছায়াদানে পথিকের ক্লান্তি বিনাশন॥
ধরেছে সুপক্ক ফল শাখাতে তাহার।
দৃষ্টিমাত্র লোভে জিহ্বা করয়ে বিস্তার॥
কলকণ্ঠ মিষ্টগীত বিহঙ্গমে গায়।
শুনে চিত্ত হরষিত সেই দিকে ধায়॥
নিবারিতে পিপাসার প্রবল শাসন।
স্থানে স্থানে বাঁধা কূপ আছে অগণন॥
কোথায় প্রকৃতি খেলে আপন ইচ্ছাতে।
সুস্নিগ্ধ সলিল কিবা শোভয়ে সরেতে॥
কোন খানে গ্রাম্য গীত কৃষকেতে গায়।
তরঙ্গিণী নানা রঙ্গে খেলে বা কোথায়॥
কোথায় দ্বিজাতিকুল মন্ত্র উচ্চারণে।
নিজ নিজ ধর্ম্ম নিষ্ঠা দেখায় যতনে।
এইরূপ মনোলোভা নানা শোভা হেরি।
মরুত গমনে ধায় মারুতি সুন্দরি॥
হরি কৃষ্ণা তাঁর পুরী নহে দূরন্তর।
নিমেষেতে উপনীত পাণ্ডুবংশ ধর॥
দেখে পুরী মনোহারী বর্ণনা অতীত।
কৃষ্ণ দেখিবার ইচ্ছা হইল বর্দ্ধিত॥
যোজন যুড়িয়া আছে দৃশ্য মনোহর।
সম্মুখে তোরণ শোভে অতি উচ্চতর॥
কি বিচিত্র কারু কার্য্য তাহার গঠন।
চক্ষে দেখিয়াছে যেই সার্থক জনম॥
নানাবিধ বর্ণ বিভূষিত স্তম্ভচয়।
মাঝে মাঝে অপরূপ শোভা অতিশয়॥
উপরে নূতন গৃহে নহবত বাজে।
চৌদিকে কানন তার অপরূপ সাজে॥
শিল্পখানা তোষাখানা কত কারখানা।
কত সৈন্য কত অস্ত্র কে করে গণনা॥

সম্মুখে দুর্জ্জয় গড় দুর্ভেদ্য ভাবেতে।
বিরাজিত রহিয়াছে চক্ষের অগ্রেতে॥
সমুদ্রের ধারে পুরী নৈপুণ্য কৌশল।
শত্রু প্রবেশিতে নারে হলে মহাবল॥
পরিখা ভাবেতে সিন্ধু সংলগ্ন তাহার।
ঘেরিছে বলয়াকারে মরি কি বাহার॥
হাট ঘাট গোলা গঞ্জ যত প্রয়োজন।
পুরীর মধ্যেতে তাহা আছয়ে স্থাপন॥
সারি সারি বিপণীতে বিবিধ জিনিষ।
বার দিয়া রহিয়াছে তাহা অহর্নিশ॥
অদ্ভুত অতিথি গৃহ শোভে একদিকে।
অভ্যাগত সেখানেতে থাকে মনসুখে॥
রাজকার্য্যে নিয়োজিত কর্ম্মচারী গনে।
পদ অনুসারে তারা করে অবস্থানে॥
অবারিত দ্বার আছে দ্বিজের পক্ষেতে।
সাধুর প্রবেশে বাধা নাহি কোন মতে॥
বহু পরিবার সহ থাকিতে পুরীতে।
হয়েছে অনেক গৃহ সমান সজ্জিতে॥
সকলের তুল্য মূল্য নয় পরিচ্ছেদ।
কোন রূপে কার সঙ্গে নাহি ভেদাভেদ॥
যখন যে গৃহে নেত্র হয় নিপতিত।
ইচ্ছা নহে কোন ক্রমে হতে প্রত্যাগত॥
মন-মুগ্ধকর দ্রব্য নয়ন রঞ্জন।
স্তরে স্তরে সুকৌশলে হয়েছে স্থাপন॥
সব গৃহ এক ভাব একই সজ্জাতে।
সে স্থলে বিভ্রম মনে হয় আচম্বিতে॥
আশে পাশে বারাণ্ডার অপূর্ব্ব বাহার।
দীর্ঘ অনুসারে তার সমান বিস্তার॥
সকল শোভেতে শোভে অপূর্ব্ব মাধুরী।
যেখানে বিরাজে লক্ষ্মী রুক্মিণী সুন্দরী॥
সত্যভামা আদি থাকে যাদবের নারী।
সে পুরীর কথা কিছু বলিবারে নারি॥

বিশ্বকর্ম্মা বিস্মিত সে নেহারিয়া শোভা।
সংসারে সামগ্রী যত আছে মনলোভা॥
সব সংগৃহীত আছে কৃষ্ণের সংসারে।
যাদব গৌরব থর্ব্ব হয়েছে এবারে॥
বিশ্বের সামগ্রী লয়ে দেব বিশ্বম্ভরে।
ক্রীড়াচ্ছলে ক্রীড়া করে দ্বারাবতী পুরে॥
পুর মধ্যে প্রবেশিয়া স্মরে কৃষ্ণনাম।
ভীমসেন মনোমধ্যে করিল বিশ্রাম॥
যে নাম করিয়া চিন্তা দুর্গম পথেতে।
আসা হলো দূর পথ নিমেষ মধ্যেতে॥
নিকটে আসিয়া হল সে নাম বিস্মৃতি।
বিচিত্র মায়ার কাণ্ড কি ভৌতিক রীতি॥
প্রাকৃত নরের ভাব ধরি ভীমসেনে।
অনিত্য পদার্থে দৃষ্টি করিছে তখনে॥
ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরে যিনি দিতেন প্রবোধ।
হায় পুরী প্রবেশিয়া তাঁর জ্ঞানরোধ॥
অন্তর্যামী অন্তরেতে থাকি অন্তঃপুরে।
ভীমের মনের ভাব বুঝিল সত্বরে॥
রচিবারে ঘোর চক্র যেন চক্রপাণি।
কৌতুক করিতে ভীমে কৌতুকী তখনি॥
এদিকেতে পুরী মধ্যে প্রবেশি পাণ্ডব।
বাসুদেব আদি করি যতেক যাদব॥
মাননীয় গণনীয় শ্রদ্ধা ভক্তি পাত্র।
কুল ক্রমাগত যারা কুলের অমাত্য॥
চির আনুগত্য আছে যাদের সঙ্গেতে।
তাদের সাক্ষাৎ লাভ করিল অগ্রেতে॥
পরে অন্তঃপুর মধ্যে করিল গমন।
বাহিরে না হল দেখা শ্রীমধুসূদন॥
দেবকী চরণে গিয়া কৈল নমস্কার।
আস্তে ব্যস্তে বসিলেন অগ্রেতে তাঁহার।
দেখিয়া দেবকী দেবী ভীমের বদন।
প্রথম দর্শনে হৃষ্ট হইল তখন॥

স্নেহ ভাবে জিজ্ঞাসিল শুভ সমাচার।
কেমন আছেন কুন্তী জননী তোমার॥
তোমরা সকল ভাই আত্মীয় স্বজন।
দ্রৌপদী প্রভৃতি যত বধূমাতা গণ॥
সকলের শুভ বার্ত্তা জানাও সত্বরে।
শুনিয়া উদ্বেগ ভাব হয়ে যাক্ দূরে॥
রাজ্যের কুশল বল নিজের মঙ্গল।
তোমরা মোদের আছ একই সম্বল॥
সুভদ্রা শরীর গতি আছয়ে কেমন।
আমাদের কথা তার হয় কি স্মরণ॥
প্রত্যেকের সুসংবাদ জানাইল বীর।
শুনি তাঁর চঞ্চলিত মন হল স্থির॥
জ্যেষ্ঠের আদেশে আসা কৃষ্ণ দরশন।
এতক্ষণ পরে তার উদ্বেলিত মন॥
উঠিবারে ব্যস্ত হেরি দেবকী সুন্দরী।
ভীম প্রতি বলিলেন অতি ধীরি২॥
বস বৎস! বহুকাল না করি দর্শন।
দেখিয়া চক্ষের সাধ মিটুক এখন॥
কবে মরি মনঃক্ষোভ রবে চিরকাল।
তবু মায়াজালে মুগ্ধ হায় কি জঞ্জাল॥
আমার আমার করি দেহ হল কালি।
তবুও ভাবেনা কেহ যাবে আজি কালি॥
যাহোক্ দূরেতে থাক মরণ সময়।
দেখা হওয়া কোনরূপে সম্ভাবিত নয়॥
যদি বা এসেছ হেথা বস কিছুক্ষণ।
কৃষ্ণেরে দেখিবে তাতে ব্যস্ত অকারণ।
যখন এসেছ হেথা অবশ্য সাক্ষাৎ।
হইবেক কৃষ্ণসনে চিন্তা কেন তাত॥
এতবলি দাস দাসী অনুচর গণে।
পাচক পাচিকা বলি ডাকেন তখনে॥
আজ্ঞামাত্র চৌদিকেতে ঘেরিলেক তারা।
যেখানে যে কাযে রত নিকটেতে যারা॥

সকলে শুনহ মোর আদেশ বচন।
হস্তিনা হইতে ভীম মোর প্রাণধন॥
আসিয়াছে পথ ক্লেশ হয়েছে বিস্তর।
ত্বরা করি তার জন্য সুখাদ্য সত্বর॥
বিলম্ব করনা সবে এ ভেন সময়।
আপাততঃ জলযোগ প্রয়োজন হয়॥
অতএব বাছাধনে দেও ত্বরা করি।
বলিবা মাত্রেতে স্থান করয়ে কিঙ্করী॥
স্বর্ণ পাত্রেতে নানা বিধ আয়োজন।
ক্ষীর সর নবনীত প্রস্তুত মাখন॥
দধি দুগ্ধ ছানা চিনি বহুবিধ ফল।
আম জাম মর্ত্তমান সুন্দর রসাল॥
সন্দেশে পূর্ণিত পাত্র রাখি মধ্যস্থানে।
একধারে ফল পাত্র দিলেক তখনে॥
স্বর্ণ বাটী পরিপাটী সরবতেতে পোরা।
মিছিরি গোলাব পানা আর শরকরা॥
অন্য ধারে কেতামত রাখিয়া কিঙ্করী।
সম্মুখে মেওয়াব্ পাত্র দিল সার করি॥
কর্পূর এলাচ লঙ্গ মস্লা সহিতে।
দু পাশে রাখিলা পাত্র পান পূর্ণিতে॥
দুপাশে চামর হাতে কিঙ্করী দুজন।
যোড় হাতে দাঁড়াইল অগ্রে একজন॥
প্রাচীনা প্রধানা যেই বহুকাল হতে।
পরিচারিকার কর্ম্মে আছে নিয়োজিতে॥
দ্রুত গিয়া জানাইল দেবীরে তখন।
জলযোগ আয়োজন হয়েছে এখন॥
পাশেতে আহ্নিক গৃহে হয়েছে প্রস্তুত।
পাদ প্রক্ষালন বারি বাহিরে মজুত॥
শুনি পুলকিত তনু দেবকী সুন্দরী।
উঠাইল ভীমসেনে স্নেহে হাত ধরি॥
হাত মুখ পদ ধৌত করি বীরবর।
চলিল দেবকী সঙ্গে হর্ষিত অন্তর॥

মন সুখে ভক্ষ্য বস্তু বদনে প্রদান।
করিলেক বৃকোদর দেবী সন্নিধান॥
জলযোগ শেষ করি ধৌত করি মুখে।
দেবকী গৃহেতে আসি বসিল সম্মুখে॥
শ্রান্তি দূর দেখি দেবী কয় ভীমসেনে।
অকস্মাৎ দ্বারাবতী কোন প্রয়োজনে॥
বিশেষ কারণ ভিন্ন নিজে আগমন।
কখন সম্ভব নহে শুন বাছাধন॥
সামান্য কারণ হলে নিজে না আসিয়া।
অবশ্য আসিত দূত সংবাদ লইয়া॥
যাহোক্ প্রকাশি বল কোন্ প্রয়োজন।
না জানিয়া ব্যাকুলিত হইতেছে মন॥
দেবীর সদয় বাক্যে পাণ্ডুবংশধর।
বিনয়েতে তাঁর প্রতি করেন উত্তর॥
আপনার মনে যাহা হয়েছে উদয়।
তাহার অন্যথা হওয়া সম্ভাবিত নয়॥
সঙ্কটে পড়িয়া হেথা হয়েছে গমন।
উদ্ধার পাইতে আসা এই প্রয়োজন॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বহু আত্মীয় স্বজন।
জ্ঞাতি গুরু বিনাশিয়া ধর্ম্ম দুঃখমন॥
কোন রূপে শান্তি নাহি তাঁহার মানস।
বিষয় তাঁহার পক্ষে নিতান্ত বিরস॥
বৈরাগ্যের অধিকার ধর্ম্মের চিত্তেতে।
মনেতে অসুখী বড় এই ভাবনাতে॥
সহাস্য বদনে এবে নাহি সে স্ফূরতি।
সংসার সুখের বলে নাহিক প্রতীতি॥
আশ্রমে অনর্থ ঘোর জেনেছেন তিনি।
সেই জন্য খিদ্যমান দিবস যামিনী॥
অবশেষে বেদব্যাস আদেশ ক্রমেতে।
মুক্ত হতে জ্ঞাতিবধ ভীষণ পাপেতে॥
অশ্বমেধ মহাযাগ হয়েছে বাসনা।
যজ্ঞের কারণে অশ্ব হইয়াছে আনা॥

পাণ্ডব ভরসা সঙ্গে পরামর্শ করি।
কর্ত্তব্য হয়েছে ইহা করিতে সত্বরি॥
সে জন্য আমার আসা জ্যেষ্ঠের ভারতি।
যাদবগণের সঙ্গে নিতে যদুপতি॥
আপনারা সকলেতে করিয়া গমন।
যাতে সুপ্রতুলে যজ্ঞ হয় সম্পূরণ॥
বালক বালিকা নর নারী যতজন।
সকলের উপস্থিতি জ্যেষ্ঠের মনন॥
আত্মীয়ের কার্য্য এই এ হেন সময়।
প্রত্যাখ্যান কোন মতে করিবার নয়॥
শুনিয়া ভীমের কথা দেবকী তখন।
হাসিয়া বলেন বাছা কেন আকিঞ্চন॥
তোমার বাটীতে যাব আমাদের কায।
এর জন্য অনুরোধ এতে পাই লাজ॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্মে পূর্ণ হোক্ আশা।
ধর্ম্মেরে রাখিতে ধর্ম্ম কেবল ভরসা॥
অবশ্য হইবে সিদ্ধ ধর্ম্মের মানস।
যার গুণে ত্রিলোকেতে সকলেই বশ॥
বলিতে বলিতে তথা জনেক কিঙ্করী।
ভোজন প্রস্তুত বলি জানান সত্বরি॥
শুনি গাত্রোত্থান কৈল পাণ্ডুর তনয়।
দেবকী চলিল সঙ্গে আহার সময়॥
নিম্নেষেতে নানাবিধ হয়েছে প্রস্তুত।
সুবর্ণ পাত্রেতে তাহা রয়েছে সজ্জিত॥
শাক সূপ বহুবিধ সুমিষ্ট ব্যঞ্জন।
পায়স পিষ্টক আদি রসনা রঞ্জন॥
খাইতে খাইতে ভীম ভাবিলেন মনে।
কি রূপে নিমেষে সব হৈল আয়োজনে॥
অথবা যেখানে লক্ষ্মী স্বয়ং অধিষ্টান।
জীবের আহার দাতা কৃষ্ণ ভগবান্॥
সেখানে অপূর্ব্ব খাদ্য হইবে সর্ব্বথা।
এতে দিবা রাত্র সন্ধ্যা নাহি কোন কথা॥

কাল অনুগত আছে যে কাল নিকটে।
তাঁর কাছে কালাকালে এমনই ঘটে॥
দেবকীর যত্নে ভীম মনের তৃপ্তিতে।
সুন্দর আহার কৈল দেখিতে দেখিতে॥
আচমন করি শেষে তাম্বুল ভক্ষণ।
করি বসিলেন পুন দেবকী সদন॥
দ্বারেতে সৈরিন্ধ্রী এক আছে দাঁড়াইয়া।
তাহাকে বলিল ভীম বিনয় করিয়া॥
দেখ দেখি কৃষ্ণ এবে পুরীর মাঝারে।
আছে কি না আছে তথা জানাও আমারে॥
যদি সে প্রাণের হরি থাকেন ভিতরে।
বল গিয়া ভীমসেন এসেছে এ পুরে॥
শুনিয়া ভীমের বাণী সৈরিন্ধ্রী তখন।
দ্রুতপদে জানাইল ভীম আগমন॥
শুনি হাসি নীলমণি সৈরিন্ধ্রীর প্রতি।
বলিলেন সেই কালে কৌতুক ভারতী॥
যবে পুরী প্রবেশিছে বীর বৃকোদর।
তখনি জেনেছে ইহা আমার অন্তর॥
যাহোক্ ক্ষুধায় বড় হয়েছি কাতরে।
বিশেষ প্রস্তুত অন্ন আছে আমা তরে॥
অগ্রেতে ভোজন কার্য্য করি সমাধান।
পশ্চাৎ হেরিব আমি ভীমের বয়ান॥
বলিয়া পাচিকা প্রতি আদেশ করিল।
সত্বর আনহ অন্ন হয়েছি ব্যাকুল॥
একেত মধ্যাহ্ন কাল প্রচণ্ড তপন।
তাহাতে হয়েছে শ্রম করিয়া ভ্রমণ॥
বাড়া ভাত পরিত্যাগে বড়ই বালাই।
সেই জন্যে এই কালে খেতে আগে চাই॥
বিশেষতঃ ভীমসেন অপরত নহে।
বিলম্ব হইলে মনে অভিমানে দহে॥
আত্মারে কুরিয়া শান্তি আত্মীয়তা পরে।
এই কথা সকলেতে বলে পূর্ব্বাপরে॥

অতএব হে সৈরিন্ধ্রী আমার আদেশ।
ভীমেরে বলিবে তুমি করিয়া বিশেষ॥
বলিতে বলিতে হরি আহারে বসিল।
দেখিয়া সে ভাব দ্রুত সৈরিন্ধ্রী আসিল॥
জানাইল ভীমসেনে মধুর বাক্যেতে।
অচ্যুতের অনুমতি বলিল ত্বরিতে॥
শুনি বীর ভীমসেন চমৎকার রসে।
অবশ ইন্দ্রিয় হল সৈরিন্ধ্রীর ভাষে॥
ভাবিতে লাগিল মনে একি ভাব হেরি।
আজি কেন নিদারুণ দয়াময় হরি॥
অবশ্য হয়েছে দোষ তাঁহার চরণে॥
নচেৎ কুপিত কেন অনাথ শরণে॥
বিধাতা হইলে বাম সকলি সম্ভবে।
নচেৎ পাণ্ডবে কষ্ট কেন বা মাধবে॥
অথবা কৃষ্ণের মায়া আমি কি বুঝিব।
ইচ্ছাময় ইচ্ছা হলে সকলি সম্ভব॥

অসার মায়াতে বন্দী করি জীবগণে।
কত খেলা খেলাইছে প্রভু নারায়ণে॥
কখন হাসিছে জীব ঘোর উচ্চরবে।
কখন ক্রন্দন করে থাকিয়া নীরবে॥
কখন ধনের আশা করয়ে বিব্রত।
কখন প্রফুল্লচিত কখন উন্নত॥
কখন সম্পদে মাতি অতি উচ্চে উঠে।
কভু গড়াগড়ি দেয় পড়িয়া সঙ্কটে॥
বিষম বিষয় গ্রন্থি বিরচিত পাশ।
তার মধ্যে মানবের মানস নিবাস॥
রক্ষিতে বিষয় কভু অধর্ম্ম আশ্রয়।
ত্যেজিয়া সম্পদ কভু ধর্ম্মে ভয় হয়॥
ভবের বাজারে হেরি ঘোর গণ্ডগোল।
কার কিসে লাভ হবে এই মাত্র বোল॥
হায় নর পরিণাম না করে চিন্তন।
সর্ব্বদা কুমন্ত্রে রত মানবের মন॥

ইতি নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

" যোগীহৃদয়মধ্যস্থং মায়ামানুষ বিগ্রহং।
চিন্ময়ং মুক্তিদং নিত্যং ভজেম শরণং হরিম্ ॥ "

ভীমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ও হস্তিনাপুরী
গমনের উদ্যোগ।

সৈরিন্ধ্রীর মুখে শুনি এতেক বচন।
শুনি ভীমসেন হল উৎকণ্ঠিত মন ॥
মনে ভীম চিন্তা করি প্রভু চিন্তামণি।
দেবকীর নিকটেতে বিদায় তখনি ॥
লইলেন গুণমণি কৃষ্ণ হেরিবারে ॥
সৈরিন্ধ্রী সঙ্গেতে যান মহা হর্ষভরে ॥
দূর হতে দেখিলেন শ্রীমধুসূদনে।
ভোজনে আছেন তিনি প্রভু জনার্দ্দনে ॥
দেখি অপরূপ কাণ্ড কৃষ্ণের তখন।
সৈরিন্ধ্রীর প্রতি হিড়িম্বার পতি কন ॥
কি কারণে অনাদর করিয়া আমারে।
সচ্ছন্দে ভোজনে রত প্রভু দামোদরে ॥
ইহার তাৎপর্য্য কিছু না পারি বুঝিতে।
আজি বিপরীত ভাব কেন মাধবেতে ॥
অন্তর্যামী অভিপ্রায় বল প্রকাশিয়া।
আমার সন্দেহ সব যাউক ঘুচিয়া ॥
সত্যভামা আদি যত যাদবের নারী।
পরলোক যাত্রা কিবা হয়েছে সবারি ॥
দেশের সমৃদ্ধি ধান্য অমূল্য এখন।
হইয়াছে তার জন্যে ভোজন কামন ॥
জলধর দ্বারাপুরে আর কি বর্ষণ।
করেনাকো সেই জন্য অশুভ দর্শন ॥
দুর্জ্জয় রাক্ষসদলে কৃষ্ণ পরিবারে।
পুত্র পৌত্র সহ সবে খেয়েছে সহরে ॥
অথবা রমণীগণে হইয়া বেষ্টিত।
আহার করিতে কৃষ্ণ হন আশান্বিত ॥
ইহার কারণ নহে বিদিত আমার।
কেন হেরি মাধবের ঈদৃশ ব্যাভার।
কৌতুক করিয়া ভীম বলিলে এমন।
শুনিয়া না শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥
বরঞ্চ কৌতুকী হয়ে কমলার পতি।
ভীম প্রতি দৃষ্টিপাত করিল সম্প্রতি ॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করিয়া আহার।
মুখ হতে অনিমিষে করিল উদ্গার ॥
সে ত্রিভঙ্গ নানারঙ্গ ভীমের সাক্ষাতে।
চর্ব্বণের মহাশব্দ লাগিল করিতে ॥
মুখ পঙ্কজেতে উঠে ভৈরব সে ধ্বনি।
ওষ্ঠদ্বয়ে নিপীড়িতে লাগিল তখনি ॥
দেখিতে ভীমের ক্রোধ বড় ইচ্ছা মনে।
সেই জন্য উচ্চাসয় করেন এমনে ॥
সহাস্য বদনে শেষ মধুময় রস।
করিতে লাগিল পান আস্বাদ সুরস ॥
দেখিয়া এরূপ কাণ্ড নিজের চক্ষেতে।
বিশেষ এ নহে বাড়ি কৃষ্ণের পুরেতে ॥

উপস্থিত আত্মীয়েরে না করি সম্ভাষ।
ভোজনে আসক্ত চিত্ত কদর্য্য অভ্যাস ॥
যে যেমন তার আছে সেই রূপ মান।
নাহি পেলে, মনস্তাপ নহে অবসান ॥
কিঙ্কর প্রভুরে কিবা পারয়ে করিতে।
প্রভু স্মরিয়া কার্য্য ব্যথা পায় চিতে ॥
কারু প্রাণে ব্যথা দেওয়া ভাল কায নয়।
আছে কি পৌরুষ ইথে যশোহানি হয় ॥
যাহোক্, পূর্ব্বেতে যাঁর শৈশব সময়।
দুগ্ধেতে শরীর পুষ্টি জানে বিশ্বময় ॥
কি রূপে সে হৃষীকেশ আমার সাক্ষাতে।
করিছে মধুর রস পান আনন্দেতে ॥
শৈশব সময় হতে বর্ত্তমান কালে।
ভীমের অজ্ঞাত কিছু আছে কোন কালে ॥
যাহা হতে কৃষ্ণকণ্ঠ হয়েছে বষ্কিত।
একাল পর্য্যন্ত সেই আমার অজ্ঞাত ॥
এ নহে সামান্য ক্ষোভ আমার পক্ষেতে।
ব্রহ্মাণ্ডের সব তত্ত্ব কৃষ্ণ প্রসাদেতে ॥
সকলি বিদিত আছি কিন্তু জানা নাই।
কৃষ্ণের সূতিকা কেবা আছে কোন ঠাঁই ॥
পূতনার নাসাচ্ছেদ হতো সমুচিত।
কিন্তু তার ভাগ্যে ফল ঘটেছে বিস্তৃত ॥
অঙ্গুষ্ঠ মুষল কিম্বা হলের প্রহারে।
পূতনা পৃথিবী শায়ী নন্দের আগারে ॥
ভীমের এতেক উক্তি হলে অবসান।
কামরূপী কৃষ্ণচন্দ্র সেই রূপে পান।
মধুরস মহানন্দে করিল কেশব।
চর্ব্বণের মহাশব্দ শ্রবণ ভৈরব ॥
ভীমের কথায় কর্ণ না করিল পাত।
আনন্দে আপন মনে আছে রাধানাথ ॥
দেখিয়া শুনিয়া চক্ষে নিজের কর্ণেতে।
অপরূপ ব্যবহার নিজের পুরেতে ॥
বলিতে লাগিল ভীম পুনর্ব্বার তাঁরে।
বাসুদেব একি রীত আজি হে তোমারে।
গলাতে বটক (১) কিবা হয়েছে যোজিত।
এস তবে গদা দিয়া করি উৎপাটিত ॥
অথবা আমার তর্কে নাহি প্রয়োজন।
সামান্য বটকে ক্লিষ্ট নহে নারায়ণ ॥
প্রলয় কালেতে যেই প্রভু ভগবান।
ধরাধর নদনদী উদরেতে স্থান ॥
তাঁহার কণ্ঠেতে ক্ষুদ্র বটকে কি করে।
বিশ্বম্ভর বিশ্বধরে নিজের গৌরবে ॥
হৃষীকেশ সেই রীত পারনি ভুলিতে।
সেই হেতু কণ্ঠলগ্ন আছ বটকেতে ॥
যাহোক্ কুটুম্ব আসি দূরদেশ হতে।
তোমার নিকটে হেথা আছি উপস্থিতে ॥
প্রার্থনা উদরসাৎ করনা আমারে।
তোমার নিকটে এই ভিক্ষা বারেং ॥
আমারে ভক্ষিলে কিছু প্রীতি না পাইবে।
বরঞ্চ কাঁকরে পড়ি প্রমাদ গণিবে ॥
যদি তুমি গ্রাস কর ওহে ভগবান্।
তোমার উদর উর্দ্ধে হইবেক স্থান ॥
উর্দ্ধদেশে বাস করি সমস্ত ভুবন।
চরাচর সহ বিশ্ব করিব দর্শন ॥
তাহাতে আমার ক্ষতি কিছু মাত্র নাই।
সচ্ছন্দে থাকিব সুখে ঘুচিবে বালাই ॥
কিন্তু লোক মাঝে ওহে ত্রিলোকের পতি।
তোমার নামেতে ঘোর রটিবে অখ্যাতি ॥
মুক্ত কণ্ঠে সকলেতে বলিবেক এই।
ধর্ম্মরাজ অশ্বমেধ বাঞ্ছা কৈল যেই ॥
যজ্ঞপূর্ণ করিবারে পূর্ণ ব্রহ্ম পেতে।
গিয়াছিলা ভীমসেন জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাতে ॥

(১) বড়া।

বড় আশা ছিল মনে পাণ্ডব ভরসা।
তোমায় পাইলে ঘুচে সকল দুর্দ্দশা॥
আশায় নিরাশ করি ওহে শ্রীনিবাস।
লইলে কলঙ্ক ডালি বিপক্ষের হাস॥
সকলে বলিবে এযে অপূর্ব্ব ঘটন।
কৃষ্ণ পাণ্ডবের হয় সরবস্ব ধন॥
ভীমসেনে লঙ্ঘিলেন দেব দামোদর।
দয়াময় এত দয়া তোমার অন্তর!॥
শুনিলে আমার মৃত্যু স্নেহ-পরায়ণা।
কুন্তীর দুর্গতি কৃষ্ণ ভাবিয়ে দেখনা॥
তখনি ত্যজিবে প্রাণ শুনিবে যখন।
তোমার কারণে হবে স্ত্রীহত্যা তখন॥
আমাকে ভক্ষিতে যদি তোমার বাসনা।
সপুত্রা কুন্তীরে কর উদরে স্থাপন॥
পাইবে পরম প্রীতি যশে ধরা ভরা।
হইবে সন্তুষ্ট অগ্নি ভদ্রা দৈবী ভরা॥
করিবে রাক্ষস জ্ঞান ভগিনী তোমাকে।
পাইবে দারুণ ব্যথা মরিবেক দুঃখে॥
দোষ নাহি দয়াময় তোমার ব্যাভারে।
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা কে জানিতে পারে॥
জীবেরে করিয়া লয় পুনর্ব্বার সৃষ্টি।
তুমি ভিন্ন এর মর্ম্ম কে করিবে দৃষ্টি॥
প্রাণীকে বিনষ্ট করি আবার সৃজন।
যখনি করিয়া থাক জগত কারণ॥
তখন সৃজন স্থিতি অথবা প্রলয়।
সকলি করিতে পার ওহে দয়াময়॥
তোমার হাতেতে মরি এ বড় গৌরব।
কখন ভুগিতে নাহি হইবে রৌরব॥
কিঙ্করের প্রতি কৃপা করহ মুরারি।
আর যেন কর্ম্ম ভূমি নাহি আমি হেরি॥
আর যেন জরায়ুর মধ্যে অবস্থিতি।
করিতে না হয় প্রভু ভুঞ্জিতে দুর্গতি॥
আর যেন মায়াজালে না হই বেষ্টিত।
বিষয় লোভেতে মন না হয় বিব্রত॥
যদি কর্ম্ম দোষে পুন হয় হে আসিতে।
যদি পুনঃ নর জন্ম ঘটয়ে ভাগ্যেতে॥
ইন্দ্রিয় অথবা মায়া নিজ পরাক্রম।
আমার নিকটে নাহি প্রকাশে বিষম॥
কাহার দাসত্বে বাধ্য আমার অন্তর।
হয়না কমলাপতি তোমার কিঙ্কর॥
ভুজদ্বয় অন্য কিছু না করে সাধন।
সর্ব্বদা তোমার পদ করয়ে সেবন॥
চরণ গমন করে তুমি যেখানেতে।
শ্রবণ তোমার নাম শুনে নিরন্তে॥
মদনমোহন রূপ করি নিরীক্ষণ।
নয়ন সার্থক হয় মোহিত তখন॥
রসনায় রসমাখা তোমার ও নাম।
থাকিলে দাসের তবে পূর্ণ মনস্কাম॥
হৃদয়ের ধন থাকে হৃদয়-মাঝারে।
তা হলে জন্মাতে ক্ষোভ নাহিক আমারে॥
নচেৎ কুৎসিত কার্য্যে বিকট মায়ায়।
ভব ধামে গুণধাম [illegible] আমায়॥
জনম সফল যদি না ঘটে ভাগ্যেতে।
প্রয়োজন কিবা বল দেহ ধারণেতে॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
ভীমসেন বাক্যে কৃষ্ণ প্রীত অতিশয়॥
মায়াবী সে নটবর আপন মায়ায়।
মুগ্ধ করি বৃকোদরে কুহক দেখায়॥
বাজীকর যে রূপেতে গুপ্তভাব ধরি।
খেলে নানাবিধ খেলা দেখায় চাতুরী॥
সেইরূপ অপরূপ দেখাইয়া খেলা।
প্রকাশিল ভগবান্ চমৎকার লীলা॥
হাসাতে কাঁদাতে পটু ভবের নাবিক
ভক্তের হৃদয়ে খেলে ভকাল মাণিক

বেশীক্ষণ কষ্ট দিতে না করিয়া আশ।
ভীমের অন্তরে দয়া কৈল পরকাশ॥
দুর্দ্দিনের অবসানে যে রূপ গগণ।
প্রসন্ন যেরূপ মূর্ত্তি করয়ে ধারণ॥
না থাকে সে ঘনঘোর বরণ কালিমা।
না থাকে মলিন দীপ্তি দিগন্তের সীমা॥
সেইরূপ হাসা মুখ হেরি ভগবানে।
ভীমের হৃদয় সুস্থ হল এতক্ষণে॥
মেহারি প্রফুল্ল মুখ মাধব মুরারি।
বলিতে লাগিল তারে করুণা বিতরি॥
হে বীর পাণ্ডবকুল-গৌরব উন্নত।
নিরাপদে এ পুরেতে হয়েছ আগত॥
পথমধ্যে কোন বিঘ্ন ঘটেনি তোমার।
হস্তিনাপুরীর বল শুভ সমাচার॥
ধর্ম্ম দেব গুরুদেব আছে কি প্রকার।
কি রূপে পরম মিত্র পার্থ গুণাধার॥
কি রূপেতে অন্য যত আত্মীয় স্বজন।
দ্রৌপদী কেমন আছে বলহ এখন॥
রাজ্যের কুশল বল শুনি চিন্তাদূর।
কি রূপে আছয়ে যত অনুগত সুর॥
সবাকার সমাচার করিয়া বর্ণন।
আমার সহিত বৈস করিতে ভোজন॥
শুনিয়া ভোজন কথা ভীমের বদনে।
তাহার হাসির বেগ নহে নিবারণে॥
বলিতে লাগিল কৃষ্ণে বিনয় বাক্যেতে।
সকলে আছেন সুখে তোমার দয়াতে॥
সকল বিপদ আর অশুভ বারণে।
যে হরি সহায়-তার কি ভাবনা মনে॥
সাগরে প্রান্তরে ঘোর দাবাগ্নি মাঝেতে।
দস্যু তস্করেতে কিম্বা বিপক্ষ পক্ষেতে॥
কেহ কোন রূপে তারে নারে পরাভব।
যম ডর করে থাকে এমনি গৌরব॥

যাহোক জগৎনাথ বলি হে তোমারে।
হয়নাকি তৃপ্তি তব করিয়া আহারে॥
বিশ্বম্ভর দামোদর নিজের উদর।
করিয়া আহারে পূর্ণ এবে অতঃপর॥
অপরে আহার তরে কেন আকিঞ্চন।
তার জন্যে কেন হেন স্নেহ সম্ভাষণ॥
মনেতে বিচারি প্রভু দেখনা আপনি।
তোমার হইলে তৃপ্তি তৃপ্ত সব প্রাণী॥
এই জন্যে পুরাণেতে আছয়ে প্রচার।
"প্রিয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ" এই কথা সার॥
অতএব তৃপ্তি হতে বাকি কিবা আছে।
তার কি অপ্রাপ্য বল হরি যার কাছে॥
শুনিয়া ভীমের বাক্য প্রভু ভগবান।
বলিতে লাগিল তারে অমৃত সমান॥
নিজ হাতে খাদ্য আমি দিতেছি তোমারে।
অগ্রাহ্য করনা ইহা শুন গুণাধারে॥
স্নেহের সামগ্রী পুত্র জানে সকলেতে।
প্রণয়িনী আদরিণী সবার অগ্রেতে॥
হৃদয়ের সুখ দুঃখ সম অংশীদার।
সুহৃদ্ বিহনে অন্য কে দেখেছে আর॥
কিন্তু হায় এসকল আমার কাছেতে।
হয়নাকো প্রিয় বোধ পার্থ তুলনাতে॥
পৃথিবীতে পার্থ সম প্রকৃত আত্মীয়।
হয় নাই হইবে না হইবার নয়॥
প্রীত মনে সেই পার্থ আমার সহিত।
আমার প্রদত্ত খাদ্যে হয় আপ্যায়িত॥
পার্থ তুল্য প্রীতিপাত্র দেখিনা কাহারে।
সেজন্যে অভেদ ভাব আছে পূর্ব্বাপরে॥
সংসারে সকলে জানে আছয়ে প্রচার।
নর নারায়ণ বলি ঘোষে অনিবার॥
এতেক বলিয়া ধরি দক্ষিণ করেতে।
বসাইল ভীমসেনে দিব্য আসনেতে॥

পরিশেষে নানারস সুমিষ্ট ভোজনে।
করিলেন আপ্যায়িত পাণ্ডুর নন্দনে॥
ভোজনের অবসানে মুখামোদকর।
কর্পূর এলাচি সহ তাম্বুল বিস্তর॥
প্রদানিল দানবারি ভীমের করেতে।
বসিল দুজনে শেষে এক আসনেতে॥
আদেশিল কৃতবর্ম্মা প্রদ্যুম্নের প্রতি।
অনিরুদ্ধ শাম্ব শঠ নিশঠ প্রভৃতি॥
সকল যাদবে কৈল যাদবের পতি।
নগরেতে দুন্দুভির ধ্বনি শীঘ্রগতি॥
কর গিয়ে বল সবে হইতে সজ্জিত।
হস্তিনা পুরেতে ধর্ম্ম যিনি ধর্ম্মব্রত॥
করিবেন মহাযজ্ঞ অসাধ্য সাধন।
অশ্বমেধ সমাধিবে পাণ্ডুর নন্দন॥
আমার আদেশে সবে হয়ে ত্বরান্বিত।
হস্তিনা করিতে যাত্রা কর যথোচিত॥
দেবকী প্রভৃতি করি যত মাতৃগণ।
যাইবারে মহাযজ্ঞে সাজুন এখন॥
রুক্মিণী প্রভৃতি করি আর যতস্ত্রীকা।
অন্তঃপুর-বিহারিণী রূপ-গুণ-যুতা॥
বধূ সম্প্রদায় সব মহোৎসব জানি।
হস্তিনা গমনে সজ্জা করুন এখনি॥
সকলে যাইলে পুরী অনাথার মত।
রহিবেক এ কারণে মম অভিমত॥
বলদেব বসুদেব এঁরা দুইজন।
থাকুন এখানে পুরী করিতে রক্ষণ॥
অশ্বমেধ সম্পাদনে বহু অর্থ ক্ষয়।
হয়ে থাকে জানি আমি ইহা সুনিশ্চয়॥
পাণ্ডবের কার্য্য জেনো আমাদের কায।
সম্পন্ন হইলে খ্যাতি বিশ্বে হবে আজ॥
অতএব ভাণ্ডারেতে যে সব রতন।
মণি মুক্তা প্রবালাদি আর যত ধন॥
পুরী শূন্য করি সবে শকট ভরিয়া।
অশ্ব অশ্বতর পৃষ্ঠে দেহ চালাইয়া॥
আমি জানি স্তূপাকার সুবর্ণ সকল।
ত্রৈলোকের শ্রেষ্ঠ রত্ন যত মুক্তাফল॥
মম পুরে অগণিত গৃহের মাঝারে।
পাঠাইয়া দেও ধর্ম্মে অতি সমাদরে॥
যেখানে দরিদ্র নিধি নিত্যে বিদ্যমান।
অর্থের অভাব হলে ঘোর অপমান॥
পরমার্থ যার কাছে সে কাছে থাকিতে।
অর্থজন্য উচ্চাটন হয় মানবেতে॥
হায়! কি ভ্রমান্ধ জীব যারা জ্ঞানবান।
মনুবংশে জন্ম হয় জীবের প্রধান॥
বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি সকলি থাকিতে।
দৃষ্টি আছে, তবু চলে অন্ধের পথেতে॥
গুটিপোকা মত মায়া জালেতে বেষ্টন।
অনিত্যের আরাধনা বিচলিত মন॥
আমার আমার বলি ঘন চীৎকারে।
কে যে সে আমার বস্তু নির্দ্দেশিতে নারে।
প্রাণ পরিত্যাগ কালে যখন স্মরণ।
মনে হবে কি রূপেতে হইবে মোচন॥
তখন সঙ্কটে পড়ি করি হায় হায়।
ফাঁফরে পড়িয়া কিছু না দেখে উপায়॥
যাহারে আপন বলি করেছিল বোধ।
ঘটাইল সেই জালা বিষম দুর্ব্বোধ॥
যাহোক্ ধর্ম্মের যজ্ঞে যাইতে এখন।
কোন রূপে কালক্ষয় করোনা কখন॥
উদ্বেগ অন্তরে আছে হস্তিনার পতি।
দিবারাত্র ভাবিতেছে কি হইবে গতি॥
বিপদে ভরসা যেই বান্ধব প্রধান।
সে জন এখন দূরে করে অবস্থান॥
যবে শুনিয়াছি আমি যজ্ঞের কামনা।
যবে হইয়াছে অশ্ব নিজপুরে আনা॥

যবে যৌবনাশ্ব বীর অশ্বের সহিত।
সদলে সপরিবারে এসে উপনীত॥
যজ্ঞের বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম গুণাকরে।
সত্বরে আসিব বলি এলেম এ পুরে॥
সে সময় নরদেব বিরস হৃদয়।
জানিয়া আমার কথা করিল প্রত্যয়॥
নচেৎ বিদায় লওয়া কঠিন ব্যাপার।
আমি তৈক্রি আসিয়াছি হয়ে আগুসার॥
যাহোক্ ব্যাকুল বড় যুধিষ্ঠির চিত।
বিশেষ এ মহা যজ্ঞ বড়ই অদ্ভুত॥
বিঘ্ন বিনা শান্তি এর প্রায় নাহি হয়।
সেই জন্যে এত চিন্তা মনে এত ভয়॥
ভাই বল, বন্ধুবল আত্মীয় স্বজন।
পাণ্ডবের সব আমি জানে জগজ্জন॥
আমার উচিত হয় কাযের আগেতে।
উপস্থিত সেখানেতে সপরিবারেতে॥
ইচ্ছা হলে পারি নাই কাযের গতিকে।
হস্তিনা এ পুরী দেখা সঙ্কট দুদিকে॥
আমি বিনে কোন দিকে কিছুই না হয়।
সেই জন্য হানটান আমার হৃদয়॥
পিতামাতা অদ্যাপিও স্নেহাধীন মনে।
বিদায় চাহিলে তাঁরা কাঁদেন তখনে॥
পরিবার গন শুনে হয় নিরাশ্বাস।
নীরবে থাকিয়া ফেলে ঘনং শ্বাস॥
অস্ফুট বচন যত বালকের দল।
মুখেতে তাকায়ে থাকে চক্ষে বহে জল॥
এমনি মোহিনী মায়া ঘেরেছে আমারে।
বিষম বিপদে হায় ঠেকিছি এবারে॥
কে জানে এমন সুখ সংসারের মাঝে।
কে জানে এতই চিন্তা এখানে বিরাজে॥
কে জানে এতই মিথ্যা ইহাতে জড়িত।
কে জানে সংসার আছে সুখেতে বঞ্চিত॥

এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
মন দিয়া কৃতবর্ম্মা করহ শ্রবণ॥
পুনর্ব্বার বলিতেছি বিলম্ব না কর।
রাজ্য মধ্যে দুন্দুভির নিনাদ বিস্তর॥
করিয়া ঘোষণা সবে জানাও সত্বরে।
যাজ্ক সকল প্রজা অধিকৃত নরে॥
আবাল বনিতা বৃদ্ধ যে যেখানে আছে।
সকলের যেতে হবে বাসুদেব পাছে॥
হস্তিনার শুভ যাত্রা সময় এখন।
অতএব কালব্যাজ করনা বখন॥
শুনি কৃতবর্ম্মা বীর ধাইল তখন।
ঘন ঘন দুন্দুভির করিল বাদন॥
প্রকাশ্য পথেতে ক্রমে নগর সীমায়।
ফিরি ঘুরি চৌদিকেতে সংবাদ জানায়॥
অক্রুর স্বজনগণে করি সম্বোধন।
কৃষ্ণের আদেশ বাণী জানান তখন॥
প্রতিবেশী জনগণে পুরবাসী প্রতি।
বাসুদেব অনুমতি জানান সম্প্রতি॥
পরে সাধারণ প্রজা যে আছে যেখানে।
শ্রীকৃষ্ণের এই আজ্ঞা জানাল তখনে॥
ক্রমেতে সকলে আজ্ঞা শুনিতে পাইল।
যজ্ঞ দরশনে তারা কৌতুকী হইল॥
একেত ধর্ম্মের পুরী পবিত্র দর্শন।
তাহাতে হইবে মহাযাগ সম্পাদন॥
বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ বাণী অভিবারণীয়।
এই জন্যে সকলেতে হর্ষ অতিশয়॥
অগ্রেতে ব্রাহ্মণ চলে বেদ পরায়ণ।
শাস্ত্রেতে বিশেষ দৃষ্টি সত্যেতে মগন॥
কর্ম্মেতে নিপুণ বড় পবিত্র আচার।
সর্ব্ব জীবে সম দয়া গুণের আধার॥
কদাচারবিবর্জ্জিত সরল আকৃতি।
মূর্ত্তিমান দয়া ধর্ম্ম একদেহে স্থিতি॥

বিষয় বাসনা কিম্বা মায়ার ছলনে।
সুখভোগে মত্ত কিম্বা লোভ প্রলোভনে ॥
সংসারী-ভিখারী বেশ রাজ্য ধর্ম্ম ধনে।
প্রকৃত সন্ন্যাসী যেন তীর্থ দরশনে ॥
ঘনং সামগান মধুর সে ধ্বনি।
শুনিলে পুলক তনু সিহরে অমনি ॥
পাষণ্ডের প্রীতি ভক্তি দৃষ্টি মাত্র হয়।
সঙ্গেতে অসংখ্য শিষ্য চলে সে সময় ॥
গমন কালেতে তবু শাস্ত্র আলাপন।
তবু ও ধর্ম্মের চর্চ্চা ধর্ম্মের কথন ॥
স্ত্রীপুত্র চলিছে সঙ্গে মহাহর্ষ মনে।
মনেতে বিরুদ্ধ কিছু না হয় দর্শনে ॥
পরেতে চলিল বৈশ্য বাণিজ্যে তৎপর।
প্রত্যেকে তাহারা হয় ধনের ঈশ্বর ॥
ধর্ম্মেতে রাখিয়া দৃষ্টি করে জাতি ধর্ম্ম।
অর্থোপার্জ্জন কোনমতে না করে অধর্ম্ম।
নিজ পরিবার সঙ্গে সানন্দহৃদয়।
ধর্ম্মপুরী হেরিবারে ব্যস্ত অতিশয় ॥
পরে চলে শূদ্রদল দ্বিজ সেবারত।
নীচ বর্ণে জন্ম কিন্তু বড় ভক্তিযুত ॥
ক্রমে ক্রমে যত জাতি সমাজেতে স্থিতি।
জাতীয় ব্যবসা করি করয়ে উন্নতি ॥
পরের দাসত্ব যারা জানেনা কখন।
স্বপদে থাকিয়া করে ধন উপার্জ্জন ॥
চলিল সকলে তারা আনন্দিত চিত।
অশ্বমেধ হেরিবারে বড় উৎকণ্ঠিত ॥
কাংসকার মণিকার আর স্বর্ণকার।
মণিপরীক্ষক চলে সঙ্গেতে তাহার ॥
তাহার পশ্চাতে চলে মুক্তা চেনে যারা।
মুক্তাপরীক্ষক বলে পরিচিত তারা।
অস্ত্রকার কর্ম্মকার আর মালাকার।
তন্তুবায় কৃষী চলে সঙ্গে তৈলকার ॥

তাম্বুল বিক্রেতা চলে পশ্চাতে তাহার।
গন্ধ বণিকের পিছে চলে সূত্রধার ॥
ছিন্ন বাস মেরামত করে থাকে যারা।
ক্রমে সব যাইতেছে করিতেছে ত্বরা ॥
ভিত্তিকার চিত্রকর আর শাস্ত্রকার।
ক্ষৌরকার সূত্রকার আর চর্ম্মকার ॥
দৈবজ্ঞ কৌষ্ঠিক চলে আর কুম্ভকার।
পশ্চাতে রজক, পরে চণ্ডালের বার ॥
মসিজীবি অসিজীবি মৃগয়াতে রত।
মদ্যকার বার-বিলাসিনী চলে কত ॥
হাব ভাব পরিপূর্ণ সুন্দর সুঠাম।
মরি রঙ্গ কি ভ্রুভঙ্গ অতি অনুপাম ॥
স্থির সৌদামিনী প্রায় চলিছে পথেতে।
হাস্যের তরঙ্গ উঠে বয়সের সাথে ॥
সঙ্গে চলে বাদ্যকর তাল মান লয়।
পরিপাটী পরিচ্ছদে শোভে অতিশয় ॥
কলকণ্ঠী সুকণ্ঠেতে কভু ধরে তান।
গজেন্দ্রগমনে চলে না তোলে বয়ান ॥
বেশকারী ভট্ট চলে আর মল্লদল।
শৈলুষ মাগধ বন্দী-ব্যবসাকুশল ॥
বাজিকর মনোহর শিল্পকার গণ।
চিকিৎসক গণ চলে বিনম্র বদন ॥
কথক পাঠক চলে ধারক ঘটক।
আপনার ব্যবসার দেখাতে চটক ॥
তৃণবাহী জলবাহী কাষ্ঠবাহী গণ।
ক্রমেং তারা সব করিছে গমন ॥
তাহাদের পশ্চাতেতে সূতিকা প্রভৃতি।
সৈরিন্ধ্রী সঙ্গত দাসী ধাত্রীর সংহতি ॥
এ রূপে করিল যাত্রা হস্তিনার প্রতি।
দ্বারকা করিয়া শূন্য দ্বারকার পতি ॥
এ দিকেতে সৈন্যদল বীর বেশ ধরি।
ঘন ঘন হুঙ্কারিছে সিংহনাদ করি ॥

মারোঽ বীর দাপে করিছে লম্ফন।
পৃথিবীর ধূলি দিয়া উঠিল গগন॥
কৌরবা মহতী সেনা সে চতুরঙ্গিণী।
দিবাকর হীনকর হইল তখনি॥
একে লোক কলরব সৈন্যের গর্জ্জন।
গমন কালেতে ধরা কম্পান্বিত হন॥
উঠেছে চরণ রেণু ছাইছে গগণে।
একেবারে দৃষ্টিরোধ নহে দরশনে॥
মারোঽ জয় শব্দ সিংহনাদ শুনি।
হৃদয় কম্পিত হয় চমকে তখনি॥
তার সঙ্গে শকটের তুমুল সেরব।
মিশিয়াছে ঘোর কাণ্ড শ্রবণ ভৈরব॥
দোকানি পশারিগণে শকট পুরিয়া।
রাজপথ সমাচ্ছন্ন চলিছে ধাইয়া॥
শকটের চক্রধ্বনি হতেছে উত্থিত।
বহুলোক সমাগমে পথ অবিদিত॥
দূর হতে সমুদ্রের তরঙ্গের প্রায়।
কলরবে জনস্রোত মেদিনী কাঁপায়।
অকস্মাৎ জনস্রোত কেন ভীমবেগে।
পুরী হতে বাহিরিছে ছেয়ে দশদিশে॥
কারণ জানেনা যারা চিন্তিত অন্তর।
দৃষ্টিমাত্র জ্ঞান শূন্য হইছে কাঁকর॥
এমন সময়ে বৃদ্ধা শম্ভলী নামেতে।
হাস্যকরি সখীগণে লাগিল কহিতে॥
অকারণ কেন মোরা করিতেছি শ্রম।
কেন আমাদের এত দৃষ্টির বিভ্রম॥
অর্থ লাগি উচাটন মিছামিছি কেন।
অনর্থক পথশ্রম কেন করি হেন॥
যেখানে আছেন হরি বিবেচনা শূন্য।
সেখানেতে আমাদের হবে মনঃক্ষুণ্ণ॥
অবিবেকী হরি কভু দরিদ্রের নয়।
ধনীর পক্ষেতে তিনি সর্ব্বদা সদয়॥
বাসুদেব প্রীত হলে দরিদ্রতা নাশ।
কখন না করে প্রভু সেই পীতবাস॥
বরঞ্চ নির্ধন নিধি পেলে কোন খানে।
গ্রহণ করেন হরি তাহাদের স্থানে॥
এতেক বলিয়া বৃদ্ধা বৃষে আরোহিয়া।
কৌতুকে গমন করে রাজপথ দিয়া॥
এমন সময়ে এক উটেরে দেখিয়া।
বৃষভ চমকে উঠে, উঠে লাফাইয়া॥
ব্যস্ত হয়ে পলাইতে করে ছুটাছুটি।
শম্ভলী পড়িয়া যায় ধরাতল লুটি॥
শম্ভলীর দশা হেরি সহচরীগণ।
আর যত সৈন্যগণ করিছে গমন॥
চাহারবে উচ্চস্বরে হাসিল তখন।
পরস্পর বলাবলি করিল তখন॥
এই মাত্র কৃষ্ণ নিন্দা এই দুষ্টমতি।
যে রূপ করিতে ছিল সেইরূপ গতি॥
হয়েছে উচিত ভোগ দুষ্টের এখন।
গুরু নিন্দা অধোগতি জানেনা কখন॥
ত্রিলোকের গুরু যিনি সবার আশ্রয়।
তাঁহারে অবজ্ঞা করা সহজত নয়॥
আপন করম ফলে ভুঞ্জিল দুর্গতি।
সেই জন্য হাতেঽ হইল এ গতি॥
শম্ভলীর দোষ নয় বুদ্ধির বিপাক।
সেই হেতু এ অনর্থ লোকে দেখে তাক॥
অহংজ্ঞান হলে জীব ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত।
কখন না চেয়ে নিজ উদ্ধারের পথ॥
মনে করে চিরদিন বীরদর্পে যাবে।
সজোরে উদ্ধার পেয়ে বৈকুণ্ঠেতে রবে॥
পাপীলোকে শম্ভলীর মত গর্ব্ববশে।
পতন হইয়া তারা ভুঞ্জে নানাক্লেশে॥
সৈন্যগণ মুখে শুনি এরূপ বচন।
শম্ভলী উত্থিত হয়ে বলয়ে তখন॥

দেখ দেখ সৈন্যগণ সকল সাক্ষাতে।
কৃষ্ণকে দর্শন করি উঠি বৃষভেতে॥
পাতকী নরেতে ভুলি পতিত পাবনে।
নানা ক্লেশ নানা ভোগ ভোগে নিশিদিনে॥
আমি জানি চিন্তামণি উদ্ধারের সেতু।
ভবার্ণব পার পক্ষে তিনি এক হেতু॥
সম্মুখে সে মুক্তিদাতা দেখিলাম আমি।
কভু ভুলিবনা আর এই কর্ম্ম ভূমি॥
জৈমিনি বলেন শুন পাণ্ডুবংশধর।
এ দিকেতে ভগবান্ হইয়া সত্বর॥
শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গমে করি আরোহণ।
অগ্রসর হইলেন হস্তিনা তখন॥
অনুচর গণ সঙ্গে হইল নির্গত।
দিনমণি গগণের মধ্যেতে উদিত॥
স্বজনে বেষ্টিত হয়ে বাসুদেব চলে।
ভীমসেন তাঁর সনে চলে অবহেলে॥
মনের আনন্দে চলে দ্বিগুণ বেগেতে।
হেরিবারে যুধিষ্ঠিরে অতি উৎকণ্ঠিতে॥
দ্বারকা নিবাসীগণ শ্রীহরি বিহনে।
ক্ষণেক তিষ্ঠিতে নারে তাঁর অদর্শনে॥
তিলেক দর্শন যদি কভু নাহি হয়।
মনে মহা অমঙ্গল ভাবে সে সময়॥
শোকেতে শরীর শীর্ণ মনে স্ফূর্ত্তিহীন।
চিন্তানলে দগ্ধদেহ বদন মলিন॥
প্রমাদ গণয়ে সবে দুর্ঘটনা ভাবে।
হা কেশব হা কেশব এই মাত্র রবে॥
এখন প্রাণের হরি দ্বারাবতী ছাড়ি।
সদলে করিছে যাত্রা পাণ্ডবের বাড়ি॥
সুতরাং হৃষ্টমনে পুরবাসীগণ।
কৌতুকে হস্তিনাপুরে সকলে গমন॥
যে খানে থাকেন কৃষ্ণ সেই দ্বারাবতী।
তাই ভাবি প্রজাগণে তাঁহার সংহতি॥
পাছে সঙ্গ ছাড়া হয়ে বিপদেতে পড়ে।
এই জন্য সকলেতে ধায় উভরড়ে॥
এমন সময়ে এক মালাকরী আসি।
বলিলেক ভগবানে বিনয় সম্ভাষি॥
হে দেবেশ গোলোকেশ আমার মিনতি।
মন দিয়া শুন প্রভু অখিলের পতি॥
মধ্যাহ্ন সময়ে দেখ প্রচণ্ড তপন।
অগ্নি তুল্য তীব্র তেজ করে বরিষণ॥
সকলে হতেছে দগ্ধ দিবাকর করে।
অর্থ প্রাপ্তি লক্ষ্য আছে সবার অন্তরে॥
নানা জাতি ব্যবসায়ী ধনের কারণ।
পদব্রজে দূরদেশে করিছে গমন॥
সঙ্গেতে লয়েছে সবে বিক্রেয় জিনিষ।
ধন জন্য উচ্চাটন ঘোরে অহর্নিশ॥
আমরা কোমল পুষ্প কমলের দল।
সংগ্রহ করিছি দিতে তোমাকে কেবল॥
ম্লান মুখ ছিন্ন ভিন্ন কমল সকল।
সূর্য্যাতপে শুষ্কপ্রায় হতেছে কেবল॥
জাতীয় ব্যবসা নাশ ভাগ্যের ফলেতে।
মার্ত্তণ্ডের তীব্র তাপ না পারি সহিতে॥
অতএব তোমাতরে যে সব কমল।
সংগৃহীত হইয়াছে কে নীলকমল॥
দয়া করি করে ধরি করিয়া গ্রহণ।
আমার মানস পূর্ণ করহে এখন॥
প্রার্থনা তোমার কাছে ওহে নিত্যধন।
পুষ্প মাল্য বিনিময়ে মুক্তা সমর্পণ॥
দরিদ্রের দরিদ্রতা ঘুচাও এবার।
পেতেছি বিষম ক্লেশ ওহে গুণাধার॥
অধিক কষ্টের কথা কি বলিব আর।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজ সহ্য করা ভার॥
আতপত্র তব শিরে আছে বিরাজিত।
সূর্য্যের ভীষণ মূর্ত্তি নহ অবিদিত॥

দুঃখী জনে ভুগে দুঃখ জানে ভালমতে।
ধনী এর মর্ম্মভেদ না পারে কহিতে ॥
সকলের অন্তর্যামী বিপদ বারণ।
তোমার সাক্ষাতে ক্লেশ অতি অসহন ॥
পায় ধরি হে মুরারি পতিত চরণে।
বার বার আর ক্লেশ দিওনা এ জনে॥
মালাকারী বাক্য শুনি প্রভু বনমালী।
মনেতে পাইল প্রীতি অতি কুতুহলী ॥
আশ্বাসে তাহারে হরি লাগিল কহিতে।
তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে ত্বরিতে ॥
মোর উপদেশ ধর এখন হইতে।
যাহাতে আমার প্রীতি ঘটে বিধিমতে ॥
আমাতে করিয়া ভক্তি ফের সদাচারে।
যত্ন কর সদা সাধু সঙ্গ পাইবারে॥
বিপদ আপদ কিম্বা সম্পদের কালে।
মায়া প্রলোভনে কিম্বা বিষয়-হিল্লোলে ॥
সর্ব্বদা স্মরণ করো ভুলোনা আমারে।
তা হলে তোমার কষ্ট যাবে একেবারে ॥
বাসুদেব বাক্যে প্রীত হয়ে মালাকারী।
আনন্দে চলিল বেগে ধর্ম্মরাজ পুরী॥
কিছুক্ষণ গেলে পর অপূর্ব্ব ঘটন।
এক তৈলকার নারী দিল দরশন ॥
কাঁদিয়া কহিল কৃষ্ণে শুন ভগবান।
আমার দুঃখের কথা কর অবধান ॥
যজ্ঞ হেরিবারে আমি তোমার আদেশে।
করিয়াছি শুভ যাত্রা পাণ্ডবের দেশে ॥
পাইতে প্রচুর অর্থ মোর আকিঞ্চন।
সেই জন্য পথশ্রম না করি গণন ॥
কিন্তু বিধাতার লিপি খণ্ডিবার নয়।
পথেতে প্রমাদ হায় হল অতিশয় ॥

পুরাতন ঘটে তৈল করিয়া পূরিত।
হাতে করে যাইতেছি আশান্বিত চিত ॥
ভাগ্যক্রমে ছিদ্রঘট কতক্ষণ রয়।
ফোঁটা ফোঁটা তৈল পড়ে গমন সময় ॥
কতকষ্টে যত্ন হতে তৈল আহরণ।
করিয়াছি ওহে কৃষ্ণ জাননা কখন ॥
যদি কায়ক্লেশে আমি সুকৌশলে নানা।
ঘট হইতে তৈল পড়া করিয়াছি মানা ॥
কিন্তু হায় এখানেতে হয়ে উপনীত।
গমনের পথ এবে হল অলক্ষিত ॥
সারি সারি তৈল গাড়ি চলিতেছে পথে।
গমনের বিঘ্ন বড় দেখিতেছি তাতে ॥
একে হল ভগ্নঘট তাতে পথ যোড়া।
চৌদিকে চলিছে গাড়ি নহে পথ ছাড়া ॥
যাইতে না পারি আমি বহুক্ষণ হতে।
দাঁড়াইয়া আছি হেথা অচল ভাবেতে ॥
ফাঁফরে পড়িয়া আমি নাহি দেখি গতি।
নিরুপায় হয়ে হেথা করিতেছি স্থিতি ॥
বিপদবারণ তুমি নিবার বিপদ।
পড়েছি সঙ্কটে ঘোর নবীন নীরদ ॥
কৃপাময় কর কৃপা উদ্ধার আমারে।
তুমি ভিন্ন নাহি অন্য এ ঘোর দুস্তারে ॥
নীচ জাতি বলে যদি মোরে ঘৃণা কর।
দয়াময় নামে তব দুর্নাম সত্বর ॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি তোমার কৃপায়।
পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরি বোবা কথা কয় ॥
নীচ ব্যক্তি উচ্চ হয় তোমার কারণে।
সামান্য মহৎ হয় তব দয়াগুণে ॥
হে ত্রিভঙ্গ অপাঙ্গেতে হের যেই নরে।
তাহার অসাধ্য কিছু থাকেনা সংসারে ॥

ইতি দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

স্তূয়মানং সদা দেবৈর্যোগীন্দ্রৈর্দিব্যদর্শনৈঃ।
নিত্যমারাধ্যমানং তং ভজেম মধুসূদনং॥

শ্রীকৃষ্ণের সসৈন্য ও সদলে
হস্তিনাপুরী প্রবেশ।

জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
তৈলকার নারী বাক্যে পাণ্ডুর তনয়॥
হর্ষ গদগদ হয়ে পরিহাস ভাবে।
সে কালে যা উপযুক্ত বলে হৃষীকেশে॥
দেখ দেখ ভগবান নারীর মণ্ডলী।
তোমার সঙ্গেতে যারা চলে কুতূহলী॥
তোমাকেই প্রিয় বলে জানিয়াছে যারা।
আহা! সূর্য্যকরে ক্লান্ত হইয়াছে তারা॥
নাহি সে সুচারু শোভা অধর পল্লবে।
এত কষ্ট পাইতেছে সম্মুখে বল্লভে॥
অধরে রক্তিমা রাগ লুপ্ত প্রায় এবে।
কপোলে কালিমা বর্ণ হের হে মাধবে॥
ঘন ঘন ঘাম ঝরে হের নবঘন।
ভিজিয়াছে অঙ্গের বাস মলিন বদন॥
তোমার কর্ত্তব্য হয় ত্যজি সব কর্ম্ম।
উঁহাদের শ্রান্তি দূর যা তোমার ধর্ম্ম॥
শুনিয়া ভীমের বাণী হাসিয়া তখন।
শ্রান্তি দূর করিবারে দিল প্রভু মন॥
আদেশিল বাহকেরে রথ এই খানে।
রাখিয়া বিশ্রাম সুখ লভ সর্ব্ব জনে॥
কৃষ্ণের এরূপ কাণ্ড হেরি বৃকোদর।
পুনর্ব্বার রঙ্গভাবে বলে অতঃপর॥

হে নাথ জগৎনাথ আমার প্রতীতি।
ললনাকুলের তুমি মনোমত পতি॥
তাদের বাসনা পূর্ণ তুমি করিবারে।
পতি রূপে বিরাজিত সবার গোচরে॥
আশ্চর্য্য ক্ষমতা তব এত সিমন্তিনী।
একের আশ্রয়ে থাকে দিবস যামিনী॥
এতেক কামিনী এক কৃষ্ণ কোলে করি।
নির্ব্বিবাদে ভুঞ্জে তোমা দিবস সর্ব্বরী॥
এক পত্নী লয়ে লোক তিষ্ঠিতে না পারে।
তার জন্যে গণ্ডগোল কতই সংসারে॥
তোমার রমণী কিন্তু সংখ্যা নাহি হয়।
সকলের পতি তুমি এক রসময়॥
কে জানে তোমার লীলা অপরূপ রঙ্গ।
বুদ্ধির অতীত তুমি সুন্দর ত্রিভঙ্গ॥
এ নহে কৌতুক মোর রসের সাগর।
সঙ্গিনী রমণী জানে তোমাকে নাগর॥
আমার বচন যদি পরিহাস হবে।
স্বরূপ জিজ্ঞাসি তবে তোমায় মাধবে॥
বল দেখি কি কারণে ছাড়ি নিজ পতি।
মালাকারী তৈলকারী শুণ্ডী প্রভৃতি॥
তোমার সঙ্গেতে তারা করয়ে গমন।
তোমা পাইবারে কেন এত আকিঞ্চন॥

আপনার নাথ ছাড়ি অনাথের নাথ।
হৃদয় প্রার্থনা করে তোমার সাক্ষাৎ॥
পাণ্ডুর তনয় বাক্যে বলিল কেশব।
ইচ্ছা যদি কর তুমি নিতে পার সব॥
যদ্যপি পৌরুষ থাকে প্রকাশ এখন।
যারে ইচ্ছা তারে তুমি করহ গ্রহণ॥
কেন মনে ক্ষোভ থাকে পাণ্ডুবংশধর।
অন্তরে বাসনা যাহা চরিতার্থ কর।
এতেক বলিয়া হরি শস্তুলির প্রতি।
আদেশিল ভীম প্রতি শীঘ্র কর গতি॥
স্থূলোদর বৃকোদর নহে কদাকৃতি।
উহারে বরিলে পাবে অতিশয় প্রীতি॥
উপযুক্ত বরে কেন বরিতে শস্তুলী।
বিলম্বিছ ভাবিতেছ নব কুতুহলী॥
দেখিয়া দশন হীন বীর ভীমসেনে।
ইচ্ছা কি বরিতে তব কয়নাকো মনে?॥
আদরে থাকিবে রামা উহার কাছেতে।
তোমার বাসনা পূর্ণ হবে অচিরাতে॥
আদরিণী সোহাগিনী স্বামিরে লইয়া।
সচ্ছন্দে কাটাবে দিন হরষিত হইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি ভীমসেন কয়।
শস্তুলি আমারে বরা অনুচিত হয়॥
আমার বিবাহ কার্য্য বহুকাল গত।
আমার গৃহেতে আছে গৃহিণী অদ্ভুত॥
রাক্ষসের কন্যা সেই বিকট আকার।
যদি বর তোমারে সে করিবে সংহার॥
বরিবার সাধ থাকে বরহ আমারে।
থাকিতে হয়েছে ইচ্ছা রাক্ষসী উদরে!॥
যদি এই সুখ তব হয় প্রার্থনীয়।
তাহা হলে মোর কথা কভু না শুনিও॥
বিশেষ শস্তুলী তুমি অন্নদন্ত হীন।
সুখের যৌবন গত বয়সে প্রাচীন॥

জরাজীর্ণ কলেবরে কেন এই সাধ।
পুরাতে আপন সাধ ঘটাবে বিষাদ॥
তুমিও তোমার মত আছয়ে সঙ্গিনী।
তোমার সদৃশ রূপ ভুবন-মোহিনী॥
পক্ককেশ হীনবেশ অস্থির বরণ।
তাদের পক্ষেতে দেখি উচিত এখন॥
কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন হয়ে থাকো নিশিদিন।
তা হলে কামনাপূর্ণ ঘুঁচিবে দুর্দ্দিন॥
কামনার উপযুক্ত ত্যাগ করি যারা।
কৃষ্ণপ্রেমে রত হয়ে কৃষ্ণ জন্য সারা॥
তাহাদের নিত্য সুখ আছে নির্দ্ধারিত।
অন্তেতে কৈবল্য প্রাপ্তি শাস্ত্রেতে কথিত॥
যদি বল লক্ষ্মী রূপী রুক্মিণী প্রভৃতি।
সত্যভামা আদি করি রমণী সংহতি॥
সুন্দর সুরূপ দৃশ্য বহু পরিবার।
কৃষ্ণ সনে দিবানিশি করেন বিহার॥
তাঁহাদের সন্নিধানে কৃষ্ণের সংযোগ।
কামনা করিতে হলে বড় গোলযোগ॥
সকলে করিবে ঘৃণা ঈর্ষান্বিত হবে।
তখন কি রূপে আমি পাইব মাধবে॥
তাঁহাদের ব্যবহার তোমার অজ্ঞাত।
সেই জন্যে মনে সন্ধ হতে পারে এত॥
আমি বলিতেছি সত্য আমার এ বাণী।
আমার কথাতে কেন অপ্রত্যয় গণি॥
বিবেচনা করি দেখ নিজের বুদ্ধিতে।
যেখানে বিরাজ করে জাম্বুবান সুতে॥
জাম্বুবতী প্রণয়িনী সংসার মাঝারে।
তার প্রতি কষ্টভাবে দেখিলা কাহারে॥
তারে লয়ে অন্দরেতে সকল সুন্দরী।
বিরাজিছে মনসুখে সখ্যভাব ধরি॥
এই কথা ভীমসেন শস্তুলিকে বলি।
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া বলে হরে কুতুহলী॥

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু ত্রিলোক আশ্রয়।
আমার মনেতে বড় হয়েছে সংশয়॥
তুমি বিনা কেহ তাহা না পারে খণ্ডিতে।
তুমি জ্ঞান নাহি দিলে কে পারে বুঝিতে॥
দেখিতেছি জানিতেছি শুনিতেছি এই।
দুষ্কৃতির ফল ভোগে দুরাচার যেই॥
প্রাণান্তে তোমারে যারা না করে স্মরণ।
মহতের সহবাস না পায় কখন॥
তীর্থ দরশনে শ্রদ্ধা যাদের না হয়।
পঞ্চম পাপের পাপী তাহারা নিশ্চয়॥
গোহত্যা প্রভৃতি মহা পাতকেতে রত।
সত্য পরিত্যাগ করি মিথ্যা বশীভূত॥
ধর্ম্মদ্বেষী যে পাষণ্ড,— তোমার ভক্তেরে।
সে সবারে দ্বেষ ভাবে সদা ঘৃণা করে॥
তাহাদের কোটী কল্প আছে ভোগাভোগ।
বার বার আসা যাওয়া বিধির সংযোগ॥
কর্ম্মভোগ কারণেতে কর্ম্মভূমি আসে।
ভুঞ্জয়ে অনন্তকাল নরক নিবাসে॥
কিন্তু সাধনার ফলে যাহারা তোমাকে।
হৃদয়ে রাখিয়া মহা সুখী হয়ে থাকে॥
তোমার সান্নিধ্যলাভ করেছে যাহারা।
মুক্তিপথ পরিষ্কার দেখিতেছে তারা॥
তবে কেন সংসারেতে তাদের আসিতে।
হয় ওহে হৃষীকেশ নররূপেতে॥
কি জন্য জননী গর্ভে পুন অবস্থান।
কি কারণ প্রলোভন মায়া বিদ্যমান॥
কেনবা তাদের মনে বাসনা সঞ্চার।
কি জন্য ভোগেতে রত হয় অনিবার॥
পাপী পুণ্যবান যদি নাহি থাকে ভিন্ন।
অতঃপর তুমি কার হইবে বরেণ্য॥
যারা সুখ বিসর্জ্জিয়া বিষয় বৈভব।
তোমার চরণ কেন লইবে কেশব॥
অনিত্য বিষয় সুখ দিয়া বিসর্জ্জন।
তোমার জন্যেতে কেন অসাধ্য সাধন॥
ইন্দ্রিয় সংযম করি ভোগ পরিহার।
কেন করিবেক বল দেবকী কুমার॥
ঊর্দ্ধপদে নিরশনে বিজন কাননে।
তোমারে পাইবে বলে কেন আকিঞ্চনে॥
বুঝিতে না পারি অন্ত অনন্ত তোমার।
তোমার মহিমা সীমা সংখ্যা করা ভার॥
ভীমের কাতর বাক্য শুনিয়া কংশারি।
হাসিয়া উত্তর কৈল তাহারে মুরারি॥
শুন শুন ভক্ত তুমি আমার বচন।
শুনিলে সন্দেহ তব হবে নিরসন॥
আমার সান্নিধ্য বাস যাদের কামনা।
ইহ পরকালে লক্ষ্য তাদের থাকেনা॥
তাহারা নির্ব্বাণ মুক্তি কভু নাহি চায়।
যেখানে আমার গতি সেইখানে ধায়॥
কখন বিচ্ছিন্ন ভাবে না পারে থাকিতে।
সর্ব্বদা বিহরে তারা আমার সাক্ষাতে॥
যখন যে কালে আমি হই অবতার।
তারা দেহধারী হয়ে করয়ে বিহার॥
যুগে যুগে যত লীলা করি সঙ্ঘটন।
সে কালে তাহারা সখা জানিও তখন॥
রামরূপে অবতীর্ণ হলেম যখন।
তখনি তাহারা কপি শরীর ধারণ॥
করেছিল জগতেতে সবার বিদিত।
আমার সান্নিধ্য হতে হয়নি বঞ্চিত॥
ইহলোক পরলোক যেখানেতে স্থিতি।
ভক্তগণ করে সদা আমার বসতি॥
এতেক বলিয়া ভীমে দেব ভগবান।
যেমনি সেস্থান হৈতে করিবে প্রস্থান॥
অমনি সূতিকা নারী কক্ষ হইতে।
পড়ি গেল ভূমিতলে দেখিতে দেখিতে॥

গড়াগড়ি দিয়া ভূমে বলিল কেশবে।
আমারে না উদ্ধারিলে মারা যাই তবে ॥
হে দেব তোমার কাছে আমি অবিদিত।
তোমার বংশের আমি চিরন্তন হিত ॥
বাসুদেব আদি করি যাদবের দলে।
সূতিকাগারেতে রক্ষা করেছি সকলে ॥
দৈবকী প্রসব কালে তোমার মায়ায়।
জানিতে না পারি আমি আসিনে সেথায় ॥
যাঁহা হতে চরাচর সকলি সৃজিত।
যাঁহার দয়ার গুণে সকলি রক্ষিত ॥
ইচ্ছাক্রমে যিনি নিজে হন প্রকাশিত।
সাধিয়া আপন কার্য্য যিনি অন্তর্হিত ॥
তাঁহার ভূমিষ্ঠ কালে কোন প্রয়োজনে।
সূতিকা সতর্কে রবে সূতিকা ভবনে ॥
অন্য অন্য যাদবের নাহি সে শকতি।
তাই সে তাদের কার্য্যে মোর উপস্থিতি ॥
সূতিকা কাতর বাক্যে কমলার পতি।
আদেশিল বৃকোদরে শুনহ মারুতি ॥
দ্রুত গিয়া সূতিকারে ভূমিতল হতে।
উদ্ধার করহ ভাই আমার বাক্যেতে ॥
পিতা বসুদেব সহ করিয়া সাক্ষাতে।
গমন সময়ে তাঁর পদধূলি মাথে ॥
নিতে হবে যত্ন করে বিদায় সময়;
পিতৃলোক তৃপ্ত হলে সব কার্য্য হয় ॥
সকল প্রকার শুভ হয় সমাধান।
যদি পিতা মনসুখে করেন কল্যাণ ॥
তাঁহার দৃষ্টিতে আমি আজিও কুমার।
তিলেক না দেখা হলে সব অন্ধকার ॥
কতই প্রমাদ গণে স্নেহাধীন মনে।
বুঝি কোন দুর্বিপাকে পড়েছে নন্দনে ॥
অথবা বিপক্ষ হাতে দারুণ দুর্গতি।
সে জন্য বিলম্ব করে আমার সম্মতি ॥

বিশেষতঃ বহুদিন তাঁহারে ত্যজিয়া।
বৃন্দাবনে নন্দালয়ে বাস করি গিয়া ॥
সেই জন্য কোনখানে যাইতে হইলে।
বিদায় চাহিলে তিনি নয়নের জলে ॥
জড়িত অস্ফুট-স্বরে চাহি মুখ পানে।
আবার কি পাব ফিরে হাঁরে কৃষ্ণধনে ॥
এইরূপে নানা কথা বলেন তখন।
বিধিমতে প্রবোধিয়া আমার গমন ॥
এখন হস্তিনাপুরে গমন কারণ।
সদলে সকলে হয় উৎকণ্ঠিত মন ॥
বৃদ্ধ জনকের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি।
তাঁহারে বুঝায়ে আমি যাইব সত্বরি ॥
বলিতে বলিতে ভীম সূতিকারে ধরি।
ভূমি হৈতে উঠাইল অতি যত্ন করি ॥
এ হেন সময় আসি বসুদেব তথা।
উপস্থিত হইলেন বাসুদেব যথা ॥
ভক্তি সঙ্কোচিত মনে তাঁহার চরণে।
ভীম কৃষ্ণ দুইজনে করিল বন্দনে ॥
করযুড়ি নিকটেতে হরি দাঁড়াইল।
নতমুখে বিনয়েতে কহিতে লাগিল ॥
হস্তিনা পুরেতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির।
অশ্বমেধ করিবেন এই তাঁর স্থির ॥
চিরদিন আত্মীয়তা তাঁহার সহিত।
বিশেষ সম্পর্কে সবে আছয়ে বাঁধিত ॥
ধর্ম্ম সহ আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব।
যাদবে পাণ্ডবে সখ্য আছে চিরন্তন ॥
তাঁর আকিঞ্চনে ভীম এসেছে এ পুরে।
লয়ে যেতে সকলেতে সেখানে সত্বরে ॥
আমরা যাইলে তবে হবে আয়োজন।
মন্ত্রণা করিয়া হবে এ কার্য্য সাধন ॥
সুযশ-সুখ্যাতি সহ যজ্ঞ সুপ্রতুলে।
হলে তবে তুষ্ট হই আমরা সকলে ॥

তোমার আদেশে পিতা শুভ যাত্রা করি।
চলেছি সকলে মোরা হস্তিনা নগরী ॥
সহজে বালক মোরা বয়সে নবীন।
কর্ত্তব্য কর্ম্মের পক্ষে বিজ্ঞতা বিহীন ॥
কিসেতে গৌরব হয় কিসে অসম্ভ্রম।
সমাজের মুখ রক্ষা বড়ই বিষম ॥
নানাজনে নানাস্থানে হতে সমাগত।
হইবেক সেই যজ্ঞে হয়ে নিমন্ত্রিত ॥
সকলের রুচি মন সাম্য না সম্ভবে।
কি রূপেতে সকলের মনতুষ্টি হবে ॥
কেহবা মর্য্যাদা তরে আছে অভিমানী।
বংশের গৌরব কেহ মনেতে বাখানি ॥
কেহ মনে আপনাকে বড় করে জ্ঞান।
কাহার দৃষ্টিতে লোক সকলি সমান ॥
পাত্রাপাত্র বিবেচনা কি রূপেতে দান।
করিলে হইবে যশ বাড়িবে সম্মান ॥
কাহার সহিত বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবেতে।
অভ্যর্থনা করিবারে হইবে মিসিতে ॥
কাহারে বা সমাদর কারে হতাদর।
করিতে হইবে পিতঃ বলহ সত্বর ॥
এ সকল শিখিবার এই অবসর।
শিক্ষা বিনা হতে নারে কেহ গুণধর ॥
অতএব উপদেশ, প্রার্থনা চরণে।
শিখাও যতনে মোরে কালোচিত জেনে ॥
শুনি হাসি বসুদেব বাসুদেবে কয়।
জগতের শিক্ষা দাতা যেই হরি হয় ॥
যাঁহার কৃপায় লোকে পায় আত্মজ্ঞান।
সে হরি শিখিতে চায় আমা বিদ্যমান ॥
মূর্খ হয়ে কি রূপেতে শিখাব তোমাকে।
অন্ধ পথ কি রূপেতে দেখাবে অন্যকে ॥
যাহোক স্নেহেতে বাধ্য হইয়াছি আমি।
জগতের পিতা হয়ে পিতা বল তুমি ॥

এ বড় গর্ব্বের কথা বিশেষ সৌভাগ্য।
ক্ষুদ্র জন পিতৃপদে নিতান্ত অযোগ্য ॥
ইচ্ছাতে জনম যার ইচ্ছাতেই লয়।
অযোনি সম্ভব যিনি মায়ার আশ্রয় ॥
পুরুষ ভাবেতে যিনি জগত জনক।
তাঁহার জনক হওয়া সৌভাগ্যজনক ॥
শক্তিরূপে যিনি হন জগৎ জননী।
কি সাকার নিরাকার জানতো আপনি ॥
বলি ওহে বনমালী তোমার গোচরে।
দেবকী যেতেছে এবে তব সন্নিধ্যানে ॥
হে হরে জঠরে তোমা করিয়া ধারণ।
জগতে হয়েছে ধন্য দেবকী এখন ॥
বিশ্বম্ভর বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তি ধরে।
পরাভূত হইয়াছে দেবকী গোচরে ॥
পুরী শূন্য করি তুমি চলেছ মুরারি।
আমি হেথা রহিলাম শূন্য দেহ ধরি ॥
শোকের সাগরে মোরে করি নিক্ষেপণ।
ভুলে থেকোনাকো বৎস এই আকিঞ্চন ॥
যজ্ঞকার্য্য সমাধিয়া আসিয়া সত্বরে।
মৃত্যুদেহে প্রাণদান দিও গুণাকরে ॥
গমন সময়ে তুমি যাহা জিজ্ঞাসিলে।
বলিতেছি তাহা আমি শুন অবহেলে ॥
যাঁহারা দেবের মর্ম্ম আছে অবগত।
ধর্ম্মশাস্ত্র সুসম্মত যাঁহাদের মত ॥
সমাজে আদর্শ-যাঁরা পবিত্র আচার।
ইচ্ছানিষ্ঠা জপ যজ্ঞ আছে অধিকার ॥
প্রকৃত দানের পাত্র সেই দ্বিজগণ।
তাঁহাদের প্রতি ধন কর বিতরণ ॥
ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি যশের সঞ্চয়।
শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা পুণ্য অতিশয় ॥
হেন প্রশংসিত কার্য্যে উদাস না হবে।
তা হলে দানের ফল নিষ্ফল হইবে ॥

পরনিন্দা কারে বলে জানেনা যাহারা।
শিষ্টাচার পদ্ধতিতে যারা নহে হারা॥
লোষ্ট্র কাঞ্চনেতে যারা করে তুল্য জ্ঞান।
সংসারে সকলে দেখে আপন সমান॥
কাহাকে না ঘৃণা করে সুমিষ্ট বচনে।
বশীভূত সকলেরে করে প্রতিক্ষণে॥
আত্মপর ভিন্নভাব যাহাদের নাই।
তাহাদের সহবাস করিবে সদাই॥
দানে দাতা বলে বীর ক্ষত্রধর্ম্মে দড়।
সংগ্রাম হইতে যেই নাহি দেয় রড়॥
যজ্ঞে দেবগণে তুষ্ট দানে যাচকেরে।
দুর্ব্বলের চিরবন্ধু সঙ্কট মাঝারে॥
এ রূপ ক্ষত্রিয় সনে করিবে গমন।
তাহাদের সঙ্গ ছাড়া হবেনা কখন॥
বৃথা অভিমানে যারা পদের সম্মানে।
তৃণ তুল্য জ্ঞান করে মনুজ সন্তানে॥
জাতি কুল বিদ্যা ধর্ম্ম জ্ঞানের গরবে।
সকলেরে তুচ্ছ জ্ঞান ভাবে হীন সবে॥
নারীর কথাতে চলে নিজে বুদ্ধিহীন।
আজ্ঞাবহ ভাবে থাকে বাঁচে যত দিন॥
কামিনী কপোল দেশ দেখিলে কুঞ্চিত।
জ্ঞানশূন্য হয়ে যারা ধরায় শায়িত॥
হীন চিত্ত যে পুরুষ সে জেনো অসার।
কথার সহিত কার্য্যে দেখা নাই তার॥
আপনা বড়াই করে কতই বর্ণিয়া।
তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি নাহি দেখি সীমা॥
একমুখ ধরি যেই মহিমা কীর্ত্তনে।
পঞ্চমুখ কার্য্য করে হেরি অন্যজনে॥
ধনীর সন্তোষ করা যাদের অভ্যাস।
অবসর অন্বেষণ নীচ সহবাস॥
সাধিতে আপন সিদ্ধি কল্পিত কুথায়।
অশুচিত অকার্য্যেতে দিয়া থাকে সায়॥

মন্দকে বলয়ে ভাল তোষের কারণ।
যাহাদের স্বাধীনতা হয়েছে হরণ॥
জড়ের প্রকৃতি ধরি জীবন যাপন।
তাহারা মনুষ্য নয় অতি অভাজন॥
করিতে উদর তৃপ্তি আত্ম-পরিবার।
ধনী সনে করে থাকে কদর্য্য ব্যাভার॥
বাক্যে শূল হানে যারা হৃদিমাঝে বিষ।
দুর্ম্মুখ হইয়া যারা মন্দ অহর্নিশ॥
ছলে বলে কৌশলেতে দুর্ব্বলে পীড়ন।
করে থাকে যেই নর পাষণ্ড দুর্জ্জন॥
মনুষ্যের কলেবর তাহার শরীরে।
ব্যাভার পশুর চেয়ে হীন সে পামরে॥
ইন্দ্রিয়ের দাস যেই অতি কদাচারী।
গুরুলঘু বোধাবোধ যার নাহি হেরি॥
হরিতে সতীত্ব রত্ন যাদের প্রয়াস।
সাধিতে পশুর কার্য্য যারা করে আশ॥
এ সকল দুষ্ট নর জগতে ঘৃণিত।
সকলের মাঝে তারা হয় কলঙ্কিত॥
যেখানে এ রূপ লোক করে অব স্থিতি।
সে দেশ নরকগামী হয় শীঘ্রগতি॥
এরূপ পাপীর মুখ যে করে দর্শন।
তাহাদের ভদ্রস্থতা নহে কদাচন॥
নিবেধি হে গুণনিধি মেনো মোর কথা।
এরূপ পামরে ত্যাগ করিবে সর্ব্বথা॥
শ্বশুর ভরসা যার জীবিকা কারণ।
শ্বশুরের বাস গৃহে যাহার শয়ন॥
শ্বশুর প্রত্যাশী যারা পুরুষার্থ হীন।
তাহাদের মত আর নাহি দেখি দীন॥
সমাজে না সমাদরে সকলে অসার।
অন্য কথা দূরে থাক নিজে পরিবার॥
পতি বলে ভক্তি করা কখন জানেনা।
অকর্ম্মণ্য জানি তারে করে থাকে ঘৃণা॥

শিশেব পিতার দয়া গুণেতে পালিত।
মনে করি পরিবার বিষম গর্ব্বিত॥
এ জীবনে হেন পাপ নাহি হেরি আর।
শ্বশুরের গলগ্রহ যেই গুণাধার॥
জামাতৃ ধনেতে যার জীবন ধারণ।
জামাতার অনুগ্রহে শরীর পালন॥
জামাতৃ প্রত্যাশী হয়ে থাকে চিরদিন।
তাহাদের ঘুঁচেনাকো কখন দুর্দ্দিন।
তাদের জীবন কভু প্রশংসিত নয়।
লোকে জানে বেঁচে-কিন্তু মৃত সে নিশ্চয়॥
অপুত্রক মৃত হলে তাহার সঞ্চিত।
অর্থরাশি যার হস্তে হয় নিপতিত॥
তাহার জীবন কিছু গৌরবের নয়।
লোকেতে তাহারে মন্দ বলে অতিশয়॥
দ্যূতেতে আশক্ত চিত্ত যে সব মানব।
তাহাদের নাম যশ বিষয় বৈভব॥
সব লোপাপত্তা পায় লোক নিন্দা রটে।
বুদ্ধি দোষে তারে হয় পড়িতে সঙ্কটে॥
পরিণাম বিবেচনা না করি যে জন।
অকস্মাৎ কোন কার্য্য করয়ে সাধন॥
বুদ্ধিদোষে মনস্তাপ বৃথা অর্থ ক্ষয়।
কলঙ্কের ডালি তারে শেষে নিতে হয়॥
কামেতে মোহিত হয়ে যেই মূঢ় জন।
বয়োবৃদ্ধ নারী সহ সুরতে মগন॥
কিম্বা ঋতুকালে করে রমণী বিহার।
জীবনের সুখ স্বাস্থ্য করি পরিহার॥
গর্ভবতী রমণীর সহিত সম্ভোগে।
যাহার প্রমত্ত চিত্ত কাম অনুরাগে॥
ঋতুস্নান দিনে যারা নিজ প্রণয়িনী।
পরিত্যাগ করে থাকে শাস্ত্র বিধি জানি॥
নারীর সঙ্গেতে তুষ্টি ভোজনে যাহার।
দিবাকালে নারীসঙ্গে করয়ে বিহার॥
কুযোনি বিহারে যারা আমোদিত অতি।
পাপকার্য্যে যাহাদের আছে স্থির মতি॥
পরনারী হরিবারে যাদের প্রয়াস।
কামের কামনা পূর্ণ যাহাদের আশ॥
প্রভুর সঙ্কট দশা হেরিয়া নয়নে।
যে ভৃত্য তাঁহারে ত্যাগ করে সেইক্ষণে॥
প্রভুব কারণে যারা তাঁহার কল্যাণে।
অতি তুচ্ছ বোধ করে দিতে নিজ প্রাণে॥
এরূপ ভৃত্যেরে যেই করে প্রতারিত।
নরকে তাহার গতি,—সে হয় নিন্দিত॥
সজ্জনের নিরমল নামেতে যাহারা।
দোষ দেয় এমনই স্বভাবের ধারা॥
এক মাস উপবাসী কৃশ কলেবর।
চলিতে চরণ কাঁপে অঙ্গ থর থর॥
তাহার উপরে যেই কামের প্রভাব।
দেখাইতে চেষ্টা করে এমনি স্বভাব॥
বিপুল বিভব ভোগে যাদের জীবন।
কখন কষ্টের মুখ করেনি দর্শন॥
দরিদ্রের দৈন্য ভাব অর্থীর প্রার্থনা।
জানিয়া যাহার দানে মানস সরেনা॥
পতিকে বঞ্চনা করে যে কুলকামিনী।
বহু কথা কয়ে থাকে সে সব রমণী॥
অপ্রিয় বচন শেল করিতে ক্ষেপণ।
যাহাদের সঙ্কোচিত হয়নাকো মন॥
এরূপ কুৎসিত পথে যাদের গমন।
তাহাদের সহবাস করোনা কখন॥
কি জানি সংস্রব দোষে স্বভাব অন্যথা।
হয়ে যায় লোকনিন্দা ঘটয়ে সর্ব্বথা॥
বসুদেব মুখ হতে শুনে এই বাণী।
বাসুদেব প্রণমিল তাঁহারে তখনি॥
করযুড়ি জনকেরে লাগিল কহিতে।
আপনার উপদেশ পালিব নিশ্চিতে॥

সাধারণ মনোরম অতি হিতকর।
যুক্তিযুক্ত উপদেশ পরম সুন্দর॥
ইহা মনে রাখি কার্য্য করিবেক যেই।
সুখ যশ মান ধন লভিবেক সেই॥
আজীবন এ বচন রাখিলে স্মরণ।
নিশ্চয় পরম হিত হবে সঙ্ঘটন॥
দুর্জ্জন পাষণ্ডগণে পরিত্যাগ করি।
ধর্ম্মরাজ যজ্ঞে আমি যাইব সত্বরি॥
কখন দুর্জ্জন সহ না করিব বাস।
সত্য কহিতেছি আমি জানিও নির্য্যাস॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা বীর বৃকোদর।
উত্তর করিল তবে হয়ে অগ্রসর॥
বিচক্ষণ বসুদেব বলিলেন যাহা।
অমৃত এ উপদেশ কি বলিব আহা॥
দুর্জ্জনের সহবাস ঘটেনা তোমার।
সাধুর মানস ক্ষেত্রে করহ বিহার॥
পাপীজন তোমারে হে হেরিবারে নারে।
সাধুসনে সখ্যভাবে নিস্তার তাহারে॥
যেখানে সাধুর বাস সেইখানে স্থিতি।
করে থাক হে গোবিন্দ এই তব রীতি॥
কিন্তু বিবেচনা করে দেখ ভগবান্।
সাধুর সততা প্রতি কে করে বাখান॥
উপকার পেয়ে যেই ভদ্র ব্যবহার।
করে থাকে আমি বলি নহে গুণ তার॥
অপকার পেলে যেই সাধু ব্যবহারে।
আপন মাহাত্ম্য যশ প্রকাশিতে পারে॥
তাঁরে সাধু বলি আমি সংসারে পূজিত।
শত্রুমিত্র নাই তাঁর এমনি সুরীত॥
অতএব হে কেশব বলি হে তোমারে।
সর্ব্বজীবে সমভাব হও অতঃপরে॥
তা না হলে বল তুমি পাপীর কি গতি।
সাধু নিজে তরে যাবে ভুঞ্জিয়া সুকৃতি॥
নিজে যারা দাঁড়াইতে পারয়ে চলিতে।
তাহাদের প্রয়োজন কিবা সাহায্যেতে॥
উঠিতে অবশ তনু দাঁড়াইতে নারে।
চলিতে স্খলিত পদ অবশ্য তাহারে॥
সাহায্য করিতে হয় সংসারের রীতি।
তবে কেন পাপীজনে না হইবে গতি॥
সকল যাদব শুনি ভীমের এ বাণী।
সাধু সাধু বলে তারা উঠিল তখনি॥
এ দিকেতে বসুদেব স্নেহাধীন মনে।
কাতর হইয়া অতি ভাসে দুনয়নে॥
অতি কষ্টে শ্রীকৃষ্ণেরে বলিল তখন।
গোবিন্দ চলিলা এবে হস্তিনা ভবন॥
তোমার বিহনে হায় রহিব কেমনে।
কেমনে বাঁচিব বল তব অদর্শনে॥
সব কার্য্য পরিত্যাগ করিনু এখন।
আহার নিদ্রার সুখ দিনু বিসর্জ্জন॥
আশার আশ্বাস মাত্রে রহিল এ প্রাণ।
কতক্ষণে হেরিব সে তোমার বয়ান॥
ঋষিশাপে দশরথ পুত্রের কারণে।
অনায়াসে প্রিয় প্রাণ দিল বিসর্জ্জনে॥
শেষেতে সুকৃতি বলে স্বর্গে করি বাস।
বল প্রকাশিয়া তুমি ওহে শ্রীনিবাস॥
আনিয়াছ সেই বীরে দিতে পুনঃক্লেশ।
অভিপ্রায় কিবা তব বলহ বিশেষ॥
বোধ হয় দশরথ রাজার আত্মাতে।
বসুদেব বিনির্ম্মিত তোমার মায়াতে॥
ভাল করে কাঁদাইতে মনের মতন।
সেই জন্যে ধর্ম্মপুরে তোমার গমন॥
সব কষ্ট সহ্য হয় শুন কৃষ্ণধন।
সন্তান বিয়োগ ক্লেশ অসহ্য কথন॥
অন্য ক্লেশ দিতে যদি থাকয়ে মনন।
তাতে কিছু ক্ষতি নাই শুন প্রাণধন॥

এতেক বলিয়া তবে বিজ্ঞ বসুদেবে ।
এক দৃষ্টে রহিলেন চাহিয়া মাধবে ॥
দ্যুত ক্রীড়া রত জনে জয়ের আশায় ।
এবার জিতিব বলি যে রূপেতে ধায় ॥
সে পামর আশা ত্যাগ করেনা কখন ।
সর্ব্বস্ব গেলেও আশা নহে নিবারণ ॥
মরাল যে রূপ যত্নে কমলেরে ধরে ।
পরিত্যাগে কষ্টমনে সে সময় করে ॥
সে রূপ বিদায় দিতে কৃষ্ণেরে তখন ।
বসুদেব শোক দুঃখে জড়ীভূত হন ॥
বিধিমতে বুঝাইয়া শ্রীহরি তখন ।
পিতাকে বিদায় দিয়া করেন গমন ॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয় ।
যবে বসুদেব পুরে গমন করয় ॥
বাসুদেব সঙ্গে লয়ে নারীর মণ্ডলী ।
ভীম সঙ্গে অগ্রগামী হৈল কুতুহলী ॥
ক্রমে২ কিয়দ্দূর হইলে অতীত ।
সুসুন্দর সরোবর দৃষ্টিতে পতিত ॥
নির্ম্মল সলিলে তার শোভা অতিশয় ।
বিস্তৃত সে সরোবর বলিবার নয় ॥
হংস বক কারণ্ডব আর চক্রবাকে ।
সুশোভিত চতুর্দ্দিক আছে ঝাঁকে২ ॥
কুমুদ-কহ্লার শোভে সরসীর জলে ।
মাঝে মাঝে আহা কিবা শোভে শতদলে ।
সৌরভে মধুর আশে মধুপের দল ।
আসিতেছে বসিতেছে যাইছে সকল ॥
দূর হতে বিকসিত হেরিয়া পদ্মিনী ।
মাধবের মনমুগ্ধ হইল তখনি ॥
ধীরে২ যুক্ত করে একটী নলিনী ।
আনিলেন জল হতে নীলকান্ত মণি ॥
করে ধরি কমলেরে সে নীলকমলে ।
রঙ্গভরে রুক্মিণীরে এই কথা বলে ॥

হের প্রাণেশ্বরি ! থাকি সরোবর জলে ।
হরি (২) নারী পদ্মিনীর রীত অবহেলে ॥
মাতঙ্গের অঙ্গ স্পর্শে ইহার এ গতি ।
ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে নাহি সে মূরতি ॥
তাহার উপরে দেখ মরালের দলে ।
বিদলিত বিকলাঙ্গ করেছে কমলে ॥
এখন পর্য্যন্ত দেখ ভ্রমরের ভোগ ।
হায় দেখ ; কত দূর নীচের সংযোগ ॥
আপনার পতি ত্যেজি হয়ে স্বেচ্ছাচার ।
করে পর পুরুষের সনে কামাচার ॥
কিন্তু নিশাকালে দেখ থাকয়ে মুদিত ।
দিবাকালে দিবাকরে হেরে প্রফুল্লিত ॥
হেরি কান্তে কমলিনী হৃষ্ট অতিশয় ।
এ দিকেতে পর প্রেম অসম্ভব হয় ॥
স্বামিকে জানায় নিজ পতিব্রতা ধর্ম্ম ।
অসাক্ষাতে করে থাকে অপরূপ কর্ম্ম ॥
পতিরে বঞ্চনা করি নিজ মনোমতে ।
অন্য পুরুষের সহ রত বিহারেতে ॥
হায় ! স্ত্রী জাতীর রীত মানুষে কি জানে ।
দেবতা জানিতে নারে কিছু পরিমাণে ॥
শঠতা বঞ্চনা মায়া দেহ বিরচিত ।
কথায় সরল ভাব সবার জানিত ॥
অবিশ্বাসী নারী ইহা সবার বিদিত ।
যত কেন যত্নে ইহা হউক রক্ষিত ॥
তথাচ সময় পেলে নিজ মূর্ত্তি ধরি ।
প্রকাশি কামনা পূর্ণ করিবে সত্বরি ॥
ভালবাসা বলি মুখে জানায় পতিরে ।
সে সব কথার কথা জানে সর্ব্ব নরে ॥
নীচের ঔরসে হয় নীচের জনম ।
নীচ সহ বাসে ঘটে জঘন্য করম ॥

(২) সূর্য্য ।

স্বর্ণ আকরে কভু কয়লা জন্মিতে।
পারেনাকো কোন মতে জানে সকলেতে ॥
পঙ্ক হতে পঙ্কজিনী হইয়াছে জাত।
নিয়ত পঙ্কেতে বাস সকলেতে খ্যাত ॥
সেই জন্য পাপ কার্য্যে পদ্মিনীর মতি।
সেই জন্য ভালবাসে অপরের রতি ॥
দেখ দেখ কমলিনী দিবস সময়।
দিবাকরে দেখি ভয়ে কম্পিত হৃদয় ॥
যেমন কাঁপিছে এবে হেরিয়া স্বামীরে।
সে রূপ কাঁপয়ে যবে ভ্রমর বিহরে ॥
পাপ কার্য্যে ভয় হয় জানে জগজন।
পাপীর হৃদয়ে চিন্তা নহে নিবারণ ॥
পবিত্র লোকের মনে কোন ভয় নাই।
স্বচ্ছন্দে কাটায় তারা না ভোগে বালাই ॥
পাপেতে প্রবৃত্ত যবে হয়ে থাকে নর।
সে কালেতে জ্ঞান শূন্য পাপের কিঙ্কর ॥
পরে পরিতাপ ঘটে ভাবে মনে মনে।
হায়! কেন এ কুকর্ম্ম করিনু এক্ষণে ॥
পদ্মিনী এক্ষণে তাহা করিয়া স্মরণ।
চিন্তাতে অস্থির তনু উচ্চাটন মন ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের শ্লেষ রুক্মিণী সুন্দরী।
হাসিয়া উত্তর কৈল অতি ধীরি২ ॥
হে হরে হরির ভার্য্যা এই যে পদ্মিনী।
দিবাকর প্রেমে মুগ্ধ স্বামী সোহাগিনী ॥
উদয় সময় হেরি আপন কান্তেরে।
তবেত প্রফুল্ল মুখ মহা হাস্য ধরে ॥
যে কালেতে দিনমণি পশ্চিমেতে স্থিতি।
সে কালে কমল ম্লান ভাবেতে বসতি ॥
পর পুরুষের মুখ না করে দর্শন।
পরের প্রেমেতে মুগ্ধ নহে কভু মন ॥
নিশাকালে কমলিনী না পাইয়া কান্ত।
বিরহে কাঁদিতে থাকে নহে কভু শান্ত ॥
পূর্ব্বদিক রক্ত রাগ হইলে প্রকাশ।
পদ্মিনী অধরে আর নাহি ধরে হাস ॥
যদি বল ভ্রমরেরা পদ্মিনী ক্রোড়েতে।
থাকি মধুপান করে মহা হরষেতে ॥
হে নাথ ইহাতে দোষ দেও অকারণ।
কেনা জানে পুত্র হয় স্নেহেতে রচন ॥
তনয়েতে স্তন্যপান চিরকাল করে।
তার জন্যে জননীকে কেবা দোষ ধরে ॥
জল যেন পুত্র ভাবে ভৃঙ্গের বসতি।
কেন তবে মরালের হয় সেথা স্থিতি ॥
এই কথা বল যদি ওহে রসময়।
বিবেচনা করি দেখ অনুচিত নয় ॥
পুত্র হতে পৌত্র হয় সন্তান সন্ততি।
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায় বংশের বিস্তৃতি ॥
সে রূপে মরালে বাস পদ্মিনীর কাছে।
করিলে কি হবে বল, দোষ দেও মিছে ॥
পদ্মিনী যদ্যপি ভৃঙ্গ মরালের দলে।
স্থান নাহি দিত, তাড়াইয়া অবহেলে ॥
সকল রমণীকুলে পদ্মিনীর দোষে।
সন্তানেতে স্নেহ হীন এরূপ সম্ভাষে ॥
সংসারেতে অপবাদ করিত সকল।
একের দোষেতে কত জাতি নিন্দা ফল ॥
প্রাণনাথ প্রবাসেতে যবে নিজ পতি।
কর্ম্মকায উপলক্ষে করয়ে বসতি ॥
সে কালে রমণী চিত্ত যে রূপ চঞ্চল।
না হেরি কান্তের মুখ যে রূপ পাগল ॥
আহার বিহার কিছুতেই নয় সুখ।
সর্ব্বদা চিন্তাতে মগ্ন রহে অধোমুখ ॥
শান্তি বারে সে সময় চিন্তার তাড়না।
কোন রূপে প্রতীকার কিছুই দেখেনা ॥
সে কালে যদ্যপি কোলে থাকয়ে কুমার।
তা হলে হৃদয় জ্বালা নহে দুর্নিবার ॥

কমলিনী কোলে করি রাখে মধুপেরে।
আপনার মনঃক্ষোভ দূর করিবারে॥
সাধুপথ সমাশ্রয় করিছে পদ্মিনী।
লোকসমাজেতে ধন্য হইল আপনি॥
নিজপতি পরনারী প্রতি অনুরাগী॥
হইলে পত্নীর মন নিতান্ত বিরাগী॥
তখন উপায় কিছু না কেরি রমণী।
চিন্তানলে দেহ কালি করয়ে অমনি॥
পদ্মিনী পতির রীত জানে বিধিমতে।
কি করিবে পরাধীন পতির প্রেমেতে॥
দেশাচার শাস্ত্রমতে নহে এই রীতি।
পতি অনাদরে পত্নী যথা ইচ্ছা স্থিতি॥
স্বাধীন ভাবেতে রবে পতির মতন।
কাঁদিবেনা ভাবিবেনা স্বামীর কারণ॥
হে নাথ তোমারে আমি বেশী কি বলিব।
যে জানে তাহারে বলা না হয় সম্ভব॥
আপনার দোষ কেহ না করে দর্শন।
দেখিতে আপনদোষ মুদিত নয়ন॥
পরের সামান্য দোষ পেলে বড় খুসি।
ঢাকে ঢোলে কাটি পাড়ে বসে সব দিশি॥
এ নয় তোমার দোষ অখিলের পতি।
সকলেই একবাক্যে একই ভারতী।
অবিশ্বাসী নারী জন্ম সংসার ভিতরে।
শঠ-শিরোমণি নারী বলে সব নরে॥
কি আশ্চর্য্য! পুরুষের কিরূপ ব্যাভার।
যারা ভুগিয়াছে তারা নিদর্শন তার॥
চিরকাল কি জঞ্জাল বৃথা সন্দ করি।
ভাল খেলা পুরুষের প্রকাশে চাতুরী॥
হে নাথ দেখনা ভেবে ত্রেতা অতীতারে।
রামরূপে কতকষ্ট দিলে জানকীরে॥
একদিন সহবাসে ভাল কিবা মন্দ।
জেনে দূর হয়ে যায় অন্তরের সন্দ॥

কি আশ্চর্য্য! রামরাজা বড় বিচক্ষণ।
বার বার সন্দ করি সীতা নির্ব্বাসন॥
তবু সীতা বর মাগে জন্মে জন্মে যেন।
তোমার মতন আমি পাই স্বামি হেন॥
হে নাথ এরূপ নারী জনের চরিত।
লোকেতে বুঝিতে নারে দেবে অবিদিত॥
যাহোক অনর্থ বাক্য ব্যয়ে কিবা ফল।
ভাল খেলা খেলিতেছ প্রকাশিছ ছল॥
পঙ্কজিনী পঙ্কে জন্ম তাই নীচ অতি।
তোমার সিদ্ধান্ত নাথ অকাট্য যুকতি॥
যদি নীচ স্থানে হয় নলিনী উদ্ভব।
তাহলেও তুমি মূল তাহার মাধব॥
বহুদিন হইয়াছে পড়ে নাকি মনে।
স্মরণ করিয়া দিই তোমা নবঘনে॥
পূর্ব্বকালে এ পৃথিবী তোমার চরণে।
পবিত্র হইয়াছিল রেণু পরশনে॥
ত্রিলোকতারিণী যবে জন্মে সুরধুনী।
তব পদ হতে হয় উদ্ভব আপনি॥
তাহার সহিত রেণু হয়ে বিমিশ্রিত।
তবেত হয়েছে পঙ্ক ভুবনে বিদিত॥
যে পঙ্কেতে পদ্মিনীর জনম গ্রহণ।
তাহার নিদান হয় তোমার চরণ॥
হে গো বন্ধ ধরামাঝে এরূপ জিনিষ।
তোমার আশ্রয় ভিন্ন জন্মে জগদীশ!॥
তুমি সকলেতে আছ তুমি ছাড়া কেহ।
থাকিতে না পারে কভু ধরি এই দেহ॥
যখন জীবের হয় এইরূপ জ্ঞান।
ভ্রম বস্তু লাভ পক্ষে না থাকে সন্ধান।
হে কৃষ্ণ তোমারে বলি বিনয় বচনে।
বিশেষ কাছেতে আছে বীর ভীমসেনে॥
পঙ্কে দেখিয়া ভাবি ইহার নিদান।
স্মরণ করিয়া মনে জন্মিয়াছে জ্ঞান॥

সকলের অন্তরেতে যেই পীতবাস।
জীবাত্মা রূপেতে হয় যাঁহার নিবাস ॥
মনোভাব হে মাধব তাঁর বুঝিবারে।
অগোচর কিছু আছে বল দেখি মোরে ॥
আমার মনের গতি জগতের পতি।
তোমার কি অবিদিত বল হে সম্প্রতি ॥
সত্য বটে সংসারেতে নারীর গণনা।
নরের অপেক্ষা বেশী ইহা আছে জানা ॥
কিন্তু তুমি বিধিমতে বহুকাল হতে।
জেনেছ আমাকে নাথ বহু পরীক্ষাতে ॥
তোমা ভিন্ন কাকে আমি করি না দর্শন।
তোমা ছাড়া কারে আমি না করি চিন্তন ॥
যখন যে দিকে যাই তোমাকে দর্শন।
করি মন মুগ্ধ হয় সুখ-পরায়ণ ॥
পার্থিব বস্তুতে আছে তব আবির্ভাব।
হেরি আধিপত্য যত তোমার মাধব ॥
রুক্মিণী বচন শুনি রুক্মিণীর পতি।
অশ্ব হতে অবতীর্ণ হল শীঘ্রগতি ॥
স্বেদসিক্ত কলেবর তুরঙ্গম হেরি।
কৃতবর্ম্মা সম্বোধিয়া বলেন শ্রীহরি ॥
আমার বচন শুন কৃতবর্ম্মা বীর।
এখানে কাটাবো নিশি করিয়াছি স্থির ॥
অবিলম্বে সঙ্গীজনে সকল গোচরে।
ভেরী বাজাইয়া সবে জানাও সত্বরে ॥
আদেশ মাত্রেতে কৃত বর্ম্মা দ্রুতগতি।
ভেরীরবে জানাইল কৃষ্ণ অনুমতি ॥
বিনম্র বদনে সবে হয়ে হরষিত।
সে রাত্রি সেখানে তারা করয়ে বাহিত ॥
পরদিন প্রভাতেতে সাধি নিত্যকায।
গমনে আদেশ কৈল সৈন্যের সমাজ ॥
ক্রমে২ অগ্রসর ধর্ম্মরাজ পুরী।
মহাহর্ষ মনে সবে চলিছে সত্বরি ॥

যাইতে যাইতে পথে করয়ে গমন।
ক্রুরমতি হীনকর্ম্মা পশুপালগণ ॥
ব্রজবাসী ব্রজশিশু দধিভাত করে।
শৃঙ্গ হাতে গাভী সনে ধাইছে সত্বরে ॥
নানাবিধ অলঙ্কার ভুজেতে ধারণ।
মনসুখে গোষ্ঠমুখে করে বিচরণ ॥
সবল শরীর দৃশ্য অতি চমৎকার।
হাতেতে পাঁচন বাড়ি অপূর্ব্ব বাহার ॥
মাঝে মাঝে উচ্চরবে শিঙ্গারব করি।
যাইতে ইঙ্গিত করে গাভীরে সম্বরি ॥
দূর হতে দেবকীর তনয়ে হেরিয়া।
গোপালগণের হলো আনন্দিত হিয়া ॥
বলে এ যে নন্দসুত সখা হিতকারী।
সন্দেহ ইহাতে নাই দেখিনু বিচারি ॥
নবীন জলদ তনু অপরূপ শোভা।
দৃষ্টিমাত্রে কুলনারী মুনি মনলোভা ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ অপরূপ দ্যুতি।
ভকত মানস পথে যাহার বসতি ॥
হায়! বহুদিন পরে তাঁহারে দর্শন।
পেয়ে ধন্য, জানিলাম সকল জীবন ॥
কিবা সুকৃতির ফল বুঝিতে না পারি।
হারাধনে পথমধ্যে পেলেম সত্বরি ॥
বলিতে বলিতে যত গোপালের দলে।
অগ্রসর হইলেক মহা কুতূহলে ॥
সখ্যভাবে সখাবলি ধরি গলদেশে।
আলিঙ্গনে আপ্যায়িত কৈল হৃষীকেশে ॥
যে সকল দধি অন্ন নিকটেতে ছিল।
স্নেহের সহিত কৃষ্ণ বদনেতে দিল ॥
পূর্ব্বভাব স্মৃতিপথে হয়ে সমুদিত।
রাখাল সঙ্গীরা এবে ভাবেতে পূরিত ॥
বহিছে আনন্দনীর তাদের নয়নে।
অনিমেষে চাহিতেছে কৃষ্ণমুখ পানে ॥

বলিতে লাগিল স্মরি পূর্ব্বের ঘটনা।
কি জন্য মোদের সঙ্গ করিয়াছ ঘৃণা ॥
হেরহে প্রাণের সখা তোমার সাক্ষাতে।
নেত্রজলে ভাসে গাভীগণে হরষিতে ॥
উর্দ্ধমুখে মহাসুখে দেখিছে তোমায়।
কি কব তোমার গুণ বলা নাহি যায় ॥
পশুপক্ষী জীবজন্তু তোমার গুণেতে।
সকলে সন্তোষ চিত তোমাকে পাইতে ॥
হে হরে দেখনা চাহি গাভীগণ প্রতি।
লোভ রূপ ব্যাঘ্র হতে তাহারা নিষ্কৃতি ॥
পাইয়া প্রসন্ন ভাবে মনের সুখেতে।
হারা নিধি পেয়ে ব্যথা নাহি অন্তরেতে ॥
যাহোক্ জিজ্ঞাসি ভাই গোবিন্দ তোমারে।
কোথা যাইতেছ অশ্ব আরোহণ করে ॥
সঙ্গেতে তোমার কেন এতেক রমণী।
অভিপ্রায় কোন স্থানে যাবে গুণমণি ॥
কি রূপেতে কোথা হতে এ কৌস্তুভ মণি ॥
পাইয়াছ পরিয়াছ বল নীলমণি ॥
হৃদয়ে পদাঙ্ক কার করেছ ধারণ।
বনমালা কোথা তব বক্ষ বিভূষণ ॥
পরেছ কিরীট শিরে ধরি রাজবেশ।
কি জন্য এরূপ বেশ বলনা বিশেষ ॥
বিপিনবিহারী হরি ত্যজি বৃন্দাবন।
কোথা করিতেছ যাত্রা শ্রীমধুসূদন ॥
পীত ধড়া পীতবাস নহে পরিধান।
কর্ণেতে কুণ্ডল কেন নহে বিদ্যমান ॥
ব্রজগোপালের কথা শুনি কৃষ্ণধন।
অন্তর পুলকে পূর্ণ হইল তখন ॥
স্নেহ ভাবে তা সবারে করি আলিঙ্গন।
হস্তিনা গমন ইচ্ছা বলিল তখন ॥
এমন সময়ে সেথা কতগুলি নারী।
হাতে দীপ দধিপাত্র হৈল আগুসারি ॥
কৃষ্ণ দর্শনের তরে হয়ে কৌতুহল।
গৃহ কার্য্য পরিহরি এলো সেই স্থল ॥
গৃহ মার্জ্জনের কার্য্যে নিয়োজিত যারা।
সম্মার্জ্জনী পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ॥
বিলম্ব হইলে পাছে কৃষ্ণ দরশন।
নাহি হয় এই জন্য উৎকণ্ঠিত মন ॥
তাহাদের ব্যস্তভাব হেরিয়া তখন।
যাহারা করিতে পারে তাদের শাসন ॥
বলিতে লাগিল হায় একি কর্ম্মভোগ।
ত্যজি গৃহকার্য্য এবে অপূর্ব্ব সংযোগ ॥
পাট ঝ্যাট্ রৈল পড়ি করে হুড়াহুড়ি।
কোথা যাও উর্দ্ধশ্বাসে করি রড়ারড়ি ॥
ঘরেতে অজস্র ধূলি পড়িয়া রহিল।
পরিষ্কার নাহি করি কোথা যাবে বল ॥
বিশেষ ধূলতে দেহ হয়েছে মিশ্রিত।
এ বেশেতে লোকালয়ে যাওয়া অনুচিত ॥
এমন কদর্য্যবেশে লোকের সমাজে।
যাইতে হতেছে ইচ্ছা হেরি মরি লাজে ॥
শুনিয়া তাহার কথা হাসিয়া তখন।
বলিতে লাগিল তারে মৃদুল বচন ॥
আমার বচন শুন শুন ঠাকুরাণী।
আগে জল দিয়া গৃহে লয়েছি মার্জ্জনী ॥
কাযে কাযে ধূলা সব তাহাতে মিশ্রিত।
কোনরূপে নষ্ট নহে এ ঘোর অদ্ভুত ॥
আমার মলিন গাত্র কর্ম্মের কারণ।
কোন রূপে মলিনতা নহে নিবারণ ॥
মিছা মায়াবশে ছার ভৌতিক জীবন।
মলমূত্র রূপে যার হয়েছে রচন ॥
চিরকাল মলিনতা যাহার ভূষণ।
তাহা পরিষ্কার পক্ষে করেছি যতন ॥
গোবিন্দের দৃষ্টি হলে রজময় দেহ।
নিশ্চয় নির্দ্দোষ হবে নাহিক সন্দেহ ॥

যেথানে যাইলে জল শুকভাব করে।
শিলা কাষ্ঠ সব মুক্ত তাঁহার গোচরে ॥
স্খলিত ব্যথিত এই পতিত জীবন।
দর্শনে পবিত্র হবে আমার মনন ॥
বৈরাগ্য আশ্রয় করি ত্যজি গৃহবাস।
অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়ে পুরাইতে আশ।
যাহার কারণে লোকে সর্ব্বত্যাগী হয়।
তার কাছে বেশ ভূষা সামান্য নিশ্চয় ॥
লজ্জাভয় কুলশীল যাঁহার চরণে।
সমর্পিয়া মুক্ত হলো যত গোপীজনে ॥
এতেক বলিয়া ধনী উর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
যে থানেতে কৃষ্ণচন্দ্র সে খানে ত্বরায় ॥
উপনীত মনোমত হেরি নিত্যধন।
দুনয়নে দরদর ধারায় বর্ষণ ॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
ক্রমেতে রমণীসব অগ্রসর হয় ॥
গৃহকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সকলেতে।
একমনে একদৃষ্টে কৃষ্ণেরে হেরিতে ॥
কোন ধনী নবনীত লইয়া করেতে।
করেছে মনের আশা শ্রীকৃষ্ণকে দিতে ॥
গোময় লইয়া করে কুলের কামিনী।
গৃহ বিলেপন কার্য্যে রত ছিল যিনি ॥
সর্ব্বাঙ্গ গোময় মাখা অতি দ্রুতগতি।
কৃষ্ণচন্দ্র হেরিবারে ব্যস্ত মন অতি ॥
এইরূপে দলে দলে রমণী সকলে।
কৃষ্ণ হেরিবারে ধায় মহাকুতুহলে ॥
একজন করে লয়ে সদ্য নবনীত।
কৃষ্ণচন্দ্রে দিবে বলি বড়ই বাঞ্ছিত ॥
অতঃপর হয়ে বলে শুন ভগবান।
যে রূপেতে যশোদার করেছ সম্মান ॥
আমার বাসনা এই শুন গুণনিধি।
নবনী গ্রহণ করি বাঞ্ছা পূর্ণ যদি ॥
কর বাঞ্ছা কল্পতরু তবে পূর্ণ কাম।
তা না হলে জানিলাম বিধি মোরে বাম ॥
সংসারে যে সব দ্রব্য দেখিবারে পাই।
সর্ব্বত্রে বিরাজ তুমি আছ সর্ব্ব ঠাঁই ॥
তুমি সকলের মূল অনাদি কারণ।
তোমার আশ্রয়ে আছে নিখিল ভুবন ॥
দিবারাত্র বার তিথি যুগান্ত সময়।
সমভাবে বিরাজিছ তুমি গুণময় ॥
কখন মায়াতে তনু কর আবরণ।
কখন দৃষ্টির অগ্রে হও সংগোপন ॥
কভু মায়াতীত হও জ্ঞানের অতীত।
কখন মধুর মূর্ত্তি ধরি উপনীত ॥
কভু চতুর্ভুজ হও প্রকৃতি সনেতে।
পুরাতে ভক্তের সাধ বিভিন্ন দেহেতে ॥
এইরূপে স্তবস্তুতি করি নারীগণে।
পাইল পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ॥
চিত্রের পুতলীপ্রায় স্থিরভাব ধরি।
দাঁড়াইল নারী সবে হেরি সে মাধুরী ॥
ভুবনমোহন রূপ যোগীর কামনা।
দেখি নারীজনে মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজনা ॥
গৃহকর্ম্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা সব পাশরিল।
জন্ম মৃত্যু রোগ শোক সব দূরে গেল ॥
আনন্দ ময়ের মূর্ত্তি হেরি আনন্দিত।
ভক্তের হৃদয় পদ্ম হল প্রফুল্লিত ॥
নতশিরে নমস্কার গোবিন্দ চরণে।
করি দাঁড়াইল সবে ভক্তিযুক্ত মনে ॥
কর্ম্মক্ষয় ভব পাশ হল বিমোচন।
দর দর ধারা বহে নয়নে তখন ॥
মনেতে বিস্ময় ঘোর হইল উৎপত্তি।
পথ ঘেরি সব নারী করিলেক স্থিতি ॥
এ দিকেতে কৃষ্ণচন্দ্র দিয়া দরশন।
ক্রমেতে কালিন্দী তটে উপনীত হন ॥

দেখেন যোজন যুড়ি সেই রম্যবন।
স্বভাবের কত শোভা না হয় বর্ণন॥
নিস্তব্ধ পবিত্র ভাব করিয়া ধারণ।
হরিপদ চিন্তা যেন করে অনুক্ষণ॥
নাহি কোন কলরব গভীর গর্জ্জন।
হিংসাদ্বেষ বিবর্জ্জিত শান্তি নিকেতন॥
হেরিয়া বনের শোভা প্রভু বনমালী।
পাইল পরম প্রীতি অতি কুতুহলী॥
সৈন্যগণ প্রতি এই করিল আদেশ।
সকলে আমার বাক্য শুনহ বিশেষ॥
দেখ রম্য উপবন কালিন্দী কুলেতে।
বিশেষ তোমরা শ্রান্ত দূর গমনেতে॥
এসময় শ্রান্তিদূর হয় সমুচিত।
অতএব কিছুক্ষণ সময় যাপিত॥
করিয়া সকলে চল হাস্তনার প্রতি।
তা হলে না হবে ক্লেশ পাবে বড় প্রীতি॥
সকল সুহৃদে ডাকি বলেন তখন।
কিঞ্চিৎ সময় সবে করহ ক্ষেপণ॥
বিশেষ সঙ্গেতে বহু গুরুজন আছে।
দেবকী রোহিণী আদি আসিতেছে পাছে॥
সকলের শ্রান্তিদূর হওয়া সুসঙ্গত।
ইহা হতে ধর্ম্মপুরী নহে বহুপথ॥
কৃষ্ণের আদেশে যত অনুচরগণ।
পুরনারী আদি করি আনন্দে মগন॥
লভিল বিশ্রাম সুখ পবিত্র স্থানেতে।
আনন্দে স্রোতেতে সবে লাগিল ভাসিতে॥
সবাকার শ্রান্তি দূর হেরিয়া কেশব।
বলিতে লাগিল সবে কালোচিত সব॥
শুন শুন সৈন্যগণ আত্মীয় স্বজন।
হস্তিনা এখন নহে দূর কদাচন॥
অতএব সুসজ্জিত প্রস্তুত হইতে।
বিলম্ব করোনা সবে সেখানে যাইতে॥
আপন কর্ত্তব্য সবে করিবে সাধন।
সাবধানে রহিবে সে ধর্ম্মের সদন॥
যশ অপযশ পক্ষে করো দৃষ্টিপাত।
কর্ত্তব্য কর্ম্মের পক্ষে না হয় ব্যাঘাত॥
জননী দেবকী আর রোহিণী উদ্দেশে।
বলিতে লাগিল হরি বিনয় সম্ভাষে॥
ধর্ম্মের যজ্ঞেতে এবে হস্তিনাপুরীতে।
তোমরা করিছ যাত্রা আনন্দিত চিতে॥
সেখানে আছেন কুন্তী ধর্ম্মের জননী।
সকলের মাননীয় পাণ্ডুর রমণী॥
বসুদেব সহোদরা জগতে যে খ্যাত।
সংসারে তাঁহার নাম সবে পরিচিত॥
বিধিমতে সমাদর করিবে তাঁহারে।
যজ্ঞের সাহায্য করো থাকি অন্তঃপুরে॥
অন্য যত বয়োবৃদ্ধ পুরনারীগণ।
সমুচিত সমাদরে করিবে বর্দ্ধন॥
অরুন্ধতী অনুসূয়া আদি যত নারী।
অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি পাত্র সে সবারি॥
প্রদক্ষিণ নমস্কারে কৃতাঞ্জলি পুটে।
আজ্ঞাকারী ভাবে রবে তাঁদের নিকটে॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শঠ নিশঠ প্রভৃতি।
সকলে করিছ যাত্রা হস্তিনার প্রতি॥
আমার বচন শুন যত বীরগণ।
তোমাদের কার্য্য আমি করি নির্দ্ধারণ॥
আপনার বীরত্বেতে জগতেতে খ্যাতি।
তোমরা পেয়েছ মান বীরের সংহতি॥
সংগ্রামে বিপুল শক্তি দেখাইছ সবে।
তোমাদের পরাভব অন্যে না সম্ভবে॥
কিন্তু জেনো ধর্ম্মরাজ যজ্ঞের কারণে।
ভিন্ন২ দেশ হতে বহু বীরগণে॥
নিমন্ত্রণে আসিবেন ইহা সুনিশ্চিত।
নিরন্তর জনস্রোত হবে প্রবাহিত॥

মহা কলরবে পুরী হবে নিনাদিত।
বীরতেজে রবি তেজ হবে অস্তমিত॥
কালান্ত কালের মত বিকট আকার।
আসিবেক কত লোক সংখ্যা করা ভার॥
দৃষ্টি স্থির উচ্চশির উন্নত বদন।
বদ্ধ পরিকর যত শূর সৈন্যগণ॥
তোমরা যাইয়া সবে মণ্ডল আকারে।
যজ্ঞভূমি প্রহরিবে থাকি চারিধারে॥
ধর্ম্মের চৌদিক্ ঘেরি রহিবে নিরত।
সাবধান যেন ত্রুটি না হয় নিশ্চিত॥
এরূপে করিলে কার্য্য রাজার গৌরব।
রক্ষা পাইবেক জেনো যত বীর সব॥
সেকাল পর্য্যন্ত শোভা বীরগণ সাজে।
ততকাল বীরগণ বীরত্বে গরজে॥
কিন্তু বীর অগ্রগণ্য অর্জ্জুনে দেখিলে।
তখনিত পরাভব হইবে সেকালে॥
পুষ্কর প্রভাস আর পুণ্য দ্বারাবতী।
কাশী নীলাচল ক্ষেত্র পুণ্যের সংহতি॥
বৃন্দাবন পুণ্যধাম অযোধ্যা নগরী।
এ সকল পুণ্যস্থান বিদিত সবারি॥
কিন্তু ত্রিলোকেতে জেনো পতিতপাবনী।
সকলের শ্রেষ্ঠ হয় তীর্থ চূড়ামণি॥
যতকাল লোক মাঝে ত্রিলোকতারিণী।
প্রকাশিত নাহি হয় পতিত পাবনী॥
ততকাল তীর্থস্থান আপন মহিমা।
প্রকাশ করিতে পারে গুণাতীত সীমা॥
অতএব কিরীটীরে দেখিলে তখনে।
নতশিরে সম্মানিবে আমার বচনে॥
প্রদ্যুম্ন তোমাকে বলি সমুচিত বাণী।
আমার আদেশ ব্যর্থ কখন করনি॥
যে রূপেতে দ্বারাবতী সতর্কভাবেতে।
রক্ষা করে থাক বীর আমার কথাতে॥
এখন হয়েছ কৃতী সুযোগ্য বয়েস।
অতএব তোমা প্রতি বলিছে বিশেষ॥
নিজ অধিকার স্থানে আপন প্রভুতা।
কভু বাড়ে কভু কমে না থাকে সর্ব্বথা॥
কিন্তু এ ধরমপুরে বিশেষ দৃষ্টিতে।
চতুর্দ্দিক্ দেখিবারে হয় সমুচিতে॥
সাবধান কোনরূপে ত্রুটি নাহি হয়।
সকলে আপন কার্য্য জানিহ নিশ্চয়॥
মান অভিমানে দিয়া জলাঞ্জলি সবে।
আপনার হাতে কার্য্য সকলি করিবে॥
অন্যের অপেক্ষা করি সময় ক্ষেপণ।
করনা হে কামদেব রেখোহে বচন॥
অন্যেতে নির্ভর করি যেই নিজ কায।
সাধিতে করয়ে ইচ্ছা সেই পায় লাজ॥
দেখিতে আপন কায আপন চক্ষেতে।
যেই ভাবে অপমান আপন মনেতে॥
ইহাতে গৌরব খর্ব্ব যেই মনে করে।
নিতান্ত দুর্নাম তার করে থাকে নরে॥
আপনার দাস্যবৃত্তি প্রার্থনীয় যার।
কমলার কৃপা তার প্রতি অনিবার॥
সব নরে সমাদরে শত্রুমিত্র জন।
সব বশীভূত হয় এমনি ঘটন॥
বিশেষ উৎসব কালে আপন বাটীতে।
যেই করে দেখাশুনা নিজের চক্ষেতে॥
মান অভিমান পদ সব তুচ্ছ করি।
সকলেরে সমাদরে হীন ভাব ধরি॥
তাহার গৌরব বাড়ে নামযশ হয়।
কৌশলে প্রাধান্য লাভ জানিহ নিশ্চয়॥
বড় হতে ইচ্ছা যার আছয়ে মনেতে।
আগে ছোট হওয়া চাই সবার অগ্রেতে॥
তবে কার্য্য সিদ্ধ হয় লোকে কয়ে বড়।
বুঝিবারে পারে সেই বুদ্ধি যার দড়॥

যাহোক্ চতুর তুমি বড় বুদ্ধিমান।
তোমাকে অধিক আর না করি বাখান ॥
তোমার জননী আর সত্যভামা প্রতি।
আমার আদেশ বার্ত্তা জানাবে সম্প্রতি ॥
ধর্ম্মপুরে বিরাজিছে আমার ভগিনী।
সুভদ্রা নামেতে ধনী নারী শিরোমণী ॥
পাণ্ডব গেহিনী তিনি জানে সর্ব্বলোক।
যাঁহারে হেরিলে ঘুঁচে যত দুঃখ শোক ॥
বিধিমতে ভগিনীরে মনের সান্ত্বনা।
করিবারে সত্যভামা রুক্মিণী দুজনা ॥
যাইবেন সকলের অগ্রেতে তাঁহারা।
দেখিলে সন্তুষ্ট হবে ভদ্রা দেবী ত্বরা ॥
যাহোক্ সবার অগ্রে হস্তিনা পুরীতে।
উচিত আমার যাওয়া ধর্ম্মেরে হেরিতে ॥
মোর জন্য সচিন্তিত ধর্ম্মের মানস।
চিন্তাজাল সমাচ্ছন্ন বদন বিরস ॥
প্রমাদ গণিছে কত আমারে না হেরি।
ভাবিছে অনিষ্ট কত ঘটিবে সত্বরি ॥
বিশেষ এ অশ্বমেধ কঠিন ব্যাপার।
কি জানি আপদ ঘটে ভাবি অনিবার ॥
অতএব অগ্রসর হইতেছি আমি।
সসৈন্যে প্রদ্যুম্ন হও মোর অনুগামী ॥
আত্মীয় স্বজন যত এসেছে সঙ্গেতে।
সকলে করিবে যাত্রা ভীমসেন সাথে ॥
তুমি ভীমসেন দোঁহে লয়ে সকলেরে।
সত্বরে করিবে যাত্রা ধর্ম্মরাজ পুরে ॥
এই বলি বনমালী অশ্বে আরোহণ।
করি হস্তিনার প্রতি করিল গমন ॥
সঙ্গেতে সামান্য মাত্র অনুচর চলে।
মহাহর্ষে ধায় সবে যদু দলবলে ॥
অগ্রগামী অন্তর্যামী হেরিয়া হরিরে।
পাইল পরমানন্দ নাগরিক নরে।
হর্ষ গদগদ হয়ে সবে অগ্রসর।
কৃষ্ণের নিকটে চলে পবিত্র অন্তর ॥
ব্রাহ্মণ যাজ্ঞিক যত সমাজের নেতা।
অগ্রে তাঁরা অগ্রসর হইল সর্ব্বথা ॥
বিনয় বচনে বলে বাসুদেব প্রতি।
শুন দেব হৃষীকেশ মোদের মিনতি ॥
সংসারে মানব দেহ করিয়া ধারণ ॥
ক্রিয়া কর্ম্ম জপ তপ ধরম সাধন ॥
অগ্নিষ্টোম আদি করি কত শত যাগ।
করিয়াছি কত সংখ্যা নাহি মহাভাগ ॥
কিন্তু কামনার ফল কিছু নাহি চাই।
তোমারে পাইলে স্বর্গ জঞ্জাল বালাই ॥
গোলোক বৈকুণ্ঠ কিম্বা অন্য কোনস্থানে।
থাকিতে বাসনা নাই তোমার বিহনে ॥
যাজ্ঞিকের যজ্ঞ তুমি কর্ম্ম কর্ম্মীজনে।
সন্ন্যাসী জনের হও সন্ন্যাস ধারণে ॥
বৈরাগীর পক্ষে তুমি বৈরাগ্য কেবল।
বেদ পুরাণের তুমি একই সম্বল ॥
যোগী জ্ঞানী ভক্ত সাধু সকলের মনে।
মোহন মূরতি ধরি আছ অনুক্ষণে ॥
গোলোক বিহারী হরি মোদের মিনতি।
তোমার সান্নিধ্য হতে যেন দূরে স্থিতি ॥
কভু নাহি হতে হয় কর্ম্মের বিপাকে।
তোমারে পাইয়া যেন থাকি মহাসুখে ॥
হায় এতকাল হোম অগ্নি উপাসনা।
বৃথা করিলাম মোরা ভুঞ্জিনু লাঞ্ছনা ॥
জানিলাম বহ্নি অতি শঠ শিরোমণি।
ঘৃতাহুতি পেয়ে তবু শান্ত নন তিনি ॥
নিজে কৃষ্ণবর্ণ শিখা করিয়া ধারণ।
আমাদের দৃষ্টিদোষ ঘটান তখন ॥
হইলে কলুষ দৃষ্টি সুন্দর দর্শনে।
কেবা দেখিবারে পারে অখিল ভুবনে ॥

বিশেষ অর্থের দেখ শতজিহ্ব নাম।
সুতরাং তার চেয়ে ক্রূর অনুপায় ॥
আর কে হইতে পারে সংসার মাঝারে।
দুই জিভ সাপ দেখ কত হিংসা করে ॥
তার চেয়ে পাঁচ জিভ যার হয় বেশী।
সে জনের মত কেবা আছে অবিশ্বাসী ॥
শুনিয়া এহেন বাণী অন্য দ্বিজ কয়।
কেন মিছামিছি দোষ বল্ছ অতিশয় ॥
কারু দোষ নাহি ইথে মোদের কপালে।
দুর্ভাগার ভাগ্যে সুখ আছে কোনকালে ॥
যদি মোরা কর্ম্ম ফল কৃষ্ণে সমর্পণ।
করিতাম তবে কৃষ্ণে পেতেম তখন ॥
যাহোক্ যা হইবার হইয়াছে তাহা।
" গতস্য শোচনা নাস্তি " ঘটিয়াছে যাহা ॥
এখন যজ্ঞের পুণ্য যত উপার্জ্জন।
হইয়াছে কৃষ্ণপদে করহ অর্পণ ॥
স্বর্গে প্রয়োজন নাই কিছার গোলোক।
পুণ্যক্ষয় হলে পুন এই নরলোক ॥
হেথা বারে বারে আসিবারে আছে সুনিশ্চিত।
অতএব স্বর্গসুখ নহে অভিপ্রেত ॥
এখন হরিকে পেয়ে মনের সুখেতে।
নির্ভয়ে কাটাবো কাল নিশ্চিন্ত মনেতে ॥
এই কথা বলাবলি করিয়া সকলে।
ভক্তিতে লোটায়ে পড়ে হরি পদতলে ॥
বলে দেব রক্ষাকর অধম কিঙ্করে।
তোমা বিনা গতি নাই এভব সাগরে ॥
আমরা সন্ন্যাসী ;—ধনে নাহি প্রয়োজন।
এক মাত্র লক্ষ্য দেব তোমার চরণ ॥
যেন আর বার বার জনম মরণ।
ভবের যাতনা ভোগ হয়না কখন ॥
পেয়েছি অশেষ ক্লেশ ভুগেছি বিশেষ।
দয়াময় ব্যতিরেকে কোথা গতি শেষ ॥

ব্রাহ্মণের স্তবস্তুতি কাতর মিনতি।
বিশেষ চরণ তলে করিয়েছে স্থিতি ॥
হেরি হরি শ্রীমুরারি কৈল নমস্কার।
আশ্চর্য্য মানিল যত দ্বিজের কুমার ॥
বলিতে লাগিল সবে বিনয় বচনে।
আমাদের দুঃখ দূর কর নারায়ণে ॥
তুমি নারায়ণ হও দেবের প্রধান।
তোমার আশ্রয়ে বিশ্ব করে অবস্থান ॥
ইচ্ছায় করহ সৃষ্টি স্বেচ্ছা অবতার।
তোমার মহিমা সীমা সংখ্যা করা ভার ॥
নারায়ণ এই বাক্য রসনা হইতে।
যেন কোন রূপে বদ্ধ নয় উচ্চারিতে ॥
অই নাম জপমন্ত্র অই আরাধনা।
উহা ভিন্ন আর কিছু করিনা কামনা ॥
বাক্য কিম্বা মনে যাঁরে না হয় ধারণা।
সেই পূর্ণব্রহ্ম নমে এক বিড়ম্বনা ॥
হায়! সুকৃতির ফল জানিনু এখন।
বেদান্ত বেদাঙ্গ বেদ ষড় দরশন ॥
আগম নিগম আর সংহিতা সকলে।
যাঁহার স্বরূপ জ্ঞানে অজ্ঞ চিরকালে ॥
সেই হরি সাক্ষাতেতে করিনু দর্শন।
দর্শন সফল হলো সার্থক জীবন ॥
যাঁরে পাইবার জন্য কোটীং যোগী।
অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যেজি কেবল বৈরাগী ॥
সংসারের প্রলোভনে নাহি দৃষ্টিপাত।
সে কংশারি আজি মোরা করিনু সাক্ষাৎ ॥
প্রণব বেদের বীজ যাঁর শ্রীচরণ।
পাইবার জন্য সদা সচিন্তিত মন ॥
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিতে পারি।
অদ্যাপি চরণমূল রহিয়াছে ধরি ॥
দ্বিজগণ বাক্য শুনি প্রভু ভগবান্।
বলিতে লাগিল সবে উচিত বিধান ॥

সন্ন্যাসী গণের কার্য্য সন্ন্যাস আশ্রয়।
সর্ব্বত্যাগী স্পৃহাশূন্য সব ব্রহ্মময়॥
আপনার ইষ্টদেব বিষ্ণু আরাধনা।
ব্রহ্ম বস্তু লক্ষ্য ভিন্ন কিছুই থাকেনা॥
ধ্যানবলে যোগ শক্তি প্রভাবে সতত।
সংসার বিষ্ণুতে ব্যাপ্ত ইহা অবগত॥
তোমাদের জ্ঞান সহ জ্ঞেয় ব্রহ্ম শক্তি।
মিসিয়াছে সুতরাং পাবে শেষ মুক্তি॥
হংস তুল্য ধবলিত বিশুদ্ধ আচারে।
ধরণী হয়েছে ধন্য নির্ম্মল ব্যাভারে॥
আমি কৃষ্ণ এক্ষণেতে ধর্ম্মরাজ পুরে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ জন্য যেতেছি সত্বরে॥
তোমরা সেখানে সবে হলে উপনীত।
সত্বরে আমার সহ হইবে মিলিত॥
এই কথা বলি বনমালী ত্বরা করি।
হস্তিনা উদ্দেশে চলে বাঞ্ছাকল্প হরি॥
যে কালেতে রাজপথে করেন গমন।
প্রাসাদ উপরে থাকি যত নারীজন॥
আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্র যৌবন গরিমা।
চারু পরিচ্ছদে শোভে রূপরাশি সীমা॥
নটবর সে নাগরে হেরি নারীজনে।
এই কথা বলাবলি করিল তখনে॥
ভকতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে।
হইল উদয় কৃষ্ণ ধর্ম্মের আগারে॥
সর্ব্বফল দাতা পাতা জগৎ পালক।
ভবার্ণব পার পক্ষে যিনিই পারক॥
কমললোচন কৃষ্ণ শঠ শিরোমণি।
মায়াবী কপটী ঘোর ধূর্ত্তের অগ্রণী॥
অবলাকুলের জেনো একমাত্র পতি।
চেয়ে দেখ সেই হরি এলো দ্রুতগতি॥
অধরে ঈষৎ হাস্য মধুর ভঙ্গিমা।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম লোকাতীত সীমা॥
বঙ্কিম নয়নে সদা কটাক্ষের যোগ।
চরণ তলেতে শোভে ভকত সংযোগ॥
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম সুন্দর বরণ।
খঞ্জন জিনিয়া চারু চঞ্চল নয়ন॥
পরিধান পীতবাস শ্রীনিবাস ঐই।
হেরিয়া চঞ্চল চিত কি হইল সই॥
বুঝিলাম এইরূপ মদনমোহন।
হেরি কুলশীল সব ত্যজে গোপীজন॥
এই জন্য কলঙ্কিনী শ্রীরাধা সুন্দরী।
সকলের আকিঞ্চন গোলোকবিহারী॥
শুনিয়া নারীর বাক্য শত্তলী তখন।
ঈষৎ হাসিয়া বলে মধুর বচন॥
ওই যে কৃষ্ণের রূপ হেরিয়া সকলে।
তরঙ্গে ভাসাতে দেহ ইচ্ছা অবহেলে॥
নবীন পুরুষ নহে আমি ভাল জানি।
পুরাণ পুরুষ বলি শাস্ত্রেতে বাখানি।
প্রণয়ের উপযুক্ত ভেবোনা কখন।
প্রাচীনের প্রতি রতি কেন অকারণ॥
বয়সের অনুরূপ সহবাসে সাধ।
হতে পারে তার জন্যে নহে পরমাদ॥
কি সুখ পাইবে বল ভজি কৃষ্ণধনে।
যুবতী কি সুখী হয় বৃদ্ধ পরশনে॥
কৃষ্ণের সম্ভোগ বাঞ্ছা করে থাকে যারা।
স্পর্শমাত্র মুক্তিপদ পেয়ে থাকে তারা॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ বৃদ্ধি! কিছুই না ঘটে।
প্রত্যুত প্রমাদগণে পড়িয়া সঙ্কটে॥
ষোড়শ সহস্র নারী যাহার কারণে।
কৃষ্ণে মন প্রাণ সব করিল অর্পণে॥
কি হলো তাদের সুখ বলিতে না পারি।
মনসুখে উপভোগ না হলো কাহারি॥
তাই বলি বৃদ্ধ কৃষ্ণে কেন আকিঞ্চন।
ভজিলে না সুখ পাবে শুন নারীগণ॥

শেষেতে কাঁদিতে হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি।
কৃষ্ণের প্রণয়ে ফল বুঝ মনে ধরি॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে।
অনায়াসে হৃষীকেশে ভজহ সকলে॥
পরমার্থ মুক্তিপদ হবে হস্তগত।
যোগী ভক্ত সাধকের যাহা নিত্যব্রত॥
মনেতে বিচার করি দেখ নারীজনে।
যৌবন সীমাতে সবে রয়েছ এক্ষণে॥
যৌবনের উপভোগ উচিত এখন।
প্রণয়ের সুধাসিন্ধু করিতে মন্থন॥
যদি সে পক্ষেতে দোষ অনুচিত বোধ।
হয়ে থাকে তবে শুন মোর অনুরোধ॥
এখনি ভক্তিতে নত ভকতের ধনে।
হয়ে বিলুণ্ঠিত থাক শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥
ভবের যাতনা সব হবে নিবারণ।
সহজে নির্ব্বাণ পদ পাবে নারীজন॥
পরমার্থ প্রাপ্তি পক্ষে যাদের কামনা।
স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ নাহি বিবেচনা॥
যুবতী প্রাচীনা নাই শ্রীকৃষ্ণ পাইতে।
তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে যাহাদের চিত্তে॥
অনাদি কারণ যিনি জগৎকারণ।
ইচ্ছাতেই সৃষ্টিস্থিতি যাঁর প্রয়োজন॥
তাঁর তুল্য বৃদ্ধ কেবা আর হতে পারে।
মনে মনে বিবেচনা করি দেখ তাঁরে॥
দেবকী নন্দন নব্য মদনমোহন।
বলিয়া যাঁহারে সবে করেছ চিন্তন॥
সেই জগতের পিতা এবে নন্দসুত।
নন্দের ভক্তিতে তাঁর গৃহেতে পালিত॥
সকলি কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
সেই সে বুঝিতে পারে সদয় যাঁহারে॥
কুরূপ কুব্জা দেখ কৃষ্ণের কামিনী।
জাম্ববতী ঋক্ষকন্যা কৃষ্ণ প্রণয়িনী॥
সুরূপ সুন্দর বেশ এতেক রমণী।
জগতে সকলে জানে কৃষ্ণ প্রণয়িনী॥
কিন্তু দেখ হৃষীকেশ তাতে নহে রত।
স্বেচ্ছাতে বিহরে প্রভু নিজ ইচ্ছামত॥
সাধনার বলে কুব্জা হৈল প্রণয়িনী।
কর্ম্মগুণে প্রণয়িনী বানরনন্দিনী॥
কখন কাহার প্রতি তাঁর দয়াভাব।
কোথা তাঁর আবির্ভাব কোথা তিরোভাব॥
তাঁর মন কার্য্য ইচ্ছা গতি কোন খানে।
কেহই নির্ণীতে নারে না পায় সন্ধানে॥
প্রকাশি অসীম দয়া কাহার উপরে।
নিষ্ঠুরের একশেষ হন অতঃপরে॥
সদয় নিদয় তাঁর জানা নাহি যায়।
যাঁহারে জানান তিনি, সেই জানে হায়॥
বলিতে বলিতে যবে কৃষ্ণ অগ্রসর।
নমস্কার কৈল সব রমণী সত্বর॥
কৃষ্ণে অগ্রসর হেরি যত বন্দীগণ।
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে করিল মনন॥
সকলের মধ্যে যেই বয়সে প্রাচীন।
স্তবস্তুতি বর্ণনায় নহে বোধ হীন॥
শ্রীপতিকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিল।
বহু দিন পরে জন্ম সফল হইল॥
কৃতার্থ ইন্দ্রিয় হলো কৃতার্থ বাসনা।
দাসের দুর্গতি নাথ বারেক হেরনা॥
দানবারি কৃপাবারি করেক বিতর।
সহেনা ভবের ক্লেশ অসহ্য বিস্তর॥
রিপুর তাড়না আর মায়ার শকতি।
পারিনা সহিতে প্রভু অখিলের পতি॥
বৃথা রঙ্গরসে দিন করিয়াছি ক্ষয়।
প্রাচীন বয়স এবে পাইতেছি ভয়॥
বাল্যকাল ক্রীড়াচ্ছলে হয়েছে অতীত।
যৌবন তরঙ্গে রঙ্গ করেছি নিয়ত॥

এবে জরাজীর্ণ তনু গতি শক্তি হীন।
কি রূপে উদ্ধার পাব ভাবি দিন দিন ॥
কৃতান্ত কঠোর দূত রয়েছে শিয়রে।
স্মরিলে বিকট মূর্ত্তি ফাঁফর অন্তরে ॥
হে মুরারি দানবারি কংশারি আসিয়া।
পদার্পণে ধরাধাম পবিত্র করিয়া ॥
দর্শনে পাপীর মনে দিয়া আশা দান।
ভবের যাতনা হতে কর পরিত্রাণ ॥
বুঝিলাম আজি তব শ্রীচরণ হেরি।
পাতকী হইবে সুখী যন্ত্রণা পাশরি ॥
ভবার্ণব পার পক্ষে না থাকিবে শঙ্কা।
শ্রীচরণ তরী পেয়ে বাজাইবে ডঙ্কা ॥
মদ মোহ আদি করি দুশ্চিকিৎস্য রোগে।
এতকাল জীবলোকে নানা ক্লেশ ভোগে ॥
বহুকাল রোগ চিহ্ন হয়েছে নির্ণীত।
ঔষধি সুবৈদ্য ভিন্ন নহে নিবারিত ॥
পথ্যের ব্যবস্থা কেবা করিবেক স্থির।
ভেবে চিন্তাতুর জীব ফেলে অশ্রুনীর ॥
বুঝিলাম ভব রোগ হবে অবসান।
কৃষ্ণ বৈদ্য দয়া করি এবে বিদ্যমান ॥
নামৌষধি সেবনেতে রোগ প্রতীকার।
অবশ্য হইবে নাহি সন্দেহ তাহার ॥
ভক্তি অনুপান সহ করিলে সেবন।
আধি ব্যাধি দূর দেশে পলাবে তখন ॥
সাধুসঙ্গ সুব্যবস্থা এরোগ পক্ষেতে।
এর চেয়ে ভাল পথ্য না পাই হেরিতে ॥
যে রোগী এ পথ্য লাভ করে একবার।
তাহার রসনা জানিয়াছে রস তার ॥
ভাল মতে উপকার নিজ পরীক্ষাতে।
বুঝিয়াছে সেই ব্যক্তি কি গুণ ইহাতে ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা বিরিঞ্চিকে জগতের জনে।
অনাদি প্রাচীন বলি কহয়ে বর্ণনে ॥

কিন্তু চিন্তা কিছুকাল করিলে মনেতে।
সহজে সন্দেহ রাশি হবে দূরীভূতে ॥
নীল-কমলের নাভি কমল হইতে।
পদ্মযোনি জন্মিয়াছে জানে জগতেতে ॥
সুতরাং বিষ্ণু হতে ব্রহ্মা পুরাতন।
আদি ব্রহ্ম কভু নব্য নহে কদাচন ॥
পিতামহ পিতা হন জগতের পতি।
গোলোক-বিহারী হরি সর্ব্বত্রেই স্থিতি ॥
যে চিনেছে চিন্তামণি সে বলিতে পারে।
কার পিতা পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ সংসারে ॥
মায়ারূপে মায়াতীত যবে অবতার।
তবে পিতা তবে পুত্র সম্বোধন তাঁর ॥
বাস্তবিক স্থূল মর্ম্ম কেশবে কে জানে।
ইনি কার, কি সম্বন্ধ কোথা বিদ্যমানে ॥
তন্ন তন্ন করে দেখ শাস্ত্রের যুকতি।
যোগী ঋষি জিজ্ঞাসহ তাদের প্রতীতি ॥
মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলে সকলেতে।
পুরাতে ভক্তের সাধ হরি অবনীতে ॥
যখন যে রূপ হেরি বারে যার সাধ।
সেই মূর্ত্তি দেখাইয়া নাশয়ে বিবাদ ॥
তবে যে অসংখ্য নামে দয়াময় হরে।
সংসারেতে প্রকাশিত সবার গোচরে ॥
ইহার কারণ আর অন্য কিছু নয়।
নামের মাহাত্ম্যে নাশ বিপদের চয় ॥
কার্য্য সিদ্ধি হয়ে থাকে অশুভ খণ্ডন।
অন্তেতে কৈবল্য প্রাপ্তি বৈকুণ্ঠে গমন ॥
সকল পাপের নাশ নাম মহিমায়।
পঞ্চম পাপের পাপী দিব্য গতি পায় ॥
স্তবস্তুতি বর্ণিবারে সেই জন পারে।
সুকৃতি সঞ্চয় যার আছে জন্মান্তরে ॥
আমি দীন অতি হীন সাধন বিহীন।
সুকৃতির লেশ নাই পাপেতে মলিন ॥

নামের মহিমা সীমা আমি কি জানিব।
মহামায় বিনা গতি অতি অসম্ভব॥
শাস্ত্রেতে অসংখ্য নাম যত অবতার।
যুগে যুগে অবতীর্ণ করেছে প্রচার॥
অল্পজ্ঞান হীন মতি শাস্ত্র নিরীক্ষিলে।
ক্রমশঃ সন্দেহ রাশি উঠয়ে উথলে॥
যে হরির তুলনায় কেহ নহে তুল।
তাহারে মনুষ্যাকারে বলা ঘোর ভুল॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহের ধরিয়া আকার।
শাস্ত্রেতে প্রকাশ আছে ব্রহ্ম অবতার॥
অর্দ্ধেক শরীর নর অর্দ্ধ সিংহ দেহ।
বিকট মূরতি হরি তাহা জানে কেহ॥
ধরিয়া বামনরূপ ত্রিপাদ ধারণ।
বলি ছলিবারে প্রভু হলেন বামন॥
রামরূপে লঙ্কারাজ্য রাবণ সংহার।
এইরূপে যুগে যুগে কত অবতার॥
শাস্ত্রে ব্যক্ত করিয়াছে সব লোকে বলে।
আপামর সাধারণ মুগ্ধ নাম ফলে॥
আমার মুখেতে কিম্বা অন্যের রসনা।
স্তবস্তুতি উচ্চারিলে গৌরব থাকেনা॥
পাতকী মুখেতে নাম হলে উচ্চারিত।
কি জানি গৌরব খর্ব্ব হইবে ত্বরিত॥
পাছে কৃষ্ণ রুষ্ট হয়ে পুন নরকেতে।
পাঠাইয়া দেন মোরে এই ভয় চিতে॥
উচিত বর্ণনা শক্তি নাহিক যাহার।
গুণের ব্যাখ্যায় দোষ ঘটিবে তাহার॥
কিসেতে গুরুত্ব থাকে কিসে লঘু হয়।
সে জ্ঞান অজ্ঞান জনে নাহিক নিশ্চয়॥
হরি হর এক আত্মা জানে সকলেতে।
হইলে হরির কোপ হর রুষ্ট চিতে॥
হইবেন শূলপাণি অভিমানি মনে।
মোর জিভ সদাশিব কাটিবে তখনে॥

যাহোক্ সকল দোষ গোবিন্দ এখন।
কায়িক মনের কষ্ট কর নিবারণ॥
নামের মাহাত্ম্য সীমা না জানিয়া আমি।
যাহা কিছু বলিয়াছি জগতের স্বামি॥
ক্ষম অপরাধ সব ওহে দয়াময়।
তোমার চরণ প্রান্ত আমার আশ্রয়॥
হরে কৃষ্ণ রাম রাম ভরসা আমার।
যাতে ভবসিন্ধু হতে অনায়াসে পার॥
হতে পারি দানবারি সে মোর ভরসা।
অন্তিম সময়ে সেই এক মাত্র আশা॥
কৃষ্ণ পাপ নাশ করে হরি হরে তাপ।
রাম নাম মহামন্ত্রে নাশয়ে সন্তাপ॥
যাঁহার নামের তেজ এতদূর হয়।
স্মরণেতে পাপ তাপ থাকিবার নয়॥
সে হরি সাক্ষাতে হেরি হইলাম ধন্য।
হায়! বুঝিলাম মোর ছিল কিছু পুণ্য॥
তাহার প্রভাবে আজি পতিত পাবনে।
ধর্ম্মরাজ দ্বারদেশে পেলেম দর্শনে॥
সকল সঁপিনু আমি শ্রীহরি চরণে।
অনায়াসে মুক্ত হবো এ ঘোর বন্ধনে॥
বন্দীর কাতর বাক্যে জগবন্ধু হরি।
ঈষৎ হাসিয়া তারে কৈল ধীরি২॥
ভয় নাই ভয় নাই শুন ওহে সূত।
এখন হইতে তুমি মন ভক্তিযুত।
সাধু সঙ্গে সদাচারে ফিরিবে সতত॥
ধর্ম্মেতে রাখিবে দৃষ্টি করি স্থির মত॥
পাতকী করিতে ত্রাণ আমার জনম।
ধর্ম্ম সংস্থাপনে মোর প্রধান উদ্যম॥
সাধুর সৎকার্য্যে বিঘ্ন করিবারে নাশ।
পাষণ্ড পীড়ন পক্ষে আমার প্রয়াস॥
দিনান্তে কর্ম্মের পাকে বারেক আমাকে।
যে জন স্মরিবে মোরে যেখানেতে থেকে॥

সুখে দুঃখে বিপদেতে অথবা বন্ধনে।
রাজদ্বারে দাবানলে অথবা কাননে ॥
মন খুলে স্থির মনে ডাকিবেক যেই।
ঘুচিবেক দুখ, মোরে পাইবেক সেই ॥
এই কথা বলি মনে হয়ে হরষিত।
পরিহিত মুক্তামালা করি উত্তোলিত।
বহু মূল্য সেই মালা বন্দী রাজকরে।
প্রদান করিল হরি মহা হর্ষভরে ॥
অন্য অন্য সঙ্গীগণে সন্তোষ কারণ।
বিচিত্র মৌক্তিক রত্ন কৈল সমর্পণ ॥
পরে পারিষদ সঙ্গে সে ত্রিভঙ্গ হরি।
ধর্ম্মরাজ উদ্দেশেতে প্রবেশিল পুরী ॥
নাগরিক লোক যত দ্বার দেশে ছিল।
সকলে কৃষ্ণের সঙ্গে পুরী প্রবেশিল ॥
কতক্ষণে ধর্ম্মরাজে করিব দর্শন।
কতক্ষণে অর্জ্জুনের সহ সম্ভাষণ ॥
আত্মীয় স্বজনগণে করি দরশন।
পুলকিত চিত হবে আনন্দে মগন ॥
দ্রৌপদী বিষণ্ণ মনে আছে অন্তঃপুরে।
কতক্ষণে দেখিব সে চারু বিম্বাধরে ॥
হায়! সবে সচিন্তিত আমার কারণে।
উদ্বিগ্ন অন্তরে সবে রয়েছে সেথানে ॥
বিলম্ব দেখিয়া মনে হতেছে উদয়।
বুঝি কোন অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ॥
অথবা বিপাকে পড়ি শ্রীমধুসূদনে।
পুরী ত্যজি কোন ভক্তে রক্ষার কারণে।
যাহোক্ বিলম্ব করা অনুচিত হয় ॥
মোর জন্যে অপেক্ষিছে সকলে নিশ্চয় ॥

ইতি একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

" হেতুর্যঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং পালকস্তথা।
যস্মিন্ সর্ব্বে প্রলীয়ন্তে তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ "

যুধিষ্ঠিরের সদলে যাদবগণের প্রতি অভ্যর্থনা ও
অনুশাল্বের হস্তীনাপুরী আগমন।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল জৈমিনির প্রতি।
তার পর কি হইল বল মহামতি ॥
অমৃত সমান কথা করিয়া শ্রবণ।
সন্তোষিত চিত মম সুখেতে মগন ॥
পেতেছি পরম জ্ঞান তোমার কৃপায়।
শান্তিপথে সুখ আসে মন সদা ধায় ॥
পিতৃ পিতামহ কীর্ত্তি কৃষ্ণ কথা শুনি।
অন্তর পুলকে পূর্ণ হতেছে এখনি ॥
মহতের মহত্ত্বতা জানিতেছি যত।
ততই আমার মন হতেছে উন্নত ॥
মহাজন পদ্ধতির মরম বুঝিয়া।
সেই পথে মম মন যাইছে ধাইয়া ॥
কুলের গৌরব রবি এবে অস্তমিত।
এবে হেরি কদাচার মরি কি চিত্রিত ॥
কুলাঙ্গার পামরের হয়েছে জনম।
হায় মম দোষে হলো কুলেতে সরম ॥
যে সমুদ্রে সুধাকর হয়েছে প্রকাশ।
আজ ক্ষীর নীরে হেরি লবণ বিকাশ ॥
যাহোক্ বিতরি কৃপা এই অভাজনে।
পবিত্র করহ দেব এই বাঞ্ছা মনে ॥
মন্ত্র হীন ক্রিয়া হীন জ্ঞান ভক্তি হীন।
কি রূপে তরিব বল ঘুঁচিবে দুর্দ্দিন ॥

শুনিয়া কাতর বাক্য ঋষি কৃপাবান্।
জন্মেজয়ে সবিনয়ে করিল ব্যাখ্যান ॥
ভরত কুলের তুমি দিব্য অলঙ্কার।
তোমা হতে এই কুল হইল বিস্তার ॥
তোমার গৌরবে আর পবিত্র আচারে।
নাম যশ সমুন্নত হইল সংসারে ॥
শুন রাজা জন্মেজয় বলিহে তোমারে।
যেই কৃষ্ণচন্দ্র আসি হস্তিনার পুরে ॥
সমুদিত হলো হরি পুরীর ভিতরে।
কতিপয় দ্বিজ আসি ঘেরিল তাঁহারে ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্যবস্থা পণ্ডিত।
সদাচার গুণাধার পাপবিবর্জ্জিত ॥
সাক্ষাতে হরিরে হেরি যত দ্বিজগণ।
বিধিমতে করিলেন তাঁহারে বন্দন ॥
শাস্ত্রমত জ্ঞানযোগে নানাবিধ স্তুতি।
করিলেন দ্বিজগণে যাদবের পতি ॥
শেষে জানাইল সবে শুনহ কেশব।
চিরদিন শুদ্ধাচার মোরা দ্বিজ সব ॥
ধর্ম্মপথে বিচরণ সাধুর পদ্ধতি।
করিয়াছি যথাসাধ্য শুনহ শ্রীপতি ॥
নানামতে প্রায়শ্চিত্ত যা আছে বিহিত।
করিয়াছি জপ যজ্ঞ-আর্য্য রীত নীত ॥

সেই পুণ্যফলে আজি পাইনু দর্শন।
দর্শনে পবিত্র নেত্র পুলকিত মন॥
রাজার আদেশে মোরা তাঁহার যজ্ঞেতে।
নিযুক্ত হয়েছি সবে হয়ে নিমন্ত্রিতে॥
মোরা উপলক্ষ্য মাত্র, তুমি এর মূল।
এযে না বুঝিতে পারে তার বুদ্ধি স্থূল॥
যজ্ঞ রক্ষা করিবারে ধরণী ধামেতে।
হইয়াছ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ রূপেতে॥
ব্রহ্মহত্যা নারী হত্যা গোহত্যা প্রভৃতি।
সুরাপায়ী হেমহারী পাতক সংহতি॥
সকল বিনষ্ট হয় তোমার নামেতে।
স্মরণে পবিত্র, ভাসে সুখের স্রোতেতে॥
যে সকল মহাপাপী দুষ্কৃতির জোরে।
ডাকেনা কখন হরি দিনান্তে তোমারে।
মনের ইচ্ছাতে করে দুষ্কৃতি সঞ্চয়।
হরিনামে পাপ নাশে জানেনা নিশ্চয়॥
তাহারা জিজ্ঞাসা করে ব্যবস্থার তরে।
আমাদের প্রায়শ্চিত্ত কি হইতে পারে॥
শাস্ত্রেতে স্মৃতিতে কিবা আছে বিনির্ণীত।
ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী তোমরা পণ্ডিত॥
বল দেখি প্রায়শ্চিত্ত কি আছে বিধান।
কি রূপে মোদের পাপ হবে অবসান॥
লঘু গুরু ভেদাভেদে পাতক নির্ণয়।
সমুচিত সুব্যবস্থা শাস্ত্রকার কয়॥
দেখিতেছি জানিতেছি শাস্ত্র অধ্যয়নে।
প্রায়শ্চিত্ত ফলাফল শাস্ত্রের বর্ণনে॥
কিন্তু হরি নামে দেখি যে রূপে পাতক।
স্মরণে বিনষ্ট হয় নাশয়ে নরক॥
এরূপ মাহাত্ম্য আর দেখিনা কাহার।
এর মত প্রায়শ্চিত্ত হইবেনা আর॥
প্রায়শ্চিত্তে চিত্ত শুদ্ধি জানে সকলেতে।
কিন্তু বাক্য মন দেহ শুদ্ধির পক্ষেতে॥
এমন সুন্দর আর সহজ উপায়।
হরি নাম ভিন্ন কিছু দেখা নাহি যায়॥
হেরিয়া জীবের আয়ু অতিশয় ক্ষীণ।
দেখিয়া তপস্যা কাণ্ড বিষম কঠিন॥
দয়াময় হরি নাম মর্ত্তে পাঠাইল।
তাহাতে পাপীর গতি সহজে হইল॥
যে সকল মূঢ় লোক হেন হরিনাম।
নাহি উচ্চারয়ে মুখে পূর্ণ হতে কাম॥
নিশ্চয় তাহারা আত্মা-দেহ নষ্ট করে।
আত্মঘাতী তুল্য পাপী নাহিক সংসারে॥
তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রকার গণ।
না জানিয়া গ্রন্থমধ্যে করেনি রচন॥
কি হবে তাদের গতি ভেবে হই সারা।
ভবার্ণব পার পথ জানেনা যাহারা॥
ধর্ম্মদ্বেষী মহাপাপী শাস্ত্রকার বলে।
তাহাদের মুক্তি নাহি হয় কোন কালে॥
দ্বিজগণ বাক্য শুনি প্রভু বনমালী।
অন্তরে পাইল প্রীতি অতি কুতুহলী॥
পরে তাহাদের সনে হৈল অগ্রসর॥
দেখিল হতেছে নৃত্য লোক বহুতর॥
চারিদিকে লোকাকীর্ণ দর্শকের দল।
দেখিবারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মে কৌতুহল॥
ঘেরিয়া রয়েছে সবে উৎসুক নয়নে।
একদৃষ্টে চেয়ে আছে নর্ত্তকীর পানে॥
সন্তোষিত করিবারে সভাস্থ সকলে।
রঙ্গিনী নর্ত্তকী হায় কত খেলা খেলে॥
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে নৃত্যের তরঙ্গে।
ইঙ্গিতে যুবার চিত কাড়ি লয় রঙ্গে॥
কত মত হাব ভাব দেখাইছে মরি
দেখিয়া দর্শকে মুগ্ধ তাহার মাধুরি॥
নন্দন কানন জয়া জিনি সে রূপসী।
নাচিতেছে ফিরিতেছে মুখে মৃদু হাসি॥

নয়ন ভ্রমর সদা আছে বিঘূর্ণিত।
দর্শক যুবার প্রাণ লইতে প্রস্তুত ॥
ব্যাধ যথা ফাঁদ পাতে পশু ধরিবারে।
সে রূপে নর্ত্তকী নেত্র বাগুরা বিস্তারে ॥
অকস্মাৎ নৃত্যকরী হরিরে হেরিয়া।
আপনার বিদ্যা বুদ্ধি সকলি ভুলিয়া।
হইল, তখনি নত করে নমস্কার।
শ্রীহরির শ্রীচরণে জানাইল সার ॥
ধ্যান তপ জপ যজ্ঞ কিছুই না জানি।
নীচ ঘরে জন্ম মোর নহি আমি মানী ॥
নীচ কার্য্য করি করি উদর পোষণ।
সমাজে নিন্দিত পথে আমার গমন ॥
সুতরাং সাধুসঙ্গ জ্ঞান ভক্তিযোগ।
কিরূপে হইতে পারে যায় ভবরোগ ॥
ভেবে ভবধব আমি হইতেছি সারা।
বুঝিলাম কর্ম্ম পাকে যাইলাম মারা ॥
যোগবলে যোগীজনে যাঁহারে দর্শন।
করিতে পারেন কিনা না যায় বর্ণন ॥
সে হরি যোগীর হৃদি পরিত্যাগ করি।
পাণ্ডব পুরেতে উপনীত মূর্ত্তি ধরি ॥
কি যোগী বৈরাগী আর সাংসারিক নরে।
সকলে দর্শন দিতে উপস্থিত পুরে ॥
যাহোক্ তোমার সহিত ভিন্নভাব নাই।
আমার যা আছে দেখ তুমি ধর তাই।
এক সুদর্শন চক্র তোমার করেতে।
দেখ কতিপয় যন্ত্র মম নিকটেতে ॥
সুদর্শন চক্রে তব লক্ষ্য থাকে যদি।
পাষণ্ড পীড়িতে পার ওহে গুণনিধি ॥
কিন্তু দেখ মোর যন্ত্রে এই দশ দিক।
সকলে শাসিত করে করি ঝিক্ মিক ॥
তোমার চরণ হতে ত্রিলোক তারিণী।
জন্মেছেন এই কথা সর্ব্বত্রেতে শুনি ॥
কিন্তু মোর অর্থ জন্য কপালের ঘাম।
ফেলিতেই হইতেছে নহেক বিরাম ॥
কার সাথে তব বল নহে পরিমিত।
আমরা অবলা বলি সংসারে বিদিত ॥
যাহোক্ অধিক বাক্য নাহি প্রয়োজন।
নীচ নারে তোমা পূজিবারে কদাচন ॥
মানসে পূজিব মোর এই আকিঞ্চন।
ঘৃণা না করিয়া মুক্ত কর জনার্দ্দন ॥
নর্ত্তকীর নতশির কাতর বচন।
শুনি আপ্যায়িত কৈল রাধিকারমণ ॥
প্রবোধিয়া গুণনিধি বলিল তাহারে।
চতুর রমণী তুমি সংসার মাঝারে ॥
বরাননে বলিতেছি শুন মোর বাণী।
মম নাম পদাবলী গাইবে রমণী ॥
জীবিকার জন্যে তুমি না হও চিন্তিত।
আমার পুরেতে বাস হলো নির্দ্ধারিত ॥
চিরকাল নাম গীত করিলে আমার।
চরমের কোন ক্লেশ হবেনা তোমার ॥
এই কথা বলে প্রভু ধর্ম্মের মন্দিরে।
উপস্থিত হইলেন কৌতুক অন্তরে ॥
দেখিলেন সেখানেতে আছে জ্যেষ্ঠতাত।
ধৃতরাষ্ট্র নাম যাঁর জগতেতে খ্যাত ॥
ধর্ম্মমতি মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর সেখানে।
কৃপাচার্য্য উপবিষ্ট অপর আসনে ॥
নিকটেতে কর যুড়ি বসে যুধিষ্ঠির।
সকলের দিকে দৃষ্টি রহিয়াছে স্থির ॥
নিকটেতে উপস্থিত হইয়া কেশবে।
একে একে গুরুজনে প্রণমিল সবে ॥
আসনে বসিল শেষ সহাস্য বদনে।
আলিঙ্গনে সম্ভোষিল মাদ্রীর নন্দনে।
অপর আত্মীয় গণে আলিঙ্গন করি।
সমাদর কৈল হরি সম্বন্ধ বিচারি ॥

পার্থ আদি পদতলে হইল পতিত।
কৃষ্ণে হেরি সকলেতে আনন্দে মোহিত॥
ধর্ম্মের চরণে যবে প্রণমে কেশব।
আনন্দে মস্তক ঘ্রাণ করিল পাণ্ডব॥
জিজ্ঞাসিল যত্ন করে যাদবপ্রধানে।
দেবকী নন্দন বল কুশল স্বজনে॥
বসুদেব আদি করি যাদবের গণে।
কেমন আছেন তাঁরা সুহৃদ সগণে॥
ভীমসেন গিয়াছেন তোমারে আনিতে।
সংকল্পিত অশ্বমেধ ত্বরায় করিতে॥
সপরিবারেতে তোমা আত্মীয় স্বজনে।
সঙ্গে করি আনিবারে হস্তিনা ভবনে॥
তুমি অগ্রে উপস্থিত হেথা একেশ্বর।
আর কি আসেনি কেহ ওহে গুণধর॥
জননী দেবকী আর রুক্মিণী সুন্দরী।
অন্য যত বধূজন যাদবের নারী॥
সকলে কি ভেবে আছে জেনে অসময়।
মোর কাছে আসা কিহে অনুচিত হয়॥
শুনিয়া ধর্ম্মের বাক্য কমললোচন।
বলিতে লাগিল শুন পাণ্ডুর নন্দন॥
দ্বারাপুরে কেহ নাহি সেখানে থাকিতে।
বলদেব আছে মাত্র জনক সহিতে॥
শূন্য করি নিজপুরী করেছি গমন।
সকলে করেছে যাত্রা হস্তিনা ভবন॥
ভীম সঙ্গে সকলেতে জাহ্নবী তটেতে।
বিশ্রাম করিছে তারা মনের সুখেতে॥
তোমায় হেরিতে আমি উৎসুক মনেতে।
অগ্রসর একেশ্বর হয়েছি নিশ্চিতে॥
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির প্রফুল্ল হৃদয়।
নিকটস্থ ফাল্গুনিরে এই কথা কয়॥
শুনিতে সকল কথা যা কহিল হরি।
দলবলে যদুকুল ত্যজি নিজপুরী॥
গঙ্গাতীরে বিরাজিছে নহে বহুদূর।
তাঁহাদের সঙ্গে লোক আছয়ে প্রচুর॥
যাহোক্ কৃষ্ণের কৃপা আমাদের প্রতি।
সবিশেষ আছে ইহা সবার প্রতীতি॥
ধরাধাম ধন্য যেবা কৃষ্ণের কারণে।
পাণ্ডবের নাম যশ নিখিল ভুবনে॥
সকল সৌভাগ্য মূল একমাত্র হরি।
যাঁর কৃপাবলে পঙ্গু লঙ্ঘে থাকে গিরি॥
বোবা কথা কয়ে থাকে অদ্ভুত ঘটন।
তাঁহার কৃপায় যত অসাধ্য সাধন॥
এখন সকলে চল হয়ে অগ্রসর।
সদলে যাদবগণে আনিতে সত্বর॥
আত্মীয় স্বজন সঙ্গে লইয়া বেষ্টিত।
অভ্যর্থনা করিবারে হয় সমুচিত॥
জননী দ্রৌপদী সঙ্গে লয়ে পুরনারী।
দেবকীকে অভ্যর্থিতে এবে আগুসারী॥
আমার আদেশে যত মহাজনগণ।
আত্মীয় সুহৃদ সহ হয়ে সম্মিলন॥
সকলে করুন্ যাত্রা মহা মহোৎসবে।
আনিবারে মমপুরে সকল যাদবে॥
এই কথা বলি ধর্ম্ম কৃষ্ণের সনেতে।
অগ্রসর হইলেন যাদবে আনিতে॥
সঙ্গে রাজা যৌবনাশ্ব সংগ্রাম দুর্ব্বার।
সসৈন্যে চলিল হর্ষে পশ্চাতে তাহার॥
নানাবিধ বাদ্য লয়ে বাদ্যকর গণ।
যাদব উদ্দেশে চলে গভীর তাড়ন॥
গায়কি গাইছে সবে সুমধুর স্বরে।
মাঝেং তাল সহ উচ্চতান ধরে॥
সঙ্গেতে নর্ত্তকী দলে নৃত্যের ভঙ্গিমা।
দেখাইছে জনগণে ক্ষমতার সীমা॥
স্তব স্তুতি করি চলে যত বন্দীদলে।
মনের আনন্দে তারা ধাইছে সকলে॥

অশ্বারোহী গজারোহী যতেক পদাতি।
অস্ত্রদল মালসাটে কাঁপাইছে ক্ষিতি ॥
ঘন ঘন সিংহনাদ গভীর গর্জ্জন।
সর্ব্বভূত কম্পান্বিত অপূর্ব্ব ঘটন ॥
মধ্যে২ শঙ্খ দুন্দুভির হয় ধ্বনি।
শুনি চমকিত সবে বিস্মিত অমনি ॥
এইরূপে সর্ব্বলোকে হর্ষিত অন্তরে।
আনিতে যাদবে সবে চলে হর্ষভরে ॥
দেবকী সঙ্গেতে চলে নারী প্রভাবতি।
রুক্মিণীরে হেরিবারে ব্যস্ত মন অতি ॥
মণিরত্ন নানাবিধ লইয়া সঙ্গেতে।
বধূগণে হর্ষমনে চলয়ে ত্বরিতে ॥
অযুত অযুত নারী দিব্য অলঙ্কারে।
বিভূষিত হয়ে চলে যাদব গোচরে ॥
এদিকেতে যত সৈন্য দ্বারকা হইতে।
আসিয়াছে কৃষ্ণ সঙ্গে ধর্ম্মের যজ্ঞেতে ॥
কৃষ্ণের আদেশে তারা জাহ্নবী তটেতে।
লভিছে বিশ্রাম সুখ মহাহর্ষ চিতে ॥
সুন্দর কৌষেয় বস্ত্র রচিত শিবিরে।
বলিহারি কারিকুরি তাহার উপরে ॥
মণিমুক্তা মরকত দিয়া অলঙ্কৃত।
শোভিছে শিবির চারু অত্যন্ত বিস্তৃত ॥
দেবকী ইত্যাদি করি যত নারীজন।
তাহার ভিতরে বাস করে সর্ব্বজন ॥
এক এক শিবিরেতে শত২ নারী।
স্বচ্ছন্দে করয়ে বাস সেথা বিভাবরী ॥
সকলের সঙ্গে আছে নিজের কিঙ্করী।
চামর ব্যজন করে দাঁড়াইয়া সারি ॥
অভিমত অনুমতি সমাধার তরে।
করযোড়ে কিঙ্করীরা তাঁদের গোচরে ॥
দণ্ডবৎ দাঁড়াইয়া আছয়ে সতত।
কি জানি কখন কিবা হয় অভিপ্রেত ॥

যুধিষ্ঠির সেথানেতে কৃষ্ণের সনেতে।
উপনীত হইলেন দেবকী অগ্রেতে ॥
প্রণমিয়া ভক্তিভরে যুড়ি দুইকর।
নম্রভাবে দাঁড়াইয়া রৈল অতঃপর ॥
অগ্রেতে হেরিয়া ভীম গজোপরে থাকি।
আপনি উপরে জেঠে ভূমিতলে দেখি ॥
মনেতে পাইল লজ্জা অবনত শিরে।
গজ হতে নামি প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে ॥
মস্তকে চরণ-রেণু মাখাইল বীর।
পুলকে পূর্ণিত তনু আনন্দে অধীর ॥
প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি যত যদুবংশগণ।
একে২ ধর্ম্ম পদে করিল বন্দন ॥
যুধিষ্ঠির আলিঙ্গন প্রীতি সমাদরে।
সমুচিত অভ্যর্থনা করিল সবারে ॥
জিজ্ঞাসা করিল ধর্ম্ম শুভ সমাচার।
কেমন আছেন সব আত্মীয় তোমার ॥
সকলে বলিল শুন পাণ্ডব নন্দন।
শ্রীকৃষ্ণ সহায় যার অশুভ কখন ॥
থাকে কিহে, গুণনিধি দেখনা বিচারি।
কিবা অবিদিত আছে বলনা তোমারি ॥
পরে অর্জ্জুনাদি যত পাণ্ডবের দল।
একে২ নমে দেবকীর পদতল ॥
মণিমুক্তা অলঙ্কার বিচিত্র বসন।
বাটী হতে যে সকল অমূল্য রতন ॥
এনেছিল পাণ্ডবেরা মর্য্যাদার তরে।
সকলি প্রদান কৈল দেবকী গোচরে ॥
কুন্তীদেবী পুরনারী গান্ধারী প্রভৃতি।
এনেছিল সঙ্গে যত রত্নের সংহতি।
উজ্জ্বল বসন সহ রত্ন সে সকল।
প্রদানিল দেবকীরে হয়ে কৌতূহল ॥
দেবী প্রভাবতী করে বিচিত্র বসন।
আর যত এনেছিল অঙ্গের ভূষণ ॥

প্রণমি দেবকী পদে করিল প্রদান ।
অন্তরে আনন্দস্রোত বহে বিদ্যমান ॥
সত্যভামা জাম্বুবতী রুক্মিণী সুন্দরী ।
আদি করি এসেছিল শত কৃষ্ণনারী ॥
কুন্তী পদে প্রণমিয়া যোগ্য সমাদরে ।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া পূজিল তাঁহারে ॥
পরে ত্বরা করি হরি রমণী সকলে ।
রুক্মিণী করিয়া সঙ্গে মহা কুতূহলে ॥
দ্রৌপদীরে দেখিবারে হর্ষযুক্ত মনে ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রধাবিত হইল তখনে ॥
মনোমত রত্নরাজি সুন্দর দুকূল ।
লয়ে সঙ্গে মনোরঙ্গে ধায় বামাকুল ॥
দূর হতে দেখা পেয়ে দ্রৌপদী সুন্দরী ।
অগ্রসর হইলেন অতি ত্বরা করি ॥
এ দিকেতে সত্যভামা আনন্দিত মনে ।
যাহা যাহা এনেছিল দ্রৌপদী কারণে ॥
সে সব প্রদান করি হাসিয়া তাহারে ।
জিজ্ঞাসে বলহ কৃষ্ণা আছ কিপ্রকারে ॥
ভাল কথা হলো মনে জিজ্ঞাসি তোমায় ।
সত্য করে মো সবারে দিও তুমি সায় ॥
অপরূপ তব কার্য্য লোকের বিস্ময় ।
কি রূপে সমাধা কর বলনা নিশ্চয় ॥
মন কথা মো সবারে বলায় কি হানি ।
বরঞ্চ খুলিলে কথা সরল বাখানি ॥
আত্মীয়েতে জানাজানি হলে নাহি দোষ ।
জিজ্ঞাসিছি বলে কৃষ্ণা করোনাকো রোষ ॥
পঞ্চস্বামী দ্রৌপদীর জানে জগতেতে ।
সকলেই অনুগত তোমার কাছেতে ॥
বাদ বিসম্বাদ কভু কেহ শুনে নাই ।
সকলি তোমার শক্তি শুনিবারে পাই ॥
এক স্বামী মো সবার নহে বশীভূত ।
যেখানে সে থানে থাকে দৃষ্টির অতীত ॥

পতির অধীন পত্নী জানে ত্রিলোকেতে ।
এরূপ পত্নীর শক্তি কে পায় দেখিতে ॥
বাখানি তোমার গুণ বাখানি ক্ষমতা ।
কি রূপে রেখেছো পতি গণেরে সর্ব্বথা ॥
আপনার হস্তগত বশীভূত করে ।
বলনা কি গুণ আছে তোমার শরীরে ॥
অসম্ভব তব রীত বুঝিবার নয় ।
সব নারীগণ তুমি করিয়াছ জয় ॥
নারী হয়ে নরচেয়ে ধরহ বিক্রম ।
সংসারে না হেরি নারী কৃষ্ণা তোর সম ॥
আর এক কথা বলি পাণ্ডবের নারী ।
পঞ্চভ্রাতা পঞ্চপতি বিদিত সবারি ॥
তবু যদুপতি প্রতি কেন অনুরাগ ।
প্রকাশি বলগো কৃষ্ণা করোনাকো রাগ ॥
হৃদয়ে রাখিতে যাও ত্রিলোকের পতি ।
ক্ষণেকে না দেখা পেলে সচঞ্চল মতি ॥
জীবনের মায়া আশা পরিত্যাগ করি ।
না বাঁচিতে চাও তুমি দ্রৌপদী সুন্দরী ॥
পঞ্চ স্বামী বর্ত্তমানে অন্য স্বামী আশ ।
হয়না কামনা পূর্ণ একি অভিলাষ ॥
কি রূপে গোবিন্দে হৃদে রাখিবারে চাও ।
প্রকাশি সন্দেহ সব মোদের মিটাও ॥
এপ্রকার অপকর্ম্ম করিছ সুন্দরী ।
মনে২ ঘৃণাবোধ হয়না তোমারি ॥
মহাজন নিকটেতে হেঁট নহে মাথা ।
সমাজে করনা ভয় তুমি কি সর্ব্বথা ॥
সত্যভামা বাক্য শুনি দ্রৌপদী সুন্দরী ।
হাসিয়া উত্তর কৈল অতি ধীরি ধীরি ॥
পতি বশ করা নয় কঠিন করম ।
পতিব্রতা ভাল জানে ইহার মরম ॥
ব্যবহার গুণে লোকে আপনার পর ।
পর আপনার হয় জানে পূর্ব্বাপর ॥

শত্রু মিত্র হয়ে থাকে মিত্র হয় বৈরি।
স্বভাব বিরুদ্ধ হলে বিপক্ষ সবারি॥
তুমি নাকি স্বামী প্রতি সাধু ব্যবহারে।
করিতে না জান বলি তাই দোষ তারে॥
অপমান করি তারে নিজের তেজেতে।
ঘৃণা হতশ্রদ্ধা কর খাইতে শুইতে॥
গরবিণী গর্ব্ব ভিন্ন কিছু নাহি জান।
তাইসে কর্কশ ভাব অনায়াসে হান॥
তোমার ব্যাভারে মর্ম্ম পীড়া বোধ করি।
আমার নিকটে সব বলেন শ্রীহরি॥
রমণীকুলের আশা ভরসার স্থল।
স্বামী ভিন্ন আর কেবা তাদের সম্বল॥
প্রচুর ধনের ধনী হইলে রমণী।
স্বামিহীন হলে পরে অধীরা তখনি॥
হেন স্বামী ধনে যেই করে থাকে ঘৃণা।
তার মত পাতকিনী আরত হেরিনা॥
মোর লজ্জা লজ্জাহর নিকটেতে আছে।
নির্লজ্জ বলিয়া কেন দোষ দেও মিছে॥
দয়া করি যদি হরি লজ্জা নিবারণ।
না করিত সেই কালে বিপদ ভঞ্জন॥
যে সময়ে ভয় পেয়ে কুরু সভাস্থলে।
দুঃশাসন বিবসন করিবার কালে॥
সভাস্থলে বহুবিধ গুরু মান্যজন।
বীভৎস ব্যাভার হেরি নত শির হন॥
যাদের ভরসা করি সেই স্বামী সবে।
দাসত্বে হইয়া বদ্ধ রয়েছে নীরবে॥
একপ সঙ্কটে পড়ি সঙ্কট ঔষধ।
বার বার ডাকিবার হরিগুণ নিধি॥
অগতির গতি প্রভু দীন দয়াময়।
জানিয়া দ্রৌপদী দুঃখ বস্ত্ররূপী হয়॥
সে কালে কে ছিল বল অক্ষয় বসনে।
প্রদান করিয়া লজ্জা করে নিবারণে॥

তুমিত গো রাজকন্যা কৃষ্ণের রমণী।
লজ্জা নিবারণ জন্য বসন তখনি॥
বেশী আশা নাহি মোর দুই এক চির॥
কেন দিতে পার নাই তিতি অশ্রুনীর॥
উপকার পেয়ে আমি বাহুল্য বর্ণন।
করিতেছি হেন মনে করনা কখন॥
বহুলোক সাক্ষ্যতেতে সভার মাঝেতে।
হইয়াছে এই কার্য্য প্রকাশ্য ভাবেতে॥
থাকিলে আপন গায়ে বিস্তার সংযোগ।
হায় সে শুঁকেতে নারে একি কষ্টভোগ॥
লজ্জাবতী হয়ে তুমি নির্লজ্জ বলিলে।
আপনার কথা বুঝি সকলি ভুলিলে॥
বেশী দিন হয় নাই দেখ মনে করে।
যে সময় তপোধন দ্বারকার পুরে॥
পারিজাত, এনেছিল যাহার কারণ।
তোমার কথাতে ঘটেছিল মহারণ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী শোভার আধার।
পারিজাত উন্মুলিত হইল তাহার॥
দেবেন্দ্রে গোবিন্দে ঘটে তুমুল সংগ্রাম।
কাটাকাটি মারামারি নহেক বিরাম॥
কত প্রাণী হত্যা হলো কত সর্ব্বনাশ।
একমাত্র ভামা তোর পুরাইতে আশ॥
যদিও সে ভগবান অমর কুসুম।
তোর জন্য আনিলেন করি মহাধুম॥
কিন্তু দেখ এর জন্য কেনা নিন্দা করে।
সত্য বল কে গৌরব পেয়েছো সংসারে॥
বালকেতে যেই করে জানে সকলেতে।
স্ত্রীজনে এরূপ কাণ্ড বিস্মিত লোকেতে॥
কার দোষ দিব আমি সেই তপোধন।
ঘটাইল অপরূপ বিবাহ বন্ধন॥
জেনে শুনে কৃষ্ণধনে তোমার হাতেতে।
মিলাইয়া ভাল খেলা খেলালে জগতে.

বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তা পায়।
দেখি নারদের কাণ্ড অঙ্গ জ্বলে যায়॥
সত্যভামা দ্রৌপদীতে এরূপ ভাবেতে।
হইতেছে বাক্যালাপ রসালাপ তাতে॥
সম্বন্ধ বিচারি করে কথোপকথন।
এহেন সময় কুন্তী উপস্থিত হন॥
সমাদরে সত্যভামা করি নমস্কার।
উপযুক্ত সম্মাননা করিল তাঁহার॥
বসন ভূষণ দিল নিজ মনোমতে।
যে সকল এনেছিল দ্বারকা হইতে॥
সব সখীগণ মেলি তাঁহার চৌদিকে।
বসিলেন আদেশেতে অতিশয় সুখে।
এ হেন সময় ভেরী চৌদিকে বাজিল।
কৃষ্ণের আদেশ সব শুনিতে পাইল॥
বিলম্ব না কর সবে শুন মোর বাণী।
হস্তিনা পুরীতে যাত্রা করহ এখনি॥
বহুদূর নহে পুর দেখা যাইতেছে।
ঐ দেখ জনস্রোত চৌদিকে যাইছে॥
বলিতে বলিতে যত বাদ্যকর গণ।
সঘনে বাজায় বাদ্য চমকে ভুবন॥
বীরদাপে বীরগণ হরষিত চিতে।
মনের উৎসাহে তারা চলয়ে অগ্রেতে॥
অগ্রে পদাতির দল পরেতে সোওয়ারি।
মাতঙ্গের পৃষ্ঠে চলে মাহুত দুর্বার॥
সকলের শেষে চলে যত মহারথী।
হাতে ধনুর্বাণ পৃষ্ঠে তূণীর সংহতি॥
নারীগণ ব্যস্ত মন মনোমত যানে।
আরোহণ করি চলে হস্তিনা গমনে॥
সকলের পশ্চাতেতে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির।
বিনম্র বদনে চলে অবনত শির॥
আশে পাশে কৃতবর্ম্মা সাত্যকি প্রভৃতি।
যৌবনাশ্ব আদি করি যত মহারথী॥
চক্ষের নিমেষে গিয়া পুরী উপনীত।
প্রবেশিল সকলেতে স্থান নির্দ্ধারিত॥
স্ত্রীগণ সঙ্গেতে কুন্তী দ্রুপদ নন্দিনী।
প্রবেশিল অন্তঃপুরে লইয়া সঙ্গিনী॥
বয়স্যা ভাবেতে যত রমণীর দল।
মিশিয়া আনন্দে সবে ভাসে অবিরল॥
এ হেন সময় কৃষ্ণ তথা উত্তরিল।
সকলের অগ্রে গিয়া আসনে বসিল॥
বহুবিধ বাক্যালাপে সময় ক্ষেপণে।
সত্যভামা কৃষ্ণ প্রতি বলিল তখনে॥
হে নাথ! তোমার কাছে এই নিবেদন।
কামনা করহ পূর্ণ পূর্ণ সনাতন॥
মনেতে বাসনা বড় হয়েছে আমার।
দেবকী সহিত যত যদু পরিবার॥
হেরিবারে যজ্ঞ অশ্বে মোদের বাসনা।
সাধ পূরিবার পক্ষে ব্যাঘাত করনা॥
কৌতূহল সচঞ্চল সকলের চিত।
হেরিবারে অশ্ববরে বড়ই চিন্তিত॥
সত্যবটে যজ্ঞকালে পাইব হেরিতে।
কিন্তু মন কোনরূপে না পারে থামিতে॥
পূজিতে হয়েছে সাধ পূজ্য অশ্ববরে।
ইথে বাধা দিওনাকো ওহে গুণাকরে॥
সত্যভামা অনুরোধ জানিয়া মুরারি।
যুধিষ্ঠিরে বলিলেন সকল বিস্তারি॥
জননী করেছে সাধ সব যদুনারী।
পূজিবারে অশ্ববরে হেরিতে তাহারি॥
কৃষ্ণের শুনিয়া বাণী রাজা যুধিষ্ঠির।
আদেশিল বীরগণে সবে হেনো স্থির॥
হয়েছে সবার সাধ পূজিবারে হয়।
সাবধানে রক্ষীগণে থাকিবে নিশ্চয়।
রথে রথী হাতে ধনু যতেক পদাতি।
গজারূঢ় অশ্বারূঢ় সৈন্যের সংহতি॥

অস্ত্রধারী যত বীর হয়ে সুসজ্জিত।
রক্ষিবে এ তুরঙ্গমে যে কালে পূজিত।
হইবে এ হয় বর আনার ভারতি।
অতএব পুরোহিতে ডাকো শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞামাত্র দূত গিয়া ধৌম্যকে কহিল।
শুনিয়া রাজার আজ্ঞা তথা উত্তরিল॥
যথাবিধি কৈল পূজা ব্যবহার মত।
নানা রঙ্গে তুরঙ্গম ক্রীড়া করে কত।
চৌদিকে অসংখ্য সৈন্য তীক্ষ্ণ খরসান।
ধরিয়া রয়েছে সবে উন্নত বয়ান॥
তুরঙ্গম চরণেতে দিয়া পুষ্পাঞ্জলি।
প্রাসাদে উঠিল যত নারীর মণ্ডলী॥
গবাক্ষে রাখিয়া মুখ লাগিল দেখিতে।
নানারঙ্গে তুরঙ্গম লাগিল নাচিতে॥
যেমন সুন্দর ভাব সুন্দর গঠন।
সেরূপ উজ্বল দেহ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
ভঙ্গি করি নৃত্য করে কি পবিত্র ভাব।
এত লোক কলরব নাহি তার রাব॥
অস্থির চরণ নয় নাচে অতি ধীরে।
হেরিলে সে ভাব মনে কত ভাব ধরে॥
আশ্চর্য্য চক্রীর চক্র বুঝিতে কে পারে।
অকস্মাৎ দুরদিন হৈল তথাকারে॥
বহু পরিজন সহ অনুশাল্ব বীর।
সেই খানে উপস্থিত পরম সুধীর॥
বার বার শাল্বারে করিয়া স্মরণ।
অতি সংক্ষোভিত মন হইল তখন॥
সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে করিয়া দর্শন।
আনন্দ রসেতে মন হইল মগন॥
হাস্য করি সেই বীর সকল সাক্ষাতে।
লইলেক অশ্ববরে আপন পৃষ্ঠেতে॥
দূরে গিয়া রাখিলেক গোপন ভাবেতে।
যুধিষ্ঠির নিরমিত করিল মায়াতে॥

সুতার নামেতে তার প্রধান অমাত্য।
বলিলেক তাকে ডাকি শুন সব তথ্য॥
জলমধ্যে সহোদরে দেব দানবারি।
মারিয়াছে সেই জন্যে যাতনা আমারি॥
যদবধি সহোদর পরলোক গত।
তদবধি সুখ সূর্য্য মোর অস্তমিত॥
এখন পাণ্ডব পুরে এ পাণ্ডব সখা।
আসিয়াছে পুত্র পৌত্র সনে আজি দেখা॥
নিমন্ত্রিত হইয়াছে যজ্ঞের কারণে।
সেই জন্যে ভগবান্ এসেছে এখানে॥
দেখিলে গৃধ্রের মুখ অমঙ্গল জানি।
গরুড় বিমুখ হবে আমি অনুমানি।
তুমি সব অনুগামী যত সৈন্যগণে।
রক্ষাকর যত্নকরে অতি সাবধানে॥
আমি আজি গোবিন্দেরে উচিত শিখাব।
দেখিব কতই শক্তি ধরেন মাধব॥
দেখিব অর্জ্জুন বীর আর বৃকোদর।
প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি যত যাদবনিকর॥
বড় বীর বড় যোদ্ধা বলে অভিমান।
যাহাদের অহঙ্কারে ধরা ভয় পান॥
ধর্ম্মের সাক্ষাতে হবে প্রত্যক্ষ তাহার।
দেখা যাবে কে যুঝিবে সঙ্গেতে আমার॥
আমার গোবিন্দ নাম নাহি রবে মনে।
কোনরূপে সে জনেরে শিখাব যতনে॥
নিশী ভূতে বিধিমতে করিব প্রয়াস।
দেখিব আমার পূর্ণ হয় কিনা আশ॥
আমার হৃদয়চ্ছিন্ন করেছে যে জন।
সে জন্য উপেক্ষ্য কভু হইবার নন॥
যদি কেহ গতিরোধ করিবারে চায়।
কৃষ্ণ ধরিবার পক্ষে প্রমাদ ঘটায়॥
ভাই বল বন্ধু বল আত্মীয় স্বজন।
কৃষ্ণ ধরিবারে যেন পারগ না হন॥

সে ভাই সে বন্ধু সুতে কিবা প্রয়োজন।
কৃষ্ণ বন্ধনেতে যার নহিল যতন ॥
কৃষ্ণপ্রতি যদি লক্ষ্য না থাকে কাহার।
সে নহে আত্মীয় বন্ধু মম পরিবার ॥
গজ অশ্ব রথ সৈন্যে কিবা প্রয়োজন।
আক্রমিতে নারে যদি রুক্মিণীরমণ ॥
যদি কোন ভৃত্য করে নিন্দনীয় কর্ম্ম।
রাজস্ব হরণ আদি নিতান্ত অধর্ম্ম ॥
যদি কোন ভৃত্য কিম্বা আত্মীয় হইতে।
রাজ্যনাশ বনবাস হয় হে করিতে ॥
সে সব সহিতে পারি কষ্ট নাই তাতে।
কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কৃষ্ণেরে পাইতে ॥
চেষ্টা যত্ন নাহি করে আমার আদেশে।
তারে সমুচিত শাস্তি দিব অনায়াসে ॥
কুলীন ধার্ম্মিক কিম্বা যুদ্ধ-পরায়ণ।
দান করি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে যে জন ॥
বড় বীর বলে যার হইয়াছে মান্য।
ক্ষত্রিয় কুলের যিনি হন অগ্রগণ্য ॥
ধিক্ তাঁর বাহুবল বীরত্ব তাঁহার।
কৃষ্ণ করতল প্রাপ্তি না হলো যাঁহার ॥
মনের মালিনা দূর করিতে এখন।
কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু করিনা চিন্তন ॥
তাই বলি সকলেতে বদ্ধ পরিকর।
কৃষ্ণেরে ধরিতে চেষ্টা কর অতঃপর ॥
অন্যায় সংগ্রাম বলি না করিহ ভয়।
জেনো আমাদের এই ধরম নিশ্চয় ॥
বরঞ্চ পৌরুষ আছে হাতে হাতে কল।
রহিবে অক্ষয় কীর্ত্তি ব্যাপ্ত ধরাতল ॥
যার যত শক্তি আছে প্রকাশ এখন।
দেখিব হয় কিনা বৈর-নির্যাতন ॥
মাধবে ধরিবে যেই জানিব সে বীর।
তার জন্য পুরস্কার রহিয়াছে স্থির ॥
সেই দাতা যেই করে অযাচকে দান।
বিমুখ না হয় কেহ পায় সবে মান ॥
দেশ কাল পাত্র জানি ধন বিতরণ।
দান করে যেই,— সেই নিতান্ত সজ্জন ॥
সেই রূপ যেই রথী হয় ধনুদ্ধর।
বিপক্ষ নাশিতে চেষ্টা যার পূর্ব্বাপর ॥
ইহাতে সময় ক্ষণ কিছুই না খোঁজে।
রথীর অগ্রণী সেই তাঁরে যুদ্ধ সাজে ॥
অতএব হারাইতে হরিরে এখন।
শস্ত্রপাণি থাকা চাই যখন তখন ॥
কখন কি রূপে তাঁরে নিজ বশীভূত।
করিতে পারিব চেষ্টা চাই বিধিমত ॥
আমি জানি অস্ত্রপাত অগ্নি নিক্ষেপণে।
বিষ ক্ষেপ কিম্বা কোন দণ্ডের তাড়নে ॥
কিছুতেই না হইবে বিপক্ষের ক্ষতি।
সকলি সহিতে পারে অখিলের পতি ॥
অস্ত্রে রক্তপাত নাহি হয় কলেবরে।
অগ্নিতে না দগ্ধ হয় দেব বিশ্বম্ভরে ॥
দণ্ডে না দণ্ডিত হয় তাঁহার এ দেহ।
এ যে অসম্ভব কাণ্ড ! হেরে নাই কেহ ॥
অতএব কি রূপেতে জানিয়া শুনিয়া।
হরিকে হারাতে যাই হরষিত হিয়া ॥
কৃষ্ণ ধরিবার বিধি সবে নাহি জানে।
কৌশলের কার্য্য ইহা সাধকে বাখানে ॥
উত্তান পাদের সুত ভক্ত চূড়ামণি।
সেই ধ্রুব ধরেছিল কৃষ্ণকে আপনি ॥
তার কাছে শ্রীকৃষ্ণের খাটে নাই বল।
পরাভব করেছিল হয়ে হীন বল ॥
বয়সে বালক বটে বীরের প্রধান।
হায় ! তার কার্য্যে কেনা করয়ে বাখান ॥
বলি রাজা যেই করে পাতালে বসতি।
সে নহে সামান্য জন ত্রৈলোকেতে খ্যাতি

ঘারেতে রাখিল দ্বারী মুরারি হরিরে।
সেই বটে একজন কৃষ্ণ ধরিবারে॥
কিছু জানে বিভীষণ কিরূপ কৌশলে।
ধরিতে শ্রীকৃষ্ণে হয় পেতে অবহেলে॥
ভাল মতে জানে বটে কৃষ্ণ ধরিবারে।
হিরণ্য কশিপু সুত ব্যক্ত এ সংসারে॥
কোনমতে কৃষ্ণচন্দ্র তার কাছ ছাড়া।
হতে নাহি পারিয়াছে না দিইয়া সাড়া॥
ঋষি মধ্যে আর কার হেন শক্তি আছে।
কৃষ্ণে বশীভূত করে ধায় তার পাছে॥
কেবল নারদে দেখি শক্তি অনুপম।
পারিজাত লয়ে কাণ্ড ঘটালে বিষম।
সুরপুর হতে দেব তরু উৎপাটিতে।
দেবর্ষির চেষ্টা ভিন্ন পারিত ঘটিতে॥
সে কালে সে কালবর্ণ করে হস্তগত।
হয়েছিল কেনা জানে নিতান্ত অদ্ভুত॥
যাহোক্ সংগ্রাম মাঝে অন্যের সহায়।
চাহিনা চাহিনা আমি যদি প্রাণ যায়॥
প্রাণপণে কৃষ্ণ প্রতি শক্তি প্রকাশিব।
নিজবলে বনমালী অবশ্য ধরিব॥

এই কথা বলি বীর যুদ্ধ সজ্জা করি।
গৃধ্র-ব্যূহ দৃঢ়রূপে শরীর আবরি॥
শ্বেতচ্ছত্র সুশোভিত হৈল তার শির।
আদেশেতে সিংহনাদ জলদগম্ভীর॥
প্রচণ্ড মাতঙ্গ শুণ্ড করি উত্তোলন।
অনিমেষ ঘোর নাদ করয়ে তখন॥
বলবান নরবান তুরঙ্গম যত।
সবার প্রফুল্ল গাত্র করে রব কত॥
রথ চক্র ঘনঘোর গভীর নির্ঘোষে।
পদাতি সৈন্যের দল ধাইলেক রোষে॥
বীরগণ বীর দাপে নানা অলঙ্কারে।
বর্ম্ম বিভূষিত কৈল দৃঢ় কলেবরে॥
দিব্যবস্ত্র দিব্য অস্ত্র করিয়া ধারণ।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তুল্য তেজ বিকীরণ॥
কোথায় আছয়ে পার্থ কোথা নারায়ণ।
মনোমধ্যে এই মাত্র সবার চিন্তন॥
ওদিকেতে অকস্মাৎ হয়ের হরণে।
হুলস্থূল পড়িয়াছে পাণ্ডব স্বজনে॥
দেখ দেখ কি হইল বিষম বালাই।
অকস্মাৎ একি কাণ্ড ভাবিয়া না পাই॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

" নমামি সৃষ্টিকর্ত্তারং সর্ব্বেষাং রক্ষকং বিভুং।
মুক্তিদং বন্দনীয়ঞ্চ দেবদেবং জগদ্গুরুং॥

অশ্বমোচনে যুদ্ধারম্ভ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সত্যভামার উক্তি।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন জৈমিনির প্রতি।
তার পর কি হইল বল মহামতি॥
অনুশাল্ব অশ্ববরে করিলে হরণ।
কি রূপে সে যজ্ঞ অশ্ব হইল মোচন॥
যুদ্ধ জন্য কোন্ বীর করিল গমন।
কি রূপেতে অশ্ব পুনঃ এল নিকেতন॥
এ সব বিস্তারি মোরে বল প্রকাশিয়া।
আমি বড় উৎকণ্ঠিত ইহার লাগিয়া॥
জৈমিনি বলেন রাজা কর অবগতি।
সমুদায় পূর্ব্বাপর করিব বিস্তৃতি॥
যবে অশ্ব সকলের দৃষ্টির গোচরে।
অনুশাল্ব হরেছিল মহা রোষভরে॥
সাক্ষাতে হেরিয়া কৃষ্ণ অপরূপ কর্ম্ম।
লজ্জাতে বদন নত জানি এর মর্ম্ম॥
ত্রিলোকবিজয়ী পাণ্ডবের অশ্ব চুরী।
এ নহে সামান্য কার্য্য সামান্য চাতুরী॥
হৃষীকেশ অবশেষ রথেতে উঠিয়া।
দারুকে বলেন রথ দেহ চালাইয়া॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ রব করিয়া কেশব।
ধর্ম্মরাজে এই কথা বলিলেন সব॥
দেখ ধর্ম্মবীর তুমি সকল সাক্ষাতে।
অনুশাল্ব যজ্ঞ অশ্ব নিল আচম্বিতে॥
পাণ্ডুগণ যদুগণ আমার বচন।
দূরে রহিয়াছে যত যদুনারী গণ॥
সকলে উৎসুক মনে হের কাণ্ড ঘোর।
বিপক্ষ দলিতে হবে দেখাইয়া জোর॥
কৃতবর্ম্মা মম পুত্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকি।
যৌবনাশ্ব মেঘবর্ণ যত বীর দেখ॥
মাদ্রীপুত্র আদি করি যত বীরগণ।
সকলে তোমারে রক্ষা করুক এখন॥
আমি বৃকোদর পার্থ বৃষকেতু বীর।
শাম্ব আদি করি যত যাদব সুধীর॥
প্রাণপণে সকলেতে করিয়া সমর।
এখনি আনিব অশ্বে হয়োনা কাতর॥
পুনর্ব্বার বীরগণে সম্বোধিয়া হরি।
বলিতে লাগিল সবে ত্বরান্বিত করি॥
শুন শুন বীরগণ আমার বচন।
আনিতে যজ্ঞের অশ্ব করি ঘোর রণ॥
যেই বীর শক্য হয় হয়ে অগ্রসর।
গ্রহণ করুক মম অঙ্গুরী সুন্দর॥
বলিতেছি পুরস্কার তারে দিব এই।
আনিবে যজ্ঞের অশ্ব পৌরুষেতে যেই॥
বীরগণ কৃষ্ণকথা শুনিয়া তখন।
মনে মনে চিন্তানলে হইল দহন॥

কেহ নাহি উত্তরিল নহে অগ্রসর।
দেখি কৃষ্ণ চিন্তাজরে হইল কাতর॥
আপন তনয়ে দেখি সম্মুখেতে স্থিতি।
প্রদ্যুম্নে ডাকিয়া এই বলেন ভারতী॥
বীর মধ্যে যোদ্ধা বলি যদি চাও যশ।
অঙ্গুরী গ্রহণ কর বুঝিয়া পৌরষ॥
দেখাও সবার অগ্রে রাখ মোর মুখ।
হেরিলে পৌরষ তব আমি পাব সুখ॥
পিতার বচন শুনি পুত্র অনুগত।
কর যুড়ি বলিলেন কাম মনোমত॥
তোমার আদেশে নিনু বিচিত্র অঙ্গুরী।
এখনি করিব যাত্রা নাশিবারে অরী॥
আনিব সে তুরঙ্গমে ভাবনা কি তার।
এখনি পৌরুষ সবে দেখিবে আমার॥
এই বলি করে তুলি দিব্য শরাসন।
ঘন২ টঙ্কারিল করিয়া গর্জ্জন॥
অহঙ্কারে অনুশাল্বে তৃণ জ্ঞান করি।
প্রদ্যুম্ন যুঝিতে চলে বিক্রম কেশরী॥
পারাবত তুল্য শ্বেত অশ্বেতে যোজিত।
মণি কাঞ্চনেতে যুক্ত চড়ে দিব্য রথ॥
দেখি ভগবান্ পুনঃ লাগিল বলিতে।
ধরেছ প্রচণ্ড তেজ শত্রু সংহারিতে॥
বহ্নি তেজ যে প্রকার কানন ভিতর।
পতিত হইয়া ক্রমে বাড়ে নিরন্তর॥
সেই রূপ মহাবল অনুচর সাথে।
যুদ্ধ যাত্রা পক্ষে হয় তোমার উচিতে॥
যাহোক্ সঙ্গেতে লও অপর দ্বিতীয়।
কার্য্য সিদ্ধি করে যেই সেই মোর প্রিয়॥
এই বলি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল।
প্রদ্যুম্নের অনুগামী কার ইচ্ছা বল॥
পুরুষার্থ যার আছে সেই অগ্রসর।
এখনি হইবে লবে অঙ্গুরী সুন্দর॥

হাত হতে প্রদ্যুম্নেরে দিয়াছি একটী।
এখন রয়েছে হাতে অপর আঙ্‌টী॥
কমললোচন কৃষ্ণ যবে ইহা বলে।
বৃষকেতু তথা উত্তরিল সেই কালে॥
আমার বচন শুন দেব চক্রপাণি।
প্রদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধে যাইব আপনি॥
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ কার্য্য নিরন্তর ব্রত।
তাহার উপরে ইহা তব অভিমত॥
এর জন্য কালব্যাজ উচিত না হয়।
সম্বর সংগ্রামে আমি পশিব নিশ্চয়॥
এখনি সে মহাবীর অনুশাল্বে ধরি।
এনেদিব দুষ্টাশয়ে তব বরাবরি॥
আমার বচন মিথ্যা হইবার নয়।
তোমার নিকটে আমি বলিছি নিশ্চয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা শুন দেবকী নন্দন।
দ্বিজ কন্যা হরে যদি শূদ্র অভাজন॥
তার যেই পাপ হয় নরকেতে স্থিতি।
প্রতিজ্ঞা হইলে ব্যর্থ আমার সে গতি॥
পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ দিনে যেই জন।
পবিত্র আচার ত্যজি কামেতে মগন॥
সংযম দিবসে করে নারী সহবাস।
নিশ্চয় নরকে তার হয়ে থাকে বাস॥
তার গতি যেইরূপ আছে নির্দ্ধারিত।
মোর বাক্য মিথ্যা হলে সে পাপ নিশ্চিত॥
ঋতুকালে সহবাস পত্নীর সহিত।
যেই করে তার ঘোর নরক নিশ্চিত॥
স্নান দিনে জেনে শুনে রমণীর সনে।
না বিহরে যেই নরে ত্যজে অকারণে॥
ইথে তার যেই পাপ হয়ে থাকে ভোগ।
কথা মিথ্যা হলে ঘটে মোর সে সংযোগ॥
এই কথা বলি বীর কর্ণের কুমার।
অঙ্গুরী লইয়া রণে হৈল আগুসার॥

প্রদ্যুম্ন সহিত দোঁহে করিল প্রয়াণ।
যে থানেতে অনুশাল্ব আছে বিদ্যমান ॥
দেখি কৃষ্ণপুত্র বীর কর্ণপুত্রে কয়।
তোমার সংগ্রাম এবে অনুচিত হয় ॥
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর দেখ তেজ মোর।
এখনি সাধিব কার্য্য করি রণ ঘোর ॥
এই কথা বলি যেই হৈল আগুয়ানে।
অমনি সে অনুশাল্ব উচিত বিধানে।
হাস্য করি প্রদ্যুম্নেরে বলিতে লাগিল।
কাহার সাহসে বীর এ বুদ্ধি ঘটিল ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ পুরী সুখময়।
পরিত্যাগ করি কেন রণযাত্রা হয় ॥
কামিনীর ক্রোড় দোষ কবি বিসর্জ্জন ॥
কেন ভয়ানক কার্য্যে করিলে গমন ॥
হে অনঙ্গ অঙ্গহীন শিবের শাপেতে।
কেনা জানে ব্যক্ত তাহা আছে ত্রিলোকেতে ॥
আজ কেন পুন অঙ্গ করিয়া ধারণ।
বহ্নি সম মম তেজে হইতে দাহন ॥
করিতে বাসনা কেন হইয়াছে চিতে।
বিবেচনা করি দেখ আপন বুদ্ধিতে ॥
প্রকাশিতে নিজ শক্তি যদি ইচ্ছা কর।
যাও তপোবনে যথা তাপস নিকর ॥
কিম্বা পতিব্রতা নারী পতির বিহনে।
যেখানে বসতি করে কাঁদে নিশি দিনে ॥
ত্বরা করে সেখানেতে কৃষ্ণের কুমার।
আপন মহিমা শক্তি দেখাও অপার ॥
কিম্বা জরাজীর্ণ তনু বিবেক আশ্রয়।
তাদের নিকটে শক্তি দুর্নিবার হয় ॥
বীর পুরুষের কাছে কেন অগ্রসর।
জাননা কি লজ্জা পাবে তোমার অন্তর ॥
শুনি কোপে রক্তবর্ণ প্রদ্যুম্ন তখন।
করে নিল দিব্য তুণ দিব্য শরাসন ॥
পঞ্চ শর নিক্ষেপিল বীর পুষ্পশর।
করিলেক শরবৃষ্টি বিপক্ষ উপর ॥
হাসি অনুশাল্ব বীর ত্যজি নিজশর।
নিবারিল নিমেষেতে উৎসাহ অন্তর ॥
ত্বরা করি এক বাণে প্রদ্যুম্নে তখন।
হৃদয়েতে প্রহারিল করিয়া গর্জ্জন ॥
ঘোর ব্যথা পেয়ে কাম কৃষ্ণের কাছেতে।
ঘুরিতেং গিয়া পড়ে আচম্বিতে ॥
তনয়ে মূর্চ্ছিত হেরি হরি সেইক্ষণে।
মনে মনে বড় লজ্জা পাইল তখনে ॥
রথ হতে ভূমিতলে নামিয়া তখনে।
ভৎসনা করিল পুত্রে সরোষ বচনে ॥
কোপেতে কম্পিত কায় না সহিতে পেরে।
শেষে পদাঘাত কৈল প্রদ্যুম্নের শিরে ॥
বলিতে লাগিল তারে ভৎসিয়া তখনে।
হায়! কেন কাম তব জন্ম অকারণে ॥
ক্ষত্রিয় কুলের কালি হৈল তোমা হতে।
এতদিনে বীর নাম ভাসাইলা স্রোতে ॥
পুরুষার্থ কিছু মাত্র নাহিক তোমার।
হাসিবেক সর্ব্বজনে দেখি এ ব্যাভার ॥
হেরিয়া তোমার কাণ্ড আমি মৌনমুখ।
কেমনে ভুলিব আমি নিদারুণ দুখ ॥
যাহোক্ ধূলায় পড়ি কেন অকারণ।
জানাইলে ভুজবল এই নিদর্শন ॥
জেনো মূঢ় নয় ইহা দ্বারাবতী পুরী।
সহজে করিবে ক্রীড়া প্রকাশি চাতুরী ॥
হস্তিনা নগরী হয় বীরের আগার।
এই স্থান হয় যুদ্ধ কার্য্য পরীক্ষার ॥
এ স্থলেতে কৃতকার্য্য না হইল যেই।
বাঁচিয়া কি ফল তার অভাজন সেই ॥
সম্মুখে প্রদ্যুম্ন তব সাহস বীরত্ব।
দেখিলাম জানিলাম বুঝিনু মহত্ব ॥

তোর লাগি লজ্জা ভয়ে অন্তর আমার।
ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে দুঃখ অনিবার॥
বীরগণ সকলেতে সাক্ষাতে তোমার।
দেখিলেক বীরপণা সংগ্রাম দুর্ব্বার॥
কেন কাম বাল্যকালে হইলি পালিত।
কেন ধনুর্ব্বিদ্যা তোকে করিনু শিক্ষিত॥
কেন এতকাল তোকে ক্ষত্রিয় সমাজে।
রাখিলাম মনে মনে উপযুক্ত বুঝে॥
যা হবার হইয়াছে প্রদ্যুম্ন এখন।
ত্যজি পুরী মনোহারী বনেতে গমন॥
ফল মূল ভোজনেতে মুনি বৃত্তি ধর।
হিংসা ধর্ম্ম ত্যাগ করি শান্তি পথে চর॥
সংসারে তোমার বাস না হয় শোভন।
বৈরাগ্যের পথে তুমি কর বিচরণ॥
অথবা যদ্যপি মনে লয়হে তোমার।
বাণপুরে শুভ যাত্রা করহে কুমার॥
সেখানেতে মহাজন আছয়ে বিস্তর।
তাহাদের সঙ্গে শিব পূজা নিরন্তর॥
ভক্তিভাবে ত্রিপুরারে শঙ্করে পূজন।
করিলে তোমার গতি হবে নির্দ্ধারণ॥
বৈর নির্যাতনে যদি করহে কামন।
শঙ্করের অনুগ্রহে হইবে পূরণ॥
আশুতোষ তুষ্ট হলে কি থাকে অভাব।
অতএব হৃদে ভাব ভবানীর ভাব॥
যাহোক্ প্রতিজ্ঞা ভাল হইল রক্ষণে।
বিধিমতে হাসাইলে যতেক সুজনে॥
শত্রু মিত্র সকলেতে দিল টিট্‌কারী।
চমৎকার বলবীর্য্য আহা বলিহারী॥
কেন রুক্মিণীর গর্ব্ভে করি বসবাস।
অকারণ কষ্ট তারে দিলে দশমাস॥
জন্মিয়া তোমায় হতে জনক জননী।
যদি কোনরূপে সুখ না ভোগে কখনি॥

তবে তব জন্মে বল কিবা ফলোদয়।
জননীর কষ্ট মাত্র ঘটিল নিশ্চয়॥
যদি গর্ভে থাকি তুমি হইতে হে লীন।
ভুগিতে হতোনা মোরে এরূপ দুর্দ্দিন॥
আপনার বলাবল জেনে বুদ্ধি মতে।
বীরগণ উঠে নাই অঙ্গুরী লইতে॥
কি করিবে বলহীন আপনারা জানি।
ভরসা না করিলেক একজন প্রাণী॥
বাহবা লইলে তুমি বীরত্ব দেখাতে।
মস্তক হইল হেঁট বিপক্ষের হাতে॥
কৃষ্ণের শুনিয়া বাণী বীর বৃকোদর।
বলিতে লাগিল তাঁরে হয়ে অগ্রসর॥
অনুচিত কোপ তব হতেছে মাধব।
অকারণ অপমান অতি অসম্ভব॥
সত্যবটে সন্তানের পিতৃ অধিকার।
অবশ্য বলিতে পারে যাহা ইচ্ছা তার॥
বয়স্থ হইলে পুত্র পিতার নিকটে।
বাল্যভাবে রবে সদা থাকি করপুটে॥
পুত্রের দুর্নীতি দোষ করিলে দর্শন।
পিতার উচিত হয় করিতে শাসন॥
কিন্তু অকারণে এত কর্কশ বচন।
সবার সাক্ষাতে বলা কোন্ প্রয়োজন॥
আমি জানি অভিমানী প্রদ্যুম্ন তোমারে।
অকারণে দোষী কেন করহ তাহারে॥
বিপক্ষের বীর্য্য হেরি তোমার নন্দন।
রণে ভঙ্গ দিয়া নাহি করে পলায়ন॥
বিশেষ কুপিত হয়ে পদাঘাত করি।
অকারণে কৈলা কাদে ব্যথিত শ্রীহরি॥
গুরুতর মনস্তাপে দিয়াছ তাহায়।
এতদূর রাগ করা বড়ই বেজায়॥
করিলে এরূপ কর্ম্ম গুরুতর লোকে।
অভিমানে সন্তানেতে কষ্ট পেয়ে থাকে॥

তুমি নাকি হৃদয়ের গভীর বেদন।
কষ্টের অবস্থা তত্ত্ব না জান কখন॥
নিজে সুখ আনন্দের একই মূরতি।
সেই জন্য দুঃখ ক্লেশ নহে অবগতি॥
শুনিয়া ভীমের বাক্য প্রভু ভগবান্।
বলিতে লাগিল তারে উচিত বিধান॥
যাহাহোক্ বীরবর বৃকোদর তুমি।
এখনি করহ যাত্রা সে সংগ্রাম ভূমি॥
দেখ গিয়ে কর্ণপুত্র বৃষকেতু বীর।
কিরূপে করয়ে যুদ্ধ যুদ্ধে থাকি স্থির॥
বয়সে নিতান্ত শিশু কিন্তু সাবধান্।
দেখি নাই বীর আমি উহার সমান॥
যথার্থ বীরের পুত্র বীর চূড়ামণি।
ক্ষত্রকুলে অলঙ্কার সবার অগ্রণী॥
কর্ম্মে নিষ্ঠা সত্যে শ্রদ্ধা বয়সের সনে।
সকল সদ্গুণ রাশি প্রকাশী এখনে॥
সাহস শক্তির সীমা যাহা কিছু এর।
ব্যবহারে বুঝিয়াছে যে পেয়েছে টের॥
এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র বলিলে তখন।
বৃকোদর যুঝিবারে করিল গমন॥
প্রদ্যুম্নে লইল সঙ্গে গমন সময়!
ক্রোধে দেহ স্ফীত হলো স্থির যবে রয়।
ভীষণ গদার ঘায় বহু সৈন্য ক্ষয়।
করিলেক বীরবর যত সাধ্য হয়॥
মত্ত মাতঙ্গের দল হইল মূর্চ্ছিত।
ধরাশায়ী হলো কত কে করে নির্ণীত॥
রথী সহ রথ কত হলো চূর্ণীকৃত।
ছিন্ন ভিন্ন বিপর্য্যস্ত দূরে নিক্ষেপিত॥
অশ্বগণ চূর্ণ হলো যায় গড়াগড়ি।
বিকট চীৎকারে পড়ে রণস্থল যুড়ি॥
করীশুণ্ড করে ধরি করিয়া ঘূর্ণিত।
দূরদেশে বীরবর করিল ক্ষেপিত॥

অশ্বারোহী সহ অশ্ব রথী সহ রথ।
চিহ্ন মাত্র না রহিল পড়ে দূর পথ॥
বালক যে রূপ পেলে মনের হরষে।
খেলার সামগ্রী লয়ে বড় সুখে ভাসে॥
সেইরূপ সহজেতে বীর বৃকোদর।
হয় হস্তী রথ লয়ে খেলে নিরন্তর॥
কভু ছোড়ে কভু ধরে কখন চাপিয়া।
ইচ্ছামত ক্রীড়া করে ঘুরিয়া ফিরিয়া॥
কখন কতক সৈন্য উর্দ্ধেতে তুলিয়া।
শূন্যেতে ফেলিয়া দেয় ধরে হাত দিয়া॥
লোফালুফি করি শেষে করে মুষ্ট্যাঘাত।
প্রবল আঘাতে তারা সত্বর নিপাত॥
পদের পীড়নে কত যায় যমালয়।
মুখ হতে অনিমিষ রক্তস্রাব হয়॥
ছিন্ন শির চক্ষুস্থির কত বীরগণ।
হাতে বাণ খরশান ধরাতে শয়ন॥
মৃত পন্নগের মত গড়াগড়ি যায়।
রণস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত হায়॥
রথেতে বিচিত্র ধ্বজা ছিল যে সকল।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তারা লুটায় ভূতল॥
চৌদিকেতে হাহাকার উঠিল তখন।
সকলেই কম্পান্বিত শঙ্কাযুক্ত মন॥
হেরিয়া ভীমের কোপ ঘোর রণবেশ।
কর্ণপুত্র কৈল তারে অশেষ বিশেষ॥
শুন বীর হয়ে স্থির আমার ভারতী।
শুন যদি তবে বলি হিড়িম্বার পতি॥
বুদ্ধিমান গুণধাম তোমার মতন।
ধরাধামে তুলনায় নাহি কদাচন॥
হইলে তোমার কোপ সৃষ্টি হয় নাশ।
কার সনে যুঝি তুমি পুরাইবে আশ॥
বিশেষ বালক সনে যুঝিলে পাণ্ডব।
অপবাদ লোকনিন্দা করিবেক সব॥

সমানে সমানে যুদ্ধ পারি কিম্বা হারি।
তাতে দোষ কিছু নাই দেখহ বিচারি॥
হারাইলে বালকেরে কি পৌরুষ তাতে।
জিতিলে কি নাম বল আমার সাক্ষাতে॥
মশকে মারিতে যদি ব্রহ্ম অস্ত্র হান।
তার জন্যে যদি যুদ্ধ হয় আয়োজন॥
তার জন্যে যদি কেহ হয় অগ্রসর।
কে তারে বলিবে বীর ত্রিলোকভিতর॥
বাতুল অসার বলি সবে উপহাস।
করিবেক বৃকোদর শুনহ নির্য্যাস॥
অনন্তের হৃৎকম্প যার গতি হেরি।
বীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেই বিক্রমকেশরী॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যার না পূরিল সাধ।
ক্ষুদ্রসনে আজ তার বাদ বিসম্বাদ॥
অনুশাল্ব তুল্য হতে তোমার অগ্রেতে।
কখন না হতে পারে বলেছি নিশ্চিতে॥
বীর মধ্যে তার নাম কে শুনেছে কবে।
তাহার সাহসে ধন্য হস্তিনায় যবে॥
করিলেক এতদূর ভয়ানক কর্ম্ম।
সত্বরে বুঝিবে সেই এর কিবা মর্ম্ম॥
যবে অনুতাপ সহ নিদারুণ শরে।
ধরাতল শায়ী হবে সবার গোচরে॥
সে কালে বুঝিবে হায় পাইলাম জ্ঞান।
বুদ্ধি দোষে অকালেতে ত্যজিলাম প্রাণ॥
অতএব ক্ষান্ত হও পাণ্ডুর নন্দন।
অনুশাল্বে রণসাধ পূরাব এখন॥
সত্যবটে কেশরীতে নিজের শিকার।
করিয়া উদর পূর্ণ আনন্দে সাঁতার॥
দিয়া থাকে সকলেতে জানয়ে সকলে।
কিন্তু ক্ষুদ্র জীব হিংসা নহে কোনকালে॥
কারণ তাহাতে তুষ্টি না হয় সাধন।
সেই জন্য নীচ কার্য্যে নাহি দেয় মন॥

তাই বলি বৃকোদর বিক্রমকেশরী।
ক্ষুদ্র প্রতি হিংসা হলে অযশ তোমারি॥
অনুশাল্ব মত যদি হাজার২।
যুঝিবারে তোমা সনে আসে অনিবার॥
তবু তব সমকক্ষ হইবার নয়।
অতএব ক্ষান্ত হও শুন মহাশয়॥
জেনে শুনে অপযশ কিনিতে বাসনা।
কেন হইতেছে দেব আমায় বলনা॥
পুত্র হতে পিতৃকুল হয় সমুন্নত।
জঘন্য ব্যাভারে লোক নিন্দা অবিরত॥
বংশের পতন হয় লোকেতে অখ্যাতি।
জেনে শুনে এ পথেতে করনাকো গতি॥
তোমাকে আমার বলা অসঙ্গত হয়।
অতএব অপরাধ ক্ষম মহাশয়॥
নাম হীন লোক নিন্দা নিন্দনীয় কায।
না বলিলে শেষে মোরে পেতে হবে লাজ।
সত্যবটে ক্ষুধা চিহ্ন হইলে প্রকাশ।
দেহ মধ্যে রোগ যত সকলি বিনাশ॥
কিন্তু ক্ষুধাক্রান্ত হলে সর্পের রসনা।
সৃষ্টিনাশ হয়ে থাকে বিষম ঘটনা॥
তাই বলি মহতের পৌরুষ সময়।
নির্দ্ধারিত আছে যবে প্রয়োজন হয়॥
যোগ্য পাত্রে সময়েতে তেজ প্রকাশিলে।
পৌরুষ প্রকাশ পায় বিপক্ষ দলিলে॥
যাহোক্ মিনতি দেব তোমার চরণে।
অপকর্ম্ম করিবারে কেন ইচ্ছা মনে॥
তোমারে বুঝাব আমি এত কিবা জানি।
মূর্খ কি পণ্ডিতে পারে করিবারে জ্ঞানী॥
আপনার বল শক্তি না বুঝিতে পেরে।
সংগ্রামেতে অগ্রসর তুমি গুণধরে।
তোমারে অধিক বলা নাহি প্রয়োজন।
সমুদায় জান তুমি অতি বিচক্ষণ॥

বৃষকেতু বাক্য শুনি মধ্যম পাণ্ডব।
বলিতে লাগিল তারে দিব্য বাক্য সব॥
তুমি বাছা স্নেহধন চির অনুগত।
বলিলে যে সব কথা নহে অনুচিত॥
কিন্তু বলি শুন বীর আমার বচন।
দেখ জগতের রীতি সুন্দর কেমন॥
স্নেহের এমনি শক্তি এরূপ কৌশল।
আত্মারে বঞ্চিত করে যত জীবদল॥
কোন খানে কিছু খাদ্য পেলে কোন মতে।
সন্তানে দিবেক বলি বড় বাঞ্ছা চিতে॥
তাহার বদনে দিলে সুমধুর রস।
মনে করে পিতা মাতা মোর জিহ্বা বশ॥
অতএব যুদ্ধকালে বাসনা বৃক্ষেতে।
সে ফল ফলেছে তাহা পাড়িয়া যত্নেতে॥
আপনি কিঞ্চিৎ তার আস্বাদ লইয়া।
তব করে প্রদানিতে আশা করে হিয়া॥
তা হলে আমার তৃপ্তি অনায়াসে হবে।
ফলভোগ পক্ষে কভু বাধা না সম্ভবে॥
এই কথা বলি ব্যস্ত হয়ে অতিশয়।
অনুশাল্ব প্রতি দ্রুত পাণ্ডুর তনয়॥
পবন গমনে চলে পবননন্দন
মহীধর স্থানচ্যুত হইল তখন॥
রোষভরে বীরবরে আসিতে দেখিয়া।
অনুশাল্ব তীক্ষ্ণবাণ লইল ধাইয়া॥
ছাড়িল ভীমের প্রতি দেখিতে২।
অচেতন বৃকোদর সবার সাক্ষাতে॥
ভীমেরে মূর্চ্ছিত হেরি পাণ্ডব সুহৃদে।
বড়কষ্ট পাইলেন পতিত বিষাদে॥
কোপেতে কম্পিত কায় দারুকে ডাকিয়া।
বলেন সত্বর রথ প্রস্তুত করিয়া॥
অবিলম্বে রণভূমি উদ্দেশেতে চল।
স্বয়ং করিব যুদ্ধ বিলম্বে কি ফল॥

কৃষ্ণের সংগ্রাম যাত্রা দেখিয়া তখন।
অনুশাল্ব মন হলো আনন্দে মগন॥
মনে মনে এই কথা লাগিল বলিতে।
এতদিনে ইষ্টসিদ্ধি বুঝিনু ত্বরিতে॥
যাঁরে পাইবার জন্যে এত আকিঞ্চন।
সেই চিরশত্রু সনে হইল দর্শন॥
বলিতে লাগিল ডাকি গোবিন্দে তখন।
ক্ষণকাল তিষ্ঠ তুমি নন্দের নন্দন॥
তুমি মোর সহোদরে করেছ হনন।
আজিও আমার মনে রয়েছে স্মরণ॥
এতদিন পরে কাল হয়েছে পূরিত।
তাই তব সনে দেখা হলো আচম্বিত॥
দেখ কৃষ্ণ সাক্ষাতেতে তোমার নন্দনে।
বাণেতে মূর্চ্ছিত করি ফেলিছি এক্ষণে॥
উপহার স্বরূপেতে তোমার কাছেতে।
পাঠাইয়া দিছি তাকে তোমাকে দেখিতে॥
স্বচক্ষেতে তুমি তাহা করেছো দর্শন।
আমার বীরত্ব দেখ স্পষ্ট নিদর্শন॥
মধ্যম পাণ্ডব ভীম বড় বীর বলি।
জগতেতে যার কথা করে বলাবলি॥
এক শরে ধরা শয্যা হয়েছে তাহার।
বীর গর্ব্ব বৃকোদরে ঘুচেছে এবার॥
পূর্ব্বে আমি সাক্ষাতেতে তোমাকে দর্শন।
কখন না করিয়াছি শ্রীমধুসূদন॥
রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছি যবে।
তদবধি বহুলোকে রক্ষেছি মাধবে॥
সাধ্যমত দান ধ্যান করেছি কিঞ্চিৎ।
পুণ্যকার্য্য হতে মন হয়নি বঞ্চিত॥
বলে থাকে মহাজনে এইরূপ কথা।
হেরিলে শ্রীকৃষ্ণে পাপ না থাকে সর্ব্বথা॥
আজি পাণ্ডবের পুরী হস্তিনা পুরেতে।
দেখিলাম কৃষ্ণচন্দ্রে যবে উপস্থিতে॥

পুরাণ পুরুষ তুমি অজর অমর ।
পূর্ণব্রহ্ম রূপে বাক্য মন অগোচর ॥
যে রূপ নিশ্চিন্ত মনে সেই চিন্তামণি ।
সে রূপে পাণ্ডবপুরে রহিবে আপনি ॥
এবে এই পঞ্চশরে তোমার হৃদয় ।
বিন্ধিব বলিয়া আমি করেছি নিশ্চয় ॥
কোথা পলাইবে বল পতিত পাবন ।
অনুগামী হব আমি তোমার কারণ ॥
ত্রিলোকে যেখানে যাবে যাব তব পাছে ।
লুকাইবে বলি আশা করিয়াছ মিছে ॥
সংসারেতে গুপ্ত স্থান একমাত্র দেখি ।
সাধুজন হৃদয়েতে থেকে তুমি সুখী ॥
দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় সেই একস্থান ।
তোমার বসতি পক্ষে দেখি বিদ্যমান ॥
লোভরূপী বীর আর প্রপঞ্চ পদাতি ।
সে দুর্গ বেষ্টিতে নারে নাহিরেতে স্থিতি ॥
যত অস্ত্র হানে তারা ভেদ করিবারে ।
চূর্ণ হয়ে যায় সব পড়ে দিগন্তরে ॥
সাধুজন হৃদিমাঝে ধ্যানের ধনে ।
রাখিয়া সন্তোষ সুখ ভুঞ্জে অনুক্ষণে ॥
তুমি নিত্য কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে প্রকাশিত ।
সাধুর মানস পদ্ম কর প্রফুল্লিত ॥
যাহারা সর্ব্বদা হেরে তোমার চরণ ।
তাহাদের পুনর্জন্ম হয়না কখন ॥
রাজপদ দিব্যভোগ অতুল সম্পত্তি ।
তোমার কৃপায় তারা তুচ্ছ ভাবে অতি ॥
এই কথা বলি পঞ্চ শর নিক্ষেপিল ।
সপ্ত অশ্ব অঙ্গেতে তখনি বিন্ধিল ॥
দগ্ধ হলো তুরঙ্গম অসহ্য শরেতে ।
পলাইল যুদ্ধ হতে অতিদূর পথে ॥
কৃষ্ণে না দেখিয়া পুন অনুশাল্ব বলে ।
কেন রণভূমি হতে অদর্শন হলে ॥

যে সকল কার্য্য আমি করেছি কেশব ।
কিছু নহে অবিদিত তোমার মাধব ॥
পাপী বলে যদি তুমি পরিত্যাগ কর ।
যাও প্রভু ছাড়ি এই অধম কিঙ্করে ॥
তবে দয়াময় নাম পতিত পাবন ।
কে বলিবে সংসারেতে শ্রীমধুসূদন ॥
কোন পাপ অর্শিয়াছে বলনা আমাতে ।
কিম্বা কোন অত্যাচার আমার রাজ্যেতে ॥
মোর রাজ্যে কোন শূদ্র ব্রাহ্মণী গমন ।
কিম্বা কন্যা ধন পিতা করেছে হরণ ॥
কিম্বা দান করি ধন কন্যার যৌতুক ।
গ্রহণ করেছে কেহ ধর্ম্মেতে বিমুখ ॥
কিম্বা ক্রোধভরে কেহ স্নেহের কারণ ।
জামাতৃ ভবনে কন্যা করেনা প্রেরণ ॥
পুত্রহীন কিম্বা কোন মৃতপুত্র জনে ।
আমার ভাণ্ডার পূর্ণ তাহাদের ধনে ॥
মৃতধন হরিয়াছে কোন পাপমতি ।
অনুগত ভৃত্যবর্গ সন্তান সন্ততি ॥
কিম্বা কোন রজস্বলা রমণী হেরিয়া ।
সহবাসে রত কোন মানুষের হিয়া ॥
চতুর্থ দিবসে ত্যজি আপন রমণী ।
ঋতুরক্ষা নাহি করে স্বভাব এমনি ॥
কিম্বা কোন নারী করে ভ্রূণহত্যা পাপ ।
সেই জন্যে ভুঞ্জে সদা মহা মনস্তাপ ॥
এ সকল মহাপাপ আমার রাজ্যেতে ।
আমার দ্বারায় কিম্বা কোন প্রজা হতে ॥
হয় নাই আমি ইহা বলেছি নিশ্চিতে ।
তবে কেন তবপদ না পাই হেরিতে ॥
হে গোবিন্দ যদি মোর কিঞ্চিৎ সুকৃতি ।
তোমার কৃপায় থাকে অখিলের পতি ।
সে সব মনের সুখে করিতেছি দান ।
কৃষ্ণে দেখাইয়া যেই নাশিবে অজ্ঞান ॥

শুনিয়াছি হংস তীর্থ সলিল পানেতে।
পবিত্র হইয়া জীব যায় মুক্তিপথে॥
সেই রূপ মুক্তিদাতা হরিকে পাইলে।
শরীর অন্তর পূত;—মুক্ত অবহেলে॥
এই কথা বীরবর বলিতে বলিতে।
মাধবের আবির্ভাব তাঁহার অগ্রেতে॥
হাসি হরি শর ধরি তাঁয় তিন শর।
হানিলেন বীরবর দেহের উপর॥
অনুশাল্ব ত্বরা করি ছাড়ি এক শর।
মধ্যেতে কাটিয়া ফেলে দৃষ্টির গোচর॥
সে সময় দয়াময় সম্বোধিয়া হরি।
বলিতে লাগিল শত্রু বিক্রম কেশরী॥
দেখহ আমার শৌর্য্য তোমার সাক্ষাতে।
কতদূর সুনিপুণ আমি সংগ্রামেতে॥
আমি তব তিন শর করিনু ছেদন।
কিন্তু তুমি নিবারিতে নারিলে কখন॥
যাহা হোক্ দেখি তব বল কত দূর।
ত্যজিলাম তীক্ষ্ণ অস্ত্র নারিবে প্রচুর॥
সহ্য কর দেখি হরি তাহার আঘাত।
তবেত বুঝিবে মোরে কিরূপ উৎপাত।
এই বলি নারায়ণে নারাচ ক্ষেপিল।
তুষ্ট হয়ে মূর্চ্ছাভাবে শুইয়া পড়িল॥
গোবিন্দের এ অবস্থা হেরি সে সারথি।
রণভূমি পরিত্যাগ কৈল শীঘ্রগতি॥
যে স্থানেতে যুধিষ্ঠির রয়েছে বসিয়া।
সেখানে দারুক শীঘ্র আইল ধাইয়া॥
কৃষ্ণকে মূর্চ্ছিত হেরি পাণ্ডব যাদবে।
সকলে ক্রন্দন করে হাহাকার রবে॥
পাণ্ডবের সাক্ষাতেতে সব সৈন্যগণ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইছে মহাভীত মন॥
যাহাদের পিতা পুত্র আত্মীয় স্বজনে।
যুদ্ধস্থলে ধরাশায়ী হয়েছে পতনে॥

পরস্পর সে সকলে বলিছে তখন।
শোক মোহে অভিভূত সকলের মন॥
পিতৃহীন পুত্র কাঁদে পিতার তরেতে।
বুকে করাঘাত করে অধীর মনেতে॥
হায় কি হইল বলি ভূমিতলে লুটি।
পড়িছে উঠিছে হায় করি ছটফটি॥
পিতা কাঁদে পুত্র বিনে পেয়ে গুরুশোকে।
হা পুত্র তোমার বিনে এই নরলোকে॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি না পাই দেখিতে।
সব দিকে অন্ধকার হেরি আচম্বিতে॥
হৃদয় বন্ধন এবে ছিঁড়িয়া পড়িল।
আমোদ আহ্লাদ সুখ সকলি মিটিল॥
মনে ছিল তোমা হতে অন্তে পাব সুখ।
হায় অভাগার ভাগ্যে বিধাতা বিমুখ॥
আত্মীয় সকলে কাঁদে স্মরি বারবার।
কেমনে ভুলিব আমি গুণ চমৎকার॥
উগ্রতা বর্জ্জিত মূর্ত্তি সরলতা শেষ।
পর উপকারে ছিল দয়া এক শেষ॥
কখন পুরুষ ভাষ না করি শ্রবণ।
লোক মুখে নিন্দাবাদ শুনিনা কখন॥
সকল সংসার মধ্যে সৌজন্যে তোমার।
সকলে আপন ভাবে মুগ্ধ মহিমার॥
এইরূপে সকলেতে কাঁদে অনিবার।
দুঃখের জলধি তারা নাহি হেরে পার॥
পুত্র কাঁদে বিবিধমতে পিতার কারণে।
হায় পিতা এ দুর্গতি তোমার বিহনে॥
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা করেছো পালন।
তোমার দয়াতে আমি বর্দ্ধিত এখন॥
যাহারে কিঞ্চিৎকাল না হেরিয়া তুমি।
চতুর্দ্দিকে ধাবমান ত্যজি বাস-ভূমি॥
সেই আমি রহিলাম হয়ে নিরাশ্রয়।
দয়া করি দেখা দাও পিতা গুণময়॥

জনমে তোমার ঋণ শুধিতে নারিব।
বেঁচে রব যত কাল তোমারে স্মরিব॥
এখন পুত্রের কার্য্য আর কিবা আছে।
শ্রাদ্ধ দান কৃতজ্ঞতা সকলের কাছে॥
তীর্থ স্থান গয়াধামে তোমার উদ্দেশে।
পিণ্ড দান আদি কার্য্য করিব হরষে॥
এইরূপে বিধিমতে বিলাপে সবলে।
দারুকের উপস্থিতি সেথা সেই কালে॥
কৃষ্ণে অচেতন হেরি ধূলায় ধূসর।
কাতর হইয়া কাঁদে সূত নীরবর॥
কৃষ্ণের রমণী যত হয়ে একত্রিত।
গলাগলি হয়ে সবে কাঁদে অবিরত॥
সে কালেতে সত্যভামা প্রদ্যুম্নে বলিল।
শুনিয়াছি যুদ্ধকাণ্ড যাহা ঘটেছিল॥
হেরি তব পরাজয় বিপক্ষের হাতে।
ক্রুদ্ধ হয়ে কমলাক্ষ কৈল পদাঘাতে॥
বিধিমতে অপমান লাঞ্ছনা তোমার।
করেছিল তব পিতা স্বামী গুণাধার॥
তোমার সহিত যত ছিল সৈন্যগণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া সবে করে পলায়ন॥
সকলের পরাজয় হেরিয়া কেশবে।
হয়ে ছিলা অগ্রসর তবেত যাদবে॥
এই কথা বলি কৃষ্ণে লাগিল কহিতে।
আজি কেন অপরূপ হেরিহে তোমাতে॥
নিজে প্রহারিত হয়ে রণেতে মূর্চ্ছিত।
রণভূমি হতে তুমি হলে প্রত্যাগত॥
মাধব একি হে ভাব হেরিতেছি আজি।
রণেতে মূর্চ্ছিত তুমি শবরূপ সাজি॥
অস্ত্রে যারে নাহি পারে করিবারে ছেদ।
যার কলেবর হয় বিষম দুর্ভেদ॥
অগ্নি যারে নাহি পারে করিতে দাহন।
মৃত্যু পরাজিত যার হেরে শ্রীচরণ॥
অনাদি অক্ষয় যিনি জন্ম মৃত্যুহীন।
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ইন্দ্রিয় বিহীন॥
সাধকের হিতজন্যে নানারূপ ধরি।
অবতীর্ণ অবনীতে পূর্ণব্রহ্ম হরি॥
কভু বৃন্দাবনে বাস রূপ মনোহারী।
কভু বা গোলোকে থাক গোলোকবিহারী॥
কভু বেদে, কভু থাক পুরাণ মধ্যেতে।
অপরূপ তব কাণ্ড কে বুঝিবে চিতে॥
কত খেলা খেল তুমি দেব চক্রপাণি।
সামান্য রমণী আমি কিবা তাহা জানি॥
একবার মূর্চ্ছা হয়ে যশোদার কোলে।
কি খেলা খেলেছ কৃষ্ণ তুমি বাল্যকালে॥
কালা কলঙ্কিনী নাম দূর করিবারে।
কলঙ্ক ভঞ্জন কৈলে ব্রজের মাঝারে॥
জনক জননী আর আত্মীয় স্বজন।
কেঁদেছিল সে সময় হেরি অলক্ষণ॥
আপন মায়ায় তুমি বৈদ্য বেশধরি।
আপনার রোগ শান্তি করিলে শ্রীহরি॥
রাধার সতীত্ব খ্যাতি করিলে স্থাপন।
অনন্ত তোমার অন্ত বুঝে কোন জন॥
এবার কি প্রয়োজন ভাবিয়াছ মনে।
তাই পুন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে হে রণে॥
কিঞ্চিৎ পরেতে ইহা হইবে প্রকাশ।
কাহারে প্রসন্ন হয়ে পূরাইবে আশ॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

" অজ্ঞানাৎ যদিবা জ্ঞানাৎ দস্যুভাবেনবা পুনঃ।
কৃষ্ণ নাম্নৈব যচ্চিন্তা স যাতি পরমং পদং ॥ "

বৃষকেতু কর্ত্তৃক অনুশাল্ব পরাজয় ও অশ্বসহ
অর্জ্জুনের মাহিষ্মতী পুরী প্রবেশ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন নৃপমণি।
অতঃপর যে সকল অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
ঘটেছিল যে সকল করহ শ্রবণ।
শুনিয়া আনন্দ তব হবে বিবর্দ্ধন ॥
শুনি রাজা জন্মেজয় যুড়ি দুইকর।
বলে গুরু কৃপাকরি বলহ সত্বর ॥
রাজবাক্যে তপোধন বলিতে লাগিল।
শুনিয়া তাঁহার মনে বিস্ময় জন্মিল ॥
যে কালেতে সত্যভামা কৃষ্ণের উদ্দেশে।
বলিতে লাগিল কথা মনের উল্লাসে ॥
নারায়ণ সে সকল করিয়া শ্রবণ।
অন্তরেতে আপ্যায়িত হাসেন তখন ॥
পরে পুনর্ব্বার চলে যুদ্ধের কারণ।
অনুশাল্ব বীরবরে করিতে শাসন ॥
গোবিন্দেরে অগ্রসর হেরি কর্ণসুত।
তাঁর পাদপদ্মে আসি হইল পতিত ॥
বলিতে লাগিল তাঁরে অনুরোধ করি।
দাস বর্ত্তমানে কার্য্য সাজেনা তোমারি ॥
কিঙ্কর করিবে কার্য্য প্রভু বিদ্যমানে।
আজ্ঞা দেহ ভগবান্ সন্তোষিত মনে ॥
এতেক বলিয়া বীর অনুশাল্বে কয়।
আমার কথায় তুমি করহে প্রত্যয় ॥
অবশ্য যুঝিব আমি তোমার সনেতে।
পুরাইব রণসাধ সবার অগ্রেতে ॥
তিষ্ঠ২ ক্ষণকাল যতকাল শর।
নিক্ষেপ না করি আমি হয়ে তৎপর ॥
এই কথা বলি বীর হাসিতে হাসিতে।
দশ শর নিক্ষেপিল বিপক্ষ পরেতে ॥
হেরি অনুশাল্ব কোপে চক্ষু করি লাল।
বলিলেক হায় দেখি এ ঘোর জঞ্জাল ॥
অকস্মাৎ যুদ্ধ ইচ্ছা আমার সনেতে।
ধন্যরে সাহস তোর সাবাস শক্তিতে ॥
এই বলি দশবাণ বৃষকেতু দেহে।
বিন্ধিল দেখিয়া সবে সবিস্ময় রহে ॥
চারি বাণে রথ অশ্বে করিল পাতিত।
দেখিতে দেখিতে তারা ভূতলে শায়িত ॥
সারথির দেহ হতে কাটিলেক শির।
বিরথ হইল রথী বৃষকেতু বীর ॥
তখনি অপর রথে করি আরোহণ।
রণস্থলে অগ্রসর হইল তখন ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বীর করে দিব্যধনু।
চর্ম্মেতে আবৃত কৈল আপনার তনু ॥
সুতীক্ষ্ণ শরের ঘায় বিপক্ষ সারথি।
অশ্ব সহ ধরাপরে করিলেক স্থিতি ॥

হতাশ্ব সারথি হলো বিপক্ষ তখন।
দেখি বৃষকেতু মন উল্লাসে মগন॥
হাসিতে হাসিতে পুন অনুশাল্ব বীরে।
করে ধরি ধরাশায়ী করিল অচিরে।
উঠিয়া সে অনুশাল্ব দ্বিগুণিত বেগে।
কর্ণপুত্রে ধরিলেক অতিশয় বেগে॥
দুইজনে জড়াজড়ি ভূমিতে তখন।
কেহ নামে কেহ উঠে করে ঘোর রণ॥
কেহ কারে হারাইতে নারে বিধিমতে।
দুজনারে তুল্য বল দেখে সকলেতে॥
শেষে কর্ণপুত্র ধরি বিপক্ষে তখন।
দূরে ফেলাইয়া দিল করিয়া গর্জ্জন॥
প্রবল আঘাতে পড়ি অনুশাল্ব বীর।
ক্ষণেক মূর্চ্ছিত থাকে দুই চক্ষু স্থির।
হেরি তার এই দশা কর্ণের নন্দন।
মনে মহা আনন্দিত হইল তখন॥
ধরিয়া লইল বীরে কৃষ্ণ সমীপেতে।
ক্ষণমধ্যে উপনীত দ্রুত গমনেতে॥
হাসিয়া কৃষ্ণের প্রতি এই কথা বলে।
আনিয়াছি অনুশাল্বে ধরি অবহেলে।
এই সেই অশ্ব চোর তব বরাবরে।
যার তেজে সশঙ্কিত সবার অন্তরে॥
বড় বীর বলে যার ছিল অভিমান।
সেইসে পড়িয়া এই তব বিদ্যমান॥
তোমার প্রসাদে আমি প্রতিজ্ঞার পার।
হইয়াছি দয়াসিন্ধু কি বলিব আর॥
প্রফুল্ল মুখেতে আমি আপনার মুখ।
দেখাইছি, নাহি হয়ে সংগ্রামে বিমুখ॥
ভগবান কৃপাবান হও যে কিঙ্করে।
তাহার অসাধ্য কিবা বলহে সংসারে॥
শুনি বৃষকেতু বাণী রুক্মিণীর কান্ত।
সস্নেহ বচনে তারে বলিল একান্ত॥

ধন্য ধন্য কর্ণপুত্র সার্থক বীরত্ব।
আজি সংগ্রামেতে তুমি অদ্ভুত মহত্ব॥
দেখায়েছ বীরবর নিজগুণ পণা।
তোমার শক্তিতে বাধা হলো সর্ব্বজনা॥
রাখিলে অতুল কীর্ত্তি সংসারের মাঝে।
তোমা তুল্য বীর কোথা বীরের সমাজে।
সফল প্রতিজ্ঞা হলো হলে কৃতকার্য্য।
তুমি কৈলে পাণ্ডবের নিষ্কণ্টক রাজ্য॥
তুমি ভিন্ন আর অন্য পাণ্ডব পক্ষেতে।
কেবা ছিল করে রণ বিপক্ষ সনেতে॥
কেবা পরাভব করে তাহার গৌরব।
কার এত নাম যশ খ্যাতির সৌরভ॥
এই কথা কৃষ্ণচন্দ্র বলিতেছে।
অনুশাল্ব সংজ্ঞা লাভ করিল ত্বরিতে॥
সম্মুখে সে কমলাক্ষ জগতের পতি।
দেখিতে পাইল শ্যাম কলেবর জ্যোতি॥
মোহন মুরলী ধারী প্রভু বনমালী।
ভকত হৃদয়ে যাঁর হয়ে থাকে কেলী॥
পাইল পরম প্রীতি উল্লাসিত চিত।
বৃষকেতু প্রতি বাক্য বলে যথোচিত॥
তুমি মোরে পরাভব করনি কেবল।
কৃষ্ণ চরণেতে মোরে প্রদানিছ স্থল॥
জনক ঔরসে জন্ম জননী গর্ভেতে।
বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছি বান্ধব সনেতে॥
কিন্তু হেন উপকার তোমার মতন।
কেহ নাহি করিয়াছে আমার কারণ॥
সত্য বটে সুখভোগ অনিত্য যে সব।
মিটেছে মনের সাধ ;—কাল পরাভব॥
কিন্তু নিত্য সুখ পক্ষে পথের সন্ধান।
চাই আমি যাহা মোর যথার্থ কল্যাণ॥
উদ্ধারের পক্ষে কিম্বা সে পথ দেখাতে।
আত্মীয় গণের ইচ্ছা নহে কোনমতে॥

সম্বন্ধে আত্মীয় হয়ে কায সমুচিত।
নাহি করি মায়াজালে আমাকে বিরত ॥
এই কি উচিত হয় আত্মীয়তা রীতি।
যাঁহাদের হতে আমি না পাই প্রতীতি ॥
বেদে যাঁর মর্ম্ম স্থির করিয়াছে মাত্র।
কেবল নির্ণয় করে তিনি যত্র তত্র ॥
ষড় দরশন মধ্যে যাঁর বস্তু জ্ঞান।
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু না হয় সন্ধান ॥
পুরাণে ভক্তির সহিত বৈরাগ্য আশ্রয়।
করিয়া মুক্তির পথ করেছে নিশ্চয়।
সম্ভাবটে এক বস্তু সবার কাঙ্ক্ষিত।
সম্ভাবটে সব ইচ্ছা নহে এক মত ॥
যে ভাব হেরিতে ইচ্ছা হইয়াছে যাঁর।
হেরিয়া সে রূপ জ্ঞাত স্বরূপ তাঁহার ॥
এই স্থির করিয়াছে শাস্ত্রে সুনিশ্চিত।
কিন্তু জ্ঞান যোগ ভিন্ন মায়ায় কল্পিত ॥
আজ হেরি মনোহারী মধুর মূরতি।
যুগলাক্ষি দিব্যনেত্র পেলেম সম্প্রতি ॥
হায় জন্মে জন্মে যেন কর্ণের নন্দন।
তোমার মতন শত্রু পাই কদাচন ॥
অন্তরের শত্রু সব পলাইল দূরে।
হেরি হরি জ্ঞান চক্ষে হস্তিনায় পুরে ॥
বারে বারে বৃষকেতু আমার বন্দন।
পরাভব করি হরি চরণে শরণ ॥
করো বীর ভুলোনাকো মিনতি আমার।
সংসারে এরূপী শত্রু মেলা বড় ভার ॥
তোমা হতে আমি মোর আত্মীয় স্বজনে।
পাইবে পরম পদ সব অভাজনে ॥
তুমিও ত নিজ শক্তি সকল সাক্ষাতে।
প্রকাশ করেছো বীর প্রতিজ্ঞা রাখিতে ॥
মনেতে আনন্দোদয় হয়েছে প্রচুর।
গাইবে তোমার যশ এই তিন পুর ॥

পালিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা পবিত্র হৃদয়।
হইয়াছ মহারথী কর্ণের তনয় ॥
তোমার পৌরুষে হলো বৈরীর সহিত।
মৈত্রী ভাব, যাহা নাহি ঘটে কদাচিত ॥
দেখ সদাশিব জীব মঙ্গল কারণ।
নিজ কণ্ঠে নীলকণ্ঠ বিষ সংরক্ষণ ॥
করেছিল সেই জন্য ত্রিলোক মাঝারে।
সৃষ্টি রক্ষা হলো কীর্ত্তি ব্যাপ্ত চরাচরে ॥
শুনি অনুশাল্ব বাক্য কর্ণের নন্দন।
বলিতে লাগিল তারে মধুর বচন ॥
মনেতে বিস্ময় বড় হয়েছে আমার।
কৃষ্ণ পদ পেয়ে শান্তি হলোনা তোমার ॥
যাঁরে হেরি যোগী জনে নির্ব্বাক্ হইয়া।
মন প্রাণ বিস্মরণ বিগলিত হিয়া ॥
সাধক সাধনাবলে পেলে একবারে।
স্তব স্তুতি করি তোলে হৃদয় মাঝারে ॥
তুমি আজি সে হরিরে করিয়া দর্শন।
না বলিতে শুনে নহে লজ্জা নিবারণ ॥
বৃষকেতু কথা শুনি অনুশাল্ব বীর।
বলিতে লাগিল তাঁরে বচন গম্ভীর ॥
হেরিয়া হরিকে মন মোর যে প্রকার।
ইন্দ্রিয় সহিত মুগ্ধ বাসনা আমার ॥
রসনা নিশ্চল বাক্য নহে উচ্চারণ।
কি রূপেতে স্তব স্তুতি করে অভাজন ॥
দেখনা বিচারি মনে বড় ভক্তগণে।
পাইয়া হরিকে দেখা আনন্দিত মনে ॥
স্তব স্তুতি বর্ণনায় নাহি দৃষ্টিপাত।
সদানন্দ ময় দেহ সুখ শান্তি সাথ।
দেখহ ধ্রুবের মত কোন ভক্ত আছে।
বল দেখি কি প্রার্থনা সেই হরি কাছে ॥
কেবল দুঃসহ ভিন্ন ছিলনা কামন।
সর্ব্বদা শরণ ছিল শ্রীহরি চরণ ॥

আমি অভাজন ভক্ত মধ্যে অগ্রগণ্য।
হইতে পারিব কিসে কোথা মোর পুণ্য॥
তবে যে হরির কাছে আমার প্রার্থনা।
অগ্রে নাহি জানায়েছি করি বিচারণা॥
বিপক্ষ ভাবেতে আমি বিপক্ষের মত।
শ্রীহরির গাত্রে বাণ মেরেছি নিয়ত॥
যাঁহার চরণ গুণে মুক্তির বিধান।
তাঁর হৃদে শর শক্তি করেছি সন্ধান॥
এর জন্য বড় লজ্জা আমার মনেতে।
তার জন্য ফলভোগ পেতেছি নিশ্চিতে॥
অথবা সন্দেহ মনে হইতেছে এই।
বিরাট মূরতি কৃষ্ণ সম্মুখেতে যেই॥
ত্রিলোক যুড়িয়া যাঁর দিব্য কলেবর।
তাঁরে শরক্ষেপ করা অতি সুদুষ্কর॥
বিশ্বময়ী বিষ্ণুতনু সামান্য শরেতে।
কি হইতে পারে বলো ভেবে দেখ চিতে।
কল্পান্তেও কলেবর না হয় বিনাশ।
বিশ্বম্ভর বিশ্বমধ্যে চির সুপ্রকাশ॥
যাহোক মিনতি দেব তোমার চরণে।
দাস প্রতি রুষ্ট ভাব হওনা কখনে॥
হায়! বিশ্ব সৃষ্টি কর্ত্তা রক্ষা লয় মূল।
তোমা মত কার শক্তি হইবে অতুল॥
সকলের আদি তুমি অনাদি অযোনি।
তোমা হতে সব সৃষ্টি শিব পদ্মযোনি॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দিতে সাধকেরে।
চতুর্ভুজ ধরি হরি প্রকাশ সংসারে॥
গরুড়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে মনন।
শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধর নারায়ণ॥
রাখিতে শাস্ত্রের মান মহাজন কথা।
দুষ্টেরে দলিতে তুমি অবনী সর্ব্বথা॥
অবতার রূপে হরি অবতীর্ণ হয়ে।
নিজকার্য্য সিদ্ধ কর ভক্ত সঙ্গ লয়ে॥

বেদ রক্ষা করিবারে মৎস্যরূপ ধরি।
কূর্ম্মরূপে সৃষ্টি রক্ষা করিলে শ্রীহরি॥
ধরয়ে বরাহ মূর্ত্তি উদ্ধারিলে ক্ষিতি।
নৃসিংহ রূপেতে ভক্ত পিতারে নিষ্কৃতি॥
রামরূপে রাবণেরে করিলে বিনাশ।
বামনে বলিকে ছলি পাতালে নিবাস॥
এইরূপে যুগে যুগে যত অবতার।
করিয়াছ নিজকার্য্য সিদ্ধ আপনার॥
ধর্ম্মের রক্ষণ আর পাষণ্ড পীড়ন।
এই জন্য সংসারেতে তব প্রয়োজন॥
এখন শ্রীকৃষ্ণ তুমি পূর্ণব্রহ্ম হরি।
পাণ্ডবীরে উদ্ধারিতে দিতে পদ তরি॥
পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছ মাধব।
এই জন্য বসুন্ধরা রত্নের প্রসব॥
নানা সুখ শস্য পূর্ণ হয়েছে এখনে।
কারু কোন ক্লেশ নাহি তোমার কারণে॥
যবে আগমন তুমি করেছ সংসারে।
সকলে সন্তুষ্ট সদা ভাসে সুখ পারাবারে॥
যাহার যে রূপ ইচ্ছা যেরূপ কামনা।
জানিতেছ জগন্নাথ কর বিচারণা॥
সিদ্ধকাম করিতেছ কামের জনক।
সুখ শান্তি দাতা পাতা আনন্দ-বৰ্দ্ধক॥
কে বুঝিবে তব লীলা দয়ার অবধি।
কে জানিবে তব তত্ত্ব ওহে গুণনিধি॥
অসময়ে নিশাকালে দুর্ব্বাশা পারন।
ষাট হাজার শিষ্য সনে যবে আগমন॥
করেছিলা বনবাস সময় জানিয়া।
সে কালে দ্রৌপদী কাঁদে বিনয় করিয়া॥
রক্ষাকর ভগবান ব্রহ্ম কোপ হতে।
পড়েছি সঙ্কটে হরি তোমা বিহনেতে॥
তোমার শরণাগত পাণ্ডব সকলে।
নির্ম্মূল হইয়া যায় ব্রহ্মকোপানলে॥

সে কালে দ্রৌপদী দত্ত শাক-কণিকায়।
পরিতৃপ্ত কৈলে সবে তোমার মায়ায়॥
কুব্জার মনোবাঞ্ছা করিলে পূরণে।
নীচ উচ্চে সমদয়া দেখিনা কখনে॥
তব কার্য্য প্রয়োজন কে করিবে স্থির।
সংসারেতে হেরি নাই এমন সুধীর॥
ষোড়শ সহস্র নারী জানে সকলেতে।
এত নারী প্রয়োজন কে পারে বলিতে॥
উপভোগ ইচ্ছা জন্য যদি নারীজন।
সংসারেতে মানবের নয় প্রয়োজন॥
এতাধিক নারী কিবা ভুঞ্জিবার হয়।
কে বুঝিবে এর মর্ম্ম ওহে গুণময়॥
প্রকাশিয়া নিজ রঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ হরি।
বাঞ্ছা পুরাইতে তুমি আছ দেহ ধরি॥
কুৎসিত কুব্জা প্রতি সবে ঘৃণা করে।
অসম্ভব তব দয়া তাহার উপরে॥
অন্য কথা দূরে থাক বন উপবন।
অচেতন সচেতন পশুপক্ষীগণ॥
সকলে সন্তুষ্ট হয় পদ পরশনে।
আশ্চর্য্য! মহিমা তব জানিব কেমনে॥
"তুলসী কাননং যত্র" সেখানেতে হরি।
মূর্ত্তিমান বিদ্যমান দিব্য দেহ ধরি॥
জানি নর লোকে করে তাহারে পূজন।
ভক্তিভাবে চতুর্দ্দিক্ করয়ে বেষ্টন॥
গড়াগড়ি দেয় সেথা প্রেমানন্দে মাতি।
শুষ্ক বৃক্ষে মাল্য করে জীবনের সাথি॥
স্বরূপ নন্দন বনে বিপিনবিহারী।
নাহি বাস ইচ্ছা কর অপরূপ হেরি॥
ধরি শিরে তুলসীরে তুমি কত মান।
প্রদানিছ কেনা তাহা জানে ভগবান্॥
সামান্য বলিয়া নরে যারে বোধ করে।
অসম্ভব দয়া তব তাহার উপরে॥

কে তোমার দয়া পাত্র অতি প্রিয়জন।
কখন কাহারে তুমি করহে বর্জ্জন॥
অদ্যাপিও কেহ তাহা নহে অবগত।
অক্ষয় অনাদি তুমি অনন্ত অচ্যুত॥
জৈমিনি বলেন রাজা কর অবধান।
তার পর অনুশাল্ব ধর্ম্ম সন্নিধান॥
কৃষ্ণ সনে হর্ষ মনে করিলেক গতি।
সহরে যে স্থানে ধর্ম্ম করিতেছে স্থিতি॥
ধরিয়া দক্ষিণ কর প্রভু ভগবান্।
যুধিষ্ঠিরে দেখাইল করিয়া সম্মান॥
এই বীর অনুশাল্ব ভক্ত একজন।
যুদ্ধ কার্য্যে উপযুক্ত অতি বিচক্ষণ॥
পরিচয় নাই এবে করহ আলাপ।
শুনিলে উহার কথা ঘুচে যাবে তাপ॥
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির হয়ে হরষিত।
অগ্রসর হয়ে তাঁরে বন্দে বিধিমত॥
বলিতে লাগিল তাঁরে প্রিয় সম্ভাষণে।
বড় সুখী হইলাম তব আগমনে॥
অনায়াসে তোমা হেন পেলেম বান্ধব।
এ-নয় সামান্য শ্লাঘা বিশেষ গৌরব॥
ভীম আদি করি অন্য আছে চারি ভাই।
এবে পাঁচ ভাই হলো ঘুচিল বালাই॥
ভায়ের প্রধান কার্য্য থাকি একত্রিত।
গৃহধর্ম্ম কাম্য কর্ম্ম করিবে নিয়ত॥
এক্ষণে আমার এক হয়েছে মনন।
অশ্বমেধ করিবারে বড় আকিঞ্চন॥
যজ্ঞেতে সাহায্য ভাই হইবে করিতে।
আত্মীয়তা রাখা এবে তোমাতে আমাতে॥
আমার ভরসা বল তোমরা সকলে।
দায় হতে মুক্ত করে তব অবহেলে॥
সকলের সহায়তা ভিন্ন এই কাষ।
হইবার নহে ইহা শুন মহারাজ॥

শুনিয়া ধর্ম্মের বাক্য অনুশাল্ব রাজা।
ভীম আদি সেখানেতে ছিল যত তেজা॥
সকলেরে সমাদরে করি আলিঙ্গন।
বলিতে লাগিল ধর্ম্মে বিনম্র বচন॥
যত দূর সাধ্য মোর তোমার যজ্ঞেতে।
করিব হে নরনাথ ভাবনা কি চিতে॥
যজ্ঞেশ্বর সন্নিধানে নিয়ত বসতি।
তবে কেন ধর্ম্ম তুমি সচিন্তিত অতি॥
যার নামে বিঘ্ন বাধা সব হয় দূর।
সেই হরি বিরাজিছে তোমার এ পুর॥
থাকিতে সহায় তায় হেন নারায়ণে।
নরের সাহায্য বাঞ্ছা কোন্ প্রয়োজনে॥
এই কথা বলি বীর নীরব যখন।
এ দিকেতে বৃষকেতু করে আগমন॥
অনুশাল্ব অনুচর গণে পরাজয়।
করি আনিলেক অশ্ব কর্ণের তনয়॥
কর যুড়ি ধর্ম্মরাজ অগ্রে দাঁড়াইল।
যুধিষ্ঠির মুখ পানে চাহিয়া রহিল॥
তখন বলিল ধর্ম্ম সন্তোষিত চিতে।
আহা বাছা বৃষকেতু তোমার গুণেতে॥
চিরদিন বাধ্য মোরা রহিলাম তাত।
হইল প্রতিজ্ঞা রক্ষা তোমার অদ্ভুত॥
পুণ্যফলে অনুশাল্ব সনেতে প্রণয়।
হয়ে গেল ঘটনায় হইবার নয়॥
আমাদের প্রিয় কার্য্য হইল সাধন।
পাণ্ডবের মুখ রক্ষা করিলে যখন॥
কৃষ্ণের মানস পূর্ণ হইল এখন।
অনুশাল্ব সহ মৈত্রী তোমার কারণ॥
অঘটন ঘটে গেল ভাগ্যের ফলেতে।
সকলি কৃষ্ণের লীলা কে পারে বুঝিতে।
এই বলি ধর্ম্মবীর কৌতুহল মনে।
পুরীমধ্যে অশ্ববরে প্রবেশে তখনে॥
বসিলেন সভামধ্যে প্রথম পাণ্ডব।
কৃষ্ণ সঙ্গে অনুশাল্ব যত বীর সব॥
উপস্থিত নিমন্ত্রিত নর নারীগণে॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর আত্মীয়স্বজনে॥
সকলেরে সমাদরে সন্তোষ ভোজনে।
অগুরু সুগন্ধ মাল্য সহিত চন্দনে॥
মনোহর পরিধেয় বসন ভূষণ।
যথা যোগ্য সকলেরে দিলেন রাজন॥
পরিপাটী বাসবাটী দিল থাকিবারে।
কিঙ্কর নিয়োগ কৈল কার্য্য করিবারে॥
এইরূপে যথাযোগ্য কার সম্বর্দ্ধনা।
আরম্ভ করিতে যজ্ঞ হইল কামনা।
কৃষ্ণ আগমন হতে মনের সুখেতে।
ক্রমেতে বিংশতি দিন গেল কোনমতে॥
চৈত্র মাস পূর্ণিমার দেখি আগমনে।
আরম্ভিল ধর্ম্ম যজ্ঞ সেই শুভক্ষণে॥
অসিপত্র ব্রতধারী দ্রৌপদী সহিত।
করিল যে রূপ বিধি শাস্ত্রেতে বর্ণিত॥
যথাবিধি স্নান বিধি করি তুরঙ্গমে।
পূজা কৈল প্রীত মনে থাকিয়া সংযমে॥
নানাবিধ নৃত্যগীত হইতে লাগিল।
মুনিগণ হর্ষমনে বেদ উচ্চারিল॥
চতুর্দ্দিকে ধূপ ধূনা জ্বলিল বিস্তর।
সুগন্ধে সকল দিক্ ব্যাপ্ত নিরন্তর॥
বহুবিধ লোক সব ধাইছে সতত।
মহা কলরব ধ্বনি হতেছে ধ্বনিত॥
কুঙ্কুমে শোভিত হলো অশ্ব কলেবর।
গলদেশে পুষ্প মালা শোভয়ে সুন্দর॥
ধূপ ধুনা গুগ্‌গুলের সৌরভ চৌদিকে।
চামর বাতাসে অশ্বে দু পাশেতে থেকে॥
মোচন করিল অশ্ব হেরি শুভক্ষণে।
সঙ্গে যাইবার জন্য সাজিল অর্জ্জুনে॥

একেত জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা কৃষ্ণের বচন।
তাহাতে গাণ্ডীব ধনু দিব্য শরাসন॥
করে নিল যত্ন করি কিরীটী তখন।
মনোমত কাল্যোচিত পরিল বসন॥
স্নান করি শুভ্র বস্ত্র করি বহুমান।
যজ্ঞের নির্ম্মাল্য মাল্য গলে পরিধান।
স্থিরভাবে দাঁড়াইল বীর একধারে।
বলিতে লাগিল ধর্ম্ম সম্বোধিয়া তারে॥
গুণমণি হে ফাল্গুণি করিয়া যতনে।
যজ্ঞ অশ্ব রক্ষা কর অতি স্থির মনে॥
কৃষ্ণের প্রসাদে তব বিপদ বিলয়।
হইবেক তাতে নহি চিন্তিত হৃদয়॥
অভয় নামেতে কভু পাইবে না ভীতি।
তোমারে বলিনু আমি এই ধর্ম্মনীতি॥
বিপদ ভঞ্জনে সদা করিবে স্মরণ।
তাহলে বিপদ সব হবে নিবারণ॥
যাহোক এখন তুমি লয়ে অনুচর।
অশ্ব রক্ষিবারে যাও সসৈন্য সত্বর॥
মোর কথা এই মাত্র করহ চিন্তন।
পিতৃহীন শিশু যেই করিবেক রণ॥
তাঁরে বধ করোনাকো ওহে বীরবর।
স্মরিলে বিষম ব্যথা পায় হে অন্তর॥
শুনিয়া জ্যেষ্ঠের বাণী ফাল্গুনি তখন।
তাঁহার চরণ রেণু করিল গ্রহণ॥
লইতে গুরুর আজ্ঞা শ্রীচরণ ধূলি।
চলিলেন অন্তঃপুরে পার্থ কুতূহলী॥
জননী গান্ধারী আর দেবকী সুন্দরী।
অরুন্ধতী অনুসূয়া যত গুরু নারী॥
যাদব রমণী যাঁরা নমস্কার পাত্রে।
প্রণমি তাঁহার পদ ধূলি নিল গাত্রে।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র শ্রীচরণ তলে।
নমিয়া বিদায় পার্থ মাগে অবহেলে॥
আশীর্ব্বাদ কর সবে শুভ যাত্রা করি।
রাখিতে যজ্ঞের অশ্ব জ্যেষ্ঠ আজ্ঞা ধরি॥
যাইতে উদ্যত আসি হইছি এক্ষণে।
সকলেতে আশীর্ব্বাদ কর হর্ষমনে॥
শুনি অর্জ্জুনের বাক্য তখনি জননি।
বলিতে লাগিল শুন ওরে গুণমণি॥
ধর্ম্মরাজ অনুরোধে যজ্ঞের কারণ।
অশ্ব সঙ্গে দূরদেশে করিবে গমন॥
কে তোমার সহচর সঙ্গেতে চলিল।
কত সৈন্য সাজিয়াছে মোরে তাহা বল॥
শুনি জননীর বাক্য বলয়ে অর্জ্জুন।
কেন মাতা তার জন্য সচিন্তিত মন॥
কৃষ্ণ আপনার পুত্র প্রদ্যুম্নে ডাকিয়া।
আজ্ঞা করিয়াছে যাও সসৈন্য সাজিয়া॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রঙ্গে অশ্ব রক্ষিবারে।
সাবধানে যেন ত্রুটি ঘটেনা তোমারে॥
বিশেষ করিয়া কামে দেব ভগবান্।
বলে দিয়াছেন যাহা উচিত বিধান॥
কর্ণসুতে সম্বোধিয়া সস্নেহ বচনে।
বলে দিয়াছেন যেতে অশ্বের রক্ষণে॥
জনক যেরূপ নিজ সরবস্ব ধন।
সন্তানের করে দিয়া মহাসুখী হন॥
গুণশালী সুধার্ম্মিক হইলে সন্তান।
পিতৃদত্ত অর্থ দিয়া বংশের সম্মান॥
সুসন্তানে নাম যশ কুলের গৌরব।
অসৎ পুত্রের হাতে লোপাপত্য সব॥
মোদের গৌরব এবে বীর বৃষকেতু।
নাম যশ বীরত্বের অদ্বিতীয় সেতু॥
সেই গুণধর বীরে বলি বিধিমতে।
যেতে করেছেন আজ্ঞা আমার সনেতে॥
সঙ্গেতে প্রচুর সৈন্য কে করে বর্ণন।
সকলে সমান যোদ্ধা কার্য্যে প্রাণপণ॥

বলবান অনুশাল্ব যৌবনাশ্ব বীর।
সপুত্রে করিছে যাত্রা এই জেনো স্থির॥
আমার কারণে তুমি অকারণ ভাব।
কমলাক্ষ কৃপা হলে কিসের অভাব॥
শুনিয়া পুত্রের বাণী তখনি জননী।
বলিতে লাগিল তারে বচন অমনি॥
জানি বাছা দীনবন্ধু তোদের সহায়।
তাঁহার কৃপায় সব ঘুচে যায় দায়॥
অতএব ভক্তি রেখে ভকতি ভাবনে।
শুভযাত্রা কর পুত্র তাঁহারে স্মরণে॥
সকল দুর্গতি দূর নামের গুণেতে।
হইবেক বাছাধন বলিছি নিশ্চতে॥
কিন্তু এক কথা বাছা রাখিও আমার।
বৃষকেতু প্রতি দৃষ্টি রেখো অনিবার॥
একেতো বালক তায় কোমল আকৃতি।
শিশুকালে পিতৃহীন স্নেহের মূরতি॥
সযতনে রেখো তারে আমার বচনে।
যেন কষ্ট নাহি পায় কর্ণের নন্দনে॥
হেরিলে উহার মুখ কত হয় ক্লেশ।
বলিতে না পারি আমি করিয়া বিশেষ॥
যাও বৎস! শীঘ্র করি ধর্ম্মের কার্য্যেতে।
কার্য্য সিদ্ধ করি এস হস্তিনাপুরেতে॥
তোমারে আশীষি আমি কর কাম পূর্ণ।
জয়ী হয়ে অশ্বসনে এস তুমি তূর্ণ॥
এই কথা বলি দেবী স্নেহেতে তখন।
দুনয়নে জলধারা করেন বর্ষণ॥
এমনি স্নেহের শক্তি কুন্তীর মানস।
পুত্রের বিদায় জেনে অমনি বিবস॥
তার পর দ্রুত আসি হরির চরণে।
প্রণমিল পার্থবীর ভক্তিনত মনে॥
বয়োজ্যেষ্ঠ যে সকল মান্য গুরুজন।
তাঁহাদের পদরেণু করিল গ্রহণ॥
কনিষ্ঠের সহ প্রীতি আলিঙ্গন করি।
বিদায় হইল বীর স্মরিয়া শ্রীহরি॥
দিব্য রথে আরোহিল ধরি দিব্য ধনু।
চমৎকার সাজে শোভা পাইলেক তনু॥
বহু অনুচর বীর যত মহারথী।
অর্জ্জুনের সঙ্গে তারা হইলেক সাথী॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে উৎসব কালেতে।
হোম ধূপ ধুনা গন্ধ বহে চৌদিকেতে॥
চর্চ্চাধান্য লয়ে করে প্রাঙ্গণ মণ্ডলী।
আশীর্ব্বাদ করে বীরে হয়ে কুতূহলী॥
বন্দীগণে জয় রব কৈল উচ্চারণ।
আত্মীয় স্বজন বন্ধু সন্তোষিত মন॥
পুরনারী গণ থাকি প্রাসাদ উপরে।
বীর শিরে লাজবৃষ্টি করিল সন্তরে॥
আশীর্ব্বাদ জয় শব্দ কল্যাণ কামনা।
নারীগণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাহাতে যোজনা॥
এই সব শুভযোগ হেরিয়া ফাল্গুনি।
যখন মধ্যাহ্ন কাল তীক্ষ্ণ দিনমণি॥
সে কালেতে যজ্ঞ অশ্ব হৈল বিমোচন।
সঙ্গে সব বীর দল করিল গমন॥
বৃষকেতু উপস্থিত প্রণমি সকলে।
প্রণাম করিয়া যাত্রা করে অবহেলে॥
গমন সময় জানি নিজ প্রণয়িণী।
বলিতে লাগিল বীর তাহারে তখনি॥
বীরবর অর্জ্জুনের হয়ে অনুচর।
অশ্ব রক্ষিবার জন্য আমারে সত্বর॥
যাইতে হইবে প্রিয়ে শুন মোর কথা।
তার জন্যে চিন্তান্বিত হওনা সর্ব্বথা॥
পাণ্ডবের প্রিয় কার্য্য আমার কামন।
তাঁহাদের অনুগত জান প্রাণধন॥
এবে সেই অশ্বমেধ আরম্ভ সময়।
প্রাণপণে সহায়তা করিব নিশ্চয়॥

নিষ্কর্ম্মা থেকোনা তুমি শুন মোর বাণী।
কুন্তী আদি যত বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত রমণী॥
তা সবারে গুরুমত সেবিবে নিয়ত।
তা হলে তোমার ধর্ম্ম হইবে উন্নত॥
ইহ পরকাল ভাল হবে অনায়াসে।
অন্তেতে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি পাবে হৃষীকেশে।
পতিব্রতা নারী পক্ষে এই এক কার্য্য।
আমার বচন মেনো রাখি শিরধার্য্য॥
শুনিয়া স্বামীর বাক্য ভদ্রাবতী নারী।
বিনয়ে কহিল তাঁরে দুই পদ ধরি॥
আমারে ত্যজিয়া নাথ যাইবে কোথায়।
কি হবে আমার গতি না হেরে তোমায়॥
কি দোষে ত্যজিবে মোরে বলনা কারণ।
শ্রীপদে বঞ্চিত কেন কর অকারণ।
যদ্যপি আমার মন তোমারে ত্যজিয়া।
কোন দিকে যাবে বল অস্থির হইয়া॥
তা হলে তোমার স্বেচ্ছা হওয়াত সম্ভব।
নচেৎ বিদায় চাও এ যে অসম্ভব॥
যাহোক যাইবে যদি অর্জ্জুনের সনে।
করিতে পাণ্ডব কার্য্য বড় বাঞ্ছা মনে॥
স্থির মনে সাবধানে অশ্বের রক্ষণে।
করিবেহে প্রাণনাথ আমার বচনে॥
যদি কোন রূপে অশ্ব বিপক্ষের হাতে।
পড়ে ওহে প্রাণনাথ তা হলে নিশ্চিতে॥
যুঝিবারে প্রাণপণে হবে অগ্রসর।
প্রবল বিপক্ষে হেরি না করিও ডর॥
রণে ভঙ্গ দিওনাকো আমার মিনতি।
রাখিও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ওহে প্রাণপতি।
তা হলে ত্যজিব প্রাণ ওহে গুণধাম।
কোন মুখে বীর নারী লবে এই নাম॥
কাপুরুষ নারী বলি সকলে নিন্দিবে।
নিন্দিত জীবনে বল কি ফল হইবে॥

ক্ষত্ররমণীরা মোরে হেরিবে যখন।
যদি কিছু নাহি বলে ভদ্রতা কারণ॥
মুখভঙ্গী পরিহাস কিবা টিট্‌কারী।
সহিতে পারিবে কি হে ওহে বীর নারী॥
তাই বলি প্রাণনাথ করিয়া বিশেষ।
রণে ভঙ্গ দিওনাকো পেয়ে বহু ক্লেশ॥
প্রাণ যায় সেও ভাল ক্ষত্রিয় ধরম।
তথাপি না বাহুড়িবে পাইতে সরম॥
লজ্জিত ঘৃণিত প্রাণে কিবা প্রয়োজন।
বাঁচা মরা তুল্য কথা ভিন্ন কদাচন॥
শুনিয়া প্রেয়সী বাক্য কর্ণের নন্দন।
হাসিয়া বলিল তারে মৃদুল বচন॥
সত্যবটে নারীদেহ করেছ ধারণ।
কিন্তু দেখি ক্ষত্রিয়ের সকল লক্ষণ॥
তোমাতে জাজ্বল্যমান রয়েছে প্রকাশ।
বীর নারী মনে যাহা করে অভিলাষ॥
নিশ্চয় জানিহ প্রিয়ে বলিহে তোমারে।
ত্রিলোক যদ্যপি আসে যুদ্ধ করিবারে॥
হলে আমি একেশ্বর নাহি করি ভয়।
পাণ্ডবের প্রয়োজনে এ প্রাণ নিশ্চয়॥
দিতে পারি খুসী মনে কেন তাতে ভয়।
রণে ভঙ্গ দিয়া কেন লজ্জার উদয়॥
করিবহে পতিব্রতে বলিনু তোমারে।
কৃষ্ণের কৃপায় আমি ডরিনা কাহারে॥
নিশ্চয় জানিও তুমি রমণী রতন।
যদি কর্ণসুত রণ হতে পলায়ন॥
করে কভু এই কথা পাও শুনিবারে।
জেনো কৃষ্ণ শক্তি কিছু নাহিক সংসারে॥
কাশীধামে মৃত্যু হলে মোক্ষপদ লাভ।
গয়া পিণ্ডে প্রেত মুক্ত ঘুচে সব তাপ॥
মাঘেতে প্রয়াগে স্নানে বড় পুণ্যচয়।
শুভলগ্নে তীর্থবাসে ঘটে সুনিশ্চয়॥

যদি রণে ভঙ্গ দিয়া করি পলায়ন।
তীর্থের মহিমা নষ্ট জানিও তখন॥
বেদ বিধি ক্রিয়া কর্ম্ম পুণ্য আচরণ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপাপত্য জেনো অকারণ॥
এই কথা বলি সঙ্গে বহু অনুচর।
অর্জ্জুনের অশ্বযাত্রা করিল সত্বর॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আর যজ্ঞ দ্রব্য যত।
যাহা শুভ চিহ্ন বলি আছে প্রকাশিত॥
সবারে প্রণাম স্পর্শ করি বীরবর।
সসৈন্যে রক্ষিতে অশ্বে চলিল সত্বর॥
ভীম কৃষ্ণ আদি করি অন্য যত জন।
অর্জ্জুনে বিদায় দিয়া হস্তিনা গমন॥
দেখিতেং অশ্ব সুন্দর গতিতে।
মাহিষ্মতী পুরী মধ্যে প্রবেশিল দ্রুতে॥
নীলধ্বজ নৃপতির রক্ষিত সে পুরী।
বিষম পরিখা আছে চৌদিকে তাহারি॥
বহুলোক সমাকীর্ণ বিচিত্র নগরী।
সতত উৎসবে মত্ত যত নরনারী॥
চৌদিকে নর্ম্মদা নদী আছে সুবেষ্টিত।
দেখি পুরী মনোহারী নয়ন স্তম্ভিত॥
বোধ হয় শিব ভয়ে অনঙ্গ এখানে।
মনোমত কেলি করে সুরম্য উদ্যানে॥
কি আশ্চর্য্য। যত নর নারীর সংহতি।
দিব্যবেশ দিব্য ভূষা সুন্দর মূরতি॥
সম্মুখেতে উপবন শোভে চমৎকার।
নানাজাতি ফুল ফুটে দিতেছে বাহার॥
মকরন্দ পান তরে ভ্রমর সকলে।
আসিতেছে যাইতেছে বসি নানাস্থলে॥
মৃদুল শীতল বায়ু সদা প্রবাহিত।
ঋতুপতি স্থিরগতি সেখানে সতত॥
সুন্দর এ উপবনে রাজার নন্দন।
বিহার করেন লয়ে যত প্রিয়জন॥

সহস্র রমণী সঙ্গে নিজ মনোমতে।
দিবানিশি রঙ্গে কাল ভাসে সুখস্রোতে॥
মনোহর লতাকুঞ্জ পুষ্পে সুশোভিত।
তার মধ্যে বাস করে নীলধ্বজ সুত॥
প্রবীর তাহার নাম অতি বলবান।
মার্ত্তণ্ড জিনিয়া তেজ তার বিদ্যমান॥
সুন্দর আসনে বসি মহা সুখী মনে।
চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়াছে যত বরাননে॥
বিশালনয়ন কিবা সুচারু অধর।
কি লাবণ্য হেমবর্ণ অতি রম্যতর॥
কপোল রক্তিমা রাগ করেছে ধারণ।
তিলফুল জিনি নাসা উজ্জ্বল বরণ॥
গজেন্দ্র গমন ভঙ্গী অতি চমৎকার।
কলকণ্ঠী কলস্বরে গায় অনিবার॥
উজ্জ্বল রত্নের শোভা ধরেছে শরীরে।
বিচিত্র বসন আছে অঙ্গের উপরে॥
মদন মঞ্জরী নামে প্রধানা রমণী।
বলিতে লাগিল সবে শুন মোর বাণী॥
লতা কিসলয় তুলি আনহ সকলে।
পরিধান করি সবে মহা কুতূহলে॥
বলয়-ভূষিত তনু করিতে বাসনা।
অতএব আন সখী ইহা সর্ব্বজনা॥
আজ্ঞামাত্র সখীগণে পুষ্প কিসলয়।
আনি বিরচিল মালা অতি শোভাময়॥
প্রাণনাথে পরাইল প্রণয় কারণে।
মনে মহা আনন্দিত হলো সর্ব্বজনে॥
মন খুলে সে সময় সবে ধরে তান।
কলকণ্ঠী সুকণ্ঠেতে মুগ্ধ মন প্রাণ॥
এইরূপে মহানন্দে সুখের সময়।
গত হইতেছে কিবা বলিবার নয়॥
এহেন সময় রাণী হেরি হয় ঘরে।
স্বামীকে বলিল নাথ দেওনা আমারে॥

অপরূপ অশ্ব ওই দেখহ উদ্যানে।
স্বেচ্ছাক্রমে উপস্থিত হয়েছে এখানে॥
নানাবিধ গন্ধ দ্রব্যে এর কলেবর।
পরিপূর্ণ হইয়াছে মরি কি সুন্দর॥
পরিধান মুক্তামালা বহু মূল্যবান্।
চাকচিকাময় দেহ অতি ভঙ্গিমান॥
গাত্রেতে কুঙ্কুম বৃষ্টি স্পষ্ট নিদর্শন।
রহিয়াছে দেখ অশ্ব অতি সুলক্ষণ॥
মরাল জিনিয়া গতি অতি উচ্চতর।
কিবা মুখ কিবা পুচ্ছ সুশ্রী কলেবর॥
ক্ষীর কান্তি দেখে ভ্রান্তি হয় মনেং।
উচ্চৈঃশ্রবা আগমন এখানে কেমনে॥
অধরে তাম্রের রাগ স্পষ্ট বিদ্যমান।
পীতবর্ণ পুচ্ছধরে উন্নত বয়ান॥
শ্যামচক্ষু রক্তবর্ণ ইহার রসনা।
কোথা হতে এলো তাহা নাহি যায় জানা॥
ভালে আছে ভালরূপে পত্রের নিবন্ধ।
দেখিতেছি এই অশ্ব সুরম্য দর্শন॥
অতএব প্রাণনাথ বলিহে তোমারে।
অধীনির আশা পূর্ণ করহ এবারে॥
কখন তোমার কাছে কিঞ্চিৎ প্রার্থনা।
করিনাই ওহে নাথ তাওকি জাননা॥
বড় মুখ করে আমি চাহিতেছি ওই।
আনি দেহ, দেখে প্রাণ স্থির করে রই॥
শুনিয়া প্রিয়ার বাণী এত উপরোধ।
প্রবীর করিল অশ্বে গতিশক্তি রোধ॥
দ্রুত গিয়া অশ্ববরে আনিল সেখানে।
সালা তুলা সুকোমল ধরিয়া বয়ানে॥
কপালের পত্র যাহা আছিল লিখিত।
যত্ন করে পড়ি মর্ম্ম হইলে বিদিত॥
হস্তিনা পুরীর রাজা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
অশ্বমেধ করিবারে করি মনস্থির॥
শুভ দিনে শুভক্ষণে যজ্ঞ আয়োজন।
করিয়াছে প্রীত মনে পাণ্ডুর নন্দন॥
ছাড়িয়াছে এই অশ্ব সঙ্গেতে ফাল্গুনি।
সসৈন্যেতে রক্ষিবারে এসেছে এখনি॥
যে হরিবে এই হয় তার অমঙ্গল।
অর্জ্জুনের হাতে সেই যাবে রসাতল॥
এপ্রকার গরবের ভাবভঙ্গী হেরি।
প্রবীর হইল ক্রুদ্ধ নিজ শক্তি স্মরি॥
পাঠাইল তুরঙ্গমে নারীর সমাজে।
আপনি করিতে যুদ্ধ যোদ্ধাবেশ সাজে॥
অনুচর সঙ্গে করি অর্জ্জুনের কাছে।
এলো বীরবর ধেয়ে বহু সৈন্য পাছে॥

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

" রক্ষ মাং শঙ্কটাদ্ঘোরাৎ সংসারাদ্ভীতিসঙ্কুলাৎ।
ত্বদন্যঃ কোহি ত্রাতা নঃ পাতকিনাং সদাগতিঃ ॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নীলধ্বজ পরাজয় ও নীলধ্বজ মহিষীর
অর্জ্জুনের উদ্দেশে অভিসম্পাত।

জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
নীলধ্বজ পুরে পার্থ উপনীত হয় ॥
স্বচ্ছন্দ মনেতে অশ্ব যাইতে যাইতে।
আটক পড়িল গিয়া রাজ উদ্যানেতে ॥
প্রবীর রাজার পুত্র ধরিয়া তাহারে।
যুদ্ধ সজ্জা করিবারে হৈল আগুসারে ॥
ভাঙ্গিবারে পাণ্ডবের প্রচুর বীরত্ব।
দেখাইতে আপনার অসীম মহত্ব ॥
সহিতে না পারি বীর পাণ্ডবের শক্তি।
সেই জন্য অশ্বরে নাহি দিল মুক্তি ॥
বহু অনুচর সৈন্য বীরগণ সাথে।
উপস্থিত পার্থবীর আছে যেখানেতে ॥
দেখিল মধ্যেতে বীর কুন্তীর নন্দন।
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তেজ করিয়া ধারণ ॥
আশে পাশে অনুশাল্ব যৌবনাশ্ব বীর।
নিকটে রয়েছে কৃষ্ণ নন্দন সুধীর ॥
অগ্রে আছে বৃষকেতু বড় বীর দাপ।
বীর মাঝে যার হয় অখণ্ড প্রতাপ ॥
দেখি অগ্রগামী বীর প্রবীরে তখন।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ কণ বলে কর্ণের নন্দন ॥
এখনি রণের সাধ মিটিবে তোমার।
পড়েছ আমার হাতে রক্ষা নাই আর ॥
অকারণ দুষ্ট বুদ্ধি কেন উপজিল।
কি জন্যে মরণ বাঞ্ছা তোমার হইল ॥
যৌবনে বৈরাগ্য কেন দেখিতেছি হায়।
পিতা মাতা পরিবারে কাঁদাবে মায়ায় ॥
শুনিয়া প্রবীর বীর বলেন তখন।
কেন বৃথা মোর কাছে কর আস্ফালন ॥
গর্জ্জিলে পয়োদমালা না বরিষে বৃষ্টি।
বহুভাষী হলে নাহি থাকে সত্যে দৃষ্টি ॥
নীচজনে আত্মশ্লাঘা বড় ভালবাসে।
বড় লোক উড়াইয়া দেয় উপহাসে ॥
যাহা হোক্ বীরপণা জানিতে পারিবে।
অসারে কি কায করে বুঝিবেছে এবে ॥
এই কথা বলি দিল ধনুকে টঙ্কার।
ধরা কম্পান্বিত হলো শুনিয়া হুঙ্কার ॥
অর্জ্জুন উপরে ক্রোধে হানে পঞ্চশর।
বিন্ধিবারে বড় ইচ্ছা তাঁহার অন্তর ॥
চারিশরে চারি অশ্ব সারথি একেতে।
প্রহারে প্রবীর বীর দেখিতে দেখিতে ॥
হাসিতে হাসিতে তবে কর্ণের নন্দনে।
সপ্তশরে বিন্ধিলেক মহানন্দ মনে ॥
শুক-পুচ্ছ-বর্ণ অশ্ব দেখিতে দেখিতে।
তখনি পাতিত শর নিক্ষেপ সহিতে ॥

পুন আর চারি বাণে বৃষকেতু বীরে।
মূর্চ্ছিত করিল রণে করিয়া অস্থিরে॥
এক শরে অনুশাল্ব শরীরে তাড়ন।
করিল প্রবীর বীর করিয়া গর্জ্জন॥
অনুশাল্ব ক্রোধে হলো রক্তবর্ণ তনু।
করে নিল যত্ন করি দিব্য এক ধনু॥
রুষিয়া মারিল বীর প্রবীরে তখন।
এক বাণে অদর্শন রাজার নন্দন॥
সৈন্যগণে বীরবরে না হেরি তখন।
হাহাকার শব্দে সবে করে পলায়ন॥
অন্তঃপুরে নারীদল কান্দিয়া উঠিল।
শোকাকুল সবে বলে হায় কি হইল॥
দূতমুখে রণ বার্ত্তা পেয়ে নীলধ্বজে।
যুঝিবারে সাজে বীর গভীর গরজে॥
অগ্নিদেব সঙ্গে রাজা যুঝিতে আইল।
চারি অক্ষৌহিণী সেনা পশ্চাতে রহিল॥
অগ্রে আসি মহারাজ অনুশাল্ব হতে।
প্রবীরে করিল মুক্ত দেখিতে দেখিতে॥
হাহাকার দূরে গেল জয়ের উল্লাস।
বিপক্ষে পাইল প্রীতি আনন্দেতে ভাস॥
নীলধ্বজ মহারাজ হয়ে অগ্রসর।
কৈল ঘোর বাণ বৃষ্টি বিপক্ষ উপর॥
বড় বড় রথীগণে বাছিয়া বাছিয়া।
দশ দশ বাণে বিন্ধে তাহাদের হিয়া॥
ছত্র ভঙ্গ সৈন্য সব পাইয়া ভরসা।
প্রাণপণে যুঝে যেন দুরন্ত বরষা॥
হেরিয়া রাজার কোপ নিজ সৈন্য ক্লেশ।
সব্যসাচী অগ্রসর হৈল অবশেষ॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি নীল ধ্বজেরে তখন।
বাছিয়া লইল তূণ দিব্য শরাসন॥
পঞ্চ বাণ নৃপতির প্রতি নিক্ষেপিল।
হাসিতে হাসিতে রাজা তাহা নিবারিল॥

বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ হয়ে রোষান্বিত।
একেবারে শর বৃষ্টি কৈল নিক্ষেপিত॥
দারুণ শরের শক্তি না পারি সহিতে।
সারথি সহিত রথ অশ্ব নিপতিতে॥
অন্য শরে নীলধ্বজ হইয়া বেষ্টিত।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে হইল মূর্চ্ছিত॥
বিষ্ণুর বিরাট শক্তি হেরি বীরগণ।
যে রূপেতে জ্ঞান শূন্য ভূমিতে শয়ন॥
সেই রূপ ফাল্গুনির সুতীক্ষ্ণ শরেতে।
নীলধ্বজ দেহ ভূমে হইল লুণ্ঠিতে॥
ক্ষণেকে চৈতন্য লাভ করিল রাজন।
দেখি অনুচর সৈন্য আনন্দিত মন॥
শুষ্ক মুখে পুন সবে হাস্যের মূরতি।
রাজার নিকটে তারা আসে দ্রুতগতি॥
পুনর্ব্বার নীলধ্বজ হইয়া কুপিত।
মন্ত্র পড়ি অগ্নি অস্ত্র করে নিক্ষেপিত॥
চৌদিকে জ্বলিল অগ্নি প্রচণ্ড বেগেতে।
দেখি পাণ্ডবের সৈন্য সশঙ্কিত চিতে॥
বৈশ্বানর বিশ্বগ্রাস করিতে উদ্যত।
ধূম শিখা গগণেতে হইল উত্থিত॥
বড় বড় রণ হস্তী করিয়া চীৎকার॥
অগ্নি ভয়ে রণ হতে ধায় অনিবার॥
রথ রথী হয় হস্তী অগ্নির দাপটে।
ছত্রভঙ্গ হৈল তারা পড়িয়া সঙ্কটে॥
কত বীর ফেলে তীর মহা ব্যস্ত হয়ে।
প্রাণ বাঁচাইতে সবে যাইতেছে ধেয়ে॥
ভারবাহী বৃষগণ হয়ে দগ্ধপ্রায়।
রণ ভূমি ছাড়ি তারা বন মুখে ধায়॥
ছত্রধর ফেলি ছত্র ছুটিছে নিয়ত।
নহে স্থির মন প্রাণ সদা সশঙ্কিত॥
চামর ফেলিয়া ধায় চামরধারক।
কোন মতে নহে চিত্ত শান্তিনিবারক॥

একে হুতাশন হন সহজে ভীষণ।
তাহাতে পেয়েছে রণে জীব অগণন ॥
মেদ অস্থি রক্তমাংস মনের সুখেতে।
করিয়া উদর পূর্ণ বাড়িছে ত্বরিতে ॥
দেখ গৃহ মধ্যে হলে বহ্নি পরশন।
সব ছার খার করে প্রমাদ ঘটন ॥
কিন্তু রণস্থল একে অনাবৃত স্থান।
কোটী কোটী জীব এক সঙ্গে অবস্থান ॥
এমন উৎসব আর সুন্দর সময়।
গ্রাসিবার ভক্ষিবার কখন না হয় ॥
হয়েছে মাহেন্দ্রযোগ অগ্নির পক্ষেতে।
পেয়েছে বিস্তর খাদ্য মনের সুখেতে ॥
তৃপ্তমনে অর্জ্জুনের সৈন্যের বিনাশ।
করি বৈশ্বানর পূর্ণ করে অভিলাষ ॥
সৈন্যের দুর্গতি আর অগ্নির বিক্রম।
নাশিবারে তার শক্তি সখা ত্রিবিক্রম ॥
করে নিল দিব্য ধনু ধারার কারণে।
ত্যজিতে বরুণ অস্ত্র করিল মননে ॥
মন্ত্রপূত করি শর করিল ক্ষেপণ।
কোন রূপে শান্তমূর্ত্তি নহে হুতাশন ॥
না দেখি উপায় কোন ত্যজি ধনুঃশর।
স্তব স্তুতি আরম্ভিল পার্থ গুণধর ॥
হে দেব হে বৈশ্বানর আমি ক্ষুদ্র নর।
জানিবে মহিমা সীমা কেমনে পামর ॥
তুষ্ট হও হুতাশন রক্ষহ আমারে।
সর্ব্বদেব মুখ তুমি ব্যাপ্ত ত্রিসংসারে ॥
পাইতে তোমায় জ্যেষ্ঠ করে আকিঞ্চন।
তার জন্য অশ্বমেধ এত প্রয়োজন ॥
তুমি হব্য হুতাশন ধরিলে মুখেতে।
তবেত দেবতা তুষ্ট জানিব নিশ্চিতে ॥
দয়া করি তুমি মোরে খাণ্ডব দাহনে।
দিয়াছ গাণ্ডীব ধনু ত্রিলোকেতে জানে ॥
ত্রিলোকবিজয়ী রথ তব নিকটেতে।
পাইয়াছি যার কৃপা হয়েছে আমাতে ॥
চিরকাল আনুগত্য তোমার সহিত।
এবে মোরে হিংসা করা হয় কি বিহিত ॥
মিত্র সনে শত্রু ভাব হয় অকারণে।
করিলে অখ্যাতি ঘোর হইবে রটনে ॥
কি কারণে বল প্রভু অনুগত প্রতি।
হইয়াছে কোপদৃষ্টি তোমার সংপ্রতি ॥
আশ্রিতে নাশিতে কেন এতই উদাম।
এতে কি পাইবে যশ বাড়িবে বিক্রম ॥
দুর্ব্বলে হিংসিলে বল কি ফল পাইবে।
লাভ এই;—লোক মাঝে কলঙ্ক রটিবে ॥
কৃষ্ণের মন্ত্রণাক্রমে ভাই যুধিষ্ঠির।
অশ্বমেধ সমাধিতে করিয়াছে স্থির ॥
শুভ দিনে শুভক্ষণে অশ্বের মোচন।
আমাকে দেছেন তাঁর রক্ষার কারণ ॥
সচিন্তিত যুধিষ্ঠির ইহার কারণ।
কৃষ্ণ আদি করি যত আত্মীয় স্বজন ॥
হায়! কর্ম্মদোষে এই নীলধ্বজ পুরে।
আসিতে আসিতে বিঘ্ন ঘটিল সত্বরে ॥
বল ক্ষয় ছত্রভঙ্গ যত সৈন্যগণ।
অস্থির হয়েছে সবে তোমার কারণ ॥
হয়েছে দারুণ কোপ তোমার অনল।
কিসে শান্তি পায় তার না জানি কৌশল ॥
কি রূপে তোমার প্রীতি হইবে সাধন।
জানিনা বলিয়া দাও দেব হুতাশন ॥
ক্ষান্ত হও পায় ধরি তোমার চরণে।
মোরে পরিত্যাগ করি করহ গমনে ॥
এতেক শুনিয়া তবে রাজা জন্মেজয়।
জৈমিনির প্রতি বলে করিয়া বিনয় ॥
অকারণে অনলের কেন জাত ক্রোধ।
হইল অর্জ্জুন প্রতি ত্যজি অনুরোধ ॥

কি কারণে নীলধ্বজ রাজার জনোতে।
অনল অর্জ্জুন বৈরী হলো আচম্বিতে॥
পূর্ব্ব কার্য্য সে সৌহৃদ্য করি বিস্মরণ।
পাণ্ডবের বিপক্ষতা কৈল হুতাশন॥
অবশ্য নিগূঢ় মর্ম্ম থাকিবে ইহারে।
প্রকাশ করিয়া গুরো বলনা আমারে॥
শুনি মুনি সে জৈমিনি নরদেবে বলে।
আত্মীয়তা এই রীতি আছে ভূমণ্ডলে॥
থাকিলে সম্বন্ধ কিবা বাধ্য বাধকতা।
তারে পরিত্যাগ করা না ঘটে সর্ব্বথা॥
অগ্নিদেব শ্বশুরের বলক্ষয় দেখি।
মনে বড় কষ্ট বোধ হইল অসুখী॥
জামাই বিপদ দেখি আপন শ্বশুরে।
স্থির হতে নাহি পারে জানে চরাচরে॥
নীলধ্বজ পুরে দেখি এহেন দুর্গতি।
বিশেষ রাজার পুত্র মূর্চ্ছিত বিরথী॥
জানিয়া জামাতৃ কোপ বাড়ে অতিশয়।
সেই জন্য হুতাশন বৈরীভাবে রয়॥
পূর্ব্ব উপকার সব দিয়া বিসর্জ্জন।
পাণ্ডবে হিংসিতে তাঁর হইল মনন॥
শুনি রাজা জন্মেজয় যুড়ি দুই কর।
জিজ্ঞাসে মুনির প্রতি বিস্মিত অন্তর॥
মানবের কন্যা সহ অগ্নি পরিণয়।
কি রূপে হইল মোরে বল মহাশয়॥
জানিত চঞ্চল বড় আমার মানস।
কৌতুহল দূর হোক্ পিয়া তত্ত্বরস॥
শুনিয়া রাজার বাক্য জৈমিনি তখন।
বলে রাজা মোর কথা করহ শ্রবণ॥
নীলধ্বজ নৃপতির ছিল যেই রাণী।
জ্বালা নামে সংসারেতে পরিচিত তিনি॥
পরমা সুন্দরী রামা পতি অনুগত।
সময়েতে এক কন্যা করেন প্রসূত॥
চমৎকার রূপ তার ভুবন-মোহিনী।
কোমলতা সরলতা পতিব্রতা খনি॥
সে বর বর্ণিনী হয় সবার আদৃত।
আদরেতে স্বাহা নামে সবে সম্বোধিত॥
শৈশবেতে শশিকলা মত বৃদ্ধি পায়।
ক্রমে আসি উপনীত যৌবন সীমায়॥
আকর উদ্ভব মণি হইলে শোধিত।
যে প্রকার অঙ্গ জ্যোতি হয় প্রকাশিত॥
সেইরূপ যুবাকালে সবে সে যুবতি।
হইল লাবণ্যবতী গজেন্দ্রের গতি॥
মনোরমা সেই বামা সুন্দর সুঠাম।
ক্ষীণকটি ক্রভঙ্গিটী অতি অনুপাম॥
হেরিয়া যৌবন দশা নিজ দুহিতার।
কাহাকে দিবেন কন্যা ভাবনা রাজার॥
জিজ্ঞাসেন স্নেহ করে নিজ তনয়ারে।
কাহারে বরিতে সাধ হয়েছে তোমারে॥
কোন জন প্রিয় জন হবে তব পতি।
কারে বরে সুখ পাবে বলগো সম্প্রতি॥
দেশে দেশে রাজপুত্র বীরপুত্র বীর।
কাহারে বরিতে মন করিয়াছ স্থির॥
শুনিয়া পিতার বাক্য পুত্রী সঙ্কোচেতে।
ক্ষণকাল বাক্‌শূন্য রহিল মোনেতে॥
বার বার আপনার অভিপ্রায় কিবা।
জানিতে জনক চাহে দিবে বলি বিভা॥
অতএব অভিপ্রায় করিলে গোপন।
নরকে আমার স্থান হবে নির্দ্ধারণ॥
এত ভাবি প্রকাশিয়া বলিল পিতারে।
নরলোকে মম পতি হেরিনা কাহারে॥
নরেরে করিতে বিভা নহে আকিঞ্চন।
দেবতার মধ্যে বর কর অন্বেষণ॥
কন্যার শুনিয়া কথা জনক তখন।
হাসিয়া তাহার প্রতি বলেন বচন॥

দেবরাজ দেবপুরী পরিত্যাগ করি।
মর্ত্তলোকে মানবের কাছেতে সুন্দরী ॥
বিভা জন্য আসিবেক কথা অসঙ্গত।
অসম্ভব তব আশা কেন বৃথা এত ॥
দেবহস্তী আরোহিয়া অমরের পতি।
তোমারে করিবে বিভা অসম্ভব গতি ॥
কেন এত উচ্চপণ দুষ্কর প্রয়াস।
দেবতা করিয়া বিভা পুরে মন আশ ॥
পিতার শুনিয়া বাক্য সে স্বাহা সুন্দরী।
বলিতে লাগিল তাঁরে করযোড় করি ॥
দেবেন্দ্রে বরিতে সাধ নাহি হতে পারে।
দেবরাজ দুশ্চরিত্র ব্যক্ত এ সংসারে ॥
গুরুকন্যা প্রতি যেই দুষ্ট ব্যবহার।
করিলেক,—সেই স্বামী হইবে আমার ॥
নরের সহিত বিভা নাহিক বাসনা।
তাহার কারণ বলি কর বিচারণা ॥
প্রথমে স্ত্রীজাতি জন্ম দেখহ বিচারি।
মল মূত্র মেদ মজ্জা শরীর সবারি ॥
বিকারে হইল জন্ম বিকার সম্ভব।
তবে কেন না হেরিবে রমণী রৌরব ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্রিয়াকর্ম্ম পাপ পুণ্য স্থলে।
একমাত্র সাক্ষ্য দাতা অগ্নি চিরকালে ॥
পবিত্র করিতে নাহি ইহার মতন।
অন্তেতে সবার গতি এ হব্যবাহন ॥
জীবিত কালেতে দেখ যত প্রয়োজন।
অগ্নিযোগে সে সকল হতেছে সাধন ॥
আত্মীয় স্বজন বন্ধু পিতা মাতা নারী।
মৃত বলে ফেলি দেয় ঘৃণা সে সবারি ॥
সে কালে কে কোলে করে? বিনা বৈশ্বানর।
পাপ পুণ্য ফলাফল ইহাঁর গোচর ॥
নারীর দেবতা স্বামি সকলেই জানে।
সেই স্বামি অনুগত অগ্নি বিদ্যমানে ॥

অতএব সে পাবনে করিয়া বর্জ্জন।
অন্যবরে বরিবারে নহে আকিঞ্চন ॥
অগ্নি বিনা অন্য দেব অসুর দানব।
যক্ষ রক্ষ দেবযোনি কিন্নর মানব ॥
কাহারে বাসনা নাহি হয় মোর মনে।
একমাত্র পতি বাঞ্ছা সে হব্যবাহনে ॥
যেখানে আছেন বহ্নি করিবেন স্থিতি।
যেখানে তাঁহার নিত্য হয় গতাগতি ॥
অন্বেষিয়া অনলেরে বিনয় বচনে।
মোরে বিভা দিয়া হবে হর্ষযুক্ত মনে ॥
শুনিয়া কন্যার পিতা নীলধ্বজ রাজ।
অন্তরে বিস্মিত শুনি অপরূপ কায ॥
হেরিয়া কন্যার এই নিদারুণ পণ।
ক্রোধ করি নরদেব বলেন বচন ॥
কেন কেন এত জেদ শুনহ কুমারি।
বহ্নিরে বরিতে সাধ হয়েছে তোমারি ॥
জগৎ পোড়ায় যেই সৃষ্টি করে নাশ।
যাহার দৃষ্টিতে রিষ্টি সম্পূর্ণ প্রকাশ ॥
নাম যার কৃষ্ণবর্ম্ম কুৎসিত করম।
তাহারে করিতে স্বামী না হয় সরম ॥
হায় রূপ কদাকার হের বৈশ্বানরে।
সাতজিভ ধূম্র মুখ ব্যক্ত চরাচরে ॥
কদাকারে বরিবারে হে বরবর্ণিনি।
কেন এত মনে সাধ বলনা নন্দিনী ॥
বুঝিলাম ললনার মনের এ গতি।
কুৎসিত কুরূপ সঙ্গে পায় বড় প্রীতি ॥
দেখ দেখি জহ্নুকন্যা ত্রিলোকতারিণী।
উচ্চ হতে কতদূর নীচ সংস্রবিনী ॥
স্বর্গ হতে মর্ত্তে আসি সেই মন্দাকিনী।
কুটিল পথেতে গতি স্বেচ্ছা বিহারিণী ॥
বক্রভাবে বক্রচালে সরলতা হীন।
গঙ্গার এ রূপ গতি তেবে তনুক্ষীণ ॥

পিতার এতেক কথা থাকিয়া নীরব।
উত্তর না দিল স্বাহা শুনিলেক সব॥
শেষে আরাধিতে অগ্নি করিল মনন।
নির্জনেতে একস্থানে বহ্নি সংস্থাপন॥
করিলেক ভক্তিভাবে পুরাইতে আশ।
যথাবিধি পূজা করে স্বাহা বারমাস॥
অগ্নিনাম অগ্নি জপ অগ্নি আরাধনা।
ইহা ভিন্ন আর কার্য্য তাহার ছিলনা॥
দ্বিজসনে উপবনে অর্চ্চে অনলেরে।
সন্তোষিতে নানাভোগ দেয় সে সত্বরে॥
অগুরু চন্দন আদি সুগন্ধ প্রদানে।
পায়স পিষ্টক ক্ষীর প্রভৃতি ভোজনে॥
আপ্তবৎ ব্যবহারে মনোমত বরে।
সখী সঙ্গে মনোরঙ্গে স্বাহা সেবা করে॥
এইরূপে কিছুকাল হইলে অতীত।
নারদের মুখে অগ্নি শুনি বিস্তারিত॥
স্বাহার কঠোর তপ নিয়মিত ব্রত।
শুনি বহ্নি ব্রাহ্মণের বেশেতে আগত॥
মুনিবরে হেরি রাজা কৈল সমাদর।
বসিতে আসন দিল অতি রম্যতর॥
শ্রান্তিদূর দেখি রাজা জিজ্ঞাসে তাঁহায়।
কি কারণে আগমন বলনা হেথায়।
কোথা হতে এলে দেব যাবে কোনখানে।
এখানে তোমার আসা কোন্ প্রয়োজনে॥
শুন রাজা নীলধ্বজ মোর প্রয়োজন।
যে কারণে হেথা মোর হলো আগমন॥
শাণ্ডিল্য গোত্রেতে জন্ম ব্রাহ্মণ সন্তান।
শুনেছি কুমারী তব গৃহে বিদ্যমান॥
আসিয়াছি আমি হেথা বিবাহ কারণে।
করিতে সংসার ধর্ম্ম বড় আকিঞ্চনে॥
এ ছাড়া আমার কিছু প্রার্থনা অপর।
নাহি ওহে নরবর শুন গুণধর॥

শুনি রাজা বিনয়েতে কহিল তাঁহারে।
কন্যার প্রতিজ্ঞা আমি বলিছে তোমারে॥
আছে বটে কন্যা মোর নহে বিবাহিত।
মানুষে বিবাহ হতে নহে অভিমত॥
অগ্নিকে করিতে স্বামী তার বড় জেদ।
সুর নরে নাহি জানে কতদূর ভেদ॥
স্বাহা ভিন্ন অন্য কন্যা যদি বরিবারে।
ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে বলহ আমারে॥
করিব তোমার করে তারে সম্প্রদান।
ব্রাহ্মণে প্রদানি কন্যা বাড়িবে সম্মান॥
শুনি সেই বৈশ্বানর দ্বিজ মূর্ত্তিধরি।
এসেছি জানিতে মন তব সরাসরি॥
স্বাহা ভিন্ন অন্য নহে আমার কামনা।
তারি জন্য হেথা আসা করিতে ছলনা॥
হুতাশন পরিচয় পেয়ে নৃপবর।
একেবারে বাক্‌শূন্য বিস্মিত অন্তর॥
স্বাহার অন্তরে হলো আনন্দ সঞ্চার।
বুঝিল অগ্নির কৃপা হয়েছে এবার॥
বারব্রত উপবাস নিত্য আরাধনা।
ফলিল তাহার ফল জানিল সূচনা॥
দ্বিজমূর্ত্তি অগ্নিদেব বচন শুনিয়া।
রাজা ঘোর চিন্তান্বিত না পান ভাবিয়া॥
সভামধ্যে পাত্র মিত্র প্রাচীন অমাত্য।
যাহাদের সঙ্গে ঘোর আছে আনুগত্য॥
তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কৈল নরমণি।
ইঙ্গিতেতে অভিপ্রায় জানান তখনি॥
বিপ্ররূপী এই ব্যক্তি যদি বহ্নি হয়।
তবে কন্যা বিভা দিতে নাহিক সংশয়॥
বিভা করিবেক যেই তার অভিমতে।
হতে হবে বিভা দিতে না পারি খণ্ডিতে॥
কিন্তু এই দ্বিজবর প্রকৃত অনল।
অথবা মায়াবী কেহ প্রকাশিছে ছল॥

সঠীক বুঝিতে কিছু না পারিয়া চিতে।
জিজ্ঞাসিছে পাত্র মিত্র যাহারা সভাতে॥
পরীক্ষাতে কোন রূপ ব্রাহ্মণ কুমারে।
বহ্নি কিবা কোন ব্যক্তি পার জানিবারে॥
তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ অতি বিচক্ষণ।
দ্বিজবরে সম্বোধিয়া বলেন তখন॥
তুমি যে প্রকৃত অগ্নি প্রমাণ কি তার।
নিদর্শন বিনে জ্ঞান হইবে কাহার॥
মোরা জানি অগ্নি কভু গোপন না রবে।
আপনার তেজরাশি প্রকাশ করিবে॥
শুনি সেই ব্রাহ্মণের বদন হইতে।
প্রচণ্ড অনল শিখা ধূমের সহিতে॥
দন্তপাতি হতে তেজ চৌদিকে নির্গত।
একেবারে অমাত্যের গাত্রেতে পতিত॥
দেখিতে দেখিতে তারে করিল দাহন।
হেরি অন্য সভাসদ কৈল পলায়ন॥
প্রধানেরে দগ্ধ কৈল নিমেষ মধ্যেতে।
সর্ব্বলোকে উচাটন হৈল ঘটনাতে॥
রাজা তবে করযোড়ে করিয়া বিনয়।
বহ্নি স্তুতে সন্তোষিল তাঁহার হৃদয়॥
এ দিকেতে এ সময়ে অপূর্ব্ব ঘটন।
তনয়ার মাসী নৃপে করিল বারণ॥
এই নারী রাজকন্যা মাতার ভগিনী।
নিবেদিল নৃপবরে শুন মোর বাণী॥
মনে করি ব্রাহ্মণেরে দেব হুতাশন।
করোনাহে কন্যাদান শুনহ বারণ॥
এ ব্রাহ্মণ সুচতুর নিজের কার্য্যেতে।
তাই ভুলাইল তোমা অদ্ভুত মায়াতে॥
বিচিত্র ভেল্কির কার্য্য বুঝিতে নারিলে।
সেই হেতু হুতাশন বলিয়া জানিলে॥
শুনি হাসি নৃপবর বলিল তাহারে।
জামাতারে গৃহে লয়ে দেখ ত্বরা করে॥
তোমার নিকটে যদি পরীক্ষাতে পার।
হতে পারে কৃত কার্য্য ব্রাহ্মণ কুমার॥
তবে অগ্নি কিম্বা দ্বিজ যাহোক প্রকাশে।
অনায়াসে এ সন্দেহ হইবে নিরাশে॥
রাজার মুখেতে শুনি পরিহাস বাণী।
ত্বরান্বিত হইলেন রাণীর ভগিনী॥
ব্যগ্র হয়ে ব্রাহ্মণেরে লইয়া সঙ্গেতে।
সত্বরে প্রবেশে পুরী আনন্দিত চিতে॥
প্রকাশিয়া বলিলেন দ্বিজের কুমারে।
অগ্নি কি ব্রাহ্মণ দেহ পরিচয় মোরে॥
কথাতে প্রত্যয় নাহি হইবারে পারে।
দেখাও নিজের শক্তি সবার গোচরে॥
শুনি অগ্নি কম্পান্বিত হইল ক্রোধেতে।
তেজোরাশি প্রকাশিত হৈল চারিভিতে॥
উঠিল বিস্তৃত শিখা প্রাসাদ পরশি।
ছুটিল দুর্জ্জয় শক্তি ব্যাপ্ত দশদিশি॥
বিচিত্র শিল্প কৌশলে যে পুরী নির্ম্মিত।
নানাবিধ স্বর্ণ মুক্তা যাতে সুশোভিত॥
মূল্যবান নানাদ্রব্য রয়েছে যাহাতে।
সেই পুরী দগ্ধ প্রায় হৈল নিমিষেতে॥
গবাক্ষ তোরণ দ্বার সব ভস্মীভূত।
অগ্নিশিখা ক্রমে২ ঘোর প্রজ্বলিত॥
ধরেছে দুরন্ত তেজ নিকটে কে যায়।
প্রমাদ গণিয়া সবে করে হায় হায়॥
ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও জেনেছি তোমায়।
তুমি দেব বৈশ্বানর ব্যক্ত ত্রিসংসারে॥
সম্বর নিজের শক্তি প্রভু হুতাশন।
না জানিয়া তব প্রতি অন্যায় বচন॥
বলিয়াছি যে সকল ক্ষমিতে হইবে।
মূঢ়মতি নারী তোমা কি রূপে জানিবে॥
এতেক বলিল যদি সে বরবর্ণিনা।
যাহার মাতার সেই প্রধান ভগিনী॥

তবু না হইল তুষ্ট দেব বৈশ্বানর।
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি কৈল নিজ কলেবর॥
দেখিয়া ভীষণ কোপ ভীষণ ব্যাপার।
ভয়ে ভীত সকলেতে ছুটে অনিবার॥
পুরীর নিকটে ছিল যে রম্য উদ্যান।
পত্র শূন্য শাখা শূন্য এবে বিদ্যমান॥
লইতে পরীক্ষা ঘোর হইল সঙ্কট।
দেখিয়া রাণীর ভগ্নী কৈল ছটফট॥
উৰ্দ্ধশ্বাসে নিরুপায় হইয়া তখন।
রাজার নিকটে গিয়া বলিল বচন॥
দুনয়নে জলধারা হাঁপাতে হাঁপাতে।
একদৃষ্টে নৃপপানে লাগিল চাহিতে।
মাঝে মাঝে পশ্চাতে ফিরিং চায়।
ঘন ঘন শ্বাস বহে সশঙ্কিত কায়॥
কিছু পরে নৃপতিরে বিনয়ে কহিল।
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হায় কি হইল॥
পাবক প্রচণ্ড তেজে রম্য অন্তঃপুর।
ছার খার করিতেছে মারিছে প্রচুর॥
প্রাণভয়ে কলরব করি লোক যত।
কে কোথায় পলাইছে নহি অবগত॥
শুনি রাজা বলে ভদ্রে তুমি পরীক্ষাতে।
অগ্নি কিম্বা দ্বিজপুত্র পেরেছো জানিতে॥
তুমি বড় বুদ্ধিমতী নিমেষ মধ্যেতে।
কি রূপে পরীক্ষা করি বুঝিলে মনেতে॥
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর জানিবে উঁহারে।
ঘনিষ্ঠতা দ্বারা সব জানা যেতে পারে॥
শুনি ইরাবতী সতী ব্যস্তভাব ধরি।
বলে রাজা ক্ষান্ত হও না কর চাতুরী॥
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় ঠেকেছি এখন।
উদ্ধার করহ পুরী শুনহ বচন॥
তা না হলে ছারখার হইবে সত্বরে।
কিছু চিহ্ন না রহিবে তাহার গোচরে॥

যাহোক্ সফল হলো স্বাহার কামনা।
এতদিনে অগ্নিদেব করেছে করুণা॥
সত্বরেতে তুমি এবে কর কন্যাদান।
এ পাত্রেতে কন্যা দিতে না ভাবিহ আন॥
শুনি রাজা হাস্যমুখে অগ্নিকে ডাকিয়া।
বলিলেন দিব আমি তোমারে তনয়া॥
কিন্তু মোর অনুরোধ তোমার কাছেতে।
নিয়ত আমার পুরী হইবে থাকিতে॥
যদি এই অনুরোধ রাখ বৈশ্বানর।
তবে কন্যা দিতে আমি হই ত্বরাপর॥
যে কালে বিপক্ষে মোর রাজ্য আক্রমণ।
করিবেক ঘোর শক্তি করিতে পীড়ন॥
সে কালে প্রকাশি তুমি নিজ পরাক্রমে।
নাশিবে সকলে দেব আঘাতি মরমে॥
রাজার শুনিয়া কথা জনেক প্রবীণ।
বুদ্ধি শক্তি বিবেচনা নহে দৃষ্টিহীন॥
বিনয়েতে নরবরে বলিল তখন।
আপনার কথা লাগে আমায় কেমন॥
বিশ্বসংহারক অগ্নি নিজের পুরীতে।
রাখিতে কি বিবেচনা হয় সমুচিতে॥
ইচ্ছা হয় কন্যাদান করহ তাঁহারে।
স্বাহারে লইয়া অগ্নি যান যথাকারে॥
তাতে কিছু ক্ষতি নাই বরঞ্চ মঙ্গল।
হুতাশনে স্থান দিলে হবে অমঙ্গল॥
শুনিয়া প্রবীণ বাক্য তখনি নৃপতি।
বলিলেন বাক্য সার আমার প্রতীতি॥
জামাতা থাকিলে গৃহে চিরকাল স্থিতি।
উগ্রভাব পরিত্যাগ করিবে সুপ্রীতি॥
বদ্ধমূল এ সম্বন্ধ হইলে নিশ্চিত।
কদাপি না করিবেন আমার অহিত॥
মোর অভিপ্রায় পুরী রক্ষার কারণ।
জামাতারে রাখিবারে আমার যতন॥

আপদ বিপদ বিঘ্ন দূর হবে সব।
রিপুদল হীনবল হবে পরাভব॥
কৌশলে প্রাধান্য লাভ হইবে নিশ্চিত।
এই জন্য হুতাশনে রাখা অভিপ্রেত॥
এই কথা বলি রাজা কৌতুকী হইয়া।
শুভক্ষণে কন্যাধনে বিবাহ দিইয়া॥
পাইল পরম সুখ নৃপতি তখন।
বিভা করি সেই পুরী রন হুতাশন॥
সেই দেব হুতাশনে করিয়া সঙ্গেতে।
নীলধ্বজ আসিয়াছে ঘোর সংগ্রামেতে॥
অগ্নিরে জামাতা করা এই সে কারণ।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা করিনু বর্ণন॥
বলিলাম জন্মেজয় পূর্ব্বের আভাস।
এরূপে অগ্নির সহ সম্বন্ধ নির্যাস॥
হয়েছিল ঘটনায় কাণ্ড চমৎকার।
তাই পুরী রক্ষা কার্য্য ছিল হে তাঁহার॥
এ দিকেতে অর্জ্জুনের শুনিয়া ভারতী।
তথাপি না হুতাশন হলো শান্তমতি॥
বিধিমতে স্তব স্তুতি যতেক করিল।
বহ্নির দারুণ কোপ ততই বাড়িল॥
অবশেষে নিরুপায় হইয়া অর্জ্জুন।
নারায়ণে চিন্তা করি লইলেন তূণ॥
নারায়ণ অস্ত্র ত্যাগ করিতে উদ্যত।
দেখিয়া পাবক একেবারে সংস্তম্ভিত॥
কাযে কাযে শান্তমূর্ত্তি তখনি ধরিল।
ক্রমেতে আপন তেজ খর্ব্ব করি নিল॥
বলিল অর্জ্জুনে ডাকি শুন বীরবর।
যে কারণে তব সনে রণ বহুতর॥
করিলাম, প্রাণপণে সবার সাক্ষাতে।
ইহার কারণ শুন আমার কাছেতে॥
যেইদিন হতে আমি প্রতিজ্ঞা পাশেতে।
বদ্ধ আছি নীলধ্বজ নৃপতি কাছেতে॥

করিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা চিরমিত্র সনে।
আরম্ভ করিয়াছিনু নিদারুণ রণে॥
সে সকল মনে কিছু করোনা পাণ্ডব।
যেখানে মিত্রতা বৈরী জয় পরাভব॥
যাহোক জিজ্ঞাসি আমি তোমাকে এখন।
শুনিলাম অশ্বমেধ পাণ্ডুর নন্দন॥
করিবেন অভিপ্রায়ে অশ্ব বিমোচন।
করেছেন যুধিষ্ঠির পেতে শান্তিধন॥
নির্দ্দোষ হইতে চিত জ্ঞাতিবধ হতে।
সেইজন্য অশ্বমেধে হয়েছে দীক্ষিতে॥
মনের মালিন্য দূর করিতে কামন।
তারি জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন॥
কিন্তু হেরি তোমাদের কায অপরূপ।
কে দিল এ সুমন্ত্রণা বলনা স্বরূপ॥
যেখানে আছেন হরি সর্ব্ব মূলাধার।
যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া মন্ত্র যত কিছু আর॥
যে না হলে কোন কর্ম্ম নহে সম্পাদন।
তাঁরে পেয়ে কাম্য কর্ম্ম করিতে মনন॥
হায়! কেন এতদূর ভ্রম অধিকার।
হইয়াছে ধর্ম্ম চিত নহে বলিবার॥
জগৎ পাবনে তেজ্য করিয়া এখন।
অন্য পাবনের কেন লইছ শরণ॥
যাঁর তেজে আমি বহ্নি দ্বাদশ আদিত্য।
সকলে নিস্তেজ হয় অতি অপদার্থ॥
তাঁহার সাক্ষাতে হয়ে অগ্নি সংস্থাপন।
করিবে তোমরা ইহা ভ্রান্তির লক্ষণ॥
ক্ষীরোদ পয়োধি করে করি হস্তগত।
হায় জলপান জন্য নিতান্ত বিব্রত॥
সম্মুখে নির্ম্মল জল রয়েছে প্রচুর।
তাতে কি হয়না একেবারে তৃষ্ণা দূর॥
দিবাকর নিশাকর জ্যোতির্ম্ময় তেজে।
অন্য তেজোময়ে মন কেন এত মজে॥

হে বীর হৃদয়সখা চিরদিন তুমি।
তব উপকার সব ভুলিয়াছি আমি॥
চিরকাল ঋণী থাকা আমার উচিত।
তা না করে করিলাম করম নিন্দিত॥
তোমার অসংখ্য সৈন্য করেছি নির্ম্মূল।
এতক্ষণে সংশোধন হলো মোর ভুল॥
প্রথমেতে যদি তুমি অস্ত্র নারায়ণ।
ধরিতে হে বীরবর সুহৃদরতন॥
তা হলে প্রতাপ মোর সব হতো খর্ব্ব।
যুদ্ধে জয়ী হয়ে তব বাড়িত হে গর্ব্ব॥
সংসারের তাপরাশি যাঁহার স্মরণে।
সকলি বিনষ্ট হয় ভাবিলে মননে॥
বিপদ সময়ে তুমি ভুলিলে তাঁহারে।
সেই জন্য এ দুর্গতি ঘটিল তোমারে॥
সামান্য সৈন্যের নাশ বল অপচয়।
এর জন্যে তুমি কেন চিন্তিত হৃদয়॥
গোবিন্দেরে হৃদি মধ্যে করিলে স্থাপন।
তোমার হইবে বল পুষ্টি সংসাধন॥
আমি জানি চিন্তামণি দুর্ব্বলের বল।
নিরুপায় জনে তিনি প্রধান সম্বল॥
পাণ্ডব ভরসা হরি থাকিতে তোমার।
কোন বিঘ্ন ঘটিবেনা এই জেনো সার॥
এই কথা বলি বহ্নি অর্জ্জুনে তুষিল।
শান্তমূর্ত্তি ধরি শেষে পুরী প্রবেশিল॥
অগ্নিকে আগত দেখে মাহিষ্মতীপতি।
অন্তরেতে আপ্যায়িত হইলেন অতি॥
গর্ব্বিত বচনে তাঁরে জিজ্ঞাসা করিল।
ধনঞ্জয় হীনবল হইয়াছে বল॥
তার সৈন্য অনুচর যত বীরগণ।
সব দগ্ধ করিয়াছ তুমি হুতাশন॥
সার্থক তোমার কার্য্য ধন্য মর্ম্ম পুরী।
তোমা হতে পরাভব মোর যত অরি॥
বাস্তবিক কত দয়া আমার উপর।
বলিতে না শক্তি মম ওহে গুণধর॥
শুনি হাসি তেজোরাশি দেব হুতাশন।
বলিতে লাগিল তাঁরে সুন্দর বচন॥
জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ।
যাঁহাদের রক্ষা কর্ত্তা সত্য সনাতন॥
থাকিতে সহায় হায় এ রূপ জনেরে।
কোন ব্যক্তি পরাভূত করিবারে পারে॥
আমি ছার ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
মিলিত হইয়া যদি করে ঘোর রণ॥
তবু ধনঞ্জয়ে কেহ নারে পরাজয়।
কি রূপে তাহার সৈন্য হইবেক ক্ষয়॥
যার মনে সর্ব্ব পাপ হর হরি আছে।
তারে পরাজয় বাঞ্ছা নিতান্তই মিছে॥
এখন তোমারে রাজা বলি এই কথা।
শান্ত কর পাণ্ডবেরে তুমি হে সর্ব্বথা॥
ভাল যদি চাও তবে দেও তুরঙ্গম।
নচেৎ বিপদ বড় ঘটিবে বিষম॥
ধনঞ্জয় অগ্রে যুদ্ধে কেবা হেন বীর।
সহিবে তাহার শর যুদ্ধে থাকি স্থির॥
কৃষ্ণ সখা পাণ্ডবের বিপুল বিক্রম।
ত্রিলোকে না হেরি কেহ হয় তাঁর সম॥
যার বজ্র তুল্য শরে খাণ্ডব দাহন।
হয়েছিল, এ ঘটনা জানে জগজন॥
আমি তার তেজ শক্তি অদ্ভুত বীরত্ব।
শরণাগতেরে রক্ষা প্রভৃতি মহত্ব॥
তোমার জামাতা বলি তোমারি কারণে।
অর্জ্জুনের উপকার দিয়া বিসর্জ্জনে॥
সংগ্রামে সাহস করি দাঁড়াইয়া ছিনু।
এখন সহিতে নারি ভয়ে পলাইনু॥
শুনিয়া জামাতৃ বাক্য নীলধ্বজ রাজা।
জানিল অর্জ্জুন বীর অতিশয় তেজা॥

আপন হিতের লাগি তাঁর কথা ক্রমে।
রাজা কৈল প্রদানিতে সেই তুরঙ্গমে॥
প্রেয়সীকে বলিলেন জামাতার কথা।
তার অশ্ব ফিরাইয়া অর্জ্জুনে সর্ব্বথা॥
কেন দিবে মহারাজ অশ্ববরে ফিরে।
কি জন্যে হয়েছে ভয় তোমার অন্তরে॥
এখনত বহু সৈন্য আছে বিদ্যমান।
পুত্র পৌত্র আদি করি বীরের প্রধান॥
আমার স্বজন বন্ধু বান্ধব নিকর।
রয়েছে প্রচুর ধন তোমার গোচর॥
তাহাতেও লোকবল হইবে বর্দ্ধিত।
এর জন্য তুমি কেন এতই বিব্রত॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই সংগ্রাম সময়।
উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ করিবে নিশ্চয়॥
প্রবল রিপুকে দেখি না পাইবে ডর।
দুর্ব্বল করিয়া জ্ঞান যুঝিবে সত্বর॥
ইথে যদি প্রাণ ত্যাগ হয় সঙ্ঘটন।
তবু না করিবে কেহ দুর্নাম রটন॥
পরলোকে দিব্যগতি স্বর্গভোগ সার।
ক্ষত্রকুল সমুজ্জ্বল গৌরবে তাহার॥
রাণীর মুখেতে শুনি এ হেন ভারতী।
হতবুদ্ধি হয়ে চলে রাজা দ্রুতগতি॥
সঙ্গেতে বিস্তর সৈন্য পশ্চাতে চলিল।
নিমেষ মধ্যেতে গিয়া তথা উত্তরিল॥
দেখিয়া কোপেতে কাঁপে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চক্ষু হতে অনলধারা বহে নিরন্তর॥
সিংহনাদ করি বীর গভীর গর্জ্জনে।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু টানিল তখনে॥
একবারে শরবৃষ্টি ছাইল তখনে।
কার সাধ্য অগ্রসর হয় নিবারণে॥
কখন নিক্ষেপে শর কভু রহে ক্ষান্ত।
বুঝিবারে নারে কেহ স্থির দৃষ্টি ভ্রান্ত॥

একেশ্বর ধনুর্দ্ধর সকলের সাথে।
সিংহের বিক্রম যথা পশুর সহিতে॥
বিস্ময় মানিল সবে রণের কৌশলে।
পড়িল অসংখ্য সৈন্য সেই রণস্থলে॥
কত সৈন্য রণস্থলে হইল পতিত।
কেবা তার সংখ্যা করে সকলে বিব্রত॥
দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাজার তনয়।
অর্জ্জুন শরেতে পড়ি গেল যমালয়॥
ক্রমে সহোদর গেল আত্মীয় স্বজন।
একে একে ধরাশায়ী করি ঘোর রণ॥
নৃপতি অস্থির হলো অর্জ্জুনের শরে।
সারথি শরেতে পড়ি গেল যম ঘরে॥
শূন্য শির কত বীর ভাসে রণস্রোতে।
হাতে ধনু বীর তনু লোটায় মাটিতে॥
রাজার যুদ্ধের রথ শরে চূর্ণীকৃত।
দেখি নীলধ্বজ বীর অত্যন্ত বিস্মিত॥
একবার নিদারুণ শরের প্রহারে।
অচেতন হয়েছিল সবার গোচরে॥
পুনর্ব্বার তার হাতে ভাগ্যের ঘটনা।
এ জন্য রাজার মন নিতান্ত দুর্ম্মনা॥
বিশেষ সম্মুখে হেরি অর্জ্জুনের দাপ।
জয় আশা মনে নাই বাড়ে মনস্তাপ॥
ভাবিতে ভাবিতে নৃপ হৈল অচেতন।
নিকটে আত্মীয় ছিল রথী এক জন॥
লম্ফ দিয়া তাঁর রথে উঠিল তখনে।
রথ চালাইয়া দিল অতি প্রাণপণে॥
একেবারে পুরীমধ্যে হলো উপনীত।
তবু ত প্রাণের ভয় নহে অপনীত॥
সৈন্যগণ যে সকল জীবিত আছিল।
জীবনের আশে ঊর্দ্ধশ্বাসেতে দৌড়িল॥
ক্রমে ক্রমে দিনমণি অস্তাচলাশ্রয়।
করিলেন, সন্ধ্যা বধ উপনীত হয়॥

দিবসে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমুল সংগ্রাম।
সমাধিয়া সব্যসাচী করিল বিশ্রাম ॥
আদেশিল সৈন্যগণে হইয়া নিশ্চিন্ত।
রজনী যাপন কর তোমরা একান্ত ॥
ওদিকেতে সচেতন হইয়া রাজন।
নিজ প্রিয়া সম্বোধিয়া বলিল তখন ॥
"স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" শাস্ত্রের বচন।
তোর বাণী শুনি মোর এ দশা ঘটন ॥
নিজের বুদ্ধিতে যদি করিতাম কার্য্য।
যদি জামাতার বাক্য হতো শিরধার্য্য ॥
তা হলে এ অপমান এত বল ক্ষয়।
সহোদর সন্তানের বিনাশ না হয় ॥
সর্ব্বনাশ মনস্তাপ সকলি ঘটিল।
হায়! তোর বুদ্ধি এত দুঃখ প্রদানিল ॥
এই জন্য নারী বাক্যে পুরুষ যাহারা।
কর্ণপাত নাহি করে উপহাসে তারা ॥
আমি নাকি কাপুরুষ পুরুষ মাঝারে।
তাই এত ফলভোগ ঘটিল আমারে ॥
যাহোক্ দুর্ব্বুদ্ধি নীচ অতি ক্রুরমতি।
তোর তুল্য নারী নাহি হেরি এ জগতি ॥
যেথা ইচ্ছা যাও চলি নিষেধ না করি।
আনিয়া সে তুরঙ্গমে দেও হে সত্বরি ॥
এই কথা বলি রাজা নিশা অবসানে।
লইল যজ্ঞের অশ্ব অর্জ্জুনে প্রদানে ॥
জন কত অনুচর লইয়া সঙ্গেতে।
মূল্যবান্ মণি মুক্তা লইলেক সাথে ॥
বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র আর অলঙ্কারে।
লইলেক দিবে বলি পাণ্ডুর কুমারে ॥
দ্রুত গিয়া উত্তরিল পার্থ বরাবরে।
সকলি প্রদান কৈল নমিয়া তাঁহারে ॥
অপরাধ ক্ষমা কর ওহে বীরবর।
না জানি হয়েছে দোষ আমার বিস্তর ॥
যেমন করেছি কার্য্য ফল সমুচিত।
পাইয়াছি তার জন্যে কভু না ভাবিত ॥
এখন প্রার্থনা বীর সব বিস্মরণ।
হইয়া আমায় রক্ষ পাণ্ডুর নন্দন ॥
অদ্যাবধি নীলধ্বজ তব অনুগত।
অদ্যাবধি এই পুরী তব অধিকৃত ॥
এ জীবন আজীবন রহিল তোমার।
রাখ মার লও ইচ্ছা যাহা গুণাধার ॥
হে বীর! এখন মোরে কি করিতে হবে।
আদেশিয়া প্রসন্নতা প্রকাশহ এবে ॥
শুনিয়া বিনয় বাণী তখনি ফাল্গুনি।
বলিলেন কেন ক্ষুব্ধ হও নৃপমণি ॥
ক্ষত্রিয়ের রীত এই সহজে না নত।
হইবেক বিপক্ষের নিকটে সতত ॥
রাখিতে আপন ধর্ম্ম তুমি বীরবর।
দেখাইছ রণস্থলে বীর্য্য বহুতর ॥
তোমার বীরত্বে আমি হয়েছি বাধিত।
এখন তোমার সখা জানিনু নিশ্চিত ॥
কি আর বলিব রাজা অধিক তোমারে।
অশ্ব সহ মোর সঙ্গে ফের অনিবারে ॥
এ রূপে বৎসর কাল করিয়া যাপন।
আনন্দে এ অশ্বমেধ করিব সাধন ॥
দুই বীরে এই রূপ বলিতে বলিতে।
দক্ষিণ মুখেতে অশ্ব চলিল ত্বরিতে ॥
নীলধ্বজ অর্জ্জুনের পশ্চাতে চলিল।
দেখি জ্বালা হৃদয়েতে জ্বলিয়া উঠিল ॥
ত্যজিয়া আপন পুর মনের ক্ষোভেতে।
উপনীত কৈল গিয়া ভ্রাতার পুরেতে ॥
একে বড় অভিমানী তাহাতে ভৎর্সনা।
স্বামীর নিকটে ঘোর হয়েছে লাঞ্ছনা ॥
সেই জন্য মনস্তাপ পেয়ে অতিশয়।
ভ্রাতার নিকটে গিয়া সমুদায় কয় ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে লাগিল ফুলিতে।
দেখিয়া উলুক ভাই জিজ্ঞাসে ত্বরিতে ॥
ত্যজিয়া আপন পুরী কি জন্যে ভগিনী।
ফুলিতেছ কাঁদিতেছ নিতান্ত দুঃখিনী ॥
অনাথিনী প্রায় কেন এত হীন বেশ।
বল দেখি কি ঘটনা আমারে বিশেষ ॥
কি বলিব আর ভাই আমার সন্তাপ।
জ্বলে পুড়ি মরিতেছি পেয়ে মনস্তাপ ॥
ছিল পুরী হলো দগ্ধ পাণ্ডবের হতে।
স্বামী পুত্র পদানত আমার ভাগ্যেতে ॥
দেবর ভাসুর আদি আত্মীয় স্বজন।
একে একে রণ শয্যা সকলে শয়ন ॥
বড় আশা ছিল মনে প্রাণের নন্দন।
জননীর আশা সুখ করিবে বর্দ্ধন ॥
হায়! অভাগিনী ভাবে কৃতান্তের পুরে।
পাঠায়ে জীবিত আছে কি সুখের তরে! ॥
প্রধান প্রধান বীর রাজ্যেতে যাহারা।
ছিল ভাই, বেশী ভাগ ধনে প্রাণে সারা ॥
অবশিষ্ট অশ্বসনে রাজার পশ্চাতে।
এখনি যাইছে দেখ ঐ রাজ পথে ॥
হায়! অনাথিনী আমি বিগুণ বিধাতা।
কে আছে আমার বলি আদরে সর্ব্বথা ॥
থাকিতে আমার পতি হের এই গতি।
আর কি ঘটিবে শেষে জানে বিশ্বপতি ॥
যাহোক রাখিতে মান আমার এখন।
তুমি ভিন্ন আর কেবা আছয়ে আপন ॥
আমার কথায় ভাই তোমারে এখন।
অর্জ্জুন সহিত হবে করিবারে রণ ॥
যদি ধনঞ্জয়ে পার তুমি পরাজয়।
তবে মান অভিমান সব রক্ষা হয় ॥
জানিব তা হলে আমি তুমি মোর ভাই।
তোমা হতে ঘুচে যাবে সকল বালাই ॥

ভগিনীর কথা শুনি উলুক তখন।
ধীরে ধীরে বলে তারে বিনয় বচন ॥
ক্ষান্ত হও বীর নারী মোর বাক্য ধর।
ঘটিবার যাহা তাহা ঘটে নিরন্তর ॥
সকলি করম ভোগ অদৃষ্ট অধীন।
চক্রের সমান গতি মানবের দিন ॥
চিরদিন এই রূপ না রবে তোমার।
অবশ্য দেখিবে ফল পাবে প্রতীকার ॥
কালেতে আমার হতে পাবে প্রতিফল।
তখন হইব আমি সান্ত্বনার স্থল ॥
শুনিয়া ভ্রাতার কথা হইয়া কুপিত।
জ্বালা তারে বলিলেক কটু যথোচিত ॥
জন্মিয়া ক্ষত্রিয় কুলে যুদ্ধে যেতে ভয়।
মনে করিয়াছ বুঝি তুমি মৃত্যুঞ্জয় ॥
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি যদি উপকার।
কোন রূপ নাহি পায় নিকটে তোমার ॥
তা হলে বাঁচিয়া বল কিবা প্রয়োজন।
হায়! তোর জন্যে মার জঠরে ধারণ ॥
কেবল যাতন ভোগ হয়েছে তাঁমার।
তোমা হতে নাহি হলো কিছু উপকার ॥
ভগিনীর তিরস্কার বিষম লাঞ্ছনা।
শুনিয়া উলুক বীর হইল উন্মনা ॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলে ভগিনীরে।
তোর দোষে নষ্ট হলো মাহিষ্মতী পুরে ॥
আমার সংসার কেন নাশিতে বাসনা।
কোন দোষে দোষী আমি, আমার বলনা ॥
ব্যবহার দোষে স্বামী কৈল অপমান।
তোমা ছাড়ি অর্জ্জুনের পশ্চাতে প্রয়াণ ॥
যা কোক্‌ ওখানে আর কোন প্রয়োজনে।
যথা ইচ্ছা চলে যাও না করি বারণে ॥
তোমার পুরুষ ভাষ বিষ মাখা কথা।
শুনিলে হৃদয় জ্বলে মর্ম্মে লাগে ব্যথা ॥

তোমার মুখের গুণে সকলে বিমুখ।
এই জন্য বিধি ভাগ্যে লিখেছেন দুখ॥
আর কত কষ্ট হবে তোমারে ভুগিতে।
কতই লাঞ্ছনা জালা হইবে সহিতে॥
দুর্ম্মুখ জানিয়া বিধি কপালে তোমার।
নানা ভোগ নানা জ্বালা দেয় অনিবার॥
শুনিয়া ভ্রাতার মুখে নিদারুণ বাণী।
গর্জ্জিতে লাগিলা জ্বালা যেন কালফণী॥
গরবে ত্যজিয়া পুর করিল গমন।
ক্রমে গঙ্গাতীরে আসি দিল দরশন॥
নৌকাতে চড়িবে বলি করিতে গমন।
তটাশ্রয় করিলেন ত্যজি আপ্তজন॥
যবে গঙ্গাবীর নীর লাগে চরণেতে।
ছোঁবা মাত্র জল, জ্বালা লাগিল বলিতে॥
আমার চরণে স্পর্শ গঙ্গার সলিল।
পরশনে মম দেহ করিল আবিল॥
অপবিত্র জল স্পর্শে হইতেছে ভয়।
কি জানি মহৎ পাপ ঘটে বা নিশ্চয়॥
শুনিয়া তাহার উক্তি জাহ্নবীরে ঘৃণা।
যত সঙ্গী লোক ছিল করিল লাঞ্ছনা॥
ধিক্ ধিক্ পাপীয়সী দুর্ব্বুদ্ধি তোমারে।
চিনিতে নারিলি তুই দেখিয়া গঙ্গারে॥
বুঝেছি জেনেছি মোরা তুই দৃষ্টি হীন।
অথবা বিধাতা বাম, ঘটেছে দুর্দ্দিন॥
সকল পাপীর পাপ যার পরশনে।
ক্ষণমাত্র ধ্বংশ হয় নামের কীর্ত্তনে॥
শতেক যোজন থাকি যে ডাকে জাহ্নবী।
তার ভাগ্যে সমুদিত সুখময় রবি॥
জীবেরে করিতে মুক্ত পতিতপাবনী।
অবনীতে অবতীর্ণ স্বয়ং আপনি॥
জ্বালারে সম্বোধি যবে এ রূপ বচন।
বলিতে লাগিল যত অনুচর গণ॥
সেকালে প্রত্যক্ষ রূপে পতিতপাবনী।
জ্বালার সম্মুখে আসি দেখা দিল তিনি॥
জিজ্ঞাসিল যত্ন করে জ্বালারে তখন।
জাহ্নবীর প্রতি কিবা বলিলে বচন॥
শুনিয়া গঙ্গার কথা অভিমানী নারী।
বললেন সব কথা সম্মুখে তাঁহারি॥
তব জল সুবিমল নহে যে কারণে।
যে কারণে পাপ রাশি হয় সঙ্ঘটনে॥
মন দিয়া শুন বলি তার বিবরণ।
তুমি পুত্রবতী তাহা জানে জগজ্জন॥
কিন্তু ভাগ্য দোষে আমি দেখি ক্রমেতে।
একে একে সাত পুত্র প্রদানিছ যমে॥
জলে ফেলে জ্বালা তার করিছ সান্ত্বনা।
অবশেষে পুত্র এক হইল যোজনা॥
কামজয়ী বড় বীর সংসারেতে খ্যাতি।
অর্জ্জুনের হাতে মরি পড়িলেন ক্ষিতি॥
হইয়াছ তুমি পুত্র হীন যদবধি।
অপবিত্র তব জল জানি তদবধি॥
শুনিয়া জ্বালার উক্তি দ্বিরুক্তি না করি।
অন্তর্দ্ধান গঙ্গাদেবী স্মরিয়া শ্রীহরি॥
এ দিকে দারুণ কোপ ক্ষোভের তাড়না।
অভিমান উপজিল জ্বালার মননে॥
পুত্র শোকে শোকাতুর বাঘিনীর মত।
গর্জ্জিতেছে চক্ষু লাল করিয়া সতত॥
নাকের নিশ্বাস বয় দুরন্ত পবন।
মাঝে মাঝে চক্ষু হতে জল নিঃসরণ॥
ঘন ঘন করাঘাত বক্ষের উপরে।
বীর শূন্য হলো এবে নীলধ্বজ পুরে॥
এই কথা বার বার মুখে উচ্চারণ।
শেষেতে সন্তাপ করে অর্জ্জুনে তখন॥
যে দ্বীপ পুত্রের জন্য আমা[illegible]।
উৎকণ্ঠিত শোকাকুল হই[illegible]তিশয়॥

রণস্থলে শূন্য শির আমার তনয়।
সে রূপ তোমার শির ঘটিবে নিশ্চয়॥
আমার বচন হবে বিপক্ষের শর।
শত্রুর হৃদের হাতে রবে নিরন্তর॥
তোমার মরণ বাঞ্ছা করিবে নিশ্চিত।
কার্য্য সিদ্ধ হলে পর আমি হব প্রীত॥
বীর নারী হই যদি বীরের রমণী।
বীরের ভগিনী যদি বীরপ্রসবিনী॥
তবে মোর শাপ বাক্য না হইবে আন।
সমরে বীরের কার্য্য করিবে সন্ধান॥
হয়েছে বিপদ ঘোর আমি তাহা জানি।
কিন্তু বৈরি নির্যাতন ভাল অনুমানি॥
এতেক বলিয়া জ্বালা না পারি সহিতে।
তখনি প্রবেশ কৈল বহ্নির মধ্যেতে॥
নিবাতে মনের জ্বালা সে জ্বালা তখন।
গঙ্গাতীরে বহ্নি কোলে জীবন ক্ষেপণ॥
করিল সবার অগ্রে কাণ্ড অপরূপ।
হেরিয়া অবাক সবে না জানি স্বরূপ॥
দেখিতে দেখিতে ক্রমে অগ্নি পরশনে।
জ্বালা নিবাইল জ্বালা নিজ মনাগুণে॥

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

" নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো নৃসিংহবপুষে নমঃ।

ত্বদ্ভক্তোহং সুরাধীশ পাহি মাং ভববন্ধনাৎ ॥"

অর্জ্জুন কর্তৃক শিলারূপিণী দ্বিজপত্নীর শাপ বিমোচন

ও যজ্ঞ অশ্বের উদ্ধার।

জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
তার পর অশ্ব সনে পাণ্ডুর তনয় ॥
নীলধ্বজ পুরী হতে করিল গমন।
সঙ্গেতে চলিল যত অনুচর গণ ॥
মনের সুখেতে অশ্ব অতি দ্রুত ধায়।
কোন বাধা নাহি মানে যথা ইচ্ছা যায় ॥
হরিভক্ত যে রূপেতে বৈরাগ্য আশ্রয়ে।
করি হরিপদ চিন্তা সুখে বিচরয় ॥
সে রূপে সে অশ্ববর হলো অগ্রসরে।
ক্রমে ক্রমে উপনীত বিন্ধ্য গিরিবরে ॥
পশ্চাতে ফাল্গুনি চলে মনের হরিষে।
অনুগামী সৈন্য সব উৎসাহেতে ভাসে ॥
তাদের গমনে বন হয় কম্পান্বিত।
বনজন্তু ইতস্তত করয়ে ধাবিত ॥
ধরণী অধীর হয় পদ নিক্ষেপণে।
গিরিশৃঙ্গ নিপতিত পড়ে স্থরাসনে ॥
বন ভগ্ন লতাছিন্ন বৃক্ষ উৎপাটিত।
দুর্গম বিষম পথ নূতন রচিত ॥
কণ্টক আকীর্ণ স্থান রাজপথ প্রায়।
সম ভূমি প্রায় হলো যবে তারা যায় ॥
বনের দেবতা নেত্র বিকসিত ফুলে।
হেরিতেছে পাণ্ডবেরে অতি কুতূহলে ॥
অপূর্ব্ব লক্ষণ দৃশ্য অশ্ব চমৎকার।
হেরিয়া সন্তোষ মন বন দেবতার ॥
যাইতে যাইতে অশ্ব অদ্ভুত ঘটন।
পথি মধ্যে শিলা এক করিল দর্শন ॥
যোজন যুড়িয়া আছে সেই সে প্রস্তর।
বন মধ্যে বিরাজিছে থাকি নিরন্তর ॥
অকস্মাৎ অশ্ব যেই আপন শরীর।
প্রস্তরে ঘষিবে বলে করিলেক স্থির ॥
স্পর্শ মাত্র অশ্ব গাত্রে লাগিয়া পাষাণে।
নড়াইতে না পারিল করি প্রাণপণে ॥
হরি আরাধনা বিনে জীব যে প্রকার।
জড় দেহে বদ্ধ হয়ে থাকে অনিবার ॥
উদ্ধার না পেয়ে ভোগে ত্রিবর্গ যাতনা।
কর্ম্মপাকে ডুবে মরে ঘোর বিড়ম্বনা ॥
সে রূপ অশ্বেরে হেরি গতি শক্তি হীন।
অকস্মাৎ দেখি এই ভীষণ দুর্দ্দিন ॥
অর্জ্জুনের অনুগত অনুচর জনে।
পরস্পর মুখামুখি করিল তখনে ॥

কারু কারু অধরেতে হাস্যের ভঙ্গিমা।
কাহার অন্তরে হয় আনন্দের সীমা॥
কেহ বলে ঘর্ষণেতে বুঝি সুখোদয়।
হইয়াছে, তাই লীন অশ্ববর হয়॥
কেহ গিয়া অর্জ্জুনেরে বিপদ কহিনী।
জানাইল বিনয়েতে করি যোড় পাণি॥
অকস্মাৎ অমঙ্গল শুনিয়া ফাল্গুনি।
বুদ্ধি হত ম্লান মুখ হইল তখনি॥
দ্রুত আসি প্রদ্যুম্নের সহিত তখন।
যেখানে সে অশ্ববর দেন দরশন॥
নিশ্চল জড়ের মত হেরিয়া তাহারে।
সব্যসাচী পড়িলেন বিষম ফাঁফরে॥
মুখপদ্ম ম্লান ভাব করিল ধারণ।
বিস্মিত হইল মন হেরি সে ঘটন॥
অনুচরে আদেশিল পাণ্ডব তখনে।
উদ্ধার করহ অশ্বে সবে প্রাণপণে॥
শুনি সব সৈন্যগণ বদ্ধ পরিকর।
টানাটানি তারে লয়ে করিল বিস্তর॥
দুই হাতে দুই পদ টানে কেহ ধরি।
বুকে মাথা দিয়ে ঠেলে অতি যত্ন করি॥
উঠাইতে না পারিয়া হলো হতাশ্বাস।
অবাক্ হইল তারা মুখে ঘন শ্বাস॥
অসম্ভব শিলা শক্তি হেরিয়া সকল।
অশ্ব মোচনের চেষ্টা জানিল বিফল॥
মায়াতে বিরাট মূর্ত্তি এ নয় পাষাণী।
এই কথা সকলেতে করে কানাকানি॥
শান্তিময় পবিত্র নির্জ্জন এ স্থান।
তপস্বির বাস ভূমি হেরি বিদ্যমান॥
চৌদিকেতে বৃক্ষশ্রেণী শোভিছে বিস্তর।
হরিত পত্রেতে ব্যাপ্ত তার কলেবর॥
শাল তাল সুরসাল তমাল হিন্তাল।
রসাল পনস আম্র বাদাম পিয়াল॥
নানাবিধ ফল ভরে পাদপের সারি।
কি শোভা ধরেছে হায়, আহা বলিহারি॥
সুশোভিত কর্ণিকার রয়েছে শোভিত।
বকুল মুকুল কিবা শোভে চারি ভিত॥
চম্পক অশোক তরু কিবা শোভা ধরে।
দেখে তাহা কার বল মন ক্লান্তি হরে॥
মাঝে মাঝে অপরূপ সরসীর দলে।
ধরিয়া নির্ম্মল কান্তি শোভে সেই স্থলে॥
প্রকৃতি দর্পণ খুলি রেখেছে সেখানে।
আপনার মুখ রাগ হেরিতে নয়নে॥
পশু যত হিংসাদ্বেষ করিয়া বর্জ্জন।
মিত্র ভাবে বন মধ্যে করে বিচরণ॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলে যত গাভীগণ।
আপনার বৈরভাব হয়ে বিস্মরণ॥
বিড়ালের মুখে ঢোকে ইন্দুর সকলে।
বাহিরিছে প্রবেশিছে খেলে কুতূহলে॥
আপনার খাদ্য বলে না করে শিকার।
বৈরীর সহিত দেয় আনন্দে সাঁতার॥
ময়ূর সর্পেতে এক সঙ্গে করে স্থিতি।
তাহাদের চিরবৈর হইয়া বিস্মৃতি॥
ক্ষুদ্র মীনে বড় মীন না করয়ে গ্রাস।
জলেতে সাঁতার দেয় মনের উল্লাস॥
বকে মাছ নাহি খায় থাকি সচকিত।
অপরূপ দৃশ্য দেখে ত্রিলোক বিস্মিত॥
বায়সে পেচকে ঘোর প্রীতি সংস্থাপন।
দিবা নিশি সহবাসে আনন্দে মগন॥
অন্য যত হিংস্র জীব শান্ত ভাব ধরি।
মন সুখে বাস করে ধর্ম্মপথে চরি॥
মানুষে যে পথ ভ্রমে না পারে চরিতে।
পশুগণে অনায়াসে ভ্রমে সেই পথে॥
হেরিলে তাদের কাণ্ড আচার ব্যাভার।
বোধ হয় লোক গুরু তারা সবাকার॥

মহামুনি সৌভরির তপের প্রভাবে।
হিংস্রজন্তু শান্তিলাভে বিচরিছে সবে॥
পরম তেজস্বী ঋষি দয়ার আধার।
তপোবন সাক্ষ্য দেয় তাঁর মহিমার॥
হেরিয়া প্রশান্ত দেহ পবিত্র মূরতি।
অর্জ্জুনের অনুচরে পাইল বিস্মিতি॥
আনন্দে গদগদ হয়ে অর্জ্জুন নিকটে।
দ্রুত গিয়া জানাইল যুড়ি করপুটে॥
শুনিয়া ফাল্গুনি বীর এই রূপ ভাস।
সৌভরির নিকটেতে ধায় উর্দ্ধশ্বাস॥
সাত্যকি সঙ্গেতে চলে কৃষ্ণের তনয়।
ঋষির আশ্রমে গিয়া উপনীত হয়॥
দেখিল সে ঋষিবর বসিয়া আসনে।
চৌদিকে ঘেরিয়া আছে যত শিষ্যগণে॥
ঋক যজু সাম বেদ ভাষ্যের সহিতে।
শিখাইছে শিষ্যগণে হয়ে হরষিতে॥
কর্ম্ম কাণ্ড জ্ঞান কাণ্ড ব্রহ্ম উপাসনা।
জানাইছে সকলেরে পুরাতে কামনা॥
যুক্তির সহিত শাস্ত্র বচন সকলে।
বুঝাইছে সূক্ষ্মভাবে যত শিষ্যদলে॥
বিরুদ্ধ বচন সব করিয়া খণ্ডন।
শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম করেন বর্ণন॥
নাহি দাম্ভিকতা চিহ্ন বদন মণ্ডলে।
নাহি রীষ নাহি ঘৃণা বুঝাবার কালে॥
সামান্য দৃষ্টান্ত লয়ে কঠিন বিষয়।
জানাইছে তাহা, যাহা জানাবার নয়॥
চক্ষেতে যে সব বস্তু না হয় দর্শন।
প্রমাণের বলে তাহা স্পষ্ট নিদর্শন॥
অদ্ভুত দর্শন মরি কিবা শাস্ত্র জ্ঞান।
জ্ঞানের গভীর সীমা না হয় সন্ধান॥
হেরিয়া সে ঋষিবরে পাণ্ডুর নন্দন।
ভক্তিভরে অবনত হইল তখন॥
চরণের রেণু শিরে করিয়া ধারণ।
করপুটে দাঁড়াইয়া বলিল বচন॥
হে তপস্বী দয়ানিধি বলি হে তোমারে।
যে জন্যেতে আগমন হেথা সবাকারে॥
হস্তিনা পুরীর রাজা ভাই যুধিষ্ঠির।
অশ্বমেধ সমাধিবে এই তাঁর স্থির॥
কৃষ্ণের আদেশে তিনি হেরি শুভক্ষণে।
যথাবিধি যজ্ঞ অশ্ব করিল মোচনে॥
আমাকে রক্ষার জন্যে তুরঙ্গম সনে।
পাঠাইয়া দিয়াছেন অতি প্রীতমনে॥
সঙ্গেতে আত্মীয় বন্ধু বহু অনুচর।
আসিয়াছে নৃপাদেশে শুন ঋষিবর॥
অকস্মাৎ শিলা স্পর্শে সেই তুরঙ্গম।
নড়িতে চড়িতে নারে বিপদ বিষম॥
যত দূর সাধ্য মোরা উদ্ধার কারণে।
টানাটানি করিলাম অশ্বের মোচনে॥
সকলি হইল ব্যর্থ এবে নিরুপায়।
পাইতে উপায় হেথা এসেছি ত্বরায়॥
কুরুক্ষেত্র রণে হত আত্মীয় স্বজন।
জ্ঞাতি বন্ধু নাশে পাপ অকথ্যকথন॥
পাইতে নিস্তার অন্য উপায় না হেরি।
সেই জন্য অশ্বমেধে এত যত্ন করি॥
এক বিপদেতে মুক্তি হইব বলিয়া।
অপর বিপদ এক আনিনু ডাকিয়া॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে।
মনুষ্যের সাধ্য নাই দেবতাও হারে॥
এখন উপায় বল দয়ার নিধান।
যাহতে এ তুরঙ্গম পায় পরিত্রাণ॥
শুনিয়া এ রূপ বাক্য অর্জ্জুনের মুখে।
দেখিল অদ্বৈর তারে অতিশয় দুখে॥
ঈষৎ হাসিয়া ঋষি শুনিয়া বচন।
তাহারে কটাক্ষপাত করিল তখন॥

জ্ঞান চক্ষে সব অন্ত হইয়া বিদিত।
অর্জ্জুনের প্রতি বাক্য বলে সমুচিত ॥
জানিলাম শুনিলাম হে বীর ফাল্গুণি।
রণে জ্ঞাতি বন্ধু হত তোমার নৃমণি ॥
সেই পাপ হতে ত্রাণ পাইবার তরে।
অশ্বমেধে আকিঞ্চন জ্যেষ্ঠ গুণধরে ॥
এ বড় বিচিত্র কথা পাইনু শুনিতে।
কর্ম্মের কামনা লোকে করে সংসারেতে ॥
অবশ্য তাহার ফল আছে নির্দ্ধারিত।
নচেৎ কর্ম্মেতে জীব কি জন্য বিব্রত ।
কিন্তু কর্ম্মী কর্ম্ম ফল পেয়ে নিজ করে।
না ভুগিয়া কেবা বল তাহা অনাদরে ॥
কিন্তু হেরি চমৎকার তোমাদের কায।
স্মরিয়া অন্তরে আমি পাইতেছি লাজ ॥
যাঁহারে হেরিলে সব পাপ বিনাশন।
যেই হরি এক মাত্র মুক্তির কারণ ॥
তাঁহারে পাইয়া কেন কর্ম্মের কামনা।
কেন অশ্বমেধ চেষ্টা প্রকাশি বলনা ॥
অকারণ কর্ম্মভোগ ভুগিতেছ কেন।
দেশ পর্য্যটন শ্রম করিতেছ হেন।
কে কারে মারিতে পারে কে করে হিংসন।
কালে সৃষ্টি কালে স্থিতি কালে বিনাশন ॥
ঈশ্বর সবার মূল তাঁর ইচ্ছামতে।
আসা যাওয়া জীবগণ করে সংসারেতে ॥
হইলে ভোগের শেষ মেয়াদ গতেতে।
ইহলোক পরিত্যাগ করে সত্বরেতে ॥
কার হাতে কেহ কভু নাহি হয় নাশ।
তবে উপলক্ষ মাত্র জানিহ নির্য্যাস ॥
এই যে আমার কথা শুনিতেছ তুমি।
তুমি শ্রোতা নিকটেতে বলিতেছি আমি ॥
কে তুমি হে জিজ্ঞাসিলে আমি বলে যায়।
দিয়ে থাকে জগতেতে জানয়ে সবায় ॥

কিন্তু জেনো ইথে সুধু আছে অভিমান।
বুঝিতে না পারে জীব এমনি অজ্ঞান ॥
মুখ হতে আমি যাহা করি উচ্চারণ।
জীবাত্মা স্বরেতে ব্রহ্ম প্রকাশ তখন ॥
দেহ ভেদে জ্ঞান ভেদ জেনো সুনিশ্চয়।
কিন্তু ব্রহ্ম আত্মারূপে সমভাবে রয় ॥
মহা অগ্নি হতে যথা দীপের সৃজন।
সে রূপ ঈশ্বর হতে জীব অগণন ॥
যে রূপ কুসুম দেখ হয় নানা জাতি।
কিন্তু গন্ধ সকলেতে করে থাকে স্থিতি ॥
এক মাত্র গন্ধ থাকে বিবিধ কুসুমে।
নানা রূপে বিভূষিত অতি মনোরমে ॥
শুনিয়া ঋষির বাক্য অর্জ্জুন তখন।
পরে সম্বোধিয়া এই বলেন বচন ॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে হরির নিকটে।
কিঞ্চিৎ শুনেছি আমি পড়িয়া সঙ্কটে ॥
যবে বৈরী প্রতি আমি শর নিক্ষেপণ।
করিতে নিরস্ত হৈনু ত্যজি ঘোর রণ ॥
নির্ব্বেদ মনেতে আসি হইল উদয়।
ভাবিলাম জীবহিংসা অনুচিত হয় ॥
সে কালে সে কালবর্ণ গীতার বর্ণনে।
জ্ঞানযোগে উপদেশ শিখান যতনে ॥
সকলি ভৌতিক কাণ্ড মায়ার মহত্ব।
জানি পুন অস্ত্র ধরি দেখাতে বীরত্ব ॥
জেনে শুনে ধর্ম্মরাজ এ সব কাহিনী।
তবু মন শান্তি প্রাপ্ত হলোনা কখনি ॥
সেই জন্য অশ্বমেধ তাঁর আকিঞ্চন।
পাইবারে হেরিবারে শান্তিনিকেতন ॥
যাহোক করুণানিধি প্রকাশি করুণা।
যাতে মন হতে ভ্রম যায় আবর্জ্জনা ॥
তাহার বিহিত কর এই অনুরোধ।
অজ্ঞানে নিস্তার দেব দিয়ে দিব্য বোধ ॥

শুনি ঋষি অনুনয় বচন পাণ্ডবে।
এই কথা সম্বোধিয়া বলিলেন তবে॥
এই যে নিখিল বিশ্ব করিছ দর্শন।
সকলি অনিত্য জেনো মায়াতে সৃজন॥
উপাধি কল্পনা মাত্র বস্তু কিছু নয়।
ঘট পট মট শূন্য যত দৃষ্ট হয়॥
ভেদ জ্ঞান অজ্ঞানের প্রধান করম।
সেই জন্যে সাবধনে জানেনা মরম॥
অগাধ সমুদ্র নদ নদী বেগবতী।
পর্ব্বত পাহাড় যত হিমের সংহতি॥
লতা গুল্ম বৃক্ষ আদি জঙ্গম স্থাবর।
চরাচর জীবজন্তু আর মহীধর॥
সকলি অনিত্য জেনো কালে হয় লয়।
কেবল অনন্তদেব চিরকাল রয়॥
এক মাত্র নিত্য হয় সেই নিত্যধন।
যাঁরে পেতে সকলেতে করে আকিঞ্চন॥
জন্ম মৃত্যু শোক দুঃখ নাহিক বিকার।
পুরাতে ভক্তের সাধ যাঁহার সাকার॥
সে হরি স্মরিলে কভু না থাকে দুর্গতি।
আনন্দময়েরে পেলে আনন্দিত মতি॥
শত শত অশ্বমেধ যাহা নাহি করে।
তারচেয়ে ফল প্রাপ্তি স্মরিলে সে হরে॥
সত্য থে সে হরিধনে না করি যতন।
তাহারি মায়াতে ভুলি করহ ভ্রমণ॥
অনর্থক পণ্ডশ্রম করিতেছ কত।
অকারণ কত ভোগে হতেছ বিব্রত॥
ইহাতে মূঢ়তা খুব হইল প্রচার।
জগতে রহিল নিন্দা তোমা সবাকার॥
হাতে ফল লাভ করি না হইল ভোগ।
এর বাড়া আর কিবা কষ্টের সংযোগ॥
কল্পবৃক্ষ নিকটেতে কামনা পুরণ।
হলো না তোমার দেখি পাণ্ডুর নন্দন॥
কামদ এ কল্পদ্রুম পরিত্যাগ করি।
অন্য বৃক্ষে যত্ন কেন বলহ সত্বরি॥
চিন্তামণি অনাদরে কাচে সমাদর।
কেন করিতেছ ওহে পাণ্ডুবংশধর॥
এই যে সংসার চক্র দেখিছ ঘুরিতে।
বিধির কৌশল ইহা কে পারে বুঝিতে॥
সকলি মায়ার কাণ্ড অনিত্যতাময়।
ক্ষণধ্বংসী দেহ জেনো কভু স্থায়ী নয়॥
অসার সামগ্রী লয়ে দেহের সৃজন।
মেদ মজ্জা রক্ত মাংস শিরা সংঘটন॥
সার বস্তু কিছু নাই এই কলেবরে।
কখন অচল কভু চল নিরন্তরে॥
যদবধি দেহে প্রাণ করয়ে বসতি।
তদবধি আশা দম্ভ মান করে স্থিতি॥
তদবধি মায়া মোহ থাকে অধিকার।
আপ্ত পর জ্ঞানে জীব ভাবে অনিবার॥
জলে জল মৃত্তিকাতে মৃত্তিকা মিশ্রিত।
পঞ্চভূত উপাদানে দেহবি রচিত॥
পাঁচেতে মিশিবে সেই পাঁচ বস্তু হায়।
এর পরিণাম বুঝা বড় ঘোর দায়॥
পিঞ্জরের পক্ষী দেখ উড়িয়া যাইলে।
খালি মাত্র থাকে খাঁচা জানয়ে সকলে॥
সে রূপ এ দেহ ছাড়ি জীবাত্মা যখন।
গোপনে চলিয়া যাবে না শুনে বারণ॥
শুদ্ধ মাত্র শূন্য দেহ শবরূপে থাকি।
ইন্দ্রিয় নিষ্পন্দ হবে মুদিত দুআঁখি॥
শুনহ পাণ্ডব এই দেহ বিবরণ।
এর জন্যে এত যত্ন করে নরগণ॥
কিসেতে নির্ম্মিত হয় কিসে হয় স্থিতি।
কি রূপে হইবে ধ্বংশ কি রূপে বা গতি॥
জানিয়া না জানে লোক এমনি অজ্ঞান।
মায়ার ছলনে তারা না পায় সন্ধান॥

পদ্মের সহিত যথা মৃণাল সম্বন্ধ।
সূক্ষ্মভাবে স্থিতি করে বিধির নির্ব্বন্ধ॥
সে রূপ জীবের হৃদে জীবাত্মার বাস।
দেহ প্রাণ কি সম্বন্ধ কে করে উল্লাস॥
বালক যে রূপে খেলে সামগ্রী লইয়া।
ইচ্ছামত ঘোরে ফেলে চৌদিকে ধাইয়া॥
সে রূপ জীবের হৃদে থাকি ভগবানে।
ইচ্ছামত ক্রীড়া করে বিবিধ বিধানে॥
তোমরা যে যজ্ঞ কার্য্যে হয়েছ দীক্ষিত।
জেনো ইহা তাঁর লীলা তাঁর অভিপ্রেত॥
কৃষ্ণের হয়েছে ইচ্ছা করিবারে যাগ।
সেই জন্যে যজ্ঞে রত ধর্ম্ম মহাভাগ॥
কে বুঝে বিষ্ণুর চক্র বৈষ্ণবী বাসনা।
তাঁহার ইচ্ছাতে জীব করে কার্য্য নানা॥
হৃদয়েতে হৃষীকেশ করে অবস্থান।
যখনি যা ইচ্ছা হয় করে সমাধান॥
শুনিয়া ঋষির বাক্য অর্জ্জুন তখন।
বিনয়েতে তাঁর প্রতি বলেন বচন॥
তোমার প্রসাদে দেব সন্দেহ আমার।
ঘুঁচে গেল মায়া মোহ রিপু অধিকার॥
জ্ঞানের মোহিনী মূর্ত্তি অন্তরে প্রকাশি।
পবিত্র করিল মোরে অজ্ঞান বিনাশি॥
জানিবার যাহা তাহা জানিনু এখন।
শুনিবার যাহা তাহা করিনু শ্রবণ॥
এতেও যদ্যপি নাহি হয় তত্ত্বজ্ঞান।
তবে জানিলাম মুক্তি না হবে সন্ধান॥
এখন জিজ্ঞাসি দেব তোমার চরণে।
শিলা পরিচয় দেহ আমারে এখনে॥
কি রূপে উৎপত্তি এর প্রকৃত ঘটন।
জানায়ে সন্দেহ মোর করহ ভঞ্জন॥
কিছুই নাহিক দেব তব অগোচরে।
স্বরূপ বর্ণনে ইহা কহ কৃপা করে॥

শুনিয়া সৌভরি ঋষি অর্জ্জুনেরে বলে।
অবধান কর বীর বলিব সকলে॥
এই যে পাষাণ তনু করিছ দর্শন।
পূর্ব্বকালে এই ছিল দ্বিজ কন্যাধন॥
চণ্ডী নামে পরিচিত প্রচণ্ডভাষিণী।
দুর্ম্মুখ বলিয়া খ্যাত সেই সে কামিনী॥
বিবাহ বয়স যবে হইল তাহার।
পাত্র মনোনীত চেষ্টা হইল পিতার॥
উদ্দালক নামে মুনি পবিত্র আচার।
বেদ বিধি ক্রিয়া কর্ম্ম সব জ্ঞাতসার॥
মিষ্টভাষী গুণবান বিবিধ দর্শন।
পণ্ডিত সমাজে তিনি গণনীয় হন॥
বয়সে যুবক কিন্তু জ্ঞানেতে প্রবীণ।
মিতভাষী গুণরাশি কপট বিহীন॥
তাঁহার সহিত চণ্ডী হবে পরিণীত।
এই কথা শুভদিনে হলো নির্দ্ধারিত॥
শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ কালেতে।
আইল অনেক দ্বিজ তথা নিমন্ত্রিতে॥
অগ্নি সাক্ষী করি যবে হৈল পরিণয়।
সেকালে কন্যারে যত দ্বিজগণ কয়॥
আমাদের আশীর্ব্বাদে তুমি হে কল্যাণি।
চির সুখে রবে হবে স্বামী সোহাগিনী॥
স্বামীর কথায় বাধ্য চিরদিন হবে।
আপন ইচ্ছায় তুমি কিছু না করিবে॥
এত দিন পিতৃগৃহে হইলে পালিত।
এখন হইতে তুমি স্বামীর আশ্রিত॥
ঘুঁচিল পিতার সনে সকল সম্বন্ধ।
স্বামীর আশ্রয়ে পাবে বড়ই আনন্দ॥
শুনিয়া দ্বিজের বাক্য কন্যা তবে বলে।
স্বামীর অধীন আমি হইব কি বলে॥
বিবাহ হইবে বলে স্বামীর কথায়।
চলিতে হইবে মোরে এযে ঘোর দায়॥

কথন নারিব আমি হইতে অধীনি।
ইচ্ছা নহে হতে মোর স্বামী সোহাগিনী॥
যা বলিবে দ্বিজগণ সকলি শুনিব।
কিন্তু স্বামী পদানত কভু না হইব॥
শুনিয়া কন্যার কথা ব্রাহ্মণেরা কয়।
এর জন্য উদ্দালক কেন হে বিস্ময়॥
স্বামীকে বালিকা বলে না জানে স্বরূপ।
বোধাবোধ নাই তাই বলে এইরূপ॥
তোমারে আপন বলি জানিবে যখন।
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিবে তখন॥
আপনি হইবে নত উপযুক্ত কালে।
পাইবে পরম প্রীতি দোঁহে চিরকালে॥
দ্বিজ বাক্যে উদ্দালক দোষ না ভাবিয়া।
গৃহে উপস্থিত হৈল কন্যারে লইয়া॥
একে নিজে জ্ঞানবান্ তায় দ্বিজ বাক্য।
বিশেষ বালিকা নারী সব রাখি লক্ষ্য॥
গৃহকর্ম্ম সমাধিতে তারে গুরুভার।
নাহি দিল উদ্দালক ভাবি মনে সার॥
আপনি অগ্নির সেবা করে নিজ করে।
পুষ্প পাত্র আয়োজন পূজা নিরন্তরে॥
গৃহের তাবৎ কর্ম্ম করে সম্পাদন।
নারী প্রতি ভার কিছু দেননা কখন॥
ক্রমেতে যৌবন সীমা হইলে আগত।
বলিল তাহারে মুনি যথা বিধিমত॥
আমাদের চির পূজ্য হয় বৈশ্বানর।
সাত্মিক জনের এই কার্য্য নিরন্তর॥
তুমি ধর্ম্মপত্নী মোর বিবাহ বন্ধনে।
আমার সহিত ধর্ম্ম করহ রক্ষণে॥
এখন হইতে তুমি পবিত্র আচারে।
পবিত্র ভাবেতে পূজ দেব বৈশ্বানরে॥
হইলে তাঁহার কৃপা সন্তান সন্ততি।
হইবে তোমার বাঞ্চা ত্রিলোকবিশ্রুতি॥
শুনিয়া স্বামীর বাক্য মুখরা রমণী।
উত্তর প্রদান তাঁরে করিল অমনি॥
না হবে অগ্নির সেবা আমার হইতে।
না পুজিব বৈশ্বানরে তোমার কথাতে॥
সন্তান কামনা মোর নাহিক কখন।
সন্তানে বলহ কিবা আছে প্রয়োজন॥
শুনিয়া নারীর বাক্য ব্রাহ্মণ তখন।
অন্তরে হইল কোপ হেরি আচরণ॥
বলিল সে বালা প্রতি শুন শুন ধনি।
মোর কমণ্ডলু মোরে দেওহে এখনি॥
শুনি ক্রোধে সে রমণী কমণ্ডলু লয়ে।
ঘর হতে উঠানেতে দিল ফেলাইয়ে॥
হেরি কাণ্ড দ্বিজবর অবাক্ হইল।
বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল॥
নিশাতে শয়ন করি বলিল তাহারে।
সে নারী কি প্রয়োজন যেই অনাদরে॥
অপ্রিয়বাদিনী যেই স্বেচ্ছাবিহারিণী।
সে কি হতে পারে কভু স্বামী প্রণয়িনী॥
এবে নহে শিশুকাল বালক বলিয়া।
উড়াইয়া দিব তাহা মনে না করিয়া॥
একবার দুইবার হলে তিনবারে।
সহ্য করা যায় বটে থাকিয়া সংসারে॥
কিন্তু বার বার ইহা কে বল ক্ষমিবে।
সৃষ্টিছাড়া নারী সৃষ্টি সব সংহারিবে॥
যাহা হোক্ যথা ইচ্ছা করহ গমন।
আমার এখানে তব কিবা প্রয়োজন॥
বাসনা নাহিক আর ও মুখ হেরিতে।
তোর ব্যবহার হেরি হয়েছি বিস্মিতে॥
এত বলি গৃহ হতে গৃহিণীকে তবে।
দূর করে দিল ; নারী রহিল নীরবে॥
বাহিরে দণ্ডের মত বালা দাঁড়াইল।
ক্রোধ অভিমানে অঙ্গ কম্পিত হইল॥

নয়নেতে জল ধারা ঘন বহে শ্বাস।
গর্জ্জিছে ভুজঙ্গ মত নাহি মুখে ভাষ॥
ব্রাহ্মণ ক্রমেতে কোপ করে নিবারণ।
অনুতাপানলে দেহ করিল দহন॥
হায়! কেন তেন বাক্য হেন ব্যবহার।
করিলাম জেনে শুনে কি হলো আমার॥
স্ত্রী জাতি নির্ব্বোধ অতি খ্যাত সংসারেতে।
অভিমান পরিপূর্ণ নারীর দেহেতে॥
তার রীত ব্যবহার জানি চিরকাল।
তবে কেন বুদ্ধি দোষে ঘটালু জঞ্জাল॥
এই রূপ মর্ম্ম পীড়া পেয়ে দ্বিজবর।
সন্ধ্যা বন্দনাতে নাহি পেলে অবসর॥
পিতৃলোক তৃপ্তি জন্য না হলো তর্পণ।
হইল অসুখী বড় ব্রাহ্মণের মন॥
নিত্য কর্ম্মে মতি নাই অনুরাগ নাই।
চিন্তাতে মলিন চিত চিন্তিত সদাই॥
এক দিন দৈবক্রমে তাঁহার ভবনে।
ঋষিশ্রেষ্ঠ সে কৌণ্ডিন্য দিল দরশনে॥
তীর্থ যাত্রা অভিপ্রায়ে ত্যজিয়া আশ্রম।
উপস্থিত ঋষিবর বহু শিষ্য সম॥
অকস্মাৎ মুনিবরে হেরি উদ্দালক।
মুখেতে আনন্দ হাস্য হইল ব্যঞ্জক॥
অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে পূজা কৈল বিধিমতে।
আসনেতে বসাইল হরষিত চিতে॥
আদেশে বসিল দ্বিজ তাঁহার কাছেতে।
কথোপকথনে সুখ পাইল মনেতে॥
হেরিয়া বিষণ্ণ ভাব সেই দ্বিজবরে।
কৌণ্ডিন্য জিজ্ঞাসা তাঁরে করে সমাদরে॥
কেন উচাটন মন হেরিতে তোমারে।
কি জন্য শরীর জীর্ণ বলহ আমারে॥
মনঃক্লেশ কি হয়েছে প্রকাশি বলনা।
কি জন্য অন্তরে তব হয়েছে বেদনা॥
কাহা হতে মনঃপীড়া ঘটেছে তোমার।
কি জন্য মলিন মুখ প্রভা নাহি আর॥
বিষয় বিভব বৃত্তি যা আছে তোমার।
তার কি হয়েছে বিঘ্ন বল সারোদ্ধার॥
অথবা দুর্জ্জয় শত্রু মনস্তাপ দেছে।
কেন মুনি বল শুনি কি মন্দ ঘটেছে॥
সকল ব্যাধির আছে উচিত ঔষধি।
স্মরিলে সঙ্কট দূর শঙ্করের নিধি॥
অবশ্য উপায় হবে ভাবিওনা আর।
অক্ষম জনের গতি চিন্তামণি সার॥
কটী পুত্র কটী কন্যা বল তপোধন।
তাহাদের জন্যে কিবা সচিন্তিত মন॥
সংসারী লোকেতে নাকি পরিবার তরে।
লালায়িত হয়ে থাকে বিরস অন্তরে॥
রোগ শোক জরা মৃত্যু আপদ বিপদ।
মর্ম্মপীড়া মনস্তাপ বিনাশ সম্পদ॥
অর্থের অভাব হেতু পুত্র কন্যাগণে।
কি রূপে পালিবে বলি সচিন্তিত মনে॥
পুত্র কন্যা রোগগ্রস্ত হলে কোন দিন।
চিন্তায় শরীর জীর্ণ অতিশয় ক্ষীণ॥
আধি ব্যাধি সকলের সম অধিকার।
সংসারী লোকের চিন্তা বুঝে উঠা ভার॥
তোমার সেরূপ কোন অশুভ ঘটন।
হইয়াছে কিনা মোরে বল তপোধন॥
শুনি উদ্দালক বলে করিয়া বিনয়।
কারু হতে মনঃক্ষোভ হইবার নয়॥
কাহার সহিত মোর নাহি অপ্রণয়।
অবশ্য দুশ্চিন্তা মনে হয়েছে উদয়॥
মনেতে নাহিক সুখ বিষম যাতনা।
যে কষ্ট পেতেছি মুনি বলিতে পারিনা॥
অভাগার ভাগ্যে ক্লেশ দিয়াছে বিধাতা।
সেই জন্য ফলভোগ হতেছে সর্ব্বথা॥

কায়ক্লেশে সংসারেতে করি দিনপাত।
অর্থের অভাব জন্য না ভাবি উৎপাত॥
সুখেতে কাটাই দিন ঈশ্বর কৃপায়।
এতদিন ছিল সুখ নাহি ছিল দায়॥
পুত্র কন্যা নাহি বলে চিন্তা নাহি করি।
আর যেন বৃথা ভোগ না দেন শ্রীহরি॥
চিরদিন নিঃসন্তান হইবারে চাই।
সন্তান বিষম ক্লেশ বিস্তর বালাই॥
সত্য বটে আশ্রমেতে আমি করি বাস।
মনের যাতনা কিন্তু না হয় নিরাশ॥
জ্ঞাতি দস্যু কেহ মোরে না করে পীড়ন।
কারু কাছে অর্থ ঋণ করিনা গ্রহণ॥
কাহার সহিত আমি সংস্রব না রাখি।
একাকী নির্জ্জনে আমি আশ্রমেতে থাকি॥
পিতৃ ঋণ শুধিবারে আশ্রম বাসীর।
বিবাহ ব্যবস্থা শাস্ত্রে হইয়াছে স্থির॥
আত্মীয় স্বজন বন্ধু গুরুতর জনে।
ইচ্ছা না থাকিলে বিভা করিল ঘটনে॥
সুখী হব বলে করি সংসারে প্রবেশ।
কিন্তু ভাগ্য নাহি হেরি সৌভাগ্যের লেশ॥
দুখে দুখী সুখে সুখী বলিয়া যাহারে।
জাতি কুল পরিচয়ে গ্রহিনু আদরে॥
এখন তাহার হতে বড় জ্বালাতন।
হইতেছি তপোধন অকথ্য কথন॥
সংসার সুখের সিন্ধু তরণীর প্রায়।
তাহারে গ্রহণ করি ঠেকিয়াছি দায়॥
সে জন্য অসুখ বড় আমার মানস।
আমার বনিতা নহে কভু বাক্য বশ॥
সহজে গর্ব্বিত তায় মুখরা প্রকৃতি।
কর্কশ ভাষিণী বড় সচঞ্চল মতি॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোকাচার অতিথি পূজন।
বিবাহ করিয়া হলো সব বিড়ম্বন॥

আমি যা করিতে চাই তার ইচ্ছা নয়।
বিধিমতে বিসদৃশ ব্যাভার করয়॥
এতদূর হতশ্রদ্ধা দুর ব্যবহারে।
নারী হয়ে স্বামী প্রতি করেনা সংসারে॥
হায় জেনে শুনে ঘরে কাল ভুজঙ্গিনী।
পুষিয়াছি নাশিবারে আপন পরাণী॥
কালসর্প মারাত্মক সকলেই জানে।
সে যারে দংশন করে নাহি বাঁচে প্রাণে॥
কিন্তু এ সাপিনী বিষ আর উগ্রতর।
পিতৃ পিতামহ প্রাণ করে জর জর॥
জ্বাল তন হইয়াছি বিষম ভাবনা।
কি করিব কোথা যাব সতত যন্ত্রণা॥
একবার ভাবি আমি ত্যজিয়া সংসার।
যথা ইচ্ছা চলে যাই চিন্তা কি তাহার॥
আবার মনেতে তর্ক হয় উপস্থিত।
ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ নিতান্ত গর্হিত॥
একবার ইচ্ছা হয় প্রাণ ত্যজিবারে।
কিন্তু মহাপাপে মন নহে আগুসারে॥
আরবার মনে হয় দুর্ম্মুখ রমণী।
কবিয়া সংহার, জ্বালা জুড়াই এখনি॥
নারীহত্যা মহাপাপে প্রবৃত্তি না হয়।
সে জন্য অসহ্য জ্বালা ভুগি মহাশয়॥
আপন দুষ্কৃতি ফল আছে যতদূর।
তার মত ফলভোগ হতেছে প্রচুর॥
আত্মীয় বান্ধব মোর এ রূপত নাই।
পরামর্শ লয়ে আমি ঘুচাব বালাই॥
আপনি ভাগ্যেতে আসি উদয় ভবনে।
জ্ঞানবান্ বিচক্ষণ ধর্ম্ম পরায়ণে॥
দেখিবার শুনিবার জানিবার যাহা।
আপনি বিদিত আছ জ্ঞান চক্ষে তাহা॥
যাহাতে আশুগ ঘোর বিপদ হইতে।
রক্ষা পাই তার যুক্তি বলহ নিশ্চিতে॥

তোমা হতে এ বিপদে পেলে পরিত্রাণ।
চিরকাল ঋণী রব তোমা বিদ্যমান ॥
শুনিয়া দ্বিজের কথা কৌণ্ডিল্য তখন।
হাসিয়া তাহার প্রতি বলেন বচন ॥
স্ত্রী জাতি অজ্ঞান জানে ত্রিলোক সংসারে।
তার দোষে রোষভাব কেন গুণাধারে ॥
হইলে সংসারে কর্ত্তা সকলি সহিতে।
হয় ইহা কে না জানে ত্রিলোকমাঝাতে ॥
যার আছে সহ্যগুণ সেইত সংসারী।
পরিজনে তার কাছে থাকে আজ্ঞাকারী ॥
পরকে আপন করা সহজত নয়।
বিজ্ঞতা সহিত কার্য্য প্রশংসিত হয় ॥
তোমারে অধিক বলা হয় অসঙ্গত।
লোক মর্য্যাদার তত্ত্ব আছ অবগত ॥
যে জন অবশ্য হয় সংসার মাঝার।
প্রথমে উচিত এই বলি সারোদ্ধার ॥
তাহার ইচ্ছাতে বাধা কখন না দিবে।
ক্রমে ক্রমে আপনার বশেতে আনিবে ॥
গুণে বাধ্য হয় লোক নাহি হয় জোরে।
সকলে নিগূঢ় ভাব নারে বুঝিবারে ॥
এখন হইতে তুমি অগ্নির সেবন।
নিজ হাতে সমাধিবে দ্বিজের নন্দন ॥
কমণ্ডলু ফিরাইয়া দেও বনিতারে।
এইরূপে গৃহ কর্ম্ম কর সদাচারে ॥
ঘরে ভদ্র ঘটাইতে কেন এত জেদ।
ফল মাত্র দেখ ইথে প্রণয়ের ভেদ ॥
শুন উদ্দালক তুমি আমার বচন।
সংসারের রীতি দেখ বিচিত্র কেমন ॥
দেহ ভেদে বুদ্ধি ভেদ আছে সুনিশ্চিত।
সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন সবার চরিত ॥
কেহ উগ্রভাবে রয় কেহ মাটী তুল্য।
কেহ অনুগত থাকে কেহ তুল্যমূল্য ॥
কাহারে বলিলে ভাল মন্দ পথে চলে।
ভাল কায করে থাকে মন্দ বুঝাইলে ॥
বিচিত্র মানব-রীত বুঝিবার নয়।
লোকের সংসর্গে সব জ্ঞাতসার হয় ॥
অতএব বলি শুন দ্বিজের কুমারে।
ভাল কথা বলিলে কে তব বনিতারে ॥
তাহাতে কুফল জেনো ত্বরায় ঘটিবে।
বিবেচনা করি তুমি এখন চলিবে ॥
তোমার যে সব প্রিয় কার্য্য করিবার।
ইচ্ছা হইবেক ওহে ব্রাহ্মণ কুমার ॥
তার বিপরীত ভাব করিবে বর্ণন।
তাহলে তোমার প্রিয় হবে সম্পাদন ॥
যাহোক এক্ষণে আমি বিদায় লইয়া।
গৌতম তীর্থেতে যাব সন্তুষ্ট হইয়া ॥
আপনার অভিপ্রায় করিয়া পূরণ।
সত্বর তোমার পুরে দিব সন্দর্শন ॥
তুমি এবে পিতৃশ্রাদ্ধ কর আয়োজন।
আসিয়া হেরিব তব পবিত্র ভবন ॥
শুনিয়া ঋষির কথা ব্রাহ্মণ রমণী।
বলিতে লাগিল কান্তে বচন তখনি ॥
কৌণ্ডিল্য বিদায় লয়ে চলিল এক্ষণে।
সাধিয়া আপন কার্য্য আসিবে ভবনে ॥
আমি তারে আশ্রমেতে নাহি দিব স্থান।
না করিব ঋষিবরে উচিত সম্মান ॥
না দিব ভোজন আর সুন্দর বসন।
কোনমতে না করিব তাহারে পূজন ॥
তোমার যদ্যপি ইচ্ছা হয় গুণাকর।
তাহারে সম্মান পূজা করিও বিস্তর ॥
ভোজন প্রদান কিম্বা পরিধেয় বাস।
দিতে ইচ্ছা কর যদি পুরাইতে আশ ॥
দিও তুমি, আমি কিন্তু কিছু নাহি দিব।
তার জন্যে কোন কষ্ট আমি না লইব ॥

শুনিয়া ব্রাহ্মণ কয় হাসিয়া তখন।
আমার কর্ত্তব্য আমি করিব পালন॥
সমাদর অনাদর যা হয় উচিত।
অবশ্য সে সব হবে যত্নে সম্পাদিত॥
এই বলি নিশাকালে করিয়া শয়ন।
দ্বিজবর রমণীরে বলেন তখন॥
আদরিণী প্রণয়িণী শুন মোর বাণী।
কল্য পিতৃ শ্রাদ্ধ দিন আমি তাহা জানি॥
বাসনা হয়েছে পিতৃ কার্য্য করিবারে।
খাওয়াইতে জনকত ব্রাহ্মণ কুমারে॥
কাযের গতিকে অদ্য দ্বিজ নিমন্ত্রণ।
করিবারে অবসর হলো না কখন॥
বিশেষ শর্ব্বরী এবে দেখি দ্বিপ্রহর।
এবে নিমন্ত্রণ করা বড়ই দুষ্কর॥
মনে করিয়াছি অন্য ব্রাহ্মণে না বলি।
কাণা খঞ্জ ক্রুদ্ধ দ্বিজে বলিব সকলি॥
ক্রিয়াহীন অনাচার বিষ্ণুভক্তিহীন।
ধর্ম্ম হীন বিধি হীন দুষ্কৃতি মলিন॥
বিকলাঙ্গ দৌত্য কার্য্যে রত যে ব্রাহ্মণ।
পতিত;—লোভেতে পড়ি মদপরায়ণ॥
কোপনস্বভাব ক্রূর শূদ্রাণী সম্ভোগে।
পর স্ত্রী হরণে রত চৌর্য্য কার্য্যে জাগে॥
তা সবারে যত্ন করি করিব পূজন।
পিতৃ শ্রাদ্ধে সে সকলে হবে প্রীত মন॥
শুনিয়া স্বামির ভাব প্রচণ্ড তেজেতে।
বলিতে লাগিল চণ্ডী গর্জ্জিয়া কোপেতে॥
শ্বশুরের শ্রাদ্ধ হবে আনন্দের কথা।
যথা সাধ্য সমাধান করিব সর্ব্বথা॥
পিতৃলোক তৃপ্ত হবে কৈলে শ্রাদ্ধ কায।
যত্নে না করিলে ইহা পেতে হবে লাজ॥
রীতিমত আয়োজন হইবে করিতে।
করিতে হইবে কার্য্য পবিত্র ভাবেতে॥
যাহাতে সকল অঙ্গ হয় সুসুন্দর।
তার জন্যে ত্বরান্বিত হবো অতঃপর॥
বেদ বিধি ক্রিয়া কর্ম্ম যাহারা বিদিত।
নিষ্ঠা সহ কাম্য কর্ম্মে যাহারা দীক্ষিত॥
কুলশীল পরিচয় অতি সদাচার।
নিমন্ত্রিব জন কত ব্রাহ্মণ কুমার॥
পরিবার সহ তৃপ্ত করাব ভোজনে।
শেষেতে করিব তুষ্ট দক্ষিণা প্রদানে॥
নিশি অবসান মাত্র আমন্ত্রণ করি।
সমাধিতে পিতৃ কার্য্য হবো ত্বরাপরি॥
তোমার কার্য্যেতে আমি কভু না চলিব।
মন সাধে মনঃক্ষোভ মিটায়ে ফেলিব॥
শুনিয়া অন্তরে হাসি সে দ্বিজ কুমার।
বনিতারে এই কথা বলিলেন সার॥
যদি তুমি মোর কথা না করি শ্রবণ।
শ্রাদ্ধ জন্য নিজে কর যথা আয়োজন॥
কখন না হবো সুখী তোমার ব্যাভারে।
চিরকাল লোক নিন্দা ঘটিবে তোমারে॥
মোর কথা বশবর্ত্তী যদি না হইবে।
তা হলে তোমায় যত্ন বল কে করিবে॥
শ্রদ্ধা শূন্য পিতৃশ্রাদ্ধ করিব নিশ্চয়।
না শুনিব তব বাক্য যাহা মনে লয়॥
অশ্রাদ্ধীয় ধান্য আদি সংগ্রহ করিয়া।
করিব পিতার শ্রাদ্ধ হরষিত হিয়া॥
পলাণ্ডু লশুন সহ কলাই মসুর।
তণ্ডুল বদলে দিব ছোলা সুপ্রচুর॥
নিষিদ্ধ যে সব দ্রব্য আছয়ে শ্রাদ্ধেতে।
তাহাতে করিব শ্রাদ্ধ ভাবিয়াছি চিতে॥
শুনিয়া রুষিয়া উঠে রমণী তখন।
বলে, অপরূপ কথা বলোনা কখন॥
আনিলে ও সব দ্রব্য আমার ভবনে।
ফেলাইয়া দিব তাহা দেখিব যখনে॥

যে স্থানে রাখিব তাহা গঙ্গাজলে ধুয়ে।
পবিত্র করিয়া সব থাকিব না সয়ে॥
তাতেও না হলে কান্ত অনর্থ ঘটিবে।
তখন আমায় তুমি জানিতে পারিবে॥
আমি বর্ত্তমানে তুমি আপন বাসনা।
পুরাইতে না পারিবে শুনহ প্রার্থনা॥
প্রাতেতে পবিত্র হয়ে আমি সংগ্রহিব।
গোধূম তণ্ডুল ধানা আদি দ্রব্য সব॥
ব্রাহ্মণ ভোজন আর শ্রাদ্ধের কারণে।
পায়স প্রস্তুত আমি করিব যতনে॥
সুন্দর সুস্বাদু খাদ্য করিব মোদক।
শর্করার পাক হবে সুখ-বিধায়ক॥
গব্য ঘৃত ক্ষীর সর ছানা আর চিনি।
ক্ষণমধ্যে আয়োজন করিব আপনি॥
নানাবিধ সুরসাল ফল আয়োজন।
করিব যা মনে আছে শ্রাদ্ধের কারণ॥
সহকার রস সঙ্গে ভাল শিখরিণী।
প্রস্তুত করিব যত্নে যাহা আমি জানি॥
পরিপাটী বস্ত্র দিব শ্রাদ্ধের কারণে।
উচিত দক্ষিণা দানে তুষিব ব্রাহ্মণে॥
অন্ন দান জল দান আর ভূমি দান।
ধেনু দানে আমাদের বাড়াবো কল্যাণ॥
শুনি উদ্দালক বলে নিজ প্রেয়সীরে।
যদি তুমি নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করিবারে॥
সত্য সত্য আয়োজন অবিলম্বে কর।
তা হলে তোমার বিঘ্ন ঘটিবে বিস্তর॥
যদি কোন রূপে ক্ষান্ত না পারি করিতে।
তা হলে যা ইচ্ছা আছে করিব ত্বরিতে॥
নীল বস্ত্র গৃহ মধ্যে বিছাইয়া দিব।
কুৎসিত তৈলেতে দীপ জালিয়া রাখিব॥
শুনিয়া দ্বিজের পত্নী তাদৃশ বচন।
গর্ব্বেতে স্বামির প্রতি বলয়ে তখন॥
ফেলাইয়া নীল বস্ত্র দিব গৃহ হতে।
না শুনিব তব বাক্য আমি কোন মতে॥
সুতৈলে প্রদীপ জ্বালি রাখিব সেখানে।
ধূপ দীপ বিরচিব যাহা প্রয়োজনে॥
এই রূপে বলাবলি করিতে করিতে।
রজনী প্রভাত হলো নিমেষ মধ্যেতে॥
প্রাতঃকালে ত্বরান্বিত হয়ে চণ্ডী ধনি।
মনোমত আয়োজন করিল আপনি॥
পরিতৃপ্ত দ্বিজগণে সুন্দর ভোজনে।
সন্তোষ করিল সবে ধন ধান্য দানে॥
দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজগণ চলি যায়।
এই রূপে শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপন পায়॥
তখন সে উদ্দালক পত্নীকে ডাকিয়া।
বলিতে লাগিল তারে হরষিত হিয়া॥
শুনহ রমণী রাখ আমার বচন।
পিণ্ড গঙ্গাজলে শীঘ্র কর নিক্ষেপণ॥
গৃহেতে রাখিতে নাই শাস্ত্রের যুকতি।
অতএব পরিত্যাগ কর রসবতী॥
শুনিয়া স্বামির কথা করেতে লইয়া।
গঙ্গাজলে পিণ্ড চণ্ডী দেয় ভাসাইয়া॥
ফেলিবার কালে ধনী যত্ন না করিয়া।
অনাদরে নিক্ষেপিল দূরে দাঁড়াইয়া॥
পিতৃ পিণ্ডে অনাদর হেরিয়া ব্রাহ্মণ।
অন্তরে ব্যথিত বড় হইল তখন॥
কোপেতে কম্পিত কায় রমণীরে বলে।
আমার কথার বাধ্য নহ কোন কালে॥
সকলি সহেছি পূর্ব্বে তোমার ব্যাভার।
কিন্তু কোন প্রতিফল পাও নাই তার॥
এখন সাক্ষাতে হলো পিতৃ অপমান।
বল কে সহিতে পারে থাকিতে পরাণ॥
অবশ্য ইহার ফল হইবে ভুগিতে।
এই বলি শাপ দ্বিজ দিলেন ত্বরিতে॥

সর্ব্বদা দুঃশীল ভাবে যাপিয়াছ দিন।
এই জন্য হবে তুমি গতি শক্তি হীন॥
শিলা রূপে বিরাজিবে বনের মাঝারে।
আমার আদেশ ব্যর্থ নহে হইবারে॥
চিরকাল অশ্ব অঙ্গ করিবে স্পর্শন।
এইরূপে বহুকাল করিবে যাপন॥
যে সময়ে পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
অশ্বমেধ সমাধিতে করিবেন স্থির॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে দিয়া যজ্ঞ অশ্ববর।
পাঠাইবে রক্ষিবারে পাণ্ডুবংশধর॥
বেড়াতেং ঘোড়া এখানে আসিলে।
তুমি তার অঙ্গস্পর্শ করিবে সে কালে॥
কোন মতে মুক্তি পথ না পেয়ে ফাল্গুনী।
তোমারে স্পর্শিয়া অশ্বে আনিবে তখনি॥
তাহা হতে পাপ তব হবে বিমোচন।
বলিনু যে সব কথা না হবে খণ্ডন॥
অতএব বীরবর না ভাবিও আন॥
শিলা স্পর্শে অশ্ব মুক্তি শুনহ সন্ধান॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর ঋষির চরণে।
প্রণমি বিদায় লৈল পরম যতনে॥
পরে আসি শিলা দেহ কৈল পরশন।
অমনি সে তুরঙ্গম হইল মোচন॥
পূর্ব্বের মূরতি পুন সে চণ্ডী ধরিল।
বিনয়ে অর্জ্জুন প্রতি অনেক বলিল॥
শেষেতে স্বামীর সনে হইল সাক্ষাৎ।
উভয়ের মন কষ্ট গেল অচিরাৎ॥
অশ্ববর মন সুখে করিল উত্থান।
স্বেচ্ছামতে অন্য দিকে করিল প্রয়াণ॥
পবন সমান গতি মনসুখে চলে।
বন উপবন কত যায় অবহেলে॥
সঙ্গেতে রক্ষক দল চলে কাছেং।
মহাবীর ধনঞ্জয় সকলের পাছে॥

ইতি ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নরসিংহ রমাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন।
ক্ষীরাম্বুধিনিবাস ত্বং সদা পাহি জনার্দ্দন॥

অর্জ্জুনের উদ্দেশে হংসধ্বজ রাজার যুদ্ধোদ্যোগ ও
রাজপুত্র সুধন্বার সত্য বাক্য কথন।

শিলা স্পর্শ হতে মুক্ত যেই অশ্ববর।
অমনি সত্বরে চলে সহর্ষ অন্তর॥
ক্রমে গিয়া উপনীত হংসধ্বজপুর।
বিচিত্র নগর শোভা শোভে বহুদূর॥
চম্পক তাহার নাম অতি অনুপাম।
কারুকার্য্য বিরচিত সুন্দর সুঠাম॥
যুবতী যেরূপ প্রিয় হয় যুবজনে।
সেরূপ নগরী প্রিয় রাজার দর্শনে॥
যত্নেতে রক্ষিত পুর স্নেহেতে পালিত।
নয়ন-রঞ্জন কিবা বিচিত্র চিত্রিত॥
অশ্বের পশ্চাতে চলে বীর ধনঞ্জয়।
সাধিতে ধর্ম্মের কার্য্য প্রফুল্ল হৃদয়॥
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যত বীরের সংহতি।
বীর দাপে ধায় তারা কাঁপাইয়া ক্ষিতি॥
পরিধান দিব্য বস্ত্র সুন্দর ভূষণ।
গলদেশে মুক্তামাল্য অতি সুশোভন॥
বীরবেশ করে ধনু প্রচণ্ড মূরতি।
পবন সমান বেগে করিতেছে গতি॥
দূত মুখে হংসধ্বজ সর্ব্বসুলক্ষণ।
পাণ্ডবের যজ্ঞঅশ্ব হেথা আগমন॥
শুনি রাজা সৈন্যগণে করিল আদেশ।
শুনসবে মোর বাক্য করিয়া বিশেষ॥
রক্ষাকর তুরঙ্গমে কভু না ছাড়িবে।
আমাদের কার্য্য সিদ্ধি ইহাতে হইবে॥
মনে মনে নৃপবর করিয়া চিন্তন।
অমাত্য আত্মীয়গণে বলেন তখন॥
ভাগ্যেতে অর্জ্জুন বীর আমার এ পুরে।
করিয়াছে আগমন উদ্ধারিতে মোরে॥
ধনঞ্জয় খাঁটি নয় হরির চিহ্নিত।
যাহার নিকটে হরি সদা বিরাজিত॥
যুদ্ধকালে সে সারথি বিপদে বান্ধব।
সদত পরত যিনি পাণ্ডব গৌরব॥
সংগ্রামে তাঁহার সনে হলে অগ্রসর।
চিরদিন বাঞ্ছা পূর্ণ হবে অতঃপর॥
অর্জ্জুন সে কৃষ্ণধন থাকে এক সনে।
নর নারায়ণ বলি জানে সর্ব্বজনে॥
দোঁহেতে অভিন্নভাব ত্রিলোক মাঝারে।
একেরে পাইলে অন্যে পায়া যেতে পারে॥
এখন বিপক্ষ ভাবে ধনঞ্জয় প্রীতি।
গেলে কৃষ্ণে পেতে পারি এই মোর মতি॥
অর্জ্জুনের সাক্ষাতেতে প্রাণ বিসর্জ্জন।
করিলেও কোন হানি নহে কদাচন॥
এতেক বয়স মোর হইয়াছে গত।
তবু হরি কভু নহে দৃষ্টি মধ্যগত॥

বুঝিলাম ভাগ্য মোর প্রসন্ন নিশ্চয়।
সে জন্য অর্জ্জুন হেথা উপস্থিত হয়॥
দিব্য চক্ষে প্রেম মূর্ত্তি হেরিব নয়নে।
সংসারের পাপ তাপ হবে বিনশনে॥
ঘরে বসে নিত্যধন পাব অনায়াসে।
যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত বস্তু সেই হৃষীকেশে॥
পূর্ব্বপুণ্য ফলে যজ্ঞ অশ্বের গমন।
হইয়াছে এথানেতে শুন বীরগণ॥
সকলে প্রস্তুত হও দুষ্কৃতি নাশিতে।
যুদ্ধচ্ছলে অর্জ্জুনেরে স্বচক্ষে হেরিতে॥
ধুমে যথা অনলের ব্যাপ্তি নিরূপণ।
করে থাকে পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের বচন॥
সে রূপ অর্জ্জুন সনে অর্জ্জুন বান্ধব।
নিশ্চয় বিরাজ করে জেনো বীর সব॥
আর কেন কালক্ষেপ এ হেন সময়।
সসৈন্যে সকলে চল করিবারে জয়॥
এতেক বলিয়া রাজা সাজিল তখন।
সঙ্গেতে অসংখ্য সৈন্য করিল গমন॥
সত্তর জনের প্রতি এক কর্ত্তা করে।
অগ্রসর যুদ্ধক্ষেত্রে হলো নৃপবরে॥
এমন সত্তর কত নায়ক প্রধান।
যুদ্ধে সাজে কেবা তার করয়ে সন্ধান॥
একাত্তর হাজার চলে মাতঙ্গ দুর্ব্বার।
পৃষ্ঠেতে আরোহী উঠে এক২ তার॥
তাহার পশ্চাতে রথ একাত্তর হাজার।
সারথী সহিত রথী দুজন সোয়ার॥
লক্ষ লক্ষ অশ্ব অশ্বারোহী সনে চলে।
উচ্চৈঃশ্রবা জিনি গতি ধাত ভূমণ্ডলে॥
নব্বই হাজার চলে পশ্চাতে পদাতি।
ধরা টলমল হেরি তাহাদের গতি॥
বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সব বীরগণ।
দানধ্যান ধর্ম্ম কার্য্য সবার মনন॥
সদাচারে সদা রত অতিথি বৎসল।
রাখিতে আপন ধর্ম্ম বিশ্বাস অটল॥
যুদ্ধ করিবারে সাজে প্রভুর আদেশে।
পাণ্ডবে হেরিবে বলি ভাসিছে সন্তোষে॥
গমন সময়ে তারা ইষ্ট আরাধনা।
করি বাহিরিল রণে বীরত্ব নিশানা॥
পূজা করি নিল করে কবচ সুন্দর।
যুঝিবারে সাহসেতে করিল নির্ভর॥
সুমতি সুগতি তুষ্টি শ্রদ্ধালু প্রভৃতি।
বদ্ধসেন চন্দ্রকেতু বীরের সংহতি॥
যুদ্ধের নায়ক সবে রণ করিবারে।
সাজিল সকলে রাজ আজ্ঞা মানিবারে॥
দেখিতে সুন্দর রূপ ধর্ম্ম পরায়ণ।
ন্যায়পথে সদামতি যশোনিকেতন॥
সাজিল সকল পুত্র রাজার আদেশে।
সুবল সুরথ আদি সব বীরবেশে॥
সুদর্শন বীরবর সুধন্বা প্রভৃতি।
যুদ্ধ যাত্রা করিবারে ধাইল সম্প্রতি॥
সঙ্গেতে অসংখ্য সৈন্য লয়ে হংসধ্বজে।
রাজপথে বাহিরিল বিষম গরজে॥
নিজে সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করিল নৃপতি।
বড়২ বীর সঙ্গে প্রধান পদাতি॥
রথ রথী হয় হস্তী মহী আচ্ছাদিল।
সকলের পদরেণু আকাশে স্পর্শিল॥
ক্ষণমধ্যে উপনীত অর্জ্জুন যথায়।
একেবারে সিংহনাদ করিলেক হায়॥
ত্বরাকরি প্রাঙ্গনেতে যতেক রমণী।
উঠিলেক যুদ্ধকাণ্ড দেখিতে তখনি॥
বিশেষ দেখিতে কৃষ্ণ বড় মনে সাধ।
যাঁহারে হেরিলে ঘুচে সকল বিষাদ॥
অর্জ্জুনের সনে হরি এসেছে নিশ্চয়।
তাঁরে হেরি সুখী হবে বড় পুণ্যোদয়॥

হেরিয়া যুদ্ধের সাজ নিজ ভর্ত্তাদলে।
একনারী উপহাসে অন্য প্রতি বলে ॥
বল বল হে সুন্দরী করোনা গোপন।
জানিতে ইহার তথ্য বড় ব্যস্ত মন ॥
চেয়ে দেখ সখি অই তব প্রাণধন।
যুঝিবারে দিব্য সাজে করিছে গমন ॥
পাণ্ডবের উপলক্ষ করি তব কান্ত।
পাইবারে কৃষ্ণধনে বাসনা নিতান্ত ॥
বৈষ্ণবের চূড়ামণি বিষ্ণুপদ পেতে।
উর্দ্ধশ্বাসে ধাইতেছে পাণ্ডব কাছেতে ॥
ধর্ম্মবীর উপযুক্ত তব প্রাণধন।
সেইমত ইচ্ছা তার দেখি সুলক্ষণ ॥
গৌরবের কার্য্য বটে শুন গৌরবিনী।
সকলেরি আকিঞ্চন পেতে নীলমণি ॥
কিন্তু অপরূপ হেরি কপোলে তোমার।
কৃষ্ণবর্ণ ব্রণ শোভা অতি চমৎকার ॥
লোক মাঝে দেখাইতে আপন বদন।
কেন নাহি হইতেছ চিন্তাযুক্ত মন ॥
লজ্জা লজ্জা পাইয়াছে তোমার কাছেতে।
কি রূপে দেখাও মুখ জন সমাজেতে ॥
যুদ্ধে প্রাণপতি যাত্রা করিল তোমার।
তোমার মুখেতে হাসি ধরেনাকো আর ॥
কুলবতী হয়ে কর্ম্ম কর অপরূপ।
মনে কি ভেবেছ তাহা বলহ স্বরূপ ॥
শুনে হাসি সেই ধনী বলিল তাহারে।
আপনার ছিদ্র বুঝি নার হেরিবারে ॥
আমার গালেতে দাগ হেরিয়া তোমার।
হয়েছে বিষম জ্বালা বড় দুর্নিবার ॥
নির্দ্দোষী হইয়ে যদি দোষী জনে বলে।
তা হলে তাহার বাক্য সহ্য অবহেলে ॥
বল দেখি বিধুমুখী জিজ্ঞাসি তোমায়।
কেন তব কেশ পাশ স্খলিত ধরায় ॥

আলু থালু হইয়াছে স্বেচ্ছাবিহারিণী।
কুলবতী হয়ে কেন কুপথগামিনী।
কৃষ্ণবর্ণ ব্রণ কেন কপোলে আমার।
তুমি কি জানিবে ধনি মরম তাহার ॥
কৃষ্ণপদে মতি যার কৃষ্ণে আকিঞ্চন।
সেই জানে এর তথ্য সব বিবরণ ॥
রাজ্য ধন সুখ ভোগে বল কিবা ফল।
মাধব বিহনে সব দেখহ বিফল ॥
কি জন্যে ব্রণের চিহ্ন কপালে আমার।
বলিতেছি শুন মোর বাক্য সারোদ্ধার ॥
বৈষ্ণবে তিলক ভালে করয়ে ধারণ।
গলদেশে মালা শোভা পায় সর্ব্বক্ষণ ॥
অভিপ্রায় ভাসবার বিষ্ণুর চিহ্নিত।
জানাইতে সমাজেতে সাধিতে স্বহিত ॥
দিব্য মাল্য গন্ধময় চন্দন লেপন।
মনোহর সমুজ্জ্বল বসন ভূষণ ॥
কৃষ্ণ কৃপা ভিন্ন সব অতি তুচ্ছ জেনো।
এই কথা ঋষিবাক্য সার করি মেনো ॥
আমার কপালে যেই দেখিতেছ দাগ।
এ নয় সামান্য জেনো কৃষ্ণ অনুরাগ ॥
তাঁর পদ চিহ্ন আমি করেছি ধারণ।
সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি তাঁহার কারণ ॥
বিশ্বস্বামী কৃপাবান্ হইলে আমায়।
স্বামীতে কি প্রয়োজন অতি তুচ্ছ হয় ॥
মুক্তিদাতা সুখ দাতা দেব ভগবান্।
প্রসন্ন হইয়া যাহা করেন বিধান ॥
হেন সুখ প্রদানিতে প্রিয়জনে নারে।
জেনো সে দুর্লভ বস্তু ত্রিলোকমাঝারে ॥
বলিতে বলিতে হায় এ হেন সময়।
হংসধ্বজ সৈন্য পার্থ অভিমুখী হয় ॥
মহারবে দুন্দুভির হইল নিনাদ।
হেরিবারে কৃষ্ণধনে বীরগণে সাধ ॥

পুরোহিত সনে রাজা পরামর্শ করি।
নগরে ঘোষণা ইহা করিল সত্বরি॥
ছোট বড় বীর যত ধনুক ধরিতে।
সকলে প্রস্তুত হোক্ যুদ্ধেতে যাইতে॥
এ শাসন উল্লঙ্ঘন করিবেক যেই।
নিশ্চয় বিষম ক্লেশ ভুগিবেক সেই॥
তৈল পূর্ণ কটাহেতে তখনি প্রদান।
করিব তাহাতে তাকে না হইবে আন॥
মোর কথা কভু ব্যর্থ হইবার নহে।
আত্মীয় স্বজন বন্ধু যে যেখানে রহে॥
পুত্র মিত্র আদি করি যতেক স্বজন।
যদি কেহ মোর আজ্ঞা করে উল্লঙ্ঘন॥
সকলের সাক্ষাতেতে তার এই গতি।
হইবেক সত্য সত্য আমার ভারতী॥
শুনিয়া রাজার এই কঠোর বচন।
উর্দ্ধশ্বাসে দূতগণ করিল গমন॥
সম্মুখে রাখিল তৈল পাত্র যত্ন করি।
রাখিতে রাজার আজ্ঞা ব্যস্তভাব ধরি॥
সকলে দেখিল সেই কড়া তৈল পূর্ণ।
রাজবিধি না শুনিলে যেতে হবে চূর্ণ॥
এ দিকেতে একে২ যত বীরগণ।
রাজার আদেশে করে রণেতে গমন॥
রাজার প্রধান পুত্র সুধন্বা সুমতি৷
যুদ্ধ করিবারে বীর সাজে শীঘ্রগতি॥
যাত্রাকালে জননীরে প্রণাম করিতে।
অন্তঃপুরে উপনীত সাজিয়া ত্বরিতে॥
আস্তে ব্যস্তে জননীরে প্রণাম করিল।
তাঁহার চরণে শেষ বিদায় চাহিল॥
বলিল জননি শুন আমার এ বাণী।
যুদ্ধেতে করিব যাত্রা সহিত ফাল্গুনি॥
তোমার চরণে আমি হইয়া বিদায়।
হারাইব অর্জ্জুনেরে মানস ত্বরায়॥

আশীর্ব্বাদ কর মোরে জয় লক্ষ্মী পেতে।
পাণ্ডবের প্রিয়বস্তু হরিকে আনিতে॥
যাও পুত্র গুণাকর আমার আদেশে।
সত্বর সেখানে যাও যেথা হৃষীকেশে॥
তুষ্ট করি অর্জ্জুনেরে সংগ্রাম মাঝারে।
আনিবে সে কৃষ্ণধনে হেরিতে আমারে॥
তোমা হতে ধন্য হবো হেরিয়া হরিরে।
অনায়াসে মুক্ত হব ভব পারাবারে॥
নারদের মুখে আমি শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব।
শুনিয়াছি লীলাকাণ্ড কতই মহত্ব॥
কিন্তু কভু পাদপদ্ম না হেরি নয়নে।
এই জন্যে বড় সাধ পাইতে চরণে॥
সুকৃতি সাধনা ভিন্ন দুর্লভরতন।
শঙ্করের হৃদি নিধি সত্য সনাতন॥
কভু নাহি পায়া যায় জেনিছি নিশ্চিতে।
পাতকিনী পেতে সাধ করিতেছে চিতে॥
বৈষ্ণবের চূড়ামণি ধ্রুবের হইতে।
যে রূপে তাঁহার মাতা না হলো পতিতে॥
সেরূপে তোমার হতে পতিত পাবন।
পাইতে পারিব বলি ইচ্ছা করে মন॥
সত্য আমি বীরনারী বীরের জননী।
স্বামীর নিকটে খর্ব্ব ক্ষত্রকুলমণি॥
রণমাঝে পরাভব বহু ক্ষত্রিয়েরে।
করিয়াছে স্বামী মোর জানেতো সংসারে॥
কিন্তু কভু নয়নেতে দেখিবার যাহা।
স্বামী ভাগ্যে দরশন হয় নাই তাহা॥
দিবানিশি যাঁর নাম গুণ আরাধনা।
ইহা ভিন্ন স্বামী মোর কিছুই জানেনা॥
তাঁহার ভাগ্যেতে হায় সেই নিত্যধন।
নয়ন পথেতে কভু পতিত না হন॥
শ্রীমধুসূদন সুখী হয় যাহা হতে।
সেই মত চেষ্টা স্বামী করে বিধিমতে॥

তথাচ তাঁহার কৃপা কথা বিতরণ।
হয় নাই জেনো পুত্র শুন স্নেহধন ॥
সর্ব্বদা সতর্ক থেকো সংগ্রাম মাঝারে।
যেন কৃষ্ণ দৃষ্টি হতে নাহি যান দূরে ॥
প্রাণপণে পাণ্ডবেরে ধরিবে কুমার।
তবে জেনো কার্য্যসিদ্ধি হইবে তোমার ॥
হরির সখারে পেলে হরিকে পাইবে।
অবশ্য তাঁহারে কৃপা করিতে হইবে ॥
ভক্ত প্রতি নিষ্করুণ নহে নারায়ণ।
এই কথা শাস্ত্র সদা করে উচ্চারণ ॥
বৈকুণ্ঠ গোলোক কিম্বা লক্ষ্মী সন্নিধান।
সে সকল অতি তুচ্ছ ভক্ত বিদ্যমান ॥
ভক্তের ভক্তিতে বাধ্য হইয়া শ্রীহরি।
ছায়া ভাবে অবস্থান করেন মুরারি ॥
জননী যেরূপ পুত্রে বিপদেতে ফেলে।
সুস্থমনে যেতে নারে কভু ইচ্ছা হলে ॥
সৌরভি বনের মধ্যে সন্তানে ছাড়িয়া।
যেরূপ যাইতে নারে স্নেহে মগ্ন হিয়া ॥
সেরূপ সে কৃষ্ণধন ত্যজিয়া ভক্তেরে।
দূরেতে থাকিতে নারে শুন গুণাকরে ॥
বিশেষ বিপদ চিহ্ন হেরিলে ভক্তেরে।
অবশ্য আসিবে হরি রক্ষিতে তাঁহারে ॥
ভক্তি অনুরোধে কৃষ্ণ ত্যাগ না করিবে।
আপনার গুণে হরি আপনি আসিবে ॥
আত্মীয় স্বজন ভক্তে হেরিয়া দুর্গতি।
বিশেষ তোমার হাতে লোটাইলে ক্ষিতি ॥
সে ব্যথা ভক্তের নহে;—ভকত ভাবনে।
বুঝি আসি উপস্থিত হবেন সেখানে ॥
যদি দয়া দয়াময় না করেন হরি।
ভক্তের কি ক্ষতি বল কলঙ্ক তাঁহারি ॥
নামেতে বিপদ নাশ শাস্ত্রে ইহা বলে।
সে থাকিতে দুরগতি ভক্তে কোনকালে ॥
পেয়ে থাকে? ওহে পুত্র শুনিয়াছ কোথা।
সত্য২ এই কথা বলিনু সর্ব্বথা ॥
যাহাহোক্ শুন পুত্র আমার বচন।
হেরি তোর বীরবেশ জানিয়া ঘটন ॥
অন্তরে আনন্দ মোর নাহি পায় স্থিতি।
হার মার তাতে মোর কিছু নাহি ক্ষতি ॥
জিতিলে কেবল মাত্র নহেত পৌরষ।
যোগীন্দ্র বাসনা হরি হইবেন বশ ॥
যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ কৈলে তাহাতেও লাভ।
বীর ধর্ম্ম বীর পুত্রে কিবা মনস্তাপ ॥
তবুত লোকেতে কবে বীরপ্রসবিনী।
তবুত সার্থক মোরে জানিবে অবনী ॥
পুত্র হয়ে পিতৃকুল হইল সংহার।
দুর্নীতি জঘন্য কার্য্য ঘটিল তোমার ॥
পিতার অবাধ্য পুত্র পাপী শিরোমণি।
পাষণ্ড কপটী ঘোরঅক্রূরের অগ্রণী ॥
এইরূপ অপবাদ বলিবেনা কেহ।
বরঞ্চ সংগ্রামে পড়ি পাবে দিব্য দেহ ॥
ইহলোকে যার কীর্ত্তি পরলোকে সুখ।
তাহাকে কে বলে ঘোর কষ্টকর দুখ ॥
তোমার অবর্ত্তমানে এরূপ দুর্নাম।
সংসারেতে কেহ নাহি গাবে অবিরাম ॥
চিরকাল সংসারেতে কাঁদুক তাঁহারা।
প্রসব করেছে পাপী সন্তান যাঁহারা ॥
ধর্ম্মপ্রতি দৃষ্টি নাই শাস্ত্রেতে অভক্তি।
গুরুজনে অনাদর দুর্ব্বলেতে শক্তি ॥
জঘন্য আচারে রত উদ্ধতের শেষ।
দয়া মায়া বিবর্জ্জিত সকলেতে দ্বেষ ॥
মুখে মালসাট মারে কার্য্যে অদর্শন।
রণে ভঙ্গ দিয়া করে গৃহে পলায়ন ॥
স্ত্রীলোকের নিকটেতে বীরত্ব প্রচার ॥
পুরুষ রচিত দেহ নিতান্ত অসার ॥

কেবল বিষয়ে মন রিপু পরবশ।
পরদ্রব্য লইবারে সতত লালস॥
জগতের মাঝে যেই নিতান্ত কণ্টক।
সরল হৃদয় পক্ষে যেই প্রতারক॥
মুখেতে সারল্য শেষ অন্তরেতে বিষ।
জানায় ধার্ম্মিক বলে লোকে অহর্নিশ॥
বিষ্ণুপদে মতি ভক্তি বিশ্বাস বিহীন।
ধরণী যাহারে ধরি ভাবেন দুর্দ্দিন॥
তাহাদের অভাবেতে তাদের জননী।
শিরে করাঘাতে তারা দিবস রজনী॥
হায় কি হইল, বলি করুক রোদন।
তাহাদের কাঁদিবার আছয়ে কারণ॥
সাধু পথে সাধু পুত্র সতের সম্মত।
করিলে সে পথে গতি হই হর্ষযুত॥
ইহ পরলোকে হরি হবে কৃপাবান।
এর বাড়া কিবা আছে অপর সম্মান॥
বংশের গৌরব হবে নিজ কার্য্য সিদ্ধি।
ধরাধামে খ্যাতি যশ হইবেক বৃদ্ধি॥
রত্নগর্ব্বা বলি মোরে বাখানিবে সবে।
জীবিত মরণে গর্ব্ব আমার হইবে॥
দশমাস দশদিন জঠরে ধারণ।
যত কষ্ট পাইয়াছি তোমার কারণ॥
সকলি সফল বলি জানিব তখন।
যদি হেরি তব গতি সাধুর সদন॥
বার বার হে কুমার বলিনু যতনে।
ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম ক্ষত্রিয় নন্দনে॥
মোর স্তন দুগ্ধে তুমি হয়েছ পালিত।
আমার স্নেহেতে ক্রমে হয়েছ বর্দ্ধিত॥
কখন অবাধ্য ভাব অন্যায় করম।
কর নাই যাতে হয় বিনষ্ট ধরম॥
এখন যে তুমি রণে হইয়া বিমুখ।
হাসাইবে শত্রুগণে সবে দিয়া দুখ॥

এরূপ মনেতে কভু স্থান নাহি পায়।
যাও বাছা কার্য্য সিদ্ধি করহ ত্বরায়॥
শুনিয়া জননী বাণী যোড় করি পাণি।
বলিতে লাগিল পুত্র কালোচিত জানি॥
না ভাবিহ মনে কিছু আমার কারণে।
যদি কৃষ্ণ পদে লক্ষ থাকয়ে মননে॥
কৃষ্ণ ভিন্ন যদি অন্য বাসনা অপর।
কভু করে থাকি বলি তোমার গোচর॥
তা হলে নরকে হয় আমার বসতি।
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী থাক যত কাল স্থিতি॥
তা না হলে নিজ শক্তি প্রকাশি জননী।
আনিব এখানে সেই দেব চিন্তামণি॥
তোমার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
স্বকার্য্য সাধিতে আমি নহি বিস্মরণ॥
তোমার উদরে জন্ম হয়েছে আমার।
তব তুল্য হরিভক্ত হেরিনাকো আর॥
মোর মনে আছে মাগো এই অভিমান।
অন্ততঃ তোমার গুণ কিছু বর্ত্তমান॥
হইয়াছে এ শরীরে নহে অসম্ভব।
মহাগ্নি হইতে যথা দীপের সম্ভব॥
মহাবায়ু হতে যথা বায়ুর জনন।
সেইরূপ তোমা হতে শরীর ধারণ॥
পদ্মরাগ আকরেতে কাচের প্রকাশ।
হইতে পারেনা বলে লোকে অবিশ্বাস॥
পিতা মোর বিষ্ণুভক্ত মাতা ততোধিক।
তাহাদের পুত্র কভু হইবেনা ধিক্॥
দেব দ্বিজ গুরুভক্তি বৈষ্ণব আদর।
শিশুকাল হতে আমি করি নিরন্তর॥
দৈব কর্ম্মে শ্রদ্ধা মোর আছে চিরদিন।
রাখিতে বংশের নাম নহি এত হীন॥
পাতকী তরাতে সেই পতিত পাবন।
পাণ্ডবের বন্ধু জগবন্ধু নিত্যধন॥

দেখি দেখি তাঁর দয়া কিনা হয়।
বুঝা যাবে দয়াময় কোথা এ সময় ॥
এই কথা বলি বীর যাইতে উদ্যত।
কুবলা ভগিনী তার ঘেরিলেক পথ ॥
লাজবৃষ্টি করি শিরে আরতি করিল।
কণ্ঠে মনোহর মাল্য যত্নে প্রদানিল ॥
ধুপ ধুনা গন্ধ দ্রব্যে তারে নীরাজন।
করিলেক যথা রীতি মঙ্গল কারণ ॥
বিনয়ে বলিল তাঁরে করি সম্বোধন।
যুদ্ধ অংশে তুমি বীর করিছ গমন ॥
ইষ্টসিদ্ধি হোক্ তব এইত কামনা।
আমার বিপদ তুমি ভাবিয়া দেখনা ॥
শ্বশুরের গৃহে আমি করি বসবাস।
চক্ষের জলেতে আমি ভাসি বারমাস ॥
নাহি প্রিয় সম্ভাষণ আমার ভাগ্যেতে।
না হেরি ব্যাভার ভাল আমার পক্ষেতে ॥
ভাসুরে করয়ে ঘৃণা হেরি হাস্য করে।
দেবরে বিষম নিন্দা ঘোর অনাদরে ॥
যে সুখ হতেছে ভোগ আমি কি বলিব।
অন্তরাত্মা নিকটেতে প্রকাশিত সব ॥
আমি ক্লেশ ভোগ করি তাতে ক্ষতি নাই।
পিতা মাতা নিন্দা করে বিষম বালাই ॥
সর্ব্বদা গঞ্জনা দেয় উঠিতে বসিতে।
ইচ্ছা করে দেহ হতে প্রাণ বাহিরিতে ॥
আত্মহত্যা পাপ বলে রেখেছি জীবন।
যে ক্লেশ নিয়ত ভুগি অকথ্য কথন ॥
ছল করে কোন কাযে বলয়ে তাহারা।
কুবলে জনকতব এবে জ্ঞান হারা ॥
মৃতপ্রায় রহিয়াছে জীবন সংশয়।
মরিলে বালাই যায় মরিবার নয় ॥
পাপের শরীর তায় ভোগে এত ক্লেশ।
এর চেয়ে কি যন্ত্রণা আছয়ে বিশেষ ॥
এইরূপ নানা রূপ কর্কশ ভৎসন।
নিরন্তর ভুগে আমি আছি জ্বালাতন ॥
এর প্রতিকার আর নাহি কিছু দেখি।
মরিলে নিষ্কৃতি পাব মনে মহাসুখী ॥
শুনিয়া কাতর বাক্য তাঁহার তখন।
সুধন্বা সম্বোধি তারে বলিল বচন ॥
শুনহে কুবলে তুমি আমার এ বাণী।
দেখিতেছ সম্মুখেতে আমি শস্ত্রপাণি ॥
আগে অর্জ্জুনের সঙ্গে করিহে সমর।
আসিয়া করিব প্রতিকার এর পর ॥
সে জন্য চিন্তিত মন হইতে না হবে।
আমার বচন মিথ্যা কভু না সম্ভবে ॥
বিপদ কালেতে তুমি বিপদ বারণে।
সর্ব্বদা ডাকিতে থাক পাইতে চরণে ॥
এই কথা বলি হরি করিয়া স্মরণ।
যেমন সুধন্বা চলে করিবারে রণ ॥
সম্মুখে হেরিল এক সুন্দরী কামিনী।
বিদ্যুৎ বরণী বামা মরাল গামিনী ॥
বিশাল লোচন তার পীন পয়োধর।
বক্ষঃস্থলে বিরাজিছে অতি শোভাকর ॥
নয় দীর্ঘ নয় খর্ব্ব শরীর তাহার।
সুন্দর সুঠাম তনু অপূর্ব্ব বাহার ॥
নহে কৃশ নহে স্থূল মধ্যম প্রকার।
শ্যামাঙ্গে সুন্দর শোভা বড় চমৎকার ॥
চন্দনে চর্চ্চিত দেহ কুঙ্কুম তাহাতে।
হয়েছে অপূর্ব্ব যোগ গতি ভঙ্গিমাতে ॥
চরণে নুপূর শোভে নিতম্বে মেখলা।
পুরী হতে পথ মধ্যে উপনীত বালা ॥
কৌষেয় বসনে শোভে শরীরের কান্তি।
মন্মথের মনোহরা বলে হয় ভ্রান্তি ॥
মুক্তামালা পরিধান গলেতে তাহার।
অধরে অরুণ রাগ কিবা শোভা তার ॥

হস্তে দুর্ব্বাক্ষত যুক্ত অর্ঘ্যের রচনা ।
নীরাজন করিবারে নারীর কামনা ॥
সুবর্ণ পাত্রেতে কিবা কর্পূর সহিতে ।
আরতি প্রদীপ শোভে পঞ্চ প্রদীপেতে ॥
পতিপরায়ণা নারী পতিরে অর্চ্চনা ।
করিয়া বিলাস দৃষ্টি তাহাতে যোজনা ॥
বিধিমতে নীরাজন করিয়া স্বামীরে ।
শেষেতে বলিল বামা অতি ধীরে ধীরে ॥
হে নাথ শুনহে মোর কাতর ভারতী ।
কৃষ্ণ দরশনে তুমি ব্যস্ত মন অতি ॥
কিন্তু যাও তাতে আমি করিনা বারণে ।
অভাগী কি অপরাধ করেছে চরণে ॥
অনাথিনী করে নাথ করিছ গমন ।
দাসী দোষী চরণেতে বল কি কারণ ॥
তোমা ভিন্ন আর কারে জানিনা কখন ।
যদবধি করিয়াছ আমারে গ্রহণ ॥
পিতা মাতা ছাড়ি আমি লতার মতন ।
তোমার আশ্রয় তরু করেছি ধারণ ॥
অবলার স্বামি ভিন্ন নাহি অন্য গতি ।
ইহা কি জাননা নাথ তুমি জ্ঞানমতি ॥
এক পত্নী ব্রত তুমি করেছ আশ্রয় ।
আমা ভিন্ন আর কার হইবার নয় ॥
এখন জানিনু নাথ সে ব্রত তোমার ।
অনায়াসে ভঙ্গ হবে ভাগ্যেতে আমার ॥
রসবতী রূপবতী রমণী পাইয়া ।
আমারে ত্যজিতে নাথ স্থির তব হিয়া ॥
সত্য বটে রূপবতী গুণবতী নারী ।
পাইবে বিস্তর নাথ সংসার মাঝারি ॥
কিন্তু জেনো মোর মত কেবা অনুগত ।
হইবেক কান্ত তাহা বলহে নিশ্চিত ॥
তব পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে করিয়াছে গতি ।
তোমার উচিত হয় পালিতে সে রীতি ॥
বিশেষ বিষ্ণুর পদ হেরিতে বাসনা ।
ইহাতে বয়স কাল নাহি বিচারণা ॥
তোমার হৃদয়ে মুক্তি সতত বাসনা ।
মূর্ত্তিমান আছে নাথ আমি কি জানিনা ? ॥
অবশ্য মানস পূর্ণ ভক্তের মানস ।
করিবেন হৃষীকেশ হইবেন বশ ॥
কিন্তু নাথ ইহা তুমি জেনো হে নিশ্চিত ।
সুরনারী সহবাসে পাপ প্রবাহিত ॥
হয়ে থাকে শাস্ত্রে ইহা আছে নির্দ্ধারিত ।
সেইজন্য স্বর্গভোগ নহে অভিপ্রেত ॥
বিবেক আশ্রয় ভিন্ন হরি পদাশ্রয় ।
সংসারী বিষয়ী জনে পাইবার নয় ॥
তাই বলি মোর সনে হইয়া মিশ্রিত ।
বিবেক নামক পুত্রে কর উৎপাদিত ॥
ব্যস্ত হয়ে হরি পেতে করিলে গমন ।
জাননা বিষয়ে বাধ্য হবে তব মন ॥
দেখ মনে বিচারিয়া নাথ হে আমার ।
পুরুষে অসংখ্য নারী সনেতে বিহার ॥
করে থাকে তাতে দোষ নাই সমাজেতে ।
শাস্ত্রেতে শাসন কিছু না পাই দেখিতে ॥
কিন্তু এক নর ত্যজি রমণী কখন ।
পারেনা অপর সহ করিতে রমণ ॥
তা হলে কলঙ্ক ঘোর হইবে রটন ।
কুলবতী নাম লবে কুলটা তখন ॥
আমার হৃদয়ে নিত্য বৈরাগ্য বসতি ।
করিতেছে প্রাণনাথ নহ অবগতি ॥
অন্য যত নারী আছে সংসার মাঝারে ।
বৈরাগ্যবিহীন তারা, জেনো সারোদ্ধারে ।
সেই জন্য নিজপতি বিষয়েতে রত ।
হেরিয়া তাদের সনে মিশ্রিত সতত ॥
বাল্যকাল হতে আমি বিষয় বাসনা ।
পরিত্যাগ করিয়াছি যত আবর্জনা ॥

তোমার সহিত ইচ্ছা কৈবল্য আমার।
তুমি যুদ্ধে গেলে জেনো বাঁচিবনা আর॥
মোক্ষপথে প্রাণপতি হবে মোর গতি।
সত্য সত্য জেনো ইহা আমার ভারতি॥
অধিক কি কব দেব তোমারে এখন।
মোরে ত্যজি রণে তুমি করিলে গমন॥
তব পদ চিন্তা করি ত্যজিব পরাণী।
তা হলে নির্ব্বাণ মুক্তি হবে অনুমানি॥
দেহ অন্তে তোমা সনে হইলে সাক্ষাৎ।
আমার মানস পূর্ণ হবে অচিরাৎ॥
অনুমানি তব অগ্রে করিব গমন।
সেখানে হেরিতে পাব তোমার বদন॥
এখানের মত সেথা হেরিব চরণ।
তোমা ছাড়া এক তিল না রব কখন॥
পতিব্রতা পতি ভিন্ন পারে কি থাকিতে।
জীবিত মরণে ছায়া সমান গতিতে॥
অনুগামী হয়ে চলে ভর্ত্তার নিকটে।
আজ্ঞাকারী ভাবে থাকে সদা অকপটে॥
আমি নাথ তোমা ভিন্ন জানিনা কাহারে।
তুমি এক গতি মোর নিখিল সংসারে॥
প্রাণপতি ছাড়ি যেই অন্যের সহিত।
বিহারিতে ব্যস্ত মন অতি উৎকণ্ঠিত॥
তার যে প্রকার গতি কলঙ্ক রটনা।
করে থাকে সকলেতে তাও কি জাননা॥
সেরূপ নির্দ্দোষ প্রিয়ে কৈলে পরিহার।
সংসারেতে লোক নিন্দা ঘটিবে তোমার॥
তোমার অধিনী আমি তোমার দুর্নাম।
কেমনে শুনিব বল ওহে গুণধাম॥
গুণনিধি কেন বিধি বিবাদী আমার।
পরিহরি মোরে কেন রণে আগুসার॥
বিপক্ষ দলিতে যদি হইয়াছে সাধ।
হৃদয়ের পাইতে যদি না ভাব বিষাদ॥
দূর শত্রু নিপাতনে কি ফল ঘটিবে।
গৃহ শত্রু নষ্ট কর যশ লভ এবে॥
তোমার অবর্ত্তমানে মম দেহ পুরী।
ঘোর শত্রু ঘেরিবেক এই ভয় করি॥
সে কালে দোহাই আমি দিব হে কাহার।
তুমি বিনা কে রক্ষিবে মম দেহ ভার॥
কি জানি দুর্ম্মতি ছলে করিলে প্রবেশ।
কে তারে শাসিবে নাথ বলনা বিশেষ॥
একান্ত যদ্যপি ইচ্ছা কৃতান্ত বারণে।
হেরিবারে শ্রীচরণ লইতে শরণে॥
আমারে সঙ্গেতে লও তাতে নাই দোষ।
উভয়ে হেরিয়া হরি হইব সন্তোষ॥
সংসারের পাপ তাপ হবে নিবারণ।
ঘুচে যাবে আধি ব্যাধি ভবের বন্ধন॥
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম করিলে অর্জ্জন।
অতিশয় ফল প্রাপ্তি শাস্ত্রের বর্ণন॥
যাহাহোক অপরূপ তোমার ব্যাপার।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি পেতে মন কেন এ প্রকার॥
শ্রদ্ধা বিনা নিত্য ধন নহে দরশন।
সম্পদের অধিকৃত মাধব না হন॥
বিবেক ভক্তির বল করিলে আশ্রয়।
তবে হরি হৃদি মাঝে প্রকাশিত হয়॥
তবে জীব মুক্তি পায় পেয়ে তত্ত্বজ্ঞান।
সকলে ইহার তথ্য না জানে সন্ধান॥
অহর্নিশি শাস্ত্র পাঠে কি ফল হইবে!
কেবল সন্দেহ রাশি তাহাতে জন্মিবে॥
তর্কের সামগ্রী নয় বিশ্বাস রতন।
ভক্তিতে হইলে বাধ্য ছাড়িবার নন॥
নীচ জনে উচ্চ হয় ধরে দিব্য শক্তি।
অনায়াসে তরে যায় পেয়ে থাকে মুক্তি॥
ভক্তি ডোরে যেই বাঁধে ভকতের ধনে।
তাহার কি ভয় বলো জনম মরণে॥

ভবরোগ পক্ষে জেনো তিনিই ঔষধি।
সবার সাধন সেই শঙ্করের হৃদি॥
যোগীজনে যোগবলে যাঁর নিদর্শন।
পেতে নাহি পারে তাঁর মহিমা লক্ষণ॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণেতে যাঁহার মহিমা।
সম্যক্ নির্ণীতে নারে কিবা গুণ সীমা॥
আমি নারী জ্ঞানহীন সাধনবর্জ্জিত।
কি রূপে সে পথ চিহ্ন করিব চিহ্নিত॥
তুমি নাথ জ্ঞানবান গুরু উপদেশ।
পাইয়াছ দেখিয়াছ জেনেছো অশেষ॥
সাধু সঙ্গে সমাদর করেছো সতত।
তোমারে তাঁহার তত্ত্ব বলা অসঙ্গত॥
সহজ প্রত্যয় আর বিশ্বাসের বলে।
যাহা কিছু জানা আছে বলিনু সকলে॥
উচিত সময় বলি জানানু তোমারে।
না লইবে মম দোষ দেব গুণাধারে॥
এখন প্রার্থনা নাথ তোমার চরণে।
সব দিক রক্ষা কর চাহিয়া নয়নে॥
যাতে ইষ্টসিদ্ধি হয় পুরে মনস্কাম।
যাতে প্রিয় জন প্রতি বিধি নহে বাম॥
আমার বচন রক্ষা তব অভিপ্রেত।
সিদ্ধ হয় তার পক্ষে করহ বিহিত॥
পরিণামদর্শী জনে করে যেই কায।
সে জন লোকের কাছে নাহি পায় লাজ॥
বীরের কর্ত্তব্য বটে উচিত সময়।
আপনার শৌর্য্যবীর্য্য দেখাবে নিশ্চয়॥
রণে পৃষ্ঠদেশ নাহি কভু দেখাইবে।
তবে জয়লক্ষ্মী আসি কোলেতে করিবে॥
মরো মারো তার জন্য না করি চিন্তন।
ক্ষত্রিয়ে কলঙ্ক চিহ্ন লওনা কখন॥
ইষ্টদেবে সদা সেবে করিলে গমন।
কার্য্যসিদ্ধ হয়ে থাকে শাস্ত্রের বচন॥

আপদ বিপদে কিম্বা সম্পদের কালে।
আমার মাতার দিব্য ভুলোনা গোপালে॥
পত্নীর শুনিয়া বাক্য নৃপতি তনয়।
রমণীর প্রতি বীর এইরূপ কয়॥
পিতার আদেশে আমি সংগ্রামে পশিতে।
করিয়াছি শুভযাত্রা জয়ী হতে চিতে॥
গমন সময় জানি জননী চরণে।
আসিয়াছি প্রণমিতে ভক্তি নত মনে॥
আশীর্ব্বাদ লাভ করি জননী হইতে।
বাস্তমনে রণ যাত্রা করেছি নিশ্চিতে॥
অনুচর সৈন্য সব অগ্রেতে গমন।
করিয়াছে, যেই পিতা অ.দেশিছে রণ॥
এখন হে প্রিয়তমে আমার উদ্যম।
ভঙ্গ করিবার চেষ্টা নহে অনুপম॥
পৌরুষ নাশিতে কেন তোমার প্রয়াস।
প্রকাশিয়া বুঝাইয়া বল হে নির্যাস॥
আমি জানি পতিব্রতা রমণী তোমারে।
কখন নিষিদ্ধ কার্য্যে নহ আগুসারে॥
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি অন্যায় করম।
কখন না করিয়াছ পাইতে সরম॥
তবে কেন অকস্মাৎ নিবৃত্তি পাইতে।
আমার মানসে কর চেষ্টা বিধিমতে॥
বিপক্ষ নাশিতে যাব সংগ্রাম ভূমিতে।
দেহ শক্র বিনাশিব বাঞ্ছা এই চিতে॥
হরি হেরে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে আমার।
সেই জন্য চিন্তান্বিত আমি অনিবার॥
মনোহর গন্ধময় চন্দন লেপন।
মূল্যবান দৃষ্টিসুখ সুন্দর বসন॥
মহামূল্য স্বর্ণ রৌপ্য কত রত্নচয়।
এ সকল উপভোগ অতি তুচ্ছ হয়॥
যে দেহেতে অভিমান আছয়ে দেহীর।
মিথ্যা অভিমান তাহা জানিয়াছি স্থির॥

কণ্টকের আয়ামময় ভৌতিক এ দেহ।
পরিণাম চিন্তা প্রতি ভাবেনাকো কেহ॥
কৃষ্ণ পাদপদ্মে দেহ গড়াগড়ি দিতে।
হয়েছে বাসনা মোর উৎকণ্ঠিত চিতে॥
কৈবল্য পথের তুমি প্রিয় সহচরী।
বহুদিন হতে আছ জানিতো সুন্দরী॥
বিবেকের প্রতি লক্ষ আছে অনিবার।
তার পরিচয় এবে বিড়ম্বনা সার॥
যে ভাবে বৈরাগ্য হতে তোমার কামনা।
উপস্থিত কার্য্যে মন সাহস করেনা॥
একে নিজে অনিচ্ছুক তাহাতে পিতার।
সে শাসন অতিক্রম কঠিন ব্যাপার॥
বিশেষ পাইতে মুক্তি হেরিয়া হরিরে।
বড় সাধ হইয়াছে আমার অন্তরে॥
পুনর্জন্ম জয়পক্ষে আছে লক্ষ স্থিরে।
তাহাতে ঘটাবে বাধা কেন প্রেয়সীরে॥
স্বামির শুনিয়া বাক্য নারী প্রভাবতী।
করযোড়ে তাঁর প্রতি বলেন ভারতী॥
পার্থের সহিত রণ বাসনা তোমার।
তাহাতে অনিচ্ছা কেন হইবে আমার॥
বীর বীরপণা করি নাম জগতেতে।
বীরনারী তাহা কিহে নারিবে সহিতে॥
যাও যাও প্রাণনাথ সেই রণভূমি।
আমার অবস্থা লক্ষ্য না করিলে তুমি॥
বিবেক তনয় করে মম হৃদে বাস।
তুমি সে বাসনা নষ্ট করিতে প্রয়াস॥
একি অসম্ভব উক্তি কর প্রাণপতি।
বিবেচনা করি দেখ শুনহ যুকতি॥
ঋতুস্নান সমাধান হয়েছে আমার।
এক্ষণে উচিত কার্য্য হয়েছে তোমার॥
সহবাস অভিলাষ নির্দ্দিষ্ট সময়।
কেন তাতে ঘৃণাভাব কর রসময়॥

বিবেক জননে কেন তুমি বীতরাগ।
আজি দাসী প্রতি কেন প্রকাশিছ রাগ॥
শুনিয়া নারীর কথা সুধন্বা তখন।
বলিতে লাগিল তারে অমিয় বচন॥
কৃষ্ণে হেরি সত্বরেতে হয়ে প্রত্যাগত।
অচিরাৎ মনোবাঞ্ছা করিব পূরিত॥
শুনি দুঃখে অধোমুখে নারী প্রভাবতী।
কহিল হে নাথ তব সুন্দর যুকতি॥
বালকেরে সহজেতে পার ভুলাইতে।
যে জানে ভুলানো তারে কঠিন নিশ্চিতে॥
আমি জানি যেই জন আপন চক্ষেতে।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমূর্ত্তি পারয়ে হেরিতে॥
যারা কোনরূপে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায়।
সংসারে আসিতে তারা ভাবে ঘোর দায়॥
কর্ম্মপাশ ছেদ হয় হেরিলে মাধবে।
মুক্ত হয়ে যায় জীব আসেনাকো ভবে॥
নারীর শুনিয়া কথা সুধন্বা তখন।
কহিতে লাগিল তারে সান্ত্বনা বচন॥
গুণবতী প্রভাবতী প্রেয়সী আমার।
কৃষ্ণ দর্শনের ফল বিদিত তোমার॥
সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রাপ্তি দর্শন যাহার।
তার পুন সংসারেতে গতি নহে আর॥
তবে তুমি কি কারণে নির্ব্বোধের মত।
জেনে শুনে কথা কও যেন জড়বত॥
কেন তবে সহবাস করহ কামনা।
সন্তান পাইতে কেন এরূপ সাধনা॥
মায়া কাটাইতে জেনো সবার প্রয়াস।
কেন মায়াময় পুত্রে পেক্ষে অভিলাষ॥
জেনো সাধনের পক্ষে বিষম বালাই।
উদ্ধার পথের কাঁটা জাননা কি তাই॥
নারী পুত্র পরিবার সব মায়াময়।
নিত্য তত্ত্ব ভোলে জীব ইহার আশ্রয়॥

আমার আমার করি সদা টানাটান।
মায়াবদ্ধ জীব মুক্তি না পায় সন্ধান॥
আপনার পথে যারা কণ্টক প্রদান।
করে থাকে মায়া ঘোর বিনাশিয়া জ্ঞান॥
ছাড়াইলে যাহাদের বিষম মমত্ব।
তবে জীব মুক্ত হয় পায় নিত্য তত্ত্ব॥
তুমি জেনে শুনে কেন সে মায়া কর্ষণ।
করিবারে সচিন্তিত ওহে প্রাণধন॥
বল ইথে ইষ্ট সিদ্ধি লাভ কি হইবে।
ফল এই,—নরকেতে ডুবিতে হইবে॥
অশ্বতরী মত গর্ভ করিয়া ধারণ।
আপনা নাশিতে হবে সন্তান কারণ॥
এই জন্য জ্ঞানীলোকে ত্যজিয়া সংসার।
পরিজন বিসর্জ্জন দেয় অনিবার॥
রাজ্য দেশ গ্রাম সব করি বিসর্জ্জন।
সমাধিতে ঈশ্বরেতে তপস্যা গমন॥
বিজন বিপিন বাস করে সমাশ্রয়।
ইচ্ছা হরিপদে জীব হইবারে লয়॥
তুমিত অজ্ঞান নহ জান তত্ত্বজ্ঞান।
তবে কেন পুত্র তরে আকুল পরাণ॥
শুনি প্রভাবতী বাক্য করেন উত্তর।
যা বলিলে শুনিলাম ওহে গুণধর॥
সত্য বটে এ সংসার সমুদ্র সন্তত।
মায়া মকরেতে তার সলিল আপ্লুত॥
কুচিন্তা আবর্ত্ত তার ভয়ানক গতি।
স্থির বুদ্ধি নৌকা কাঁপে সশঙ্কিত অতি॥
প্রতারণা মধ্যে মধ্যে দুরন্ত তরঙ্গে।
ভাসাইয়া লয়ে যায় নিমেষেতে রঙ্গে॥
অতএব এ সংসারে বিস্তর বালাই।
নাহি কিছু সুখলেশ সদা ভাবি তাই॥
কিন্তু নাথ দেখ ভেবে বৈষ্ণব প্রধান।
যোগীন্দ্রের অগ্রগণ্য অতি জ্ঞানবান॥
সনাতন তপোধন ভক্ত চূড়ামণি।
নারদ রাখিয়া পুত্র ত্যজিল অবনি॥
যোগবলে জ্ঞানবলে সে সকল লোক।
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হলো না হেরিল শোক॥
পুত্র হতে তাহাদের যোগপথাশ্রয়।
বিঘ্ন কভু ঘটে নাই জানিহ নিশ্চয়॥
নির্লিপ্ত ভাবেতে তারা ছিল সংসারেতে।
কাযে কাযে নরকেতে হয়নি পড়িতে॥
সুচতুর ব্যক্তি কভু নাহি ভোলে কায।
বিবেচিয়া করে কর্ম্ম জানিয়া সমাজ॥
সংসারে নগরে কিম্বা নির্জ্জন কাননে।
যেখানে নরের বাস আছে বিদ্যমানে॥
যদি হরি প্রতি লক্ষ্য রাখে নরগণে।
কি করিবে মায়া তারে বলো প্রাণধনে॥
দেখ ধ্রুব হিংস্রজন্তু-পূর্ণ বন মাঝে।
নয়ন মুদ্রিত করি নারায়ণে ভজে॥
কৈ ? হিংস্র পশুগণে তাহারে হিংসন।
কেন নাহি করে ছিল বল গুণধন॥
সেই রূপ এ সংসার গহন মধ্যেতে।
হরিরে ভাবিলে মায়া যাইবে নিশ্চিতে।
দুষ্ট বুদ্ধি প্রলোভন সব যাবে দূরে।
কমলাক্ষ কৃপাদৃষ্টি হলে একেবারে॥
শুনিয়া নারীর কথা রাজার নন্দন।
রমণীরে সম্বোধিয়া বলেন তখন॥
হারি মানিলাম আমি তোমার কথায়।
বুঝিলাম তব কথা কাটা ঘোর দায়॥
যুক্তির সহিত তব তর্কের আশ্রয়।
কোন রূপে খণ্ডনীয় হইবার নয়॥
কিন্তু কি করিব বল আমি পরাধীন।
রাজার শাসনে আমি আছি চির দিন॥
নৃপতি আদেশ তুমি জাননা সুন্দরী।
সেই জন্য এত কথা কহু যত্ন করি॥

দুন্দুভির উচ্চ রব নৃপতি ঘোষণা।
যেরূপ ভয় সে তোমার নাহি আছে জানা॥
যে বীর সংগ্রাম যাত্রা না করে নিশ্চয়।
তপ্ততৈল কটাহেতে তার গতি হয়॥
রাজার আদেশে করি তাহারে বন্ধন।
কটাহেতে ফেলে দিবে অবাধ্য যেজন॥
যাহার বিলম্ব হবে সংগ্রামে পশিতে।
তারো এই গতি প্রিয়ে হইবে নিশ্চিতে॥
আদেশেতে উর্দ্ধশ্বাসে যত বীরগণ।
বীর সাজে রণ আশে করিছে গমন॥
আমার বিলম্ব আর উচিত না হয়।
কি জানি কুপিত হবে পিতা মহাশয়॥
হইলে বিলম্ব কিম্বা অবাধ্য হইলে।
তপ্ততৈলে প্রবেশিতে হবে অবহেলে॥
অতএব অনুরোধ নারিনু রাখিতে।
তার জন্যে প্রিয়ে কিছু না ভাবিহ চিতে॥
কৃতান্তে না করি ভয় নাই ভয় কারে।
একমাত্র সত্যে ভয় আছে হে আমারে॥
ঋতুরক্ষা জন্য মোরে করিতেছ জেদ।
তুমি কি জাননা প্রিয়ে রহস্যের ভেদ॥
কি জন্যেতে অগ্রসর হয়না মানস।
সব জানো, তবে প্রিয়ে কেনহে বিরস॥
ঋতুধর্ম্ম রক্ষিবারে তব আকিঞ্চন।
বল দেখি রতি প্রতি বিরতি এমন॥
কখন কি হইয়াছে?—অনুগত জন।
আজ বিপরীত ধর্ম্ম কেন দরশন॥
অবশ্য ইহার গূঢ় কারণ থাকিবে।
তা না হলে কেন বল এরূপ ঘটিবে॥
রাত্রিকালে নর নারী একত্রে শয়ন।
করি সহবাস সুখে উভয়ে মগন॥
দিবাকালে সহবাস উচিত না হয়।
সেই জন্য শাস্ত্রে দোষ আছে সুনিশ্চয়॥
সাধুরা সৎপথে সদা করে থাকে গতি।
অবশ্যই আছে ফল তাহাতে বিস্তৃতি॥
আয়ুধর্ম্ম রক্ষা হয় নিন্দার রক্ষণ।
এই জন্য শাস্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ করণ॥
যুক্তি বিনা কোন্ কার্য্য হয় সম্পাদন।
আচার ধর্ম্মের মূলে যুক্তি সংস্থাপন॥
জ্ঞানীলোকে সেই জন্য করিতে শাসন।
শাস্ত্রের ব্যবস্থা সব করেন রচন॥
গুণবান সমাজেতে তাহার আদর।
মূর্খে কে বুঝিবে তার মর্ম্ম অতঃপর॥
অতএব দিবসেতে বিহার বাসনা।
কোনরূপে জেনে শুনে করিতে পারিনা॥
এতে তুমি মনঃক্ষোভ করোনা সুন্দরী।
সমুদয় বলিলাম তব বরাবরি॥
শুনি ক্ষোভে প্রভাবতী স্বামির বচন।
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন তখন॥
অন্তরে বিষাদ গণি ভাবি পরমাদ।
বলিলেন স্বামী প্রতি আপন বিষাদ॥
অনঙ্গে না করি ভয় যদি প্রাণকান্ত।
অর্জ্জুনের সহ যুদ্ধ করিবে একান্ত॥
যাবে যাও, তাতে আমি করিনাকো মানা।
কিন্তু মোর দশা নাথ বারেক ভাবনা॥
তুমি বীর স্বামী মোর জগতেতে খ্যাতি।
অনঙ্গ অবলা জনে জ্বালায় সম্প্রতি॥
না মানে দোহাই কার হানে সদা শর।
তাহাতে আমার দেহ সদা জর জর॥
দেশকাল পাত্র জানি অভাগা রমণী।
তব প্রণয়িনী হয়ে কামের অধিনী॥
এর বাড়া কষ্ট কিবা আছয়ে ভাগোতে।
বল দেখি প্রাণনাথ মোরে স্বরূপেতে॥
সহবাস করিবার উচিত সময়।
বিশেষ রমণী আমি জেদি অতিশয়॥

অনায়াসে অনুরোধ করি উল্লঙ্ঘন।
বাসনা করিছ তুমি করিবারে রণ ॥
যে কাল যাইছে তাহা পুন না আসিবে।
আর কভু অনুরোধ শুনিতে না হবে ॥
কৃষ্ণ হেরিবার কাল আছয়ে অনেক।
বলিলাম, কর তুমি বাসনা যতেক ॥
বয়স অথবা কাল হরি হেরিবারে।
কিছু নির্দ্ধারিত নাই জেনো গুণাধারে ॥
আমার এ হেন দশা দেখি রসময়।
গেলে কি হইবে তাহা জাননা নিশ্চয় ॥
প্রাণপতি রণে গতি হইলে তোমার।
নিশ্চয় এ প্রাণ মোর হবে পরিহার ॥
প্রণয়িনী মুখে শুনি এতেক বচন।
সুধন্বা তাপিত চিত হইল তখন ॥
বিধিমতে বুঝাইল প্রবোধ বচনে।
বলে প্রিয়ে চিন্তান্বিত হওনা কখনে ॥
অবশে বলিহে আমি তোমার নিকটে।
মনোগত অভিপ্রায় এ ঘোর সঙ্কটে ॥
তোমার সহিত মোর যে রূপ সম্বন্ধ।
তাতে মেসামিসি পক্ষে না করিহ সন্ধ ॥
পাবে বহুদিন প্রিয়ে হেরিতে আমারে।
সুখের তরণী তুমি এইত সংসারে ॥
যদিও হে এই ঋতু না হলো রক্ষণ।
কিন্তু পুনর্ব্বার ইহা দিবে দরশন ॥
মাসে মাসে ঋতু হয় জানে সকলেতে।
অবশ্যই উপভোগ হবে হে নিশ্চিতে ॥
আজি হইল না বলে হওনা কাতর।
কখন তোমার প্রতি নহে অনাদর ॥
কিন্তু পার্থ সনে যুদ্ধ করিবার পক্ষে।
কখন সুবিধা কিবা হেরিব হে চক্ষে ॥
তাই বলি কুতূহলী হয়ে প্রাণেশ্বরী।
আমারে বিদায় দাও ত্রিলোক সুন্দরি ॥

শুনি প্রভাবতী পতি বাক্য প্রতি কয়।
কেন এত নিরদয় হও মহাশয় ॥
শাস্ত্রে বলে ঋতুরক্ষা পূর্ণ পঞ্চদশ।
দিবসেতে সহবাস ফল প্রাপ্তি বশ ॥
গর্ব্ভাধান পক্ষে এই প্রশস্ত সময়।
জেনে শুনে শাস্ত্রকারে করেছে নির্ণয় ॥
নিকটে থাকিয়া যেই স্বামি মূঢ়মতি।
ঋতুরক্ষা নাহি করে ত্যজয়ে যুবতী ॥
তাহার দুষ্কৃতি ভোগ খণ্ডনীয় নয়।
মহাপাপে লিপ্ত হয় তার বংশচয় ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিন কিম্বা তাহার পূর্ব্বাহে।
সহবাস দূষ্য হয় শাস্ত্রকারে কহে ॥
মহাগুরু নিপাতেতে বৎসরেক কাল।
সহবাসে লিপ্ত হলে পাতক জঞ্জাল ॥
একাদশী তিথি দিনে কিম্বা বারব্রত।
এ সকল সহবাসে নিষেধ সতত ॥
কিম্বা মৃত পিতা মাতা দিবস হইতে।
যত দিন আদ্য কৃত্য নহে সমাহিতে।
সেই হতে বৎসরেক রমনী গমন।
নাহি করে থাকে বিজ্ঞে শাস্ত্রের বচন ॥
নিশ্চয় এ সব হয় বর্জনীয় বিধি।
তোমার সে সব কিছু নাকি গুণনিধি ॥
তবে কেন অনুরোধ উচিত সময়।
উল্লঙ্ঘন করিতেছ তুমি মহাশয় ॥
শুনিয়া শাস্ত্রের বাণী রমণীর মুখে।
সুধন্বা কিঞ্চিৎ কাল রহিল বিমুখে ॥
মনে মনে প্রণয়নী অকাট্য বচন।
ভাবিয়া উত্তর কিছু না পান তখন ॥
শেষেতে কৌশল করি রমণীরে বলে।
পিতৃ আজ্ঞা রক্ষা পক্ষে নাহি কালাকালে ॥
বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পুত্র পিতার দৃষ্টিতে।
বাল্যভাব বিবর্জিত স্নেহের চক্ষেতে ॥

জনকের বর্ত্তমানে তাঁহার তনয়।
কখন স্বাধীন ভাবে নাহি বিচরয়॥
বিশেষ সবার বড় আমি বয়সেতে।
পিতার আদেশ রক্ষা হয় সমুচিতে॥
সে পক্ষেতে উদাসীন অবাধ্য হইলে।
নরকে পড়িতে মোর হবে অবহেলে॥
পিতার ইঙ্গিত জানি তাঁহার বাসনা।
পূর্ণ করে যেই পুত্র তার কীর্ত্তি নানা॥
উত্তম সন্তান বলি করে তারে খ্যাতি।
তার গুণে কুলকীর্ত্তি হয় হে বিস্তৃতি॥
শুনিয়া পিতার কার্য্য যে করে পালন।
মধ্যম তনয় তারে শাস্ত্রকারে কন॥
যে জন না শুনে কভু পিতার বচন।
অধম সে পুত্র হয় মনেতে রচন॥
অতএব পিতা হতে এ দেহ ধারণ।
তাঁহার দয়াতে প্রাণ হয়েছে পালন॥
তাঁর কার্য্য সমাধিতে দ্বিরুক্তি সম্ভবে?।
ইহাতে পতন হলে ইষ্ট সিদ্ধি তবে॥
এতে বাধা দিওনাহে রমণী প্রধান।
সাধিতে কর্ত্তব্য কর্ম্মে মন সমাধান॥
করিয়াছি জেনো প্রিয়ে এই অবসরে।
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর থাক ধৈর্য্যধরে॥
শুনিয়া স্বামির কথা যুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিল তাঁরে বিনয়ে বিস্তর॥
তোমার জনক যুদ্ধে করেছে গমন।
আদেশ করিছে সবে করিবারে রণ॥
অনুগামী হইবারে যত বীরগণ।
বীর সাজে সরজিয়া চলিছে এখন॥
তুমিও চলেছ বীর জানি সুসময়।
তাতে বাধা দিতে ইচ্ছা নাহি রসময়॥
কিন্তু নাথ জিজ্ঞাসিহে বলনা আমারে।
মোক্ষ্ণ্ট্টুকাল রাজা আছে ক্ষোভসারে?॥
যদি জানিতেন তিনি ঋতুরক্ষা দিন।
সহবাসে নিষেধিতে কভু দৃষ্টি হীন॥
না হইত গুণনিধি সুবিজ্ঞ নৃপতি।
অতএব ধর্ম্মরক্ষা করি দ্রুতগতি॥
শীঘ্র গিয়া অনুগামী সৈন্যের সহিত।
শুভযাত্রা কর বীর সাজহ ত্বরিত॥
অকারণ কালক্ষেপে কিবা প্রয়োজন।
দুদিক বজায় রাখা উচিত এখন॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
এইরূপে স্বামি প্রতি প্রভাবতী কয়॥
ক্রমে কথা কাটাকাটি করিয়া অনেক।
রাজার নন্দন ভাবে বলিনু যতেক॥
কোন কথা না শুনিল প্রেয়সী আমার।
সহবাস ভিক্ষা চাহে মোরে অনিবার॥
এখন কি করি আমি বিপদ চৌদিকে।
ও দিকে পিতার আজ্ঞা রমণী এদিকে॥
যদি যাই তেয়াগিয়া আপন রমণী।
কিজানি ক্ষোভেতে প্রিয়ে ত্যজিবে পরাণী॥
আমি জানি নারী যত হউক শিক্ষিত।
অভিমানে পরিপূর্ণ নারীজনচিত॥
ভাল মন্দ না বুঝিবে আত্মঘাতী হবে।
তাহলে সে পাপ মোরে অবশ্য অর্শিবে॥
হত্যার কারণ আমি হব সুনিশ্চিত।
রমণী বিয়োগ দুঃখে হব অভিভূত॥
এ দিকেতে এ বিপদ ও দিকে পিতার।
অবাধ্য হইলে মোর নাহিক নিস্তার॥
এরূপ সঙ্কটে আমি নাহি দেখি কুল।
বুঝিলাম ভাগ্যে বিধি মোর প্রতিকুল॥
মনে মনে এই চিন্তা চিন্তিত সে যুবা।
মুখ মণ্ডলেতে ম্লান প্রকাশিল আভা॥
মৌন জানি সেই ধনী হয়ে আনন্দিত।
আপনার ভাগ্যপথ মানে পরিষ্কৃত॥

রসাবেশে গলদেশ দুই ভুজে ধরি ॥
নায়কেরে নিজ কোলে বসায় সুন্দরী।
পতি গতিরোধ করি যুবতী তখন।
আনন্দ অন্তরে ভাসে রমণীর মন ॥
লতিকা যে রূপ শালবৃক্ষ সমাশ্রয়।
করে থাকে বনমধ্যে অতি শোভাময় ॥
তার ন্যায় প্রাণনাথে ধরি বাহুপাশে।
প্রভাবতী লতা প্রায় আনন্দেতে ভাসে ॥
বীরের বীরত্ব দূর হলো অবসান।
অন্তরে অনঙ্গ স্রোত বহে বিদ্যমান ॥
বীর গর্ব্ব হলো খর্ব্ব অবলার কাছে।
অবনত হয়ে ধায় প্রণয়িনী পাছে ॥
কাচপোকা যেইরূপ আর্সলাকে ধরে।
তার ন্যায় পতি শোভে পত্নীর গোচরে ॥
নড়িতে চড়িতে ইচ্ছা অবশ চরণ।
শক্তির নিকটে শক্তি পরাস্ত এখন ॥
রমণীর বাহুভেদে নহিল শকতি।
অঙ্গে স্বেদ জল ঝরে ঘর্ম্মে দেহ তিতি ॥
কম্পিত হইল দেহ ভাবের গতিকে।
অঙ্গ হতে অলঙ্কার খোলে একে একে ॥
বিচিত্র কবচ আগে কৈল উন্মোচন।
শির হতে কিরীটেরে ফেলিল তখন ॥
অঙ্গদ বলয় আদি অঙ্গের ভূষণ।
ব্যস্ত হয়ে সে সকল করিল ক্ষেপণ ॥
ঘর্ম্মে বিভূষিত দেহ মুক্ত কৈল এবে।
অস্ত্রশস্ত্র হস্ত হতে পড়ে গেল সবে ॥
এক যুদ্ধ যাত্রা ছিল বীরের মানসে।
এখানে অপর যুদ্ধ হলো ভাগ্যবশে ॥
রণভূমি সুরময় পালঙ্ক উপর।
প্রথমতঃ বাহুযুদ্ধ ঘটিল সত্বর ॥
শেষে প্রাপ্তিলাভ কৈল সমাধিয়া রণ।
তখন যুবতী নীচে আছেন পতন ॥

এ দিকেতে রাজপুত্র হয়ে স্বরান্বিত।
যুদ্ধ সমাপিয়া রণে উঠে আচম্বিত ॥
ত্বরা করি পার্থ সনে চলে যুঝিবারে।
মনে মনে চিন্তান্বিত রাজার কুমারে ॥
ও দিকেতে ঋতুমতী থাকি প্রভাবতী।
স্বামির বিহারে ধনী হলো গর্ব্ভবতী ॥
মনের বাসনা পূর্ণ হয়ে বড় সুখী।
পূর্ব্বমত আর তাকে নাহি দুখী দেখি ॥
এ দিকেতে নৃপবর সবার গোচরে।
যুদ্ধস্থলে এই কথা বলিল সত্বরে ॥
আমার আদেশে যত বীরের সংহতি।
রণস্থলে অবিলম্বে সবে করে গতি ॥
আমার শাসন ভয় করিয়াছে সবে।
সকলেরে অগ্রসর দেখিতেছি এবে ॥
কিন্তু কেন সুধন্বারে হেরিনা এখন।
আমার শাসন কিবা হলো বিস্মরণ ॥
বল বলাধ্যক্ষ তুমি ইহার কারণ।
কি জন্য সুধন্বা রণে নহে আগমন ॥
দুন্দুভির উচ্চনাদ কর্ণপথে তার।
নিপতিত হয় নাই আদেশ আমার ॥
কেন আজি সেই পুত্র অবাধ্য হইল।
কেন আজি এ দুর্ব্বুদ্ধি তাহার ঘটিল ॥
আশ্চর্য্য হইনু আমি আমার আদেশ।
সুধন্বা জানিতে নাহি পেরেছে বিশেষ ॥
তৈল কটাহের কথা হইল বিস্মৃত।
কি জন্য আমার পুত্র করিল এমত ॥
কেন মোর অনুমতি করিল লঙ্ঘন।
কেন রণযাত্রা নাহি করিল নন্দন ॥
কি কারণে স্পর্দ্ধা মনে হয়েছে তাহার।
বুঝিলাম সুধন্বার নাহিক নিস্তার ॥
দেখ পার্থ অভিমুখে যত বীরগণ।
হয় হস্তী রথ আদি করিছে গমন ॥

কেন পুত্র নিন্দনীয় কর্ম্মে হলো রত।
কে তারে এ কুমন্ত্রণা দিলহে সতত ॥
রাজপুত্র বলি তার মনে অভিমান।
সে জন্য আদেশ মম না কৈল বাখান ॥
না কৈল গৌরব জ্ঞান আমার তনয়।
তার জন্যে ফলভোগ হইবে নিশ্চয় ॥
পুত্র হোক্ পৌত্র হোক্ আত্মীয় বান্ধব।
অবাধ্য হইলে তারে প্রাণে পরাভব ॥
তৈল কটাহের মধ্যে করিতে গমন।
হইবেক ইহা কিছে জানেনা নন্দন ॥
আইনের নিকটেতে নাহি পক্ষপাত।
অবাধ্য হইলে যাবে সত্বর নিপাত ॥
অতএব কালমূর্ত্তি করেতে মুদগর।
সবলে যবন সবে হও অগ্রসর ॥
যেখানে আমার পুত্রে দেখিতে পাইবে।
কেশে ধরে শীঘ্র তারে এখনি আনিবে ॥
রাজার কুমার বলে না করিহ ডর।
অবশ্য আমার আজ্ঞা পালিবে সত্বর ॥
যত দিন বর্ত্তমান আমি সিংহাসনে।
তত দিন রবে সবে আমার শাসনে ॥
আমি গত হলে যেই হইবে নৃপতি।
সে কালে তাহার বশ্য হবে এই নীতি ॥
যাও মনে দ্বৈধ কিছু না করিহ সবে।
এখনি সুধন্বা সঙ্গে উপস্থিত হবে ॥
সম্মুখে যে তৈল পূর্ণ কটাহের স্থিতি।
উহাতে নিক্ষেপ তারে করিবে সম্প্রতি ॥
আদেশ সকল লোক্ সত্যের রক্ষণ।
কাল ব্যাজ নাহি কর শুনহ বচন ॥
আজ্ঞামাত্র কালান্তক কালের আকার।
যবনেরা ধায় যথা রাজার কুমার ॥
কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া যবন।
হেরিল রথেতে বীর নৃপের নন্দন ॥
ত্বরা করি যাইতেছে অন্তঃপুর হতে।
বিলম্ব বলিয়া আছে উৎকণ্ঠিত চিতে ॥
রমণী সম্ভোগ করি বীর গুণমণি।
আস্তে ব্যস্তে অগ্রসর হইল আপনি ॥
হেরি রাজপুত্রে দুষ্ট যবন তখন।
নতশিরে কর যুড়ে বলয়ে বচন ॥
অনুগত চিরদিন আমরা সকলে।
রাজা রাজপুত্রে ভিন্ন নহে কোন কালে ॥
বলিতে হৃদয় কাঁপে না সরে বচন।
স্মরিতে সে কথা মুখে শঙ্কিত এখন ॥
চিরকাল হিতকারী রাজার প্রসাদে।
সুখে বাস করি মোরা না ভাবি বিষাদে ॥
ভৃত্য মোরা কার্য্যকালে কিঙ্করের ধর্ম্ম।
করে থাকি নাহি জানি কার কিবা মর্ম্ম ॥
হয়েছে রাজার কোপ তোমার উপর।
যুদ্ধের বিলম্ব দেখি নৃপ গুণাকর ॥
অসম্ভব নিদারুণ করেছেন পণ।
বলিতে হৃদয় ফাটে সে সব বচন ॥
বজ্রপাত তুল্য বাক্য কি রূপে বলিব।
বিধাতার কাছে মোরা আছি দোষী সব ॥
যদি বিধ দয়া করি অগ্রেতে জীবন।
লইতেন তাতে ক্ষোভ নহে গুণধন ॥
কিন্তু আজি বেঁচে থেকে নিষ্ঠুরের কায।
এ হেন করিব তাহা ভেবে পাই লাজ ॥
আজ কেন হেন কায করিনু গ্রহণ।
সেই জন্য খিদ্যমান সকলের মন ॥
রাজার আদেশে মোরা তোমারে লইতে।
আসিয়াছি গুণাধারে বলিছি নিশ্চিতে ॥
গুণধাম গুণাধার শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
তোমারে আমরা কিবা বুঝাইব হিত ॥
বিশেষ যবন মোরা জ্ঞানবিবর্জ্জিত।
ভালমন্দ জ্ঞান শূন্য নীচ কার্য্যে রত ॥

কি কারণে নৃপতির আদেশ হেলন।
জেনে শুনে করিলে হে রাজার নন্দন॥
অবশ্য কারণ কিছু থাকিবে ইহার।
নচেৎ তোমার মতি কেন এ প্রকার॥
যাহোক্ চিন্তিত বড় মোদের নৃপতি।
সেই জন্য পাঠাইছে এখানে সম্প্রতি॥
বল প্রকাশিয়া তোমা লইতে সেখানে।
যেখানে সে নরনাথ আছে বিদ্যমানে॥
অনুরোধ রাজপুত্র শুনহ বচন।
এখনি সে নৃপবরে দেহ দরশন॥
নিজে ব্যূহ বিরচিয়া দেখাও বিক্রম।
অনুনয়ে পিতৃ ক্রোধ কর উপশম॥
বিনীত হইলে পিতা আপনার ক্রোধ।
নিবারণ করিবেন এই লয় বোধ॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
যবে যবনের মুখে রাজার তনয়॥
শুনিলেন পিতৃক্রোধ দারুণ আদেশে।
তখনি করিল যাত্রা পিতার উদ্দেশে॥
যেখানে সকল বীর রয়েছে সজ্জিত।
যুদ্ধ করিবার জন্য হয়েছে প্রস্তুত॥
সেখানেতে উপস্থিত রাজার নন্দন।
দেখিল কম্বু আর যত সৈন্যগণ॥
মধ্যে বিরাজিছে রাজা পার্শ্বে দাঁড়াইতে।
অনুরক্ত বীর সব আছে চারিভিতে॥
এ হেন সময় বীর নামি রথ হতে।
পিতার চরণে নত হইলেক সুতে॥
ভক্তিভাবে কর যুড়ি নিকটে তাঁহার।
দাঁড়াইল বীরবর গুণের আধার॥
হেরিয়া পুত্রের মুখ নৃপতির মন।
মহাক্রোধে কম্পান্বিত হইল তখন॥
বলিতে লাগিল তারে ভৎর্সি বিধিমতে।
কেনরে দুর্ব্বুদ্ধি তোর ঘটিল এমতে॥

কি কারণে মোর বাক্য নাহি বর্ণপাত।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা হইতে নিপাত॥
আমার আদেশ হেলা কেনরে বাসনা।
করিলি কুপুত্র তুই কাহার মন্ত্রণা॥
মরিবার সাধ কেন ঘটিল রে তোরে।
অসম-সাহস কেন হইল এবারে॥
নরাধম কাপুরুষ কি ভেবেছ মনে।
তুমি কি জাননা মোর অলঙ্ঘ্য শাসনে॥
শুনিয়া রাজার কোপ ভৎর্সনা বচন।
করযোড়ে বীরবর বলেন তখন॥
ইচ্ছা করে নৃপবর তোমার শাসন।
উল্লঙ্ঘন নাহি আমি করি কদাচন॥
জননীর নিকটেতে লইয়া বিদায়।
আসিতেছি রণযাত্রা করিতে ত্বরায়॥
পথিমধ্যে আচম্বিতে আমার রমণী।
আকিঞ্চন বিধিমতে করিল আপনি॥
ঋতুস্নান করেছিল নারী প্রভাবতী।
বিহারিতে তার সনে কালক্ষেপ অতি॥
হইয়াছে এ কারণ শুন মহাশয়।
জেনে শুনে অবাধ্যতা প্রকাশিত নয়॥
কি করি পত্নীর এই দারুণ প্রার্থনা।
পুরাইতে এ সময় তাহার কামনা॥
এই কালক্ষেপ পক্ষে প্রধান কারণ।
অন্য কার্য্যে কালক্ষেপ করিনি কখন॥
দৈববশে রতিরসে নির্দ্দিষ্ট সময়।
উপস্থিত হই নাই আমি মহাশয়॥
শুনিয়া কোপেতে রক্ত রাজার লোচন।
বলিল পুত্রেরে করি তর্জ্জন গর্জ্জন॥
ধিক্ মূর্খ শত ধিক্ তোর বিবেচনা।
এ সময় রতিদানে তোমার বাসনা॥
আশ্চর্য্য হইনু হেরি তোর এ ব্যাভার।
তোর হতে কুলনষ্ট হইল আমার॥

কৃষ্ণ চরণেতে তোর নহে স্থিরমতি।
কামের অধীন হলি কাপুরুষ অতি॥
প্রণয়িনী পিপাসায় করিলি বারণ।
আপনার তৃষ্ণা শান্তি নহে কদাচন॥
বরুণ পিপাসা শান্তি যাঁরে পেয়ে করে।
তাঁরে ভুলে গেলি তুই নিতান্ত পামরে॥
ধিক্ তোর বাহুবল ধিক্ ধর্ম্মজ্ঞান।
ধিক্ জন্ম ক্রিয়া কর্ম্ম সকল বিধান॥
শুনেছিস্ কৃষ্ণ করে নিকটেতে স্থিতি।
কামে মজি তুই তাহা হইলি বিস্মৃতি॥
কি বলিব তোর ভাগ্যে বিধাতা বিমুখ।
এই জন্য নিরন্তর ভুঞ্জিতেছ দুখ॥
ভাগ্যে না থাকিলে সুখ কেবা দিতে পারে।
কপালের দুখ কেহ খণ্ডিবারে নারে॥
আমার ঔরসে হেন কাপুরুষ সুত।
জন্মিয়াছে ঘোর পাপী বিষম অদ্ভুত॥
যাহাহোক্ কৃষ্ণপদে গতি মতি হীন।
সেই জন্য ভুগিতেছ এতেক দুর্দ্দিন॥
যেমন আদেশ মোর করিলে হেলন।
তার মত ফলভোগ ঘটিবে এখন॥
এখনি তৈলেতে পূর্ণ কটাহ মধ্যেতে।
ফেলাইয়া দিব তোরে সকল সাক্ষাতে॥
পাপাচার কুব্যাভার কামে রত চিত।
এখনি তোমারে শাস্তি দিব যথোচিত॥
এই বলি দূতগণে ডাকি নিকটেতে।
বলিল সকলে যাও আন পুরোহিতে॥
দুই ভাই গুণবান্ আমার সহায়।
শঙ্খ লিখিত নাম ব্যাপিত ধরায়॥
তাঁহাদের চরণেতে দিবে সমাচার।
আমার আদেশ হেলা আমার কুমার॥
করিয়াছে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধন্বা আমারে।
তৈল পূর্ণ কটাহেতে দিতে হবে তারে॥
তাঁহাদের আজ্ঞা কভু না করি হেলন।
আমাদের হিতকারী তাঁহারা দুজন॥
আদেশিবে মোরে যাহা না হইবে আন।
সকলি ত্যজিতে পারি কি ছার সন্তান॥
এখন তোমরা সবে হয়ে সাবধান।
তপ্ত তৈল কর এবে মোর বিদ্যমান॥
দেখিবে সকল বীর আমার সাক্ষাতে।
ধনঞ্জয় আদি যত শত্রু সমাজেতে॥
সত্যে দৃষ্টি কত দূর জানাব এখনি।
সত্যের কারণে পারি ত্যেজিতে অবনি॥
শুনিয়া রাজার আজ্ঞা যত দূতগণ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রধাবিত হইল তখন॥
প্রণমিয়া পুরোহিতে নৃপ সমাচার।
জানাইল স্থূল মর্ম্ম এই ঘটনার॥
বিবরিয়া বলিলেক বার্ত্তাহর গণ।
সঙ্কটে পতিত এবে নৃপতির মন॥
কি করিবে কি হইবে জানিতে উপায়।
পাঠায়েছে মোসবায় পড়ি ঘোর দায়॥
রাখিয়াছে সাজা করি তৈল পূর্ণপাত্র।
রয়েছে সেখানে রাজা সঙ্গেতে অমাত্য॥
আদেশ পাইলে রাজা করে সেইমত।
করিবেন এই তাঁর হয় অভিপ্রেত॥
আমাদের বোধ হয় তপ্ত তৈলে ত্যেজি।
অভিভূত হবে রাজা পুত্র স্নেহে মজি॥
হঠাৎ? প্রতিজ্ঞা ঘোর নারেন ছাড়িতে।
নৃপতি শঙ্কিত-চিত ঘোর সঙ্কটেতে॥
তোমাদের অনুকূল হইলে আদেশ।
স্নেহ অভিভূত চিত না হবে নরেশ॥
শুনিয়া দূতের মুখে এতেক বচন।
হাসিয়া লিখিত তারে বলেন বচন॥
সত্য তুল্য আর ধর্ম্ম নাই সংসারেতে।
এর তুল্য আত্মবস্ত নাহিক জগতে॥

সত্য হলে ধর্ম্ম হয় ধর্ম্মে মুক্তি ঘটে।
সকলের সত্যে মতি থাকেনা সঙ্কটে॥
যাও দূত ত্বরা করে জানাও রাজারে।
আমরা বলিনা তাঁরে মিথ্যা পালিবারে॥
সর্ব্ব সমক্ষেতে রাজা করেছেন পণ।
এখন কিরূপে তাহা করিবে গোপন॥
ধর্ম্ম রুষ্ট হবে ইথে লোক অসন্তোষ।
সত্যেরে হেলিলে হবে এই সব দোষ॥
অনুগত অনুচরে সাক্ষাতে না কবে।
পশ্চাতে থাকিয়া তারা দুর্নাম করিবে॥
চিরকাল এ অখ্যাতি হইবে প্রচার।
অন্তেতে নরক প্রাপ্তি সূচনা তাহার॥
দেব দ্বিজ সকলেতে করিবেন ঘৃণা।
সঞ্চিত সুকৃতি নষ্ট বাড়িবে যন্ত্রণা॥
এ জন্য বিষয়ী লোকে সত্যে রাখি দূরে।
ধনবৃদ্ধি অর্থলাভ অধর্ম্মেতে করে।
রাতারাতি ধনী হয় মিথ্যার আশ্রয়।
সত্যেতে থাকিলে তাহা ঘটিবার নয়॥
এখন পুত্রের স্নেহে হইলে কাতর।
তা হলে সত্যেতে ঘোর হবে অনাদর॥
নরকের পথ মুক্ত হইবে ইহাতে।
ইহা কি নৃপতি মনে হয়নি উদিতে॥
সে নরক নাশিবার নাহি অন্য পথ।
জেনে শুনে মিথ্যা কার্য্য একি অসঙ্গত॥
দেখি সত্য রক্ষা জন্য ধার্ম্মিক নৃপতি।
হরিশ্চন্দ্র কত দূর অনন্ত দুর্গতি॥
ভুগেছিল সংসারেতে তাহা কে না জানে।
কৌশিকে প্রদানি রাজ্য ভ্রমে নানাস্থানে॥
ক্রীত দাস পরিবার সহিত সন্তান।
নিজে নীচ কার্য্য করে নাহি অভিমান॥
কাশীধামে গঙ্গাতীরে থাকিয়া শ্মশানে।
তথাপি রাখিল সত্য ধর্ম্ম বিদ্যমানে॥
হায় যবে তার পুত্র হইল নিধন।
জননী চলিল তারে করিতে দাহন॥
প্রভু কার্য্যে নিয়োজিত ধার্ম্মিক নৃপতি।
পরিবার কাছে দান চান শীঘ্রগতি॥
নাই অর্থ নিকটেতে জননী পাগল।
পরিধেয় বস্ত্র ছিল তাহার সম্বল॥
তাহা প্রদানিল রাণী রাজার করেতে।
কেহ কার পরিচয় নহেক বিদিতে॥
এরূপ কষ্টেতে পড়ি পুত্রের নিধন।
নিঃসম্বল পরিবার করয়ে রোদন॥
তথাপি দানের জন্য বসন লইল।
সর্ব্বস্বান্ত হলো রাজা সত্য না ছাড়িল॥
সাধারণ জন নয় সেই সে রাজন।
অদ্যাপি সকলে সত্য মহিমা কীর্ত্তন॥
করে থাকে নাম যশ গৌরব মুখেতে।
হায় কি মহৎ ব্যক্তি আছিল ভারতে॥
কৈকেয়ীর সত্যে বদ্ধ হয়ে দশরথ।
রাম হেন পুত্রে দিল অরণ্যের পথ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে শ্রীরামের বাস।
করিয়া কঠোর কার্য্য রাজা স্বর্গবাস॥
তবু সত্য না ছাড়িল অজের নন্দন।
কেবা না বাখানে তারে যত সাধুজন॥
জন্মিয়া জগতে খ্যাতি পায়হে তাহারা।
সত্য প্রতি স্থির মতি আছয়ে যাহারা॥
সকলের সাক্ষাতেতে এই নরনাথ।
প্রতিজ্ঞা করেছে তাহা কাহার অজ্ঞাত॥
পুত্র হোক্ পৌত্র হোক্ আর সহোদর।
যে হবে অবাধ্য তারে তৈলের ভিতর॥
নিক্ষেপিব এই কথা শুনহ সকলে।
এখন কি হবে তাহা কাযে না করিলে॥
যদি পুত্রস্নেহে রাজা সত্যে অনাদরে।
রাখিতে আপন বাক্য চেষ্টা নাহি করে॥

তা হলে কেশবে কৃপা না হবে কখন।
নরক যন্ত্রণা ভোগ হবে সর্ব্বক্ষণ॥
যুদ্ধে কার্য্য নাহি এবে লয়ে পুত্র পৌত্র।
পুরমধ্যে থাকু রাজা সঙ্গেতে অমাত্য॥
এখন হইতে মোরা জানিনু রাজার।
সত্যে শ্রদ্ধা নাই তার হেরিয়া ব্যাভারে॥
রাজার বাসনা পূর্ণ হোক্ মনোমত।
এ রাজ্যে থাকিতে মোরা এবে অসম্মত॥
যেখানে নাস্তিক ধর্ম্ম সত্যে অনাদর।
যেখানে পাপের বৃদ্ধি অধর্ম্ম বস্তর।
সে সঙ্গে সেখানে বাসে কিবা প্রয়োজন।
যেখানে ধর্ম্মের হানি অধর্ম্ম শাসন॥
আমরা ব্রাহ্মণ জাতি নাহি অন্যধন।
এক মাত্র ধর্ম্ম জন্য সচিন্তিত মন॥
যেখানে সেখানে রব ভজিব তাঁহারে।
যেন কোনমতে চিত্ত পাপে নাহি যেবে॥
প্রাণ যায়, তাতে ক্ষতি কিছুমাত্র নাই।
ধর্ম্ম রক্ষা পক্ষে যেন না ঘটে বালাই॥
এতেক বলিয়া দূতে দুই সহোদরে।
দেশ ত্যাগ করি তারা চলিল সত্বরে॥
দেখি দূতগণ সবে ত্বরিত গমনে।
দ্রুত আসি জানাইল নৃপতি চরণে॥
দুই পুরোহিত তাঁরা যাহা বলেছিল।
আদ্যোপান্ত সে সকল দূত নিবেদিল॥
বলিল তাঁহারা ক্ষোভে মনের দুঃখেতে।
মিথ্যার প্রশ্রয় চিহ্ন হেরিয়া তোমাতে॥
তোমার অজ্ঞাতে তারা তোমার সংস্রব।
পরিত্যজি চলিলেন রাখিতে গৌরব॥
এখন রাজেন্দ্র এই কয় সমুচিত।
যদি আমাদের বাক্য হওহে বিদিত॥
দ্রুত গিয়া পথিমধ্যে আন দুই জনে।
যথার্থ আত্মীয় তারা প্রকৃত সাধনে॥
ব্রাহ্মণের রীত নীত তাঁহাদের আছে।
হেরিলে সে মূর্ত্তি ভক্তি ধায় পাছে পাছে॥
জৈমিনি বলেন রাজা কর অবধান।
দূত মুখে এই সব শুনিয়া সন্ধান॥
মন্ত্রিবরে আদেশিল কর আয়োজন।
কটাহের তৈল তপ্ত করহ এখন॥
যখন উত্তপ্ত হবে, দেখিতে পাইবে।
তখনি কটাহে পুত্রে নিক্ষেপ করিবে॥
আমার আদেশ তুমি সত্বর এখন।
সকলেরে সমক্ষেতে করিবে সাধন॥
আমি এবে পুরোহিতে সাধিতে সত্বরে।
যাইতেছি যথানেতে দুই গুণাকরে॥
নমস্কার করি আমি দোঁহার চরণে।
সঙ্গেতে আনিতে দোঁহে আমার মননে॥
পরে আসি রণযাত্রা করিব নিশ্চয়।
আমার বচন কভু খণ্ডনীয় নয়।
এই কথা বলে রাজা করিল গমন।
পুরোহিত চরণেতে করিল বন্দন।
বিধিমতে জানাইয়া নিজ অভিপ্রায়।
তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিল ত্বরিত॥
এ দিকেতে মন্ত্রীবর রাজার বচনে।
তৈল তপ্ত করিলেক অতি অল্পক্ষণে॥
সুধন্বাকে জানাইল নৃপ অভিপ্রায়।
আমার নাহিক দোষ ঠেকিয়াছি দায়॥
হয়েছে রাজার আজ্ঞা আমার উপর।
কি করিব বল আমি আজ্ঞাকিঙ্কর॥
ভৃত্যে কভু প্রভু কার্য্যে বাধা দিতে পারে?
প্রকাশিতে নিজ শক্তি অধীনে না নারে॥
না হইলে রাজার কার্য্য সঙ্কটে পড়িব।
করিলে তাঁহার কার্য্য তোমারে নাশিব॥
দুদিকে বিপদ মোর নাহিক নিষ্কৃতি।
অধীনের কোন কালে নাহি হেরি গতি॥

শুনিয়া মন্ত্রীর বাক্য সুধন্বা তখন।
আশ্বাসি তাহারে এই বলেন বচন॥
হয়েছে রাজার কোপ আমার উপর।
তুমি কি করিবে মন্ত্রী বল অতঃপর॥
প্রসন্ন মনেতে পাল প্রভুর আদেশ।
পক্ষপাত করোনাকো আমাতে বিশেষ॥
আমার জন্যেতে তুমি না হও চিন্তিত।
সত্বর রাজার কার্য্য কর সমুচিত॥
জনম সফল পক্ষে সুন্দর উপায়।
এমন কখন আর হেরিবনা হায়!॥
পিতৃ কার্য্যে এই দেহ হবে নিয়োজিত।
এর বাড়া হবে কিবা ভাগ্যেতে ফলিত॥
যাহা হতে এই দেহ হইয়াছে লাভ।
তাঁর কার্য্যে যাবে ইথে নাহি মনস্তাপ॥
দেখ পিতৃ বাক্য রক্ষা করিবারে রাম।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস অবিশ্রাম॥
করিলেন, গুণধাম জানে জগতেতে।
বনেতে সচ্ছন্দে বাস মনের সুখেতে॥
পূর্ব্ব জন্ম পুণ্য ফল ফলিল আমার।
তাই দেহ পিতৃ কার্য্যে দিনু এইবার॥
মোর তুল্য ভাগ্যবান্ সংসারে কে আর।
সাধিয়া পিতার কার্য্য সুখী অনিবার॥
এই কথা বলি বীর স্নান সমাপন।
দিব্য বস্ত্রে বীর বপু কৈল আচ্ছাদন॥
গলেতে তুলসী মালা কৈল পরিধান।
হরি মন্দিরেতে শোভে সুন্দর বয়ান॥
হরি মৃত্তিকাতে দেহ করিল ভূষিত।
হৃদয়ে হরির নাম রহিল জাগ্রত॥
মুখেতে মধুর নাম শ্রীমধুসূদন।
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু পতিত পাবন॥
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি কটাহ মধ্যেতে।
সুধন্বা পতিত হইল দেখে সকলেতে॥

মগ্ন হয়ে তৈল মধ্যে সুধন্বা তখন।
হেরিল অপূর্ব্ব ভাব অতি সুলক্ষণ॥
দুর্জ্জনের মিত্র সম অতি ভয়ঙ্কর।
শত শত তৈলাবর্ত্ত হেরিল সুন্দর॥
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই রাজার কুমারে।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি ডাকে অনিবারে॥
দুনয়নে প্রেম-ধারা হয় বিগলিত।
কৃষ্ণ হেরিবার জন্য অন্তর চিন্তিত॥
ক্ষণকাল পরে বীর না হেরি হরিরে।
এই কথা মনে মনে বলে ধীরে ধীরে॥
কাতরে কমলাপতি ডাকিতেছে প্রভু।
মোরে দয়া কর দীনবন্ধু বিশ্ববিভু॥
বারে বারে কালবারে তোমারে স্মরণ।
করিলাম, তবু দয়া না হলো কখন॥
অনুমানি পাতকীর সংস্রব কারণ।
দয়াময় তব দয়া না হলো কখন॥
পাতকী তরাতে যদি কৃপা নাহি কর।
তোমার নামেতে নিন্দা হবে বহুতর॥
শাস্ত্রেতে শুনেছি আমি অতি মূঢ়জন।
দুরাচার পাপাচার পাতকী যেজন॥
তারা তরে যায় প্রভু তোমার গুণেতে।
তবে কেন নিরদয় আমার ভাগ্যেতে॥
হায়! ভক্ত প্রহ্লাদেরে মাতঙ্গ হইতে।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেতে॥
সর্প-বিষে সমুদ্রেতে করিলে রক্ষণ।
জানালে অসীম শক্তি ভকতভাবন॥
নিবিড় গহন মধ্যে শ্বাপদ-সঙ্কুলে।
ভক্ত ধ্রুবে অনায়াসে তুমি রক্ষা কৈলে॥
ইন্দ্র কোপ হতে রক্ষা কৈলে বৃন্দাবন।
গোপ গোপীদের কষ্ট কৈলে নিবারণ॥
এ সকল অদ্যাপিও বলে সর্ব্বনরে।
অপরূপ তব দয়া ভক্তের উপরে॥

সে সকল কথা কিছু না করি বিচার।
এখন অন্তিমে তুমি গতি সবাকার॥
ভব ভয় হতে রক্ষা কর ভবধব।
ভবার্ণবত্রাতা কেবা আছহে কেশব॥
যাহা হোক্ তব নাম করিয়া স্মরণ।
যদ্যপি এ তপ্ত তৈলে যায় হে জীবন॥
অনায়াসে মুক্ত হবো নাম মহিমায়।
কৃতান্তে করিনা ভয় নাহি কোন দায়॥
কিন্তু মনে এই ক্ষোভ রহিল নিশ্চয়।
অর্জ্জুনের হাত হতে যত অস্ত্রচয়॥
না পড়িল মম গাত্রে না হইল ক্ষত।
অর্জ্জুনের হস্তে মৃত্যু না হলো নিশ্চিত।
সাধুর নিক্ষিপ্ত শর পাতকী অঙ্গেতে।
পতিত হইলে মুক্ত বলে সকলেতে॥
সে রূপে না মুক্তি মোর হলো সমাধান।
এইজন্য মনঃক্ষোভ রহে বিদ্যমান॥
মরিলে সকলে মোরে বলিবেক এই।
বীরবেশে বাহিরিল রাজপুত্র যেই॥
না করিল অস্ত্র ত্যাগ কাহার উপর।
কারু অস্ত্রে তার দেহ হলোনা কাতর॥
সংগ্রামে পশিতে প্রাণ ত্যাগে বাহিরিল।
একূপ আশ্চর্য্য যুদ্ধ কেহ না দেখিল॥
যাহা হোক্ দয়াময় করিয়া করুণা।
অগ্নি হতে রক্ষা কর দিয়না যাতনা॥
বিবসনা দ্রৌপদীরে সভার মধ্যেতে।
বস্ত্ররূপী কালরূপী রাখিলা যেমতে॥
তেমতি করিয়া কৃপা আমারে এখন।
অগ্নি ভয় হতে ত্রাণ কর কৃষ্ণধন॥
বলিতে বলিতে তার অগ্নির উগ্রতা।
ক্ষণমধ্যে শান্তি প্রাপ্ত হইল সর্ব্বথা॥
সুশীতল জল তুল্য হইল অনল।
অর্জ্জুনের মন সম নিতান্ত নির্ম্মল॥
জলে যেইরূপ পদ্ম হয় প্রফুল্লিত।
তার ন্যায় তৈল মধ্যে দিব্যরূপ ধৃত॥
মনোহর রূপবান্ নীরদ—বরণ।
সুধন্বার নিকটেতে সেই নিত্যধন॥
দেখি বিস্ময়েতে ভাসে আনন্দ হৃদয়।
দুনয়নে দরদর ধারা অতিশয়॥
ঘনঘন নমস্কার সে পদ-বরণে।
করি কৃতাঞ্জলি রহে রাজার নন্দনে॥
এ দিকেতে কটাহেতে সুধন্বা প্রবেশ।
করিল যখন, সবে জানিল বিশেষ॥
আত্মীয় স্বজন বন্ধু সহ পরিবার।
সকলে শোকেতে মগ্ন করে হাহাকার॥
নেত্র নীরে ভাসে সবে দারুণ বিলাপে।
গড়াগড়ি দেয় কেহ ঘোর মনস্তাপে॥
কেহ শিরে করাঘাত বক্ষেতে তাড়ন।
কেহবা নীরবে পড়ি করয়ে রোদন॥
কোন বীর শির হতে কিরীট লইয়া।
মনের ক্ষোভেতে দূরে দেয় ফেলাইয়া॥
কেহবা বলিল রাজা কেন হেন কায।
করিলেন এর জন্য পেতে হবে লাজ॥
লঘু পাপে গুরু দণ্ড ঘোর অত্যাচার।
কেহ বলে এই কি রে হইল বিচার॥
বিনা দোষে পুত্রধনে করিল নিধন।
সত্বর ইহার ফল পাইবে রাজন॥
যদি অনুচিত কায করয়ে সন্তান।
হয় কি উচিত তার বধিতে পরাণ॥
ইচ্ছা যদি নাহি হয় কর নির্ব্বাসন।
অকারণ দগ্ধে মারা কোন্ প্রয়োজন॥
যাহা হোক্ এক্ষণেতে এই প্রয়োজন।
যেখানে আছেন পার্থ শ্রীনন্দনন্দন॥
তাঁহার চরণে মোরা চলহ সকলে।
যাইয়া শরণ লই তাঁর অবহেলে॥

নৃপতির অবিচার জানাই তাঁহারে ।
দেখি দেখি অত্যাচার থাকে কোথাকারে ॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয় ।
এ দিকেতে পুরোহিত রাজা প্রতি কয় ॥
চল গিয়া দেখি মোরা জানিগে সম্প্রতি ।
অগ্নি মধ্যে কি হইল সুধন্বার গতি ॥
বলি দোঁহে কটাহের নিকটে চলিল ।
সজীব সন্তান দোঁহে দেখিতে পাইল ॥
শ্রীগোবিন্দ দামোদর মাধব মুরারে ।
নির্মিলিত নেত্রে সদা ডাকিছে তাঁহারে ॥
দুনয়নে জলধারা ভক্তিতে প্লাবিত ।
নামামৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত ॥
দেখি শঙ্খ নৃপতিরে কহিল তখন ।
অপরূপ হেরিলাম আজি হে রাজন ॥
জ্ঞান হয় এই তৈল অগ্নির সংযোগে ।
উত্তপ্ত না হইয়াছে এই মনে লাগে ॥
অথবা কি দ্রব্য গুণ তোমার নন্দন ।
রেখেছে অগ্নি তেজ করিতে হরণ ॥
তাই অগ্নি সুশীতল হয়েছে এখন ।
সে জন্য তোমার পুত্র না হলো দাহন ॥

অপরূপ অগ্নি শক্তি হেরিনু এক্ষণে ।
অনল শীতল দ্রব্য গুণ পরশনে ॥
কেন অগ্নি বিপরীত ক্রিয়া প্রদর্শন ।
করিলেক তথ্য তাহা জানিত রাজন ॥
দেখা যাক্ পাত্রমধ্যে কোন বস্তু আছে ।
যার তেজে রাজপুত্র এতক্ষণ বাঁচে ॥
এত বলি দূতগণে বলিলেন সবে ।
সত্বর এ তৈল পাত্র উলটি ফেলিবে ॥
পরীক্ষাতে জানা যাবে কি জন্য অনল ।
ধরিয়াছে স্নিগ্ধ গুণ হইয়া শীতল ॥
বলিতে বলিতে দূত হয়ে হরষিত ।
সকলের সাক্ষাতেতে করিল সে মত ॥
তন্ন তন্ন করে দেখে কিছু দৃশ্য নয় ।
অবাক্ হইল সবে মানিল বিস্ময় ॥
যেখানে সে তৈল বিন্দু হইল পতিত ।
সেখানে অনল শিখা হইল বর্দ্ধিত ।
উপরে ধূমের শিখা অতি উষ্ণ ভাব ।
সুধন্বার গাত্রে কিন্তু নাহি কোন ভাব ॥
ইহার কারণ কেহ নারে বিনির্ণীতে ।
সকলেই স্থির দৃষ্টি নিতান্ত বিস্ময়ে ॥

ইতি সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নমোঽস্তু পীতবর্ণায় পীতাম্বরধরায় চ।
পীতধ্বজপতাকায় পীতস্রগনুলেপিনে ॥

সুধন্বার যুদ্ধারম্ভ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন জৈমিনির প্রতি।
তার পর কি হইল বল মহামতি ॥
কিরূপে সুধন্বা বীর অনল হইতে।
দগ্ধ নাহি হইলেক ভাগ্যের বলেতে ॥
সুধন্বার প্রাণ রক্ষা হেরি পুরোহিত।
শঙ্খ কি বলিল তাহা বলহ ত্বরিত ॥
জানিতে বাসনা বড় হইয়াছে মনে।
কৃপা করে বল গুরু সব বিবরণে ॥
জন্মেজয় নৃপতির শুনিয়া বচন।
জৈমিনি আনন্দে বাক্য তার প্রতি কন ॥
শুন রাজা জন্মেজয় বলিহে তোমারে।
তার পর যে সকল ঘটিল ব্যাপারে ॥
প্রচণ্ড অনল মধ্যে সুধন্বার প্রাণ।
নষ্ট নাহি হলো তাহা দেখি বিদ্যমান ॥
তর্জ্জন গর্জ্জনে শঙ্খ বলে ভৃত্যগণে।
তৈল খুব তপ্ত ছিল অগ্নি পরশনে ॥
যে সময় সুধন্বারে তৈলে নিক্ষেপণ।
করেছিলে কটাহেতে করিতে দহন ॥
পরীক্ষায় দেখেছিলে তৈলের উত্তাপ।
জানিবার জন্যে মনে হতেছে সন্তাপ ॥
সুধন্বার তৈলে কোন দ্রব্যের সংযোগ।
করে নাই যাতে তার নহে মৃত্যুযোগ ॥
শুনি ভৃত্যগণ কয় ভাসিয়া তখন।
সকলের সম্মুখেতে অনল জ্বলন ॥
তপ্ত ছিল দেখেছিল সন্দ কিবা তাতে।
রাজপুত্র দ্রব্য কিছু না দেছে কড়াতে ॥
ভালমতে নিরীক্ষণ করেছে সবাই।
তার জন্যে কোন চিন্তা করো না গোঁসাই ॥
যবে সুধন্বারে মোরা করি নিক্ষেপণ।
সেকালে বদনে সদা শ্রীমধুসূদন ॥
মাধব মুকুন্দ হরি বলে এইবারে।
তোমা ভিন্ন নিরাশ্রয়ে কে তারিতে পারে ॥
একে পিতৃ কোপ তায় অনল জ্বলন।
ইহা হতে কি রূপেতে হইব রক্ষণ ॥
রক্ষা কর হে গোবিন্দ অনুগত জনে।
এ বিপদে কে তারিবে বিপদ বারণে ॥
আমাদের বোধ হয় বিপদ হেরিয়া।
বিপদ বারণ হরি কোলেতে করিয়া ॥
অগ্নি হতে সুধন্বারে করিল রক্ষণ।
সঙ্কটসহায় তিনি শ্রীমধুসূদন ॥
শুনি শঙ্খ ভৃত্যগণে বলেন বচন।
শ্রীহরি করিল রক্ষা কুমারে এখন ॥
হায় কি নিষ্ঠুর আমি রাজার কুমারে।
মারিবারে চেষ্টা করি বিবিধ প্রকারে ॥

শ্রীকৃষ্ণ সহায় যার কে পারে মারিতে।
কৃতান্ত কিঙ্কর তার হয় আচম্বিতে॥
হায়! মন্দমতি আমি নিজ বুদ্ধি দোষে।
বালক কুমারে ক্লেশ দিনু অনায়াসে॥
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব এখনে।
অগ্নি মধ্যে নিজ প্রাণ দিব বিসর্জ্জনে॥
এই কথা বলি দ্বিজ সবার সাক্ষাতে।
লম্ফ দিয়া পড়িলেন তৈল কটাহেতে॥
সুধন্বার গাত্রস্পর্শ করিয়া তখন।
আনন্দে বলিল তারে মধুর বচন॥
পবিত্র কুলেতে জন্ম হে রাজকুমার।
তোমার আচারে কুল উজ্জ্বল এবার॥
সাধু সাধু রাজপুত্র বলিনু তোমারে।
চমৎকার ভক্তিযোগ দেখালে সবারে॥
প্রহ্লাদ ধ্রুবের কথা শুনেছি বর্ণনে।
তোমার ব্যাপার হায় হেরিনু নয়নে॥
ক্রুরমতি দুরাচার দ্বিজকুলে আমি।
জন্মিয়াছি পূর্ব্ব পুণ্যে তাহা জান তুমি॥
কিন্তু আজি বধিবারে তোমার জীবন।
করেছি যে কার্য্য তাহা নহে বিস্মরণ॥
এর বাড়া পশুবৃত্তি কোথা আছে আর।
আমার মতন পাপী দ্বিজ দুরাচার॥
যে সকল মন্দমতি অতিশয় পাপী।
সংসারে যাহারা ভোগে সতত সন্তাপ॥
বিবিধ দুঃখেতে চিত্ত যার জর জর।
সে যদি মানসে কৃষ্ণে স্মরে নিরন্তর॥
তাহাদের পাপ তাপ মানসিক ক্লেশ।
সমস্ত বিনষ্ট করে দেব হৃষীকেশ॥
নাম উচ্চারণে যায় পাপরাশি যত।
অগ্নি যোগে তুলা তুলা ভস্মে পরিণত॥
অনল কিরূপে বল বৈষ্ণবপ্রধানে।
দহিতে সমর্থ হবে কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥
হিংস্র জন্তু যার নামে শান্ত ভাব ধরে।
তার নামে অগ্নি কভু দহন কি করে?।
যোগীন্দ্র যোগের বলে যাঁরে পেতে নারে।
আজি তিনি প্রকাশিত রক্ষিতে তোমারে॥
সার্থক তোমার জন্ম সার্থক করম।
যথার্থ হরির ভক্ত তব বোধগম॥
এখন প্রার্থনা এই বিপদ ভঞ্জনে।
যেরূপে বিপদ কালে পেয়েছ শরণে॥
কোনমতে তাঁরে তুমি কভু না ছাড়িবে।
সম্পদ বিপদে তিনি স্মরণীয় হবে॥
প্রাণ প্রয়াণের কালে পাইলে যাঁহাকে।
কোনমতে ভুলে তুমি থেকোনা তাঁহাকে॥
কি আর বলিব বীর তোমারে এখন।
পাতকী তোমার অঙ্গ করিয়া স্পর্শন॥
পবিত্র হইল বলি করিতেছে জ্ঞান।
বলিতেছি সত্য আমি তব বিদ্যমান॥
পাইয়া তোমার সঙ্গ এ অঙ্গ আমার।
শান্তি সুখে তব রসে দিতেছে সাঁতার॥
অনুরোধ রাজপুত্র রাখহ এক্ষণে।
পবিত্র করহ যত অনুচরগণে॥
অগ্রে রাজা রাজপুত্রে যত সহোদরে।
পবিত্র করিয়া অন্যে করত সত্বরে॥
সাধুর সঙ্গেতে তারা ত্যজিয়া দুষ্কৃতি।
সাধু পথে এক্ষণেতে থাক্ ক্রতগতি॥
তা হলে কৃষ্ণের কৃপা পাইবার পক্ষে।
না থাকিবে সন্ধ কিছু হেরিবারে চক্ষে॥
উঠ বৎস তৈল হতে উদ্ধারিতে সবে।
তোমার শোকেতে নগ সকলে নীরবে॥
তোমার শ্রীকৃষ্ণধন অর্জ্জুনের রথে।
সারথি হইয়া তথা আছে উপস্থিতে॥
অর্জ্জুন সহিত এবে করিয়া সংগ্রামে।
লভ স্থির কীর্ত্তি তুমি এই ধরাধামে॥

অগ্রে যশ কর বশ, পরেতে মঙ্গল।
পাইবারে ত্বরা যত্ন হও মহাবল॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
তারপর হংসধ্বজ রাজপুত্রে কয়॥
উঠ বৎস তৈল হতে সবার সাক্ষাতে।
তোমার জনক ধন্য তোমার গুণেতে॥
তুমি ভক্ত-চূড়ামণি সাধকপ্রধান।
তোমা হতে এ নগরী হলো পরিত্রাণ॥
পবিত্র চরিত্র তব সুন্দর ব্যাভার।
কর্ম্মফলে নররূপে তুমি অবতার॥
স্মরিয়া অন্তরে তুমি সে তারক নাম।
অগ্নি ভয় হতে তুমি মুক্ত অবিরাম॥
পবিত্র নামের জোরে অগ্নিরে পাবন।
করিলে, সকলে তাহা জানে জগজ্জন॥
এখন পাবন মোরে কর পুত্রধন।
এইমাত্র শুন পুত্র মোর আকিঞ্চন॥
এই কথা বলি রাজা পুত্রে আলিঙ্গন।
করিলেন আহ্লাদেতে চুম্বিয়া বদন॥
হায়! কি পাতকী আমি জন্মিয়া ভারতে।
সন্তানে দিলাম আজ্ঞা অগ্নি প্রবেশিতে॥
এ সংসারে অপকীর্ত্তি রাখিনু অপার।
পিতা হয়ে করিলাম কার্য্য চমৎকার॥
ভাগ্যগুণে জেনে শুনে সাধুকে পরশি।
বৈশ্বানর ভাগ্যধর পায় সুখ নিশি॥
কেশবের কৃপাবলে তুমিহে সন্তান।
দগ্ধ নাহি হলে বীর পেলে পরিত্রাণ॥
না জেনে তোমার প্রতি অন্যায় ব্যাভার।
করিয়াছি তার জন্যে লজ্জা আপনার॥
হয়েছে সকল দোষ কি বলিব কারে।
অদৃষ্টের ফলভোগ কে খণ্ডাতে পারে॥
যাহোক্ শুনহ পুত্র আমার বচন।
এ সব ঘটনা তুমি হও বিস্মরণ॥

চমৎকার ভক্তিযোগ বিশ্বাস কৃষ্ণেতে।
দেখাইলে গুণধর সবার সাক্ষাতে॥
এখন সংগ্রামে মন কর সন্নিবেশ।
আপনার বীরব্রত দেখাও অশেষ॥
অর্জ্জুনের রথমাঝে তাঁহার সারথি।
যেখানেতে হৃষীকেশ করে অবস্থিতি॥
তাঁহারে দেখায়ে পুত্র ভবার্ণব হতে।
মুক্ত করো এ মিনতি তোমার কাছেতে॥
শুনিয়া রাজার বাক্য সুধন্বা তখন।
ভক্তিভাবে তাঁর পদ করিল বন্দন॥
মস্তকে লইল রেণু নত ভক্তিভরে।
সাধিতে পিতার কার্য্য হৈল অগ্রসরে॥
সঙ্কেতে সাজিল রথী নানাবিধ সাজে।
বিচিত্র পতাকা উড়ে প্রচণ্ড গরজে॥
মনোহর অশ্ববরে রথ সংযোজিত।
গলদেশে মুক্তামালা আছে পরিচিত॥
কিবা পুচ্ছ কিবা কটি সুন্দর গমন।
কি উন্নত দর্শনীয় সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
তেজে বায়ুগতি দিব্য অটুট শ্রমেতে।
শিক্ষার কৌশল মরি তাহার মনেতে॥
নয় তাঁর কত বীর কে করে গণন।
সিংহনাদে ধরা কাঁপে এমনি গর্জ্জন॥
গিরিশৃঙ্গ হয় ভগ্ন তাহাদের রবে।
সমুদ্রের তেজ বৃদ্ধি মহা কলরবে॥
প্রলয় কালের মত দিক্ অন্ধকার।
মার মার ভিন্ন মুখে কিছু নাহি আর॥
নিজে বীর রাজপুত্র বর্ম্মাবৃত তনু।
আঁটি কটি আঁটাআঁটি নিল দিব্য ধনু॥
গলদেশে মণি মুক্তা স্বর্ণ অলঙ্কার।
রমণীয় কলেবরে শোভা চমৎকার॥
গগনে পরশিল তার পতাকার চূড়া।
স্পর্শে গিরিশৃঙ্গ যত সব হয় গুঁড়া॥

কিঙ্কিণীর ঘোরনাদ তাঁহার সহিত।
মিশ্রিত হইয়া কাণ্ড করে বিপরীত ॥
হেরি সুধন্বার সাজ পার্থ অনুচর।
বড় বড় বীরগণ বিস্মিত অন্তর ॥
সন্ধ্যাকালে দিনমণি অবসান কালে।
যে রূপ অপূর্ব্ব শোভা ধরে অস্তাচলে ॥
তার ন্যায় প্রভাহীন তাদের বদন।
অকস্মাৎ হেরি কাণ্ড চমকে তখন ॥
হৃদয় কম্পিত হলো আঁখির স্পন্দন।
ক্রমে প্রকাশিল যত অশুভ লক্ষণ ॥
ভালেতে চন্দন ছিল হইল পতন।
অকস্মাৎ সশঙ্কিত সকলের মন ॥
পরস্পর নিকটেতে ছিল বীরগণ।
ভয়ে জড়াজড়ি হয়ে রহে কিছুক্ষণ ॥
পরস্পর কাছে থাকি গাত্রের ঘর্ষণে।
মুক্তামালা ছিন্ন ভিন্ন হইল পতনে ॥
রথের উপরে ছিল যত বীর দল।
পরস্পর স্বতস্পর্শে হয় বিশৃঙ্খল ॥
কেহ লম্ফ দিয়া পড়ে অপরের রথে।
কেহবা পতিত রথে হইয়া মূর্চ্ছিতে ॥
চক্ষুস্থির কত বীর মাটিতে শয়ন।
কবচ কিরীট শর তূণ অগণন ॥
ভূমিতে ছাইয়া পড়ে বৃষ্টির মতন।
রণের পূর্ব্বেতে এই অশুভ লক্ষণ ॥
না করিয়া অস্ত্রপাত বিপক্ষের প্রতি।
বিপক্ষ না ছাড়ে বাণ হয়ে বীরগতি ॥
তথাপি রণের অগ্রে হয়ে ভয়ে ভীত।
বড় বড় বীর সব ধরাতে শায়িত ॥
তাহাদের গাত্রে যত সুগন্ধি লেপন।
ছিল তাহা গোপনেতে লইল পবন ॥
সঞ্চালন করে তাহা আপন শক্তিতে।
গন্ধবহ মহাগন্ধ করে প্রকাশিতে ॥

মেঘবর্ণ সুসুন্দর যতেক মাতঙ্গ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইছে দিয়া রণভঙ্গ ॥
বিকট চীৎকারে কেহ পড়ে ধরাতলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে নিতান্ত অচলে ॥
ঘন ঘোর ভয়ানক রথের নিঃস্বনে।
সমুদ্র স্তম্ভিত হৈল শুনিয়া গর্জ্জনে ॥
পদাতিগণের পদ নিক্ষেপের ভরে।
ধরা কম্পান্বিত হলো সচল ভূধরে ॥
এরূপ সময়ে রাজা বীরগণ প্রতি।
বলিলেন সবে শুন আমার ভারতী ॥
সুলক্ষণ-যুক্ত এই যজ্ঞ অশ্ববরে।
সযত্নে সকলে রক্ষা কর বীরবরে ॥
বিধিমতে পূজা করি পূজ্য তুরঙ্গমে।
ধূপ দীপ আদি করি দ্রব্য মনোরমে ॥
নানা উপচারে এরে করিয়া অর্চ্চনা।
পদ্ম ব্যূহ মধ্যে যত্নে রাখ সর্ব্বজনা ॥
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা অতি সাবধানে।
রক্ষিবে এ অশ্ববরে অতি সংগোপনে ॥
এতেক বলিয়া রাজা সঙ্গে অনুচর।
রণভূমি উপনীত হইল সত্বর ॥
সঙ্গে সহোদর চলে যত পুত্রগণ।
বীরকেতু তীব্ররথ সুরথ তপন ॥
সঙ্গেতে সচিব চলে নামেতে সুমতি।
রাজকার্য্য চালাইতে অতি স্থিরমতি ॥
পরে চলে পশ্চাতেতে আত্মীয় স্বজন।
যাহাদের আনুগত্য স্পষ্ট নিদর্শন ॥
তার পরে অধিকৃত উপকৃত জন।
যাদের রাজার প্রতি বিশেষ যতন ॥
সবার বাসনা পার্থ সহিত রণেতে।
দেখাতে বীরত্ব ঘোর নিজ ক্ষমতাতে ॥
এ দিকেতে রণবাদ্য প্রচণ্ড নির্ঘোষে।
জয়ঢক্কা রণঢক্কা মাদল সঘোষে ॥

বাদ্যকরগণ মনে উৎসাহ সহিত।
বাজাইছে নৃত্য করি হইয়া মোহিত॥
ভয়ঙ্কর সুভৈরব শুনি সেই রব।
স্থাবর জঙ্গম সহ ধরণী নীরব॥
বজ্রভেদী নিদারুণ ভীষণ রবেতে।
অকালে প্রলয় চিন্তা সবার মনেতে॥
হেরিয়া দুস্তর সৈন্য সমুদ্রের মত।
যুঝিবারে আসিয়াছে বীর কত শত॥
সম্মুখেতে উপস্থিত কৃষ্ণের কুমারে।
এইকথা কহিলেন পার্থ গুণাধারে॥
অগ্রসর গুণধর বহু সৈন্যগণ।
যুঝিবারে আসিয়াছে এবে কোন্ জন ?॥
বীরদর্পে অশ্ববরে করেছে গ্রহণ।
এখনি আনিতে হবে করিয়া মোচন॥
কে ধরিল যজ্ঞ অশ্বে এবা কোন বীর।
কিছু পরিচয় মোরা নাহি জানি স্থির।
একেত বিদেশ, তাতে অন্য অধিকার।
কার কত বল শক্তি অজ্ঞাত আমার॥
ভরসা সঙ্কট কালে করি তোমাদের।
কে ধরিল তুরঙ্গম জান দেখি এর॥
কত দূর রণশিক্ষা কিরূপ সাহস।
কত দূর অধিকার কত লোক বশ॥
সমক্ষেতে বলিহে আমি তোমার নিকটে।
আমার নিকটে কিছু নাহিক কপটে॥
তুমি বলবান আর যৌবনাশ্ব বীর।
অনুশাল্ব কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সুধীর॥
স্নেহধন বৃষকেতু এই কয় জন।
নিরন্তর পাণ্ডবের হিতকারী হন॥
দেখ দেখি হে প্রদ্যুম্ন এ হেন সময়।
মাহিষ্মতী পুরী মত বিপদ নিশ্চয়॥
বুঝি ঘটে তাই মনে করিতেছি ভয়।
কি জানি কুপিত কোন স্বর্গবাসী হয়॥
কুগ্রহের ফলাফল কে পারে নির্ণীতে।
কি আছে বিধির ইচ্ছা কে পারে জানিতে॥
তুমি আমাদের বল বিপদ সময়।
চিরকাল আছি মোরা যাদব আশ্রয়॥
অগ্রেতে তোমার গতি অশ্বের রক্ষণে।
পশ্চাতে এসেছি আমি জ্যেষ্ঠের বচনে॥
শুনিয়া ফাল্গুনি বাণী প্রদ্যুম্ন তখন।
বিনয়ে অর্জ্জুন প্রতি বলেন বচন॥
আমার ভরসা তুমি ওহে মহাভাগ।
এ কথা বলোনা মোরে করি অনুরাগ॥
তুমি কিহে কৃষ্ণ কথা হৈলে বিস্মরণ।
আসিবার কালে যাহা বলেন বচন॥
বিশেষ সর্ব্বস্ব মোর করে সমর্পণ।
দিয়া পিতা এই কথা বলেন তখন॥
পাণ্ডবের তরে তুমি দেহ মন প্রাণ।
দিতে মনে কিন্তু কিছু করনা সন্ধান॥
আমাদের হিতকারী চির অনুগতে।
পাণ্ডবের সখা আমি জানে সকলেতে॥
তাঁহাদের অশ্বমেধ তাঁহাদের নয়।
জানিবে আমার কার্য্য প্রদ্যুম্ন নিশ্চয়॥
যাতে যশ খ্যাতি বাড়ে প্রভুতা প্রচার।
বিদেশীয় রাজগণ বশ্যতা স্বীকার॥
তার পক্ষে সমুচিত রাখিবে হে দৃষ্টি।
পাণ্ডবের অমঙ্গলে জেনো নিজ রিষ্টি॥
ভীমের সাক্ষাতে আর ধর্ম্ম বরাবরে।
যে সব কার্য্যের ভার পিতা মোর পরে॥
সমর্পণ করেছেন ওহে গুণধন।
তার কি কিঞ্চিৎ আমি করেছি পালন॥
এতকাল অবসর না ঘটেছে মোর।
সর্ব্বদা দুঃখিত আমি সচিন্তিত ঘোর॥
এখন ভাগ্যেতে পিতৃ আদেশ পালিতে।
এই এক অবসর পেয়েছি নিশ্চিতে॥

একদিকে পিতৃ বাক্য অন্য দিকে দাপ।
দেখাইতে কোনমতে না রবে সন্তাপ॥
সাক্ষাতে আমার শক্তি দেখাবো এখন।
অশ্ব জন্য উৎকণ্ঠিত হওনা কখন॥
প্রদ্যুম্ন এরূপ উক্তি করিল যখন।
বৃষকেতু সে সকল করিল শ্রবণ॥
সানুনয়ে উভয়েরে এই কথা বলে।
কেন অনুচিত কথা প্রয়োগ করিলে॥
বিপক্ষের সৈন্য বটে সংখ্যাতে অধিক।
কিন্তু জেনো সারহীন অতিশয় ধিক্॥
তোমাদের শক্তি পারে প্রলয় করিতে।
কেবা সমকক্ষ যোদ্ধা আছয়ে ভারতে॥
মুখের ফুৎকারে সেই তুলার সংগতি।
উড়ে ছত্রভঙ্গ হয় নানাদিকে গতি॥
সে তুলা পোড়াতে যদি শরের সন্ধান।
কর বীর তবে হবে বৃথা অবসান॥
বল দেখি জিজ্ঞাসিহে তোমা দোঁহাকারে।
দাবানল প্রয়োগিলে তৃণের সংহারে॥
পতঙ্গ বধিতে বজ্র অকারণ হায়।
লোকে কি করিবে যশ বলনা আমায়॥
চক্ষের পলকে প্রাণ মশকে বিনাশ।
হয়ে থাকে এই কথা জানয়ে নির্যাস॥
যদি সে মশকে নষ্ট করিতে কামনা।
হয়ে থাকে তবে তার আছে বিবেচনা॥
এর জন্যে গরুড়েরে নিয়োগ করিলে।
কাহার গৌরব বৃদ্ধি হবে সেই কালে॥
অল্প জল পতনেতে যে ধূলি বিনাশ।
তার জন্য বরুণেরে কে করে সন্তাষ॥
সৃষ্টি সংহারক কার্য্য বরুণের শক্তি।
ক্ষুদ্র কার্য্য করিবারে নহে উগ্রমূর্ত্তি॥
তোমাদের যে সকল শুনিনু বচন।
অতিশয় বিসদৃশ জানিনু এখন॥

মক্ষিকা মারিতে যদি অস্ত্রপাত কর।
তাহা হলে অপযশ ঘটিবে বিস্তর॥
বিশেষ তোমরা প্রভু আমি আছি দাস।
আমায় আদেশি পূর্ণ কর অভিলাষ॥
আমি তুরঙ্গম মুক্ত করিব এক্ষণে।
এর জন্যে সচিন্তিত হওনা কখনে॥
যেমন সংসারী জীব নানাদিকে গতি।
করে থাকে কার্য্য তরে হয়ে ব্যস্তমতি॥
সেইরূপ শুন পার্থ তোমার কাছেতে।
সতত নিযুক্ত আছি আদেশ পালিতে॥
এই কথা বলি বীর কর্ণের কুমার।
বিপক্ষের নিকটেতে হৈল আগুসার॥
না শুনিল নিবারণ অর্জ্জুনের কথা।
সাধিতে পাণ্ডব কার্য্য বাসনা সর্ব্বথা॥
করে ধরি দিব্য শঙ্খ করিলেক নাদ।
শুনিয়া তুমুল রব বিপক্ষে বিষাদ॥
সুবিচিত্র রথোপরি ত্বরায় উঠিল।
রথশিরে ধ্বজা সব শোভিতে লাগিল॥
সারথিরে আদেশিল যাও হে সেথায়।
যে স্থানেতে পদ্মবূহে অশ্ব শোভা পায়॥
মনে না করিহ ভয় যাইতে সেখানে।
আমি ধনুর্দ্ধারী আছি তব বিদ্যমানে॥
শুনিয়া রথীর বাক্য সারথী তখনে।
অশ্ব গায়ে কশাঘাত করিল যতনে॥
পবনের তুল্য গতি রথের সে ঘোড়া।
একেবারে দ্রুতগতি যবে হৈল ছাড়া॥
দূর হতে কর্ণ সুতে করি নিরীক্ষণ।
সুধন্বা সকল সৈন্যে বলেন বচন॥
নিদারুণ ব্যূহ মধ্যে আসিছে এখানে।
অবলীলা ক্রমে ধায় আমা বিদ্যমানে॥
ধ্বজচিহ্ন দেখি আমি জানিনু নিশ্চিত।
ধনঞ্জয় এই নয় হয় অনুমিত॥

একাকী আইল কেবা করিতে সমর।
পার্থ ভিন্ন আর অন্য ত্রিলোক ভিতর ॥
কেবা বীর যুদ্ধে স্থির হয়ে একেশ্বর।
যুঝিবারে সকলের মধ্যে অগ্রসর ॥
পর্ব্বতের মধ্যে যথা সার হিমবান্।
নদী মধ্যে সুরধুনী যেরূপ প্রধান ॥
পশু মধ্যে মৃগরাজ যে রূপ উন্নত।
ভক্ত মধ্যে ধ্রুব যথা কৃষ্ণ অভিপ্রেত ॥
সেই রূপ বীর মধ্যে পার্থ ধনঞ্জয়।
তুল্য কেহ অদ্বিতীয় হইবার নয় ॥
যে হোক্ সে হোক্ ওই মন্দ [?] কিবা তাতে।
এখনি যুঝিব সূত চল মোর সাথে ॥
তুমি এবে রথ সজ্জা করে বিধিমত।
দ্রুতগতি অশ্বগণে করহ যোজিত ॥
চালাইয়া দেহ রথ বিপক্ষ নিকটে।
দেখিব কি রূপ শক্তি আছয়ে অটুটে ॥
বলিবা মাত্রেই সূত চালাইল রথ।
সম্মুখেতে উপস্থিত হংসধ্বজ সুত ॥
দুই জনে তুল্য যোদ্ধা কেহ নহে কম।
দুজনার পরাক্রমে ভয় পায় যম ॥
প্রথমে সুধন্বা বীর কর্ণের নন্দনে।
হেরিয়া কষিয়া [?] তারে বলেন বচনে ॥
কে তুমি কাহার পুত্র জন্ম কোন কুলে।
দেহ সত্য পরিচয় করোনাহে ছলে ॥
বীরবেশ বীর চিহ্ন তব কলেবরে।
যুঝিবারে রণমধ্যে তুমি একেশ্বরে ॥
শুনি বৃষকেতু বলে শুন পরিচয়।
জিজ্ঞাসিলে সত্য কথা বলিব নিশ্চয় ॥
জনম অবধি আমি যদবধি জ্ঞান।
হইয়াছে মিথ্যা কথা না জানি সন্ধান ॥
যাঁহারে হারায়েছ তুমি করেছ মানস।
তিনিই পিতৃব্য মোর ভবে [?] যাঁর যশ ॥

কুন্তীর নন্দন পার্থ জানে সকলেতে।
দাতাকর্ণ কুন্তী পুত্র ব্যক্ত [?] সংসারেতে ॥
বীর মধ্যে অগ্রগণ্য বিপক্ষের যম।
তুলনায় ছিল নাই বীর তাঁর সম ॥
কশ্যপ কুলেতে জন্ম ক্ষত্রিয় কুমার।
আর কিবা পরিচয় চাওহে আমার ॥
বেশী পরিচয় যদি বাসনা জানিতে।
তীক্ষ্ণ বাণে পরিচয় পাবে বিধিমতে ॥
কর্ণের কুমার বাক্যে সুধন্বা তখন।
আপনার পরিচয় করেন বর্ণন ॥
হংসধ্বজ পিতা মোর কাপুরুষ নয়।
সংসারে তাঁহার নাম ব্যাপ্ত অতিশয় ॥
তাঁহার প্রথম পুত্র জানিও আমারে।
সুধন্বা আমার নাম রাজার কুমারে ॥
আমার সম্মুখে তুমি আপন বিক্রম।
দেখাইতে পার যদি তবে মানি সম ॥
দিবাকর তীক্ষ্ণকর জানিহে তখন।
তমোরাশি যে সময় করে বিনাশন ॥
তেজ যদি থাকে তবে প্রকাশ এখন।
বিপক্ষ দলিলে তবে বীর নিদর্শন ॥
আপনার মুখে গর্ব্ব বীরবংশে জাত।
মর্ত্তলোকে মালসাট করয়ে নিয়ত ॥
কাপুরুষ নিজ শক্তি বেশী করে বলে।
অদৃশ্য হইয়া থাকে সংগ্রাম ঘটিলে ॥
এখনি আমার শক্তি যত বীরপনা।
প্রকাশিবে যবে হবে শরের যোজনা ॥
তীক্ষ্ণধার দুর্নিবার বাণ বরিষণে।
আমার সারত্ব তুমি বুঝিবে এক্ষণে ॥
আমি মুখে মিথ্যা কথা কখন না বলি।
সত্য এবে প্রকাশিত হইবে সকলি ॥
এতবলি শরজালে ঘেরিল তখন।
প্রচণ্ড ধনুতে তীর করিল যোজন ॥

ভয়ানক সিংহনাদে কম্পিত ধরণী।
শব্দ শুনি চমকিত সবার পরাণী ॥
হাত হতে কত রথী বাণ নিপতিত।
কেহ কেহ রথোপরি হইল মূর্চ্ছিত ॥
গজ অশ্ব রথ আর অসংখ্য পদাতি।
বীরের গর্জ্জনে সবে লোটাইল ক্ষিতি ॥
বৃষকেতু শরে যত বিপক্ষের দল।
একে একে ধরাশায়ী হইল সকল ॥
বড় বড় বীর সব এবে মৃতপ্রায়।
কেহ কেহ রণভঙ্গে ধায় উভরায় ॥
সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।
পরিত্রাহি পরিত্রাহি সকলে করিল ॥
নিদারুণ তীক্ষ্ণশরে ব্যথিত অন্তর।
সকলে প্রমাদ গণে হইয়া কাতর ॥
তীক্ষ্ণশরে সুধন্বার রথ অশ্ববরে।
পাঠাইল বীরবর কৃতান্ত গোচরে ॥
সকলের সাক্ষাতেতে ত্যজি পঞ্চবাণ।
বিপক্ষের সারথিরে করিল অজ্ঞান ॥
পুনর্ব্বার শরক্ষেপ যেমত করিল।
অমনি শত্রুর ছত্র কাটিয়া ফেলিল ॥
কাটিল চামর ধ্বজ দেখিতে দেখিতে।
কাণ্ড হেরি সকলেতে সবিস্ময় চিতে ॥
শরজালে বিপক্ষের বাদ্যকর গণ।
একে একে ধরাশায়ী হইল তখন ॥
করি কর তুল্য ভুজ বড় বড় রথী।
হাতে বাণ ত্যজে প্রাণ হলো যম সাথী ॥
কারু শির বাহু কার কাহার অধর।
কাটিয়া ফেলিল বীর হয়ে রোষভর ॥
কর্ণপুত্র হতে দেখি বহু সৈন্য ক্ষয়।
সুধন্বার অন্তরেতে হইল বিস্ময় ॥
বিশেষ সারথি ধ্বজ রথের অশ্বের।
নিপাতনে তার শক্তি পাইলেন টের ॥
অগ্নিকণা পরশনে তুলারাশি যথা।
ক্ষণমধ্যে ভস্মীভূত হয় যে সর্ব্বথা ॥
তার ন্যায় লণ্ডভণ্ড হেরি সৈন্যগণে।
মহাকোপে নিল ধনু সুধন্বা তখনে ॥
কোপেতে কম্পিত কায় করি সিংহনাদ।
টঙ্কারিয়া শর ছাড়ে ঘুচাতে বিবাদ ॥
পঞ্চশরে বৃষকেতু শরের ছেদন।
অন্য শরে মূর্চ্ছাগত করিল তখন ॥
কর্ণের কুমারে মূর্চ্ছা হেরি সৈন্যগণ।
সুধন্বার সৈন্য মধ্যে ঘোর আস্ফালন ॥
কেহ বলে ভয় গেল ঘুচিল বালাই।
কেহ বলে বাঁচিলাম আর চিন্তা নাই ॥
কেহ বলে কোনকালে নিদারুণ বৈরী।
কোনখানে না দেখিছি বিক্রমকেশরী ॥
এরূপেতে জয়োল্লাসে বিপক্ষের দল।
মনের আনন্দে ভাসে সংগ্রামের স্থল ॥
এ দিকেতে ক্রমে ক্রমে বৃষকেতু বীর।
চৈতন্য পাইয়া উঠে গরজি সুধীর ॥
দেখিল তাহার রথ হয়েছে ছেদন।
বিপক্ষের হইয়াছে আনন্দ বর্দ্ধন ॥
একারণে অপমানে হয়ে উগ্রতর।
শরজালে সমাচ্ছন্ন কৈল অতঃপর ॥
প্রতিজ্ঞা করিল মনে বিপক্ষের মাঝে।
কেহ না জীবিত থাকে সংগ্রাম সমাজে ॥
এ দিকেতে সুধন্বার উৎসাহ বচনে।
বহু সৈন্য ঘেরিলেক কর্ণের নন্দনে ॥
কার হস্তে দিব্য শক্তি কেহবা তোমর।
কেহ লয়ে ভিন্দিপাল হয় অগ্রসর ॥
করেতে মুদ্গর কার কার করে অসি।
নারাচ করেতে শূল ধায় দশদিশি ॥
কেহ গদা কেহ শক্তি পট্টিশ প্রহারে।
মহাবেগে ছোড়ে সবে কর্ণের কুমারে ॥

বিপক্ষের ভয়ানক হেরি আক্রমণ।
অন্তরে স্মরিল বীর শ্রীমধুসূদন॥
বার বার কালবারে করিয়া বন্দন।
লম্ফ দিয়া অন্য রথে উঠিল তখন॥
বেগেতে চলিল বীর সুধন্বার কাছে।
ছাড়িতে লাগিল বাণ যত সাধ্য আছে॥
সৈন্যগণে সন্ত্রাসিত করিল তখন।
শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল গগণ॥
কর্ণপুত্র আগমনে সুধন্বা তখন।
যত্ন করি দিব্য ধনু করিল গ্রহণ॥
মহাবেগে নিক্ষেপিল কর্ণের কুমারে।
মূর্চ্ছিত হইল বীর রথের উপরে॥
হেরিয়া ভীষণ কাণ্ড সারথি তখন।
বৃষকেতু লয়ে শীঘ্র করে পলায়ন॥
পথেতে প্রদ্যুম্ন সহ সাক্ষাৎ হইল।
রণের তাবৎ বার্ত্তা তারে বিবরিল॥
শুনি ক্রোধে কৃষ্ণ পুত্র হলো আগুসার।
তাহারে ঘেরিল হংসধ্বজের কুমার॥
বলী বীর রাজপুত্র ত্যজি পঞ্চশর।
পঞ্চশর হৃদয়েতে করিল জর্জ্জর॥
সিংহের হইলে ভঙ্গ সুনিদ্রা সময়।
যে প্রকার উগ্রতর মূর্ত্তিধর হয়॥
সে প্রকার ভয়ানক কৃষ্ণের কুমারে।
সরোষে প্রহার কৈল সারথি তাহারে॥
দারুণ প্রহারে সূত রুধির বমনে।
তখনি করিল গতি শমন সদনে॥
বিংশতি শরেতে অশ্বে করিল ছেদন।
চারিবাণে ধ্বজ কাটি ফেলিল তখন॥
বিরথ হইল রথী লম্ফে ভূমিতলে।
দাঁড়াইয়া করে যুদ্ধ যেন হিমাচলে॥
দেখাইতে আপনার রণের কৌশল।
সুধন্বা অন্তরে অতি হাসে খল খল॥

প্রথমে লঘুতা খুব প্রদ্যুম্নে জানায়।
তার পরে তেজরাশি চতুর্দ্দিকে ধায়॥
দেখিতে দেখিতে ক্রমে অ প্রব মণ্ডন।
সুধন্ব র শক্তি যত হইল বর্দ্ধন॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বীর বিক্রমকেশরী।
করে নিল দিব্য ধনু তাহাতে টঙ্কারি॥
এক শরে পাঁচ খান প্রদ্যুম্নের শর।
করিয়া সুধন্বা বীর পুলক অন্তর॥
সারথির শির কাটি ফেলিল নিঃশেষে।
প্রদ্যুম্নের হৃদি বিদ্ধ কৈল অবশেষে॥
গর্জ্জিয়া করিল বীর ঘোর সিংহনাদ।
রব শুনি বিপক্ষের অন্তরে বিষাদ॥
দুইজনে বলবান রণেতে নিপুণ।
বীরকার্য্যে বীরপণা কেহ নহে ঊন॥
কখন ভূতলে রণ কখন গগনে।
মায়াবীর ন্যায় রণ করে দুইজনে॥
খেচরের মত কভু দৃষ্টির অতীত।
এইরূপে করে দোঁহে যুদ্ধ বিপরীত॥
কখন মূর্চ্ছিত কেহ কখন পতিত।
কখন শরেতে কেহ হয় নিপীড়িত॥
কখন বমন করে শোণিতের রাশি।
কভু হাসে কভু থাকে বিষাদেতে ভাসি॥
শেষেতে অপর রথে আরোহিয়া বীর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল অস্থির॥
নিকটেতে কৃতবর্ম্মা পাইয়া দেখিতে।
তার প্রতি নয় শর ছোড়ে আচম্বিতে॥
কৃতবর্ম্মা নিজ অস্ত্রে তাহা নিবারিল।
পঞ্চবাণে সুধন্বার হৃদয় বিন্ধিল॥
সুধন্বার নয় শরে হার্দিক্য তখন।
রথ অশ্ব নিপতিত হইল যখন॥
ক্ষণকাল সাহসেতে করিল সমর।
সহিতে না পেরে শেষে পলায় সত্বর॥

দেখি অনুশাল্ব বীর হয়ে অগ্রসর।
বলে হে সুধন্বা তুমি এবে ধনু ধর॥
বাখানি তোমারে বীর অনেকের তোষ।
যুদ্ধে জন্মায়েছ তুমি না করিয়া রোষ॥
সমকক্ষ সনে যুদ্ধ কৌতুক ব্যাপার।
তাতে হারি জিত কিবা পরিহাস যার॥
প্রবলের সনে যুদ্ধে হলে জয়লাভ।
তবে বলি বীরপণা যায় মনস্তাপ॥
বুঝিব তোমারে বীর সকল সমক্ষে।
যদি তুমি মোর সনে রণে পার রক্ষে॥
এইকথা বলি বীর রুষিয়া তখন।
দাবানল তুল্য শর করিল বর্ষণ॥
নিবারিতে বহু চেষ্টা করিলেক বীর।
কোনরূপে না পারিয়া হইলেক স্থির॥
জ্বলিতে জ্বলিতে বাণ বায়ুর সংযোগে।
সুধন্বার হৃদয়েতে পড়িলেক বেগে॥
মূর্চ্ছিত হইল বীর নিদারুণ ঘায়।
অনুশাল্ব সিংহনাদ ছাড়িল ত্বরায়॥
বাণে বাণে সৈন্যগণে করিল জর্জ্জর।
পড়িল অসঙ্খ্য সৈন্য সংগ্রাম ভিতর॥
নব শরে সুধন্বার সারথির শির।
কাটিয়া ফেলিল অনুশাল্ব মহাবীর॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বীর ভীষণ মূরতি।
নিরন্তর অস্ত্রক্ষেপ শরের সংহতি॥
এ দিকেতে অল্পক্ষণে পাইয়া চেতন।
গর্জ্জিয়া উঠিল হংসধ্বজের নন্দন॥
এক শর বীরবর অনুশাল্ব প্রতি।
পরিত্যাগ করিলেক হয়ে ব্যগ্রমতি॥
সেই শরে অনুশাল্ব ধরাতে পতিত।
জ্ঞান হারা হয়ে পড়ে প্রহারে মূর্চ্ছিত॥
এ দিকেতে বীরবর কালান্তক কায়।
রণস্থলে ভ্রমিতেছে যথায় তথায়॥
নিরন্তর শেল শূল পট্টিশ তোমরে।
পাণ্ডব সৈন্যের নাশ করে একেশ্বরে॥
অশ্বারোহী গজারোহী আর রথী যত।
একে একে ধরাশায়ী সবে প্রায় হত॥
ক্ষণমধ্যে রক্ত নদী হলো বিদ্যমান।
ধরণী কঙ্কাল মালা করে পরিধান॥
মৃত দেহ মাংস মেদ মজ্জার সংযোগে।
ধরা সুশোভিত এবে মনোহর রাগে॥
কাটামুণ্ড অশ্ব হস্তী ব্যাপ্ত রণস্থল।
কালান্ত কালের কাল দেখায় সকল॥
শরেতে দ্বিখণ্ড হয়ে অশ্ব কলেবর।
অশ্বারোহী সনে রণে ব্যাপ্ত নিরন্তর॥
এক দিকে মুণ্ড পড়ে অন্য দিকে দেহ।
নিদারুণ রণস্থলে না তিষ্ঠিছে কেহ॥
নর অশ্ব গজ উষ্ট্র গর্দ্দভ সকলে।
রণস্থল সমাচ্ছন্ন হলো এককালে॥
তাহাদের রক্ত জলে মেদিনী পূরিত।
শৃগাল কুকুরে শব লয়ে প্রধাবিত॥
গৃধিনী শকুনি মনে বড় হরষিত।
রক্ত পানে তাহাদের সন্তোষ সাধিত॥
বহুবিধ তীক্ষ্ণশর করিয়া বর্ষণ।
রণস্থল প্রেতভূমি করিল তখন॥
বাহন ছেদন হলো হাহাকার রব।
ব্যূহী জনে জ্ঞানশূন্য ভয়েতে নীরব॥
পরিত্রাহি পরিত্রাহি এইমাত্র রব।
সকল স্থানেতে শব্দ শ্রবণ ভৈরব॥
হাহাকার কিমাকার ধরে রণস্থল।
হতাশ্বাস ঊর্দ্ধশ্বাস যত সৈন্যদল॥
কারু চক্ষু কারু বক্ষ কারু গণ্ডস্থল।
কারু হস্ত কারু পদ ছিন্ন ধরাতল॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ছোটে কাহার শরীরে।
হাতে তীর কত বীর যায় যম ঘরে॥

করে শক্তি ত্যজি শক্তি কত মূর্ত্তি এবে।
গড়াগড়ি রণভূমি শব দেহ সবে॥
হাতে ঢাল তরয়াল মুখে ভাঙ্গে লাল।
রক্তস্রাব নাহি স্রাব শরীর বিশাল॥
তীক্ষ্ণশরে যমঘরে করিছে গমন।
সিংহনাদ মনসাধ নাহিক এখন॥
উগ্রভাব তিরোভাব নিদারুণ যায়।
রণসাধ বিসম্বাদ মিটেছে ত্বরায়॥
জয় আশা সে ভরসা ছুটিল এবারে।
রক্তময় দেহ হয় বিষম প্রহারে॥
বীরধর্ম্ম পরি বর্ম্ম কত বীরগণ।
ভীত মনে কত জনে করে পলায়ন॥
তীক্ষ্ণশরে জরজরে যত সৈন্যচয়।
সশঙ্কিত সচকিত চিন্তান্বিত হয়॥

কি হইল কি ঘটিল আসি বিদেশেতে।
পরিজন স্নেহ ধন না পেনু দেখিতে॥
অকারণ কেন পণ প্রবল সহিত।
করিলাম বুঝিলাম হায় আচম্বিত॥
তার মত বিধিমত পেনু প্রতিফল।
কি দুর্গতি মন্দমতি এবে নিঃসম্বল॥
শক্তি নাই কি বালাই যাইব কেমনে।
পলাইতে বাঞ্ছা চিতে অশক্ত গমনে॥
পথ নাই কোথা যাই হায় কি হইবে।
ভেবে সারা দিশা হারা পরে কি ঘটিবে॥
ছিন্ন বেশ সুখলেশ নাহি অন্তরেতে।
কৃপাসিন্ধু জগবন্ধু বাঁচাও দায়েতে॥
নিরুপায় ঘোর দায় হয়েছি পতিতে।
তুমি ভিন্ন হে বরেণ্য কে তারে ত্বরিতে॥

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পীতাম্বর মহাবিষ্ণো প্রহ্লাদভয়নাশকৃৎ।
ত্বমামুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাদ্ভবসাগরাৎ॥

সুধন্বা বিনাশ।

জৈমিনি তখন, বলেন বচন,
শুন রাজা মোর বাণী।
শুনিলে আনন্দ, ঘুচে যাবে সন্দ,
অপরূপ সে কাহিনী॥
শুনিয়া রাজন, করযোড়ে কন,
বল বল শীঘ্র করে।
মন উচাটন, তাহার কারণ,
উদ্ধার করহ মোরে॥
আমি পাপমতি, অসৎ প্রকৃতি,
কুরুকুল কুলাঙ্গার।
কৃষ্ণকথা বিনা, উপায় দেখিনা,
কি রূপে পাব নিস্তার॥
তোমার দয়ায়, জ্ঞানের সীমায়,
উপনীত আমি এবে।
তব দয়া হলে, আমি অবহেলে,
তরিতে পারিব তবে॥
বৃথা কালক্ষয়, কেন মহাশয়,
বল কি হইল পরে।
সুধন্বা কি মতে, পার্থের সঙ্গেতে,
যুদ্ধ কৈল অতঃপরে॥
রাজার কথায়, ঋষি সুখ পায়,
বলে তাঁরে বিধিমতে।
অনুশাল্বে জয়, রাজার তনয়,
করিয়া আনন্দ চিতে॥
মহা আস্ফালনে, করিল গর্জ্জনে,
নাহি কারে লক্ষ্য করে।
সাহসেতে ভর, সংগ্রাম ভিতর,
হাতে শর সুখে চরে॥
সম্মুখে সাত্যকি, দেখিয়া ধানুকী,
অন্তরে হরষ চিত।
দ্রুতগতি যায়, না মানে কাহায়,
শক্তি শূল করে ধৃত॥
শক্তি নিক্ষেপণে, সাত্যকি তখনে,
সাহসী সুধন্বা বীর।
সংগ্রাম মাঝারে, ঘেরিল তাহারে,
করিল বড় অস্থির॥
জর্জ্জরিত কায়, অমনি ত্বরায়,
সাত্যকি লইল শর।
তাহার প্রহারে, সারথিরে মারে,
রথ অশ্ব ভূমিপর॥
ধ্বজছত্র কাটি, ফেলিলেক মাটী,
গর্জ্জিল উৎসাহ মনে।
বিষম বিপক্ষ, কেহ নয় দক্ষ,
তাহার সহিত রণে॥

সুধন্বা ধনুক, করি হেঁট মুখ,
টানিল আকর্ণ তার।
শীঘ্র সাত্যকির, শির সারথির,
সহিত অশ্ব সংহার॥
হইল বিরথ, সাত্যকী সুরথ,
বিপক্ষ ভূমিতে রয়।
ক্ষনেক মধ্যেতে, উভয়ে ত্বরিতে,
আনিল স্যন্দন হয়॥
আরোহিল তাতে, ধনুঃশর হাতে,
উভয়ে বীরত্ব খণি।
বর্ম্ম পরিধান, যম মূর্ত্তিমান,
কিরীটে উজলে মণি॥
দোঁহে নিরন্তর, বরিষয়ে শর,
হারাতে বাসনা দোঁহে।
মুষলের ধার বাণ অনিবার,
দুজনে অক্ষুণ্ণ দেহে॥
কিংশুকের ফুল, উভয়ের তুল,
রক্তপদ্ম সম শোভা।
রুধির সর্ব্বাঙ্গে, সংগ্রাম তরঙ্গে,
ধরিয়াছে রূপ কিবা॥
সুধন্বা শেষেতে, শক্তির আঘাতে,
সাত্যকি মূর্চ্ছিত করি।
ঘন সিংহনাদ, পূর্ণ রণসাধ,
পশু মধ্যে যথা হরি॥
তেমতি বিরাজ, বীরের সমাজে,
সকলে বিস্মিত হয়।
পাণ্ডব সৈন্যেতে, বড় ভয় চিতে,
সদা হাহাকার ময়॥
হেরি বল ক্ষয়, পাণ্ডুর তনয়,
রাজার তনয় কাছে।
ক্রুদ্ধ উত্তরিল, বলিতে লাগিল,
অনুচরগণ পাছে॥
তিষ্ঠ বীরবর, মোর বাক্য ধর,
রাখানি বীরত্ব তোর।
যাইবে কোথায়, এসেছি হেথায়,
পরিচয় পাবে মোর॥
ইন্দ্রের সমান, তুমি বলবান,
অদ্ভুত তোমার বল।
বড় বড় বীর, সকলে অস্থির,
হেরিয়া রণ কৌশল॥
পরাজিত সবে, সকলে নীরবে,
লজ্জিত যতেক রথী।
করেছে সমর, অতি ঘোরতর,
কভু নয় পাছু গতি॥
তব বিদ্যমান, সবার বয়ান,
লজ্জাতে হইল নত।
হায় বীরনাম, হলো অবসান,
জিয়স্তে তাহারা মৃত॥
দেবেন্দ্র যেমতি, দেবগণ পতি,
দানব সহিত রণ।
করি জয় লাভ, নাশে মনস্তাপ,
তুমিও বীর রতন॥
অপরূপ কর্ম্ম, রাখি ক্ষত্রধর্ম্ম,
সুখ্যাতি ভুবন ভরে।
দেখালে বীরত্ব, জানালে মহত্ব,
সকল বীর গোচরে॥
আমি সত্য বলি, শুন ওহে বলী,
আমিও অনেক রণ।
ভারত সমরে, গুরু গুণাকরে,
পিতামহে নিপাতন॥
কর্ণ কৃতবর্ম্মা, দ্রৌণি বীরধর্ম্মা,
যুঝেছি সকল সনে।
থাকি সুরপুরে, দৈত্যের সমরে,
করেছি ভীষণ রণে॥

ব্যাধরূপী হয়ে, তাঁহার সমরে,
করেছে তুষ্টি সাধন।
কিন্তু হে অবাক্, বলি সত্য বাক্,
অদ্ভুত তোমার রণ॥
বিস্তর সংগ্রাম, আমি অবিরাম,
করেছি বলিনু স্থির।
কিন্তু তোমামত, রণেতে পণ্ডিত,
দেখি নাই কভু বীর॥
সুধন্বা শুনিয়া, বচন অমিয়া,
বলিল আপন জোরে।
করিয়াছ রণ, জানি বিবরণ,
কি বলিবে তাহা মোরে॥
কৃষ্ণের কৃপাতে, সব সংগ্রামেতে,
করিয়াছ জয় লাভ।
কৃষ্ণ না সারথী, হতে যদি রথী,
পেতে বড় মনস্তাপ॥
কৃষ্ণ নাহি কাছে, চিন্তা কর মিছে,
এ জন্য বিস্ময় তব।
ঘুচিবে বিস্ময়, যাবে সব ভয়,
স্মর মনে সে মাধব॥
কি বলিবে বাড়া, তুমি কৃষ্ণ ছাড়া,
এবে পার্থ মোর সনে।
করিতে সমর, পাণ্ডুবংশধর,
সাহস হয় কি মনে॥
তব অগ্রবর, পিতা গুণধর,
ধরিয়া রেখেছে পুরে।
মানস তাঁহার, অশ্বমেধ সার,
করিবেন যত্ন করে॥
অযত্নেতে অশ্ব, গৃহে বসি স্বস্থ,
হইল অদৃষ্ট জোরে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ, হলে পিতা তূর্ণ,
তবেই সার্থক মোরে॥

রণে যদি সাধ, পাণ্ডুকুলসাধ,
থাকয়ে তোমার মনে।
বিলম্ব না কর, সাজহ সত্বর,
দেখি কিবা ঘটে রণে॥
বিমানে দেবতা, থাকিয়া সর্ব্বথা,
দেখুন আমার রণ।
তোমারে যুদ্ধেতে, মারিব নিশ্চিতে,
কৃষ্ণের সহিত পণ॥
বাক্য নহে আন, বীর বিদ্যমান,
বলিনু বচন এই।
কৃতার্থ হইব, তোমায় বধিব,
সংগ্রামেতে আমি যেই॥
শুনিয়া বচন, অর্জ্জুন নয়ন,
কোপেতে রক্তিম ভাব।
না দিল উত্তর, নিল ধনুঃশর,
দেখাতে আপন ভাব॥
না ছাড়িতে তায়, কাটিল ত্বরায়,
সুধন্বা হাস্যের সনে।
পুন দশ শরে, পাণ্ডুবংশধরে,
ছাড়িল আনন্দ মনে॥
পার্থ তাহা কাটি, ফেলি দিল মাটি,
কৈল শর বরিষণ।
ঘোর শরবৃষ্টি, নাহি চলে দৃষ্টি,
ছাইল মর্ত্ত গগণ॥
দেখি রাজপুত্র, তীক্ষ্ণবাণ তত্র,
করিল ক্ষেপণ জোরে।
তিল তিল করি, কাটিল সত্বরি,
সকলি পাণ্ডব শরে॥
মনেতে চিন্তিত, পার্থ গুণযুত,
অগ্নি অস্ত্র হানে বীর।
চৌদিকে অনল, বহে স্বর্ণস্থল,
দেখে সবে চক্ষুস্থির॥

গভীর গর্জনে, অনল সঘনে
বিপক্ষের প্রতি ধায়।
সুধন্বা দেখিয়া, মহা গরজিয়া
বৃষ্টি অস্ত্র হানে তায়॥
অনল নিরাশ, ঘুচিল সন্ত্রাস,
চৌদিকেতে অন্ধকার।
মুষলের ধারে, বৃষ্টি অনিবারে,
নিবৃত্তি নাহিক তার॥
বিদ্যুত গগণে, চমকে তখনে,
ক্ষণে ক্ষণে বজ্র পড়ে।
কভু শিলাবৃষ্টি, যায় বুঝি সৃষ্টি,
কভুবা বহিছে ঝড়ে॥
তুমুল বর্ষণে, শীত আগমনে,
সকলে কম্পিত কায়।
চাতকের রব, শ্রবণ ভৈরব,
আর নাহি শোনা যায়॥
মাঝে কেকারব, হয় কলরব,
বর্ষার লক্ষণ যত।
কাল সহকারে, ভেটিতে বর্ষারে,
হইল সবে আগত॥
বাদ্য যন্ত্র সব, শ্রুতি কটু রব,
নষ্ট প্রায় হৈল এবে।
ভূমিতে চম্পক, ফুটিল স্তবক,
বর্ষা আগমন যবে॥
বীরের বরম, বৃষ্টি ঝম ঝম,
ভিজিয়া বিলুপ্ত প্রায়।
সুন্দর চামর, অতি শোভাকর,
বৃষ্টিতে পড়ি ধরায়॥
গজ কুম্ভস্থলে, বৃষ্টি অবিরলে,
কুৎসিত সাজেতে সাজে।
সব শোভাহীন, বসন মলিন,
যতেক সৈন্য সমাজে॥

বাণ পঙ্কনাশ, সৌন্দর্য্য বিনাশ,
প্রথম বরিষা জোরে।
অকালে জলদ, নহেত শুভদ,
পড়িল সকলে ঘোরে॥
অতি বরিষণ, হেরি দুর্লক্ষণ,
সকলে চিন্তিত অতি।
নাপারে দাঁড়াতে, না পারে যাইতে,
হায় কুগ্রহের গতি॥
কুন্তীর নন্দন, হেরিয়া তখন,
প্রবল বরিষা জোরে।
হাতে বায়ু ধনু, নিল পাণ্ডুতনু,
নিক্ষেপিল তাহা ঘোরে॥
জলদ সকল, হইল নিষ্ফল,
ছিন্নভিন্ন চারিদিকে।
প্রবল বাতাসে, নিশান বিনাশে,
উড়াইল থেকে থেকে॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গ, গর্দ্দভের সঙ্গ,
বায়ুভরে সদা ঘোরে।
ছত্রভঙ্গ সৈন্য, পলায় অগণ্য,
পরিত্রাহি রব করে॥
সুধন্বা হেরিয়া, ধনুঃশর নিয়া,
টঙ্কারে তখনি বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে, নাশি প্রভঞ্জনে,
কাটিল সারথি শির॥
পাণ্ডবের শর, নির্ম্মূল সত্বর,
করিল এমনি জোর।
ঘন সিংহনাদে, শত্রু পরমাদে,
কাঁপাইল রণে ঘোর॥
অর্জ্জুনের প্রতি, বলিল ভারতী,
শুন শুন হে পাণ্ডব।
শর হলো ক্ষয়, সুত যমালয়,
শক্তি পরাভব তব॥

মোর শরজালে, নিতান্ত বিশালে,
ঘেরিয়াছে তোমা এবে।
কোথা গেল যশ, তোমার পৌরষ,
কোথা সে গোবিন্দ দেবে॥
না দেখি উপায়, ঠেকিয়াছ দায়,
পড়েছ আমার হাতে।
স্মর সে সারথি, ওহে মহারথী,
লও তাঁরে করি সাথে॥
সুধন্বা বচনে, সে পাণ্ডুনন্দনে;
চালাইল নিজ হয়।
বাম হাতে শর, মেরে দ্রুততর,
যুদ্ধ করে অতিশয়॥
মনে মনে পার্থ, দেখি বাণ বার্থ,
অন্তরে গোবিন্দে ডাকে।
অন্তর্যামী হরি, পার্থ বরাবরি,
আসি দেখা দেন তাকে॥
রথেতে উদয়, হরি দয়াময়,
হেরিয়া পাণ্ডব তবে।
চরণে প্রণাম, করি অবিরাম,
গর্জ্জিল ভীষণ রবে॥
পার্থের রথেতে, কৃষ্ণেরে চক্ষেতে,
দরশন করি বীর।
মাতি প্রেমানন্দে, বলেন গোবিন্দে,
নয়নেতে বহে নীর॥
তোমারে দেখিনু, সার্থক হইনু,
দুষ্কৃতি হইল নাশ।
পাণ্ডবের হিতে, এসেছ নিশ্চিতে,
মোর পূর্ণ অভিলাষ॥
আমি অতি অজ্ঞ, তুমি হে সর্ব্বজ্ঞ,
ভকত অধীন প্রভু।
ভক্তে দয়াময়, সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়,
শুনিয়াছি আমি বিভু॥

অর্জ্জুনের পণ, রাখিতে এখন,
আমারে হারাতে হরি।
পার্থের সারথ্য, কর আধিপত্য,
অর্জ্জুনে সাহায্য করি॥
ভক্তের বচন, রাখ নারায়ণ,
পার্থের প্রতিজ্ঞা রাখ।
তুমি কিছুক্ষণ, নীরদ-বরণ;
অর্জ্জুন রথেতে থাক॥
তোমারে তুষিতে, শক্তি যথোচিতে;
দেখাতে মানস বড়।
মরি নাই ক্ষতি, হবে মোর গতি,
সংগ্রামে না দিব রড়॥
তাহার বচন, শুনিয়া তখন,
অর্জ্জুন হাসিয়া কয়।
এই তিন শর, তোমারে সত্বর,
পাঠাইবে যমালয়॥
বেশী না বলিবে, এ.নি জানিবে,
আমার কি রূপ পণ।
ছাড়ি ইহলোক, যাহ অন্য লোক,
সব দিয়া বিসর্জ্জন॥
আমার বচন, শুন গুণধন;
যদি মিথ্যা কভু হয়।
নরকেতে গতি, না হবে নিষ্কৃতি,
পূর্ব্ববংশ সমুদয়॥
শুনিলে আমার, পণ চমৎকার,
যাহা সব সাক্ষাতেতে।
বলিনু সরবে, জানাবারে সবে,
মিথ্যা নহে কোন মতে॥
আপনার পণ, জানাও এখন,
শুনুক সকলে হেথা।
শিক্ষার কৌশল, ওহে মহাবল,
দেখি দেখিহে সর্ব্বথা॥

শুনিয়া তখন রাজার নন্দন,
বলিল পাণ্ডব প্রতি।
হরি সন্নিধানে, ছিন্ন তব বাণে,
করিব অব্যর্থ গতি॥
যদি কৃতকার্য্য, ওহে বীরবর্য্য,
না পারি হইতে আমি।
তাহলে শরেতে, মোরে হে নিশ্চিতে
কাটিয়া ফেলিবে তুমি॥
বলিয়া এতেক, ছুড়িলেক এক,
বাণ রথ প্রতি বীর।
কৃষ্ণের সহিত, রণ আচম্বিত,
ঘোরে সদা নহে স্থির॥
ঘটচক্রবত, সে রথ সতত,
ঘুরিতে লাগিল শরে।
দেব বিশ্বম্ভর, রথের উপর,
অর্জ্জুন বিরাজ করে॥
চেষ্টা বিধিমত, কৈলা পাণ্ডুসুত,
তথাপি অস্থির রথ।
মহী প্রবেশিতে, সতত চেষ্টিতে,
বুঝি তার অভিমত॥
রথের এ গতি, হেরি জীবগতি,
পার্থেরে শ্রীকৃষ্ণ কয়।
অসম্ভব পণে, কুন্তীর নন্দনে,
মনেতে পেয়েছি ভয়॥
দেখিলে নয়নে, বীরের প্রধানে;
সুধন্বা সামর্থ কত।
কি রূপেতে পণ, হইবে রক্ষণ,
কঠিন কাযেতে রত॥
আদি অন্ত ভেবে, কেন পণ তবে,
না করিলে পাণ্ডুসুত।
তা হলে বচন, হইত পালন,
কলঙ্ক না হতো এত॥

না করি মন্ত্রণা, মনে বিবেচনা,
করিলে প্রতিজ্ঞা ঘোরে।
পরে কি হইবে, ভাবিলে কি তবে,
ঠেকিতে কি এত জোরে॥
জয়দ্রথ নাশে, সবার সকাশে,
যে রূপ দারুণ পণ।
নাই কি হে মনে, পাণ্ডুর নন্দনে,
হইয়াছ বিস্মরণ॥
প্রতিজ্ঞা রাখিতে, কর্ম্ম নির্বাহিতে,
কত যে উপায় হয়।
সে সব জানিয়া, কি রূপ করিয়া,
ঘোর পণ ধনঞ্জয়॥
করিলে হে পার্থ, বুঝি কার্য্য ব্যর্থ,
বিপক্ষ কাছেতে হয়।
সে জন্য মনেতে, হয়েছি চিন্তিতে,
অন্তরে উপজে ভয়॥
বিপক্ষ বিক্রম, কেবা তার সম,
অতুল্য সংসার মাঝে।
দেখ তার শরে, রথ ঘোরে ফেরে,
অশ্বের হৃদয়ে বাজে॥
পতিব্রতা জোরে, সুধন্বা সমরে,
ধরেছে বিক্রম ঘোর।
কার সাধ্য তারে, পরাভব করে,
যে রূপ প্রচণ্ড জোর॥
আমরা দুজনে, কায় সম্মিলনে,
বিপক্ষে হারাতে নারি।
ঠেকিয়াছি দায়, ঘোর প্রতিজ্ঞায়,
ভাবনা বিষম ভারি॥
হাসিয়া গোবিন্দে, মনের আনন্দে,
অর্জ্জুন তখন কয়।
মোর তিন বাণে, সুধন্বা পরাণে,
মারিয়া লইব জয়॥

নাহিক সংশয়, কথা মিথ্যা নয়,
প্রতিজ্ঞা সফল হবে।
পণ অসম্ভব; সকলি সম্ভব,
মাধব নিকটে যবে॥
অসাধ্যসাধন, তুমি নারায়ণ,
নিকটে থাকিলে নাই।
সুধন্বা মারিতে, না হই শঙ্কিতে,
অতি তুচ্ছ ভাবি তাই॥
এতেক বচন, বলি ততক্ষণ,
করেতে প্রচণ্ড শর।
পাণ্ডুর নন্দন, হানিল তখন,
গর্জ্জিয়া বিপক্ষপর॥
দিক শরজালে, হইল সেকালে,
প্রলয় কালের মত।
বাণ কত তাসে, কে কার সন্ধানে,
শেল শূল অস্ত্র যত॥
তাস্ত্রের বরণ, হইল তখন,
বিপক্ষ সুধন্বা বীর।
তীক্ষ্ণ ধনুঃশর, লইল সত্বর,
করিতে পার্থে অস্থির॥
বলিল কেশবে, অতি উচ্চরবে,
শুন কৃষ্ণ কথা মোরে।
তুমি বৃন্দাবনে, ধরি গোবর্দ্ধনে,
রক্ষেছিলে ব্রজ ঘোরে॥
সে রূপেতে এবে, রক্ষিতে হইবে,
পাণ্ডবে প্রসন্ন হরি।
তাহা নাহি হলে, পার্থ অবহেলে,
মরিবে ধনুক ধরি॥
না করিয়া লক্ষ্য, সুধন্বার বাক্য,
পাণ্ডব কুপিত অতি।
কালানল তুল্য, ধনুক অতুল্য,
নিল করে শীঘ্রগতি॥

মহা প্রতাপেতে, পার্থ বীর তাতে,
করিল শরের যোগ।
ছাড়িল সঘনে, রাজার নন্দনে,
নাশিতে জীবন ভোগ॥
দেখি জনার্দ্দন, চিন্তিত তখন,
আপন সুকৃতি যত।
শরেতে যোজন, করিল তখন,
নাশিতে বিপক্ষ ভীত॥
উপরে বিমানে, থাকি দেবগণে,
দেখে সবে মহারণ।
সকলে কৌতুক, রহে অধোমুখ,
স্বর্গেতে অমরগণ॥
দিব্য অলঙ্কার, বেশ ভূষা সার,
সবার শরীর শোভা।
উজ্জ্বল নয়ন, উজ্জ্বল বসন,
ধরেছে অপূর্ব্ব বিভা॥
অর্জ্জুনের শর, হেরি বীরবর,
তেজেতে বলিল তারে।
থাকিলে সুকৃতি, ওহে মহারথী,
কাটিব শরের ধারে॥
এখনি তোমার, ও শর সংহার,
করিব নিমেষ মাঝে।
বলিয়া তখন, তীক্ষ্ণ প্রহরণ,
প্রহারে অনল রাজে॥
দেখিতে দেখিতে, কাটিয়া ভূমিতে,
ফেলিল পার্থের শর।
বিস্ময় অন্তর, অপ্সর কিন্নর,
যক্ষ রক্ষ সুর-নর॥
নাহি মুখে বাক্, সকলে অবাক্,
দেখিয়া বীরত্ব ঘোর।
অদ্ভুত কৌশলে, ধন্য বীর বলে,
অদ্ভুত বিক্রমী জোর॥

মুখে যা বলিল, কাযে তা করিল,
না দেখি এমন বীর।
শক্তি অসম্ভব, নহে পরাভব;
ধরেছে প্রচণ্ড তীর॥
দেখি বাণ ব্যর্থ, মহাকোপে পার্থ,
ধরিল অপর বাণ।
টঙ্কারিল তার, শব্দ চমৎকার,
সবার কম্পিত প্রাণ॥
সেকালে মুরারি, দৃঢ় চাপ ধরি,
রক্ষিতে পাণ্ডবে প্রভু।
তার উপকারে, অনেক প্রকারে,
উপায় করেন বিভু॥
হেরি এইরূপে, কৃষ্ণ কালরূপে,
বলয়ে সুধন্বা বীর।
অর্জ্জুনের তরে, নব জলধরে,
মনে কি ভাবিছ স্থির॥
সুকৃতি প্রদান, কৈলা ভগবান্,
রাখিতে ভকত জনে।
তোমার সমক্ষে, না হইল রক্ষে,
পার্থের নিক্ষিপ্ত বাণে॥
সাক্ষাতে সবার, সে শর সংহার,
করিনু দেখিলে তুমি,
পুন পার্থ বাণ, করিলে সন্ধান,
কাটিয়া ফেলিব আমি॥
কে রক্ষিবে তারে, বনমালাধরে,
বলনা উপায় তার।
কি করেছ স্থির, বাসনা যোগীর,
লয়েছ সে সব ভার॥
ধন্য কুন্তীপুত্র; ধন্য ধন্য পার্থ,
সার্থক সুকৃতি তব।
তোমায় রক্ষিতে, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিতে,
কতই চিন্তিত কব॥

হরি পুণ্যদানে, তোমার কল্যাণে,
করিলা যে রূপ ক্ষয়।
স্মরিতে তাহারে, আনন্দ কাহারে,
হয় না বলহ আজ॥
অধিক কল্যাণ, দিল ভগবান,
তোমার মঙ্গল তরে।
তোমার ভক্তিতে, দিবস নিশিতে,
বাধিত দয়াল হরে॥
এতেক বলিয়া, ধনুক লইয়া,
ছুড়িল সুধন্বা বীর।
সূর্য্য সম তেজে, ধাইল গরজে,
হেরিয়া নয়ন স্থির॥
কুন্তীর নন্দন, হেরিয়া তখন,
কোপেতে আবক্র আঁখি।
ধরিল ভীষণ, শক্তি বিনাশন,
কৃষ্ণের কাছেতে থাকি॥
বিমানে দেবতা, মানব সর্ব্বথা,
ভূমিতে রয়েছে যারা।
হইল কাতর, বিস্মিত অন্তর,
কেবা জয়ী কেবা মারা॥
দুজনে সমান, দোঁহে বলবান,
কোপেতে কম্পিত তনু।
সিংহের গর্জ্জনে, ধায় দুইজনে,
করেতে প্রচণ্ড ধনু॥
কে করে প্রলয়, কেবা হয় ক্ষয়,
এ চিন্তা সবার মনে।
কভু জয়ী পার্থ, কভু বাণ ব্যর্থ,
দুজনে নিপুণ রণে॥
বাণের মুখেতে, অনল জ্বলিতে,
লাগিল গগণপরে।
শব্দ ভয়ঙ্করে, শ্রবণ বিবরে,
শুনিয়া আশঙ্কা ধরে॥

সুধন্বার শর, বেগেতে সত্বর,
কাটিল অর্জ্জুন ধনু।
জোরে সিংহনাদ, শত্রু পরমাদ,
বিজয়ী রাজার জনু॥
নিজ সৈন্যগণে, শঙ্খের নিঃস্বনে,
করিল হর্ষিত সবে।
পরাস্ত অর্জ্জুনে, হেরি সৈন্যগণে,
জয়েতে মগন সবে॥
এ হেন সময়, হরি দয়াময়,
অর্জ্জুনে বলেন বাণী।
ওহে বীরতনু, আর তুমি ধনু,
ধরোনা বিপক্ষ জানি॥
ধরি পাঞ্চজন্য, আমি অগ্রগণ্য,
হইব বিপক্ষ আগে।
তুমি দেবদত্ত, বাজাও হে পার্থ,
থাকিয়া পশ্চাৎ ভাগে॥
দেখহ বিপক্ষ, কতদূর শক্য,
সংগ্রামে সাহসী হয়।
আমি পুণ্যদানে, সুধন্বা পাতনে,
করিব তাহারে জয়॥
তোমার হাতেতে, বিপক্ষ নিশ্চিতে,
পতন কখন নয়।
সাধ্য যতদূর, দেখালে প্রচুর,
করিতে তাহারে জয়॥
প্রতিজ্ঞা রাখিতে, এই সমুচিতে,
মনেতে ভাবিনু ঠিক।
ইহা ভিন্ন আর, অপর প্রকার,
বজায় সকল দিক্॥
না পাই দেখিতে, সেজন্য চিন্তিতে,
তোমার প্রতিজ্ঞা তরে।
কিসে জয়ী হবে, শত্রু বিনাশিবে,
মনেতে ভাবনা মোরে॥

এই কথা বলি, প্রভু বনমালী,
ত্রিলোক কাঁপাতে হরি।
পাঞ্চজন্য করে, লইয়া সত্বরে,
বাজাইলা সে মুরারি॥
তাহার সনেতে, অর্জ্জুন করেতে,
দেবদত্ত নিল বীর।
শবদে তাহার, লোকে চমৎকার,
চকিত সকলে স্থির॥
সবে জ্ঞানশূন্য, শব্দে পাঞ্চজন্য,
সমুদ্র ক্ষোভিত হয়।
পড়ে গিরিশৃঙ্গ, যতেক মাতঙ্গ,
তুরঙ্গ সুস্থির নয়॥
প্রলয় গর্জ্জন, অতি অলক্ষণ,
জীবজন্তু সবে ত্রাস।
সৃষ্টি রসাতলে, যায় এককালে;
হয় বুঝি সব নাশ॥
এ রূপ সময়, হরি দয়াময়,
পার্থেরে ডাকিয়া কন।
ধর ধনুর্ব্বাণ, করহ সন্ধান,
এইবেলা কর রণ॥
তোমার শরেতে, থাকি উপস্থিতে,
নাশিব বিপক্ষ প্রাণ।
ব্রহ্মাকে পশ্চিমে, রাখি কোনক্রমে,
করিতে হবে সন্ধান॥
কাল প্রতীক্ষিয়ে, ওহে বীরহিয়ে,
থাকহ ধনুক ধরি।
সময় বুঝিয়া, ফেলিবে ছুড়িয়া,
আমারে অন্তরে স্মরি॥
কৃষ্ণের কথাতে, অর্জ্জুন কোপেতে,
ধরিল ধনুক যবে।
লোকে হাহাকার, রক্ষা নাই আর,
সুধন্বা মরিল এবে॥

অর্জ্জুনের ক্রম, হেরিয়া বিষম;
গোবিন্দে সুধন্বা কয়।
রক্ষিতে পাণ্ডবে, তুমি হে মাধবে,
আমারে করিতে জয়॥
আমারে বিনাশী, ওহে পাপনাশী,
হয়েছে বাসনা মনে।
শরে স্মর পিতা, থাকহে সর্ব্বথা,
আমার দুর্জ্জয় রণে॥
প্রতিজ্ঞা রক্ষণ, পার্থের এখন,
করহ মাধব তুমি।
বিলম্বে কি ফল, দেখাও কৌশল,
অনুরোধ করি আমি॥
সুধন্বার কথা, বজ্রসম ব্যথা,
পাইয়া পাণ্ডব বলে।
অনলে আহুতি, যে রূপ মূর্ত্তি,
হয়ে থাকে উঠে জ্বলে॥
তেমতি জ্বলিয়া, পাণ্ডবের হিয়া,
বলয়ে সুধন্বা প্রতি।
মোর দুই শর, ওহে বীরবর,
হয়েছে বিফল গতি॥
এবে তিনবার, প্রতিজ্ঞা আমার,
নিশ্চয় জানিও মনে।
নাই রক্ষা এবে, ভাবিছ কি হবে,
অন্তিম লক্ষণ জেনে॥
থাকিতে সময়, উচিত যা হয়,
সময়ে করহ গতি।
তা না হলে পরে, পড়িবে ফাঁফরে,
ভুমিত চতুর মতি॥
এই বাণ ধরি, শুন ওহে অরি,
বলি হে নিশ্চিত আমি।
কিরীট সহিত, শির নিপাতিত,
শোয়াইব রণ ভূমি॥

এ শর ছেদন, তুমি কদাচন,
করিতে পারগ নহ।
এবে বারদাপ, অখণ্ড প্রতাপ,
ঘুচিবে শরের সহ॥
আমার বচন, নিষ্ফল কখন,
হবেনা জেনোহে বীর।
তাহার প্রমাণ, তোমা বিদ্যমান,
জানাই করিয়া স্থির॥
অভেদ দুজন, শিব নারায়ণ,
অজ্ঞানে করয়ে ভেদ।
যেই জনে গুনে, ভিন্ন দুইজনে,
স্পর্দ্ধাতে করয়ে ছেদ॥
গোঁড়ামী করিয়া, হরিকে লইয়া,
হরের খরবে মন।
সেই কৃষ্ণ দ্বেষী, বৃথা দিবানিশি,
তপ জপে রত হন॥
না জানে স্বরূপ, হরি কোনরূপ,
পাতকে মগন চিত।
পড়িয়া ধাঁধায়, জীবন কাটায়,
দুস্তর নরকে নীত॥
হলে বাক্য আন, সে পাপে প্রাণ
অবশ্য নরকে বাস।
কথা মিথ্যা নয়, নাহিক সংশয়,
এখনি পূরিবে আশ॥
অর্জ্জুন বচনে, রাজার নন্দনে,
হাসিয়া তখন বলে।
বৃথা আস্ফালন, পাণ্ডুর নন্দন,
উচিত কি হেন-কালে॥
যাও কাশীধামে, পূজি গুণধামে,
আশুতোষে করি তোষ।
মণি কর্ণিকায়, স্নাইয়া ত্বরায়,
শোধহ দেহের দোষ॥

হরি হর ভিন্ন, বোধে কিবা পুণ্য,
ফল মাত্র রোষ তার।
বলিতেছি ঠিক্, যদি দশদিক্,
সকল দেবতা ভার॥
শিব পশুপতি, অখিলের পতি,
আসিয়া তোমার শরে।
আবির্ভূত হলে, আমি অবহেলে,
ছেদিব আপন জোরে॥
কথা মিথ্যা নয়, এখনি প্রত্যয়,
হইবে দেখিয়া গুণ।
তুমি ত্বরা করি, ছাড় ধনু ধরি,
কাটিব সহিত তূণ॥
শুনিয়া কোপেতে, পাণ্ডব ফুলিতে,
লাগিল নাগের মত।
বীরদাপে বীর, টঙ্কারিয়া তীর,
ছাইল গগণ পথ॥
অনলের কণা, ভীষণ ঝঞ্ঝনা,
প্রকাশে চৌদিকে শর।
দিক্ দাহ প্রায়, মহাবেগে ধায়,
প্রচণ্ড মূরতি ধর॥
শব্দ ভয়ঙ্কর, কম্পিত ভূধর,
সমুদ্র আকুল এবে।
সব প্রাণীনাশ, গণয়ে হুতাশ,
নিক্ষেপিল শর যবে॥
অতি দূর হতে, ধূমের সহিতে,
ছুটিছে তুরন্ত বেগে।
যেন কালানল, নাশিতে ভূতল,
মানস বিষম রেগে॥
তিনলোক স্তব্ধ, শুনি সেই শব্দ,
দেবাসুর রণ যেন।
ঘোর অন্ধকার, সবে হাহাকার,
অকালে প্রলয় হেন॥

বিমানে অপসর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
ভাবিত অন্তর স্থরে।
মনে লাগে ভয়, কি জানি কি হয়,
রহিয়াছি মোরা দূরে॥
দেখিতে দেখিতে, গগণ হইতে,
ভূতলে নামিল বাণ।
পৃথিবী কম্পিত, হেরি আচম্বিত,
দারুণ বাণের টান॥
বাসুকির শির, কম্পিত অস্থির,
পর্ব্বত উপাড়ি পাড়ে।
সমুদ্রের জল, উছলে কেবল,
সকলে পলায় রড়ে॥
ধরা টল টল, কোথা যাবে বল,
ভয়েতে কম্পিত সবে।
নাহিক উপায়, ঠেকিয়াছে দায়,
ত্রাহি ত্রাহি এই রবে॥
হেরি বাণ গতি, সুধন্বা সুমতি,
ক্ষণেক স্তম্ভিত রয়।
বলিল পাণ্ডবে, গরজিয়া তবে,
মোর প্রাণে কত সয়॥
তোমার কারণে, দেব ভগবানে,
আগমন রণ মাঝে।
তোমা হতে বল, হলো সঙ্ঘটন,
দেখিছে সকলে পাছে॥
হরি হর আদি, দেব দয়ানিধি,
রাখুন তোমার বাণ।
এখনি ছেদিব, শর সংহারিব,
রাখিব বীরত্ব মান॥
হায় ভাগ্যবশে, দেব হৃষীকেশে,
অক্লেশে দেখিনু আমি।
জনক আমার, অদৃষ্টে তোমার,
না ঘুচিল কর্ম্ম ভূমি॥

আমার জননী, দিবস রজনী,
কামনা কৃষ্ণকে করে।
ভবার্ণব হতে, পার সহজেতে,
হেরিতে রাধিকাবরে॥
ভার্য্যা প্রভাবতী, ধর্ম্মে স্থিরমতি,
পাইতে শ্রীকৃষ্ণ ধনে।
তাদের কপালে, হায় কোনকালে,
না ঘটিল নিত্য ধনে॥
না হলো নিস্তার, মোর পরিবার,
সাধনা বঞ্চিত তারা।
আমি বড় সুখী, শ্রীকৃষ্ণকে দেখি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা হলো হারা॥
করেছি মননে, দেব জনার্দ্দনে,
আমারে অন্তিমে প্রভু।
চরণেতে স্থান, দিও ভগবান,
উদ্ধার কিঙ্করে বিভু॥
জানিয়া বাসনা, ওহে কালসোণা,
সারথি অর্জ্জুন রথে।
প্রার্থনা এখন, করহ পূরণ,
উদয় হৃদয় পথে॥
এই সিংহাসনে, তোমারে যতনে,
ভক্তিতে অর্চ্চনা করি।
বৈরাগ্য চন্দনে, পূজিতে যতনে,
স্মরিতে অন্তরে হরি॥
এই কথা বলি, মুখে বনমালী,
নাম রব সদা করে।
নীর দুনয়নে, প্রবাহ এক্ষণে,
অন্তরে মূরতি হেরে॥
হাতে তীক্ষ্ণশর, তাজে বীরবর,
কাটিবারে ব্যস্ত মনে।
সবার সাক্ষাতে, কাটিয়া পাড়িতে,
ফেলিল ভকত জনে॥
ধড়্‌কের অদ্ধ, কাটিলেক সদা,
সুধন্বা সকলে দেখে।
সকলে অবাক্, নাহি সরে বাক্,
দেবতা গগণে থেকে॥
বাণ অর্দ্ধখান, পার্থ বিদ্যমান,
ছেদন দেখিয়া বীর।
মুখ লজ্জাভরে, সবার গোচরে,
নত হয়ে থাকে স্থির॥
অদ্ভুত ব্যাপার, হেরি সবাকার,
বিস্ময় রসেতে মন।
না জানি কারণ, এর বিবরণ,
বাখানে বীরের রণ॥
এ দিকে ঘটনা, নাহি যায় জানা,
অর্দ্ধেক অর্জ্জুন শরে।
উজ্জ্বল কুণ্ডল, সহ শিরঃস্থল,
পতিত সংগ্রাম পরে॥
অর্জ্জুনের বাক্য, কৃষ্ণবলে রক্ষা,
হইল দেখিল সবে।
বিপক্ষেতে ত্রাস, স্বপক্ষে উল্লাস,
সুধন্বা পতন যবে॥

ইতি একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

যং পঠন্তি সদা সাঙ্খ্যাশ্চিন্তয়ন্তিচ যোগিনঃ।
পরং প্রধানং পুরুষমধিষ্ঠাতারমীশ্বরম্॥

সুরথের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও
অর্জ্জুন হস্তে পতন।

জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
যে কালে সুধন্বা শির নিপাতিত হয়॥
সে কালে অপূর্ব্ব কাণ্ড সবার সাক্ষাতে।
হয়ে ছিল দেখে স্তব্ধ সকলে মোহিতে॥
সুধন্বার ছিন্ন শির শূন্যভরে গতি।
সবার সাক্ষাতে কৃষ্ণপদে করে স্থিতি॥
কাটামুণ্ডে কৃষ্ণনাম করে উচ্চারণ।
নয়ন মুদিত তবু অশ্রু নিপাতন॥
গড়াগড়ি কৃষ্ণপদে মনের উল্লাস।
কাটামুণ্ডে প্রকাশিছে অপরূপ হাস॥
বীরের কবন্ধ রণ ভূমিতে ভ্রমণ।
করিয়া বিনাশ করে কত সৈন্যগণ॥
রথ রথী হয় হস্তী করিছে বিনাশ।
দেখিয়া সবার মনে লাগিল তরাস॥
মৃত দেহে কত লোকে মারিতেছে হায়।
তাহার গণনা করা বড় ঘোর দায়॥
কেশব লইয়া করে সুধন্বার শির।
বাখানিল সেই ভক্তে জানি বড় বীর॥
দুই হাতে যত্ন করি লয়ে কাটা শির।
এক দৃষ্টে রহিলেন কেশব সুধীর॥
দেখিতে দেখিতে ক্রমে ছিন্ন শির হতে।
অপরূপ তেজোরাশি উঠে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণের কায়েতে তাহা হইল মিশ্রিত।
দেখিয়া তাবৎ লোক হইল বিস্মিত॥
সুধন্বা পরম ভক্ত ভিন্ন কলেবর।
ভিন্ন নাম পরিচয়, নহেত অন্তর॥
সে কারণে ভগবান ভক্তের জীবনে।
সুধন্বার তেজ রক্ষা করিল আপনে॥
পরে শির নিক্ষেপিল হংসধ্বজ রথে।
জ্বলিত কুণ্ডল সহ সবার সাক্ষাতে॥
নিহত নন্দন শির পাইয়া নৃমণি।
শোকে ব্যাকুলিত চিত কাঁদেন অমনি॥
বিষের জ্বালার মত পুত্রের বিরহে।
মন প্রাণ উচাটন কলেবর দহে॥
কোলে করি সন্তানের শির নৃপবর।
পুত্রের উদ্দেশে বাক্য বলেন বিস্তর॥
হায়! পুত্র বড় বীর জানিয়া তোমারে।
পাঠাইনু পার্থ সহ সংগ্রাম মাঝারে॥
কে জানে কালের চক্রে তোমার এ গতি।
হইবেক স্নেহ ধন ডাকিবে নিয়তি॥
বল বুদ্ধি ছিলে তুমি ভরসা আমার।
তোমার বিহনে এবে সব শূন্যাকার॥
কি কারণে অকারণে করি অভিমান।
আমারে তাজিয়া পুত্র করিলে প্রয়াণ॥

কেন অভিমানী তুমি আমার বচনে।
কথা নাহি কহিতেছ মৌন কিকারণে॥
পিতার উপর কোপ অনুচিত হয়।
শীঘ্র করি প্রতিবাক্য দেহ এ সময়॥
প্রাচীন বয়স মোর তাহা কি জাননা।
বৃদ্ধ পিতা প্রতি কেন না দেখি করুণা॥
বুঝেছি বুঝেছি আমি তৈল কটাহেতে।
সত্য রাখিবার জন্য তোমারে পাতিতে॥
করিয়াছি বলে তুমি মোর ব্যবহারে।
অসন্তোষ হয়ে আছ পুত্র গুণাধারে॥
যাহাহোক্ হে আত্মজ বলিহে তোমায়।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা নাহি দেখি দায়॥
দেখাইয়া বীরপণা নর নারায়ণে।
অনায়াসে সন্তোষিলে জানে সর্ব্বজনে॥
গুণবতী প্রভাবতী বচন রাখিলে।
যুদ্ধ যাত্রাকালে তারে রতি প্রদানিলে॥
করেছ সকল কার্য্য নাই অবশেষ।
কিন্তু এক কথা পুত্র বলিহে বিশেষ॥
মনের উল্লাসে এবে আমি কে কাহারে।
চুম্বিব কোমল মুখ বলনা আমারে॥
এই বলি শোকে মোহে হইয়া জড়িত।
রথোপরি মহারাজ হইল মূর্চ্ছিত॥
পুনর্ব্বার জ্ঞান লাভ করিয়া রাজন।
পুত্রের উদ্দেশে এই বলেন বচন॥
উঠ বৎস ত্বরাকরি রণভূমি যাও।
বিপক্ষ সৈন্যেরে যমপুরেতে পাঠাও॥
তোমার অপেক্ষা করি রহিয়াছে সবে।
তবে কেন নিরুদ্যম তুমি আছ এবে॥
জননীর বাক্য বুঝি নাহিক স্মরণ।
কি করিলে কুবলার বল স্নেহ ধন॥
অগ্রসর গুণধর না হেরি তোমারে।
কার সাধ্য অগ্রসর হইবারে পারে॥

তোমার সকল ভাই রয়েছে চৌদিকে।
তুমি না করিলে যাত্রা কে যাবে সম্মুখে॥
হায় হায় কি হইল তোমার বিহনে।
এতদিনে মজিলাম জানিনু এক্ষণে॥
নিদারুণ পুত্রশোক ঘটিল আমার।
বুঝিলাম ইচ্ছা পূর্ণ হলো বিধাতার॥
পিতার এতেক শোক কাতর বচন।
শুনিয়া সুরথ বীর ব্যাকুলিত মন॥
বিনয়ে পিতারে কয় সুধীর নৃপতি।
কি জন্যে রোদন কর ব্যাকুলিত মতি॥
সামান্য জনের ন্যায় লয়ে পুত্র শির।
কেন কান্দিতেছ পিত হইয়া অস্থির॥
ইহাতে কি ফল হবে বল মহামতি।
আপনার ইষ্টসিদ্ধি পুত্রের সদ্গতি॥
শুনিয়া সুরথ বাক্য নৃপতি তখন।
বলিতে লাগিল তারে সস্নেহ বচন॥
পুত্র তরে এ কারণে আমার রোদন।
এই জন্যে অনুতাপ করি সর্ব্বক্ষণ॥
যদি ভাগ্যে পুত্র মোর সংগ্রামে নিহত।
যদি হলো ছিন্ন শির কৃষ্ণপদে স্থিত॥
তাতে না হইয়া লয় কেন পুনর্ব্বার।
আসিলেক মম করে বলহে কুমার॥
শ্রীহরির সন্নিধানে করি অবস্থিতি।
বল কেন সুধন্বার হইল এ গতি॥
সুকৃতি না হলে কভু হরির চরণ।
পেতে নাহি পারে জীব শাস্ত্রের বচন॥
কিন্তু কি দুষ্কৃতি ফলে আমার তনয়।
শ্রীহরি চরণ হতে প্রতারিত হয়॥
কালরূপ কি রূপেতে বিরূপ হইল।
তার তরে মনোমধ্যে ক্ষোভ উপজিল॥
কালে জন্ম কালে মৃত্যু হয়ে থাকে জীব।
কর্ম্মফলে ভুগে থাকে যত শিবাশিব॥

কেহই অমর নয় বিধাতার সৃষ্টি।
কেহ তরে কেহ পড়ে শুভাশুভ দৃষ্টি॥
তার জন্য আমি কিছু নহি সচিন্তিত।
কৃষ্ণপদ পেয়ে পুত্র কি জন্য বঞ্চিত॥
এই চিন্তা জর জর আমার হৃদয়।
কোন রূপে ক্ষাণ মন সান্ত্বনীয় নয়॥
এতেক বলিয়া রাজা মৃত পুত্রমুণ্ডে।
শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে ফেলাইল ভুণ্ডে॥
শ্রীহরি যতন করি লয়ে সেই মাথা।
গগণেতে ফেলাইয়া দিলেন সর্ব্বথা॥
সাধু শির শূন্য পথে করিলেক স্থিতি।
দেখিয়া সকল লোকে সবিস্মিত মতি॥
এ হেন সময় বীর সুরথ তখন।
জনকে ডাকিয়া এই বলেন বচন॥
তোমার মনের ক্ষোভ এখনি নাশিব।
যুদ্ধে পার্থসহ কৃষ্ণে শীঘ্র হারাইব॥
সাক্ষাতে দেখিবে সবে যত বীরগণ।
কথন না কহি আমি অকথ্য কথন॥
কৃষ্ণের কৌশলে মম জ্যেষ্ঠ সহোদরে।
রণেতে নিহত তাহা ব্যক্ত চরাচরে॥
দেখিবে আপন চক্ষে আমার প্রতাপ।
হেরিয়া ঘুচিয়া যাবে সকল সন্তাপ॥
নর নারায়ণ যদি একত্র দুজনে।
আরম্ভ করেন মম সহ ঘোর রণে॥
তবু পরাজয় আমি করিব নিশ্চয়।
দেবতা বলিয়া কভু ক্ষমাযোগ্য নয়॥
এই কথা বলি বীর রথেতে উঠিল।
অনুচর কতগুলি সৈন্য সঙ্গে নিল॥
বীরবেশে দৃঢ় বর্ম্ম কৈল পরিধান।
করেতে বিচিত্র শর করিল সন্ধান॥
দিব্য শঙ্খ করে ধরি কৈল সিংহনাদ।
শুনিয়া বিপক্ষগণে গণিল বিষাদ॥
রসাতল ক্ষুব্ধ হলো কম্পিত ভূধর।
চরাচর সশঙ্কিত শব্দ ভয়ঙ্কর॥
পরিপাটী তীক্ষ্ণ ধনু লইয়া সুরথ।
অর্জ্জুনের সম্মুখেতে চালাইল রথ॥
সম্মুখে অর্জ্জুনে দেখি বলিল বচন।
দেখি দেখি বীরপণা কর দেখি রণ॥
মোর হাতে রণসাধ পাণ্ডুর কুমার।
নিশ্চয় ঘটিবে শুন বচন আমার॥
ক্ষণকাল তিষ্ঠিবারে পার যদি তুমি।
তবেত জানিব তোমা সমকক্ষ আমি॥
পার্থেরে এরূপ বলি কৃষ্ণেরে তখন।
বলিতে লাগিল বীর রাজার নন্দন॥
রক্ষা কর অর্জ্জুনেরে সংগ্রামে আমার।
দেখিব কি শক্তি ধরে পাণ্ডুর কুমার॥
আপন সুকৃতি দানে মম সহোদরে।
বিনাশিছ রণ মাঝে তুমি হে মুরারে॥
বালকের মত কার্য্য করেছ কেশব।
সেই জন্য লোকে নাশ তোমার গৌরব।
মুক্তামালা বিনিময়ে বদর গ্রহণ।
যে রূপ করিয়া থাকে মূঢ় শিশুজন॥
সে প্রকার সুধন্বার জীবন গ্রহণ।
করিয়াছ নিজ পুণ্য দিয়া বিসর্জ্জন॥
দোষ নাহি কৃষ্ণ তব আপনি গোপাল।
সে জন্য সকল কার্য্যে ঘটাও জঞ্জাল॥
বুদ্ধি হীন নরে কভু মহৎ করম।
করিবারে নাহি পারে বুঝহে মরম॥
আমি কে আমারে তুমি নারিবে জানিতে।
মোর পরিচয় তুমি পাইবে ত্বরিতে॥
শুনিয়া সুরথ বাণী শ্রীনন্দ-নন্দন।
অর্জ্জুনের প্রতি এই বলেন বচন॥
সুরথ সামান্য নয় বীর অতিশয়।
ইহার নিকটে থাকা অনুচিত হয়॥

ভ্রাতৃশোকে উগ্রতর ইহার মূরতি।
যুদ্ধকার্য্যে সুচতুর বলবান্ অতি ॥
অন্য অন্য বীরগণ সম্মুখ সমরে।
সুরথ সহিত যুদ্ধে হোক্ অগ্রসরে ॥
তুমি গেলে অমঙ্গল ঘটিবে ত্বরিত।
অতএব মোর বাক্য শুন লোকজিত ॥
শুনিয়া শ্রীহরি মুখে এরূপ বচন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন তখন ॥
সকল অশুভ নাশ যাঁহার স্মরণে।
সকল দুর্গতি খণ্ডে যাঁর দরশনে ॥
তাঁর বিদ্যমানে কভু বিষম বিপদ।
ছইবারে নারে ওহে পূজনীয় পদ ॥
বিপদ ভঞ্জন কাছে থাকিতে আমার।
কি বিপদ ঘটিবেক নিদর্শন তার ॥
বল ওহে বনমালী করিয়া করুণা।
পাণ্ডবের তুমি গতি জেনেও জাননা ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বাণী শ্রীকৃষ্ণ তখন।
তাহারে সম্ভাষি এই বলেন বচন ॥
সুরথ দুর্জ্জয় বীর অদ্বিতীয় নাই।
সংগ্রামে করেছে যাত্রা কি ঘোর বালাই ॥
ঐ দেখ শরজালে দশদিক্ ঘেরে।
অগ্রসর হইতেছে রাজার কুমারে ॥
ব্রহ্মার হয়েছে ভয় হেরিয়া উহারে।
বুঝি তার সৃষ্টি বুঝি হয়বা সংহারে ॥
বিশেষ প্রবল সৈন্য সঙ্গে বহুতর।
আসিতেছে রণ মাঝে উৎসুক অন্তর ॥
বিশ্ব সংহারিতে বীর কালাগ্নির মত।
বিকট মূরতি ধরি অগ্রে উপনীত ॥
কার সাধ্য নিবারণ করয়ে উহারে।
ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মত উগ্র কলেবরে ॥
শুনহ আমার বাণী না কর অন্যথা।
উহার সহিত এবে না যুঝ সর্ব্বথা ॥

প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি করি যত বীরগণ।
অগ্রসর হয়ে এবে যুদ্ধ প্রাণপণ ॥
করুক, আমরা পাছে করি অবস্থিতি।
আজিকার যুদ্ধে আমি সচিন্তিত অতি ॥
প্রবল বিপক্ষ নাশ না দেখি উপায়।
এ জন্য চিন্তিত আমি ঠেকিয়াছি দায় ॥
তব তরে বীরবরে সুধন্বা হনন।
আপন সুকৃতি দানে করিছি রক্ষণ ॥
কিন্তু এবে কি হইবে সে জন্য ভাবিত।
কি রূপে প্রবল বৈরী হবে নিপাতিত ॥
সুকৃতির নাশ ভিন্ন জীব দেহ ক্ষয়।
কখন না হয়ে থাকে জানিহ নিশ্চয় ॥
এই জন্য নিয়তির কাল নির্দ্ধারিত।
করিয়াছে শাস্ত্র মধ্যে বিশেষ চিহ্নিত ॥
যতকাল জীব থাকে সুকৃতি অধীন।
ততকাল তার ভাগ্যে না ঘটে দুর্দ্দিন ॥
হইলে সুকৃতি ক্ষয় দেখ যত প্রাণী।
সামান্য কারণে নাশ তাদের পরাণী ॥
ব্যাঘ্র দস্যু তস্করের হাতে সুনিশ্চয়।
অগ্নিদাহ বিষধর হতে প্রাণক্ষয় ॥
হয়ে থাকে কালবশে সুকৃতি বিনাশে।
এই কথা পাণ্ডুপুত্র জানিও বিশেষে ॥
এত বলি বনমালী ডাকিয়া কুমারে।
বলিলেন কামদেবে শুন গুণাধারে ॥
শুন বীর কর স্থির আমার ভারতী।
লয়ে সঙ্গে মনোরঙ্গে যাও দ্রুতগতি ॥
হংসধ্বজ নৃপতির পুত্র অগ্রসরে।
করিয়াছে আগমন যুদ্ধ করিবারে ॥
প্রাণপণে কর যুদ্ধ তাহার সহিত।
দেখিব কি রূপ শক্তি ধরে পরিমিত ॥
মনে না করিবে ভয় হারাইতে তারে।
বীরপুত্র বীরপণা জানাবে সবারে ॥

আমার বচন লয়ে যত সেনাপতি।
যুদ্ধ করিবারে যাত্রা কর শীঘ্রগতি ॥
পশ্চাৎ আমরা যাত্রা করিব সেখানে।
অগ্রে গিয়া যুদ্ধারম্ভ কর সর্ব্বজনে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা যত সৈন্যগণ।
যুদ্ধ করিবারে সবে করিল গমন ॥
দ্বিগুণ উৎসাহ করে গভীর গর্জ্জন।
বাছি বাছি লইলেক যত প্রহরণ ॥
আপনি সে ভগবান অর্জ্জুনে লইয়া।
রথে চড়ি চলিলেন কৌতুকী হইয়া ॥
রণভূমি হতে দূর লক্ষ্য নাহি হয়।
ত্রিযোজন ব্যবধান তাহার নিশ্চয় ॥
সেখানে বিরাজ করে নর নারায়ণ।
অগ্রসর সৈন্যগণ আরম্ভিল রণ ॥
ভ্রাতৃশোকে জর জর সুরথ তখনে।
অন্বেষণ করিলেক নর নারায়ণে ॥
বড় সাধ প্রতিশোধ দিতে পাণ্ডবেরে।
সেই জন্য অন্বেষণে রত নিরন্তরে ॥
না পেয়ে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পাণ্ডব তখনে।
এই কথা মনে মনে করে আন্দোলনে ॥
শিশুদের সহ রণে কিবা প্রয়োজন।
ইহাতে পৌরুষ কিবা আছে নিদর্শন ॥
যাহাদের জন্য মোর হেথা আগমন।
হায় তারা মোর ভাগ্যে হলো অদর্শন ॥
অপরাধী অন্বেষণ এতেক করিনু।
তবু কোনরূপে আমি দেখা না পাইনু ॥
অন্বেষিয়া দুই বীরে মারিব নিশ্চয়।
আমার বচন ব্যর্থ হইবার নয় ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে আছয়ে যেখানে।
অন্বেষিয়া বিনাশিব সেই দুইজনে ॥
মনেতে প্রতিজ্ঞা ঘোর করিয়া তখন।
সৈন্যগণে ডাকি এই বলেন বচন ॥

সৈন্য মধ্যে এতদূর আমি অন্বেষণ।
করিলাম তবু শত্রু না হলো দর্শন ॥
অনুমানি মনোমধ্যে মোর পরাক্রম।
জানি ভয়ে পলাইল পার্থ সুর সম ॥
শুনি বীরগণে তারে বলিল তখনি।
অকারণ আস্ফালন কেন বল শুনি ॥
প্রাকৃত জনের ন্যায় কেন গর্ব্ব এত।
কেন এত আস্ফালন ওহে রাজসুত ॥
যে সকল বীরবর আসিয়াছে রণে।
অগ্রে যুদ্ধ কর তুমি তাহাদের সনে ॥
যদি পরাজয় তুমি পার করিবারে।
না হলে পার্থের খোঁজ করো তারপরে ॥
বলিতে বলিতে যত বিপক্ষের সেনা।
চতুর্দ্দিকে ঘেরিলেক ছাড়ে অস্ত্র নানা ॥
হাসিয়া সুরথ শর ধনুকে যুড়িল।
মন্ত্রপূত করি তাহা তখনি ছাড়িল ॥
দারুণ শরের ঘায় বিপক্ষ সকলে।
সংখ্যা নাই কত সৈন্য পড়ে রণস্থলে ॥
কারু হস্ত কারু পদ কারু মুণ্ড পড়ে।
বড় বড় বৃক্ষ যথা নিদারুণ ঝড়ে ॥
কত হয় কত হস্তী পড়ে ধরাতলে।
রণস্থলে রক্তনদী ভাসে অবিরলে ॥
রথের সহিত রথী হলো নিপাতিত।
হাহাকার শব্দে দিক্ হইল পূরীত ॥
ত্রিযোজন ব্যাপী ব্যূহ ভেদ কৈল বীর।
তথাপি না হলো দেখা পাণ্ডব হরির ॥
সবিস্মিত চিত্ত হলো সুরথ তখন।
ইতস্ততঃ বিপক্ষের করে অন্বেষণ ॥
শেষেতে অনেক দূরে পাইল দেখিতে।
শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব যেথা আছে বিরাজিতে।
দেখিবামাত্রেতে বাণ করিল বর্ষণ।
অর্জ্জুন আপন করে নিল প্রহরণ ॥

তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি বীর পাণ্ডুর কুমারে।
ক্ষেপিল দারুণ অস্ত্র বিপক্ষ সংহারে॥
সহস্র শরেতে তার অশ্বের সারথি।
অশ্ব সহ পাঠাইল কৃতান্ত বসতি॥
পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণশরে সুরথের শর।
কাটিয়া হরিষ চিত অর্জ্জুন অন্তর॥
পুনর্ব্বার ত্যজি বাণ বীরত্ব নিশান।
দেখিতে দেখিতে তাহা কৈল শতখান॥
তিল তিল করি কাটিলেক রথ তার।
মনেতে আনন্দ বড় হইল অপার॥
সুরথ বিচিত্র ধনু নিল নিজ করে।
তখনি ত্যজিল তাহা পাণ্ডব উপরে॥
এইরূপে উভয়েতে আরম্ভিল রণ।
দূরে থাকি দেখিতেছে যত সৈন্যগণ॥
পাণ্ডবের পক্ষে চাহে পাণ্ডবের জয়।
বিপক্ষ বাসনা যাতে সুরথ বিজয়।
জয়লক্ষ্মী মধ্যে থাকি কারে আলিঙ্গন।
করিবেন, এই জন্য সচিন্তিত মন॥
এ হেন সময় কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে কয়।
হের বীর বিপক্ষের বীর্য্য অতিশয়॥
সুধন্বা বিয়োগ দুঃখে অতি কোপমতি।
বোধ হয় সব সৈন্য নাশিবে সম্প্রতি॥
সুরথের সমকক্ষ যোদ্ধা কোনখানে।
দেখিতে না পাই আমি বীর বিদ্যমানে॥
দেখনা নয়নে চাহ উহার শরেতে।
তিন লোক কম্পান্বিত হয়েছে চকিতে॥
উহার বীরত্ব তুল্য দেখিনা কাহারে।
ধনুর নির্ঘোষে ব্যাপ্ত দিগ্ দিগন্তরে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা হইয়া কুপিত।
পাণ্ডব তাহার প্রতি বলে যথোচিত॥
হে দেব! তোমার কাছে বলিহে নিশ্চিত।
সুরথ আমার হাতে হবে নিপাতিত॥
তোমার প্রসাদে আমি অসাধ্য সাধন।
সকলি করিতে পারি ওহে নারায়ণ॥
সুরথে সামান্য জ্ঞান করে তব দাস।
এই কথা মিথ্যা নহে জানিহ নির্য্যাস॥
এতেক বলিয়া পার্থ প্রণমি কৃষ্ণেরে।
ছুড়িল দারুণ অস্ত্র বিপক্ষ উপরে॥
সুরথ লইল শর অতি সুশোভন।
নর নারায়ণ প্রতি করিল ক্ষেপণ॥
হাসিয়া বলিল বীর পাণ্ডবে তখন।
আমি তব রথ প্রতি শর বরিষণ॥
করিলাম, রক্ষা কর দেখি তুমি রথী।
দেখব কি শক্তি ধর কমলাক্ষ সাথী॥
বলিতে বলিতে শর রথের উপরে।
নিপতিত হইলেক দৃষ্টির গোচরে॥
ঘুরিতে লাগিল রথ নাহি থাকে স্থির।
দেখিয়া পাণ্ডব চিত বিস্ময়ে অধীর॥
একেত দুর্জ্জয় রথ রথী পার্থ বীর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি বিষ্ণু তাতে আছে স্থির॥
রুদ্ররূপী কপি আছে ধ্বজার উপরে।
তথাপি অস্থির রথ সুরথের শরে॥
হেরিয়া রথের গতি কমললোচন।
পদভরে ধরাতলে রথেরে তখন॥
রাখিলেন রমাপতি তথাপি স্যন্দন।
স্থিরভাব কোনরূপে নহে কদাচন॥
দেখিয়া বিস্মিত মন প্রভু নারায়ণ।
মনে মনে চিন্তাপর হইল তখন॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিজ করেতে লইল।
ধনঞ্জয়ে দেবদত্ত লইতে বলিল॥
দুজনার শঙ্খনাদে আতঙ্ক সবার।
উথলিল সিন্ধু জল গর্জ্জি অনিবার॥
মহীধর সহ মহী কম্প ঘন ঘন।
সবে সবিস্মিত হেরি অশুভ লক্ষণ॥

অকালে প্রলয় কেন কিবা অভিপ্রায়।
প্রমাদ গণিয়া সবে করে হায় হায়॥
এমন সময় কৃষ্ণ পাণ্ডবে কহিল।
সুরথের শরে রথ ঘূর্ণিত হইল॥
এত চেষ্টা করিলাম স্থির করিবারে।
কোনমতে নারিলাম রাখিতে তাহারে॥
যাহোক্ তোমায় বলি পাণ্ডুবংশধর।
সুরথে বিরথ এবে কর অতঃপর॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অর্জ্জুন তখন।
করে নিল যত্ন করি দিব্য শরাসন॥
তখনি তেজিল তাহা বিপক্ষের প্রতি।
রথ সহ অশ্ব ধ্বজ নষ্ট শীঘ্রগতি॥
কপিবর রথধ্বজে থাকিয়া তখনে।
আপন লাঙ্গুল দিয়া করিয়া বেষ্টনে॥
ভূমি মধ্যে রথবরে করিল স্থাপন।
প্রাণপণে দৃঢ় করি রাখিল তখন॥
বিশ্বম্ভর পীতাম্বর দৃঢ়যত্ন করে।
রাখিলেন পদে চাপি সেই রথবরে॥
দেখিয়া সুরথ বীর কমললোচনে।
এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলেন তখনে।
ভগবান্ হনুমান তোমরা দুজনে॥
রক্ষিতে অর্জ্জুন রথ চেষ্টা প্রাণপণে।
করিলে দেখিনু আমি সবার সাক্ষাতে।
যাহাহোক্ মম শক্তি পারিবে সহিতে?॥
ত্রিলোক সহিত যদি ত্রিলোকের পতি।
একত্রিত হও রণে আমার সংহতি॥
তবু হে কেশব মম পরাভব নয়।
এই কথা ঠিক্ জেনো করহ প্রত্যয়॥
এই কথা বলি বীর ভগ্ন রথ করে।
উত্তোলিত করিলেক মহা ধনুর্দ্ধরে॥
জানিয়া পাণ্ডব প্রতি বলে এই ভাব।
নিক্ষেপি এ রথে পূর্ণ হবে অভিলাষ॥
রক্ষা কর দেখি দেখি কি রূপ সামর্থ।
যেখানে বলিবে সেথা পাঠাব হে পার্থ॥
সাগর গর্ভেতে কিম্বা লক্ষ যোজনে।
শূন্যেতে রাখিব কিম্বা ধরাশির স্থানে॥
হস্তিনা পুরীতে কিম্বা দ্বারকার প্রতি।
যেখানে বলহ নিক্ষেপিব শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া সুরথ বাণী তখনি ফাল্গুনি।
পঞ্চবাণ নিক্ষেপিল পাণ্ডুবংশমণি॥
সুরথ গর্জ্জন করি সেই ভগ্ন রথ।
দেখিতে দেখিতে তাহা গেল কত পথ॥
অর্জ্জুনের বাণে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে।
পড়িল অনেক দূরে দৃষ্টি ছাড়াইয়ে॥
পুনর্ব্বার পাণ্ডুপুত্র ত্যজিলেন বাণ।
প্রহারে সুরথ বীর হারাইল জ্ঞান॥
ক্ষণমধ্যে সচেতন হইয়া তখন।
অন্য রথে আরোহিল করিবারে রণ॥
দুজনে রক্তিম নেত্র বিক্রমে কেশরী।
নানা বাণ বরিষণ করিছে সত্বরি॥
দুজনে ত্যজিল শর মনের মতন।
অর্দ্ধচন্দ্র শিলীমুখ যত প্রহরণ॥
নারাচ ক্ষুরপ্র শর আর ভিন্দিপাল।
শেল শূল জাঠা শক্তি দেখিতে বিশাল॥
ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে দুইজন।
সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর হেরি ঘোর রণ॥
দুজনে অসীম যোদ্ধা কেহ নয় কম।
কৃতান্ত করাল মূর্ত্তি কালান্তের সম॥
এরূপ সঙ্কটকালে রাজার কুমার।
অর্জ্জুনে ডাকিয়া বলে বচন আসার॥
শুন শুন পার্থবীর বলিহে তোমারে।
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি সবার গোচরে॥
তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ নহে কভু জানি।
প্রতিজ্ঞায় পরিচয় দেও হে ফাল্গুনি॥

শুনিয়া গরজি বীর পাণ্ডুর নন্দন।
উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলেন তখন ॥
জনকের বিদ্যমানে তোমারে বিনাশ।
করিব আমার বাক্য জানিও নির্য্যাস ॥
যদি চন্দ্র সূর্য্য খসে আকাশ হইতে।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মিথ্যা নহে কোনমতে ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বাক্য সুরথ তখন।
হাসিয়া তাহার প্রতি বলেন বচন ॥
শুনিনু প্রতিজ্ঞা ঘোর তোমার এখন।
আমার প্রতিজ্ঞা কিছু করহ শ্রবণ ॥
রথহতে ভূমিতলে তোমারে পাতিত।
করিব পাণ্ডব জেনো এ কথা নিশ্চিত ॥
যদি বাক্য মিথ্যা হয় আমার সুকৃতি।
সমুদয় নষ্ট যেন হয় শীঘ্রগতি ॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
একথা বলিয়া তবে রাজার তনয় ॥
শরজালে আচ্ছাদিল পাণ্ডবে তখন।
রণমধ্যে মূর্ত্তি তার হইল ভীষণ ॥
অর্জ্জুন লইল তীক্ষ্ণ শরাসন করে।
নিক্ষেপিল মহারোষে বিপক্ষ উপরে ॥
শত অষ্টোত্তর শরে বিপক্ষ স্যন্দন।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পাণ্ডুর নন্দন ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ধরি রাজার কুমারে।
অর্জ্জুনের শরাসন কাটে শীঘ্রকরে ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ হইয়া কুপিত।
নিরন্তর শরবৃষ্টি করে ইচ্ছামত ॥
শেষে অৰ্দ্ধচন্দ্র বাণ ধরি নিজ করে।
নিক্ষেপিল মহাবেগে বিপক্ষ উপরে ॥
দারুণ শরের ঘায় সুরথ তখন।
নিবারিতে কত চেষ্টা কৈল প্রাণপণ ॥
সব ব্যর্থ হলো বীর না দেখে উপায়।
শেষে ডানিহস্ত তার পড়িল ধরায় ॥
নানা অলঙ্কারে শোভে সে দক্ষিণ হাত।
অর্জ্জুনের শরে রণে হলো ভূমিসাৎ ॥
তবুও না ক্ষান্ত পায় রাজার নন্দন।
বামকরে ঘোর গদা করিল গ্রহণ ॥
অর্জ্জুনের অশ্ব প্রতি করিল ক্ষেপণ।
শত শত হয় হস্তী নাশিল তখন ॥
এক হস্তে মহাবীর গদার প্রহারে।
কত সৈন্য নাশ করে সংখ্যা নাহি তারে ॥
দুহাজার রথ আর দশ হাজার ঘোড়া।
দারুণ প্রহারে পড়ে নাহি কোন সাড়া ॥
বীরদাপে রণভূমি গর্জ্জন সহিত।
ঘুরিতেছে ফিরিতেছে কালান্তের দূত ॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ জনার্দ্দন দেব চক্রপাণি।
তিষ্ঠ রণমাঝে আজি পাণ্ডব ফাল্গুণি ॥
ঘন ঘন এইমাত্র বাহিরায় ধ্বনি।
মাঝে মাঝে হুহুঙ্কার কম্পিত অবনী ॥
দেখিয়া হাসিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন।
বামহস্ত কাটি তার ফেলেন তখন ॥
দুই হস্ত কাটা গেল তবু পাণ্ডবেরে।
বলিতে লাগিল বীর মহারোষ ভরে ॥
বাঁচাও আপন প্রাণ নিদারুণ রণে।
পড়েছ আমার হাতে বাঁচিবে কেমনে ॥
এ ঘোর সঙ্কটে দেখি নাহিক নিস্তার।
মানবের সাধ্য নাই বাঁচাতে তোমার ॥
জনমের সাধ তব ঘুচিবে এখনি।
অন্তরে অভীষ্ট দেব স্মরহ ফাল্গুণি ॥
এ হেন গর্ব্বিত বাণী শুনিয়া পাণ্ডব।
কোন উক্তি না করিল রহিল নীরব ॥
ধরিল প্রচণ্ড শর আপন করেতে।
ছাড়িলেন মন্ত্র পড়ি সুরথে নাশিতে ॥
নয় বাণে সুরথের উভয় চরণ।
কাটিয়া ফেলিল তাহা দেখে সর্ব্বজন ॥

হস্ত গেল পদ গেল তবু বীরবর।
অর্জ্জুনের প্রতি ধায় সরোষ অন্তর॥
দেখিয়া কাত্তুনি দিব্য নিল শরাসন।
নিক্ষেপিল তার প্রতি মারিতে তখন॥
কুণ্ডল সহিত মুণ্ড পড়ে রণস্থলে।
অপূর্ব্ব আলোক কিবা বদনমণ্ডলে॥
দেখিতে দেখিতে মুণ্ড অর্জ্জুনের ভালে।
পতিত হইল সবে দেখে সেই কালে॥
স্পর্শমাত্রে পার্থবীর হইল মূর্চ্ছিত।
সুরথের শির কৃষ্ণপদে উপনীত॥
দেখিয়া বিস্ময় সবে স্থির দৃষ্টি রহে।
সুরথের সুকৃতির গুণ সবে কহে॥
বলে ধন্য ভক্ত বীর ধন্য হে সুকৃতি।
কাটা মুণ্ড কৃষ্ণপদে করিতেছে স্থিতি॥
সার্থক সাধনা তব সার্থক জনম।
অনায়াসে ভবপাশ কাটালে বিষম॥
চিনেছিলে চিন্তামণি রাজার নন্দন।
তোমার মহিমারব সংসার কীর্ত্তন॥
করিবেক, যত দিন রবে দিবাকর।
বার তিথি তারা আর গ্রহ নিশাকর॥
সাক্ষীরূপে সকলেরে তোমার সাধনা।
জানাইবে তিনলোকে নাশিবে ভাবনা॥
ধ্রুব প্রহ্লাদের সনে তোমার ও নাম।
চিরদিন জাগরূক রবে গুণধাম॥

ইতি বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

উৎপত্তৌ চ বিনাশে চ কারণং যং বিদুর্বুধাঃ।
দেবাসুরমুনীনাঞ্চ পরং যস্মান্ন বিদ্যতে ॥

প্রয়াগজলে সুরথের শির নিক্ষেপ।

জৈমিনি বলেন শুন ভবতপ্রধান।
তার পর যা হইল করিব বাখান ॥
করে ধরি সুরথের মস্তক মুরারি।
মূর্চ্ছাপন্ন অর্জ্জুনেরে তুলি যত্ন করি ॥
রথোপরে বসাইয়া লাগিল বলিতে।
সুরথের পরাক্রম হেরিলে চক্ষেতে ॥
বড় বীর অতি ধীর ধার্ম্মিক কুমারে।
এর মত সত্যবাদী হেরিনা কাহারে ॥
সুরথের ঘোর পণ তোমারে পাতিত।
করিবে বলিয়া তার ইচ্ছা যথোচিত ॥
রণভূমে অচেতন করিয়া তোমারে।
করিল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ রাজার কুমারে ॥
শুনিয়া যুড়িয়া পাণি ফাল্গুনি তখন।
দামোদরে হাস্যাধরে বলেন বচন ॥
কে বুঝিবে তব লীলা হে নীলকমল।
কাহারে ইন্দ্রত্ব দেও কারে রসাতল ॥
কাহারে বাড়াও কারে কর খুব নত।
কার প্রতি অনুরাগ কাহারে বিরত ॥
তোমার ইচ্ছায় আমি সুরথের হাতে।
যুদ্ধে জয়ী হয়ে তবু পতিত ধরাতে ॥
আবার তোমার দয়া ক্রমে হে দয়াল।
পুনর্ব্বার জ্ঞান লাভ হইল বিশাল ॥
হে ত্রিভঙ্গ নিদ্রাভঙ্গ মত রণ মাঝে।
উত্থিত হলেম আমি সবার সমাজে ॥
যাহোক্ সুরথ নয় সামান্য মানব।
মৃত মুণ্ড করে ধরি মুরারি কেশব ॥
এর চেয়ে ভাগ্যবান্ পুণ্যবান্ জন।
সংসারেতে কভু নাহি হয় নিদর্শন ॥
যাহোক্ উদ্ধার দেব করিয়া করুণা।
সুরথের শির করে করহ যোজনা ॥
সাধুর পরশে মোর জন্মিবেক জ্ঞান।
অনায়াসে মুক্তি পথে হেরিব সন্ধান ॥
এতেক বলিয়া বীর সুরথের শির।
করে নিয়া ধন্য মানি ফেলে নেত্র নীর ॥
অন্তরে আনন্দোদয় বৈরাগ্য সঞ্চার।
মনে মনে ব্যাখ্যা করে পুণ্য আপনার ॥
নানাবিধ গুণস্তব করিয়া সুরথে।
পুনর্ব্বার দিল মুণ্ড শ্রীকৃষ্ণ করেতে ॥
লইয়া প্রচণ্ড মুণ্ড দানব-দলন।
নিজ ভক্ত গরুড়েরে করেন স্মরণ ॥
স্মৃতিমাত্র স্থূলগাত্র ভক্ত খগপতি।
সেইখানে উপনীত অতি হৃষ্টমতি ॥
ভক্তিভরে নমস্কার গোবিন্দ চরণে।
কর যুড়ি দাঁড়াইল প্রভুর সদনে ॥

কমলার পতি কৃষ্ণ খগরাজ প্রতি।
বলিতে লাগিল প্রভু সুমিষ্ট ভারতী ॥
শুন বীর বৈনতেয় আমার বচন।
বীর মুণ্ড লয়ে তুমি প্রয়াগে গমন ॥
করিবে আদেশে মোর নিমেষ মধ্যেতে।
প্রয়াগ সলিলে শির ফেলিবে নিশ্চিতে ॥
গঙ্গা যমুনার যোগ আছয়ে যেখানে।
নিকটেতে সরস্বতী যেথা বিদ্যমানে ॥
ত্রিলোকতারিণী যিনি দেবের দুর্লভ।
সেখানেতে নব শিব স্থিতি অসম্ভব ॥
সেখানে ফেলিয়া মুণ্ড কি হবে তোমারে।
বিবরিয়া সমুদয় বলহ আমারে ॥
মৃত নরমুণ্ড প্রতি এত সমাদর।
কেন বল কমলাক্ষ আমারে সত্বর ॥
আমি জানি সুরধুনী সকলের তাপ।
নাশ করে জহ্নু কন্যা ঘুচে মনস্তাপ ॥
নরের শরীর স্পর্শ হলে গঙ্গাজলে।
দিব্যলোকে গতি হয় শাস্ত্রকারে বলে ॥
সুরথের তেজ দেখ তোমার বদনে।
মিশ্রিত হয়েছে তাহা জানে জগজ্জনে ॥
ইহাতে কি নহে মুক্ত সুরথ সুজন।
তবে কেন তীর্থজলে তাহারে পাতন ॥
করিতে বাসনা কর ওহে কৃপাময়।
এইকথা অনুগতে বলহ নিশ্চয় ॥
পালিব তোমার আজ্ঞা সন্দেহ কি তায়।
কিন্তু কি উদ্দেশ্য দাসে বলহ ত্বরায় ॥
আমি দাস অভিলাষ তোমার আদেশ।
পালন করিব যত্নে ওহে হৃষীকেশ ॥
শুনিয়া গরুড় কথা শ্রীকৃষ্ণ তখন।
তার প্রতি কালোচিত বলেন বচন ॥
সুরথের শির স্পর্শে প্রয়াগ এখন।
পবিত্র পরম তীর্থ রূপে সঙ্ঘটন ॥

হইবেক শুন ভক্ত আমার বচন।
তীর্থের মহিমা ব্যক্ত নহেত গোপন ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী যুড়ি দুই কর।
মাথা নোয়াইয়া তাহা নিল খগবর ॥
শূন্যেতে গমন করে মনের হরষে।
পবন সমান গতি যায় অনিমেষে ॥
এ দিকেতে মহাদেব পার্ব্বতীর পতি।
পার্ব্বতী সহিত শূন্যে বৃষারূঢ় গতি ॥
দেবের আরাধ্য হর ত্রিশূলধারক।
বরদ শুভদ শম্ভু বিপদবারক ॥
ত্রিলোকপালনকর্ত্তা জগৎ কারণ।
চরাচর গুরু শিব অশিব দমন ॥
দেখিলেন দেবারাধ্য থাকিয়া শূন্যেতে।
খগপতি লয়ে শির যায় আচম্বিতে ॥
প্রয়াগ উদ্দেশে চলে কৃষ্ণের বচনে।
গঙ্গাজলে নিক্ষেপিতে তাহার মননে ॥
দেখিয়া ভৃঙ্গীরে ডাকি বলে শূলপাণি।
শুন ভৃঙ্গী মোর আজ্ঞা বড় বলে মানি ॥
গরুড়ের নিকটেতে আন ঐ শির।
সাধিতে আমার কার্য্য যাও শীঘ্র বীর ॥
শুনিয়া শিবের কথা শিবানী তখন।
হাসিয়া তাঁহার প্রতি বলেন বচন ॥
বল বল ভোলানাথ বলনা আমায়।
কেন মুণ্ড করে ধরি খগপতি ধায় ॥
প্রয়োজন কিবা বল বিরূপাক্ষ মোরে।
কি জন্য করিছে যাত্রা বিক্রম বরে ॥
জানিবারে কৌতূহল হইয়াছে মনে।
বিবরিয়া বিশ্বনাথ বলনা এক্ষণে ॥
শুনিয়া পার্ব্বতী বাক্য দেব পশুপতি।
বলিলেন যত্ন করে শুনহ ভারতী ॥
সংগ্রামে সুরথে হত করেছে অর্জ্জুন।
গরুড় তাহার শির করিয়া যতন ॥

কৃষ্ণের আদেশে তীর্থ প্রয়াগের জলে।
ফেলিবারে ঐ মুণ্ডে ধায় অবহেলে॥
ঐ শির পেতে মোর বড় আকিঞ্চন।
সে কারণে ভৃঙ্গ প্রতি আদেশ বচন॥
করিয়াছি, আনিবারে কুণ্ডল সহিত।
ভক্ত শির গলদেশে হবে পরিহিত॥
পূর্ব্বেতে ইহার জ্যেষ্ঠ সুধন্বা নিধন।
হইয়াছে তার শির আমি আয়োজন॥
করিয়াছি, পরিবারে আমার মানস।
পবিত্র ভক্তের মুণ্ড যাতে রিপুবশ॥
ধার্ম্মিক বদান্য যেই ভকতপ্রধান।
তার শিরে দিব্য মাল্য গলে পরিধান॥
করিবারে বাঞ্ছা মোর আছে বহুদিন।
এতদিন দুরদশা ছিলনাকো ক্ষীণ।
বৃথা মাল্য পরিধানে বল কিবা ফল।
ভক্ত শির একমাত্র আমার সম্বল॥
ইহকাল পরকাল উদ্ধারের হেতু।
সংসার সমুদ্র পারে সেই এক সেতু॥
মহাদেব আদেশেতে ভৃঙ্গী দ্রুত ধায়।
পথ মধ্যে গরুড়েরে দেখিবারে পায়॥
হাসিয়া বলিল তারে শুন খগবর।
ত্বরা করে দেহ মোরে ও মুণ্ড সত্বর॥
প্রয়োজন আছে বড় বলিনু তোমারে।
অতএব দিতে বাধা দিওনা আমারে॥
না দিলে সহজে আমি লব পরাক্রমে।
মোর সমকক্ষ তুমি নহ কোনক্রমে॥
ভুজঙ্গের বৈরী তুমি তোমারে হেরিয়া।
হইবে কম্পিত তারা যাবে পলাইয়া॥
আমি শিব দূত জেনো বড়ই দুর্ব্বার।
তোমারে হেরিয়া শঙ্কা নহেক আমার॥
প্রবল দুর্ব্বলে কভু নাহি করে ভয়।
নীচ ভাবি ঘৃণা তারে দেখায় নিশ্চয়॥
না জান আমার তেজ কিরূপ দারুণ।
কতদূর হই আমি সংগ্রাম নিপুণ॥
বলিলাম মোর বাক্যে দেহ ঐ শির।
না হলে আমার হাতে হইবে অস্থির॥
শুনিয়া সে কথা তার বীর খগপতি।
মালসাট মারি ধায় পবনের গতি॥
ঘোর রবে শূন্য পথে কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
ভৃঙ্গীরে না লক্ষ্য করি প্রয়াগেতে ধায়॥
পক্ষের তাড়ন শব্দ প্রলয় গর্জ্জন।
দিক্ অন্ধকার হয় ঘোর দরশন॥
জীব জন্তুগণ ত্রস্ত পক্ষ সমীরণে।
দুর্নিমিত্ত ভাবি তারা বিষাদিত মনে॥
ভৃঙ্গিরে করিয়া ঘৃণা ভক্ত পক্ষবরে।
অনিমেষে কৃষ্ণাদেশে গমন সত্বরে॥
দেখিয়া পার্ব্বতী হাসি বলে শিবচরে।
গরুড়ে জাননা তুমি কৃষ্ণের কিঙ্করে॥
যার পক্ষবাতে তুমি শিবের কাছেতে।
পরাভব প্রাপ্ত হয়ে আইলে হেথাতে॥
বড় বীর মোর ভক্ত কৃষ্ণ পদানত।
জগতে বিখ্যাত অতি বিনতার সুত॥
ভৃঙ্গিরে পরাস্ত হেরি প্রভু শূলপাণি।
নন্দী সহ বৃষভেরে ডাকিল তখনি॥
বিনয় বচনে বলে তাহাদের প্রতি।
শুন বৃষ শুন নন্দী আমার ভারতী॥
গরুড়ের নিকটেতে যাও ত্বরা করে।
মৃত নরমুণ্ড যাহা তাহার গোচরে॥
আছে; তাহা এখানেতে আন শীঘ্র করি।
এখনি করহ যাত্রা স্মরিয়া শ্রীহরি॥
বিনয় করিয়া বাধ্য বিনতানন্দনে।
সেই শির মম তরে আনিবে এখানে॥
বিবাদ করোনা কভু গরুড়ের সনে।
মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া আনিবে যতনে॥

শুনিয়া শিবের বাক্য শিব অনুচর।
গরুড়ের নিকটেতে ধায় শীঘ্রতর॥
প্রথমে বিনয়ে মুণ্ড চাহিল তাহারে।
মহাদেব প্রয়োজনে পাঠাইলা মোরে॥
তবুও গরুড় নাহি হইল সম্মত।
সাধিতে প্রভুর কার্য্য সদা স্থির মত॥
পরে যেই মহাদেব বৃষভ বাহন।
পাশরি শিবের বাক্য ক্রোধপরায়ণ॥
হইলেক, জানাইতে আপন গৌরব।
অমনি গরুড় বীর স্মরিল কেশব॥
পক্ষাঘাতে বৃষভের দুর্জ্জয় শরীর।
ধরাশায়ী করিলেক লোটাইল শির॥
বল প্রকাশের ইচ্ছা কিন্তু নিজে ক্ষীণ।
গরুড়ের কাছে হারি লজ্জায় মলিন॥
এ দিকে গরজি বীর বিনতানন্দন।
পক্ষের পবনে ব্যস্ত করি জীবগণ॥
কানন সরিত সহ সরিতের পতি।
মহীধর তরুলতা সহ এই ক্ষিতি॥
কম্পান্বিত করি যায় প্রয়াগ উদ্দেশে।
অকস্মাৎ উল্কাপাত পড়িছে আকাশে॥
ক্ষণমধ্যে প্রয়াগেতে হৈল উপনীত।
সাধিল কৃষ্ণের কার্য্য তখনি ত্বরিত॥
নিক্ষেপিল পুণ্যজলে প্রয়াগ তীর্থেতে।
সুরথের কাটা শির যা ছিল করেতে॥
অন্তর্যামী শিব চর ছিল গোপনেতে।
জল হতে তুলি মুণ্ড আপন করেতে॥
মহাদেব উদ্দেশেতে করিল প্রয়াণ।
আদ্যপান্ত এ ঘটনা করিল বাখান॥
শিব করে সমর্পিল সুরথ মস্তক।
শুনিয়া শিবের অঙ্গে জন্মিল পুলক॥
কুণ্ডল সহিত মুণ্ড বহু যত্ন করে।
নিল কণ্ঠে নীলকণ্ঠ অতি সমাদরে॥
পরিলেন পরমেশ সন্তোষ হৃদয়।
রত্ন সহ সেই মুণ্ড কিবা শোভা হয়॥
বাড়াতে ভক্তের মান ধূর্জ্জটির গলে।
ভক্ত সুরথের শির সুন্দর উজলে॥
এ দিকে বিনতাসুত সাধি নিজ কাযে।
কৃষ্ণ পদানত বীর হইল অব্যাজে॥
জানাইল শিব দূতে যে সব ঘটন।
করেছিল যে কালেতে প্রয়াগে গমন॥
সে সময় দয়াময় তোমার কৃপায়।
পরাভব করি সবে স্মরিয়া তোমায়॥
যবে জলে সুরথের মুণ্ড নিপাতন।
করিয়াছি ওহে কৃষ্ণ কমললোচন॥
জল হতে শিব দূত তুলিয়া যতনে।
লয়ে গেছে হর্ষ মনে শিবের সদনে॥
আমার নিকট হতে লইবে বলিয়া।
করেছিল ঘোর চেষ্টা ভয় দেখাইয়া॥
শেষেতে না পেয়ে তারা আমার পশ্চাতে।
গমন করিয়া মুণ্ড নিল জল হতে॥
শুনিয়া হাসিয়া কৃষ্ণ কংসারি কেশব।
অন্তর্যামী এ সকল পরিজ্ঞাত সব॥
জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
তার পর যে সকল ঘটনা নিচয়।
হয়েছিল, বলিতেছি তোমার কাছেতে।
শুনিলে উল্লাস বড় বাড়িবেক চিতে॥
মহাবীর হংসধ্বজ সুধন্বা সুরথে।
যখন হেরিল রণে হত দুই সুতে॥
কোপেতে জলন্ত অগ্নি তুল্য মূর্ত্তি ধরি।
রণমাঝে উপনীত বিক্রম-কেশরী॥
দিব্য রথে আরোহণ সেই বীর তনু।
সঙ্গেতে অসংখ্য সৈন্য করে দিব্য ধনু॥
ধনঞ্জয় সহ রণে বড় অভিলাষ।
হুহুঙ্কারিয়া রণস্থলে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাস॥

ঘন ঘন গরজন গভীর নির্ঘোষে।
অনুগামী সৈন্য সব ধায় মহারোষে ॥
পৃথিবী কম্পিত হলো নাহি থাকে স্থির।
অনন্তের হৃৎকম্প কাঁপে নাগ শির ॥
সমুদ্রের জল বৃদ্ধি নাহি নিরশন।
মহীধর স্থানচ্যুত হইল তখন ॥
সৈন্যের চরণ রেণু গগণে উঠিল।
দিবাকর ভয়ে যেন অদৃশ্য হইল ॥
হেরিয়া ভীষণ মূর্ত্তি রাজার তখন।
রথ হতে ভূমিতলে নন্দের নন্দন ॥
দাঁড়াইল বাড়াইয়া আপনার কর।
বলিতে লাগিল ভূপে বচন বিস্তর ॥
তুমি বীর হংসধ্বজ নিষ্পাপ চরিত।
ধর্ম্মেতে উৎসাহ যুত যথার্থ সুকৃত ॥
এস আলিঙ্গন দানে করহ সন্তোষ।
যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হও ত্যজ মনে রোষ ॥
পুত্রশোক বিস্মরণ হও মহামতি।
রণবাঞ্ছা পরিত্যাগ করহ সুমতি ॥
হরিরে হেরিয়া রাজা নামি রথ হতে।
দণ্ডবৎ নিপতিত তাঁর চরণেতে ॥
আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করিয়া অন্তরে।
করযুড়ে শ্রীকৃষ্ণেরে বলে নৃপবরে ॥
যে ধন পেলেম আজি সাধনের ধন।
তার কাছে কোথা পুত্র স্নেহ নিকেতন ॥
যাঁহারে হেরিলে কোন ভয় নাহি থাকে।
যাঁহারে পাইলে কেহ না পড়ে বিপাকে ॥
অভয় বরদ যিনি সঙ্কট বারণ।
বিপদ কালের বন্ধু শ্রীমধুসূদন ॥
অন্তর হইল স্নিগ্ধ কৃতার্থ নয়ন।
সার্থক জনম মোর বুঝিনু এখন ॥
কোটী কল্পে যোগী যাঁরে না পায় হেরিতে।
মুনি ঋষি তপস্যাতে না পান দেখিতে ॥
আমার ভবনে তিনি হলেন উদয়।
বুঝিলাম পুণ্যবান্ আমি অতিশয় ॥
শুনিয়া ভক্তের কথা ভকত ভাবন।
এই কথা তাঁর প্রতি বলেন তখন ॥
পাণ্ডবের যজ্ঞ অশ্ব ছাড়হ রাজন।
এখন অবধি সখ্য কর সংস্থাপন ॥
আমি যাব যুধিষ্ঠির নিকটে এখনি।
তোমাতে সম্প্রীতি শীঘ্র করিবে ফাল্গুনি ॥
যে রূপ পাণ্ডব তরে আপনার প্রাণ।
দিতে পারি তাতে কিছু নাহি ভাবি আন ॥
সকলি ত্যেজিতে পারি পাণ্ডব কারণে।
পাণ্ডবের হিতে রত আমি অনুক্ষণে ॥
সে রূপ সংগ্রামে তুমি রক্ষিবে পাণ্ডবে।
পাণ্ডবের জন্যে ক্ষতি সকলি সহিবে ॥
পাণ্ডবে আপন বলি সতত জানিবে।
পাণ্ডবেরে রক্ষিবারে যত্নবান্ হবে ॥
এতেক বলিয়া পার্থে করি সম্বোধন।
বলিতে লাগিল কৃষ্ণ কংশ বিঘাতন ॥
রথের উপরে ওই দেখিছ যাহারে।
জানিবে উহারে সখা তুমি অন্তঃপরে ॥
বলিয়া মিলন করি দোঁহার সহিত।
শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে বড় পাইলেন প্রীত ॥
মুক্ত করি তুরঙ্গমে পঞ্চরাত্রি তথা।
বাস করিলেন হরি সুখেতে সর্ব্বথা ॥
তারপর হংসধ্বজ অর্জ্জুনে বিদায়।
লইয়া হস্তিনা হরি ধায় উভরায় ॥
যুধিষ্ঠির নিকটেতে যুদ্ধের কাহিনী।
নিবেদিল সমুদায় নীলকান্তমণি ॥
এ দিকেতে যজ্ঞ অশ্ব হইয়া মোচন।
মনোসুখে এ সংসার ভ্রময়ে তখন ॥
অর্জ্জুন পশ্চাতে চলে সঙ্গে অনুচর।
নীলধ্বজ হংসধ্বজ যত নৃপবর ॥

প্রদ্যুম্ন প্রমুখ বীর মন সুখে ধায়।
উত্তর মুখেতে অশ্ব উত্তরিল হায়॥
ভয়ানক স্থানে গিয়া হলো উপনীত।
রথীগণ পশ্চাতেতে চলয়ে ত্বরিত॥
বীরধ্বজ হংসধ্বজ রুক্মিণীনন্দন।
অনুশাল্ব বৃষকেতু যত বীরগণ॥
সুবেগ সুধীর আদি যত অনুচর।
অশ্ব সহ বহু সৈন্য চলে নিরন্তর॥
সম্মুখে দেখিল এক দিব্য সরোবর।
প্রফুল্ল কমলে কিবা শোভা রম্যতর॥
স্ফটিকের তুল্য জল অতি শোভাকর।
হেরিলে পিপাসুচিত হর্ষ নিরন্তর॥
পান হেতু সেই জলে সেই অশ্ববর।
নামিলেক, দেখিলেক যত বীরবর॥
কুতুহলে জলে নাতি সক্ত অশ্ববর।
মনের আনন্দে তীরে উঠিল সত্বর॥
পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিলেক হয়।
এখন ঘোটকীরূপ চমৎকার ময়॥
অকস্মাৎ অশ্ববর হেন রূপান্তর।
হেরিয়া বিস্মিত সবে পাড়িল ফাঁফর॥
পুরুষ হইল নারী অতি অপরূপ।
কি জন্য ঘটিল হেন কে জানে স্বরূপ॥
দৈবের ঘটনা কেবা বুঝিবারে পারে।
বিস্মিত সৈন্যের দল পাছু হৈল তারে॥
কিয়দ্দূর গিয়া হেরে অন্য এক সর।
বিরাজিত রহিয়াছে অতি রম্যতর॥
তাহার জলেতে অশ্ব আপন শরীরে।
অবগাহনেতে তবে নামে ধীরে ধীরে॥
স্নান কার্য্য সমাধিয়া সেই তুরঙ্গম।
তীরে উত্তরিল সেই শরীর বিষম॥
দুর্জ্জয় ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি ধরিলেক অশ্ব।
কার সাধ্য তারে রাখে করি নিজ বশ্য॥

দেখিয়া সকলে বলে আশ্চর্য্য ঘটন।
অশ্ব অশ্বী হলো পুন শার্দ্দূল ভীষণ॥
কেন হলো এ প্রকার না জানি কারণ।
ভাবিয়া উদ্বেগযুক্ত সবাকার মন॥
জৈমিনির মুখে শুনি অপরূপ বাণী।
জন্মেজয় বলিলেন যুড়ি দুই পাণি॥
অপরূপ উপাখ্যান বলিলে আমারে।
অশ্বের এ হেন দশা কেন বল মোরে॥
অকস্মাৎ সরোবর জল স্পর্শনেতে।
কেন ঘোড়া ঘোড়ী হলো বলহ ত্বরিতে॥
কেনবা শার্দ্দূল দেহ ধারী পুনর্ব্বারে।
ইহার বৃত্তান্ত গুরো বলনা আমারে॥
কি রূপেতে পুন অশ্ব কলেবর এব।
প্রাপ্ত হলো, পরিত্যাগে দুর্জ্জয় ব্যাঘ্রের॥
শুনিয়া কহেন মুনি হাসিয়া তখন।
আমার নিকটে শুন ভরত রাজন॥
পূর্ব্বকথা বলি আমি নিকটে তোমার।
শুনিলে সন্দেহ যাবে আনন্দ অপার॥
পূর্ব্বকালে পশুপতি করিয়া উদ্দেশে।
এইখানে সতী দেবী মনের উল্লাসে॥
করেছিল উগ্রতপ পাইবারে হরে।
চিরদিন বিহরিতে বাসনা অন্তরে॥
হে স্বামি জগৎস্বামি মোর বিঘ্ন নাশ।
পূর্ণ কর ত্রিপুরারি সিদ্ধি হোক্ আশ॥
মনেতে সঙ্কল্প করি মন্মথ দলনে।
আরম্ভিল আদ্যাশক্তি শিব আরাধনে॥
পঞ্চতপা করি তপ করিল পার্ব্বতী।
পর্ণাশনে অনশনে বক্ষে যথা রীতি॥
এ হেন সময় এক দৈত্য দুরাচার।
তপোবিঘ্ন করিবারে বাসনা তাহার॥
উপস্থিত সেইখানে যেখানেতে সতী।
আরম্ভিছে উগ্রতপ হয়ে স্থিরমতি॥

বলিল তাঁহারে দৈত্য শুন বিধুমুখী।
কি জন্য কঠোর তপ মোরে বল দেখি॥
সুন্দরি সুন্দর দেহে তপস্যার ক্লেশ।
কি জন্য সহিছ তাহা বলহ বিশেষ॥
কি অভাব বল দেখি আছয়ে তোমার।
সে জন্য তপস্যারত মতি এ প্রকার॥
একেত যৌবন দেহ সুন্দর লাবণ্য।
হেরিলে তোমায় কেবা নহে জ্ঞান শূন্য॥
ত্রিলোকের যত ধন সকল বৈভব।
বশ করে দিতে ইচ্ছা করে জীব সব॥
সকলে হইতে দাস করয়ে কামনা।
ত্রিলোকেতে আধিপত্য না দেখি এমন॥
হে বরবর্ণিনি তুমি বরহ আমারে।
তুমি পত্নী আমি পতি এই বাঞ্ছা মোরে॥
এ হেন কুৎসিত কথা করিয়া শ্রবণ।
কুপিত হইল শিবা অন্তরে তখন॥
রক্তবর্ণ আঁখি হৈল দেখিতে দেখিতে।
বলিতে লাগিল তার প্রতি যথোচিতে॥
যেমন কুৎসিত কর্ম্মে বাসনা তোমার।
হে দানব সেই জন্য দেহ হবে ছার॥
ভস্ম হয়ে ভূমিতলে পড়িবে এখনে।
আমার বচন মিথ্যা নহিবে কখনে॥
বলিতে বলিতে ভস্ম দানব তখন।
বনের দেবতা প্রতি হৈমবতী কন॥
অদ্যাবধি মোর বাক্যে এই সরোবরে।
যে পুরুষ স্নান হেতু নামিবে ভিতরে॥
নিঃসন্দেহ সে পুরুষ স্ত্রী চিহ্ন চিহ্নিত।
হইবেক মোর কথা জানিবে নিশ্চিত॥
তদবধি এইখানে যে পুরুষ আসে।
স্পর্শিয়া ইহার জল যায় নারীবেশে॥
দেবীর শাপের তেজে পাণ্ডবের কয়।
নারী মূর্ত্তি ধরেছিল জানিহ নিশ্চয়॥

যে কারণে অশ্ববর শার্দ্দূলের দেহ।
পেয়েছিল সে কাহিনী সবার সন্দেহ॥
জানিবার জন্য তুমি করেছ মনন।
বলিতেছি মন দিয়া শুনহ রাজন॥
পূর্ব্বযুগে দ্বিজ এক ধার্ম্মিক প্রবর।
নামেতে অকৃত ব্রণ খ্যাত পূর্ব্বাপর॥
তীর্থযাত্রা করিবারে তাহার মানস।
বিষয় বাসনা চিত নহে তার বশ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে আশ্রম হইতে।
বাহিরিল দ্বিজবর তীর্থ গমনেতে॥
একে একে নানা পুণ্যস্থান পর্য্যটন।
করি উপনীত দ্বিজ এখানে যখন॥
দেখিল সুন্দর সর আছে বিদ্যমান।
সাধুর মানস সম নহে পরিমাণ॥
নামিয়া ইহার জলে করিলেক স্নান।
জপ ধ্যান মনোমত কর্ত্তব্য বিধান॥
নিয়মিত কার্য্য সারি তীরেতে যখন।
উঠিবেক দ্বিজবর সেকালে তখন॥
জল মধ্যে তার পদে কোন জীব ধরে।
নির্ণীতে না পারি দ্বিজ কাঁপর অন্তরে॥
বলে একি পরমাদ হেরিনু এখনে।
কোন্ দুষ্ট জলচরে টানিছে সঘনে॥
মায়ারূপী দৈত্য কিম্বা দুষ্ট জলচর।
অথবা দানব কেহ জলের ভিতর॥
হিংসিবারে এত চেষ্টা করে কি কারণ।
অবশ্য নিগূঢ় কিছু আছে নিদর্শন॥
মনে মনে নানা তর্ক করিয়া তখন।
কোপেতে অধীর হলো ব্রাহ্মণের মন॥
সরোবর উদ্দেশেতে করিল সম্পাত।
অবশ্য ইহার ফল পাবে অচিরাৎ॥
তোমার জলেতে স্নান করিবে যে জন।
ব্যাঘ্র দেহ সে জনার হইবে তখন॥

আমার বচন মিথ্যা হইবার নয়।
সত্য সত্য বলিতেছি নাহিক সংশয়॥
এতেক বলিয়া দ্বিজ আপন শক্তিতে।
জলজন্তু ছাড়াইয়া উঠয়ে তীরেতে॥
তদবধি সরোবর দূষিত এমন।
হইয়াছে দ্বিজ শাপে শুনহ রাজন॥
জিজ্ঞাসা আমায় রাজা করেছিলে যাহা।
তোমার নিকটে আমি বলিলাম তাহা॥
এখন অপর কথা বলিহে তোমারে।
ব্যাঘ্র অশ্ব মূর্ত্তিধারী হলো যে প্রকারে॥
যখন অর্জ্জুন বীর নিজ তুরঙ্গমে।
শার্দ্দুলের মূর্ত্তিধারী দেখিল বিষমে॥
বিস্ময়ে বিবশ মন পাণ্ডুর নন্দন।
মনেতে ভাগ্যের ফল করিয়া চিন্তন॥
দ্রুতগতি গিয়া পার্থ স্পর্শে তুরঙ্গমে।
অমনি ঘুচিল তার শরীর বিষমে॥
শার্দ্দুল শরীর মুক্ত হয়ে অশ্ববর।
মনের সুখেতে ধায় দেশ দেশান্তর॥
কত নদ কত নদী কত গিরিবর।
দেখিতে দেখিতে লঙ্ঘে যজ্ঞ অশ্ববর॥
নাহি মানে কোন বাধা পবন গমন।
সঙ্গে সব অনুচর ভীম দরশন॥
যার তার সাধ্য নয় করিতে বিরোধ।
ধরিলে যজ্ঞের অশ্ব পাবে তার শোধ॥
অকারণে প্রবলের সহিত বৈরিতা।
কার ইচ্ছা জেনে শুনে হয় হে সর্ব্বথা॥
তবে যারা তেজ ধরে উগ্র পরাক্রম।
তারা কেন সহিবেক অধীনতা বিষম॥
কেন জয় পত্রাবলী তাহারা সহিবে।
বীরমদে মত্ত যারা আছে নিশি দিবে॥
সিংহের গর্জ্জনে ভয় পায় পশুগণে।
কিন্তু ব্যাঘ্র একেশ্বর নহে পাছু রণে॥
যতক্ষণ নিজ শক্তি নাহি হয় ক্ষয়।
ততক্ষণ অধীনতা হইবার নয়॥
সাক্ষী দেখ তেজী তেজ প্রাণান্ত সময়।
নাহি পারে তোয়াগিতে এ কথা নিশ্চয়॥
দিবাকর তীক্ষ্ণকর মধ্যাহ্ন কালেতে।
উদয় অস্তের কালে দেখহ চক্ষেতে॥
তবু তেজ রক্তবর্ণ না পারে ছাড়িতে।
মহতের এই দশা জানিহ নিশ্চিতে॥
শুন রাজা জন্মেজয় বলিহে তোমারে।
তার পর যে সকল ঘটিল ব্যাপারে॥
শাপ মুক্ত হয়ে ঘোড়া দেখিতে দেখিতে।
অকস্মাৎ নারীপুরে হলো উপনীতে॥
অপরূপ বিধাতার কি সৃষ্টি কৌশল।
সেখানে বসতি যত রমণীর দল॥
নহে পুরুষের রাজা পুরুষ বসতি।
নারীগণ নর কার্য্য করে দিবারাতি॥
হাট বাট গোলা গঞ্জ সুন্দর নগর।
দোকানি পশারি সেথা আছয়ে বিস্তর॥
শান্তিরক্ষা রাজ্যরক্ষা বিচারের কায।
যুদ্ধকার্য্য করে যত যোদ্ধাব সমাজ॥
পাত্র মিত্র সভাসদ দ্বারে দ্বারবান্।
সকলে রমণী হেরি সেথা বিদ্যমান॥
পুরুষার্থ রক্ষিবারে পুরুষের মত।
অবলা প্রকাশে বল বিষম অদ্ভুত॥
করে নানাবিধ তীব্র যুদ্ধ আয়োজন।
বীরসাজ বীরবেশ রমণী কেমন?॥
পুরাণে বর্ণনা আছে দেবী আদ্যাশক্তি।
দেবতার নিপীড়ন জেনে ভগবতী॥
চণ্ডরূপে উগ্রচণ্ডা নায়িকা সংহতি।
করেছিল ঘোর রণ সকলে বিস্মিতি॥
অনুচর সহ শুম্ভ নিশুম্ভ দানবে।
নির্ম্মূল করেছে কালী ভীষণ ভৈরবে॥

কিন্তু হেথা দেশ শুদ্ধ যত নারীগণ।
রাজ্য রক্ষা করে ইহা বিস্ময় লক্ষণ॥
পুরুষের শক্তি ধরে যতেক রমণী।
করে শেল শূল শক্তি বীরত্বের খনি॥
কাহারে না করে ভয় ত্রিলোক ভিতরে।
নামেতে যতেক বীর পলায় সত্বরে॥
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ অথবা দানব।
পুরেতে প্রবেশ মাত্র পরাভব সব॥
থাকুক অন্যের কথা কৃতান্ত দুর্ব্বার।
শুনিলে প্রমীলা নাম প্রমাদ তাহার॥
ধরাধামে বড় বীর বলী নাম যার।
রমণীর সনে রণে হতমান তার॥
ধরে অসম্ভব শক্তি দৈবের কৃপায়।
কাহারে না লক্ষ্য করে থাকিয়া ধরায়॥
সমান বয়স সবে সকলেই বীর।
কার সাধ্য তার অগ্রে রণে হয় স্থির॥
সংগ্রাম সময় করি বিকট গর্জ্জন।
শুনিলে বিকট রব ত্রস্ত জীবগণ॥
সিংহের প্রতাপ ধরে বামাদল যত।
সম্প্রীতে সন্তোষ অতি বিরোধে অদ্ভুত॥
সজ্জনে সহিত প্রীতি না করে বৈরিতা।
শরণাগতেরে রক্ষা করয়ে সর্ব্বথা॥
পরাক্রম জানাইলে রক্ষা নাহি আর।
তখনি ভীষণ মূর্ত্তি নিতান্ত দুর্ব্বার॥
করে ধরে তীক্ষ্ণবাণ কারে নাহি ডরে।
মনের উল্লাসে ভাসে সংগ্রাম সাগরে॥
রণভূমে নৃত্য করে করে অসি ধরে।
দনুজদলনী কালী যেরূপ সমরে॥

ইতি একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্বমেকোহ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো॥

প্রমীলাপুরে অশ্বসহ অর্জ্জুনের প্রবেশ।

জৈমিনির মুখে শুনি, চন্দ্রবংশ নৃপমণি,
রমণীর এ হেন গৌরব।
করযুড়ি ঋষিবরে, বলে রাজা শুদ্ধধরে,
এ যে শুনি ঘোর অসম্ভব॥
অবলার বল এত, কভু আমি শুনিনাত,
বল গুরো করিয়া করুণা।
এক আধ জন নয়, দেশশুদ্ধ নারীময়,
বীরবেশে বীরত্ব নিশানা॥
বর্ম্ম পরিধান তনু, করেতে বিচিত্র ধনু,
ঘন ঘন সিংহের গর্জ্জন।
পুরুষে না করে ভয়, অপরূপ অতিশয়,
শুনিয়া বিস্মিত সর্ব্বজন॥
অবশ্য কারণ এর, আছে দেব ইহাদের,
তা নহিলে কেন হবে এই।
বুঝি কোন কর্ম্মফলে, পুরুষ নারী মণ্ডলে,
আবির্ভূত অবনীতে তেঁই॥
কোন ঋষি রোষভরে, শাপ দিয়া এপ্রকারে,
নারীজাতি করেছে সৃজন।
অথবা স্থান মাহাত্ম্য, আছে বুঝি কোন তথ্য,
যার জন্য এ রূপ ঘটন॥
কার্য্য বিনা অকারণ, কারণের সঙ্ঘটন,
হয়নাকো জানে সকলেতে।
কি কার্য্য কারণ তবে, দেশশুদ্ধ নারী নরে,
ঋষিবরে বল বিধিমতে॥
আলো বিনা অন্ধকার, নহে সমূলে সংহার,
এই জন্য আলোক সৃজন।
মানসের অন্ধকার, বিনা গুরু কৃপাধার,
কভু নাহি হয় নিরশন॥
অতএব দয়া করি, দাসে দিয়া কৃপাবারি,
ঘুচাও মনের যত তাপ।
আধি ব্যাধি বিনাশন, কর গুরু জ্ঞানধন,
পুণ্য ভাষে দূর কর পাপ॥
শুনিয়া রাজার ভাষ, মুনি দয়া পরকাশ,
কৈল তাঁরে অমিয় বচনে।
সাধুভক্ত সাধুজন, চন্দ্রবংশে সুশোভন,
জন্মিয়াছ ভারত রতনে॥
বক্তার না হয় ক্লেশ, ব্যাখ্যানিতে সবিশেষ,
যদি যোগ্য শ্রোতা কভু মিলে।
প্রশ্নোত্তরে তুষ্ট অতি, যুক্তিযুক্ত সুভারতী,
কাতর নহেক কোনকালে॥
দেখ নদী স্রোতঃস্বতী, পর্ব্বত যার প্রসূতি,
তার গতি সমুদ্রের সনে।
পেয়ে মনোমত স্থান, নহে মনে খিদ্যমান,
খেলা করে উভয়ে মিলনে॥

সেরূপ শ্রোতার কাছে, বক্তার গৌরব আছে,
তা না হলে অরণ্যে রোদন।
আড়ম্বরে নাহি কায, শুন ওহে মহারাজ,
বলি আমি স্বরূপ ঘটন ॥
ললনার দেশ মাঝে, অর্জ্জুনের অশ্বরাজে,
যেই দ্রুত করিল প্রবেশ।
হেরিয়া তাহার রূপ, জয়পত্রে ধর্ম্মভূপ,
মুক্ত হতে জাতিবধ ক্লেশ ॥
অশ্বমেধ আরম্ভিতে, মনে ইচ্ছা সমুদিতে,
পার্থ সনে পৃথ্বী পরাজয়ে।
ছাড়িয়াছে অশ্ববরে, সঙ্গে বহু বীরবরে,
পাছে পাছে গমন করয়ে ॥
জানি সব বিবরণ, আনন্দিত নারীজন,
বলাবলি কৈল পরস্পরে।
দেখাতে বীরত্ব ঘোর, প্রকাশিতে যত জোর,
সাজে সব রমণী নিকরে ॥
পুরুষের পরাভবে, কিছুমাত্র না ভাবিবে,
পার্থ জয় মোদের কামনা :
বলিয়া ভুবন যত, সব কৈল উন্মোচিত,
করে নৈল শেল শূল নানা ॥
আলুলায়িত কেশ, রমণীর রম্যবেশ,
দৃঢ়রূপে করিল বন্ধন।
শিরেতে মুকুট পরি, বীরবেশ যত নারী,
বর্ম্মাবৃত তনু সুশোভন ॥
জ্রভঙ্গেতে কাম জয়, করে থাকে নারীচয়,
আজি দেখি ভাব বিপরীত।
কটাক্ষে কার্ম্মুক যোগ, মরি কি রম্য সংযোগ,
হেরিয়া বীরের ভীত চিত ॥
প্রমীলা প্রধানা নারী, তাঁর যত আজ্ঞাকারী,
সব নারী সাজিল সত্বরে।
রাখিতে প্রভুর মান, গজেন্দ্র গমনে যান,
গজেন্দ্রগামিনী নারীবরে ॥
ধরেছে পুরুষাকার, মালসাট অনিবার,
মার মার মুখে উচ্চারণ।
মাঝে মাঝে বীরদাপে, অবনী অমনি কাঁপে,
যে কালেতে অস্থির গমন ॥
স্থির সৌদামিনী প্রায়, বামাকুল বাহিরায়,
যৌবন-তরঙ্গে রঙ্গ ভরে।
মধ্যেতে হাস্যের ছটা, হাব ভাব কিবা ঘটা,
মন্মথমথনে ব্যগ্র তরে ॥
সুলোচনে তীক্ষ্ণবাণ, ধরি নারী সুসন্ধান,
পুরুষে করিতে জয় মনে।
গরবেতে গরবিনী, চলে যত সিমন্তিনী,
লজ্জা ধৈর্য্য খর্ব্ব তার সনে ॥
অর্জ্জুনের সৈন্য যত, অশ্বসনে অবিরত,
করে গতি সেখানে সেখানে।
প্রমীলার পুরমাঝে, না কবিয়া কালব্যাজে,
চলে তারা কারে নাহি মানে ॥
যেই অশ্ব উপনীত, নারীগণ হরষিত,
হয়ে তারা ধরে অশ্ববরে।
প্রমীলার নিকটেতে, উপস্থিত সকলেতে,
জানাইল তাহার গোচরে ॥
হস্তিনার নরপতি, যুধিষ্ঠির মহামতি,
অশ্বমেধ যজ্ঞের কারণে।
অর্জ্জুনের সনে হয়, পাঠাইল মহাশয়,
দেশ জয় বাঞ্ছা করি মনে ॥
ছাড়াইয়া নানা দেশ, এই পুরী অবশেষ,
প্রবেশ করিল অশ্বরাজ।
আমাদের পুরমাঝে, যেখানে রমণী সাজে,
উপস্থিত হইল সব্যাজে ॥
সঙ্গে বহু অনুচর, হাতে তীক্ষ্ণ ধনুঃশর,
বীরবেশ অশ্বের প্রহরী।
ভ্রমিছে আনন্দ মনে, মহা ফূর্ত্তি মনে মনে,
নাহি নিদ্রা দিবস শর্ব্বরী ॥

হেরি বীর অভিমান, অহঙ্কৃত সুবয়ান,
মহাকোপ মোদের অন্তরে।
তাই ধরি তুরঙ্গমে, আনিয়াছি মনোরমে,
জানাইনু তোমার গোচরে॥
শুনি হাসি সে প্রমীলা, নারীগণে উত্তরিলা,
আশ্বাসিলা অশেষ বচনে।
যার আছে পরাক্রম, সেকি হতেপারে কম,
সম বা বিষম যদি রণে॥
অন্যেব গরব বাক্য, তেজস্বির প্রাণে শক্য,
লক্ষে লক্ষ্য জানে সর্ব্বজনে।
রীতি পূর্ব্বাপর আছে, তেজীয়ান্ ধায় পাছে,
ভয় কভু করেনা মরণে॥
তোমরা উচিত কায, করেছ নারী সমাজ,
এর জন্য কেন পরমাদ।
মোর সনে সহবাস, করিতেছ বারমাস,
জান মোর কিবা হয় সাধ॥
চিরদিন অনুগত, তোমরা হে বীরব্রত,
প্রিয়কার্য্য সতত কামনা।
অশ্বে লক্ষ্য নাহি করি, যদি মোর বরাবরি,
না আনিতে নারী সর্ব্বজনা॥
তাহলে অপ্রিয় ঘোর, ঘটনায় হতো মোর,
বীরগর্ব্ব সব হতো ক্ষয়।
দেশে দুর্নাম রটন, করিত সকল জন,
কেহ মোরে না করিত ভয়॥
নীচের হইত বৃদ্ধি, শত্রুগণ কার্য্যসিদ্ধি,
রাজ্যধন সব হতো হত।
প্রভুর গৌরব রবি, ধরিত মলিন ছবি,
জিয়ন্তে হতেম আমি মৃত॥
কিবা দিব পুরস্কার, করেছ যে উপকার,
এর ঋণ শোধা নাহি যায়।
ত্রিলোকের আধিপত্য, যদি লাভ স্বর্গ মর্ত্ত,
তবু মন তাতে নাহি ধায়॥

এস এস হে সুন্দরী, আলিঙ্গনে তুষ্ট করি,
তোমাদের অদেয় কি আছে।
এত বলি আলিঙ্গনে, সন্তোষিল সর্ব্বজনে,
উচ্চ নীচ ছিল যত পাছে॥
এ দিকে পার্থের চর, অশ্বে না হেরি কাঁকর,
অগ্রসর অন্তঃপুর মাঝে।
দেখে অদ্ভুত নগরী, কি বিচিত্র মরি মরি,
ইন্দ্রপুরীতুল্য সাজ সাজে॥
স্থানে স্থানে তুরঙ্গম, শোভিতেছে অনুপম,
মনোরম দর্শনীয় কিবা।
কিবা পুচ্ছ কিবা গতি, কিবা কলেবর ভাতি,
তেজীয়ান্ যেন উচ্চৈঃশ্রবা॥
স্থানে স্থানে করীবর, গর্জ্জিতেছে নিরন্তর,
মদমত্ত প্রচণ্ড আকার।
কোনখানে, যুদ্ধরথ, সুসজ্জিত মনোমত,
তীক্ষ্ণ চক্র শোভে চারি ধার॥
অতি উচ্চ তার শির, দেখিলেই দৃষ্টি স্থির,
শিরোপরে পতাকা রোপণ।
তাহে ঘণ্টা সংযোজন, অতি মধুর নিস্বন,
শ্রুতিমাত্রে ক্লেশ বিমোচন॥
পুরদ্বার চমৎকার, লঙ্ঘে হেন শক্তি কার,
যে প্রকার প্রণালী রচিত।
দুর্ভেদ্য দুর্গের মত, তার শোভা কব কত,
তায় কত প্রহরী যোজিত॥
কালান্ত কালের প্রায়, সতত বেষ্টিত তায়,
মক্ষিকাও নারে প্রবেশিতে।
তারপরে সৈন্যথানা, রহিয়াছে কত জনা,
করে ধরি শর সুশাণিতে॥
পঙ্গপাল মত সৈন্য, চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন,
দেখিলে বিস্ময় হয় মনে।
হেরি এই অপরূপ, পাণ্ডুনন্দনে স্বরূপ,
জানাইল যত বীরগণে॥

শুনি এরূপ ঘটন, পার্থ চিন্তাকুল মন,
বলে একি বিষম ঘটন।
কি আছে বিধির মনে, আমি বলিতে পারিনে,
অনুমানি অশুভ লক্ষণ॥
এতেক বয়স মোরে, পড়েছি অনেক ঘোরে,
কভু নাহি দেখি এ প্রকার।
না শুনেছি কারু মুখে, রমণী নহে বিমুখে,
পুরুষে হারাতে বাঞ্ছা তার॥
করে ধরে ধনুর্ব্বাণ, পুরুষের বিদ্যমান,
অবলার এত বল হায়।
হেন অসম্ভব সৃষ্টি, কখন কাহার দৃষ্টি,
নিপতিত হয়েছে কোথায়॥
পুরুষের সহ রণ, পুরুষের সুশোভন,
মরি মারি ক্ষতি কি তাহাতে।
জয়েতে গৌরব লাভ, পতনেতে মনস্তাপ,
মরণেতে যশ ক্ষত্রমতে॥
কেহ কম কেহ বড়, সকলে সংগ্রামে দড়,
হতে নারে বিধির সৃষ্টিতে।
তাতে কোন ভয় নাই, বীর বীরত্বে বালাই,
মনে কভু করে কোনমতে?॥
জিতিলে পৌরুষ নাই, হারিলে সকল ঠাঁই,
হবে ঘোর দুর্নাম প্রচার।
কিরূপে সহিব তাহা, সহিবার নহে যাহা,
এই চিন্তা মনে অনিবার॥
বড় বড় বীরগণে, সুর নর এ ভুবনে,
তৃণ মনে হয়নি আমার।
নিবাত-কবচ দল, শিব সহ রণস্থল,
করিলাম জ্ঞাত সবাকার॥
ত্রিলোকবিজয়ী পার্থ, যার বাণ নহে ব্যর্থ,
আজ্ তার মনে হৈল ভয়।
চক্র করি চক্রপাণি, কি করিল নাহি জানি,
অনুমানি বিপদ নিশ্চয়॥

ইচ্ছা করি করি রণ, মন অগ্রসর নন,
বামা সনে রণে বড় ভয়।
কি জানি অদৃষ্টফলে, বুঝিবা অশুভ ফলে,
ইতস্ততঃ চিত্ত অতিশয়॥
এরূপ সাহস হীন, হয় নাই কোন দিন,
কি দুর্দ্দিন বুঝিতে না পারি।
যা আছে বিধির মনে, পূর্ণ হোক্ এইক্ষণে
তাতে বাধা দিতে আমি নারি॥
কিন্তু মনে সন্দ করি, বুঝি যজ্ঞ বিঘ্ন হরি
করিতে বাঞ্ছিত তাঁর চিত।
তা না হলে এ উৎপাত, কেন ঘটে অকস্মাৎ,
ভাগ্যফল হেরি বিপরীত॥
চিন্তিয়া পাণ্ডুনন্দন, ডাকি আত্মীয় স্বজন,
বলে শুন আমার ভারতী।
সঙ্কট সময়ে সবে, জিজ্ঞাসি বলহ তবে,
কিবা যুক্তি বল কিবা নীতি॥
কিরূপে অশ্ব উদ্ধার, হবে বলো গুণাধার,
বল্ সার সেই উপদেশ।
যাতে যজ্ঞ হয় পূর্ণ, আমারে বলহ তূর্ণ,
ঘুচাও মনের যত ক্লেশ॥
বিপদে আত্মীয়গণ, কর আমারে রক্ষণ,
বিপদেতে ভরসা তোমরা।
হতবুদ্ধি দেখে শুনে, ভেবে উপায় পাইনে,
হইয়াছি আমি দিশা হারা॥
প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণ কুমার, অনুশাল্ব গুণাধার,
বৃষকেতু প্রাণপ্রিয় ধন।
সকলের সম্মুখেতে, জিজ্ঞাসিছে বিধিমতে,
করিব কি উচিত এখন॥
সবে মিলে করি কায, হারি জিতি নাহি লাজ
বুঝ সবে আপন মনেতে।
পড়েছি শঙ্কটে ঘোর, প্রতীকার নাহি ওর
এর জন্য বড় ভয় চিতে॥

যাহারে সামান্য জ্ঞানে, তুচ্ছ করি জেনেশুনে,
তার হতে হয় পরাভব।
আছে রীতি এ জগতে, চিরদিন প্রচারিতে,
নীচে নাশে মহত্ত গৌরব॥
শুনিয়া ফাল্গুণি বাণী, কামদেব অস্ত্রপাণি,
বহু মানি পার্থ পরামর্শ।
চিন্তা করি কিছুক্ষণ, বলে মধুর বচন,
ঘুচাইতে তাঁহার বিমর্ষ॥
কেন মনে এত ভয়, হলো পাণ্ডুর তনয়,
বীর্য্যহীয়া কম্পিত এক্ষণে।
বড় বড় বীর যত, সকলে করিলে হত,
সুরজয়ী তুমি এ ভুবনে॥
অবলার এ সাহসে, কেন বুদ্ধি হলো নাশে,
অবশেষে হইলে কাতর।
ছলেবলে কৌশলেতে, কার্য্যসাধে সুবোধেতে
জাননাকি তুমি বীরবর॥
বল প্রয়োগের স্থলে, প্রতিবন্ধক ঘটিলে,
বুদ্ধিমানে কৌশল সহায়।
করি জয় লাভ করে, এই রীতি পূর্ব্বাপরে,
তাতে কেন সচিন্তিত হায়॥
অবলা ভুলাতে হেন, কেন বিরস বদন,
পাণ্ডুর নন্দন বল মোরে।
প্রীতি করি সংস্থাপন, করিব কার্য্য সাধন,
এই আমি বুঝি গুণাধারে॥
তোমারে কিবা বুঝাব, তুমি জ্ঞাতসার সব,
জগতের যে রূপ প্রকৃতি।
শাম দণ্ড ভেদ দান, এই নীতি বিদ্যমান,
কার্য্যকালে প্রকাশ সুমতি॥
অতএব ত্যজি বল, প্রকাশি নিজ কৌশল,
স্বকার্য্য সাধনে ভয় কেনো?।
আমার বচন রাখ, তুমি স্থির হয়ে থাক,
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক জেনো॥

শুনি প্রদ্যুম্ন বচন, অর্জ্জুন সুস্থির মন,
অনুশাল্ব হাস্য করি বলে।
ত্যজি নিজ পরাক্রম, কৌশলে যে করে ক্রম,
তার কোথা খ্যাতি ভূমণ্ডলে॥
বলবান পশুরাজ, হের পশুর সমাজ,
সবে জানে তার আক্রমণ।
গোপনে নাহিংশিকারে, জানেইহা আপামরে,
বীরত্বের এই নিদর্শন॥
শৃগাল সামান্য প্রাণী, ক্ষীণবল অনুমানি,
চতুরতা করয়ে আশ্রয়।
বিশ্বাস স্থাপন করি, নিজ ইষ্ট সিদ্ধি করি,
অপরের ভক্ষ্য মুখে লয়॥
ইহাতে কেবা বাখানে, কোন্‌বীর সন্নিধানে,
হয় তার প্রাধান্য স্বীকার।
সকলে করয়ে ঘৃণা, দোষারোপ করে নানা,
নাহি করি বিক্রম প্রচার॥
অতএব অভিপ্রায়, নর নারী সমুদয়,
যেই হোক্‌ ধবে ধনুর্ব্বাণ।
অবশ্য মারিব তারে, বিপক্ষ জানিব যারে,
এই নীতি মোর বিদ্যমান॥
তুমি কাম গোপনেতে, পুষ্পবাণ লয়ে হাতে,
লোকে নাকি করহ সন্ধান।
সে হেতু অভ্যাসবলে, চাতুর্য্যেরে প্রশংসিলে,
যে বিজ্ঞতা তব বিদ্যমান॥
ধার্ম্মিকেরে জিজ্ঞাসিলে, এইকথা অবহেলে,
শুনিবে হে কৃষ্ণের নন্দন।
পরদ্রব্য গ্রহণেতে, কখন কুপথে যেতে,
হিংসা দ্বেষ করোনা কখন॥
সর্ব্বভূতে সম দয়া, নিরাশ্রয়ে দিবে ছায়া,
সত্য প্রতি করিবে আদর।
সম্পদ বিপদে ধর্ম্ম, রাখিবে জানিয়া মর্ম্ম,
জানি শেষ দিন ভয়ঙ্কর॥

চোরদস্যা জিজ্ঞাসিলে, বলিবে হে মনখুলে,
আপনার ব্যবসা গৌরব।
ধার্ম্মিকে করিবে ঘৃণা, সমাদরে দেব নানা,
না মানিবে দুরন্ত বৌবব॥
চিরকাল এই রীত, আত্মকর্ম্ম প্রশংসিত,
জ্ঞান করে থাকে সকলেতে।
আপনি করয়ে যাহা, মনে ভাবে গুণ তাহা,
নিজ দোষ না পায় দেখিতে॥
শুনি অনুশাল্ব বাণী, বৃষকেতুর পরাণী,
প্রফুল্ল হইল উৎসাহেতে।
সাধু সাধু বলি তায়, বাখানিয়া বীর ধায়,
বীর সাজে গমন করিতে॥
ঘন ঘন হুহুঙ্কার, মুখে সদা মার মার,
চীৎকার সিংহের গর্জ্জন।
প্রলয় কালের ন্যায়, সৈন্য সব বাহিরায়,
করে ধরি নানা প্রহরণ॥
মুখে জয় রব করে, চলে প্রফুল্ল অন্তরে
রথ রথী হস্তী অগণন।
কেহ অশ্বপৃষ্ঠে উঠে, কেহ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে,
কেহ গজে কৈল আরোহণ॥
বড় বড় যত রথী, সাজে বীর রণসাথী,
মাতি রণে হৈল আগুসার।
শরজালে, অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি চলে আর,
বর্ম্মে কটী আচ্ছাদন তার॥
কৃতান্তে কম্পিত করি,সৈন্যহলো আগুসারি,
হাতে ধরি ধনুঃশর নানা।
চরণের রেণু গিয়া, উঠে আকাশ ছাইয়া,
সৈন্য সংখ্যা নাহি যায় জানা॥
বাদ্যকরগণ সঙ্গে, বাজাইছে নানা রঙ্গে,
উৎসাহ তরঙ্গ রঙ্গে ভাসে।
ঘন ঘন দেয় কাড়া, বাজাইছে রামকাড়া,
দামামা দগড়া শুনি ত্রাসে॥

শুনি রণ আয়োজন, বাজনার সুনিঃস্বন,
নারীগণ গর্জ্জিল তখনে।
আনন্দে ভাসি সকলে, উপস্থিত রণস্থলে,
ভীমবেশ ভীম দরশনে॥
দেহের মাধুর্য্যরাশি, কামিনীর মুখ শশী,
লুকাইল উগ্রতা তপনে।
পদভরে এ অবনী, চমকে কম্পিত শুনি,
নহে স্থির কভু একক্ষণে॥
সমুদ্রের ঊর্ম্মিমালা, তটাঘাত সেই বেলা,
যেই বালা বাহিরিল রণে।
গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন, ত্রস্ত মন জীবগণ,
প্রমাদ গণিল মনে মনে॥
নর নারী রণ সাজ, অপূর্ব্ব হেরিয়া আজ,
বিমানেতে বৈমানিকগণ।
কৌতুহলে করি ভর, নিরখিছে নিরন্তর,
হেরিবারে অদ্ভুত ঘটন॥
তখন অর্জ্জুন বীর, দাঁড়াইয়া থাকি স্থির,
প্রদ্যুম্নে করিয়া অগ্রসর।
মিনতি করিয়া বলে, শুন রমণী মণ্ডলে,
ক্ষান্ত হও মোর বাক্য ধর॥
অকারণ বিরোধের, বল প্রয়োজন এর,
মোর বাক্য যতেক রমণী।
বৃথা বাদ বিসম্বাদ, কেন ইচ্ছা পরমাদ,
শুন শুন আমার কাহিনী॥
রণ আশে আগমন, নহে মোর প্রয়োজন,
অশ্বমেধ ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরে।
করেছেন নরবরে, অশ্ব সনে তাই মোরে,
পাঠাইছে দেশ দেশান্তরে॥
হেথা অশ্বের সনেতে, উপস্থিত ঘটনাতে,
আগমন প্রয়োজন এই।
এর জন্যে কেন রণ, বল বল নারী জন,
রাখ কথা দিতেছি দোহাই॥

আসিয়াছি এদেশেতে,এইইচ্ছা আছে চিতে.
দেখা দিতে প্রমীলার সনে।
সর্ব্বত্রেতে তাঁর খ্যাতি,তাঁহার মহিমা স্তুতি,
শুনে তুষ্ট অতিশয় মনে॥
আছে সাধ বহুদিনে, প্রমীলা হেরিতে মনে,
হয় নাই সংযোগ ঘটনা।
এবে এক উপলক্ষে, ভ্রমি নানা দেশ দুঃখে,
উপস্থিত হেথা সর্ব্বজনা॥
চিরদিন মনসাধ, পূরাইতে হয় সাধ,
তাতে কেন কর পরমাদ।
দ্বেষভাবে যেই আসে, তারসনে অনায়াসে.
দ্বেষ করা তাতে কি বিষাদ॥
সরল ভাবেতে পুরে, যে জন প্রবেশ করে,
সখ্যতা যাহার আকিঞ্চন।
তার সনে রণ হায়, সাজে কি কভু কোথায়,
একি দায় বল নারীজন॥
ফাল্গুণির শুনি বাণী, রূপ লাবণ্যের খনি,
রমণী অন্তরে হর্ষোদয়।
বিম্বাধরে হৈল হাস, দশনে মুকুতা রাশ,
উল্লাস উপজে অতিশয়॥
পার্থ রূপ মনোহর, হেরে রমণী নিকর,
যৌবন তরঙ্গে রঙ্গে ভাসে।
অনিমেষ দর্শনেতে, বড় সুখী হৈল চিতে,
মানসে বড়ই হাস হাসে॥
অপাঙ্গে কটাক্ষযোগে, অর্জ্জুনের মুখ রাগে,
বারষয়ে বহুবিধ শর।
একেত যৌবন বয়, রূপ রাশি অতিশয়,
তায় পার্থ দেখিতে সুন্দর॥
কি সুন্দর সুলোচন, কিবা সুন্দর গমন,
কিবা ভঙ্গী গ্রীবার পশ্চাতে।
কি সুন্দর মুখ ছবি, যেন প্রভাতের রবি,
সুশোভিত আভা কিবা তাতে॥

কি উন্নত বক্ষদেশ, কিবা মনোহর কেশ,
উরু ভুরু কিবা সুশোভন।
কিবা সে হাসির ছটা, কিবা সে বরণ ঘটা,
কিবা দৃষ্টি সৃষ্টি বিঘাতন॥
এসংসারে হেন নারী,কভু কি দেখিতে পারি,
তারে হেরে না হয় উদাস।
মিলিতে তাহার সনে, কার সাধ নহে মনে,
কার ইচ্ছা থাকে নিজ বাস॥
রূপের গৌরবে পড়ি, কুল শীল সব ছাড়ি,
কুলবতী গোপকুল নারী।
গোপীনাথ নিকটেতে যাইতে উৎসুক চিতে,
পতি পুত্র তেজিয়া সবারি॥
কলঙ্কে না করি ভয়, কৃষ্ণ প্রেমে সুখোদয়,
জানি গোপনারী সব মজে।
আজি হেরি এ যুবক, সব দেহেতে পুলক,
ইচ্ছা পেতে ঐ পদরজে॥
অধৈর্য্য অন্তর অতি, অভিলাষ করে রতি,
কামে মাতি অবশ সকলে।
সম্মুখে হেরি মদনে, মহাচিন্তা মনে মনে,
নহে স্থির রমণীমণ্ডলে॥
করে যত ছিল বাণ, করিবারে সুসন্ধান,
হাত হতে খসিল ভূতলে।
শরীরেতে স্বেদ ঝরে, কম্প দেহ থরে থরে,
একবারে অধৈর্য্য সকলে॥
ছটফটে চৌদিকেতে, মরি নেত্র ভঙ্গী তাতে
পুরুষে মজাতে আকিঞ্চনে।
রণ চেষ্টা গেল ভুলি, মনে বড় কুতুহলী,
পেতে সাধ পাণ্ডুর নন্দনে॥
আপনার অভিপ্রায়, প্রকাশ করিতে দায়,
পড়ে সবে উভয় সঙ্কটে।
যে কামের নামে কষ্ট, সেইত সম্মুখে পষ্ট,
এই জন্য ধায় ছটফটে॥

থাকিয়া চমকে উঠে, কখন বেড়ায় ছুটে,
মাথা হেঁটে কভু অবস্থিতি।
কভু হাস্য অতিশয়, ভুক এক দৃষ্টে রয়,
কখনবা লোটাইছে ক্ষিতি॥
এইরূপে যত বালা, ভুঞ্জিয়া অসহ্য জ্বালা,
গেলা সবে প্রমীলার পুরে।
জানাইলা বিধিমতে, হেরিয়াছে যা চখেতে,
নবীন যুবক এক নরে॥
রণ সাধ নাহি তার, নিতে এই অধিকার,
কভু সেই না করে কামন।
না ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ, না করি শর সন্ধান,
হারায়েছে সবারে এখন॥
এরূপ সংগ্রামশিক্ষে,নাহিহেরি এত্রৈলোক্যে
রক্ষে নাই তাহারে হেরিলে।
আমাদের রণআশা, ঘুচিয়াছে সে পিপাসা,
যবে উপস্থিত এই স্থলে॥
রাখিতে তারে অন্তরে, মনে কত সাধকরে,
দেখিতে না পাই হেন স্থান।
যেখানে রাখিয়া তাকে,মনবড় সুখী থাকে,
করিলাম কতই সন্ধান॥
এতাদৃশ প্রিয়ধন, চোখে করি দরশন,
আইলাম তোমার কাছেতে।
ইচ্ছা উপভোগ কর, দর্শনেতে সুখকর,
গুণাকর যিনি উপস্থিতে॥
অধীনের এই রীত, যদি কোন অভিপ্রেত,
ইষ্ট লাভ হয় কদাচন।
প্রাণপণে সমর্পণ, স্বামী তরে দাস জন,
করে থাকে জানে জগজন॥
ত্রিলোকের বস্তু সার, আসিয়াছে গুণাধার,
দৈবক্রমে তোমার পুরেতে।
কিবা অমিয় বচন, কিবা বিশাল লোচন,
যেন চন্দ্র আছে আকাশেতে॥

মরি কি আশ্চর্য্য ঠাম, কামজয়ী অনুপাম,
গুণধাম সুন্দর মুরতি।
আজানুলম্বিত দেহ, তার তুল্য কভু কেহ,
দেখে নাই মোহন আকৃতি॥
প্রয়োজন বিলম্বেতে, নাচিক আইস সাথে,
দেখাইব পুরুষ রতনে।
ভুবন মোহন রূপ, যেন কোটী কামরূপ,
বিরাজিত পাণ্ডুর নন্দনে॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, তাহাবে হেরিবে যবে,
সার্থক নয়ন হবে তবে।
চক্ষু কর্ণের বিবাদ, ঘুচিবে পুরিবে সাধ,
দেখে রূপ গর্ব্ব খর্ব্ব হবে॥
ছাড়ি দেশ অধিকার, চরণে শরণ তার,
হবে আর বেশী কি বলিব।
এতেক বলিয়া ধনী, প্রমীলারে সঙ্গে আনি,
দেখাইল পৌরষ গৌরব॥
পাণ্ডবে দেখিল যেই, শিহরে উঠিল সেই,
বলে কিবা রূপ মরি মরি।
বুঝিবিধি নির্জ্জনেতে,গড়িয়াছে মানসেতে,
তা না হলে এ রূপ মাধুরী॥
কভু নরে সম্ভাবিত, হতে পারে কদাচিত,
চমৎকার ধাতার চাতুরী।
ত্রিলোকের রমণীয়, যত সব দর্শনীয়,
সব লয়ে ইহার মাধুর্য্য॥
যদি তাহা না হইবে, ধরাতল কি ত্রিদিবে,
কে দেখিবে এ হেন সুন্দর।
হেরিলে রূপ সাগরে, মনভাসে নিরন্তরে,
চাহিলে পবিত্র, দৃষ্টি ওর॥
বাখানি এতেক ধনি, স্বর্ণথালে পাদ্য আনি,
অর্ঘ্য তায় যতনে ধরিল।
অগ্রেতে প্রণাম করি, সঙ্গে যত সহচরী,
পাছু পাছু ক্রমেতে দাঁড়াল॥

বিবিধ বন্দনে তায়, পূজা করি নারী ধায়,
বসাইতে বিচিত্র আসনে।
ভাবভঙ্গী হেরি তার, অর্জ্জুনের চমৎকার,
নানা ভাব উপজয় মনে॥
রাখিতে নারীর মান, তবে পার্থ মতিমান্,
বসিলেন অপূর্ব্ব আসনে।
চৌদিকে সঙ্গিনী যত, শতদল পদ্ম মত,
বিরাজিত প্রমীলার সনে॥
এ রূপ রূপ ভূতলে. কেহ কভু কোনকালে,
দেখিয়াছে হেন সন্দ হয়।
যেন কোটী চন্দ্র হাট, মরি কি রূপের ঠাট,
ত্রিভুবন আলোকিত ময়॥
সকলে বসিলে পরে, পার্থবীর ইচ্ছা করে,
নারী সহ করিতে আলাপ।
ধীরে ধীরে নতভাবে, জিজ্ঞাসে পাণ্ডব তবে,
বল সবে ঘুচাও সন্তাপ॥
হয়েছি অবাক্ আমি, বেড়ায়েছি নানা ভূমি,
কভু নাহি হেরি এ প্রকার।
নারী ভিন্ন নাহি দেশ, বল বল সবিশেষ,
কেন হেন ইচ্ছা বিধাতার॥
স্ত্রী পুরুষ আকারেতে, সর্ব্বজীব সংসারেতে,
দ্বন্দ ভাবে করে অবস্থিতি।
একেতে না সৃষ্টি হয়, একা কার্য্যকারী নয়,
জানি এই জগতের রীতি॥
পুরুষের পুরুষার্থ, সকলি জানিতা ব্যর্থ,
যদি নারী সঙ্গে নাহি থাকে।
পুরুষ প্রকৃতি সঙ্গে, এই সৃষ্টি কত রঙ্গে,
করে থাকে কেবা জানে তাঁকে॥
যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টিস্থিতি; রবি শশী গতাগতি,
করে থাকে নির্দ্দিষ্টসময়।
গুণেতে না আরোপন, হতো যদি নিরঞ্জন,
মায়া যেতো সৃষ্টি কিসে রয়॥

সেকথায় কায নাই, জিজ্ঞাসি তোমার ঠাঁই
কি জন্য পুরুষ অধিকার।
নাহি দেখি এইদেশে, বল বল সবিশেষে,
শুনে যাক্ ভ্রান্তি আপনার॥
শুনিয়া অর্জ্জুন ভাষ, প্রমীলা অন্তরে হাস,
উল্লাসেতে বলয়ে তখনে।
আজি আমি ভাগ্যবতী, মোরপুরে অবস্থিতি,
হেরিলাম পাণ্ডুর নন্দনে॥
সার্থক জীবন মোর, সুকৃতির নাহি ওর,
তুষ্ট হৈনু পাইয়া তোমারে।
যদবধি চন্দ্রমুখ, হেরিয়াছি গেছে দুখ,
বুঝিলাম কৃপা বিধাতারে॥
ঘুচাতে মনের কালি, কৃপা করেছেন কালী,
বনমালী প্রতিকুল নয়।
তা না হলে ঘরে বসি, তোমাহেন কালশশী,
পেয়ে কেন প্রফুল্ল হৃদয়॥
মিলনেতে মনস্তাপ, ঘুচিবে সকল তাপ,
হায় বিধি হলো হস্তগত।
এ জন্য দুঃখের শেষে, সুখ সকলে প্রয়াসে,
বুঝিলাম পূর্ণ মনোরথ॥
নচেৎ এ হেন নর, ভাগ্যে কি ঘটে সত্বর;
বুঝিলাম দুঃখের সময়।
দুর্দ্দশার হলো অন্ত, কুগ্রহ হইল শান্ত,
সুখ সূর্য্য উদিত নিশ্চয়॥
তা না হলে বার বার, কেন চক্ষু অনিবার,
নাচিতেছে নহে নিবারণ।
আনন্দে মাতিছে মন, আশা তাতে অনুক্ষণ,
যোগদানে করিছে বর্দ্ধন॥
যাহোক্ পাণ্ডুনন্দন, তব সন্দেহ ভঞ্জন,
এখনি হইবে মোর কাছে।
যে কারণে এইস্থানে, নর বাস বিদ্যমানে,
নহে তাহা বলিতেছি পাছে॥

সব জীব কর্ম্মফলে, ভোগ করে ভূমণ্ডলে,
কর্ম্ম ফল ছাড়া বড় দায়।
দেখ গগণ উপর, বিরাজিত শশধর,
তবু রাহু গ্রাসয়ে তাহায়॥
কর্ম্মের ফল কারণে, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে,
সিন্ধু শয্যা সদা বিদ্যমান।
থাকিতে বৈভব রাশি, নীলকণ্ঠ গৃহবাসী,
নহে, শ্মশানেতে অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বাভীষ্ট ফলদাতা, সদানন্দ যাঁর পিতা,
তাঁর শির কর্ম্মেতে ছেদন।
অতএব কর্ম্ম ফল, জীবের এক সম্বল,
কোন রূপে নহে নিবারণ॥
কর্ম্মের কারণে মোরা, নারীরূপ মুগ্ধ করা,
হয়ে আছি বহু দিন হতে।
এর তথ্য বিবরণ, অনেকের সংগোপন,
বলিতেছি তোমার নিশ্চিতে॥
শুন পূর্ব্বের কাহিনী, বলি আমি হে ফাল্গুনি,
যে কারণে আমরা রমণী।
জন্ম ইক্ষাকুকুলেতে, শাস্ত্রদাতা নরপতে,
মৃগয়াতে দিলীপ নৃপণি॥
করিয়া তিনি মনন, সঙ্গে অনুচরগণ,
আসিলেন একদা এখানে।
গজ বাজি সৈন্য সঙ্গে, আমি আইলাম রঙ্গে,
আদেশেতে তাঁর বিদ্যমানে॥
হেরিয়া নির্জ্জন স্থান, দেব দেব ভগবান্,
আশুতোষ সন্তোষ মানসে।
সঙ্গে লয়ে প্রণয়িনী, এখানেতে শূলপাণি,
বিহারিতে আসে অবশেষে॥
মৃদু মধুর পবন, পুষ্পগন্ধ অনুক্ষণ,
সঞ্চালিত সে সুখ সময়।
বনলতা বিকসিতে, চৌদিকে ভ্রমর যূথে,
মধুপানে প্রমত্ত হৃদয়॥

ফুটিয়াছে সহকার, গন্ধে আমোদিত তার,
অলিকুল ঝঙ্কারে সতত।
কোকিলের কলরবে, সকলে আকুল তবে,
ষড় ঋতু সবে প্রকাশিত॥
নির্ম্মল গগণ কিবা, চৌদিকে অপূর্ব্ব শোভা,
পবিত্রতা শান্তিনিকেতন।
হেরিলে সেরূপ স্থান, যোগী কামের বয়ান,
না হেরিয়া স্থির কভু নন॥
পরমার্থ রসে মন, বিচলিত সেইক্ষণ,
সেইক্ষণ সেথা'নতে স্থিতি।
এরূপ অপূর্ব্ব স্থানে, মহাদেব ভগবানে,
প্রিয়াসনে রতিতে বসতি॥
নাহি অন্য অধিকার, মনে সুখ পারাবার,
শঙ্করের শঙ্করীর সনে।
সুখেতে বিহার করে; লজ্জা ভয় সব সরে,
নির্জ্জনেতে প্রমুদিত মনে॥
অকস্মাৎ হেরি তাতে, পার্ব্বতী লজ্জিতভাতে,
কোপে জনকেরে দিলা শাপ।
নির্জ্জনে বিহার করি, মোরা শঙ্কর শঙ্করী,
এসে যেই দিলে মনস্তাপ॥
সে কারণে অনুচর, সহ তুমি সসত্বর,
নারী হও আমার বচনে।
তাঁর বাক্য নহে ব্যর্থ, সে কারণে শুন পার্থ,
মোরা নারী ভয়ঙ্কর বনে॥
দেবীর আদেশ মতে, নারীরূপে এখানেতে,
করিতেছি মোরা অবস্থিতি।
পুরুষে আসিতে হেথা, সশঙ্কিত হে সর্ব্বথা,
অন্য কথা কৃতান্তের ভীতি॥
যক্ষ রক্ষ কি কিন্নর, সুর কি অসুর নর,
কার সাধ্য প্রবেশে এখানে।
শঙ্করীর বরক্রমে, রক্ষা নাই কোনক্রমে,
যে আসিবে মোর বিদ্যমানে॥

ত্রিভুবনে কেহ নাই, পরাভব মোর ঠাঁই,
যেই করে মোর সহ রণ।
অন্য কথা থাক্ দূরে, দেবগণ মোরে ডরে,
না প্রবেশে ভয়ঙ্কর বন॥
এই যে অবলা দল, হেরিতেছ গুণবল,
লোকপাল হেরে সশঙ্কিত।
বিক্রমে বিশাল দেহ, কার সাধ্য আসে কেহ,
নারীদল হলে সুসজ্জিত॥
যবে রণ সাজ করে, বাসুকি কম্পিত ডরে,
কৃতান্তের কম্পিত হৃদয়।
ত্রিলোকের লোক যত, যদি হয় একত্রিত,
তবু মৃত্যু তাদের নিশ্চয়॥
সাক্ষাতে প্রমাণ তার, দেখ পাণ্ডুব কুমার,
তোমার অশ্বেরে রাখে ধরে।
সেই পুরে প্রবেশিল, মনে ভয় না করিল,
অনায়াসে ধরিল তাহারে॥
রজ্জুতে বাঁধিল হয়, যতেক রমণীচয়,
তোমাদিকে তৃণ তুল্য জ্ঞানে।
যদ্যপি মঙ্গল চাও, এখান হইতে যাও,
তা না হলে মরিবে পরাণে॥
মিনতি তোমারকাছে, কিজানি বিরূপ পাছে
শুনে হও পাণ্ডুর নন্দন।
এ জন্য বলিতে ভয়, করে আমার হৃদয়,
জেনো নারী অনুগত জন॥
ভজিতে তোমারে সাধ, করে ওহে নারীসাধ,
পরমাদ করোনা কখন।
নয়ন পথেতে তুমি, পতিত তখনি স্বামী,
জানিয়াছি আমি গুণধন॥
আশাতে নিরাশ নাথ, করোনাহে কদাচিত,
এই শুন আমার মিনতি।
যদি এতে কর্ণপাত, নাহি কর প্রাণনাথ,
তা হলে ত্যজিব প্রাণ পতি॥

দেবাংশে জনম তব, নরের এ অসম্ভব,
যে সব করেছ তুমি বীর।
সামান্য না হও তুমি, জানি ভালমতে আমি,
করিয়াছি বহু দিন স্থির॥
কৃষ্ণবন্ধু হে ফাল্গুনি, বহুদিন হতে জানি,
সেই জন্য তোমারে কামন।
করিতেছে দাসীজনে, ঠেলোনা আর ওচরণে,
এইমাত্র আমার মনন॥
শুনি প্রমীলা বচন, অর্জ্জুন তাহারে কন,
যা বলিলে এ নয় সময়।
জ্যেষ্ঠের আদেশ মতে, অশ্বসনে নানা পথে,
ভ্রমিতেছি নানা দেশময়॥
যদবধি কার্য্যসিদ্ধি, জ্যেষ্ঠের সুখসমৃদ্ধি,
নাহি হয় তাবৎ চিন্তিত।
তাবৎ তোমার বাক্য, কিরূপে হইবে রক্ষা,
বল যাহা হয় সমুচিত॥
দুদিক্ বজায় রবে, সময়ে সকলি হবে,
যদি শুন আমার বচন।
এবে শুভ যাত্রা করি, হস্তিনা গমন করি,
যাও সবে যত নারীজন॥
পালি জ্যেষ্ঠেরআদেশে, আমি নারী অনিমেষে
উপস্থিত হইব তথায়।
সেখানে সন্তোষ মনে, মিলিব তোমার সনে,
এর জন্যে কেন ভাব দায়॥
সময়ে ঘটিবে সুখ, এতে কেন অধোমুখ,
বিধুমুখী ললনা আমারে।
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, বাসনা পূর্ণ সত্বর,
হবে তাতে জেনো সারোদ্ধারে॥
শুনিয়া পার্থ বচন, প্রমীলা প্রফুল্ল মন,
উর্দ্ধশ্বাসে হস্তিনার প্রতি।
লয়ে অনুচর নারী, হইলেন আগুসারি,
সঙ্গে শুভ্র অশ্বের সংহতি॥

মনের আনন্দে চলে, সঙ্গে রমণী সকলে,
পার্থের কথায় হস্তিনায়।
উপনীত নিমেষেতে, ক্রমে পুরীর মধ্যেতে,
অপরূপ দেখিল সেথায়॥
ধর্ম্মরূপে ধর্ম্ম তথা, বিরাজিত হে সর্ব্বথা,
হিংসা দ্বেষ বিরহিত স্থান।
নাহি পাপ অধিকার, সত্যে ভক্তি অনিবার,
বিষ্ণু প্রীতি সদা বিদ্যমান॥
দেব দ্বিজে ভক্তিমান্, দিবানিশি জপধ্যান,
ইষ্ট মন্ত্র আরাধনা সার।
নাহি বাদ বিসম্বাদ, প্রতারণা পরমাদ,
মন সাধ ধর্ম্ম অনিবার॥
সকলে কৌতুক মনে, মনসুখে নিশিদিনে,
ভোগ করে অতিশয় সুখ।
নাহি কোনজ্বালা প্রাণে,কোনবাধা নাহিমানে
মনোদুখে নহে হেটমুখ॥
সদা শান্তি নিবসতি, পুণ্য ধর্ম্মের সংহতি,
দেখিয়া বিস্মিত নারীজন।
কৌতুকে কুন্তীর পদে, পৌঁছিতথা নিরাপদে
নমস্কার কৈল সর্ব্বজন॥
জানাইল সমাচার, যে রূপেতে গুণাধার,
অশ্বসনে করে দেশ জয়।
ভ্রমিয়া অশেষ দেশ, প্রমীলা পুরেতে শেষ,
হৃষীকেশ সথায় উদয়॥
সেখানে সবারে জয়, করি পাণ্ডুর তনয়,
আমা সবে করি হস্তগত।
জয়লব্ধ দ্রব্য আনি, পাঠাইল সে ফাল্গুনি,
তাই মোরা হই পদানত॥
আসিয়াছি দাসীভাবে, বল কি করিতে হবে
ঠাকুরাণী করহ আদেশ।
বিলম্বে কি প্রয়োজন, কার্য্যভার সমর্পণ,
কর এতে নাহি চিন্তা লেশ॥

শুনি প্রমীলা বচন, কুন্তী সানন্দিত মন,
মধুর বচনে সবে বলে।
উপস্থিত যজ্ঞ কার্য্য, জানিবে তোমরা ধার্য্য,
সহায়তা করিবে সকলে॥
যশ অপযশ যাহা, সকলি জানিবে তাহা,
তোমাদের নহে শুধু মোর।
অতএব নিজ কায, না করিয়া কাল ব্যাজ,
প্রকাশহ আত্মীয়তা ঘোর॥
কুন্তী এতেক বলিয়া, সকলেরে কোল দিয়া,
আপ্যায়িত করিল তখন।
ধর্ম্মরাজ নিকটেতে, জানাইল বিধিমতে,
অর্জ্জুনের জয় বিবরণ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের মন, আনন্দে অধীর হন,
যজ্ঞপূর্ণ মনে করে আশ।
সকল অশুভ রাশি, তখনি ফেলিল নাশি,
অন্তরেতে স্মরি শ্রীনিবাস॥
এ দিকেতে যজ্ঞ অশ্ব, ক্রমে হইল অদৃশ্য,
ছাড়াইল নানা জনপদ।
নদ নদী উপবন, গিরি গুহা অগণন,
অতিক্রমে হয়ে নিরাপদ॥
ক্রমেতে অরণ্য মাঝ, প্রবেশিল অশ্বরাজ,
পার্থবীর পশ্চাতেতে চলে।
কি জানি কি বিঘ্ন হয়, এই চিন্তা সদা ভয়,
এই জন্য ব্যাকুল সকলে॥
শঙ্কটে স্মরিয়ে হরি, বীরগণ যাত্রা করি,
বীরবেশে অশ্বের পশ্চাতে।
মনের আনন্দে চলে, ধায় তারা কুতুহলে,
যুধিষ্ঠির বচন রাখিতে॥
তিলেক বিরাম নয়, চলে যত সৈন্যচয়,
তীরবেগে তাদের গমন।
একে কৃষ্ণের বচন, তাতে তারা কায় মন,
ধর্ম্ম কার্য্যে সদাই মনন॥

বিশেষ অর্জ্জুন সঙ্গে, চলিতেছে মনোরঙ্গে,
তার জন্যে প্রফুল্ল হৃদয়।
পথ পরিশ্রম ক্লেশ, মনে না ভাবি বিশেষ,
ধায় তারা হর্ষ অতিশয়॥
এ দেশ ও দেশ ক্রমি, অশ্ব ক্রমে ধীরি ধীরি,
উপনীত হৈল একস্থান।
রাক্ষস রক্ষিত পুর, সীমা তার বহুদূর,
দৃষ্টির না হয় পরিমাণ॥
দুর্ভেদ্য দুর্গের মত, মধ্যে গিরি শোভাযুত,
রহিয়াছে বিন্ধ্যাচল প্রায়।
চৌদিকে প্রস্তর ঘেরা, দেখিলেই দিশাহারা
ভয় সেথা স্থান নাহি পায়॥
কৃতান্ত করাল দেহ, মৃত্যু বলিয়া সন্দেহ,
বোধ হয় যে করে দর্শন।
সেখানের অধিপতি, উগ্রনামে ক্রূরমতি,
ধরে শক্তি অতি অগণন॥
ত্রিশ কোটী নিশাচর, সঙ্গে তার অনুচর,
ঘোর তেজ অতি অনুপাম।
নাহি কারে করে লক্ষ্য, কেহ রণে নহে শক্য,
সংগ্রামেতে নাহিক বিরাম॥
সুরাসুর নরগণ, কারে না করে গণন,
ভয় নাই তাদের অন্তরে।
নিরাতঙ্কে সদা ফেরে, অপ্রমেয় বল ধরে,
বলীয়ান্ হরগৌরী বরে॥
নিরশন বাতাহারে, তপ করি বারে বারে,
না হেরিয়া শিবের সম্প্রীতি।
পঞ্চ তপ আরম্ভিল, গ্রীষ্মে আগুন জ্বালিল,
শীতে সলিলেতে অবস্থিতি॥
কভু ঊর্দ্ধ পদে রয়, কভু শূন্যে বিচরয়,
কভু করে কঠোর সন্ধান।
দেবতার মনে ভয়, হেরে তপ অতিশয়,
সকলের উদ্বেগ পরাণ।

এইরূপ নিয়মেতে, আরাধিয়া বিধিমতে,
রক্ষপতি পশুপতি তুষি।
পাইল দুর্জ্জয় বর, যার তেজে নিরন্তর,
মনের অতিশয় খুসি॥
ভুঞ্জিবারে নানা ভোগ, করিল তপস্যাযোগ
তার মত হলো ফল লাভ।
মন ক্ষোভ গেল দূরে, সন্তোষ শিবের বরে,
নিবারিত সকল সন্তাপ॥
বার মাস সেই স্থানে, বসন্তের আগমনে,
তরুলতা শোভা চমৎকার।
সুরসাল ফলফুলে, শাখাপত্র কি মুকুলে,
স্থলের দিতেছে বাহার॥
অরুণ উদয় যেই, সুশোভিত বৃক্ষ সেই,
ফল পুষ্পে ধরে শোভা কত।
মায়াবী রাক্ষসপুর, জানি পূজ্য সুরাসুর,
শিব বর দিয়াছে অদ্ভুত॥
হিংসাবৃত্তি নিশাচরে, হিংসাজন্যে সদা ফেরে
জীব হিংসা বড় অভিপ্রেত।
সামান্যে রক্ষ উদর, পূর্ণ নহে নিরন্তর,
এর জন্যে শঙ্কর শঙ্কিত॥
সৃষ্টি যাতে রক্ষা হয়, রাক্ষসের ভোগ রয়,
তার যুক্তি কৈল সমুচিত।
প্রাতঃকালে পুষ্পফল, স্বয়ম্ভু সৃষ্টি কৌশল,
মধ্যাহ্নে সে নব সুশোভিত॥
প্রীতমনে নিশাচরে, বসিয়া ভক্ষণ করে,
এর জন্য শ্রম অকারণ।
জীব হিংসা না হইল, অথচ পেট ভরিল,
তৃপ্তি হলো করিয়া ভক্ষণ॥
প্রাতঃকালে যেই ফুল, মধ্যাহ্নে মাংস অতুল,
হয়ে থাকে শিবের কৃপায়।
এক দ্রব্য একাধারে, থাকি কত কার্য্য সারে,
কেবা জানে কিবা অভিপ্রায়॥

হায় বিধাতার বিধি, চিরদিন নিরবধি,
এক ভাবে কিবা বিরাজিত।
নরে না নির্ণীতে পারে,বুদ্ধি সেথা যেতে নারে
যেথানেতে এরূপ যোজিত ॥
কে বুঝে ধাতার মর্ম্ম, চমৎকার তাঁর কর্ম্ম,
তাঁর ইচ্ছা কোনদিকে গতি ;
করিতেছে এসংসারে,কোন কার্য্য করিবারে
কি বুঝিবে মানবের মতি ॥
অসংখ্য রাক্ষস হেথা, জানিয়া বিশ্ব বিধাতা
করেছেন বৃক্ষ অগণন।
কত জাতি কত স্থানে,আছে তার পরিমাণে
কে জানে তার মরম কেমন ॥
শ্বেত নীল পীত কিবা, ভুবন ব্যাপিনী শোভা
রহিয়াছে নয়ন রঞ্জন।
দেখিলে এ বোধ হয়, সংসারের শোভাময়,
যত সব করি আয়োজন ॥
বিধাতার অভিপ্রায়, নেহারিতে সমুদায়,
শান্তি প্রীতি পূর্ণ দ্রব্য যত।
তাই মনে করি যত্ন, সংসারের সুখরত্ন
করেছেন সব সংগৃহীত ॥
বৃক্ষেতে পুর্ণিত দেশ, নাহি হেথা দুখলেশ,
নাম অব্যাহত সংসারেতে।
অকস্মাৎ সেই পুরে, প্রবেশি শতেক বীরে,
ধীরে ধীরে বলে সকলেতে ॥
ত্রিভুবনে ভ্রমিলাম, কত কষ্ট পাইলাম,
হেরিলাম কত চমৎকার।
কিন্তু এ দেশের মত, সৃষ্টি ছাড়া দেখিনাত,
বৃক্ষ হতে জীবের বিস্তার ॥
রাক্ষস মায়াবী জানি; কিন্তু তাঁহা ধিক্ মানি
যাহা হেথা করিনু দর্শন।
সময়ের গতি সনে, বৃক্ষের পরিবর্ত্তনে,
এইরূপ বিস্ময় লক্ষণ ॥

কে কোথা শুনেছে কবে,বৃক্ষ শক্তি অসম্ভবে
মন যাহা করেনা বিশ্বাস।
আজ হেরি সাক্ষাতেতে, সবাই বিস্মিতচিতে
দৃষ্টি মাত্র যেন বুদ্ধি নাশ ॥
ক্রমে যত অগ্রসর, হলো পাণ্ডবের চর,
জরজর তাদের অন্তর।
দেখিল দুর্জ্জয় সৈন্য, চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন,
জলস্থল আকাশ ভূধর ॥
ভয়ানক কলেবর, গর্জ্জিতেছে নিরন্তর
উগ্র মূর্ত্তি উগ্র অনুচর।
হেরিয়া বিহ্বল চিত, পার্থ সৈন্য একত্রিত,
ভয়ে সবে রথীর গোচর ॥
করযোড়ে জানাইল, বৃক্ষদেশে যা হেরিল,
শুন বীর শুন গুণাকরে।
বয়স এতেক হলো, রণে ভয় উপজিল,
আজি কেন কম্পিত অন্তরে ॥
বীরত্বের নিদর্শন, করেছি অনেক রণ,
বড় ছোট সকলের সাথে।
কিন্তু পুরে প্রবেশিতে,কেন আজি আচম্বিতে
পড়িলাম সন্দেহের হাতে ॥
শুনি তাদের বচন, প্রদ্যুম্ন কর্ণ নন্দন,
আশ্বাসিল অশেষ প্রকারে।
জলদগম্ভীর স্বরে, বলে বীর গুণধরে,
কেন ভয় সংগ্রাম মাঝারে ॥
জন্মিয়াছ বীরকুলে, বীর নাম ভূমণ্ডলে,
চেষ্টা কেন খোয়াতে সে খ্যাতি।
ক্ষত্রিয় নন্দন যেই, হটিবেনা কভু সেই
যদি ঘটে কৃতান্ত সংহতি ॥
সাহসে সহায় করি, তীক্ষ্ণ ধনুঃশর ধরি,
কর রণ দেখাও বীরতা।
বীরহিয়া কোন মতে, কভু নহে সশঙ্কিতে,
সার বাক্য জানিও সর্ব্বথা ॥

জন্ম ক্ষত্র ঔরসেতে, দীক্ষা শুধু বীরব্রতে,
উগ্রতা অনল দেহ মাঝে।
গুপ্তভাবে অবস্থিতি, করে থাকে এই রীতি,
ভীমবেশে সদাই বিরাজে॥
জন্মিলে মরণ আছে, তার জন্য চিন্তা মিছে
কাপুরুষে মরণের ভয়।
করে থাকেলোকে জানে, কিন্তু বীরের সন্তানে
কারে লক্ষ্য করেনা নিশ্চয়॥
বালক যৌবন বৃদ্ধ, সকলের যথা সাধ্য,
সাহস সহায় আছে জেনো।
প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে, সম্মুখ সমরে যেতে,
বল দেখি ভীরু তোমা হেনো॥
দেখেছেকে কোন স্থানে, কিম্বা কর্ণ বিদ্যমানে
কার নাম হয়েছে রটনা।
জিজ্ঞাসি বীরমণ্ডলী, শুনিবারে কুতুহলী,
বড় ব্যস্ত আমার বাসনা॥
শুনিয়া আশ্বাস বাণী, সুস্থ সবার পরাণী,
বীরবাণী মানিয়া তখন।
গর্জ্জিল মেঘের মত, পার্থ অনুচর যত;
পদধূলি ছাইল গগন॥
করি দিক অন্ধকার, মুখে বলে মার মার,
অনিবার ভৈরব গর্জ্জন।
শরজালে দশদিশে, ছাইল অতি হরষে,
ঘন২ অস্ত্রের ঝন ঝন॥
চতুর্ব্বিধ সেনা লয়ে, চলে বীর দ্রুত ধেয়ে,
আক্রমিতে রাক্ষস ভবনে।
অগ্রেতে মাতঙ্গ যত, শুণ্ড করি উত্তোলিত,
ধাইলেক আরোহীর সনে॥
গণনা কে করে তার. কাল মেঘের আকার,
ঝলকে ঝলকে মদস্রাব।
দীর্ঘ দণ্ড বিরাজিত, দীর্ঘ দেহ কি উন্নত,
মাঝে২ ভয়ানক রাব॥

তার পরে সুলক্ষণ, নানাবর্ণ সুচিকণ,
অশ্বগণ সাজিল সত্বরে।
কিবা সে বরণ ছটা; কি সুন্দর বর্ণ ঘটা,
জটার সুঠাম মনোহরে॥
হারায়ে পবনে গতি, যত অশ্বের সংহতি,
অশ্বারোহী সনে রণে যায়।
উচ্চৈঃশ্রবা নিন্দনীয়, কলেবর রমণীয়,
ক্ষুর ক্ষুণ্ণ করিয়া ধরায়॥
শ্রেণীবদ্ধ অগণন, চলিল ঘোটকগণ,
মাঝেং করে উচ্চরব।
তাহার পশ্চাতে রথ, চলিতেছে শতশত,
উচ্চধ্বজ বিরাজিত সব॥
সুদীর্ঘ তাহার চূড়া, করি গিরি শির গুঁড়া,
চলে যায় আচ্ছাদিয়া পথ।
তাহার পশ্চাতে রথী, তীক্ষ্ণ ধনুঃশর সাথী,
বীরবেশে বাহিরিল কত॥
ও দিকেতে পথ মাঝে, হেরি বীর সৈন্যসাজে
মায়াবী রক্ষের পুরোহিত।
অকস্মাৎ রক্ষপুরে, হেরিয়া যতেক নরে,
অন্তরেতে বড় পুলকিত॥
দূরেতে দেখিল যেই, অমনি মায়াতে সেই
দিব্য রূপ করিল ধারণ।
নররক্ত তার ভালে, শোভিতেছে সুবিশালে
অর্দ্ধচন্দ্র কিবা সুশোভন॥
কর্ণেতে কুণ্ডল সহ, নরমুণ্ড অহরহ,
শোভাপায় যখন তখন।
মুণ্ডমালা লয়ে করে ইষ্টমন্ত্র জপ করে,
গলে মাল্য ভীম দরশন॥
যজ্ঞসূত্র তার গলে, মৃতনাড়ী অবহেলে,
কুতুহলে পরে পুরোহিত।
নররক্তে সুরঞ্জিত, রক্তবস্ত্র পরিহিত,
সদানন্দ সম্মোহিত চিত॥

রাজার আদেশ মতে, যেতে হয় সে পুরেতে
পুরোহিতে করিতে কল্যাণ।
সে দিন গমনকালে, হেরি সৈন্য সুবিশালে
নরপালে পথে বিদ্যমান॥
রাজপুরে সমাচার, দিতে বাসনা তাঁহার
সেই জন্য প্রফুল্লিত অতি।
পুরমাঝে নিমেষেতে, উপস্থিত উৎসুকেতে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসে শীঘ্রগতি॥
পুরোহিত আগমনে, পুলকিত সে রাজনে,
সম্ভ্রমেতে বসিতে আসন।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তাঁয়, প্রণমিয়া তাঁর পায়,
উগ্র কত করিল স্তবন॥
আজি হইলাম ধন্য,লোকমাঝে আমি মান্য
অগ্রগণ্য বুঝিনু নিশ্চয়।
জনম সার্থক মানি, আমি মনে অনুমানি,
যে কারণে তোমার উদয়॥
দিয়ে চরণের ধূলি, উদ্ধার রক্ষমণ্ডলী,
নিজগুণে প্রকাশ করুণা।
আমি অতি অভাজন, তোমা হেন দিব্য ধন
পেতে চিত্ত ধাবিত হয়না॥
বুঝিলাম পূর্ব্বপুণ্য, আছে কিছু সেই জন্য,
দাসের ভবনে আগমন।
কি করিতে হবে মোরে, বল দেব গুণাধারে,
যা বলিবে করিব পালন॥
তোমার কার্য্যেতে মন, হয় যদি সংযোজন,
তবে জানি সার্থক কিঙ্কর।
নচেৎ মরম পীড়া, কভু না হইবে ছাড়া,
এর বাড়া কিবা কষ্টকর॥
আছে বল এ ভুবনে, থাকিতে অধীন জনে,
প্রভু কার্য্য না হবে সাধন।
যদি পায় অবসর, কৃতার্থ তবে কিঙ্কর,
তবে মানে সার্থক জীবন॥

ছার রাজ্য ছার ধন, ছার প্রাণে প্রয়োজন,
অসার সংসারে কিবা ফল।
যদি তব প্রয়োজনে, না দিলাম সযতনে,
তবে জেনো জনম বিফল॥
শুনি তার অনুনয়, স্তব স্তুতি বাক্যচয়,
পুরোহিত অন্তরে উল্লাস।
হাসিয়া তাহার পানে, বলে বাক্য সাবধানে
মুখে মৃদু মন্দ২ হাস॥
মোর বাক্য শুন রায়, মনে না ভাবিহ দায়,
যে কারণে হেথা আগমন।
প্রবেশিছে তব পুরে, কোথা হতে বহুনরে,
মরিবারে করিয়া কামন॥
হয় হস্তী রথ তার, সঙ্গে দেখি অনিবার,
দুর্নিবার নরসৈন্যগণ।
ভাগ্যক্রমে এখানেতে, উপস্থিত সকলেতে,
হেরি আমি প্রফুল্লিত মন॥
পূর্ব্ব কথা স্মৃতি পথে, হলো আসি সমুদিতে
ঘটেছিল যে রূপ ঘটনা।
যে কালেতে দশানন, অশ্বমেধ আয়োজন,
করেছিল ঘোর কারখানা॥
নর মাংস মনসাধে, খেয়েছিনু নির্ব্বিবাদে,
ভোগ বাঞ্ছা করেছি বিস্তর।
নর নাড়ী পরি গলে, নররক্ত কুতূহলে,
নরশিরে তৃপ্ত নিরন্তর॥
দিনকত নরমাস, খেয়ে পূর্ণ অভিলাষ,
করিয়াছি মনের সুখেতে।
বহুদিন হলো গত, সে হেন সৌভাগ্যপথ
আর কভু না হেরি চক্ষেতে॥
আজি বিধি কৃপা করি;দিতে আহার সবারি
কি যোজনা করেছেন তিনি।
বহু পরিশ্রমে যাহা, ঘরেতে বসিয়া তাহা,
পাইলাম শুন গুণমণি॥

সকলি কর্ম্মের ফল, কর্ম্মসূত্রে ভূমণ্ডল,
ভোগাভোগ আছে নির্দ্ধারিত।
দৃষ্ট ফল যাহা নয়, হলে ভোগ সুনিশ্চয়,
সে অদৃষ্ট জেনো সুনিশ্চিত ॥
থাকিলে অদৃষ্টে ভোগ, কোথাহতে সুসংযোগ
হয় তাহা কে পারে বর্ণিতে।
সবে নিশ্চিন্ত ভাবেতে, আছি মোরা এপুরেতে
ভক্ষ্য ভোজ্য এলো কোথা হতে ॥
বহুদিন উপবাসী, নররক্তে অভিলাষী,
আছি রাজা শুনহ কাহিনী।
ইচ্ছা নরের শোণিতে, পান করি যথোচিতে
সন্তোষিতে আপন পরাণী ॥
তাই আসি উর্দ্ধশ্বাসে, রাজা তোমার সকাশে
ঘুচাইতে মনের সন্তাপ।
তুমি প্রসন্ন হইলে, মোরা তৃপ্ত অবহেলে,
তব বলি ইষ্টমন্ত্র জাপ ॥
করে থাকি চিরকাল, জাননা কি মহীপাল,
আমি সদা তব হিতকারী।
নিত্য শুভ স্বস্ত্যয়নে, তব অরিষ্ট নাশনে,
নিয়োজিত দিবা বিভাবরী ॥
তব পুরেতে উদয়, কোন রাজার তনয়,
সঙ্গে সৈন্য কে করে গণন।
কে জানে কিবা বাসনা, কি জন্যেতে দিল থানা
তাহা জানা অতি দুর্ঘটন ॥
দৃষ্টি মাত্রে মম মনে, সুখ আশা প্রতিক্ষণে
হইতেছে যে রূপ প্রকার।
মুখে তাহা প্রকাশিতে, নারি আমি কদাচিতে
এই মাত্র শুন গুণাধার ॥
আহা কি সুকৃতি তব, তার সীমা কি বলিব
হেরি নাই কাহার এরূপ।
যথার্থ ধূর্জ্জটিবর, পেয়েছ রাক্ষসেশ্বর,
ধন্য ধন্য ধন্য ওহে ভূপ ॥

শুনেছি অনেক মুখে, কিছু২ নিজ চখে,
দেখিয়াছি আমার বয়সে।
উৎকট তপস্যা করি, তুষ্ট করি ত্রিপুরারি,
দিব্য বর পায় অনায়াসে ॥
কিন্তু তোমার মতন, হেন দুর্ঘট ঘটন,
করিতে কাহারে কোন থানে।
দেখিনাই শুনি নাই, এই কথা সব ঠাঁই,
অহর্নিশি বলে সর্ব্বজনে ॥
অমর বিধির বরে, হইয়াছে চরাচরে,
সেও নয় তোমার মতন।
আহার সময় মত, চেষ্টা তারে বিধিমত,
করিবারে হয় সযতন ॥
তুমি শঙ্কর কৃপায়, আহারে না ভাব দায়,
যার দায় সকলে বিব্রত।
সার্থক তপের বীর্য্য, শুনহে জলদগর্জ্জ,
লক্ষবর্ষ্য কথা সুনিশ্চিত ॥
মনসুখে নরমাস, খাব আমি বার মাস,
অভিলাষ আমার মনেতে।
পূর্ণ করিবারে আশ; তাই তোমার সকাশ,
আসিয়াছি দ্রুত গমনেতে ॥
শুনি তাহার বচন, উগ্র উগ্র মূর্ত্তি হন,
কোপেতে কম্পিত তনু তার।
রক্তজবা রাগ ধরে, জ্বলে চক্ষু নিরন্তরে,
দীর্ঘ শ্বাস বহে অনিবার ॥
জলদ গম্ভীর স্বরে, বলে বাক্য গুণাকরে,
শুন দেব প্রতিজ্ঞা আমার।
সুরাসুর কি কিন্নর, অপ্সর কি বিদ্যাধর,
যাহাদের গতি হেথাকারে ॥
নিশ্চয় মারিব তারে, পাঠাইব অনিবারে,
যমদ্বারে তাহার বসতি।
হইবেক মিথ্যা নয়, শুন বাক্য মহাশয়,
পূর্ণ হবে তব মনগতি ॥

আজি আত্মীয় স্বজনে, সকলেতে প্রীতমনে,
বিপক্ষ শোণিত করি পান।
হয়ে অতি কুতূহলী, কর ঊর্দ্ধদেশে তুলি,
মনসুখে করিবেক গান॥
আমার বচন ধর, যজ্ঞ ভূমি স্থির কর,
শীঘ্র মোরে করহ দীক্ষিত।
নরমেধ সমাপন, করিতে আমার পণ,
কালব্যাজ হয় অনুচিত॥
এ যজ্ঞেতে যে সকল, আবশ্যক হয় বল,
শীঘ্র তাহা করিব যোজন।
যজ্ঞ ভূমি পরিষ্কার, বেদি উপরে তাহার,
পূর্ণকুম্ভে শাখা আরোপণ॥
তুমি হোতা নির্দ্ধারিত, যথা ভক্তি অনুষ্ঠিত
হলে বল বাড়িবে বিস্তর।
তুমি পূর্ণাহুতি দিলে, যজ্ঞপূর্ণ অবহেলে,
হইবেক শুন গুণধর॥
এতেক বলিয়া রাজা, বলবান মহাতেজা,
কিছুকাল করিল চিন্তনে।
রণ সজ্জা প্রয়োজন, কিম্বা এর বিবরণ,
জানা ভাল কে এল এখানে॥
দেব কি দানব কেহ, অথবা বিপুল দেহ,
অন্য কোন জাতি আগমন।
কিম্বা তাদের মনন, কি জন্যে বা আগমন
জানা বাকি কিবা প্রয়োজন॥
কিবা বুদ্ধি বল ধরে; কি হেতু আমারপুরে,
প্রবেশিল ভয় নাহি করি।
লইয়া সংবাদ এর, পরে পাওয়াইব টের,
এই যুক্তি আমি মনে ধরি॥
গোপনেতে গিয়া দূত, দৌত্যকার্য্যে মজবুৎ
হেন জনে পাঠায়ে অগ্রেতে।
অভিপ্রায় বুঝি পরে, করিব যা বুদ্ধি ধরে,
এই স্থির আমার মনেতে॥

এতেক ভাবিয়া উগ্র, মনেতে হইয়া ব্যগ্র,
চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপণ।
করিলেক যেই বীর, অমনি সম্মুখে স্থির,
দেখিলেক নারী একজন॥
অতিশয় সে প্রবীণা, সুচতুর সে ললনা,
তার মায়া দেবে অবিদিত।
দৌত্যকার্য্যে তার মত, রক্ষপুরে কেরিনাত
শক্র মর্ম্ম ভেদেতে পণ্ডিত॥
অঙ্গ ভঙ্গী গতি হেরি, কিবা অভিপ্রায় তারি
বুঝিবারে তাহার মতন।
সংসারে দ্বিতীয় নাই, এই কথা সব ঠাঁই,
সকলেতে করয়ে ঘোষণ॥
গতি তার যথা তথা, চমৎকার চতুরতা,
দেখে শুনে দিব্যজ্ঞান যোগ।
আছে দিব্য বাকুছল, মায়ামুগ্ধ ভূমণ্ডল,
সাহস তাহার সহযোগ॥
হেরে সেই লম্বোদরী, তাহারে বিনয় করি,
বলে রাজা মধুর বচনে।
শুন২ নিশাচরী, তোমায় মিনতি করি,
আমি বড় চিন্তাকুল মনে॥
অকস্মাৎ মোর পুরে, প্রকাশিছে বহুনরে,
পরিচয় কিছু নাহি জানি।
কিবা তাদের মনন, আগমন প্রয়োজন,
না জানিয়া চিন্তিত পরাণী॥
সত্য বটে অনুগত, অনুচর যথামত,
মোর কাছে নাহিক অভাব।
কিন্তু এ হেন কাজেতে, তাদিগকে পাঠাইতে
ভাবি মনে নানাবিধ ভাব॥
চিরদিন আজ্ঞাকারী, সদা মোর হিতকারী,
মোর কার্য্যে কভু প্রত্যাখান।
কর নাই হে সুন্দরি, সে জন্যে যতন করি
জান গিয়া ইহার সন্ধান॥

না করিয়া কালব্যাজ, সাধহ আমার কায,
অবিলম্বে করহ গমন।
মায়া পথে করি গতি, অলক্ষ্যে করিয়া স্থিতি
জানো দেখি কিবা বিবরণ॥
আদেশ পাইবা মাত্র, নিশাচরী ফুল্লগাত্র,
রক্ষপদে নোয়াইয়া মাথা।
প্রদক্ষিণ করি তারে, ঊর্দ্ধশ্বাসে অগিবারে,
মায়াবৃত হইয়া সর্ব্বথা॥
সুন্দর নরের বেশ, করি ধায় অনিমেষ,
যেখানে নরের অবস্থান।
একে২ সবাকার, আপাদ মস্তক তার,
নিজ দৃষ্টি করিল সন্ধান॥
হেরি তাদের আকার, মনে না বিস্ময় তার,
সমুদিত হইল তখনে।
শেষে দাঁড়াইয়া দূরে, যেই দেখে কপিবরে,
হনূমানে দারুণ ভীষণে॥
অমনি তাহার হিয়া, দৃষ্টিমাত্রে চমকিয়া,
উঠিল অন্তরে হৈল ভয়।
ইচ্ছা অগ্রসর হয়, মন ব্যস্ত অতিশয়,
ভাবে ঘোর প্রমাদ নিশ্চয়॥
যেই লঙ্কা ছার খার, দগ্ধ কৈল অনিবার,
মধুবন অনাসে ভাঙ্গিল।
রাবণের সিংহদ্বার, ভাঙ্গে হনূ যে দুর্ব্বার,
তার গতি এখানে হইল॥
ঘরপোড়া এখানেতে, আইলেক কি রূপেতে
ভেবে কিছু না পাই সন্ধানে।
অদ্যাপি রাবণপুরে, যার নামে সবে ডরে,
কাঁদে তারা আকুল পরাণে॥
পতি পুত্রের উদ্দেশে, হইয়া শোকের বশে,
কত নারী অনাথিনী প্রায়।
হনূ ভয়ে ভীত মতি, লঙ্কাপুরেতে বসতি,
করিতেছে সংখ্যা নাহি তায়॥

কোথা হতে সর্ব্বনেশে, উপস্থিত এই দেশে,
নাহি জানি কিবা আছে মনে।
বুঝি করিয়াছে পণ, সংহারিতে রক্ষগণ,
আছে যত আত্মীয় স্বজনে॥
তন্ন২ ত্রিভুবন, করি হেথা আগমন,
করিয়াছে পবননন্দন।
নরের সঙ্গেতে মিলে, উপস্থিত এই দেশে,
অবশেষে নিশ্চয় মরণ॥
সবংশে মরিব সবে, উপায় নাহিক এবে,
এর হাতে নাহি পরিত্রাণ।
পলাইলে রক্ষা নাই, আহা মরি কি বালাই
যাই কোথা না হেরি সন্ধান॥
হনূর পশ্চাতে দেখি, মনেতে পরম সুখী,
মেঘবর্ণ আছে নিশাচর।
নরের সহিত মিশি, আনন্দেতে অঙ্গ ভাসি,
এযে দেখি বিস্ময় বিস্তর॥
এত ভাবি নিশাচরী, দ্রুতপদে ত্বরা করি,
ধাইলেক রাজার উদ্দেশে।
পাছে ফিরি২ চায়, প্রাণভয়ে দ্রুত ধায়,
উপনীত চক্ষের নিমেষে॥
ঘন২ বহে শ্বাস, মুখে নাহি সরে ভাস,
জড় প্রায় দাঁড়ায়ে রহিল।
যতেক জিজ্ঞাসে তায়, কিবা তব অভিপ্রায়,
আনিয়াছ বল শীঘ্র বল॥
উত্তর নাহিক মুখে, মৌনভাব মনোদুঃখে,
মাঝে২ চক্ষে বহে জল।
কখন কম্পিত কায়, কভু দশদিক চায়,
কভু শ্বাস বহে অবিরল॥
দেখিয়া ভাব তাহার, গতি শক্তি এপ্রকার,
রাজার অন্তরে হৈল ভয়।
অকস্মাৎ এলক্ষণ, কেন দেখি নিদর্শন,
বুঝিলাম অশুভ নিশ্চয়॥

কর যুড়ি নিশাচরা, পরে ক্রমে ধীরি২
বলিতে লাগিল অভিপ্রায়।
দেখেছি চক্ষেতে যাহা, কভু দেখি নাই তাহা
জেনো রাজা একে ঘোর দায়॥
হস্তিনা পুরীর রাজা, যুধিষ্ঠির মহাতেজা,
অশ্বমেধ করিতে কামনে।
যজ্ঞের অশ্বের সনে, সহোদর সে অর্জ্জুনে,
পাঠায়েছে সুনিপুণ জেনে॥
পার্থের জানে সবে, ধরে শক্তি অসম্ভবে,
সঙ্গে তার বহু সৈন্যচয়।
আছে বহুতর রথী, হেরিলে কৃতান্ত ভীতি
পেয়ে থাকে একথা নিশ্চয়॥
আসিয়াছে তার সনে, হনু পবননন্দনে,
যার নামে রাক্ষসের প্রাণ।
অদ্যাপি কম্পিত হয়, তার বীর্য্য অতিশয়,
সাধ্যকার হয় বিদ্যমান॥
হেরিলে তাহার মুখ, যমরাজ অধোমুখ,
রক্ষরাজ বেশী কি বলিব।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে, নাহি হেরি সংসারেতে
তার কাছে যে না পরাভব॥
মোর মত অনাথিনী, কত রাক্ষস রমণী,
করিয়াছে দুরন্ত বানর।
হনু হতে সর্ব্বনাশ, সে জন্য সবার ত্রাস,
তাই এত উদ্বেগ অন্তর॥
দেখিনু আশ্চর্য্য ঘোর, বিস্ময় জন্মেছে মোর
রক্ষসনে মানবে প্রণয়।
খাদ্য খাদকেতে প্রীতি, দেখিনাই হেন রীতি
তাই জন্য চমৎকার ময়॥
মেঘবর্ণ মহাবলী, হয়ে অতি কুতূহলী,
মিশিয়াছে পরম সন্তোষ।
আপনার জাতি ধর্ম্ম, ভুলিয়া সকল মর্ম্ম,
বীর পুত্র মগ্ন অনায়াসে॥

স্বজাতি করিয়া ত্যাগ, মানুষেতে অনুরাগ,
কিবা অভিপ্রায় নাহি জানি।
ইহাতে গৌরব কিবা, অপমান চিরদিবা,
ঘুষিবেক সকল পরাণী॥
থাকিতে উগ্র বিক্রম, জ্ঞান করি নিজেকম,
নর সহ বাধ্য বাধকতা।
দেখিলে বিস্মিত চিত, প্রাণ হয় কলঙ্কিত,
নাম গর্ব্ব বিনাশ সর্ব্বথা॥
নিজকার্য্য সিদ্ধিতরে, মিশিয়াছে বীরবরে,
এই যদি হয় অভিপ্রায়।
তবে কেন চিরকাল, বহিবে জঞ্জাল জাল,
এব ভাব বোঝা বড় দায়॥
দেখে শুনে এপ্রকার, নানা চিন্তা অনিবার,
হইতেছে মনেতে উদয়।
একবার ভাবি মনে, বুঝি বিধি নিদারুণে,
ভাগ্যগুণে হয়েছে নিদয়।
যেরূপ বানর নরে, লঙ্কাধিপ নিশাচরে,
রাবণেরে করে পরাভব।
সে রূপ ভাগ্যের ফলে, বুঝি ঘটে রণস্থলে,
রাজ্যধন অতুল বৈভব॥
সকলি বিনাশ পায়, প্রভুত্ব সমৃদ্ধি যায়,
দেখি প্রায় সেরূপ সূচনা।
এই জন্যে শঙ্কা মনে, মসীবর্ণ এবদনে,
দৈব ইচ্ছা কার আছে জানা॥
অনেক বয়েস মোর, হেরেছি অনেক ঘোর,
কিন্তু কভু এরূপ ঘটনা।
আমি জ্ঞানযোগ হতে, হেরি নাই স্বচক্ষেতে
সেই জন্য মনে দুর্ভাবনা॥
তুমি বীর বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্ হে রাজন্,
রাজনীতি বিষয়ে পণ্ডিত।
আমার মিনতি রাখো, রণেতে নিবৃত্ত থাকো
এই হিত হয় সমুচিত॥

যে প্রকার দুর্লক্ষণ, করিলাম দরশন,
নিঃসন্দেহ অশুভ ঘটিবে।
জেনে শুনে এই কায, করনাহে মহারাজ,
পরে ফল অবশ্য পাইবে॥
রাখ আপনার মান, রাখ উন্নত বয়ান,
স্পর্দ্ধা করি বিপক্ষ উপরে।
রাজ্যধন পরিজন, সকলেরে বিসর্জ্জন,
দিওনা হে তুমি গুণধরে॥
পাঠায়েছ বহুবার, আনিবারে সমাচার,
বিপক্ষের জানিতে মরম।
কিন্তু কভু সংগ্রামেতে, দিছি বাধা মহামতে
যার জন্যে পেয়েছ সরম॥
আমি দাসী হিতকারী, চিরদিন আজ্ঞাকারী,
তব হিত আমার কামনা।
হলে তব জয় লাভ, ঘুঁচে সব মনস্তাপ,
নষ্ট হয় বিবিধ যন্ত্রণা॥
তুমি সুখেতে থাকিলে, আমরাহে অবহেলে,
কাটাইব এই ইচ্ছা মোর।
অতএব দণ্ডধর, আমার বচন ধর,
ক্ষান্ত হও দেখাইতে জোর॥
জানিতেছি আমি মনে, গ্রহ কুপিত এক্ষণে
অতএব কুফল পাইতে।
কেন এত আকিঞ্চন, বল মোরে হে রাজন,
কেন ব্যগ্র সংগ্রাম জন্যেতে॥
বিমানে বিমান বাসী, যদি রণ অভিলাষী,
হতো আসি তোমার কাছেতে।
তাহলে নিষেধ আমি, কখন রাক্ষস স্বামী,
না করিতাম্ বলিনু নিশ্চিতে॥
তব শক্তি বিধিমতে, আছি আমি পরিচিতে,
দেব দৈত্য নহে অগ্রসর।
শুনিলে তোমার রব, কৃতান্তে সয়েনা রব,
পাছু ধায় হইয়া ফাঁফর॥

কিন্তু হেরি অনুমানে, সাহস নাহিক প্রাণে,
ভাবিতেছি বিষম ভাবনা।
বকহন্তা সহোদর, তার সনে নিরন্তর,
রহিয়াছে ফেরে দেশ নানা॥
আমি বলি এই কার্য্য, কর রাজা শিরোধার্য্য
বাঁচাইতে আপন পরাণী।
ছাড়ি রাজ্য এই দেশ, যাও চক্ষুর নিমেষ,
পাতালেতে প্রবেশ এখনি॥
অথবা গিরিগহ্বরে, গুপ্তভাবে বাস করে,
এই দায় এড়াও কৌশলে।
কিম্বা কারে না বলিয়া, ওই শূন্যপথ দিয়া,
চলে যাও অতিদূর স্থলে॥
তা হলে জীবন রক্ষে, হইবেক সেই পক্ষে,
না থাকিবে কোন গোলযোগ।
বিপক্ষ যাইবে চলি, প্রাণে বাঁচিবে সকলি,
সব দিক বজায় রহিবে॥
কৌশলে কার্য্য সাধন, জীবহিংসা নিবারণ,
হইবারে এ হেন উপায়।
করিতে বিলম্ব কেন, থাকিতে উপায় হেন
অন্য পথে যেতে মন ধায়॥
শুনিয়া রাক্ষসী বাক্য, রাগে রাক্ষসের অক্ষ,
রক্ত রাঙ্গা হইল তখন।
দন্ত কড়মড় করে, শরীর কম্পিত থরে,
নাহি সরে মুখের বচন॥
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ মত, নাসা কর্ণে অবিরত,
উষ্ণ তেজ হয় বিনির্গত।
হেরিয়া ভীষণ দেহ, নিকটে দাঁড়াতে কেহ
নাহি পারে হেরিয়া অদ্ভুত॥
এইরূপে কিছু কাল, গত হলে মহীপাল,
স্থির ভাব ধরিল যখন।
তখন কোমল বাণী, বলে রক্ষ কুলমণি,
শুন শুন আমার বচন॥

যে দিকে ফিরাও দৃষ্টি, দেখিবে বিধির সৃষ্টি,
চমৎকার কৌশল কেমন।
জলে স্থলে উপবনে, শূন্যে নিবিড় গহনে,
প্রাণী মাত্রে ভিন্ন দরশন॥
যেমন আকৃতি ভিন্ন, বুদ্ধি ছায়া সমাচ্ছন্ন,
দেখিতে পাইবে জীব যত।
ঘটে যেবা প্রয়োজন, হয়ে থাকে সুসাধন,
কলসেতে হয় কি তেমত॥
তার চেয়ে উচ্চাধার; উচ্চ কার্য্য অনিবার,
সেধে থাকে জানে সকলেতে।
সমুদ্রে যে জলচরে, তাহাও কি সরোবরে,
পারে কভু কোথায় থাকিতে॥
পাহাড় হলে উন্নত, পর্ব্বত তাহার মত,
হতে কভু পারে কোনমতে।
খদ্যোতের তেজরাশি, তমোরাশি সংবিনাশী
চন্দ্র নহে তুল্য সে মনেতে॥
এইরূপ তারতম্য, সৃষ্টি কার্য্যের বৈষম্য,
অহর্নিশ পাও দেখিবারে।
অবশ্য গূঢ় কারণ, আছে তাতে নিদর্শন,
জানা সাধ্য নহে সবাকারে॥
স্ত্রীপুরুষ সংসারেতে, প্রয়োজন বিধিমতে
জানে সবে কিন্তু দেখ তাতে।
গৃহ কার্য্যে গৃহিনীর, যেই বুদ্ধি আছে স্থির,
পুরুষের অসাধ্য তাহাতে॥
কিন্তু যে বিষয় জ্ঞান, পুরুষেতে বর্ত্তমান,
দেখিবারে পাই বিধিমতে।
চেষ্টা কৈলে বার২, রমণীর পাওয়া ভার,
বুঝি বিধি প্রতিবাদী তাতে॥
তুমি নাকি হে ললনে, জন্মিয়াছ বরাঙ্গনে
তাই ভয় তোমার মনেতে।
কিরূপ সাহস বল, কিরূপ পৌরুষ বল,
দেখাইবে সৈন্যের অগ্রেতে॥

পুরুষের পুরুষার্থ, অবলার কাছে ব্যর্থ,
বোধ হতে পারে আমি মানি।
মানি তুমি বড় জ্ঞানী, ভ্রমিয়াছ নানাস্থানি,
বেশী জানো তাও আমি জানি॥
কিন্তু পলাবার পক্ষে, যে উপায় দিবাচক্ষে,
দেখিয়াছ তুমি নিশাচরী।
তার অনুবর্ত্তী হতে, পুরুষেতে কোনমতে,
পারে কিহে বলনা সুন্দরী॥
আজি কালি কিম্বা সদা, অবশ্য মৃত্যুর বাধ্য
হতে হবে জন্মেছি যখন।
এর জন্যে সচিন্তিত, হয় যেই অনুচিত,
কাপুরুষ তাহার গণন॥
পুরুষে পলাতে যদি, বলিত মোর সংসদি,
তা হলে তাহার শিরশ্ছেদ।
করিতাম নিঃসন্দেহ, অবশ্য তাহার দেহ,
প্রাণ হতে হইত বিভেদ॥
তুমি নাকি স্ত্রীরূপিণী, দণ্ড দিলেহে রমণী,
লোক নিন্দা অধর্ম্ম অপারে।
রহিলে সংসার মাঝে, কি রূপে এমুখ সাজে,
দেখাইব বলনা আমারে॥
ধর্ম্ম বিরূপ হইবে, নরক স্রোত বাড়িবে,
পাপহ্রদে কিরূপে মগন।
চিরদিন এ দুর্গতি, ভুঞ্জি বল দিবারাতি,
এই ক্লেশ নাহবে মোচন॥
রণ হতে নিবারণ, যদি হয় মম মন,
হাসিবেক সকল সংসার।
যাহারা রাক্ষস ভক্ষ্য, তার সনে রণে শক্য
না হইলে দুর্নাম প্রচার॥
বলিবে সকল জন, উগ্র উগ্র কদাচন,
নাহি হয় পুরুষ মাঝেতে।
এর মত হীনবল, নাহি হেরি ভূমণ্ডল,
পলাইল নরের রণেতে॥

এর বাড়া অপমান, আর কিবা বিদ্যমান,
বল দেখি তুমি নিশাচরী।
মানুষে করিলে ভয়, অপযশ দেশময়,
ঘুষিবেক দিবা বিভাবরী॥
কে মানিবে মোরে রাজা, যেই এত হীনতেজা
নির্ভরসা নরের সংগ্রামে।
ধিক তার বাহুবল, ধিক্ রাজ্য সে সকল,
ধিক্ মান নাম অবিরামে॥
জনম রাক্ষস কুলে, নামে ভীত ভুসণ্ডলে,
সেই যদি মানুষেরে ভয়।
করে স্ত্রীলোক বচনে, তবে ভাবে কোনজনে
বীর বলে গণ্য অতিশয়॥
কবিবেক এ সংসারে, তাহা তুমি বল মোরে
একারণ আমার কামনা।
অবশ্য করিব রণ, লয়ে আত্মীয় স্বজন,
দেখাইতে নিজ বীরপণা॥
কার হইয়াছে সাধ, ঘুচিবেক পরমাদ,
কৃতান্ত বদন হেরিবারে।
ত্রিলোক একত্র হলে, রক্ষা নাই কোনকালে
এই মোর বাক্য সারোদ্ধারে॥
স্বর্গে যত দিক্পাল; হানে যদি শরজাল,
আসে কেথা করিতে সমর।
তবু তারে না ছাড়িব, সমুচিত ফল দিব,
দেখাব প্রতাপ উগ্রতর॥
যদি বিপক্ষেরে রণে, নাহি করি নিপাতনে
তবে উগ্র নাম মোর বৃথা।
এই কথা সত্য জেনো, না শুনিব বাক্য হেন
যা বলিলে আমারে সর্ব্বথা॥
এত দিনে বাঞ্ছা পূর্ণ, বুঝিলাম হবে তূর্ণ,
এর জন্য বড় আনন্দিত।
হায় আমি ভাগ্যবান্, ঘরে বসি বর্ত্তমান,
হেরিলাম যাহারে বাঞ্ছিত॥

ভীম কিম্বা সহোদর, যে হয়েছে অগ্রসর,
আমি তারে ভিন্ন না জানিব।
পিতৃ শত্রু বিনাশিব, মৃত্যু মুখে পাঠাইব,
তার জন্যে ভেবোনা অশিব॥
ভীমের হাতেতে যবে, মোর পিতা বক সবে
জানে হত হয়েছে রণেতে।
তদবধি মোর পণ, আছে মোর নির্দ্ধারণ,
পিতৃ হন্তা শাস্তি সমুচিতে॥
যখন যেখানে পাবো, উপযুক্ত ফল দিবো,
পিতৃ শোক নহি বিস্মরণ।
প্রতিজ্ঞা সফল পক্ষে, সুন্দর উপায় চক্ষে,
হেরিলেক বকের নন্দন॥
যদি বল এ অর্জ্জুন, পিতৃ বৈরী কদাচন,
হতে নারে তোমার কথায়।
বৃকোদর তব বৈরী, প্রতি ফল ত্বরা করি,
দিবে তুমি হেরিলে তাহায়॥
এবে মেরে প্রয়োজন, বল তার বিবরণ,
অসঙ্গত তব অভিপ্রায়।
তাহার উত্তরে বলি, শুন হয়ে কুতুহলী,
বাধা তুমি দিওনা আমায়॥
বিপক্ষের বংশ মাঝে, প্রাণ ধরি যে বিরাজে
তারে মারা নাহি কিছু দোষ।
ভীমার্জ্জুন যারে পাবো, তখনি তারে মারিব
নিবারিব মনের এ রোষ॥
পাণ্ডবে মারিয়া যদি, কিছুক্ষণ নিরবধি,
বাঁচি তাতে শ্লাঘা মনে করি।
যদি তাহা নাহি পারি, এ জীবন বৃথা ধরি,
ধিক্ নাম বিক্রম কেশরী॥
এতেক বলিয়া উগ্র, তখনি হইল ব্যগ্র,
যাইবারে বিপক্ষদলনে।
দণ্ডিবারে হনুমানে, বড় স্পর্দ্ধা মনে মনে,
ঘন ডাক দিল সৈন্যগণে॥

শুনিয়া রাজার স্বর, যত সৈন্য সসত্বর,
অগ্রসর তাঁহার আদেশে।
মনোমত বাহনেতে, চলে মনের সুখেতে
ভর করি আপন সাহসে॥
পঙ্গপাল মত সৈন্য, চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন,
করিলেক দেখিতে দেখিতে।
দিক্ অন্ধকার প্রায়, দৃষ্টি রোধ হলো তায়,
প্রায় সৈন্যগণ দশ ভিতে॥
কেহ গজ কেহ অশ্ব, কাহার বাহন দৃশ্য,
নহে সেই ঘোর অন্ধকারে।
কেহ বা পন্নগে চড়ি, পদব্রজে রড়ারড়ি,
করে কেহ হয় আগুসারে॥
শূকর মহিষে কেহ, ধরিয়া বিকট দেহ,
উর্দ্ধশ্বাসে করিছে গমন।
কেহ শূন্য পথে ধায়, কেহ রসাতল যায়,
মায়ায় আবৃত সর্ব্বজন॥
করেতে বিচিত্র ধনু, চর্ম্মেতে আবৃত তনু,
ভয়ানক বেশ পরিধান।
কালান্ত কালের মত, চলে সৈন্যগণ যত,
কি অদ্ভুত তাদের বয়ান॥
কিবা ভঙ্গী চমৎকার, কি লাবণ্য কি আকার
হেরিলে চৈতন্য পায় লয়।
কাহার দীর্ঘ রসন, লক্ লক্ প্রতিক্ষণ,
কড়মড় দন্ত অতিশয়॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির স্রাব, মুখেতে বিকট রাব,
পদভরে কম্পিত ধরণী।
নাচিতেছে থেই থেই, ধাইতেছে ধেই২,
গর্জ্জিতেছে যেন কাল ফণী॥
আমমাংসে বড় প্রীতি, জীবহিংসা ঘোররতি
ক্রূর মতি ধরার জঞ্জাল।
দেখে ভীম কলেবর, রাজ আজ্ঞা তারপর,
কাযেৎ মুরতি করাল॥

এইরূপ কত সৈন্য, কেবা তাহা করে গণ্য,
ধাইতেছে ত্বরিত গমনে।
হেরি সবে উপস্থিত, রাজা অতি প্রফুল্লিত
বলিলেক গভীর গর্জ্জনে।
শুন শুন সৈন্যগণ, রাখ আমার বচন,
যাও যথা পাণ্ডুর নন্দন।
আসিয়াছে মমপুরে, বিনাশহ তাসবারে,
মোর কার্য্যে করহ যতন॥
সঙ্কট সময়ে সবে, হেরিয়া ডেকেছি তবে
কর এবে কার্য্য সমুচিত।
যাতে রক্ষা পায় পুরী তার জন্যে ত্বরা করি
চাতুরী দেখাও বিধিমত॥
ছলে বলে কৌশলেতে, কুতকর্ম্মা যে রূপেতে
হতে পারে তাহার উপায়।
না করিলে রক্ষা নাই, নর হাতে কি বালাই
এর জন্যে ঠেকিয়াছি দায়॥
আমার বচনক্রমে, ধরি মূর্ত্তি যম সমে,
গ্রাস কর বিপক্ষ সকলে।
ক্ষুধার হউক নাশ, পূর্ণ হোক অভিলাষ,
শত্রু কুল করহ নির্ম্মূলে॥
দেখাও প্রতাপ ঘোর, আছে শক্তি যতজোর
তার ত্রুটি করোনা কখন।
তুচ্ছজ্ঞান করি নরে, লিপ্ত না হলে সমরে,
কি জানি বিপদ দরশন॥
হবে তাই করি ভয়, এই জন্য সমুদয়,
ছোট বড় যত বীর জনে।
সকলেতে একত্রিত, রণজন্য সুসজ্জিত,
হও সবে আমার বচনে॥
আমার মঙ্গল হলে, তোমরা হে অবহেলে
রক্ষা পাবে নাহিক অন্যথা।
অশুভ ঘটিলে মোর, ঘটিবে দুর্গতি ঘোর,
তোমা সবার অশুভ সর্ব্বথা॥

এক গেলে আর হয়, তার জন্যে ক্ষতি নয়,
কিন্তু এযে সবার বালাই।
অপরে গ্রাসিবে দেশ, লুটপাট অবশেষ,
করিবেক যাহা ইচ্ছা তাই॥
কেবা বাধা দিবে তায়,কার দায়েকেবা ধায়
এই জন্য মোর এত জেদ।
জন্মিলে মরণ আছে, তার জন্যে ভয় মিছে,
কিন্তু মোর মনে বড় খেদ॥
কি আছে বিধির মনে,আমি জানিব কেমনে
নরের হাতেতে পরাজয়।
এর চেয়ে অপমান, অপযশ বিদ্যমান,
আর কিবা আছে সুনিশ্চয়॥
হায়! জন্ম হৈল বৃথা, মায়েরে কষ্ট সর্ব্বথা,
অকারণ দিলাম সবাই।
দেশ বৈরী না মারিনু, কলঙ্কের ডালি নিনু
শিরে পাতি, আর রক্ষা নাই॥
শুনিয়া রাজার রব, বড় বড় বীর সব,
স্পর্দ্ধা করি বলিতে লাগিল।
থাকিতে কিঙ্কর এত, কেন চিত্ত চিন্তান্বিত
অন্তরে আশঙ্কা উপজিল॥
এখনি আদেশ মাত্র, দ্রুতপদে সবে তত্র,
গিয়া ঘোর যুদ্ধ আরম্ভিব।
ত্রিলোক সহায় হলে,রক্ষা নাই কোনকালে
সব শত্রু বিনাশ করিব॥
এতবলি নিশাচরে, ভয়ানক রব করে,
ঘোর বেগে অর্জ্জুন যথায়।
ভয়ানক দলবলে, কিলি২ কোলাহলে,
দ্রুতপদে উত্তরে তথায়॥
হাতে শেল শূল বাণ, জাঠি জাঠা বর্ত্তমান,
ভিন্দিপাল পরশু তোমর।
গদা নাগপাশ শর, শোভে কত নিরন্তর,
ঘোর বেশ সহস্র অক্ষর॥

বড় বড় যত রথী, অর্জ্জুনের ছিল সাথী,
কামদেব কর্ণের নন্দন।
অনুশাল্ল, নীলধ্বজ, যৌবনাশ্ব হংসধ্বজ,
সাত্যকি প্রভৃতি যদুগণ॥
দেশ বিদেশের রাজা,সংগ্রামে সূর্য্যেরতেজা
ধরে যারা অপূর্ব্ব প্রতাপ।
হেরি যুদ্ধ আয়োজন, সন্তোষ সবার মন,
প্রকাশিতে আপনার দাপ॥
সিংহ তুল্য গরজন, করিল বীরেন্দ্রগণ,
বাসুকি কম্পিত রসাতলে।
হিমাদ্রির শির নড়ে, দিক্ হস্তী ধায় রড়ে,
বারিনিধি তখনি উথলে॥
প্রলয়ের যে লক্ষণ, সব হলো নিদর্শন,
সর্গ মর্ত্ত্য কাঁপিল সঘনে।
শরজালে বীরগণ, ছাইল মর্ত্ত্য গগণ,
ক্ষান্ত নহে বাণ বরিষণে॥
রাক্ষসের কদাকার, মুখ ভঙ্গি চমৎকার,
হেরি সুখী পাণ্ডব সেনানী।
বধিবারে উল্লাসেতে, নানা বাণ চতুর্ভিতে
ছুড়িতেছে লোটাতে অবনী॥
ছিল পাছে মেঘবর্ণ, সুবেগ সহিত তূর্ণ,
রণক্ষেত্রে আসি উত্তরিল।
হেরিয়া স্বজাতিগণে; বড় হর্ষ মনে মনে,
আপনার মায়া বিস্তারিল॥
কভু অন্ধকার ময়, কভু হলো সূর্য্যোদয়,
দিবসেতে রজনী সঞ্চার।
রাত্রিকালে, দিবাকর, উজলে গগণোপর,
দিবাকালে নিশা অধিকার॥
আবরি আপন কায়া, প্রকাশিয়া ঘোর মায়া,
করে যুদ্ধ স্বজাতি সহিত।
নাহি মানে অনুরোধ,আত্ম বলি নাহিবোধ;
জানাইল শক্তি যথোচিত॥

প্রদ্যুম্ন কর্ণ নন্দন, টঙ্কারি ধনু তখন,
আস্ফালনে ক্ষেপিল নিমেষে।
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ মত, নানা দিকে শর কত,
পড়ে আচ্ছাদিয়া দশদিশে॥
মাঝে২ সিংহনাদ, যেন ঘোর পরমাদ,
রণ মাঝে হয় অতিশয়।
পার্থের সৈন্য সংহতি, ধাইল রাক্ষস প্রতি
নাহি মনে ভয়ের উদয়॥
বিপক্ষ দলিতে সাধ, যত ক্ষত্রকুল সাধ,
মুখে নাহি বিষাদ কালিমা।
মারে২ অনিবার, শুনি সে উগ্রঝঙ্কার,
কৃতান্ত হেরিল ভয় সীমা॥
পশ্চাতে পাণ্ডুনন্দন, দাঁড়াইয়া এতক্ষণ,
স্থির ভাবে ছিল বীরবর।
হেরি রাক্ষসের সাজ, প্রচণ্ড সৈন্য সমাজ
নিজে পার্থ হৈল অগ্রসর॥
সামান্য বলিয়া ঘৃণা, করিলে যে বিবেচনা
কি জানি কি ঘটিবে সঙ্কট।
এইজন্য ধনঞ্জয়, মনস্থির আর নয়,
ধাইলেন করি ছুট কট্॥
ভীমবেশে বাহিরায়, কালান্ত কালের প্রায়
করে ধনু ত্রিলোক-বিজয়ী।
দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি, করিয়া বীর ফাল্গুনি,
সম্মুখেতে দাঁড়াইল সেই॥
নাগস্বর ভয়ঙ্কর, হাতে ভীম ধনুঃশর,
ভীমবেশে যখনি ফাল্গুনি।
দাঁড়াইল লোক মাঝে, অমনি রাক্ষসরাজে,
তাঁরে হেরি উড়িল পরাণী॥
ভাবিল কি কলেবর, লৌহতুল্য দৃঢ়তর,
বোধ হয় যে প্রকার দেহ।
ইহার সম্মুখ ভাগে, তিষ্ঠিবে কে মহাভাগে
মরিবে সে নাহিক সন্দেহ॥

দেখিতে পিণাক্ পাণি, হেন মনে অনুমানি
সৃষ্টিনাশ একান্ত কামনা।
মোর মনে এই লয়, এ নর সামান্য নয়,
সটাইবে নিতান্ত লাঞ্ছনা॥
যাহোক্ রাক্ষসকুলে, জন্ম লয়ে অবহেলে,
ইচ্ছা পূর্ণ করেছি বিস্তর।
লোকে বলবান জানে, সকলে আমায় মানে
আজি আমি হইনু ফাঁফর॥
যুক্তি কিবা প্রয়োজন, থাকিতে মোর জীবন
রণ ভঙ্গ কভু না ঘটিবে।
ইহাতে অদৃষ্টে যাহা, নির্দ্ধারিত আছে তাহা
কেবা বল তাহা খণ্ডাইবে॥
এতেক ভাবিয়া বীর, বচন মেঘ গম্ভীর,
বলিলেক সৈন্যগণ প্রতি।
সম্মুখে ঐ বীরবরে, সঙ্গী যত অনুচরে,
হেরে সবে কেন ভীতমতি॥
তোমাদের বল বুদ্ধি, দেব ভোগ্য এসমৃদ্ধি,
সব কিহে হলে বিস্মরণ।
হেরিয়া পশুর পাল, পশুরাজ যে বিশাল,
সে কি কভু ভাবে অকারণ॥
কিম্বা সবে লক্ষ্য করে, বল দেখি তাহামোরে
এর জন্যে কেন সচিন্তিত।
দেখিতেছ বহু সৈন্য, চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন,
শর ধরি চৌদিকে বেষ্টিত॥
মনে করি বিবেচনা, দেখ দেখি সর্ব্বজনা,
যত কেন তুলারাশি চয়।
অনল পবন সনে, দেখা হলে সেইক্ষণে,
লণ্ডভণ্ড করয়ে নিশ্চয়॥
সেরূপ অসংখ্য নরে, হেরে কি ভয় অন্তরে,
বল মোরে নিশাচরগণ।
প্রাণপণে কর রণ, তাহাতে হলে পতন,
অপযশ না রবে কখন॥

বরঞ্চ বীরের ধর্ম্ম, জানাইয়া বীর মর্ম্ম,
লবে নাম ভুবন ভিতরে।
রণে ধরাশায়ী যেবা, ভাগ্যবান আর কেবা,
তার তুল্য বলনা আমারে॥
এতেক বলিল যেই, রাক্ষসেরা ধেই২,
করি রণে হয় অগ্রসর।
একে ত দুর্জ্জয় তারা, রাজ আজ্ঞা দিশাহারা
বৃষ্টি ধারা মত হানে শর॥
নিশাচরে করে রণ, ভয়ঙ্কর সঙ্ঘটন,
দেখিবারে বিমানে দেবতা।
আত্মীয় স্বজনগণে, সদা উৎসুক নয়নে,
হেরিবারে হরষ সর্ব্বথা॥
আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ, ক্ষত্রিয় সহজে বাধ্য,
নাহি হয় রাক্ষসের রণে।
ক্রোধে ওষ্ঠাধর কাঁপে, ঘন২ বীর দাপে,
অস্থির করিল সৈন্যগণে॥
কাননে দাবাগ্নি মত, ক্ষত্রিয়ের শর যত,
নিরন্তর হতেছে বর্ষণ।
রাক্ষস রুধির স্রাবে, মুখে নাই কোন রাবে,
সাহসে যুঝিছে বহুক্ষণ॥
পাণ্ডব পক্ষের লোক, জনকত ইহলোক,
পরিত্যাগ করিল সমরে।
অসংখ্য রাক্ষস মুণ্ড, গড়াগড়ি দেয় তুণ্ড,
ধরাশায়ী সংগ্রাম সাঁতারে॥
চৌদিকে রোদন রব, করিছে রাক্ষস সব,
ভয়ে ভীত কম্পিত পরাণী।
পলাইতে করে সাধ, কিন্তু তাতে পরমাদ,
ধায় পাছে অর্জ্জুন সেনানী॥
পলালে নিস্তার নাই, এ বিপদ কোন ঠাঁই
কে কোথায় দেখেছে চক্ষেতে।
যারা চিরদিন ভক্ষ্য, তাহাদের কাছে শক্য,
নহে কেহ না পারে তিষ্ঠিতে॥

ছাড়িয়া প্রাণের আশ, নিশাচরে ঊর্দ্ধশ্বাস,
ঘোর রণ করে বিধিমতে।
যতক্ষণ শক্তি থাকে, পড়েনা কোন বিপাকে,
শেষে পড়ে সংগ্রাম স্থলেতে॥
রক্তনদী রণস্থল, নিমেষেতে রক্ষদল,
ছত্রভঙ্গ দেখি এ প্রকার।
উগ্রের দুরন্ত সেনা, লয়ে আসি দিল থানা
বিকটাক্ষ সংগ্রাম দুর্ব্বারে॥
ত্রিলোকেতে বড় বীর, কভু নত নয় শির,
গর্ব্বে ধরা সরা জ্ঞান করে।
মনে বড় অহঙ্কার, কে আছে ধরা মাঝার,
আমারে যে পরাজয় করে॥
মুখে মারি মালসাঠা, লয়ে শেল শূল জাঠা,
গর্জ্জিয়া সে হৈল অগ্রসর।
কোপে কাঁপে কলেবর, জ্বলে চক্ষু নিরন্তর;
অনলের তুল্য ঘোরতর॥
হেরি তার কলেবর, দুই চক্ষু উগ্রতর,
কপাট জিনিয়া বক্ষদেশ।
গভীর শ্রবণ দ্বয়, নাসা দীর্ঘ অতিশয়,
দীর্ঘদণ্ড বীরত্বের শেষ॥
পাণ্ডব সৈন্যের মন, চমকি উঠে তখন,
বলে একি ঘোর পরমাদ।
হেরেছি সঙ্কট মুখ, পেয়েছি বিস্তর দুখ
কিন্তু কভু এরূপ বিবাদ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে, হয় নাই কার সনে,
এযে দেখি নিতান্ত দুর্জ্জয়।
করেছি অনেক রণ, বহু বীর দরশন,
করিয়াছি তাতে নাহি ভয়॥
কিন্তু ইহারে হেরিয়া, গুরগুর করে হিয়া,
স্থির নহে আশ্বাস বচনে।
আমরা ত্রিলোক জয়ী, জয়ী কিন্তু জিত নই,
অগ্রসর যে সকল রণে॥

ইহার সম্মুখে যেতে, আন্দোলন করে চিতে
কি জানি কি অশুভ ঘটনে।
হয় বা ইহার হাতে, বুঝি পড়ে মৃত্যু সাথে,
যেতে হবে ধাতার লিখনে ।।
এইরূপ কতশত, করিতেছে সৈন্য যত,
দেখি রোষে কর্ণের নন্দন।
ব্যাঘ্র দেখি পশুরাজ, হাসিয়া তাহার মাঝ,
যে প্রকারে করয়ে গমন ।।
সেরূপ সে বৃষকেতু, ক্ষত্রিয় কুলের সেতু,
লম্ফ দিয়া হৈল আগুসার।
করে লয়ে অগ্নিবাণ, অস্ত্র কোপেতে সন্ধান,
করিলেন সাক্ষাতে সবার ।।
চৌদিকে অনল বৃষ্টি, বুঝি এইবার সৃষ্টি,
নষ্ট হয় আগুণের হাতে।
অনর্গল ধুমরাশি, বাহিরিছে অরি নাশী
বিনাশিল রক্ষ-সেনা সাথে ।।
অমনি অস্ত্র নৈপুণ্য, সঙ্গী সৈন্য ছিন্নভিন্ন.
পুড়ে ভস্ম হইল অনেক।
দেখিয়া অনল কাণ্ড, বিপক্ষেরা বাদ্যভাণ্ড
জয়োল্লাস করিল যতেক ।।
কোপেতে আরক্ত আঁখি, বিকটাক্ষ সে ধানুকী
বরুণাস্ত্র করেতে ধরিল।
ত্যজিল গর্জ্জন করি, জলধারা সমবারি,
সব অগ্নি তখনি নাশিল ॥
এইরূপে নানা বাণ, দুজনে করে সন্ধান,
দুইজনে কেহ নয় ঊন।
বাণে বাণে পরিচয়, হইতেছে অতিশয়,
দুইজনে সংগ্রামে নিপুণ ।।
ক্রমে অর্দ্ধচন্দ্র শরে, বৃষকেতু বীরবরে,
নিক্ষেপিয়া রাক্ষস দুর্ম্মতি।
মুখে ছাড়ে হুহুঙ্কার, মহা আস্ফালন তার,
দ্রুত ধায় বিপক্ষের প্রতি ॥

অচেতন কৈল তারে, জয়োল্লাস সবাকারে,
পার্থ পক্ষ হৈল ম্রিয়মাণ।
দেখিয়া এ হেন রণ, অনুশাল্ব যশোধন,
দিব্য শর করিলা সন্ধান ॥
বলিলেক নিশাচরে, হইয়াছ অগ্রসরে,
জাননা যে রয়েছে নিকটে।
মরিবে আমার ঠাঁই, দেখিতেছি রক্ষা নাই,
পড়িয়াছ বিষম সঙ্কটে ।।
বাঁচিতে বাসনা থাকে, যাও তবে অধোমুখে,
দেশ ছাড়ি নির্জ্জন কাননে।
নচেৎ মৃত্যু নিকটে, পড়িয়াছ যে সঙ্কটে,
রক্ষা নাই আমার এ রণে ॥
শুনিয়া বচন তার, বিকটাক্ষ বলে সার,
যেই হও মানব নিশ্চয়।
দীপাগ্নির নিকটেতে, যে রূপেতে পতঙ্গেতে
মরে থাকে জানে জগন্ময় ॥
তার মত মোর কাছে, তোমার মরণ আছে,
বলিতেছি আর রক্ষা নাই।
এত বলি নিশাচর, নিল হাতে ধনুঃশর,
দাঁড়ায়ে রহিল একঠাই ।।
রাক্ষসের তেজবাণী, শুনি অনুশাল্ব জ্ঞানী,
তিলেক বিলম্ব নাহি করি।
ছাড়ে মন্ত্রে যত শর, দেখি তাহা নিশাচর,
স্থির রহে না করি চাতুরি ।।
দেখিতে তাহার বল, মনে হাসে খল খল,
দুর্ব্বলের মত রহে স্থির।
হাসিতে২ তবে, সংহারিল শর সবে,
শেষে শর ছাড়িল সুধীর ॥
ঘন ঘন উল্কাপাত, প্রকাশিল অকস্মাৎ,
দশদিক কম্পিত তখনে।
দিক হস্তী ভয়ে ধায়, চমকি শরের ঘায়,
নহে স্থির কভু সেইক্ষণে ॥

ভূধর কম্পিত হয়, সমুদ্রেতে উর্ম্মিলয়,
দশ দিকে প্রলয় লক্ষণ।
জ্ঞান হলো যায় সৃষ্টি, সকলে বিভ্রান্ত দৃষ্টি,
একি রিষ্টি ঘোর দরশন॥
বায়ুবেগে আসে বাণ, অনুশাল্ব মতিমান,
হেরি তাহা আপন শরেতে।
তিলং তিলেকেতে, কাটি ফেলে শূন্যপথে,
দুই শর হানে রক্ষ হাতে॥
কাটিল অক্ষয় তুন, অনুশাল্ব সুনিপুণ,
এক শরে করিল মুর্চ্ছিত।
ধরাতলে নিশাচর, সুবিশাল কলেবর,
পড়ে বীর হারায়ে সম্বিত॥
এ হেন সময় আসি, মুখেতে মধুর হাসি,
বীরগর্ব্ব খরব মানস।
উপস্থিত বৃষকেতু, রাক্ষস বিনাশ হেতু,
একেবারে হয়ে রোষবশ॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত তাকে, অনুশাল্বে বলে ডেকে
জানি আমি তোমার বীরত্ব।
ত্রিলোকে তোমার মত, কারে আমি হেরি জ্ঞাত
অপরূপ তোমার মহত্ব॥
রাখ মোর অনুরোধ, তোমার এ ঋণ শোধ,
পাণ্ডবেরা নহে বিস্মরণ।
পাণ্ডব হিতের তরে, ফিরি দেশ দেশান্তরে,
কত ক্লেশ করিলে সহন॥
ছাড়ি আত্মীয় স্বজন, দিয়া দেশ বিসর্জ্জন,
অনায়াসে বিষম যাতনা।
ভুগিতেছ চিরদিন, তবুত নহ মলিন,
অনন্তর তোমার বাসনা॥
তোমার এ ব্যবহার, সবে করিবে প্রচার
অলৌকিক গুণের গরিমা।
আত্মীয় জনের রীতি, জান ভাল সেই নীতি,
তব গুণ লোকেতে অসীমা॥

যা হোক্ বিনয়ে বলি, শুনং ওহে বলী;
রাখহ আমার উপরোধ।
আমি অতি অভাজন, করিয়াছি আকিঞ্চন,
রাক্ষসেরে দিতে প্রতিশোধ॥
তুমি এবে হও শান্ত, রাক্ষসের প্রাণ অন্ত,
করিতে আমার অভিলাষ।
তুমি যদি মোর পক্ষে, নাহি হের দিব্যচক্ষে
তবে জানি নিস্ফল প্রয়াস॥
বৃষকেতুর বচনে, অনুশাল্ব প্রীত মনে,
নিবৃত্ত হইল ততক্ষণে।
এ দিকে রক্ষ সেনানী, চৈতন্য পেয়ে তখনি
অগ্রসর সংগ্রাম কারণে॥
চক্ষু কর্ণ নাসা হতে, রোষাগ্নি প্রকাশ তাতে
ধরে মূর্ত্তি আরো উগ্রতর।
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত, তারতেজ প্রকাশিত,
কার সাধ্য হয় অগ্রসর॥
হেরি তারে অগ্রসরে, কর্ণসুত বীরবরে,
গর্জ্জিয়া ছাড়িল দশ বাণ।
দেখিতেং তাহা, শূন্য পথে ছিল যাহা,
পড়ে গিয়া রক্ষ বিদ্যমান॥
যেই রক্ষ নিবারিল, অমনি শর ছাড়িল,
বৃষকেতু কালান্ত আকৃতি।
সুরাসুর ভয়ঙ্কর, ভূচর খেচর নর,
দেখে সবে পাইলেক ভীতি॥
সেই উগ্র শর ঘায়, রক্ষ প্রাণ বাহিরায়,
পড়ে যেন সুমেরু সমান।
রক্ষকুল ধূমকেতু, বিনাশিয়া বৃষকেতু,
সৈন্য মাঝে দেখান বয়ান॥
জয় শব্দ অনিবার, আনন্দের নাহি পার,
পার্থ সৈন্য পরম সন্তোষ।
রাক্ষসের অনুচর, ছিল যত বীরবর,
হেরিয়া পাণ্ডব সৈন্য রোষ॥

ঊর্দ্ধশ্বাসে রণ হতে, ছত্রভঙ্গ বিধিমতে,
প্রাণ ভয়ে পলায় সকলে।
দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য, করি তারা ঊর্দ্ধকর্ণ
প্রাণ ভয়ে যথা ইচ্ছা চলে॥
হেরে তাহাদের রীতি, পার্থ সৈন্য দ্রুতগতি
পাছুং ধায় শীঘ্রগতি।
শর জালে আচ্ছাদন, করিলেক ততক্ষণ,
মনে মনে প্রফুল্লিত অতি॥
প্রাণপণে হানে বাণ, রাক্ষসের বিদ্যমান,
সংহারিতে সমর বাসনা।
ধরে মূর্ত্তি উগ্রতর, অস্ত্র হানে নিরন্তর,
চতুর্দ্দিকে বিজয়ী বাজনা॥
প্রাণ রক্ষার উপায়, না হেরি পড়িয়া দায়,
রাক্ষসেরা উদ্বেগ অন্তরে।
পলাবার পথ নাই, হেরিল ঘোর বালাই,
কাযেং রণে অগ্রসরে॥
যত দূর সাধ্য তার, যুদ্ধ করে অনিবার,
মারং মুখে এই বাণী।
নিরন্তর শিলা বৃষ্টি, করিছে নাশিতে সৃষ্টি,
সাহসেতে যুঝিছে সেনানী॥
কভু গাছ বরিষণ, কভু পাষাণ পতন,
করিছে রাক্ষস প্রাণ দায়।
কভু ধরি দিব্য মায়া, লুকায় আপন কায়া,
কভু দৃশ্য কভু বা লুকায়॥
এইরূপে করি রণ, ক্রমে ক্রমেতে পতন,
হইল রাক্ষস কুল যত।
নরের সংগ্রামে সব, মনে পেয়ে পরাভব,
জীয়ন্তেতে অনেকেই মৃত॥
সংগ্রামের কোলাহল, রাক্ষস পূর্ণিত স্থল,
হেরি হনু বড় হর্ষ মনে।
মুখে জয় রাম বলি, হয়ে অতি কুতুহলী,
রথ হতে নাঁমিল তখনে॥

নিজের বিরাট তনু, প্রকাশিয়া বীর হনু,
লাঙ্গুলেতে করিয়া বন্ধনে।
রাক্ষসের দলবলে, দেখিলে সে রণস্থলে,
ধরি মূর্ত্তি নিতান্ত ভীষণে॥
দুহাতে সাপটী ধরি, মারুতি বীর কেশরী,
মস্তকেতে করিয়া ঘর্ষণ।
মারিল কতেক সৈন্য, কেবা তাহা করে গণ্য
পার্থ সৈন্য আনন্দে মগন॥
এতেও না ক্ষান্ত হয়, করে মায়া অতিশয়,
রণভূমে দেয় গড়াগড়ি।
অসংখ্য রাক্ষস মুণ্ড, চূর্ণ হয়ে যায় তুণ্ড,
হনুর হাতেতে সবে পড়ি॥
হেরিয়া সৈন্যের নাশ, উগ্রের অন্তরে ত্রাস,
পলাইল রণ ভূমি হতে।
মাঝেং ফিরে চায়, ঊর্দ্ধশ্বাসে বীর ধায়,
মনেং বড়ই শঙ্কিতে॥
বহুদূর ছাড়াইয়া, মনোমত স্থানে গিয়া,
দিব্য মায়া করিল আশ্রয়।
ধরিয়া তপস্বী বেশ, নিশাচর অনিমেষ
ধ্যান যোগে স্থির নেত্র হয়॥
মায়ায় অপূর্ব্ব স্থান, করিলেক মতিমান্,
ষড় ঋতু আবির্ভূত সেথা।
মনোহর লতাকুঞ্জ, সুগন্ধি কুসুম পুঞ্জ,
অলিকুল ঝঙ্কারে সর্ব্বথা॥
সুখ শান্তি নিকেতন, সুরম্য সেই কানন,
পবিত্রতা চির অধিকার।
নাহি হিংসা মৎসরতা, নাহি খল কপটতা,
আধিপত্য নহে ক্রূরতার॥
দেখিলেই বোধ হয়, এই স্থান তপোময়,
হবে বুঝি কোন তপস্বীর।
যোগবল তপস্যাতে, ফল পুষ্প সুশোভিতে
পাদপেতে আছে নত শির॥

শ্রবণের ক্লেশকর, পক্ষীরব নিরন্তর,
নাহি সেথা অদ্ভুত যোজনা।
দেখিলে বিস্ময় বশে, মনমজে অনায়াস,
ধন্য মায়া রাক্ষসের জানা॥
এ দিকে পার্থের সৈন্য, জয়োল্লাসে সমাচ্ছন্ন
করি দিক্ চলে সকলেতে।
আচম্বিতে সেই স্থানে, গিয়া রক্ষ বিদ্যমানে,
দেখে সবে হইল স্তম্ভিতে॥
ভাবিল ঘোর বিপিনে, কোন ঋষি নিরজনে
করিতেছে ধর্ম্মের সংযোগ।
হেরিয়া শান্তির স্থান, এইরূপে সমাধান,
আরম্ভিল কোন ঋষি যোগ॥
কিবা তাঁর অভিপ্রায়, বুঝিবারে বড় দায়,
শ্রদ্ধা ভয় হেরিয়া তাঁহারে।
এককালে অন্তরেতে, হয়েছে দৃষ্টি মাত্রেতে,
তেজে মন নহে আগুসারে॥
প্রণমিয়া ও চরণে; এই বাঞ্ছা আছে মনে,
আশীষে ঘটিবে জয় লাভ।
সকল আপদ যাবে, অমঙ্গল বিনাশিবে,
ঘুচিবেক অন্তরের তাপ॥
এত বলি সবে চলে, হয়ে অতি কুতূহলে,
বীর দলে পার্থের সহিত।
ঋষির নিকটে গিয়া, সসম্ভ্রমে উত্তরিয়া,
নমস্কার করিল বিহিত॥
সম্মুখে হেরি অর্জ্জুনে, বলে রক্ষ প্রীতমনে
বড় ভাগ্য আজি হে আমার।
আসিয়াছ আশ্রমেতে, উচিত মম পক্ষেতে,
করিতে হে আতিথ্য প্রচার॥
তোমরা নগর বাসী, সুখভোগ অভিলাষী,
রসনার সুতৃপ্তি সাধন।
নানাবিধ উপভোগ, সর্ব্বদা হয় সংযোগ,
যত কিছু আছে আস্বাদন॥
আমরা অরণ্যবাসী, ফল মূলের প্রত্যাশী,
সহজেতে যাহা পেতে পারি।
আপ্তবৎ করি সেবা, নিকটে অতিথি যেবা
বেশী কিছু প্রদানিতে নারি॥
ধ্যান যোগ অবশেষে, এই চিন্তা অনিমিষে
হতেছিল আমার মনেতে।
বুঝি অতিথি পূজন, ভাগ্যে না হলো ঘটন,
এর জন্যে ছিলাম চিন্তিতে॥
জানিয়া এরূপ ভাবে, দয়াময় দয়াভাবে,
পাঠাইল তোমারে আশ্রমে।
রাখিতে অতিথি ধর্ম্ম, বুঝিয়া আমার মর্ম্ম
তুমি উপস্থিত হেথা ক্রমে॥
শীঘ্র স্নান কর হেথা, জলযোগ হে সর্ব্বথা,
কর রাখ মোর অনুরোধ।
রাখিলে বচন মোর, ফল লাভ হবে ঘোর,
শুন শুন মম উপরোধ॥
কাল হতে একাদশী, আছি আমি উপবাসী
অতিথিরে করায়ে ভোজন।
পরে নিজে জলপান, করিয়ে রাখিব প্রাণ,
এই জন্য এত আকিঞ্চন॥
তুমি কিছু শান্তি পাবে, মোর ব্রত রক্ষা পাবে
তাতে কেন হও অসম্মত।
নিজের স্বার্থ সাধন, অপরের প্রয়োজন,
মিটাইতে কেন চিন্তা এত॥
শুনিয়া বচন তার, পার্থ বিনয় সম্ভার,
বলিলেন রাক্ষসের প্রতি।
গুরু কার্য্য সমাধিতে, গুরুর আদেশমতে,
ভ্রমিতেছি আমি নিতি॥
আহার ভোগ বাসনা, সকলিই বিড়ম্বনা,
জানিয়াছি শুন গুরো তুমি।
যে কাল পর্য্যন্ত যাগ, সম্পূর্ণ না মহাভাগ,
তাবৎ অসুখী বড় আমি॥

এই জন্য জল খেতে, ইচ্ছা নহে কোনমতে
পাছে ব্রত ভঙ্গ মোর হয়।
সে কারণে অনুরোধ, তোমার ও উপরোধ
রাখিবারে চিন্তিত হৃদয় ॥
এ ছাড়া হে ঋষি অন্য, সকলি করিব মান্য
আদেশিবে যাহা মোর প্রতি।
করিব পালন তাহা, বলিবে আমাকে যাহা,
এই মত প্রতিজ্ঞার রীতি ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বাক্য,তার প্রতি স্থির লক্ষ্য
করি ব্রহ্ম বিনয় বচনে।
প্রকাশিয়া আত্মীয়তা, মৃদু মধুর বারতা,
জানাইল পাণ্ডুর নন্দনে ॥
শুনহ বচন ধীর, তুমি অদ্বিতীয় বীর,
শিক্ষা গুণে মানসমন্বিত।
দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্, পরহিতে মতিমান্,
দয়া ধর্ম্ম তোমাতে আশ্রিত ॥
হেরে আকৃতি লক্ষণ, মনেতে অবধারণ,
হইতেছে তুমি গুণান্বিত।
মন ভাল হয় যার, তাহার সুখের পার,
থাকেনাকো একথা নিশ্চিত ॥
ত্রিলোকে সম্মান তার, যশ বৃদ্ধি অনিবার,
সদা সিদ্ধ হয় তার কাম।
তার হৃদে রমাপতি, মন সুখেতে বসতি,
করে থাকে জানে তা সমাজ ॥
করিতেছি আশীর্ব্বাদ, কেন ভাবিছ বিষাদ,
যজ্ঞপূর্ণ হইবে নিশ্চয়।
এতকাল শ্রম করে, যে সুকৃতি গুণাকরে,
হইয়াছে উগ্র তপস্যায় ॥
তোমার কল্যাণ তরে,দিতেছি হে অকাতরে
এর জন্যে না ভাবিহ আন।
নারায়ণের কৃপায়, থাকিবেনা কোন দায়
জেনো বাধাদিতে অবসান ॥

ঋষি বাক্য মিথ্যা নয়, শুন পাণ্ডুর তনয়,
এর জন্যে কেন বিষাদিত।
যাঁহাদের আশীর্ব্বাদে, দূর সব পরমদে,
বল বুদ্ধি হয় হে ত্বরিত ॥
তাহার কথার ক্রমে, সন্দেহ না কোনক্রমে,
কর পার্থ এই বাক্য স্থির।
তুমি অতি গুণবান্, লোক মাঝেতে সম্মান,
পেয়ে থাক যথার্থই বীর ॥
সুমেরু যদ্যপি নড়ে, চন্দ্র সূর্য্য খসি পড়ে,
যদি পদ্ম পর্ব্বত শিখরে।
জন্মে লোকেহেরে চক্ষে,তবু মোর বাক্যরক্ষে
হইবেক শুন গুণাকরে ॥
ইষ্ট মন্ত্র আরাধনা, তপস্যার ক্লেশ নানা,
এত যে সহিনু চিরকাল।
সকলি কি ব্যর্থ হবে, ব্রহ্মণ্য বিনাশ পাবে,
এই তুমি ভেবেছ জঞ্জাল ॥
যে ঋষিরা যোগবলে, অসম্ভব অবহেলে,
করে তাকি জাননা পাণ্ডব।
যারা যোগ সৃষ্টি করে, ইচ্ছা ক্রমেতে বিহরে
তার কাছে কিবা অসম্ভব ॥
তাদের বচন ব্যর্থ, কভু হেরিয়াছ পার্থ,
শুনিয়াছ কাহার মুখেতে।
ঋষি বাক্যে দ্বেষ কেন,মনে কি ভাবিছ হেন
কর ত্বরা মোর আদেশেতে ॥
শুনিয়া বচন তার, পার্থ পাণ্ডুর কুমার,
মনে২ করিল চিন্তন।
যেরূপ কথার রীতি, দেখিয়া হয়েছি প্রীতি,
এযে অতি বিস্ময় লক্ষণ ॥
ঋষি তুল্য ব্যবহার, কথায় অমৃত ধার,
আমা প্রতি এতেক সদয়।
অবশ্য কারণ এর, আছে পরে পাব টের,
দেখে শুনে বড় সন্ধ হয় ॥

বাহ্যে সাধু জ্ঞান হয়, কিন্তু মনেতে প্রত্যয়,
হয় নাকো কি ঘোর বালাই।
কন্দমূল ফল ভোজী, সংসারের ভোগ ত্যজি
কেন আছে ভাবি তা সদাই॥
মম প্রতি চায় যত, মনে সন্দ হয় তত,
যেন এর দুষ্ট অভিপ্রায়।
মুখেতে বড় সরল, হৃদে পূর্ণ হলাহল,
অতি ভক্তি তস্করের প্রায়॥
প্রকৃত মুনীন্দ্র হলে, মম বাক্যে কুতুহলে,
সেই ক্ষণে হইত স্বীকার।
কহিতেন, নররায়, সুখে ক্রতু কর সায়,
এই আশীর্ব্বাদ অনিবার॥
যে শুভ বাসনা কর, আশু তা সমাধা কর,
স্বেচ্ছা সুখে দিনু তোমা বর।
তানা করি দিয়ে বাধা, মিষ্ট বাক্যে থালি হাঁধা,
কার্য্য নষ্ট করিতে অন্তর॥
কখন এ সাধু নয়, চাতুরী কেবল হয়,
আমারে ছলিতে বাঞ্ছা করে।
বুঝি এ রাক্ষস জাতি, মুনি রূপে মায়াপাতি
মিষ্ট বাক্যে তুষি প্রাণ হরে॥
অবশ্য এ বধ্য মম, এখনি দেখাব যম,
ক্ষণ মাত্রে মায়া করি চুর।
এতেক ভাবিয়া বীর, নেহারে রাক্ষসে স্থির,
দেখি তাহা সভয় অসুর॥
জলদ গম্ভীর স্বরে, শরাসনে রাখি শরে,
পার্থ কহে সক্রোধ নয়ন।
ওরেরে পাবণ্ড রক্ষ, মায়া যুদ্ধে বড় দক্ষ,
কিন্তু তোর নিকট মরণ॥
ধনঞ্জয়ে প্রতারিয়ে, কে বল জগতে জীয়ে
কে না পোড়ে অনলের তাপে।
ধরি মূর্ত্তি ব্রাহ্মণের, পাড়িলে অনেক ফের,
অতঃপর হের মম চাপে॥

ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু যম, জ্ঞাত মম পরাক্রম,
তুমি চাহ আমারে মারিতে।
শৃগাল হইয়ে সাদ, মৃগেন্দ্রের সহ বাদ,
সে কেবল আপনা নাশিতে॥
আমা সহ এ চাতুরী, যাবে এবে যমপুরী,
ত্রিভুবনে কে করে রক্ষণ।
গাণ্ডীব বিমুক্ত শরে, সুরাসুর ভয় করে,
চরাচর করয়ে কম্পন॥
হইয়ে ধর্ম্মের অরি, পাণ্ডবের হিংসা করি,
ঘোর দায়ে পড়িলি এখন।
কে তোরে নিস্তার করে, এখনি মারিব শরে
আজি তোর অনন্ত শয়ন॥
স্বজন বান্ধবে স্মরি, রক্ষ দেহ পরিহরি,
ধূলি শায়ি হবি মম বাণে।
সাধুরে বঞ্চিতে গিয়া, করিলি অনর্থ ক্রিয়া,
এখনি মারিব তোরে প্রাণে॥
এত বলি ধনঞ্জয়, গাণ্ডীব করেতে লয়,
উগ্র রক্ষ সভয় অন্তর।
ভাবে দুষ্ট মনে মনে, কি করিব এইক্ষণে,
মায়া মম পার্থের গোচর॥
আর ত নিষ্কৃতি নাই, কেমনে বা রক্ষা পাই,
অর্জ্জুন করিবে আজি লয়।
ধরিলে স্বরূপ কায়, যদি পার্থ ভয় পায়,
রণে ভঙ্গ দিবে বোধ হয়॥
তা হলে বাঁচিতে পারি, নতুবা প্রাণেতে মারি
চলি যাবে আপনার স্থান।
এ রূপ বিচারি মনে, ভয় পেয়ে সেই ক্ষণে,
ব্রহ্ম মূর্ত্তি কৈলা অন্তর্দ্ধান॥
ধরিল আপন কায়া, বিনাশি সকল মায়া,
উগ্র দৈত্য উগ্রের সমান।
বিকট ভীষণ কায়, চরাচরে ভয় পায়,
পদভরে ধরা কম্পমান॥

তাল বৃক্ষ সম হাত, মূলক সদৃশ দাঁত,
চক্ষু যেন পাবকের প্রায়।
দীর্ঘ লোল জিহ্বা তায়, প্রবাহি রুধির ধায়,
মেদ মজ্জা মাথা সর্ব্বগায় ॥
কুলার সদৃশ কর্ণ, বরণ মেঘের বর্ণ,
অহি সম অঙ্গুলীর সায়।
শরীর দীর্ঘল তার, পাংশুবর্ণ কেশ ভার,
প্রচণ্ড বিস্তৃত বক্ষ তার ॥
উদর কুম্ভের সম, গ্রাস করে যেন যম,
নাকে বহে প্রলয়ের ঝড়।
পাষাণ সদৃশ উরু, বলিষ্ঠ বিষম গুরু,
ব্রহ্ম ডিম্ব বিনাশেতে দড় ॥
অশনি সম্পাত কীল, অট্ট হাসি খিল্২,
মূর্ত্তি দেখি ভয় পায় ভয়।
ত্যেজিয়া সকল মায়া, ধরিনু স্বরূপ কায়া
ধনঞ্জয় নিকটেতে ভয় ॥
রাক্ষসে হেরিয়া সবে, প্রাণ ভয়ে কলরবে,
ঊর্দ্ধ শ্বাসে করে পলায়ন।
তবে পার্থ মহাবীর, গাণ্ডীবে বসায়ে তীর,
শর জালে ছাইল গগণ ॥
নির্ভয় হৃদয় তাঁর, গাণ্ডীবে দিয়ে টঙ্কার,
করিলেন বাণ অবতার।
আকাশে যেমন ধারা, বর্ষাগমে বহে ধারা,
বাণে বাণে করে অন্ধকার ॥
না চলে কোথাও দৃষ্টি, নিশা কালে যথা সৃষ্টি
ঢাকে সব ঘোর তমসায়।
ক্রোধে কাঁপে পার্থ তনু, আকর্ণ বিস্ফারি ধনু
বাণ হানে রাক্ষসের গায় ॥
গিরি শৃঙ্গে ধারি ধারা, সে রূপ বাণের ধারা,
ফেলিলেন রাক্ষসের শিরে।

গাণ্ডীব নির্ঘোষ ধ্বনি, দূরে পাণ্ডুসৈন্য শুনি,
চলিলেন সে দিকে অধীরে ॥
অনুশাল্ব মহারাজ, না করি তিলেক ব্যাজ,
যুবনাশ্ব সহ তথা ধায়।
বৃষকেতু কর্ণ সুত, মহাবীর গুণ যুত,
তখনি মারুতী সঙ্গে যায় ॥
মহারাজ হংসধ্বজ, লয়ে রথ রথী গজ,
সেই দণ্ডে গিয়া উপনীত।
বিষম সংগ্রাম স্থল, বাণ পড়ে অবিরল,
দেখি ভয়ে হয় সবে ভীত ॥
অর্জ্জুন সুতীক্ষ্ণ শরে, বিন্ধে উগ্র কলেবরে,
রক্ত পড়ে অবিরল ধারে ॥
গিরিতে গৈরিক যথা, রক্ষ-বপু রক্তে তথা,
তথাপিও রণ নাহি ছাড়ে ॥
দুর্দ্দান্ত সে উগ্র বীর, রণেতে হয়ে অস্থির,
হানিল পাষাণ বৃক্ষ সবে।
বাণ বর্ষি ধনঞ্জয়, করিল সে সব ক্ষয়,
রাক্ষসেরে বিন্ধিলেন তবে ॥
হইল বিষম রণ, কে করে তার বর্ণন,
গদা হস্তে যুঝে গদাধর।
মণ্ডলী করিয়া গদা, রিপুরে লাগায়ে ধাঁধা,
হানিলেন রাক্ষস উপর ॥
গদা লয়ে দৃঢ় করে, কোন বীর ঘোরতরে,
নিপাতিলা উগ্রে ধরাপর।
হেন কালে ধনঞ্জয়, অস্ত্রে পুরি দিকচয়,
মারিলেন অর্দ্ধচন্দ্র শর ॥
তারা যেন যায় ছুটী, অর্জ্জুনের অস্ত্র ফুটি,
মাথা কাটি পাড়ে নিশাচর।
উগ্র উগ্র নিশাচর, গেল যদি যম ঘর,
পুষ্প বৃষ্টি করল অমর ॥

ইতি দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

" তৎ ত্বাং দেবাস্থুরনরাস্তত্ত্বেন ন বিদুর্ভবম্।
মোহিতাঃ খল্বনেনৈব হৃদিস্থেনাপ্রকাশিনা ॥ "

অর্জ্জুনের মায়া পুরী প্রবেশ।

জৈমিনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
ছাড়িয়া উত্তরে রাজ্য চলি যায় হয় ॥
বীরগণ পাছু ধায় অশ্ববর সনে।
শেল শূল নানা অস্ত্র করিয়া ধারণে ॥
রথ রথী হয় হস্তী সঙ্গে অগণন।
ত্রিলোক সুন্দর গতি সুন্দর লক্ষণ ॥
বিচিত্র নগর কত করি অতিক্রম।
নদনদী ছাড়াইয়া চলিল বিশ্রম ॥
মনোহর গিরি শোভা নেহারিল কত।
বন উপবন শোভা সুন্দর বিস্তৃত ॥
স্বভাবের শোভা কত বলিতে নাপারি ॥
দেখিলে নয়ন মুগ্ধ আহা বলি হারি ॥
বিবিধ কুসুমে শোভা করে উপবন।
পরিমল হরি বহে সুগন্ধী পবন ॥
ঝঙ্কারিয়া অলিকুল ফেরে চতুর্দ্দিকে।
কভু মধু পান করে কভু বা বিমুখে ॥
অশোক চম্পক আর ফুল নানা জাতি।
ফুটিয়াছে উপবনে ধরি দিব্য ভাতি ॥
কোন স্থানে নির্ঝরিণী হইছে পতিত।
কোন থানে সুমধুর কাকলী সঙ্গীত ॥
কোথাও নির্জ্জন স্থানে বসি মুনিগণ।
ত্যজিয়া সংসার চিন্তা ঈশ্বরে মগন ॥
কোন থানে সুরসাল ফল ভরে নত।
ধরিয়াছে শিষ্টভাব পাদপসংহত ॥
সম্পদে মানুষ মত দম্ভ নাহি ধরে।
ফল দানে জীবগণে উপকার করে ॥
কৃপণের মত ভোগে নাহিক বাসনা।
উপকারে রত নাহি জানে প্রতারণা ॥
হিংসা দ্বেষ নাহি জানে প্রকৃতি সুন্দর।
অপকারী শত্রুকেও রাখে নিরন্তর ॥
অমরাবতীর সম কোথাও নগরী।
নেহারি প্রফুল্ল চিত্ত যায় বরাবরি ॥
মনোহর শোভিতেছে প্রকার সুন্দর।
দ্বিতল ত্রিতল উচ্চ পর্ব্বত সোসর ॥
অরুণ কিরণে জলে রজত যেমন।
ধবল সে গৃহ সব ভাতিছে তেমন ॥
উন্নত প্রাকার সব দেখি লাগে ভয়।
সৌধ চূড়ে স্থানে স্থানে পতাকা শোভয় ॥
কোথাও উদ্যান মধ্যে স্ফটিকের সম।
নির্ম্মল সরসী জল আহা নিরুপম ॥
সমীরণ ভরে দোলে কিবা সে লহরী।
রবির কিরণ মাখি চকু মকু করি ॥
প্রতিবাসী প্রকৃতির প্রতিবিম্ব লয়ে।
খেলিছে দুলিছে কভু প্রফুল্লিত হয়ে ॥

নানা বর্ণে সাজিয়াছে শিশুর মতন।
হংস বক চক্রবাক লয়ে অগণন ॥
হাসিছে ভাসিছে তায় কমলের দল।
বিলায়ে অধর সুধা মরি কি নির্ম্মল ॥
পরিমল কাছে ভৃঙ্গ পাইয়ে বারতা।
ভ্রমিছে মধুর লোভে করিয়ে জনতা ॥
কণ্টকী মৃণাল তলে মণ্ডূকের সার।
সুধা দাও আশ্রিতেরে করিছে চিৎকার ॥
কিন্তু সুধা নাহি পেয়ে অভিমান ভরে।
পঙ্কে গড়াগড়ি দেয় নিন্দি পঙ্কজেরে ॥
এ সব সম্পত্তি ক্রোড়ে করিয়া স্থাপন।
স্পর্দ্ধিছে সরোবর অনন্ত গগণ ॥
শুক সারী পাপিয়াদি ধরে কত তান।
পঞ্চমে চড়ায়ে গলা করিতেছে গান ॥
স্বভাব সৌন্দর্য্য তথা হেরি সর্ব্বজন।
সেই স্থানে বঞ্চিবারে করিলেন মন ॥
দেখিতে দেখিতে দিবা পথিক মতন।
দিনমণি সঙ্গে লয়ে করিল গমন ॥
আইল কুটিল নিশা ব্যাপিয়া সংসার।
শশী মণি শিরে শোভে কণ্ঠে তারা হার ॥
কুরূপা কুটিলা অঙ্গে এমন ভূষণ।
কে না দেখে আপসোস করে অনুক্ষণ ॥
সহিতে না পারি যেন হিংসা উপজয়।
সেই হেতু চক্ষু মুদি শর্ব্বরী কাটয় ॥
যে যেমন সাথি তার হইবে তেমন।
নহে অবিদিত তাহা বলে বৃদ্ধগণ ॥
কুটিলা নিশায় হেরি নিশাচর সাথি।
কুক্কুর শৃগাল চোর দস্যু পেচকাদি ॥
অতিবড় নীচ সেই খদ্যোত দুর্নীতি।
কুটিলা নিশার সহ তাই সে পীরিতি ॥
নিশা সমাগম হেরি কুন্তীর নন্দন।
সেই স্থানে বঞ্চিবারে করিলা মনন ॥

অপূর্ব্ব নগর শোভা নানা পুষ্প ফল।
সেই স্থানে বঞ্চে সবে মনে কুতুহল ॥
শিবির স্থাপিয়া তথা নিদ্রায় বিভোর।
দেখিতে দেখিতে নিশা হল তবে ভোর ॥
জাগিল পাণ্ডব সৈন্য হাসিল স্বভাব।
কিন্তু সে নগরে এবে পড়িল অভাব ॥
ভৌতিক দেখিয়া পার্থ ভাবে চমৎকার।
কোথা সে নগর শোভা কোথা সে প্রাকার ॥
কিছুই নাহিক মাত্র পথ বিপর্য্যয়।
সম্মুখেতে ছুটিতেছে যজ্ঞীয় সে হয় ॥
প্রপঞ্চ দেখিয়া তবে পার্থ মহাশয়।
ভাবিলেন স্বপ্ন কিম্বা ভোজ সমুদয় ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ কিবা অধম রাক্ষসে।
মায়া করি রবে পুরী কোন কার্য্যবশে ॥
যাহোক বিলম্ব হেথা উচিত না হয়।
কি জানি পাছেতে কিছু আপদ ঘটয় ॥
এত বলি সৈন্য সনে বীর সাজ সাজি।
দ্রুতবেগে পাছু ধায় যথা যায় বাজী ॥
দেখিতে দেখিতে ঘোড়া মণিপুরে চলে।
বভ্রুবাহ নামে রাজা হয় সেইস্থলে ॥
অতুল বিভব তাঁর না যায় বর্ণন।
দাস দাসী অশ্ব হস্তী সেনা অগণন ॥
চিত্রাঙ্গদা গর্ব্ভে জন্ম অর্জ্জুন ঔরষে।
হেন বভ্রুবাহন সে রাজ্যেতে নিবসে ॥
মহাবল পরাক্রম দ্বিতীয় বাসব।
রণ-জয়ী সদাকাল নাহি পরাভব ॥
আগে যবে পার্থ করে তীর্থেতে গমন।
সেই কালে চিত্রাঙ্গদা সহ সংঘটন ॥
গন্ধর্ব্বের কন্যা সেই রূপে নিরুপমা।
স্বেচ্ছায় অর্জ্জুনে বরি হন তার রমা ॥
সেই গর্ব্ভে বভ্রুবাহ লভিলা জনম।
পিতার সোসর বীর প্রচণ্ড বিক্রম ॥

ত্রিলোক-বিখ্যাত রাজা সবে করে ভয়।
তাঁর রাজ্যে প্রবেশিল অর্জ্জুনের হয়॥
উলূপী নামেতে এক নাগ কন্যা ছিল।
আগে সেই ধনঞ্জয়ে বরণ করিল॥
ইলাবন্ত নামে তার এক পুত্র হয়।
অর্জ্জুন ঔরসে সেই জনম লভয়॥
রণে হত পুত্রবর হইল যখন।
উলূপী হইল অতি শোকাকুল মন॥
সে অবধি মণিপুরে সতীনের কাছে।
নিজ গৃহ সম ভাবি মনোসুখে আছে॥
অর্জ্জুনের তুরঙ্গম হেরিয়া নাগিনী।
হেরিব নাথেরে এবে মনে অনুমানি॥
বহুকাল অন্তে দেখা হইবে আবার।
আলিঙ্গন করি সেই কুন্তীর কুমার॥
পরমার্থ লাভ হবে স্বামী পদ ভজি।
রমণীর স্বর্গ সুখ যেই পদে মজি॥
মণিপুরে অশ্ব গিয়া করিল প্রবেশ।
সঙ্গীগণে উপনীত চক্ষুর নিমেষ॥
সর্ব্বসুলক্ষণ অশ্ব হেরি সর্ব্বজনে।
এই কথা বলাবলি করিল তখনে॥
দেখিয়াছি নানা জাতি বিবিধ বরণ।
নানা দেশী অশ্ব সব বিশেষ লক্ষণ॥
কিন্তু হায়! এর মত না দেখি কোথায়।
দেখিয়া বিস্মিত সবে পড়েছি ধাঁধায়॥
উচ্চৈঃশ্রবা জিনি দিব্য দেহের আকার।
সমুন্নত কলেবর দেখিতে বাহার।
কিবা পুচ্ছ কিবা কর্ণ কিবা ভঙ্গী হেরি।
কিবা গতি কি গঠন আহা মরি মরি॥
ইচ্ছা করি ধরে রাখি এই অশ্ববরে।
রাজ অনুমতি ভিন্ন পারিব কি করে॥
কেহ বলে ধরি যদি একপ পদার্থ।
নৃপতি সন্তুষ্ট হবে না ভেবো অনর্থ॥

আর জন বলে যদি রাজা কোপ করে।
লইয়া এ অশ্ব আমি যাব দেশান্তরে॥
যে রূপ লক্ষণ আমি দেখিতেছি এর।
অবশ্য নিগূঢ় পরে পাওয়া যাবে টের॥
পরস্পর বলাবলি করিয়া এরূপ।
দ্রুত গিয়া জানাইল যেথা আছে ভূপ॥
বন্দনা করিয়া তাঁরে বলে যোড়করে।
আসিয়াছে দিব্য অশ্ব আপনার পুরে॥
চমৎকার দেখি তার অঙ্গের লক্ষণ।
অনুমানি দৈব শক্তি তাতে সংযোজন॥
তা না হলে এ প্রকার সুন্দর আকৃতি।
অশ্ববরে কিরূপেতে হল নরপতি॥
যেখানে গমন করে যেথা অবস্থিতি।
করে অশ্ব বোধ হয় সৌভাগ্য সুকৃতি॥
গ্রহ পীড়া ব্যাধি ভয় থাকেনা তাহার।
এই অশ্ব বদ্ধ থাকে যেথা অনিবার॥
নিশ্বাসে অরিষ্ট যত সব হয় দূর।
গমনে দুর্গতি নাশ বিক্রম প্রচুর॥
লাঙ্গুলের তাড়নেতে অমঙ্গল যত।
মনস্তাপ মনকষ্ট সব হয় হত॥
অতএব হেন অশ্ব ধরিবারে সাধ।
হইয়াছে মহারাজ না ভাব প্রমাদ॥
অনুমতি ভিন্ন মোরা অনুগত জনে।
নিজের ইচ্ছাতে কর্ম্ম করিব কেমনে॥
অধীন জনেতে নিজে অভিপ্রায় মত।
কোন কর্ম্ম করিবারে পারে তা বলত॥
এই জন্য অনুমতি অপেক্ষা করিয়া।
অশ্ব না ধরিয়া আছি আদেশ লাগিয়া॥
সত্য বটে নরপতি ভাল মন্দ কায।
বিবেচনা করি করে সুবিজ্ঞ সমাজ॥
কি জানি পরেতে কোন দোষ সঙ্ঘটন।
হয় বলি বিজ্ঞ লোকে সহসা কথন॥

কোন কর্ম্ম নাহি করে বিবেচনা করি।
বিচারিয়া দেখ রাজা ইহা পূর্ব্বাপরি॥
দোষ কিছু নাই হবে ধরিলে অশ্বেরে।
ইচ্ছা না হইলে পার ত্যাগ করিবারে॥
এ কার্যে বিশেষ যুক্তি বড় বিবেচনা।
প্রয়োজন আমি কিছু দেখিতে পাইনা॥
যাতে উপকার হবে সকলের সাধ।
তাতে অনুমতি দিতে কেন পরমাদ॥
ভাবিতেছ নরনাথ বলনা আমারে।
আদেশি বাসনা পূর্ণ করহ সবারে॥
দূতের বচন শুনি মণিপুর মণি।
মনেহ কিছু চিন্তা করিয়া তখনি॥
বলিলেন ধর অশ্ব ক্ষতি কিবা তাতে।
দেখা যাক্ কোথা হতে এল এপুরেতে॥
কার অশ্ব কি রূপেতে আইল হেথাতে।
জানিবারে বড় সাধ হইয়াছে চিতে॥
আদেশ মাত্রেতে দূত সত্বর গমনে।
চলিলেক ধরিবারে অশ্ব সুলক্ষণে॥
কৌতুহল পরবশ যত অনুচর।
তাহার সঙ্গেতে লোক চলিল বিস্তর॥
অসংখ্য লোকের গতি হেরিয়া নয়নে।
স্থির হয়ে অশ্ব রয় দেখে সর্ব্বজনে॥
ক্রমে অগ্রসর হয়ে দিল গায় হাত।
অমনি সে অশ্ববর তাহাদের সাথ॥
হইলেক দেখি সবে বিস্ময়ে মগন।
ধরিয়া আনিল তারে যেখানে রাজন॥
দূর হতে দেখি অশ্ববর দিব্যগতি।
মনেতে সন্তোষ বড় হইল নৃপতি॥
ক্রমে যত নিকটেতে হৈল অগ্রসরে।
দেখিল অপূর্ব্ব চিহ্ন তার কলেবরে॥
যা বলেছে দূত মোরে কথা মিথ্যা নয়।
এরূপ সুন্দর অশ্ব দৃশ্য কভু নয়॥

সত্য বটে মণিপুরে আমার রাজত্ব।
সত্য বটে আছে খুব মোর আধিপত্য।
ধন রত্ন রথ রথী দিব্য দ্রব্যজাত।
অভাব আমার পুরে কিছু হেরিনাত॥
কিন্তু ত্রৈলোক্যের সার লক্ষ্মীর আবাস।
নহে পুরে এপ্রকার ঘোটক নির্যাস॥
বলিয়া নিকটে রাজা আনন্দ অন্তরে।
যেই উপস্থিত হলো দৃষ্টির গোচরে॥
দেখিল ভালেতে তার বিস্তৃত লিখন।
জয়পত্র শোভিতেছে অতি সুলক্ষণ॥
লেখা তার হস্তিনার রাজা ধর্ম্ম যিনি।
অশ্বমেধে সুদীক্ষিত সেই নৃপমণি॥
সঙ্গেতে ফাল্গুনি বীর বীর চূড়ামণি।
অশ্ব রক্ষা হেতু ভ্রমে সসৈন্যে আপনি॥
যজ্ঞ অশ্ব এই পুরে উপনীত আসি।
দেখিয়া আনন্দ নীরে দিবানিশি ভাসি॥
শুনিয়াছি জননীর শ্রীমুখ হইতে।
মোর জন্ম পাণ্ডু বংশধর পার্থ হতে॥
হায়! কি অভাগ্য আমি পিতার চরণ।
এত দিন কোন রূপে না করি দর্শন॥
সুকৃতি বিহনে কভু পিতৃ প্রসন্নতা।
ভুঞ্জিতে না পারে নর জানি তা সর্ব্বথা॥
পাতকী প্রধান আমি নিতান্ত পামর।
তাই এত ক্লেশ ভোগ হয় নিরন্তর॥
রাজ্য ধনে প্রয়োজন কিছুই না হেরি।
অসার জীবনে ফল জানিতে না পারি॥
ধিক্ মোর বাহুবল ধিক্ মোর বীর্য্য।
পিতার চরণ দুটী যদি শিরধার্য্য॥
করিতে নারিনু আমি জন্মিয়া ভারতে।
তা হলে কি প্রয়োজন আমার দেহেতে॥
পিতার চরণ পার্শ্বে যদি চিরদিন।
দণ্ডবৎ থাকি তাতে না ভাবি দুর্দ্দিন॥

পিতার উচ্ছিষ্ট ভোগ যদি মোর হয়।
তার কাছে রাজ্য সুখ বিফল নিশ্চয় ॥
জন্মদাতা যে প্রকার করে উপকার।
কার সাধ্য প্রতিশোধ করয়ে তাহার ॥
যাহোক্ লইয়া অশ্ব আমি অন্তঃপুরে।
এখনি জানাব গিয়া মায়ের গোচরে ॥
বলিয়া করেতে ধরি অশ্বের বন্ধন।
জননীর চরণেতে উপস্থিত হন ॥
দেখি চিত্রাঙ্গদা তারে বলে সুমধুরে।
অশ্ব ধরে উপনীত কেন মোর পুরে ॥
কি কারণে হেরি আজি প্রফুল্ল বদন।
কি জন্য আহ্লাদে তুমি এতই মগন ॥
কিবা ইষ্ট সিদ্ধি তব হয়েছে কুমার।
আমার নিকটে ব্যক্ত কর অনিবার ॥
কোথা হতে এই অশ্ব পেলে উপহার।
দেশ জয় করি কিছু এনেছ তাহার ?।
কিম্বা কার সনে তব হয়েছে মিত্রতা।
যে তোমারে অশ্ব রত্ন দিয়াছে সর্ব্বথা ॥
শুনি কর যুড়ি রাজা জননীরে বলে।
বুঝি মোর মন সাধ পূর্ণ অবহেলে ॥
এতদিনে ভাগ্য পথ হয় পরিষ্কার।
সূচনা দেখিয়া ভাবি সম্ভাবনা তার ॥
এনেছি যে অশ্ববরে ইহা উপহার।
দেয় নাই কেহ মাগো জেনো তাহা সার ॥
দেশ জয় করি নাই শুনগো জননী।
বিনা আদেশেতে কোথা যাইব আপনি ॥
বন্ধু বান্ধবেতে কেহ এরূপ রতন।
উপহার দেয় নাই করিয়া স্মরণ ॥
অকস্মাৎ ভাগ্যক্রমে হস্তিনার রাজা।
ধর্ম্ম বীর যুধিষ্ঠির বিলক্ষণ তেজা ॥
পাণ্ডু বংশধর ইচ্ছা করিয়া মনেতে।
অশ্বমেধ আরম্ভিছে মনের সুখেতে ॥
অশ্ব রক্ষা হেতু ভাই জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে।
পাঠায়েছে বড় বীর জানি ফাল্গুনিরে ॥
সঙ্গে বড় ২ বীর করেছে গমন।
দেশ ছাড়ি নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ ॥
অবশেষে মণিপুরে সেই অশ্ববর।
প্রবেশিছে মন সুখে নির্ভয় অন্তর ॥
না জানিয়া দূত মুখে অশ্ব আগমন।
শুনি সেই অশ্ববর অতি সুলক্ষণ ॥
ধরিয়া এনেছি পুরে কি করি এখন।
জয়পত্র দেখে সব জানিনু ঘটন ॥
অনুচিত কর্ম্ম করি মোর অনুতাপ।
হইয়াছে বাড়িতেছে হৃদয় সন্তাপ ॥
একেত পিতার পদ হইতে বঞ্চিতে।
বহুকাল আছি, মাগো বিধাতা কুপিতে ॥
পিতার স্নেহেতে যার জীবন ধারণ।
জন্মাবধি করে সেই সুখেতে যাপন ॥
আমার ভাগ্যেতে হায় ঘটেনি সংযোগ।
এর বাড়া আর কিবা আছে কষ্টভোগ ॥
পিতার কোলেতে আমি শৈশবের কালে।
অধিকার নাহি পাই জন্মি ভূমণ্ডলে ॥
বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমে পিতার প্রসাদ।
না পাইনু ভাগ্যক্রমে হায় কি বিষাদ ॥
জীবিত থাকিতে পিতা আমি কি পাতকী।
না হেরে তাঁহারে চিরদিন আমি দুখী ॥
এবে ঘটনায় পড়ি যে রূপ ব্যাভার।
করিয়াছি তাতে ক্ষোভ বাড়িল অপার ॥
সন্তান হইয়া আমি পিতৃ অধিকার।
প্রভু শক্তি সীমা সব গ্রাসিনু তাঁহার ॥
প্রতাপেতে যেই বড় করে অনুমানে।
সেই ধরে যজ্ঞ অশ্ব সর্ব্বলোকে জানে ॥
কিন্তু এ পামর বুদ্ধি পিতার উপরে।
প্রভু শক্তি প্রকাশিতে না ডরে অন্তরে ॥

লোক লজ্জা অপমান মনে না করিল।
পিতার কার্য্যের প্রতি শক্তি জানাইল॥
কতদূর অবাধ্যতা অভদ্র ব্যাভার।
হইয়াছে জননীগো সীমা নাহি তার॥
চিরদিন অপযশ রহিল আমার।
কেন হেন কার্য্যে মতি হইল প্রসার॥
অসময়ে বল বুদ্ধি কিছু বিবেচনা।
জানিলাম সে সকল কিছুই থাকেনা॥
উগ্রতা উদ্ধত ভাব করিয়া আশ্রয়।
কোন কার্য্য করা মোর অভ্যাসত নয়॥
কেন অশ্ব ধরিবারে ঘটিল এমতি।
কেন হেন মতিচ্ছন্ন হইল সম্প্রতি॥
তোমারে যাতনা আমি দিছি অকারণ।
দিয়েছি জননী আমি জানিনু এখন॥
কেন জরাসুর মধ্যে না হলেম হত।
তা হলে দুর্গতি মোর হইত না এত॥
জন্মিলাম যদি হায় প্রসব আগারে।
হত না হইল কেন এই কুলাঙ্গারে॥
তাতে যদি না হৈল মোর দেহ ক্ষয়।
করিলাম কত যুদ্ধ সংখ্যা নাহি হয়॥
তাতে জয়লাভ কেন হইল আমার।
মোর লাগি বিপক্ষেতে করে হাহাকার॥
শত্রুশরে মোর দেহ শোণিত শোষণ।
কেন না করিল তাহা জানিনু এখন॥
তা হলে এসব ভোগ কভু না ঘটিত।
বিধাতার মনসাধ পূর্ণ না হইত॥
যাহোক্ কি করি মাগো বলহ আমারে।
অনুতাপে মোর তনু দহিল এবারে॥
চিত্রাঙ্গদা বলিলেন শুনহ কুমার।
এর জন্য কেন চিন্তা কর অনিবার॥
মোর বাক্য শুন বাছা এখনি ত্বরায়।
অর্জ্জুন নিকটে যেতে না ভাবিহ দায়॥
গলবস্ত্র করি যাও তাঁহার নিকটে।
প্রণাম করিয়া তাঁরে বলো অকপটে॥
নানাবিধ ধন রত্ন লয়ে নিজ করে।
পাছু রাখি অশ্ববরে নিজে অগ্রসরে॥
হইবে কুমার তুমি আমার বচনে।
নিজ পরিচয় দিবে পাণ্ডুর নন্দনে॥
বলিবে তাঁহার কাছে করিয়া বিনয়।
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে জন্ম তোমার তনয়॥
শুনিলে ফাল্গুণি এই পরিচয় তব।
তোমা প্রতি রাগ রোষ ত্যজিবেন সব॥
অভিমান দূর করি তোমারে লইয়া।
পরিচয়ে পুলকিত হবে তাঁর হিয়া॥
জননীর বাণী শুনি সে বভ্রুবাহন।
করযোড়ে এই কথা তাঁর প্রতি কন॥
পড়েছি সঙ্কটে এবে উপায় না হেরি।
এখন করিব কিবা বুঝিতে না পারি॥
ক্ষত্রিয় হইতে জন্ম ক্ষত্রিয়ের রীত।
কিরূপে ছাড়িতে মোরে বল কদাচিত॥
পদানত হয় যারা কাপুরুষ অতি।
ক্ষত্রিয় কুলের কালি অতি নীচমতি॥
পরিবার দাস দাসী অনুগত প্রতি।
যাহাদের প্রভু শক্তি হয় অধোগতি॥
সে সব পামর নরে এ ঘৃণিত কায।
অনাসে করিতে পারে হাসাতে সমাজ॥
কিন্তু যার দেহে বল আছে বিদ্যমান।
যে জন সম্ভ্রান্ত বলি করে অভিমান॥
সমাজে প্রাধান্য যার আছে চিরকাল।
এ কার্য্য করিতে সেই ভাবয়ে জঞ্জাল॥
জননী রমণী তুমি থাক অন্তঃপুরে।
পুরুষার্থ কি পদার্থ জানিবে কি করে॥
পুরুষেতে জানে অতি গৌরব পদার্থ।
পরাক্রম প্রভুশক্তি আর পুরুষার্থ॥

অসার বৈভব রাজ্য আর পরিবার।
পুত্র কন্যা আদি যত স্নেহের আগার॥
বিসর্জ্জিতে সে সকলে ক্ষত্রিয় নন্দনে।
কোন কষ্ট কোন চিন্তা নাহি করে মনে॥
জননী তোমার বাক্য লঙ্ঘনীয় নয়।
তোমারে ছাড়িয়া কিছু করিবার নয়॥
বলিতেছ ন্যায্য কথা জনকের সনে।
প্রভু শক্তি প্রকাশিতে কার বাঞ্ছা মনে॥
কিন্তু মনে করিতেছি আমি এই ভয়।
কি জানি যদ্যপি পার্থ পাণ্ডুর তনয়॥
ঘৃণা করি পরিত্যাগ করেন আমারে।
তাহলে আমার গতি কি হবে সংসারে॥
সকলের সাক্ষাতেতে ধরিব চরণ।
আপনার পরাক্রম হয়ে বিস্মরণ॥
পঙ্কিল কর্দ্দম মত হয়ে পদানত।
পাইতে চরণ রেণু হব অবনত॥
কিন্তু যদি তাতে তিনি নাহি হন প্রীতি।
তা হলে কি হবে মাগো বল মোর গতি॥
পরিণাম ভাবিতেছি যদি ধনঞ্জয়।
মোরে ঘৃণা করে যদি পেয়ে পরিচয়॥
তাহা হলে অপমৃত্যু নিশ্চিত ঘটিবে।
ক্ষত্রিয় কলঙ্ক আমা হইতে হইবে॥
বীরগণে মোর নামে করিবেক ঘৃণা॥
লোক মাঝে অপযশ ঘুষিবেক নানা॥
বীর নারী সমাদর না করিবে মোরে।
চির অপযশ রবে ভুবন ভিতরে॥
কাপুরুষে উপহাস করিবেক মোরে।
চির অপযশ রবে ভুবন ভিতরে॥
একারণে অর্জ্জুনের নিকটে যাইতে।
কোন রূপে অভিপ্রায় নাহি লয় চিতে॥
তোমার প্রসাদে মাগো কারে নাহি ভয়।
অপযশে সদা কাঁপে আমার হৃদয়॥
বজ্রের আঘাত আমি করি তুচ্ছ জ্ঞান।
নীচের পরুষ ভাষ মরণ সমান॥
আজ হোক্ কাল হোক দু'দিন পরেতে।
অবশ্য ভৌতিক দেহে মৃত্যু সুনিশ্চিতে॥
তার জন্যে যেই ডরে কাপুরুষ সেই।
মনুষ্যত্ব তার দেহে কিছু মাত্র নেই॥
সত্য পথে ধর্ম্ম পথে থাকে যার মতি।
বীর দর্পে যেই জন শাসে বসুমতী॥
ইহ পরকালে যেই না লয় কলঙ্ক।
ভাগীরথী তীর যার সুখময় অঙ্ক॥
জন্ম মৃত্যু তার পক্ষে উভয় সমান।
দেব দ্বিজ চরণেতে সেই বর্ত্তমান॥
মৃত্যুর শাসনে সত্য তার দেহ ক্ষয়।
হয়ে থাকে কিন্তু কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হয়॥
উপায় নির্দ্দেশ মোরে কর মা এখন।
যাতে অপবাদ নামে না হয় রটন॥
কুলের কলঙ্ক কিছু লোকের মাঝারে।
আমা হতে অপকীর্ত্তি না হয় প্রচারে॥
তার সদুপায় মোরে করহ নির্দ্দেশ।
যার জন্যে সচিন্তিত আমি সবিশেষ॥
মোর ইচ্ছা পরিচয় না দিব তাঁহারে।
কি জানি জানিয়া পাছে ঘৃণা করে মোরে॥
আপনার তেজ আমি রাখিতে বিশেষ।
যত দূর সাধ্য তাহা করব নির্দ্দেশ॥
সহজে না হব নত তাঁহার নিকটে।
বলিতেছি প্রকাশিয়া আমি অকপটে॥
শুনিয়া তনয় কথা চিত্রাঙ্গদা কয়।
অপরূপ কথা কেন বলহ তনয়॥
তোমারে সুবোধ অতি ন্যায়-পরায়ণ।
স্থিরমতি বলে আস্থা করে মোর মন॥
প্রবীণে পরাস্ত পায় তোমার বাভারে।
নির্ব্বোধের মত কেন বলহ এবারে॥

সঙ্কটে অটুট বুদ্ধি জানি ভাল মতে।
আজ কেন বিপর্য্যয় হেরিনু তোমাতে॥
রাজনীতি সুপণ্ডিত তুমি গো কুমারে।
তবে কেন অসঙ্গত বল এপ্রকারে॥
সত্য বটে বীর পুত্র যার তার সাথে।
অবনত হতে নারে এ কথা নিশ্চিতে॥
তৃণ তুল্য নীচ ভাব ক্ষত্রিয় নন্দন।
কখন না ধরে থাকে জানে জগজ্জন॥
কিন্তু মোরে বল দেখি হেরেছ কোথায়।
পিতার সহিত পুত্র বৈরিতায় চায়॥
কে কোথা করেছে রণ জনকের সনে।
দেখাতে বিক্রম ঘোর নিখিল ভুবনে॥
দেখা দূরে থাক্ কভু কে শুনেছে কানে
পিতাপুত্রে বৈরীভাব আছে বিদ্যমানে॥
যাহা হতে দেহ লাভ নিখিল সংসার।
দেখিতে পাইলে জন্মি পুত্র গুণাধার॥
জ্ঞান বুদ্ধি বল বীর্য্য হল যাহা হতে।
তাঁর সনে রণ তবে পারে কি ঘটিতে॥
মূর্খের তনয় যদি হয় সুপণ্ডিত।
তবু জেনো পুত্র হতে পিতা গুণান্বিত॥
তার কাছে গুণবান্ সুত আজ্ঞাকারী।
তর্কবাদ বাক্‌জাল করেনা বিস্তারি॥
জনক সবার পূজ্য সকলের কাছে।
ভৃত্যভাবে পুত্র থাকে দাঁড়াইয়া পাছে॥
যার গুণে পিতৃ তুষ্ট তাহার উন্নতি।
ধন মান যশ হয় সত্বর বিস্তৃতি॥
ত্রিলোক তাহার বাধ্য যার অভিপ্রায়।
সেবিতে পিতার পদ না মানে বাধায়॥
পিতৃলোক তুষ্ট হলে সকল দেবতা।
তুষ্ট হয়ে থাকে শাস্ত্রে বলয়ে সর্ব্বথা॥
পুত্র নাম ধারী লোক আছয়ে অনেক।
সকলি কি যোগ্য পুত্র দেখিছ যতেক॥
পিতার চরণ যেই পুজে ভক্তিভরে।
পিতৃ বাক্য যেই জন ধরে নিজ শিরে॥
পুত্র পরিচয় যোগ্য জেনো সেইজন।
আর সব যত হের সব অভাজন॥
হেন পূজ্য পিতৃ সহ অভিলাষ রণ।
কেন হলো এ দুর্ব্বুদ্ধি ও বক্রবচন॥
কুসঙ্গে তোমার বাঞ্ছা হয়নি কখন।
কুলোকের সহবাসে নহে মগ্ন মন॥
অনুচিত আচরণে তোমার প্রয়াস।
হয় নাই কখনই একথা নির্য্যাস॥
আমার কপাল ক্রমে হেন সুসন্তানে।
যার বিবেচনা বুদ্ধি শক্রেতে বাখানে॥
আজ তার হেন ভাব ঘটিল কেমনে।
এর জন্যে বড় ক্ষোভ পাইলাম মনে॥
পিতার নিকটে মান আর অপমান।
স্পৃহা করে থাকে কি গো যে হয় সন্তান॥
তিরস্কার পুরস্কার যা করেন তিনি।
সকলি লইবে তিনি লোটায়ে অবনী॥
আত্মীয় যেজন সেই অনুচিত কায।
দেখিয়া ভর্ৎসনা করে জানেতা সমাজ॥
কল্যাণ কামনা করা যাঁহাদের রীতি।
লালন পালন যাঁরা করে নিতি২॥
যাঁহাদের তুল্য গুরু জগতেতে নাই।
তাঁর কাছে মান আশা একিরে বালাই॥
আমার বচন রাখ করি অনুনয়।
অশ্ব দিয়া অর্জ্জুনেরে তোষ অতিশয়॥
আপনার ধর্ম্ম তুমি রাখহ আপনি।
ভুবন ভরিয়া যশ গাবে সব প্রাণী॥
তোমার জননী আমি বলিনু বচন।
আমার বচন তুমি করোনা হেলন॥
শাস্ত্রে বলে মহা [illegible] ক্ষম পিতা মাতা।
তাহার ক[illegible] [illegible]॥

পিতা মাতা অসন্তুষ্ট হয় যার প্রতি।
দুস্তর নরকে তার না হয় নিষ্কৃতি ॥
পদে২ অমঙ্গল ঘটে নানা রূপ।
মায়ের মহিমা লোকে জানিবে কিরূপ ॥
জপ যজ্ঞ ধ্যান দান পিতা মাতা কাছে।
সকলেই পরাভব, পড়ে থাকে পাছে ॥
দেবজ্ঞানে দুজনারে যত গৃহীজনে।
ভক্তিভাবে সেবা করে পরম যতনে ॥
মোর বাক্য অনুচিত যদি তব মনে।
হয় তবু শিরধার্য্য করিবে নন্দনে ॥
ইহাতে সুখ্যাতি ঘোর হইবে তোমার।
সব দিক্ রক্ষা পাবে শুনহ কুমার ॥
জননীর বাক্যে যোগ্য নন্দন তখনি।
হেরিতে পিতার পদ সাজিল অমনি ॥
প্রদক্ষিণ করি অগ্রে মায়ের চরণ।
গ্রহণ করিল বীর হয়ে পূতমন ॥
যোড় করে জননীরে বলে এই বাণী।
রাখিব তোমার বাক্য দ্বৈধ নাহি মানি ॥
এখনি নসৈন্যে আমি আত্মীয় স্বগণে।
উপস্থিত হব গিয়া পিতার চরণে ॥
বলি বীর শুভ যাত্রা করিল তখনে।
সঙ্গেতে চলিল যত ছিল বীরগণে ॥
হয় হস্তী রথ রথী বহু সঙ্গে নিল।
মহামূল্য মুক্তা মাল্য যত রত্ন ছিল ॥
পদ্মরাগ নীলকান্ত আর যত মণি।
স্বর্ণ থালে নিজ হাতে সাজায় তখনি ॥
রক্ত শ্বেত দুই জাতি লইল চন্দন।
অগুরু সুগন্ধি দ্রব্য সঙ্গে অগণন ॥
দিব্য বর্ণ নানা জাতি গন্ধ মনোহর।
বাছিয়া২ পুষ্প লইল বিস্তর ॥
পূজিতে পিতার পদ পার্থের নন্দন।
অন্তরেতে ত্রাসে কাঁপে আমার হৃদয়।

কিরূপে কখন আমি হেরিব জনক।
একমাত্র লক্ষ্য তিনি সৌভাগ্য-জনক ॥
কবে ভাগ্যে শুভক্ষণ হবে সমুদিত।
পিতার অগ্রেতে কবে হব উপনীত ॥
কখন তাঁহার দৃষ্টি পামরের প্রতি।
পড়িবে কৃতার্থ হব যাবে সব ভীতি ॥
জনম সফল পক্ষে সুন্দর সময়।
কবে উপস্থিত হবে এই মনে হয় ॥
অন্য সুখ ভোগ কিছু নাহি লয় মনে।
একমাত্র পিতৃদেবে হেরিতে চরণে ॥
জন্মিয়া যে ধন হতে আমি বহুকাল।
বঞ্চিত হইয়া ভুঞ্জে অশেষ জঞ্জাল ॥
তাঁহারে হেরিবে পাপী এপাপ নয়নে।
উদ্ধার পাবার পক্ষে এই শুভক্ষণে ॥
এই চিন্তা করি মনে সে বভ্রুবাহন।
উপনীত হল যেথা পাণ্ডুর নন্দন ॥
অগ্রে পাঠাইল দূত পার্থের গোচরে।
বলিল তাঁহার কাছে বিনয় বিস্তরে ॥
মণিপুর নৃপমণি আপনার কাছে।
দেখা করিবারে ইচ্ছা করি আছে পাছে ॥
সঙ্গে তার অনুচর আছয়ে বিস্তরে।
আদেশ অপেক্ষা করি রয়েছে বাহিরে।
মনে কিছু না করিয়া দেহ অনুমতি।
যাহাতে রাজার চিত্ত সন্তুষ্ট সংপ্রতি ॥
তার পক্ষে মনোযোগ হইবে করিতে।
এই জন্য আসিয়াছি আমি নিবেদিতে ॥
দূতের বচন শুনি বীর চূড়ামণি।
কামদেব প্রতি পার্থ চাহেন তখনি ॥
অভিপ্রায় জিজ্ঞাসেন যতন করিয়া।
তোমাদের মত কিবা বল প্রকাশিয়া ॥
শুনি কামদেব কয় অর্জ্জুনের প্রতি।
এ পক্ষে আমার এই হইতেছে মতি ॥

শত্রু হোক্ মিত্র হোক্ আপন নিকটে।
যে আসিবে তারে যত্ন করা অকপটে॥
তাতে ছোট বড় নীচ এরূপ বিচার।
করা অসঙ্গত ইহা মনে ভাবি সার॥
ছোট যেই হয়ে থাকে লোকের কাছেতে।
ছোট নয় সেই বড় জানিবে নিশ্চিতে॥
অতএব মোর মনে এই যুক্তি নয়।
কি দোষ যদ্যপি হেথা রাজা প্রবেশয়॥
কিবা অভিপ্রায় তার কিছুই না জানি।
কি জন্যেবা অনুচর এত জন প্রাণী॥
কেন এত হয় হস্তী সঙ্গেতে তাহারে।
কি জন্য হয়েছে ইচ্ছা হেথা আসিবারে॥
অবশ্য কারণ কিছু আছয়ে ইহার।
না জানি সন্দেহ করা নহে সারোদ্ধার॥
আমার বচন শুন পাণ্ডুর নন্দনে।
দূতেরে বলহ হেথা আসিতে রাজনে॥
শুনিয়া ফাল্গুনি তাঁকে এই কথা বলে।
করিয়া স্বদেশ ত্যাগ মোরা অবহেলে॥
সাধিতে জ্যেষ্ঠের কার্য্য হেথা আগমন।
পাছে কোন বিঘ্ন হয় ভয় করে মন॥
অজ্ঞাত স্থানেতে মোরা এবে উপস্থিত।
কার কিবা অভিপ্রায় নাহি সুবিদিত॥
এই জন্য সন্ধ হয় দূতের বচনে।
অগ্রসর হতে ইচ্ছা নাহি করে মনে॥
শুনি কাম পার্থ প্রতি এই কথা ব্যয়।
ব্যাভারেতে ভাল মন্দ জানিবার হয়॥
যার সঙ্গে দেখাদেখি হয়নি কখন।
যার নাম মোরা কভু করিনে শ্রবণ॥
তারে মন্দ বলি আগে জানিব কেমনে।
না জানিয়া মন্দ বলা অতি অকারণে॥
তাই বলি আগে তার লও পরিচয়।
কিবা তার অভিপ্রায় তার ইচ্ছা হয়॥
বোধ হয় বিরোধেতে নহে তার মতি।
তা হলে কেনবা হেথা হবে তার গতি॥
অনুমানি আনুগত্য তাহার বাসনা।
এই জন্য আসিয়াছে লয়ে সর্ব্বসেনা॥
বিনা যুদ্ধে যদি অশ্ব হয় বিমোচন।
বিরোধ বিহনে যদি স্বকার্য্য সাধন॥
সহজেতে অনুগত যদি কেহ হয়।
উভয়ের শ্রেয়স্কর জানিহ নিশ্চয়॥
কাটাকাটি মারামারি না করিয়া রণ।
যদি দুই পক্ষে করে সখ্য সংস্থাপন॥
তা হলে পরম লাভ বলে মনে করি।
মৃদুতার কার্য্য হলে মিছে শক্তিধরি॥
এই জন্য বুদ্ধিমানে কল কৌশলেতে।
বিরোধ বিহনে কার্য্য সাধয়ে ত্বরিতে॥
হতে পারে না জানিয়া তুরঙ্গ গ্রহণ।
করেছিল নৃপবর ভাবিল এখন॥
কাষ কি প্রবল সহ করিতে বিরোধ।
সখ্যতায় সুখ বড় তাঁর মনে বোধ॥
আত্মীয় স্বজন সহ করিয়া মন্ত্রণা।
অশ্ব দিতে এল বুঝি নৃপ যশোধনা॥
শুনিয়া অর্জ্জুন তার এরূপ বচনে।
দূতেরে বলিল যাও ত্বরিত গমনে॥
যে থানে তোমার রাজা করিতেছে স্থিতি।
তার কাছে এই কথা জানাও সম্প্রতি॥
ক্ষতি কি করিবে দেখা তোমাদের ভূপ।
আমার উচিত হয় জানিতে স্বরূপ॥
বিদেশী এসেছি মোরা সাধিবারে কার্য্য।
জানা শুনা ইষ্ট সিদ্ধি এই জানি ধার্য্য॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বাক্য দূত ত্বরা করি।
বভ্রুবাহ নিকটেতে যাইল সম্বরি॥
অর্জ্জুনের অভিপ্রায় জানাইল তারে।
বাসনা হইবে পূর্ণ বলে জানিবারে॥

শুনিয়া সন্তোষ মন সে বভ্রুবাহন।
অর্জ্জুনের নিকটেতে উপস্থিত হন ॥
দেখিল মধ্যেতে বসি সে বীর ফাল্গুণি।
বৃষকেতু কামদেব যতেক সেনানী ॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ যৌবনাশ্ব বীর।
অনুশাল্ব আদি করি সংগ্রাম সুধীর ॥
সকলে বেষ্টিত পার্থ উজলিছে কিবা।
তারকা বেষ্টিত চন্দ্রে যেইরূপ শোভা ॥
উগ্রতা মৃদুতা দুই বিসদৃশ গুণে।
কমনীয় কৃষ্ণ দেহে শোভিত অর্জ্জুনে ॥
উন্নত সুঠাম তার অঙ্গের গঠন;
তেজে পরিপূর্ণ মূর্ত্তি নিতান্ত ভীষণ ॥
শরণাগতের বন্ধু বিপক্ষের যম।
স্নিগ্ধভাব সময়েতে সময়ে বিষম ॥
বসিয়াছে মহাবীর বাসবের মত।
অনুচর পার্শ্বচরে হইয়া বেষ্টিত ॥
পাত্র মিত্র উপযুক্ত লয়ে লোক সঙ্গে।
উপনীত বভ্রুবাহ তথা মনোরঙ্গে ॥
ভক্তিভাবে নত হৈল অর্জ্জুন চরণে।
গলবস্ত্রে লুটাইল দেখিল সে ক্ষণে ॥
পার্থ পদে ফুল দল অর্পিল সকল।
প্রণমি তাহার চক্ষু করে ছল ছল ॥
অন্তরেতে কত ভাব হইল উদয়।
রোদনের সহ হাসা কিবা বিরাজয় ॥
ধনরত্ন যে সকল আছিল সঙ্গেতে।
সব সমর্পণ কৈল পার্থ চরণেতে ॥
কর যুড়ে দূরে থাকি বলিল বচন।
কিঞ্চিৎ সময় ভিক্ষা করে অভাজন ॥
জনম সার্থক মোর জানিনু নিশ্চয়।
যে হেতু এখানে তব হয়েছে উদয় ॥
চিরদিন ছিল সাধ হেরিতে চরণ।
সুকৃতি না হলে নহে মানস পূরণ ॥
সময় সহিত ভাগ্য না হলে সংযোগ।
নিবারণ নাহি হয় মনঃ ক্লেশ রোগ ॥
দেবতা প্রসন্ন মোর জানিনু এক্ষণে।
তা না হলে কেন তব হেথা আগমনে ॥
বুঝিলাম মোর তরে এতই আয়াস।
স্বীকার করেছ তুমি পুরাইতে আশ ॥
সংসারের সুখভোগ বাহ্যিক লক্ষণ।
কিছুর অভাব নাই শুনহ রাজন ॥
ধন রত্ন হয় হস্তী যত আধিপত্য।
আর যত মহামূল্য সুন্দর পদার্থ ॥
সকলি আমার ভাগ্যে দুর্লভ নয়।
কিন্তু বড় মনঃ ক্ষোভ আছে দয়াময় ॥
তাহা দূর করিবার আপনি কারণ।
সংক্ষেপে নিকটে আমি করি নিবেদন ॥
না জানিয়া অপরাধ ঘটেছে আমার।
তোমার প্রসন্ন বিনে কে করিবে তার ॥
পরিচয় না পাইলে চিনিবে কেমনে।
জানিলে আমারে তুমি করিবে গ্রহণে ॥
আমার যতেক দোষ সকলি মার্জ্জন।
করিবে হে দয়াময় এই লয় মন ॥
এত দিন ক্ষোভ ছিল না চিনিনু পিতা।
এখন সে মনঃ ক্ষোভ ঘুচিল সর্ব্বথা ॥
তোমার তনয় হয় এ বভ্রুবাহন।
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে জন্ম জানে জগজ্জন ॥
স্মরণ করিয়া দেখ আপন মনেতে।
পরিচয়ে সন্ধ দূর হবে ঘটনাতে ॥
যে কালেতে তীর্থ যাত্রা করিলে আশ্রয়।
ঘটনায় উপস্থিত হেথা সে সময় ॥
গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী চিত্রাঙ্গদারে তখন।
বিবাহ করিলে দেখ করিয়া স্মরণ ॥
তাহার গর্ভেতে জন্ম হইল আমার।
তোমার ঔরস বলি সন্তান তোমার ॥

বভ্রুবাহ নাম মোর জানে সংসারেতে।
কাঁপয়ে সকল প্রাণী মোর প্রতাপেতে॥
গুরুতর অপরাধ করিয়াছি আমি।
ভরসা আমার দোষ না লইবে তুমি॥
না জানি যজ্ঞের অশ্ব করেছি গ্রহণ।
আগে নাহি পড়িয়াছি বিজয় ঘোষণ॥
অশ্বশিরে জয়পত্র যা আছে চিহ্নিত।
বিজয়ী পাণ্ডব নাম ত্রিলোক ঘোষিত॥
যখন জানিনু ইহা পাণ্ডবের হয়।
পদানত হতে ইচ্ছা সেই কালে হয়॥
তাই অশ্ব সনে হেথা করেছি গমন।
হেরিতে তোমার পদ ভরিয়া নয়ন॥
জনক সফল পক্ষে এই করি স্থির।
পদতলে নিপতিত হইয়াছি বীর॥
এত বলি গলবস্ত্রে লুটায়ে পড়িল।
অর্জ্জুনের শ্রীচরণ করেতে ধরিল॥
বভ্রুবাহনের কাণ্ড হেরি এপ্রকার।
অর্জ্জুনের মনে ক্রোধ হইলে অপার॥
ভ্রুভঙ্গে তাহার পানে দৃষ্টিপাত করি।
তার প্রতি কটু উক্তি করে ধীরিং॥
অসম্ভব বভ্রুবাহ বলিলে আমারে।
বলিতে এ হেন বাণী লজ্জা নাহি তোরে॥
অনায়াসে অপরেরে পিতৃ সম্ভাষণ।
সকলের সাক্ষাতেতে করিলে এখন॥
ইহাতে যে কতদূর লজ্জা ঘৃণা হয়।
তাও কি বিদিত নহ গন্ধর্ব্বাতনয়॥
চিত্রাঙ্গদা পুত্র বলে নিজ পরিচয়।
দিওনা হে বভ্রুবাহ বলনু নিশ্চয়॥
যে হয় বাপের বেটা পিতৃ পরিচয়।
দিয়া থাকে এই কথা জানে জগময়।
তুমি তার বিপরীত বলিলে এখানে।
অনায়াসে অশুচিত্ত করিলে বাথানে॥
সকলের বিদ্যমানে বলিলে যে বাণী।
এর জন্য বড় ঘৃণা করিছে ফাল্গুনী॥
নাহিক তোমার দোষ এরূপ কথনে।
সহবাস ফল হয় জানে সর্ব্বজনে॥
দোষেতে নিমগ্ন চিত্ত যার অনিবার।
দোষে দোষ বোধ কভু না থাকে তাহার॥
নিজ পরিচয় নীচ তোমার সে জ্ঞান।
নাই বলি জানাইলে সবা বিদ্যমান॥
যার সনে জানা শুনা নাহি পরিচয়।
তার সনে কথনেতে মনে কত হয়॥
কি জানি তাহার রীত কিরূপ ধরণ।
এই চিন্তান্বিত চিত হয় অনুক্ষণ॥
পরে আলাপেতে যত ঘনিষ্টতা হয়।
তত তার সহবাসে প্রীতি অতিশয়॥
তখন সম্বন্ধ সখ্য হয় সংস্থাপন।
সে সময়ে থাকেনাকো বিস্ময় লক্ষণ॥
তোমার সনেতে নাই কিছু পরিচয়।
জাতি গোত্র কি সম্বন্ধ কে জানে নিশ্চয়॥
তুমি আমি হাসি মুখে বলিলে জনক।
শুনিবা মাত্রেতে মন অশুদ্ধ জনক॥
লোকে অসম্ভব যাহা তুমি অনায়াসে।
করিলে সবার অগ্রে চক্ষুর নিমেষে॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বাক্য সে বভ্রুবাহন।
ছল ছল আঁখি তার হইল তখন॥
তথাপি পিতার পদ ধরি সযতনে।
অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টি করি একমনে॥
ইচ্ছা করে বলে কিছু না পারে বলিতে।
অন্তরের দুঃখে বীর লাগিল ফুলিতে॥
পুনর্ব্বার পার্থ তারে বচন বলিল।
কেন হেন মতিচ্ছন্ন তোমার ঘটিল॥
লজ্জাহীন জ্ঞান হীন হেরেছি অনেক।
নাহি হেরি লজ্জাহীন তোমারে যতেক॥

বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্য হয়েছে তোমার।
তাই পদে নিপতিত হয়েছ আমার॥
চরণ ধরিলে কিহে পিতা হইবারে।
সম্মত হইব আমি ইচ্ছা কি তোমারে॥
ত্রিলোকেতে অপযশ নারিতে রাখিব।
তোমার মতন আমি লোক হাসাইব॥
চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বের জানি সে নন্দিনী।
শুনিয়াছি সে রূপসী সৌন্দর্য্যের খনি॥
বেশ্যা মধ্যে খ্যাতি তার বহু দিন হতে।
শুনিয়াছি দেশে বসি সবার মুখেতে॥
হতে পারে তার পুত্র বাধা কেন দিব।
কাটিতে আমার মাতা বল অসম্ভব॥
কুলবতী কুললজ্জা করে থাকে ভয়।
কুলটার তাতে ক্ষতি কিবা বৃদ্ধি হয়॥
যাহার পবিত্র রীতি সুন্দর চরিত।
ত্রিলোকেতে সদা গায় সবাই বিদিত॥
তাহারে মজাতে চাও মিথ্যা দুর্নামে।
কজ্জল দিয়া দাগ দিতে নিষ্কলঙ্ক নামে॥
সত্য২ বলিতেছি চিত্রাঙ্গদাসুত।
পাণ্ডুপুত্র করেনাকো এরূপ অদ্ভুত॥
জনম অবধি মোর যদবধি জ্ঞান।
হইয়াছে জানি পাপ পুণ্যের সন্ধান॥
তদবধি বেশ্যা গৃহ হেরিনা কখন।
বেশ্যার মোহন ছবি করিনা দর্শন॥
কুলটা সহিত কথা কথন আলাপ।
করিনাই যাতে শেষে পেতে হয় তাপ॥
অপবিত্র স্থান বলি বেশ্যার ভবনে।
গমন করেনি কভু পাণ্ডুর নন্দনে॥
জন্মিলে তাহারে যার বেশ্যাভিগমন।
হয় নাই এতদিন ধরিয়া জীবন॥
পিতৃ উচ্চারণ করি বাড়াইলে মান।
ধিক্ সে পামর পিতা যাহার বয়ান॥

তব পরিচয়ে খুব হইবে উজ্জ্বল।
সে পিতার বসবাস কেন গর্ব্ব হল॥
না হইল বল মোরে গন্ধর্ব্ব নন্দন।
অপরূপ কেন মোরে বলহ এমন॥
আপনার পরিচয় মনে না ভাবিলে।
ভদ্র সমাজেতে তুমি মিসিতে আসিলে॥
জাননা কুলটা পুত্র শাস্ত্রের বচন।
যেথানে কুলটা বাস আছে নির্দ্ধারণ॥
কুলটার স্পর্শদোষ আছে যেথানেতে।
অপবিত্র সেই স্থান জানে সকলেতে॥
অপবিত্র নীচ তুমি আমারে স্পর্শন।
করিয়া ঘৃণিত মোরে করিলে এমন॥
যাতে মোর মাথা হেঁট হয়েছে লজ্জায়।
মনেতে অশুচি বড় ঠেকিয়াছি দায়॥
মানে মানে চলে যাও গন্ধর্ব্বানন্দন।
কেন মোরে অকারণ কর জ্বালাতন॥
ছাড় ছাড় মোর পদ করোনা গ্রহণ।
সহজেতে না ছাড়িলে ভুঞ্জিবে এখন॥
অর্জ্জুনের শুনি বাণী সে বভ্রুবাহন।
কোন রূপে নাহি ছাড়ে তাঁহার চরণ॥
নয়নের জলে ভাসে তবু দৃঢ় করি।
পদধরি পদতলে লুটায় সত্বরি॥
বার২ বাক্য যদি না শুনিল বীর।
কোপেতে পার্থের মন হইল অধীর॥
পরুষ কুৎসিত ভাবে তাহারে ভৎর্সন।
করিতে লাগিল বীর পাণ্ডুর নন্দন॥
দূর হও দুরাচার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
কুলটার পুত্র তুই অতি অলক্ষণ॥
হেরিলে বদন তোর হয় কার্য্যনাশ।
যাত্রা কালে দেখে গেলে পূর্ণ নহে আশ॥
নরকের কীট চাস স্বর্গে বসিবারে।
গন্ধহীন পুষ্প ইচ্ছা পেতে সমাদরে॥

চণ্ডাল বাসনা করে ব্রাহ্মণ সহিত ।
বসিবারে একাসনে হইতে পূজিত ॥
কুকুর কোলেতে চায় আদরে বসিতে ।
নিজের অশুচি ভাব ত্যজি কোনমতে ॥
বড়ই আস্পর্দ্ধা আমি দেখিলাম তোর ।
না পেয়ে উচিত জ্ঞান বাড়িয়াছে জোর ॥
অভদ্রের প্রতি যেই দূষ্য ব্যবহার ।
ভদ্রেরে করিতে তাহা বিপদ সঞ্চার ॥
চক্ষু লজ্জা পরিত্যাগ করি কুবচন ।
বলিলাম তবু জ্ঞান হলোনা কখন ॥
শুনি এতাদৃশ বাণী অর্জ্জুনের মুখে ।
বভ্রুবাহ কিছু কাল থাকে মনদুখে ॥
শেষেতে বলিল তাঁরে করিয়া বিনয় ।
বিবেচনা করি দেখ তুমি মহাশয় ॥
তোমারে বুঝাব কিবা হিতের লক্ষণ ।
ভাল মন্দ কার্য্যাকার্য্য বুঝ বিচক্ষণ ॥
ভদ্রকুলে জন্ম তব ভদ্র সহবাস ।
ধর্ম্ম নীতি রাজনীতি সকলি প্রকাশ ॥
বল বুদ্ধি বিবেচনা আছে সমুদায় ।
তবে কেন হেন বাক্য বলহ আমায় ॥
বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পুত্র পিতৃ অধিকার ।
শাসন করিতে পারে ইচ্ছা হলে তাঁর ॥
পিতার নিকটে কোন মান অপমান ।
গণ্য নাহি করে থাকে সেই সুসন্তান ॥
এত অপমান ঘৃণা করিলে আমারে ।
তবু মনে কষ্ট কিছু হইবারে নারে ॥
সম্বন্ধ কাহার সনে না থাকিলে কেহ ।
সম্বোধনে করিবারে পারে কি সন্দেহ ॥
কে কাহার পুত্র হয় সাক্ষী কিবা তার ।
জননীর পরিচয়ে জ্ঞানের সঞ্চার ॥
শিশু জন্মদাতা পিতা কেমনে জানিবে ।
জননী না শিখাইলে কিসে সম্বোধিবে ॥
পরিচয় পাইয়াছি জননীর কাছে ।
তাই পিতৃ সম্বোধনে রহিয়াছি পাছে ॥
তাতে কি হয়েছে দোষ বলনা আমারে ।
কত কটু কথা তুমি প্রয়োগিলে মোরে ॥
বিজ্ঞ জনে যে সকল জঘন্য বচন ॥
করিতে পারেনা কভু মুখে উচ্চারণ ॥
অনায়াসে সবার অগ্রে বলিলে পাণ্ডব ।
পতিব্রতা মাতা প্রতি কহিলে যে সব ॥
এই কি উচিত তব বিচার-পণ্ডিত ।
কটু উক্তি করা কেবা না বলে গর্হিত ॥
অকারণে কোন জনে দেয়া মনকষ্ট ॥
তাতে তার প্রতিফল হয়না কি পষ্ট ॥
অন্যকে দিইলে ক্লেশ সুখভোগ নিজে ।
হতে পারে বুদ্ধিমান দেখ দেখি বুঝে ॥
কারু ব্যবহারে যদি কেউ দীর্ঘশ্বাস ।
তেয়াগিলে কভু তার পূর্ণ নহে আশ ॥
গুরুজন নিশ্বাসেতে মন্দ সঙ্ঘটন ।
হয়ে থাকে এই তব হয়েছে ধারণ ॥
লঘু পাপে গুরু ভোগ আছে পূর্ব্বাপর ।
মনকষ্ট দিলে কষ্ট ঘটয়ে সত্বর ॥
অতএব জেনে শুনে পাণ্ডুর নন্দন ।
কেন মোরে মনক্লেশ দেহ অকারণ ॥
আরো বিবেচনা কর আপন মনেতে ।
না হলে সন্তান কেহ এরূপ বলিতে ॥
পারে ওহে গুণাধার বিচারি মনেতে ।
দেখ দেখি স্থির মনে পারত বুঝিতে ॥
আগন্তুক অপরেরে পিতৃ সম্বোধন ।
পারে কি করিতে কেহ বুঝহ সুজন ॥
বভ্রুবাহনের মুখে এরূপ বচন ।
শুনি রাগে কম্পান্বিত পাণ্ডুর নন্দন ॥
পদাঘাত করি তারে ফেলিল দূরেতে ।
নটীর নন্দন তুই এলি জ্ঞান দিতে ॥

দৃষ্টির নিকট হতে দূরে চলে যা।
তা নাহলে প্রতিফল মোর কাছে পা॥
নীতি বুঝাইতে এল আমার কাছেতে।
পণ্ডিতেরে উপদেশ দিবে কি মূর্খেতে॥
প্রশ্রয় পাইয়া তুই শিরেতে উঠিতে।
ইচ্ছা করেছিস্ মনে হাঁরে ছুকিনাতে॥
পাপিষ্ঠ নারকী ঘোর বেশ্যার নন্দন।
পিতৃ সম্বোধনে মান করিতে হরণ॥
ইচ্ছা হইয়াছে মনে এ বড় বালাই।
তার মত প্রতিফল পাবি মোর ঠাঁই॥
এ দিকেতে ধরাশায়ী সে বভ্রুবাহন।
হেরি অনুচর যত পাত্র মিত্রগণ॥
ত্বরা করি করে ধরি ভূমিতল হতে।
উঠাইল বীরবরে কষ্টে কোনমতে॥
তবু যোড় করি কর অর্জ্জুনের প্রতি।
মণিপুর-পতি বলে বিনয় ভারতী॥
অকারণে কেন মোরে হেন কটুভাষ।
বলিলে পাণ্ডব পুত্র পুরাইয়া আশ॥
কোপের অধীন হয়ে কিছু না বুঝিলে।
মুখেযাহা ইচ্ছা হলো তাহা প্রকাশিলে॥
সম্বন্ধে আমার গুরু তাইতে সহিনু।
যত অপমান কৈলে সকল ভুলিনু॥
তোমারে বুঝাব কিবা নিজেই অজ্ঞান।
বালকের নীতি জ্ঞান কোথা বিদ্যমান॥
বিবেচনা করি দেখ পাণ্ডুর নন্দন।
শরণ যদ্যপি লয় কোন নীচ জন॥
তারে সমুচিত মান দিয়ে থাকে লোকে।
বিপক্ষ বাটীতে এলে আদরে তাহাকে॥
কুবাক্য কর্কশ ভাষা করিতে প্রয়োগ।
বিধি কি রসনা সৃষ্টি করেছে সংযোগ॥
মুখেতে অমৃত আছে মুখে আছে বিশ।
ব্যবহারে দোষ গুণ জেনো অহর্নিশ॥
আইনু তোমার কাছে পাইতে আদর।
তুমি কিনা ঘৃণা করি বলিলে বিস্তর॥
ছোট বড় ভেদ জ্ঞান নাহি করে জ্ঞানী।
নীচ উচ্চ বোধ করে যারা অভিমানী॥
মনুষ্য দৃষ্টিতে আছে ভেদ ছোট বড়।
ঈশ্বরেত ভিন্ন ভাব নাহি জেনো দড়॥
সৃষ্টিকর্ত্তা সব জীবে করেন সৃজন।
সমান দয়াতে সবে করেন পালন॥
ধনী কি নির্দ্ধন মান্য গণ্য তাঁর কাছে।
উচ্চপদ পরিচয় তাঁর কাছে মিছে॥
চণ্ডাল অশুচি শুচি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব।
ঈশ্বরেতে ভেদ জ্ঞান জেনো অসম্ভব॥
সকলে সমান জ্ঞান করে যেই ধীর।
মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট যেই করেন গম্ভীর॥
যার লাগি সকলেতে করয়ে রোদন।
জানিও সে নর নয় সামান্য লক্ষণ॥
ভগবান্ কৃপাবান্ তাঁহার উপরে।
ভূলোকে গোলোকে স্থিতি সেই গুণধরে॥
তুমি গালি দিলে মোরে ক্ষতি কিবা তাতো
জিজ্ঞাসি মহত্ব কিবা হইবে ইহাতে॥
এ সকল সার কথা সামান্য নরেতে।
বুঝিবে কি তারা যারা মগন পাপেতে॥
অহংজ্ঞানে অহঙ্কারে যাহাদের চিত।
দিবানিশি উগ্রমূর্ত্তি ধরি আছে স্থিত॥
তোমারে বলিহে পার্থ বিনয় বচন।
সত্য দয়া ধর্ম্মে রত তোমাদের মন॥
নারায়ণ পদাশ্রয়ে থাক চিরকাল।
তোমাদের হেন বুদ্ধি একিরে জঞ্জাল॥
বিবেচনা করে দেখ পাণ্ডুর নন্দন।
সহসা কাহারে কেহ পিতৃ সম্বোধন॥
করিতে পারেহে পার্থ দেখ ভাবি মনে।
তুমি যেন অভিমানে হলে বিস্মরণে॥

কিন্তু কটু কথা বলা হয় কি উচিত।
এই কি সতের কার্য্য সাধু প্রশংসিত ॥
বলিতেং বীর অশ্রুজলে ভাসে।
বলিবারে ইচ্ছা কিন্তু নাহিক প্রকাশে ॥
এ হেন সময় যত অনুচর গণ।
অর্জ্জুনের ব্যবহার দেখিয়া তখন ॥
পরস্পর মুখামুখী করে সর্ব্বজনে।
বলে অসম্ভব বলে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
পুত্র না হইলে কেহ অপরের প্রতি।
পিতা বলি সম্বোধিতে কাহার শকতি ॥
অর্জ্জুনের ছলনার কিবা প্রয়োজন।
অকারণে কটু বাণী না হয় শোভন ॥
শেষে হংসধ্বজ আর নীলধ্বজ নৃপে।
বলিতে লাগিল মিষ্ট হস্তিনার ভূপে ॥
মহারাজ বভ্রুবাহ বীর চূড়ামণি।
বীর বলি পরিচয় বহুকাল শুনি ॥
শান্ত দান্ত ধীর মতি সৌজন্য-আধার।
ধর্ম্ম কর্ম্মে স্থির মতি বিনয়ীর সার ॥
তোমারে জানিয়া পূজ্য আইল পুজিতে।
চন্দন কুসুম করে করিয়া যত্নেতে ॥
চরণে প্রহার করা হেন গুণাধারে।
উচিত না হয় ইহা কহিনু তোমারে ॥
তোমারে বিনয়ী বলে জানি পূর্ব্বাপর।
বিজ্ঞ বলে নাম তব শুনি নিরন্তর ॥
অশিষ্ট ব্যাভার কভু পাণ্ডুর নন্দন।
কর নাই এই কথা বলে সর্ব্বজন ॥
তবে কেন আজি হেন কোপের সঞ্চার।
কি জন্য ইহারে কৈলে চরণে প্রহার ॥
অকারণে অনুগতে করিয়া প্রহার।
হৃদয়ে বেদনা তুমি দিলেছে সবার ॥
করিলে দুর্নাম ক্রয় কোপের বশেতে।
বুঝিতেছি সমুচিত ঘটিবে ত্বরিতে ॥

রাগে লক্ষ্মী ছেড়ে যায় আত্মীয় স্বজন।
সহবাস পরিত্যাগ করে সর্ব্বজন ॥
সত্যবটে কামক্রোধ প্রভৃতি বাসনা।
ঈশ্বরের সৃষ্টি ইহা জানে সর্ব্বজনা ॥
কিন্তু তাঁর অভিপ্রায় করিতে দমন।
উপযুক্ত শক্তি নরে সেই নিরঞ্জন ॥
দিয়াছেন, ইহা সবে করয়ে স্বীকার।
কিন্তু এর শক্তি সীমা আছে অধিকার ॥
ক্রোধ প্রকাশের স্থল আছে নির্দ্ধারিত।
অসময়ে ক্রোধ করা অতি অনুচিত ॥
পিতা মাতা গুরু কিম্বা আত্মীয় সোদর।
ক্রোধ কালে তাসবারে বলে কটু নর ॥
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধী জনে।
সব পাপ করে লোক হইলে কোপনে ॥
তাই বলি ধনঞ্জয় জানিয়া শুনিয়া।
অনুচিত বল কেন কুপিত হইয়া ॥
শপথ করিয়া মোরা বলিবারে পারি।
বভ্রুবাহ জানি ওহে সন্তান তোমারি ॥
পুত্র যদি নাহি হয় মণিপুর পতি।
পিতৃ সম্বোধিবে কেন তোমারে সম্প্রতি ॥
পিতা বলে অপরেরে আলাপ করিতে।
কার নাহি লজ্জা ঘৃণা হয় অন্তরেতে ॥
মোদের বচন রাখ পাণ্ডুবংশধর।
মণিপুর পতি প্রতি কর সমাদর ॥
বাৎসল্য ভাবেতে হের আপননন্দনে।
মর্ম্মব্যথা দিতে চেষ্টা করনাহে মনে ॥
আপনার বস্তু রাখ আপন কাছেতে।
ঘৃণা হিংসা পরিত্যাগ কর বীরব্রতে ॥
বহু দিন পরে দেখা হলো দুজনার।
চিনিয়া আনন্দে মন দিউক মাতার ॥
ইহা শুনি ধনঞ্জয় বলে প্রত্যুত্তরে।
যে জন ঘটনা নাহি জানে পূর্ব্বাপরে।

অনায়াসে সে মীমাংসা করিবারে পারে ।
দোষ গুণ কিছু নাহি পারে হেরিবারে ॥
যদি এই বভ্রুবাহ আমার তনয় ।
হইত তা হলে কেন হেন পরিচয় ॥
জননীর নাম করি বলিবে আমায় ।
বীর ধর্ম্ম প্রকাশিতে ঠেকিলেক দায় ॥
কেন রণে পরাঙ্মুখ হইল এক্ষণ ।
এই কি ক্ষত্রিয় রীত বল সভাজন ॥
ভাই বন্ধু পিতা মাতা গুরুর সহিত ।
ক্ষত্রিয় আপন তেজ ছাড়ে কদাচিত ॥
দেখ দেখি অভিমন্যু আমার নন্দন ।
কি করিল রণ মাঝে অসাধ্য সাধন ॥
বড় বড় সপ্তরথী তাহারে ঘেরিল ।
তবু তার মনোমধ্যে ভয় না হইল ॥
যতক্ষণ ছিল শ্বাস আপন শক্তিতে ।
চক্রব্যূহ করি রণ কৈল বিধিমতে ॥
সংগ্রামে নিহত হয়ে স্বর্গপুরে গেল ।
তবু আপনার তেজ কভু না ছাড়িল ॥
বীর পুত্র বীর নাম রাখিল ভুবনে ।
অদ্যাপি তাহার নামে কাঁপে কুরুগণে ॥
যেমন ঔরসে জন্ম অনুরূপ তার ।
পরিচয় দিয়াছিল কুমার আমার ॥
বভ্রুবাহ যদি হবে আমার নন্দন ।
অশ্ব ধরি হলো কেন ভয়েভীত মন ॥
প্রথমে গরব করি ধরিল অশ্বেরে ।
পরিচয় জানি শেষে শঙ্কিত অন্তরে ॥
কি করিবে কি হইবে না পেয়ে উপায় ।
অশ্ব দিতে আসিয়াছে পড়িয়াছে দায় ॥
সত্যপুত্র হতো যদি ক্ষত্রিয় ঔরস ।
তা হলে হত কি মন আশঙ্কার বশ ॥
অবশ্যই ভুজবলে নিজ পরিচয় ।
দিত সম্মুখেতে আসি একথা নিশ্চয় ॥
অঙ্কুর দেখিয়া বৃক্ষ জানা যেতে পারে ।
শার্দ্দূল শাবক শক্তি ছাড়িবারে নারে ॥
আপনার অধিকার অথবা বিদেশে ।
রণে বনে প্রান্তরেতে যেই খানে বসে ॥
বীর হলে পদানত হবেনা কখন ।
এই কথা সত্য২ জেনো সর্ব্বজন ॥
কাপুরুষে পুরুষের না থাকে লক্ষণ ।
প্রবলে হেরিলে তার হয় ভীত মন ॥
পিতা হতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সকলেই জানে ।
বিজ্ঞ লোকে এর ফল পেয়েছে প্রমাণে ॥
অনল ব্রাহ্মণ আর যত নাগকুল ।
ছোট বড় হলে তবু তেজে সমাকুল ॥
অগ্নিকণা সংহারিতে পারে এই সৃষ্টি ।
ব্রাহ্মণ বালক হলে তার শাপে রিষ্টি ॥
বড় হতে ছোট সাপ তেজীয়ান্ অতি ॥
প্রত্যক্ষেতে এসকল নহ অবগতি ॥
শৃগাল যদ্যপি সিংহী দুগ্ধ করে পান ।
তবু তার তেজ নয় সিংহের সমান ॥
সিংহ শিশু অনায়াসে নিজ বিপক্ষেরে ।
ধরিবেক, দৃষ্টিমাত্র হয়ে অগ্রসরে ॥
এই কথা যুক্তিময় জেনো সকলেতে ।
এ সিদ্ধান্ত চিরদিন আছে সংসারেতে ॥
দর্প করি পার্থ যদি এতেক বলিল ।
বভ্রুবাহ তাঁর প্রতি চাহিয়া রহিল ॥
সম্বন্ধে হইয়া বদ্ধ যোড় হাত করি ।
বলিতে লাগিল বাক্য অতি ধীরি২ ॥
হে পার্থ বচন ব্যর্থ কেন বল এত ।
মোর প্রতি হেন বাণী অতি অসঙ্গত ॥
তোমার সহিত তর্ক অনুচিত হয় ।
কিছু না বলিলে মনে ক্ষোভ অতিশয় ॥
উচিত বলিলে পাছে মনে কর রাগ ।
এই জন্যে এতক্ষণ ছিলাম বিরাগ ॥

আর মৌন থাকা মোর না হয় শোভন।
"দোষা বাচ্যা গুরোরপি" শাস্ত্রের লিখন ॥
তুমি পার্থ মোরে গালি বহুতর দিলে।
যাহা ইচ্ছা হলো মনে সকলি বলিলে ॥
জারজ কুলটা পুত্র আমাকে বলিলে।
কিন্তু হে নিজের দোষ নিজে না দেখিলে ॥
দেখিতে পরের তুমি তিল মাত্র দোষ।
তাল জ্ঞান কর পার্থ হয়ে অসন্তোষ ॥
নিজ জন্ম পরিচয় সব বিস্মরণ।
হইলে কি হেথা এসে পাণ্ডুর নন্দন ॥
কাহা হতে জন্ম লাভ হইল তোমার।
লোকে কি অজ্ঞাত আছে তাহা জানিবার।
তোমা হতে কুরুকুল কিরূপ উজ্জ্বল।
হইয়াছে, একবার স্মর সে সকল ॥
পবিত্র আচার যার সৎ আচরণ।
নিষ্পাপ যাহার চিত ধর্ম্ম পরায়ন ॥
সে জন পাপীরে ঘৃণা করিবারে পারে।
কিন্তু পাপী পাপীজনে নারে নিন্দিবারে ॥
নিষ্কলঙ্ক পরিচয় হইলে তোমার।
আমারে করিতে ঘৃণা তব অধিকার ॥
অবশ্য থাকিত তাতে নাহিক সংশয়।
এই কথা সত্য বলি মানিনু নিশ্চয় ॥
তোমার মনেতে এই হয়েছে প্রত্যয়।
তোমারে দেখিয়া আমি পাইয়াছি ভয় ॥
তাই পদানত হয়ে এসেছি কাছেতে।
চরণে শরণ আমি লয়েছি যত্নেতে ॥
মরিবার ভয় মনে হয়েছে আমার।
ভরসা হয়েছে এবে চরণ তোমার ॥
মন হতে এ সন্দেহ যাইবে এখনি।
কতদুর ভীরু আমি জানিবে আপনি ॥
ত্রিভুবনে কারে যেই নাহি করে ডর।
যার সমকক্ষ নাই ভুবন ভিতর ॥
কৃতান্তে যে লক্ষ্য নাহি করে অবহেলে।
তাঁরে তুমি ভীরু জ্ঞান অনায়াসে করিলে ॥
কি বলিব মাতৃ আজ্ঞা রক্ষার কারণে।
এতদুর অপমান সহিনু পরাণে ॥
তাঁর অনুরোধ জন্য দিতে অশ্ববরে।
এসেছিনু সসৈন্যেতে তোমার গোচরে ॥
আমার মনের বাঞ্ছা অশ্ব সহজেতে।
ছাড়িবনা যদি প্রাণ যায় নিমেষেতে ॥
কি করি পরমারাধ্য জননী বচন।
কি রূপে লঙ্ঘন করি হয়ে পুত্রধন ॥
মায়ের মনেতে ব্যথা দিতে নাহি পারি।
তাহার বচন আমি লঙ্ঘিবারে নারি ॥
আমি জানি যদি শোকে জননী আমার।
অশ্রুজল পরিত্যাগ করে অনিবার ॥
তাহলে সম্পদ রাশি যতেক বৈভব।
নাসরব এ সমৃদ্ধি বিনষ্ট সে সব ॥
জননীর আশীর্ব্বাদে অভাব কিবল।
কুপিত হইলে মাতা সব রসাতল ॥
সংসারী জনের পক্ষে প্রত্যক্ষ দেবতা।
জননী কেবল ইহা জানিও সর্ব্বথা ॥
এমন মায়ের বাক্য রক্ষিবার তরে।
অশ্ব ফিরাইয়া দিতে এসেছি সত্বরে ॥
যেমন বিনয়ে আমি ধরিনু চরণ।
যেমন তোমারে আমি বলিনু বচন ॥
যেমন ভক্তিতে নত হইলাম আমি।
তার মত প্রতিফল ভাল দিলে তুমি ॥
তোমার এ ব্যবহার যত কাল জীব।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি কভু না ভুলিব ॥
পুরুষ কি কাপুরুষ জানাব এখনি।
মোর পরিচয় পাবে পাণ্ডুবংশ মণি ॥
মুখে যা বলিব আমি দেখিবে কাযেতে।
এখনি আমার শক্তি হবে প্রকাশিতে ॥

বার বার অপমান না পারি সহিতে।
অগ্নি কি থাকিতে পারে পাংশুর সহিতে॥
যত দূর সহিবার সহিনু সকল।
আর না সহিব এবে প্রকাশিব বল॥
বলিতে বলিতে কোপে আরক্ত লোচন।
সন্ধ্যাকালে সূর্য্য যেন প্রকাশে গগণ॥
নিশ্বাসেতে উষ্ণ বায়ু সঞ্চারে তখন।
শরীর হইতে তেজ হয় নিঃসরণ॥
ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল।
সৈন্যগণ প্রতি বীর এই আদেশিল॥
যতনে বাঁধিয়া রাখ এই অশ্ববর।
না ছাড়িবে কোনক্রমে মোর বাক্যধর॥
ত্রিলোক একত্র হলে আমার বচন।
উল্লঙ্ঘন না করিবে শুন বীরগণ॥
কারে না করিবে ভয় আমার বচনে।
অগ্রসর করে তারে যমের সদনে॥
পাঠাইব এই আজ্ঞা রাখিও মনেতে।
সকলে প্রস্তুত থাক আমার কথাতে॥
এই কথা বলি বীর যজ্ঞ অশ্ববরে।
সৈন্যগণ সমীপেতে দিলেন সত্বরে॥
মাথা নোয়াইয়া তারা ধরি অশ্ববরে।
রাখিয়া গেলেন বীর জননী-গোচরে॥
এ দিকেতে সৈন্যগণ যুদ্ধের কারণ।
বর্ম্মেতে আপন তনু করিল ছেদন॥
শেল শূল নানা অস্ত্র করেতে লইল।
জয় জয় শব্দে দিক্ আচ্ছন্ন করিল॥
প্রলয় কালের মত গভীর গর্জ্জন।
করিলেক চমকিত পৃথিবী তখন॥
সকল প্রাণীর শঙ্কা অন্তরে হইল।
সৃষ্টিনাশ হয় বলে প্রমাদ গণিল॥
আচম্বিতে দুর্ঘটন কেন এ প্রকার।
এ জন্য চিন্তিত মন হলো সবাকার॥

মাঝে২ রণ বাদ্য হতেছে বাদন।
রণ ঢক্কা ঘোর রব করে উচ্চারণ॥
হয় হস্তী রথ রথী সৈন্য অগণন।
পৃথিবী ছাইয়া তারা করয়ে গমন॥
কালান্ত কালের মত ভীষণ শরীর।
দেখিলেই বুদ্ধিলোপ কেবা রহে স্থির॥
তোমর পট্টিশ গদা মুষল মুদ্গার।
শেল শূল টাঙ্গি হাতে ধায় বীরবর॥
মার মার ধর ধর এই মাত্র রব।
ক্রমেং অগ্রসর যত সৈন্যসব॥
সকলেই সুশিক্ষিত সংগ্রাম কৌশলে।
কৃতান্ত কম্পিত কায় হেরে সে সকলে॥
রণ বাদ্য রব শুনি সৈন্যের সজ্জিত।
সমাচার শুনি চিত্রাঙ্গদা উৎকণ্ঠিত॥
হাহাকার রবে ধায় পুত্রের কাছেতে।
বুঝি কোন অমঙ্গল ঘটেছে ত্বরিতে॥
অকস্মাৎ রণবাদ্য শুনিবারে পাই।
কেন সৈন্যগণে হেরি সজ্জিত সবাই॥
গর্জ্জিয়া সকলে কেন হয় অগ্রসরে।
কি জন্য যুদ্ধের সজ্জা যত বীরবরে॥
বুঝেছি কপাল মোর ভেঙ্গেছে নিশ্চয়।
তা না হলে রণ সজ্জা কেন সৈন্যচয়॥
করিতেছে বীরগণ উৎসাহ মনেতে।
বুঝেছি পুত্রের ইচ্ছা সংগ্রাম করিতে॥
অনুমানি সে ফাল্গুনি পাণ্ডুবংশ মণি।
কোনরূপ মনস্তাপ দিয়াছে এখনি॥
বুঝি নিদারুণ বাক্য বলেছে সন্তানে।
বুঝি দগ্ধ করিয়াছে ঘোর অপমানে॥
পুত্র বলি সম্ভাষণ পাণ্ডুর নন্দন।
করে নাই, বলি হেন যুদ্ধ আয়োজন॥
হায়! হতভাগী মনে যে আশা করিল।
কপাল ক্রমেতে তাহা বিফল ঘটিল॥

হইয়া পিপাসাকুল সমুদ্রের কাছে।
যাইয়া বিফল হয়ু ভাগ্য ধায় পাছে ॥
নির্ম্মাইনু সুখময় অট্টালিকা যেই।
প্রবেশিতে ভগ্ন হলো। ভোগ হৈল কৈ ? ॥
আশার আশ্বাসে প্রাণ ছিল এতক্ষণ।
এখন অন্তর দাহে হতেছে দহন ॥
প্রাণনাথ কি বলিব নারিনু জানিতে।
কুগ্রহের ফল ভোগ হইল ভূগিতে ॥
সকলি বিধির ইচ্ছা আমি কি করিব।
কি আছে তাঁহার মনে কেমনে জানিব ॥
এত কষ্ট মনঃক্লেশ প্রদানি আমারে।
হয়না কি তৃপ্তিলাভ হায়! বিধাতারে ॥
মনে মনে ছিল আশা হয় একদিনে।
নেহারিব প্রাণনাথে সহাস্য বদনে ॥
অভাগীর ভাগ্যক্রমে সে সকল আশা।
সকলি বিনষ্ট হলো ফুরাল ভরসা ॥
দাঁড়াবার স্থল মোর আর না রহিল।
এতদিনে আশাতরু সমূলে যাইল ॥
পুত্রের কমল মুখ করি নিরীক্ষণ।
এতদিনে সংসারেতে জীবন ধারণ ॥
করিতে ছিলাম, আমি আশার কারণে।
সকলি স্বপন বলি হইতেছে মনে ॥
যাহোক্ ক্রমেতে আমি হয়ে অগ্রসর।
জানি দেখি কি ঘটনা ঘটিল সত্বর ॥

বলিতে বলিতে দেখে আপন সন্তানে।
করযোড়ে দাঁড়াইয়া তার বিদ্যমানে ॥
অভিমানে ছল২ করিছে নয়ন।
মাঝে২ অশ্রুজল হয় বরিষণ ॥
কাঁপিতেছে ওষ্ঠাধর ঘন২ শ্বাস।
বুঝিলেন আশাপথে ঘটেছে হুতাশ ॥
বলিবারে ইচ্ছা কিন্তু মাথা অবনত।
দুনয়নে দর দর ধারা প্রবাহিত ॥
আত্মীয়ের নিকটেতে শোক দুঃখ যত।
সকলি উথলে উঠে নূতনের মত ॥
তাই জননীরে হেরি সে বভ্রুবাহন।
মনঃ ক্ষোভে ম্লান মুখ তাঁহার বদন ॥
মুখেতে না সরে বাক্ অচেতন মত।
রহিল দাঁড়ায়ে বীর দেখিতে অদ্ভুত ॥
দেখিয়া মায়ের মন চিন্তার তরঙ্গে।
উথলিল একেবারে মনঃ ক্ষোভ সঙ্গে ॥
কেন বাছা এ প্রকার মলিনবদন।
কেন ঘন ঘন হয় অশ্রু বরিষণ ॥
কি বলেছে পিতা তোরে বলহ আমারে।
অনুমানি অপমান করিয়াছে তোরে।
বিবরিয়া সে কাহিনী বলনা আমায়।
আমায় বলিতে কেন ঠেকিতেছ দায় ॥

ইতি ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মণো বাচকঃ কোহয়ম্মকারোহনন্তবাচকঃ।
শিবস্য বাচকঃ যশ্চ নকারো ধর্ম্মবাচকঃ॥

জননীর নিকটে বভ্রুবাহনের পিতৃ-
পরিচয় বর্ণন।

জৈমিনি কহেন শুন রাজা জন্মেজয়।
তার পর যে সকল ঘটিল নিশ্চয়॥
সে সকল বিস্তারিয়া বলিব তোমারে।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হবে তুমি গুণাধারে॥
বভ্রুবাহন সৈন্যগণে যুদ্ধের কারণে।
সজ্জিত হইতে আজ্ঞা করিয়া তখনে॥
জননীর সঙ্গে দেখা করিবারে ধায়।
যাইতে যাইতে তাঁরে পথে দেখা পায়॥
অশ্রুজল পড়িতেছে বদন ব্যাপিয়া।
মলিন মুখের কান্তি ক্ষুব্ধ বীর হিয়া॥
অগ্রে করে জননীর চরণে প্রণাম।
করি বীর ধীরে২ বলে অবিরাম॥
যে ক্লেশ পেয়েছি মাগো হেরিয়া অর্জ্জুনে।
যেই নিদারুণ বাক্য শুনেছি শ্রবণে॥
যে প্রকার দুর্ব্যবহার করেছে ফাল্গুণি।
স্মরিলে এখন হয় হতাশ পরাণি॥
ইচ্ছা হয় ত্যজি প্রাণ আত্মঘাত করি।
ইচ্ছা হয় চলে যাই অরণ্য মাঝারি॥
ইচ্ছা হয় গিরি গুহা করিয়া আশ্রয়।
সমাজে দেখাতে মুখ হয় লজ্জা ভয়॥
বাসনা করিনু মনে তব আদেশেতে।
পিতার চরণ পদ্ম করিব পূজিতে॥
ইন্দ্রিয় সার্থক হবে হেরি পিতৃপদ।
মনঃ ক্ষোভ দূর হবে যতেক বিপদ॥
স্নেহেতে পিতার কাছে হব পরিচিত।
পুত্র বলি তাঁর কাছে হইব আদৃত॥
সকলি কপাল ক্রমে হল অকারণ।
মনের যতেক আশা বিনষ্ট এখন॥
মনেতে উৎসাহ যত ছিল হত সব।
অভিমান চূর্ণ একেবারে পরাভব॥
নীচেতে হাসিবে মোরে দিবে টিট্‌কারি।
সকলে করিবে ঘৃণা হেরিয়া আমারি॥
বাঁচিয়া কি ফল বল জননী আমার।
এত কি আছিল মনে আহা বিধাতার॥
জন্মাবধি কারু আমি কভু অপকার।
করিনাই বলে পেনু প্রতিফল তার॥
ধর্ম্ম ভয় সত্যে প্রীতি বড় আকিঞ্চণ।
তার পরিণাম এবে হইল এমন॥
রাখিতে মায়ের কথা এদশা আমার।
হায় কি বাসনা করি আর বাঁচিবার॥
সহেনা যাতনা প্রাণে হয়েছি অস্থির।
এত কি সহিতে পারে যেই হয় বীর॥
অকারণে গুরুতর গঞ্জনা আমারে।
হইয়াছে বলিতেছি তোমার গোচরে॥

ভাল হলো দেখা হলো তোমার সনেতে।
আমারে বিদায় দাও যথা ইচ্ছা যেতে ॥
প্রার্থনা আমারে পুত্র না করিও জ্ঞান।
শুরু নিন্দা যে সহিল ধিক্ তার প্রাণ ॥
ধিক্ তার বাহুবল ধিক্ বীর গর্ব্ব।
ধিক্ সে রাজত্ব তার সব হলো থর্ব্ব ॥
শুনিয়া জননী বাণী সন্তানের মুখে।
ক্ষণকাল মৌন মাতা রহিলেন দুখে ॥
পরে প্রবোধিয়া তাঁরে বলেন বচন।
কি হয়েছে মোর কাছে বল বাছাধন ॥
কেন এত মনঃক্ষোভ আমার নিকটে।
বলিতেছ ম্লানমুখ তুমি অকপটে ॥
তুমি কি বলিলে বল পাণ্ডুর নন্দনে।
কিরূপে হইল দেখা অর্জ্জুনের সনে ॥
পরিচয় জানাইলে কিরূপ প্রকারে।
সমুদয় বিবরিয়া বলহ আমারে ॥
প্রকাশ মনের কথা মায়ের কাছেতে।
কি হয়েছে কি জন্যেতে এত দুঃখ চিতে ॥
অভিমানে পরিপূর্ণ কেন বাছাধন।
যে জন্যেতে ছলং করে দুনয়ন ॥
কি কারণে ফুলিতেছ গর্জ্জিতেছ এত।
বল মোরে কি বলেছে জনক তাবত ॥
পরিচয় শুনি তব পিতা কি বলিল ॥
অনুমানি যথাযোগ্য স্নেহ না করিল ॥
সমুচিত সম্মান না তাঁহার কাছেতে।
পাও নাই বলে তুমি হয়েছ ক্ষুভিতে ॥
মায়ের মাথার দিব্য বল যাদুমণি।
কতদূর অপমান করেছে ফাল্গুনি ॥
আহা অভিমানী পুত্র কথন কাহার।
নিকটেতে অপমান হয়নি তোমার ॥
তারি জন্যে এত কষ্ট এতই রোদন।
এতদূর মনঃক্ষোভে কাতর এমন ॥

শুনিয়া মায়ের কথা মাতৃভক্ত সুত।
কর যুড়ি বলে বাক্য ভক্তি নম্র যুত ॥
জননী বলিতে বাণী নাহি সরে মুখে।
সেই জন্যে ম্রিয়মাণ আছি মহাদুঃখে ॥
জিয়ন্তে মরণ তুল্য হইয়াছি আমি।
মূর্ত্তি দেখে বুঝিতে না পারিতেছ তুমি ॥
বজ্রসম নিদারুণ কঠিন বচনে।
কোমল পরাণ মোর দহে প্রতিক্ষণে ॥
সুখ শান্তি মন হতে গিয়াছে আমার।
বাঁচিতে বাসনা নাই ক্ষণমাত্র আর ॥
যে সকল নিদারুণ শুনেছি বচন।
কেমন করিয়া আমি করি উচ্চারণ ॥
বলিতে সরম হয় করিতেছ জেদ।
কেমনে নিষ্ঠুর বাক্য করি আমি ভেদ ॥
সুহৃদ স্বজন কাছে যে সকল কথা।
বলিতে উপজে লাজ মনেতে সর্ব্বথা ॥
সে সব তোমারে আমি কি রূপে জানাই।
জননীগো এই জন্যে আরো কষ্ট পাই ॥
অত্যন্ত ইতর প্রতি হেন মন্দ ভাব।
কথন কাহার জিহ্বা করেনা প্রকাশ ॥
কি করিব জানি পূজ্য হয় পিতৃদেবে।
তারি জন্য সহ্য তাহা ক্রমে হলো এবে ॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য মাতা অতিশয়।
তাপে সন্তাপিত তার হইল হৃদয় ॥
বিশেষতঃ বার বার সন্তানের মুখে।
বাঁচিতে বাসনা নাই শুনি দহে দুখে ॥
অমঙ্গল বাক্য মাতা শুনিলে শ্রবণে।
বিষাদে হৃদয় তাঁর হয় নিদারুণে ॥
যদি কভু ক্রোধবশে কথন জননী।
মরুক বলিয়া পুত্রে বলেন অমনি ॥
কিন্তু যবে মন হতে কোপ হয় দূর।
জ্ঞান বিবেচনা আদি প্রকাশে প্রচুর।

সে সময় মনে হলে আপন বচন।
বিষাদে তাঁহার চিত দগ্ধ অনুক্ষণ ॥
কেন হেন অমঙ্গল অপ্রিয় বচন।
মম মুখ হতে হলো কোপে উচ্চারণ ॥
এই জন্য ম্লানমুখী সুখী নয় মাতা।
ভাবেন পুত্রের শুভ ঘটাতে সর্ব্বথা ॥
বভ্রুবাহ মুখে শুনি অমঙ্গল বাক্।
ছল ছল করে আঁখি জননী অবাক্ ॥
বার বার জিজ্ঞাসেন করি অনুনয়।
কি হয়েছে মোর কাছে বলহ তনয় ॥
না শুনিয়া মনে কত হয় তোলা পাড়া।
জেনো মোর মন কষ্ট তোর হতে বাড়া ॥
সংসারে তোমার মুখ সতত চাহিয়া।
করিতেছি দিনপাত তোমার লাগিয়া ॥
মনের যতেক গ্লানি সব বিসর্জ্জন।
দিয়াছি শুনহ পুত্র তোমার কারণ ॥
সংসারেতে পতিপুত্র ইহারে লইয়া।
বাস করে নারীগণে সকল ভুলিয়া ॥
অভাগিনী প্রাণপতি এবে বিস্মরণ।
হইয়া দিতেছে কষ্ট মোরে অকারণ ॥
সে সব ভুলিয়া আছি তব মুখ চেয়ে।
অমঙ্গল আশঙ্কায় আইলাম ধেয়ে ॥
পলকে প্রলয় জ্ঞান মোর মনে হয়।
ক্ষণে দেখা নাহি হলে এযুগ প্রণয় ॥
বোধ করি ইহা হয় স্নেহের জন্যেতে।
তুমি যে কিরূপ তাহা কাহার বিদিতে ॥
যত কষ্ট যত দুঃখ ভুলেছি সকল।
তোমার কমল মুখ হেরিয়া কেবল ॥
এখন বিদীর্ণ নাহি হইল হৃদয়।
দেখিয়া মলিন মূর্ত্তি তোর অতিশয় ॥
চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইতেছে জ্ঞান।
কথা কহিতেছি আমি দেহে নাহি প্রাণ ॥
পরাণ পুতুলি তুমি আমার জীবনে।
তোমারে এরূপ হেরি বাঁচিব কেমনে ॥
বল বল বভ্রুবাহ প্রকাশিয়া বল।
জননীর দিব্য লাগে না করিহ ছল ॥
যেজন তোমার হিত সদা চেষ্টা করে।
যে জন তোমার জন্যে আছে পরাপরে ॥
যারে তুমি শ্রদ্ধা ভক্তি কর অতিশয়।
তারে কষ্ট দিতে কেন এত ইচ্ছা হয় ॥
মোর মাথা খাও বাছা বল সবিশেষে।
মন দুঃখ প্রকাশিয়া বলহ নিমেষে ॥
মনের মালিন্য যত আছয়ে তোমার।
প্রকাশিলে যদি কিছু তার প্রতীকার ॥
আমা হতে নাহি হয় এই সন্ধ কর।
তবুও জানায়ে দুঃখ ক্রমে পরিহর ॥
জানাও আত্মীয় জনে দুঃখ বিবরণ।
বলিলে মনের বেগ তবু সম্বরণ ॥
হয়ে থাকে এই কথা বলে বিজ্ঞজনে।
জেনে শুনে কেন মোরে না বল নন্দনে ॥
যদ্যপি বলিতে বাধা থাকয়ে তোমার।
সাক্ষাতে ত্যজিব আমি প্রাণ আপনার ॥
দেখিয়া জননী জেদ পুত্র যোড়করে।
মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশিত করে ॥
বলে মাগো কেন ক্ষোভ কর অতিশয়ে।
কেন এত জেদ কর তোমার তনয়ে ॥
বলিতে বিদরে বুক সে দুঃখ কাহিনী।
শুনিলে তোমার হৃদে বাজিবে এখনি ॥
পাছে তুমি আমা হতে বেশী কষ্ট পাও।
এই জন্য বলি নাই যা শুনিতে চাও ॥
শুনিলে যদ্যপি তুমি সন্তোষ হইতে।
তাহলে এখনি হতো তাহা প্রকাশিতে ॥
যে কথা স্মরণ হলে মোর দেহ দহে।
তা শুনিলে মার প্রাণ কতক্ষণ রহে ॥

যাহোক, জননী আমি তোমার আদেশে।
উপনীত হয়েছিনু অর্জ্জুন সকাশে॥
অশ্ব সনে সৈন্যগণে আমি যাত্রা করে।
নানারত্ন ধন লয়ে গেলেম সত্বরে॥
দূত মুখে অভিপ্রায় করিয়া শ্রবণ।
পুলকে পুর্ণিত হলো আমার মনন॥
আস্তে ব্যস্তে নিকটেতে হয়ে উপনীত।
পিতার চরণ পদ্ম করিনু বন্দিত॥
আপনার পরিচয় দিলাম তাঁহারে॥
বলিলাম আমি পার্থে তোমার কুমারে॥
চিত্রাঙ্গদা মোর মাতা গন্ধর্ব্ব নন্দিনী।
ত্রিলোকেতে পরিচিতা সতী শিরোমণি॥
তোমার ঔরসে জন্ম হয়েছে আমার।
বভ্রুবাহন নাম মোর বিদিত সবার॥
তোমার প্রসাদে এই মণিপুর রাজ্য।
প্রতাপে শাসন করি ওহে বীরবর্য্য॥
না কবি কলঙ্ক ভয় বীরপুত্র বলে॥
বড়ই বীর মত আমারে হেরিলে॥
থাকুক নরের কথা যত দেবগণ।
আমার সম্মুখে রণে অগ্রসর নন॥
মোর অধিকারে যেই প্রবেশিত হয়।
কার অশ্ব না জানিয়া বাঁধিনু নিশ্চয়॥
শেষে জ্ঞাত হনু যবে অশ্ব পাণ্ডবের।
জয় পত্রে সবিশেষ পাইলাম টের॥
তাই মনে দোষ বলে হইয়াছে বোধ।
মার্জ্জনা করিবে পার্থ এই উপরোধ॥
না জানিয়া করিয়াছি অন্যায় করম।
সে জন্য হয়েছে মনে বড়ই শরম॥
অনুতাপানলে মন এবে দগ্ধপ্রায়।
শরণ নিলাম আমি হয়ে নিরুপায়॥
অনুগত অপরের অজ্ঞতা কারণে।
দোষ হলে ক্ষমা তারে করে বিজ্ঞজনে॥
বিশেষ সন্তান আমি চিরদিন দোষী।
নাশবে আমার দোষ মাহাত্ম্য প্রকাশি॥
স্নেহ অনুরোধে পিতা সন্তানের দোষ।
নাহি লয়ে থাকে কভু প্রকাশিয়া রোষ॥
ক্ষমা করি নিজগুণে প্রকাশি এখন।
তুমি ভিন্ন এদাসের নাহি অন্যজন॥
শুনি কোপে গালি দিয়া সে পাণ্ডুনন্দন।
আমারে অসহ্য বাক্য বলেন তখন॥
মায়ের সন্তান বলি দেহ পরিচয়।
এপ্রকার পরিচয়ে নাহি লজ্জাভয়॥
বেশ্যার নন্দন যারা তারা পরিচয়।
দিয়া থাকে নাহি জানে পিতা কেবা হয়॥
হইলে বাপের বেটা মার পরিচয়।
দিয়া পরিচিত হতে বড় করে ভয়॥
বুঝেছি কুলটা পুত্র ও বভ্রুবাহন।
তোর মার পরিচয় জানে জগজ্জন॥
না জানিয়া না শুনিয়া মোরে বল বাপ।
কোন ঠাঁই এপ্রকার নাহি দেখি পাপ॥
যার সনে পরিচয় সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ।
নাহি তারে পিতৃ বল কেন কদাচিৎ॥
তোমার গৌরব বৃদ্ধি হইবারে পারে।
কিন্তু মোর মাথা কাটা হয় একেবারে॥
ত্রিলোকে সকলে জানে চরিত্র আমার।
সকলে সুখ্যাতি করে আমার ব্যাভার॥
সৎ যদি না হইবে তা হলে কি কৃষ্ণ।
পাণ্ডব পক্ষেতে থাকে জাননাকি স্পষ্ট॥
কেন লোকে বলে থাকে নর নারায়ণ।
কেন হয় আমাদের সুযশ রটন॥
ভারত মাঝারে কেন এত আধিকৃত।
প্রকাশিত হয়ে থাকে এতই মহত্ব॥
একসকল বুদ্ধিমানে জানে সহজেতে।
তোমারে বলিয়া কিবা করিব বিদিতে॥

যাহোক বাখানি খুব তোমার মাতারে ।
যার অপযশ গায় ত্রিলোক মাঝারে ॥
অনিত্য সামান্য সুখ হইয়া প্রয়াসী ।
যে নারী অপর প্রতি হয় অভিলাষী ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনায়াসে কৈল বিসর্জ্জন ।
করিল কার্ত্তির ধ্বজা সংসারে স্থাপন ॥
অপবাদ আভরণ মস্তকে রাখিল ।
ত্রিলোকের মাঝে বড় নাম প্রচারিল ॥
ভাগ্যবতী সে যুবতী তোমার জননী ।
যার কীর্ত্তি সুবিস্তৃত নিখিল ধরণী ॥
ভাগ্যবতী বলিলাম শুন সে কারণ ।
এত দূর যশ কারু না হয় রটন ॥
ভাল কর্ম্ম সমাধিলে নাম এতদূর ।
নাহি হয়ে থাকে এত সুখ্যাতি প্রচুর ॥
কুৎসিত কর্ম্মেতে যেই নাম কেনা হয় ।
যত দিন চন্দ্রসূর্য্য তার যশ রয় ॥
ভাল কায করি লোকে হইলে পতন ।
সঙ্গে সঙ্গে তার খ্যাতি হয় নিমগন ॥
কিন্তু অধর্ম্মের নাম জগত যুড়িয়া ।
নূতনের ন্যায় রয় অলপ্ত হইয়া ॥
ভাল ভাল সতীপণা জননী তোমার ।
দেখাইল সেই জন্যে নাম এত তার ॥
আপনার পরিচয় আপনি অজ্ঞাত ।
সেই জন্যে কুলকীর্ত্তি করিছ বিস্তৃত ॥
বলি ক্রোধে পদাঘাত করে মোর শিরে ।
পড়িলাম ধরাপৃষ্ঠে হইয়া অধীরে ॥
অনুচরগণ যারা নিকটেতে ছিল ।
তাড়াতাড়ি করি তারা আমারে তুলিল ॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ যতেক নৃপতি ।
অর্জ্জুনেরে বুঝাইল করিয়া মিনতি ॥
নির্ব্বোধের মত কার্য্য পাণ্ডুর নন্দন ।
কেন কর বল এত অকথা কথন ॥
অকারণে অপমান ভদ্র সন্তানেরে ।
উচিত না হয় জেনো পাণ্ডু বংশধরে ॥
মন কষ্ট দিলে কষ্ট পেতে হয় জেনো ।
আমাদের কথা তুমি বহু বলে মেনো ॥
পুত্র না হইলে কেহ এরূপ বলিতে ।
পিতা বলি লোক মাঝে পারে সম্বোধিতে ॥
ক্ষান্ত হও রাগ রোষ কর পরিহার ।
দেখাও পুত্রের প্রতি ভদ্র ব্যবহার ॥
না শুনিলে আমাদের বচন এখন ।
প্রতিফল পাবে তুমি পাণ্ডুর নন্দন ॥
এত কথা এত জনে বলিল অর্জ্জুনে ।
কিন্তু কোন কথা বীর না শুনিল কানে ॥
বরঞ্চ তাঁহার কোপ হইল বর্দ্ধিত ।
যতদূর ইচ্ছা মোরে বলে যথোচিত ॥
সকলি সহিনু মাগো তোমার কারণে ।
বিশেষ সম্বন্ধে বড় করি অনুমানে ॥
বিস্তর হইল ভোগ কপালে আমার ।
যত দূর হতে পারে সীমা লাঞ্ছনার ॥
যতদূর কটু বাক্য গালি বরিষণ ।
নীচ প্রতি ভদ্রে নাহি করয়ে কখন ॥
সেই সব শুনি মোর কাঁপিল গো হিয়া ।
সকলি সহিনু আমি জনক বলিয়া ॥
আর না সহিব আমি করিয়াছি পণ ।
এখনি সংগ্রাম আশে করিব গমন ॥
প্রাণপণে যুদ্ধ আমি করিব নিশ্চয় ।
দেখিব অর্জ্জুন কতদূর বীর হয় ॥
অপমান লাঞ্ছনার প্রতিশোধ দিব ।
সকলের সাক্ষাতেতে বীর্য্য প্রকাশিব ॥
পিতার সন্তান বলে জানাব আপনি ।
বীরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধিব এখনি ॥
রণস্থলে বাপেরে দিব পরিচয় ।
জানাইব আমি হই কাঁহার তনয় ॥

ত্রিলোক একত্র হলে মোরে পরাভব।
কে করিবে দেখা যাবে কার কতরব ॥
বড় বীর বলে পার্থ করে অহঙ্কার।
দেখাব তাঁহারে রণে হয়ে আগুসার ॥
মুখে মালসাট মারে কাপুরুষ যারা।
বলবান্ যারা কাযে দেখা দেয় তারা ॥
জননী তোমার আজ্ঞা বিনা কোন কর্ম্ম।
করিনাই এই মোর সুনিশ্চিত ধর্ম্ম ॥
তাই এনু জানাইতে মোর অভিপ্রায়।
আশীর্ব্বাদ কর রণ করিগে ত্বরায় ॥
যতদুর সাধ্য আজি করিব সমর।
ক্ষান্ত না হইব যদি শুক্র অগ্রসর ॥
হয়ে মোরে নিবারণ করে রণে যেতে।
যদি বলে রণ যাত্রা না হয় উচিতে ॥
সুযোগ্য তনয় বলি অর্জ্জুন বাখানে।
অভিমন্যু খুব শক্তি বীর বিদ্যমানে ॥
প্রকাশিছে বড় ২ বীরের মাঝেতে।
বিনাশি বিপক্ষ শেষে রণে নিপতিতে ॥
হইয়াছে ক্ষত্রিতেজ পিতার প্রভাব।
দেখায়েছে রণমাঝে বীরের স্বভাব ॥
তাতে কত মুখোজ্জ্বল হয়েছে আমার।
এই কথা বলিয়াছে পার্থ অনিবার ॥
বলিয়াছে পার্থ মোরে মোর পুত্র হলে।
ঘোড়া কি ছাড়িত কভু এই অবহেলে ॥
পিতা কি পিতৃব্য কিম্বা কোন গুরুজন।
তাহলে তাহার সঙ্গে রণ আয়োজন ॥
অবশ্য করিত এই গন্ধর্ব্ব তনয়।
কখন হতোনা ভীত উহার হৃদয় ॥
অগ্নি কভু স্নিগ্ধগুণ পারে কি ধরিতে।
বজ্রের কোমল কর পারে কি হইতে ॥
সিংহ কভু পশুমাঝে নত হতে পারে।
বীর কভু বীর্য্যহীন হইবারে নারে ॥
যদি বভ্রুবাহ হতো মোর বীর সুত।
তাহলে করিত রণ আমার সহিত ॥
এই রূপ নীচ বাক্য বলিয়াছে কত।
আমার মনেতে সব আছয়ে জাগ্রত ॥
জীবন থাকিতে আমি নারিব ভুলিতে।
প্রস্তরের রেখা তুল্য রহিবে মনেতে ॥
রাজ্যধন এ বৈভব সব পরিত্যাগ।
করিবারে পারি মাগো হইলে বিরাগ ॥
কিন্তু তেজী নিজ তেজ পারে কি ছাড়িতে।
যাক্ প্রাণ থাক্ মান সবার কাছেতে ॥
মানীর নিকটে মান প্রাণ চেয়ে বড়।
কাপুরুষে প্রাণ জানে মান চেয়ে দড় ॥
এতকাল অস্ত্র বিদ্যা যুদ্ধের কৌশল।
যাহা শিখিয়াছি আমি দেখাব সকল ॥
জনক বলিয়া আমি কোন উপরোধ।
না করিব যদি করে কেহ অনুরোধ ॥
এদিকের চন্দ্র যদি ও দিকেতে যায়।
তথাপি আমার পণ কার্য্যদিকে ধায় ॥
বেশী কথা যেই বলে সেই মিথ্যাবাদী।
বুদ্ধিমান নিদর্শন করে নিরবধি ॥
অধিক কি কব মাগো কর আশীর্ব্বাদ।
যাহাতে আমার ঘুঁচে মনের বিষাদ।
যাতে পিতা পরিচয় আমার নিকটে।
যাতে বীর মাঝে মোর দুর্নাম না ঘটে ॥
যাতে যশ জয়লাভ হয়গো আমার।
জননী প্রশান্ত মনে প্রার্থনা তাহার ॥
পরমেশ সন্নিধানে জানাও সতত।
যেন ইচ্ছা পূর্ণ হয় যাহা অভিপ্রেত ॥
বাপের কাযের বেটা বলে সর্ব্বজনে।
দেখাই আপন তেজ অর্জ্জুনের সনে ॥
হায় লব কুশ নাম হইলে স্মরণ।
শরীর সিহরে উঠে আনন্দে মগন ॥

ধন্য২ বীর দুটী অপূর্ব্ব সাহস।
যাহাদের গুণে ধরা হইয়াছে বশ॥
চিরকাল তার নাম গায় সর্ব্বজনে।
তাহাদের অপবাদ কে করে রটনে॥
আমি কি তাদের পথে করিতে প্রয়াণ।
পারিব সেরূপ শব করিতে সন্ধান॥
রাখিতে সেরূপ কীর্ত্তি মানস আমার!
দেখি ভাগ্যে কতদূর হয় ঘটনায়॥
যদি জননীর পদে থাকে মোর মতি।
যদি জানি মাতা মোর একমাত্র গতি॥
যদি মনে দেবজ্ঞান করি জননীরে।
তা হলে জানাব আমি কি প্রকার বীরে॥
হায় কি অভাগ্য আমি অকৃতী সন্তান।
আমার সাক্ষাতে হলো মাতৃ অপমান॥
অনায়াসে সে সকল সহ্য করিলাম।
অগ্রাহ্য কুৎসিত কথা কত শুনিলাম॥
পিতা মাতা নিন্দা শুনে তার প্রতিকার।
যে সন্তান নাহি করে জন্ম বৃথা তার॥
তার চেয়ে বন্ধ্যা কিম্বা গর্ত্তস্রাব ভাল।
কিম্বা তার মৃত্যু ভাল যে নয় রাগাল॥
জন্মভূমি জননীর যাহার কারণে।
অনায়াসে যেই ত্যজে আপন জীবনে॥
যদি রণে প্রাণ যায় তাতে ক্ষতি নাই।
মাতৃ দ্বেষী বিনাশিলে ঘুচিবে বালাই॥
চিরদিন তৃপ্ত মন হইবে আমার।
সংসারে অতুল কীর্ত্তি হইবে প্রচার॥
অতএব জননীগো সংগ্রাম করিতে।
অনুমতি দেও মোরে প্রশস্ত মনেতে॥
শুনি রাণী চিত্রাঙ্গদা বলিল তাঁহারে।
কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি বাছা ঘটিল তোমারে॥
ক্রোধ অপমান কালে ক্ষোভের সময়।
কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান শক্তি মনে নাহি হয়॥
ভাল মন্দ বিবেচনা কিছু নাহি থাকে।
যে জন পড়য়ে কোন বুদ্ধির বিপাকে॥
তুমি নাকি ঘোরতর পেয়েছ লাঞ্ছনা।
তুমি নাকি মনকষ্ট পাইয়াছ নানা॥
তুমি নাকি সমাদরে হয়েছ বঞ্চিত।
তুমি নাকি মোর নিন্দা কারণে ব্যথিত॥
তুমি নাকি অপমান হওনি কখন।
তুমি নাকি শোন নাই কখন ভৎসন॥
তাই ক্ষোভ তাপ আসি তোমার হৃদয়।
অস্থির করেছে আমি জেনেছি নিশ্চয়॥
তাই বিরোধিতে তুমি জনকের সনে।
সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেছ নন্দনে॥
ক্ষমা তুল্য ধর্ম্ম নাই শাস্ত্রে এই বলে।
ক্ষমা যার বশ তার এই ভূমণ্ডলে॥
সুযশেতে স্বর্গ লাভ করে থাকে নরে।
অপযশে নরকেতে বাস চির তরে॥
বাতুলের মত তুমি কেমনে প্রলাপ।
বলিতেছ হারে পুত্র পেয়ে মনস্তাপ॥
কে কোথা দেখেছে হেন অপূর্ব্ব ঘটন।
পিতা পুত্রে উভয়েতে করে ঘোর রণ॥
বিশেষ অর্জ্জুন বীর সামান্যত নয়।
ত্রিলোকে যাঁহার নামে কম্পিত হৃদয়॥
শিবেরে সন্তোষ করি যেই লভে শর।
যে হয় দুর্জ্জয় বীর সংসার ভিতর॥
নিবাতকবচে মারি যেই স্বর্গপুরে।
সমাদর পাইলেক দেবতাগোচরে॥
একাকী যেজন করে খাণ্ডব দাহন।
যেজন ফিরায়ে আনে বিরাট গোধন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি কুরুসেনা যত।
পরাজয় কৈল যেই নিতান্ত অদ্ভুত॥
দ্রোণ সভামধ্যে যেই আপনার বলে।
দ্রৌপদী করিল লাভ ব্রাহ্মণের ছলে॥

তার সনে রণ তব সাজে কি কখন।
সমানেং হয় বৈরিতা সাধন॥
দুর্ব্বলে প্রবলে বাদ উচিত না হয়।
বিরোধিলে দুর্ব্বলের জীবন সংশয়॥
জেনে শুনে অগ্নি মুখে পতঙ্গের মত।
পড়িবারে ইচ্ছা কর ওরে প্রিয়সুত॥
বামন হইয়া চাও চন্দ্র ধরিবারে।
বীরের হাতের তীর বীর ছুড়িবারে॥
পারে তাহা অন্যে নাহি হয় অগ্রসর।
তবে কেন রণ বাঞ্ছা হয় নিরন্তর॥
ক্ষান্ত হও ওরে পুত্র রাখহ বচন।
তুমি যে অন্ধের চক্ষু আমার জীবন॥
কায নাই সংগ্রামেতে চল মোর সনে।
নগর ছাড়িয়া যাব এখনি বিপিনে॥
ভিক্ষা করে দেশেং তোমারে পালন।
করিব তাহার জন্যে নহি ভীত মন॥
তোমারে কি করে আমি দিইব বিদায়।
বিপদে কে কোথা পুত্রে জানিয়া পাঠায়॥
বুঝিলাম অভাগীর ভেঙ্গেছে কপাল।
সেই জন্যে কুগ্রহের এতই জঞ্জাল॥
বিধাতা হয়েছে বাদী তা না হলে কেন।
পিতার নিকটে পুত্র লজ্জা পায় হেন॥
বিমাতা নিকটে বটে থাকিলে জনক।
সন্তানের পক্ষে নহে আনন্দজনক॥
কিন্তু দেখি অপরূপ আমার ভাগ্যেতে।
করিলেন পার্থ হেন চিন্তা সে জন্যেতে॥
শুনিয়া জননী বাণী যুড়ি দুইকর।
বলিতে লাগিল তাঁরে পুত্র গুণধর॥
কিজন্য করিছ ভয় আমার জননী।
রণে কভু ভয় করে ক্ষত্রিয় রমণী॥
প্রসন্ন মনেতে মোরে দেওগো বিদায়।
দেখাইতে ভুজবল পার্থেরে ত্বরায়॥

মরি মারি তাতে ক্ষতি কিছু মাত্র নাই।
পৌরুষ দেখায়ে যাব তাতে কি বালাই॥
ক্ষত্রিয় হইয়া কভু জাতি ব্যবহার।
উচিত না হয় মাগো তাহা ছাড়িবার॥
তা হলে কেবল মোরে কাপুরুষ বলি।
না বলিবে সমাজেতে যে সকল বলী॥
সকলে তোমার নাম করি উচ্চারণ।
চিরদিন অপবাদ করিবে রটন॥
বীরের জননী বলি নাহি বাখানিবে।
ক্ষত্রিয় কুলের কালি তোমারে অর্পিবে॥
জননী ভাবিয়া দেখ আপনার মনে।
অমর কেহই নয় নিখিল ভুবনে॥
আজ্ হোক কাল হোক্ অবশ্য মরণ।
হইবেক এই কথা জানে সর্ব্বজন॥
নিয়তি নিশ্চিত যদি আছ পরিজ্ঞাত।
তবে মৃত্যু বাঞ্ছা কেন হয়ে দোষাশ্রিত॥
নির্দ্দোষ হইয়া মরা বড় ভাগ্যকথা।
দোষী হয়ে মারা গেলে যাতনা সর্ব্বথা॥
প্রবল বলিয়া তুমি অর্জ্জুনেরে ভয়।
করিতেছ সেইজন্য কম্পিত হৃদয়॥
কিন্তু ভেবে দেখ মনে হলে কালপূর্ণ।
সকলেরে যেতে হবে অগ্রে কিম্বা তূর্ণ॥
কালের নিকটে ছোট বড় কিছু নাই।
ধনী মানী বলবান্ সেথা এক ঠাঁই॥
যারে বড় বীর বলে করিয়াছ মনে।
হতে পারে ছোট হতে তাহার পতনে॥
বড় ধনী বলে যারে কর সমাদর।
সত্বরে সে হতে পারে দরিদ্র কিঙ্কর॥
বড় মানী বলে যারে করহ গৌরব।
হতে পারে কালক্রমে তার পরাভব॥
অতএব ছোট বড় দৃষ্টিতে ভিন্নতা।
কার্য্যকালে সমশক্তি হেরি যেথা সেথা॥

যাহারে সামান্য জ্ঞানে করি খুব ঘৃণা।
দেখি সেই উচ্চ কার্য্য করয়ে সাধনা॥
চিরদিন একভাব থাকে না কাহার।
থাকেনাকো চিরশক্তি কারু মহিমার॥
সময়ে সকলি লয় বিধির ইচ্ছায়।
অতএব তার জন্যে কেন ভাব দায়॥
পতিব্রতা শিরোমণি জননী আমার।
আশীর্ব্বাদ কর যাতে হই রণ পার॥
সহস্র বৈষ্ণব অস্ত্র শেল শূল যত।
তোমার আশীষ কাছে সবে পদানত॥
মোর অমঙ্গল মনে না কর জননী।
চক্ষুর নিমেষ রণে যাইব আপনি॥
করিব তুমুল যুদ্ধ সাধ্য যতদুর।
দেখাইব যে প্রকার ক্ষমতা প্রচুর॥
চন্দ্র সূর্য্য ধর্ম্ম অগ্নি সাক্ষী থেকো সবে।
মায়ের চরণ ধুলি লয়ে আমি এবে॥
এখনি বিপক্ষ মাঝে হব উপস্থিত।
এখনি ধনুকে শর করিব যোজিত॥
এখনি গর্জ্জনে আমি কাঁপাব মেদিনী।
এখনি বাণেতে বৃষ্টি করিব আপনি॥
দিক্ হস্তী সহ দিক্ হও সাবধান।
হে অনন্ত ধরা ধরি থেকো বিদ্যমান।
বলিয়া জননী পদে করিয়া প্রণতি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় বীর অনিমেষ গতি॥
অপমান তিরস্কার করিয়া স্মরণ।
অন্তরেতে ফুলে উঠে অর্জ্জুন নন্দন॥
কতক্ষণে পাণ্ডুপুত্রে করিবে বিনাশ।
কতক্ষণে পুরাইবে আপনার আশ॥
কতক্ষণে নিজ শক্তি দেখাবে সমরে।
ভাবিতে লাগিলা এই সেই বীরবরে॥
ত্বরা করি রণস্থলে হলো উপনীত।
সাধিবারে অভিপ্রায় মনে আনন্দিত॥

ইতি চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

যৎ জ্ঞাত্বা ন পুনর্জন্ম মরণঞ্চাপি বিদ্যতে।
যৎ বিদিত্বা পরং বেদ্যং বেদিতব্যং ন বিদ্যতে ॥

অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের যুদ্ধারম্ভ।

জন্মেজয় জৈমিনিরে বলেন বচন।
শুনিলাম তব মুখে অপূর্ব্ব কথন ॥
পিতা পুত্রে রণ সজ্জা অতি চমৎকারে।
কিরূপে ঘটিল ইহা বলহ আমারে ॥
অতি অসম্ভব কাণ্ড হইল কেমনে।
শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে ॥
পিতা পুত্রে এপ্রকার কখন না শুনি।
শুনি চমৎকার মন হইল আপনি ॥
জানিতে বাসনা বড় পূর্ব্ব বিবরণ।
কিরূপে ঘটিল পিতা পুত্রে ঘোর রণ ॥
অর্জ্জুন নন্দন সনে কি রূপেতে রণ।
করিলেক পিতা হয়ে বলহ কারণ ॥
বভ্রুবাহ জেনে শুনে পিতার সহিত।
কিরূপে করিল যুদ্ধ বলহ ত্বরিত ॥
শুনি মুনি সে জৈমিনি বলিতে লাগিল।
শ্রুতমাত্রে জন্মেজয় বিস্ময় মানিল ॥
অবাক্ হইয়া রয় মুনিবর পানে।
পূর্ব্বের ঘটনা মুনি করেন বাখানে ॥
চিত্রাঙ্গদা তনয়েরে করিল বারণ।
ক্ষান্ত হও পুত্র রণে নাহি প্রয়োজন ॥
আমার বচন রাখ রণে কায নাই।
পিতার সহিত যুদ্ধ কি ঘোর বালাই ॥
জননীর চরণেতে সে বভ্রুবাহন।
করযোড়ে এই কথা করে নিবেদন ॥
শুনিব সকল কথা যাহা শুনিবার।
কিন্তু রণে যেতে ইচ্ছা হয়েছে আমার ॥
প্রসন্ন মনেতে তুমি কর আশীর্ব্বাদে।
এখনি হইব জয়ী তোমার প্রসাদে ॥
নিদারুণ পণ শুনি তনয়ের মুখে।
জননী নীরবে রণ ক্ষণ মন দুখে ॥
শেষেতে বলেন তিনি সন্তানের প্রতি।
একান্ত না থাম যদি কর রণে গতি ॥
এতেক আদেশ করি সজল নয়নে।
চিত্রাঙ্গদা নিজবাসে করেন গমনে ॥
মনেতে বিষণ্ণ অতি বিপদ ভাবিয়া।
ম্লান মুখ চিন্তা হেতু সকাতর হিয়া ॥
এক দিকে পতি অন্য দিকেতে তনয়।
কি জানি অশুভ কার ঘটে এসময় ॥
অবশ্য হারিবে কেউ এ দুর্জ্জয় রণে।
পতি পুত্র যেই হোক্ মরিবে পরাণে ॥
চৌদিকে বিপদ ঘোর জানিনু নিশ্চিত।
অভাগীর ভাগ্যফল ঘটিল ত্বরিত ॥
উপায় না দেখি আর এ ঘোর বিপদে।
এই জন্য যেতে বাধা লাগে পদে২ ॥

ভাবিতেং নিজ অন্তঃপুরে যান।
ও দিকেতে পুত্র শর করিয়া সন্ধান ॥
পিতার উদ্দেশে চলে কুপিত মনেতে।
আপন তেজেতে বীর লাগিল গর্জ্জিতে ॥
রক্তজবা আঁখি তার কালান্তক দেহ।
নিকটেতে অগ্রসর হতে নারে কেহ ॥
কল্পান্ত কালের মত ভীম দরশন।
চক্ষু কর্ণ হতে হয় অগ্নি বরিষণ ॥
এহেন প্রবল মূর্ত্তি ধরিয়া তখনে।
উপস্থিত যেথানেতে আছে সৈন্যগণে ॥
বিধিলিপি কার সাধ্য খণ্ডিবারে পারে।
তা না হলে পার্থ কেন আপন কুমারে ॥
হেরি স্নেহ দয়া মায়া সব বিসর্জ্জন।
করি বিধিমতে তাঁরে করিল ভৎসন ॥
অন্তরে আঘাত দিল বলি কুবচন।
না শুনিল কারু কথা হয়ে গর্ব্বমন।
পূর্ব্বের শাপের কথা অর্জ্জুনের প্রতি।
এ সকল গূঢ়তত্ত্ব কর অবগতি ॥
জীব জন্মিবার পূর্ব্বে যেই তার ভোগ।
করেছেন সংসারেতে অপূর্ব্ব সংযোগ ॥
ঈশ্বরের কার্য্য যেই সেই সেই ভাব।
কে বুঝিবে চিন্তা করি তাঁহার স্বভাব ॥
তাঁহার ইচ্ছায় সব হয় সঙ্ঘটন।
কেহ হাসে কেহ কাঁদে অপূর্ব্ব লক্ষণ ॥
কাহার নিয়তি কোথা আছে নির্দ্ধারিত।
কতদিন দেহ ধরে সংসারেতে স্থিত ॥
সবল দুর্ব্বল দেখ ঈশ্বরের হাতে।
আজ হোক্ কাল হোক্ যাবে যমসাথে ॥
জন্ম মৃত্যু কিরূপেতে হবে কোন্‌কালে।
সবলের হাতে কিম্বা নিতান্ত দুর্ব্বলে ॥
কোথায় কিরূপে প্রাণ হইবে হরণ।
এসকল জানে শুধু যাঁহার সৃজন ॥
সকলের ভোগাভোগ তাঁর ইচ্ছাধীন।
কখন সৌভাগ্য দশা কখন দুর্দ্দিন ॥
তা না হলে জ্ঞানী হয়ে পাণ্ডুর নন্দনে।
কেন হেন কুবচন বলেন নন্দনে ॥
পূর্ব্ব শাপ রক্ষা জন্য ঘটনার সৃষ্টি।
সেই জন্য পার্থ মুখে আগুনের বৃষ্টি ॥
পিতাপুত্রে ক্রমে রণ হৈল আয়োজন।
সৈন্যগণ আদেশেতে সাজিল তখন ॥
হয় হস্তী রথ রথী হইয়া সজ্জিত।
রণ আশে ধায় তারা গমন ত্বরিত ॥
বড় বড় বীর যত সাজে মনসাধে।
ঘুচাইতে নৃপতির মনের বিষাদে ॥
বর্ম্মে আবরণ কৈল আপনার তনু।
করেতে গ্রহণ কৈল অপরূপ ধনু ॥
প্রলয় কালের মেঘ সদৃশ গর্জ্জন।
করিয়া উঠিল একেবারে সৈন্যগণ ॥
ঘনং রণ বাদ্য সজোরে বাজিল।
বাসুকির শিরকম্প তখনি হইল ॥
দিক্ অন্ধকার প্রায় হইল তখনে।
কত সৈন্য ধায় তাহা কে করে গণনে ॥
এইরূপ রণসজ্জা গভীর গর্জ্জন।
শুনিয়া পাণ্ডব সৈন্য বিস্মিত তখন ॥
ভাবিল হইবে ঘোর যুদ্ধ সুনিশ্চিত।
আর কি সময় ক্ষয় মোদের উচিত ॥
বলিতেং তারা দিলেক হুঙ্কার।
ধাইল অগণ্য সৈন্য করি মারং ॥
আপন বাহনে ভর করিয়া তখন।
উৎসাহ মনেতে রণে অগ্রসর হন ॥
শেল শূল গদা অস্ত্র বিবিধ প্রকার।
লইল বা কত কেবা সংখ্যা করে তার ॥
সর্ব্বাগ্রেতে বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
যুদ্ধ আশে উপস্থিত সাহসিক মন ॥

অগ্রে রথ চালাইল বিপক্ষ সম্মুখে।
হাতে বাণ সুসন্ধান করি উর্দ্ধমুখে॥
শরজালে আচ্ছাদিল সেই রণ স্থল।
দেখি ভয়ে ভীত মন বিপক্ষের দল॥
দেখিয়া হাসিয়া বীর সে বক্রুবাহন।
অগ্রসর হলো আসি লয়ে শরাসন॥
টঙ্কারিল শর তার উৎকট রবেতে।
সকলের বুদ্ধি লোপ হলো সেকালেতে॥
নিমেষেতে অন্ধকার করিল গগণে।
একেবারে দৃষ্টিরোধ হয় ততক্ষণে॥
আত্মপক্ষ পরপক্ষ জানা নাহি যায়।
নিরন্তর বাণবৃষ্টি পতিত ধরায়॥
এইরূপে ঘোর যুদ্ধ করে দুইজন।
যার যত রণ শিক্ষা প্রকাশে তখন॥
উভয়ে করিছে যুদ্ধ কে কারে না চিনে।
বাণেং পরিচয় দিতেছে সঘনে॥
বৃষকেতু মহাবেগে অর্জ্জুন নন্দনে।
পাঁচ বাণে ধনু তার কাটে ততক্ষণে॥
পুন দশ বাণে তার হৃদয় বিন্ধিল।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে ধরি চীৎকার করিল॥
দেখি কোপে বক্রুবাহ ধরি দৃঢ় ধনু।
ভাল করি আবরিল আপনার তনু॥
সিংহনাদ করি বীর ছাড়ে নিজশর।
দেখিয়া কর্ণের পুত্র হইল ফাঁফর॥
এত চেষ্টা করিলেন নিবারিতে তারে।
সকলি অলীক তাহা হলো একেবারে॥
দেখিতেং বাণ বেগেতে পড়িল।
সারথির শির কাটি ভূমিতে ফেলিল॥
দেখি কোপে বৃষকেতু গর্জ্জিয়া উঠিল।
আপনার শরাসন টঙ্কার করিল॥
মহাশব্দে ছাড়ে বাণ নক্ষত্র গতিতে।
দেখিয়া অর্জ্জুন সুত ধনু নিল হাতে॥
মন্ত্রপূত করি যেই ছাড়িলেন শর।
অমনি কাটিয়া তাহা ফেলে ভূমিপর॥
শর ব্যর্থ দেখি লজ্জা হইল তাহার।
ধরিল অপর অস্ত্র করি মারং॥
নিমেষেতে তাও কাটে অর্জ্জুন নন্দন।
পুন দিব্য শর এক করিল ক্ষেপণ॥
সেই শরে কাটি ফেলে হাতের ধনুক।
দেখি বৃষকেতু বীর রয় হেঁট মুখ॥
প্রবল অনল অস্ত্র করিল বর্ষণ।
দিক্ দগ্ধ ছারখার হইল তখন॥
ভূচর খেচর নর সবার হুতাশ।
অগ্নি কাণ্ডে তাহাদের ঘনং শ্বাস॥
কি করিবে কোথা যাবে কিরূপে জীবন।
রক্ষা পাবে এই চিন্তা সকলের মন॥
ঘোর ধূম আগুনের কণা চতুর্দ্দিকে।
প্রকাশিত হেরি সবে থাকে অধোমুখে॥
উপায় না হেরি জীব হইল কাতর।
এহেন সময় পার্থ পুত্র বীরবর॥
বরুণ অস্ত্রেতে অগ্নি সব নিবাইল।
নিমেষ মধ্যেতে পৃথ্বী শীতল হইল॥
দেখি বৃষকেতু কোপে হইয়া অস্থির।
মন্ত্রপড়ি ছাড়িলেক নাগপাশ তীর॥
চতুর্দ্দিক সর্পময় মুখে ঘোর বিশ।
গ্রাসিতে বিপক্ষ সৈন্য ধায় অহর্নিশ॥
নিশ্বাসে বহিছে ঝড় দুরন্ত প্রতাপ।
উর্দ্ধফণা করি ধায় অগণন সাপ॥
হেরিয়া তাদের মূর্ত্তি ঘোর দরশন।
বক্রুবাহ গরুড়াস্ত্র করেন ধারণ॥
পক্ষের পতনে যত ছিল নাগকুল।
রসাতলে প্রবেশিল হইয়া ব্যাকুল॥
কত সর্প মারা গেল গরুড়ের হাতে।
পলাইয়া কত মরে কে পারে নির্ণীতে॥

বাণব্যর্থ দেখি তবে কর্ণের নন্দন।
অর্দ্ধচন্দ্র শর করে করিল ধারণ॥
বেগেতে ছুড়িল তাহা বিপক্ষ উপরে।
দেখি বভ্রুবাহ মৃদু হাসেন অন্তরে॥
ব্রহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপিয়া তাহা নিবারিল।
মহাশব্দে বাণ আসি পতিত হইল॥
দারুণ শরের ঘায় কর্ণের নন্দন॥
মূর্চ্ছিত হইয়া রথে পড়েন তখন॥
বৃষকেতু রণমধ্যে হইলে শায়িত।
পাণ্ডব সৈন্যের মন ভয়ে আকুলিত॥
মনেতে বিষাদ তারা গণিল সবাই।
বুঝিল দারুণ রণে কারু রক্ষা নাই॥
যে রূপ দুর্জ্জয় বীর অর্জ্জুন তনয়।
এরে পরাভব করা সহজত নয়॥
শেষে সাহসেতে ভর করি শাম্ববীর॥
বভ্রুবাহ নিকটেতে আগত সুধীর॥
যতদূর বীরপণা সংগ্রাম কৌশল।
ক্রমে ক্রমে প্রকাশিল সেই রণস্থল॥
শেল শূল জাঠা জাঠি পরশু মুদ্গর।
ভিন্দিপাল তীক্ষ গদা পট্টিশ তোমর॥
একে২ যত বাণ করিল ক্ষেপণ।
নিমেষে ছেদিল তাহা অর্জ্জুন নন্দন॥
নিরস্ত্র বিরথ হয়ে যেই দাঁড়াইল।
অমনি শরেতে তার হৃদয় বিদ্ধিল॥
ঘুরিয়া পড়িল বীর বহুদূর পথে।
অশ্বসহ রথ চূর্ণ দারুণ শরেতে॥
বড়২ বীর যত নিজ পরিচয়।
ক্ষত্রিয়ের রীত যত ভুলে সেসময়॥
মর্ম্ম-ভেদী প্রহারেতে হয়ে হতজ্ঞান।
কে কোথা পলায় তার কে করে সন্ধান॥
বভ্রুবাহ সনে রণে নাহিক নিস্তার।
ক্ষণমধ্যে পার্থ সৈন্য করে হাহাকার॥

দুনয়নে ঝরে জল নাহি সরে বাণী।
জীবিত বলিয়া কারু নহে অনুমানি॥
হাতে যত ছিল বাণ দূরে নিক্ষেপিল।
পবন গতিতে সবে পলাতে লাগিল॥
ফিরিয়া না চায় কেহ রণভূমি পানে।
সবার হয়েছে চেষ্টা বাঁচিতে পরাণে॥
মনে২ এই কথা করে আন্দোলন।
অঘোরে জীবন নষ্ট বুঝিনু এখন॥
রাজ্য দেশ ধন জন নিজ পরিবার।
সকলি ছাড়িয়া মোরা ভ্রমি অনিবার॥
দেখাইয়া বীরপণা কত দেশ জয়।
করিলাম তার কভু সংখ্যা নাহি হয়॥
ত্রিলোকে দুর্জ্জয় মোরা জানে সকলেতে।
পরাভব কারে বলে নহি সুবিদিতে॥
অপমান কার হতে পাইনে কখন।
আজ একি সর্ব্বনাশ ঘোর দুর্লক্ষণ॥
জর্জ্জর হইল তনু নিদারুণ ঘায়।
অস্থির হয়েছি মোরা অসহ্য ব্যথায়॥
কিংশুক কুসুম সম রক্ত কলেবর।
গমনে সমর্থ নাই পাইয়াছি ডর॥
প্রাণভয়ে অগ্রসর নহে কেহ রণে।
অচেতন অনেকেই রয়েছে শয়নে॥
ত্রিলোকবিজয়ী বীর ছিল যে সকল।
রোদন কেবল দেখি তাদের সম্বল॥
এ বিপদে কেবা রাখে বুঝিয়া না পাই।
বুঝিনু বিধির কোপে আর রক্ষা নাই॥
কি আছে তাঁহার মনে কেমনে জানিব।
কিরূপে সঙ্কট হতে উদ্ধার পাইব॥
সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হেরিয়া এমতি।
সাত্যকি লইল শর করে কোপমতি॥
উভয়েতে ঘোর রণ করে রণস্থলে।
দেখিতে লাগিল যত দেবতামণ্ডলে॥

ঘন২ হুহুঙ্কার প্রলয় গর্জ্জন।
ঘন ঘন উভয়ের বাণ বরিষণ॥
গজবাজি কত পড়ে কে করে গণনা।
কত রথ রথী ক্ষয় নাহি যায় জানা॥
কর্দ্দম রুধিরময় হইল তখন।
শকুনি গৃধিনী যত করে আগমন॥
মনের আনন্দে তারা রক্তপান করে।
চিৎকারিয়া সকলের হৃদয় বিদরে॥
বড়২ রথী যত সাহসেতে ভর।
করি ঘোরতর রণ পলায় সত্বর॥
থাকুক অন্যের কথা যৌবনাশ্ব বীর।
অনুশাল্ব বৃষকেতু সংগ্রাম সুধীর॥
সাত্যকি পাইল ভয় বভ্রুবাহ রণে।
নীলধ্বজ হংসধ্বজ আদি রথীগণে॥
পরাভব পেয়ে সবে পলায় সত্বরে।
কার সাধ্য রণমধ্যে হয় অগ্রসরে॥
অর্জ্জুন সম্মুখে সবে গিয়া উত্তরিল।
দারুণ যুদ্ধের কাণ্ড বলিতে লাগিল॥
নাহিক নিস্তার কার আজিকার রণে।
এমন সঙ্কট কাণ্ড কখন হেরিনে॥
শূলপাণি সংহারক শিবের মতন।
দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করে অর্জ্জুন নন্দন॥
দেখিতে বালক বটে অসীম ক্ষমতা।
কি আশ্চর্য্য রণ শিক্ষা অদ্ভুত দক্ষতা॥
একেশ্বর যুঝিতেছে নির্ভীক হৃদয়ে।
এত শর প্রহারিনু সব রৈল সয়ে॥
ত্রিলোকে এমন বীর হেরিনা কাহারে।
বভ্রুবাহ সনে রণে যেই আগুসারে॥
শুনিয়া ফাল্গুনি বীর হইল কুপিত।
বলিল ক্ষত্রিয় হয়ে কেন এত ভীত।
আমি ওর রণ সাধ এখনি মিটাব।
বীর দর্প যাণ ধরি এখনি ঘুচাব॥
এখনি পাইবে জ্ঞান অর্জ্জুনের সনে।
দেখি দেখি কত শক্তি ধরে এইজনে॥
দুর্ব্বলের শরীরের শোভা ততক্ষণ।
যতক্ষণ নাহি হেরে প্রবল বদন॥
এখনি সে বভ্রুবাহ আমার শরেতে॥
পরিচিত হবে সবে দেখিবে চক্ষেতে॥
এতেক বলিয়া তবে কুন্তীর তনয়।
গাণ্ডীব লইল করে বীর ধনঞ্জয়॥
অগ্রসর হইলেন সাহস করিয়া।
সিংহনাদ করিলেন গগন ভেদিয়া॥
দেখি তারে বৃষকেতু করিয়া বিনয়।
বলিল রণেতে ক্ষান্ত হও মহাশয়॥
আমি রণে বভ্রুবাহে ভাল শিখাইব।
আজি তার রণসাধ এখনি মিটাব॥
মোর ভুজবল সেই জানিবে ত্বরিতে।
এখনি আমার শরে হবে নিপাতিতে॥
আমাদের সৈন্যগণে ভয় হবে দূর।
তারে বিনাশিতে শক্তি দেখাব প্রচুর॥
বলিয়া সাহসে বীর করিয়া নির্ভর।
অগ্রসর হইলেক লয়ে ধনুঃশর॥
একেবারে শরজালে ছাইল গগণ।
মুষলের ধারে হয় শর বরিষণ॥
চক্ষুর নিমেষে হানে কত প্রহরণ।
ধরিল সূর্য্যের তেজ কর্ণের নন্দন॥
কোপে ওষ্ঠাধর কাঁপে গভীর গর্জ্জন।
টঙ্কারিয়া দিব্য শর ছাড়েন তখন॥
বাণে বাণে কাটাকাটি করে দুইজনে।
কেহ কম যোদ্ধা নয় জানে ত্রিভুবনে॥
হাসিয়া অর্জ্জুন সুত কর্ণ সুতে বলে।
কোন লাজে তুমি মুখ দেখাইতে এলে॥
একবার পরাভব হয়ে মোর কাছে।
পুন আগুয়ান হৈলে লার্থে রাখি পাছে॥

আজি তোর রণসাধ মিটাব অচিরে।
দেখি দেখি আজ রণে কেবা রক্ষা করে॥
সুরাসুর নাগ, নর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
তোমাসহ রণে যদি হয় আগুসর॥
তবু রক্ষা নাহি আজ জানিবে সমরে।
এতবলি আচ্ছাদিল চোক চোক শরে॥
নিমেষে করিল বীর এত বাণ বৃষ্টি।
শ্রাবণের ধারা হেন নাহি চলে দৃষ্টি॥
মুহূর্ত্তেকে বৃষকেতু ধনু টঙ্কারিল।
চক্ষের নিমেষে বাণ কাটিয়া পাড়িল॥
দুই সিংহ যেন ক্রোধে মাতিল সমরে।
ধরণী কম্পিত হল দোঁহার হুঙ্কারে॥
শেল শূল জাঠা-জাঠি ভূষণ্ডি তোমর।
পরশু পট্টিশ আদি বাণ বহুতর॥
মূর্ত্তিমান সূর্য্য যেন কর্ণের নন্দন।
সমরে দুর্জ্জয় হেন না দেখি কখন॥
যত বাণ মারে বীর বভ্রুবাহনেরে।
সে সকল বাণ কাটে মুহূর্ত্ত ভিতরে॥
তবে বৃষকেতু বীর সমরে অটল।
ধনুর্ধারি টঙ্কারিল কাঁপিল ভূতল॥
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণে অর্জ্জুন কুমারে।
দুইবাণে কাটিলেন ধনুক সত্বরে॥
ধনু কাটা গেল যদি অর্জ্জুন তনয়।
চাহিয়া কর্ণের সুতে রোষ ভরে কয়॥
পুনঃ পুনঃ এলি তুই করিবারে রণ।
নিশ্চয় বুঝেছি তোর ঘটেছে মরণ॥
এখনি আমার হাতে যাবি যমালয়।
কার সাধ্য রাখে তোরে, এবড় দুর্জ্জয়॥
এই বেলা দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে।
যত পার হরি নাম লহ বদনেতে॥
মরণ নিকট যার এই সে উচিত।
প্রাণ সত্ত্বে কর পরকালের বিহিত॥
পিপীলিকা হয়ে কর উড়িতে বাসনা।
জাননাকি বড় আশা ছোটতে সাজেনা॥
এতবলি ক্রোধভরে শ্রীবভ্রুবাহন।
কালান্তক সম বাণ করিল গ্রহণ॥
অর্দ্ধচন্দ্র নাম তার, সন্ধান পুরিয়া।
আকর্ণ টানিয়া বীর দিলেক ছাড়িয়া॥
বৃষকেতু মাথাকাটি পাড়িল ভূতলে।
তাহা দেখি যত বীর ভাসে নেত্র জলে॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি ভীম আদি বীরগণ।
সাহসে নির্ভর করি হল আগুয়ান॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ হায় খণ্ডন কে করে।
নিমেষে সে সব বীর পড়িল সমরে॥
অর্জ্জুনের পুত্র হল কৃতান্ত সমান।
একএক বাণাঘাতে হইল শয়ান॥
সবে মাত্র রহিলা অর্জ্জুন বীরবর।
বৃষকেতু শোকে বীর হইল কাতর॥

ইতি পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো,
দৈবোপিতং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতোনশোচামিনাবিস্ময়োমে,
ললাটলেখোন পুনঃ প্রয়াতিঃ॥

বভ্রুবাহনের হস্তে অর্জ্জুনের প্রাণত্যাগ ও চিত্রাঙ্গদা বিলাপ।

জন্মেজয় উৎসুক হয়ে, অতিশয় সবিনয়ে,
জৈমিনিরে বলেন তখন।
তব মুখে সুললিত, শুনিনু অপূর্ব্ব গীত,
পিতাপুত্র উভয়ের রণ॥
বৃষকেতু রণ ধীর, কাটিলে তাহার শির,
তা-দেখি অর্জ্জুন বীরবর।
কি করিল অতঃপর, কহ শুনি গুণাকর,
তুমি বক্তা ভুবন ভিতর॥
কুরুক্ষেত্র রণে যার, গাণ্ডীব দুর্জ্জয়াকার,
করেছিল সব পরাজয়।
বালকের সহ রণে, কি রূপে ত্যজিল প্রাণে,
শুনে হই সুস্থির হৃদয়॥
শুনিয়া জৈমিনি কন, শুন হে মহারাজন,
অতঃপর যে সব ঘটনা।
সন্তানের সহ রণে, যে দুর্দ্দশা সে অর্জ্জুনে,
ক্রমে সব করিব বর্ণনা॥
তবেত অর্জ্জুন বীর, বৃষকেতু রণধীর,
ছিন্ন শির দেখিয়া সমরে।
শোকেতে আকুল অতি, হইয়া চঞ্চল মতি,
কা দেন ব্যথিত অন্তরে॥

হা' বৎসা কোথায়গেলে, আমা সবাকা' রকেলে
বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
নিষেধ না শুনে কাণে, গর্ব্ব করি গেলে রণে
সাধ করি ত্যজিতে জীবন॥
সমুদ্র হইলে পার, গোষ্পদেতে এইবার,
মণিপুরে ঘটালে প্রমাদ।
বভ্রুবাহনের রণে, তেয়াগিলে নিজপ্রাণে,
হায়! একি বিষম বিষাদ॥
হারাইয়ে তোমাধন, হস্তিনা প্রত্যাগমন,
কি বলে করিব আমি আর।
কি বলে প্রবোধ দিব, ধর্ম্মরাজে সম্ভোষিব,
উপায় যে না দেখি ইহার॥
আমার কুন্তী জননী, সুধাবেন যে তখনি,
বৃষকেতু কোথা রেখে এলি।
না দেখিয়া তার মুখ, গুরু২ কাঁপে বুক,
সে রতন কোথায় বিলালি॥
কি বলে প্রবোধ দিব, সে আগুণ নিবাইব,
জ্বলিবে যা তাঁহার অন্তরে।
সে দারুণ যাতনায়, হৃদয় ফাটিবে হায়!
হায়! হায়! বলিব কি করে॥

সখা কৃষ্ণ শোক ভরে,কি বলিবে হে আমারে
তোমা ফেলি একা চলি গেলে।
উঠ বৎস এস যাই, অশ্বে মোর কার্য্য নাই
চল গৃহে মিলিয়া সকলে॥
এত বলি শোক ভরে, বৃষকেতু মুণ্ডধরে,
বিলাপ করেন মহাবীর।
হৃদয়ে আঘাত করে, সরোদন উচ্চস্বরে,
মুহুর্মুহুঃ ফেলে নেত্র নীর॥
ভ্রাতৃ-পুত্র শোকে হায়, অর্জ্জুন বাতুল প্রায়,
নেত্র নীরে ভাসে বক্ষস্থল।
তাহা করি নিরীক্ষণ, কহিছে বভ্রুবাহন,
একি দেখি শোকেতে বিকল॥
ক্ষত্রিয় পড়িলে রণে,কে কোথা তাহার জন্যে,
এত হয় জীবনে চঞ্চল।
শুন শুন মহাশয়, ক্ষত্রিয়ের এ ধর্ম্ম নয়,
কেন কর অবিধি সকল॥
দেখিয়া তোমার শোক,হাসিবে সকললোক
উপস্থিত যতেক রাজন।
তুমিত বিদ্বান বীর, রণস্থলে নেত্র নীর,
তোমা কেলা উচিত একেমন॥
বৃষকেতু রণস্থলে, আপনারি বাহুবলে,
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
শরেতে ত্যজিল কায়, রণে মরি স্বর্গে যায়,
স্বর্গলোকে গেছে বীরবর॥
গত প্রাণ যেই জন, তার জন্য শোক কেন,
সেই শোক ঘুচাহে এখন।
আজিকার এসমরে, জিতে তুমি তরিবারে
কর তার উপায় চিন্তন॥
ঘটেছে যে ভ্রদৃষ্ট, এবে সেই সখাকৃষ্ণ,
কোথা আছে আনহ তাহাকে।
না হলে বিষম ঘোরে,কে করিবে রক্ষাতোরে
আজ তুমি পাড়িলে বিপাকে॥

করিয়াছি অবধান, কৃষ্ণগত তব প্রাণ,
কৃষ্ণ বিনা তব অনুপায়।
কৃষ্ণ হীন হয়ে হায়! সমরে ত্যজিবে কায়,
কেন বল বিষাদিত তায়!
আপন কুশল আশ, কর এবে, অভিলাষ,
যদি থাকে পরাণে তোমার॥
ত্বরায় যুকতি ধরি, গোবিন্দে আনহ স্মরি,
নহে রক্ষা না দেখি তোমার॥
এখন থাকিতে কাল,কাছে নাআসিতেকাল,
একবার ভাব শ্রীগোবিন্দে।
তা'হলে সমরে মরি, সুখে যাবে সুরপুরী,
রবে তথা পরম আনন্দে॥
বৃষকেতু শোক ভার, দূরে কর পরিহার,
কর যাহা উচিত বিধান।
মুহূর্ত্তে শোকের ভার, ফুরাবে সব তোমার,
যমালয়ে করিবে প্রয়াণ॥
আমার বাণের ঘায়, আজ তোর অনুপায়,
হৃষীকেশে ডাক বারবার।
যদি এ বিপত্তি হতে,পার্থ তোরে কোনমতে
বাঁচাইয়া করেন নিস্তার॥
এইরূপে পুনঃপুনঃ, বলিল বভ্রুবাহন,
চিন্তিলেন অর্জ্জুন অন্তরে।
সে যুগল পদতরি, দিয়া রক্ষাকর হরি,
আজিকার প্রচণ্ড সমরে॥
'হা কৃষ্ণ হা দিনবন্ধু, জগন্নাথ দয়া সিন্ধু,
কৃপাময় করুণাসাগর।
শ্রীমধুসূদন হরি, দেখাযেও কৃপাকরি,
হরি মরি বিপদ বিস্তর॥
ত্বরা করি হে মুরারি, মণিপুরে এস হরি,
আজ রণে না দেখি উপায়।
কি হবে আমার গতি, এসো হে জগৎপতি
কর ত্রাণ বুঝি প্রাণ যায়॥

তোমার মহিমা যত, হীন আমি কব কত,
পাঞ্চালীর লজ্জা নিবারণ।
জতুগৃহ ঘোরানলে, অনায়াসে বাঁচাইলে,
হরি কারি দয়া বিতরণ॥
দুর্ব্বাসার ঘোর কোপ, মুহূর্ত্তে করিয়ে লোপ
অভিশাপে নিস্তার করিলে।
বাঁচাইলে সবাকারে,তোমা বিনা কেবা তারে
নহে ভস্ম হত কোপানলে॥
বিরাট নগরে হরি, দিয়া শ্রীচরণ তরি,
কল্পরূপে করিলে উদ্ধার।
না থাকিলে অনুকূল, নাহিক পেতাম কূল,
সে অকুল রণ পারাবার॥
কুরুক্ষেত্র মহারণে, কেতারিত অভাজনে,
তুমি না হইলে অনুকূল।
দুর্জ্জয় পাণ্ডব নাম, ছেড়ে যেত ধরাধাম,
হয়ে যেত সমূলে নির্ম্মূল॥
পাণ্ডবের হর্ত্তাকর্ত্তা, তুমি পাণ্ডবের ভর্ত্তা,
কেনা জানে এতিন ভুবনে।
তুমি পাণ্ডবের হরি, কেনা জানে হে মুরারি
এ বিপদে রাখহে জীবনে॥
সুধাম সুধন্বাসনে, নিস্তারিলে ঘোর রণে,
করিলে আমারে প্রাণদান।
মণিপুরে এইবার, হিও হরি অ গুসার,
নচেৎ বিপাকে যায় প্রাণ॥
এত দিন বাঁচাইলে. শেষে হরি তেয়াগিলে
রক্ষ আসি শ্রীমধুসূদন।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ রণে, ভয় নাহি ছিল মনে,
ঘোর ভয় এ বভ্রুবাহন॥
অর্জ্জুনের প্রার্থনায় হরি দয়াময়।
আসিতে বাসনা মনে হইল উদয়॥
কিরীটির দুঃখ ভার করিবারে দূর।
আসিতে বাসনা হল যাক মণিপুর॥
গঙ্গার বচন হরি করিতে সফল।
ততোধিক নাহলেন শ্রীহরি চঞ্চল॥
অর্জ্জুন ভাবেন মনে শ্রীমধুসূদন।
অবশ্য এখানে আসি দিবেন দর্শন॥
মনে হেন অনুমানি সব্যসাচী বীর।
নিরখিয়া রথ পানে ফেলে নেত্র নীর॥
দেখিলেন শূন্য রথ নাহি ভগবান।
ধ্বজোপরি নাহি আর বীর হনুমান॥
হতাশ হইয়া বীর ভাবে হেঁট মুখে।
আজ এই ঘোর রণে পড়িব অসুখে॥
নিশ্চয় হইবে আজ প্রাণ অবসান।
হায় হরি কি করিলে এই কি বিধান॥
অর্জ্জুন তনয় বলে ভাবিছ কি মনে।
আজ আর রক্ষা নাই আমাসহ রণে॥
ছিল কৃষ্ণ সঙ্গে তোর কুরু রণস্থলে।
তাইতে জিনিলে রণে বীর সে সকলে॥
আজ তোর কৃষ্ণ সখা কোথায় এখন।
ডাকনা আসিয়া তোর রাখুক জীবন॥
এত বলি করে বীর বাণ অবতার।
একবারে শত বাণে করে অন্ধকার॥
নিবারণ করিবারে অর্জ্জুন সুমতি।
সেই বাণ না পারেন সচিন্তিত মতি॥
যত বাণ প্রহারেন বীর ধনঞ্জয়।
বভ্রুবাহনের বাণে সব হয় ক্ষয়॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোক চোক শর।
জর্জ্জরিত কিরীটীর শ্যাম কলেবর॥
যত বাণ মারে বীর অর্জ্জুন কুমার।
একটি না ব্যর্থ হয় লক্ষ্য চমৎকার॥
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল বাণ রুধির ছুটিল।
কিংশুক বৃক্ষের মত সৌন্দর্য্য ধরিল॥
সববাণ ব্যর্থ দেখি বাসব নন্দন।
রোষভরে ব্রহ্ম অস্ত্র করেন গ্রহণ॥

কুরুক্ষেত্র ঘোর রণে যে অস্ত্রের ঘায়।
নিমেষে অসংখ্য বীর পাইয়াছে লয়॥
সেই ব্রহ্ম অস্ত্র লয়ে করিল সন্ধান।
পলকেতে সেই অস্ত্র হৈল খান খান॥
ব্রহ্ম অস্ত্র ব্যর্থ হল বালকের রণে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর সশঙ্কিত মনে॥
যেই অস্ত্র পশুপতি হয়ে হৃষ্টচিত।
অর্জ্জুনেরে দিয়াছিল ভুবনে বিদিত॥
যেই অস্ত্র বলে হায়! কুরুক্ষেত্র রণে।
ভয়ে কেহ না আসিত ফাল্গুনি সদনে॥
যেই অস্ত্র বলে ছিল ইন্দ্রের কুমার।
সকল বীরের শ্রেষ্ঠ বীর অবতার॥
যেই অস্ত্র বলে সব হইল নিধন।
নিবাত কবচ আদি কালকেয় গণ॥
যেই অস্ত্র বলে কাটি অশ্বত্থামা শির।
শুপ্তমণি লোক মধ্যে করিল বাহির॥
সেই পাশুপত অস্ত্র ভুবনে প্রচার।
সন্ধান করিল তাই ইন্দ্রের কুমার॥
মন্ত্রপূত করি বীর করিল ক্ষেপণ।
মুহূর্ত্তে পাড়িল কাটি অর্জ্জুন নন্দন॥
তিল মাত্র হয়ে গেল পাশুপত বাণ।
অর্জ্জুন ভাবিল হায় গিয়াছে পরাণ॥
পতিতপাবনী গঙ্গা ত্রিলোক তারিণী।
হইলেন অর্জ্জুনের প্রাণ সংহারিণী॥
ভয়ঙ্কর বাণ রূপে হইয়া সেখানে।
ইন্দ্রসুত নিধনের কথা কহে কাণে॥
করেতে পাইলে চন্দ্র আনন্দ যেমন।
সেইরূপ আনন্দিত অর্জ্জুন নন্দন॥
দেবীর উদ্দেশে বীর করি নমস্কার।
গঙ্গা অস্ত্র লইলেন আনন্দ অপার॥
তবে বভ্রুবাহন আরিতে জনকেরে।
যুড়াইল অর্দ্ধ ... দিল বীরবরে॥

টঙ্কারিল ধনুক কাঁপিল ত্রিভুবন।
মুহূর্মুহুঃ শঙ্খনাদ প্রলয় যেমন॥
হুহুঙ্কার ছাড়ি বীর গঙ্গা অস্ত্র লয়ে।
ধনুকেতে বসাইল আনন্দিত হয়ে॥
বাণ দেখি ইন্দ্রচন্দ্র বায়ু হুতাশন।
একবারে ভয়ে সব হল অচেতন॥
ছাড়িল প্রচণ্ড বাণ উল্কার সমান।
শূন্যেতে উঠিল যেন অগ্নি মূর্ত্তিমান॥
বায়ুবেগে ঘোর রবে উড়িয়া আসিল।
অর্জ্জুনের মুণ্ড কাটি ভূতলে পাড়িল॥
হাহাকার করিতে লাগিল দেবগণ।
জয় জয় শব্দ করে শ্রীবভ্রুবাহন॥
অর্জ্জুনের সহ যত যোদ্ধাগণ ছিল।
অর্জ্জুন নিধন দেখি রণে ভঙ্গ দিল॥
আজ্ঞা দিল জয় ভেরী করিতে ঘোষণা।
শত্রু নাশি বীরবর সাধিল কামনা॥
তবে বভ্রুবাহন পশিল পুরে আসি।
অগ্রে গিয়া জননীরে কহিতেছে হাসি॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি জননী চরণে।
কহিছে সমর বার্ত্তা পুলকিত মনে॥
আজ মাতা সুরাসুর জয়ী ধনঞ্জয়।
আমার সহিত রণে গেছে যমালয়॥
যতেক পাণ্ডব সেনা তার সহ ছিল।
আমার সহিত রণে পরাস্ত পাইল॥
শুনিয়াছি গাণ্ডীব নামেতে ধনু তার।
যথা যায় তথা জয় শুনেছিনু সার॥
অবহেলে আজ তারে করেছি নিধন।
অদ্যকার সংগ্রামের শুন বিবরণ॥
এহেন দারুণ বাণী শুনি পুত্র মুখে।
শত বজ্রাঘাত হল চিত্রাঙ্গদা বুকে॥
হাহাকার করি ধনী হল অচেতন।
ভূমে পড়ে সংজ্ঞাশূন্যা হল কতক্ষণ॥

সংজ্ঞালাভ করি বলে পুত্রে সম্বোধিয়া।
কিলাভ হইল তোর আমারে বধিয়া॥
কহিল কেমনে তোরে ঘোর কুসন্তান।
স্বহস্তে বধিলি তুই জনকের প্রাণ॥
যেইজন পিতৃঘাতী তার তুল্য আর।
মহাপাপী নারকী কি আছে কুলাঙ্গার॥
ক্ষত্রিয় নিয়মে ধিক্ ধিক্ পাপাশয়।
ভাল সমাচার এবে শুনালি আমায়॥
পিতৃ হত্যা করিয়াছ সম্মুখ সমরে।
যা থাকে অক্ষয় কীর্ত্তি জগত ভিতরে॥
এক্ষণে আমার প্রাণ করবে নিধন।
আর যেন তব মুখ না দেখি কখন॥
এতেক প্রকারে বহু তিরস্কার করি।
শিরে করাঘাত করে অর্জ্জুন সুন্দরী॥
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন হায় প্রাণেশ্বর।
কোথা গেলে অভাগীরে ফেলে একেশ্বর॥
তোমা বিনা আর কিছু জানিনা স্বপনে।
আচির সেবিকা জনে ত্যজিলে কিমনে॥
হায় হায় এবে শোক দেখি দুর্নিবার।
কে করে এ অভাগীরে দুস্তরে নিস্তার॥
অপার দুস্তর ঘোর মহামহা রণ।
অবহেলে হলে পার করি সন্তরণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে না ছিল হেন বীর।
তোমা সহ রণে কেহ নাহি হত স্থির॥
আজ মোর ভাগ্যফলে মণিপুরে আসি।
ত্যজিলে জীবন হায় কেমনে প্রকাশি॥
কি সুখে করিব আর এদেহ ধারণ।
একদিনে সব সুখ হরিল শমন॥
এতবলি শোকে বভ্রুবাহন জননী।
রোদন করেন যেন মণিহারা ফণী॥
শুনিয়া উলুপী দ্রুত আসিয়া তথায়।
ভাসিয়া বিবরণ পাণ্ডিম্মি প্রায়॥

ত্বরা করি মুখে তার জল দান করি।
চিত্রাঙ্গদা সুন্দরীরে তোলে হাত ধরি।
কেন সখি বৃথা শোকে হতেছ কাতর।
অর্জ্জুনের মৃত্যু নাহি জানে চরাচর॥
যার সখা জনার্দ্দন স্বয়ং নারায়ণ।
তার কভু হয়ে থাকে অকালে মরণ॥
ইহাতে আমার মনে কভু নাহি ভয়।
নিশ্চয় আছেন রণে হয়ে মৃতপ্রায়॥
বভ্রুবাহনের সহ সমরে প্রবেশি।
হয়েছেন অচেতন শুনগো রূপসী॥
প্রাণেশের জীবনের আর এক বচন।
বলি আমি শুন চিত্রাঙ্গদা দিয়া মন॥
স্বহস্তে একটী বৃক্ষ রোপণ করিয়া।
নিজের মরণ কথা গেছেন বলিয়া॥
এইবৃক্ষে শুষ্ক হয়ে যাইবে যখন।
তখন জানিবে মোর নিশ্চয় মরণ॥
এক্ষণে চলিনু আমি আপনার স্থানে।
বাঁচি কি না বাঁচি তাহা বুঝিবে সন্ধানে॥
চল যাই সেই বৃক্ষ দেখিগে এক্ষণে।
ভদ্রাভদ্র বুঝা যাবে বৃক্ষ নিরীক্ষণে॥
এতবলি দুইজনে হয়ে ব্যাকুলিত।
সেই বৃক্ষ তলে গিয়া হন উপনীত॥
দেখিলেন সেই তরু ত্যজেছে জীবন।
মৃততরু দেখে দোঁহে হন অচেতন॥
কতক্ষণ পরে দোঁহে সংজ্ঞালাভ করি।
শিরে করে করাঘাত হাহাকার করি॥
হায় নাথ কোথা নাথ এসো একবার।
নয়ন প্রসারি হেরি চরণ তোমার॥
এত বলি দুইজনে চলে ঊর্দ্ধশ্বাসে।
সমর প্রাঙ্গনে মৃত পতির সকাশে॥
আগে পাছে চলে শত শত সখীগণ।
ক্রন্দনের শব্দে হায় পুরিল গগন॥

এদিকে জননী কাছে পেয়ে অপমান।
আরও পিতৃবধ করি মৃতের সমান॥
মনে মনে অনুতাপ করি বীরবর।
পাত্রমিত্র পাঠালেন জননী গোচর॥
সান্ত্বনা করিতে তারা ব্যগ্রচিত্তে ধায়।
কি বলে প্রবোধ দিবে মুখে না জুয়ায়॥
হেনকালে উলুপী কহেন হর্ষভরে।
আচম্বিতে কথা এক উপজে অন্তরে॥
অবশ্য হইবে ইথে নিশ্চয় উপায়।
চিত্রাঙ্গদা চাহে মুখ পাগলিনী প্রায়॥
অনন্ত দুহিতা আমি জানে চরাচরে।
পিতাহতে আনুকূল্য হলে হতে পারে॥
মম সহ কিরীটির হলে পরিণয়।
যখন গেলেম এই দাসীর আলয়॥
পিতা মম অনন্ত অনন্ত সমাদরে।
অনন্ত রূপেতে পূজা করেন পার্থেরে॥
কত মত ভক্তি করি পরম হরষে।
স্নানাধন নানা রত্ন দিয়া পিতা তোষে॥
বসাইয়া স্বজনায় রত্ন সিংহাসনে।
হাতে হাতে সঁপিলেন পরম যতনে॥
অমৃত নামেতে মণি দিলেম যৌতুক।
কি বলিব পিতৃদেবে কত যে কৌতুক॥
কত দাস দাসী দিল বলিব কি আর।
পুণ্ডরীক নামে নাগ প্রধান তাহার॥
সেই নাগ ছিল সদা আমারি সেবায়।
তাহা হতে করিব ইহার সদুপায়॥
এখনি তাহারে আনি যতন করিয়া।
পিতার আলয়ে মম দিব পাঠাইয়া॥
আনিতে সে সুধাময় মণি দীপ্তিমান।
পাতালে সে নাগ পুরে করাব প্রয়াণ॥
আনিয়ে সে দিব্য মণি জীয়াব পতিরে।
বুঝিব কেমন গুণ দেখিবে অচিরে॥
যত নাগ প্রাণত্যাগ করয়ে সমরে।
এই মণি স্পর্শমাত্র প্রাণ পায় পরে॥
সুরাসুর যক্ষরক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
মণির অপূর্ব্ব গুণ জানে চরাচর॥
কেন কর বৃথা শোক অর্জ্জুনে বধিতে।
কে আছে এমন বীর এই অবনীতে॥
সুরাসুর নাগনর কাঁপে যার রণে।
কেবল আঘাত করে তাহার জীবনে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ হেতু বভ্রুবাহু বীর।
অর্জ্জুনেরে করেছেন সমরে অধীর॥
এত শুনি কন বভ্রুবাহন জননী।
ত্বরায় আনিয়া দাও কোথায় সে মণি॥
অর্জ্জুন বিরহ শেল কত সব আর।
কাটিছে দারুণ শোকে হৃদয় আমার॥
হায় হায় তুমি এই বিপদের মূল।
তুমিই হেনেছ বুকে নিদারুণ শূল॥
তুমিই মন্ত্রণা দিয়ে আমার সন্তানে।
পাঠাইলে অকাতরে অর্জ্জুন নিধনে॥
তুমি না বলিতে যদি যাইতে সমরে।
তবে কি আমার পুত্র হেন কায করে॥
এই তুমি পতিব্রতা এই ধর্ম্মজ্ঞান।
এই গুণে কর সদা স্বামীর ধেয়ান॥
দেখি নাই শুনি নাই এমন ব্যাপার।
পরামর্শ দিয়ে পতি করালে সংহার॥
তোমাহতে তোমা স্বামী মরিল অকালে
কেমনে সহিছ ঘোর দুঃখ অবহেলে॥
মারিয়া পতিরে কিছু নাহি অনুতাপ।
বুঝেছি তোমার যত ধর্ম্মের প্রতাপ॥
এইরূপ ধর্ম্ম কার্য্য নিরন্তর করি।
ধার্ম্মিকা বলিয়া সবে দেখাও সুন্দরী॥
যাহাহোক অর্জ্জুনের যদি থাকে দোষ।
পায় ধরি কৃপাকরি পরি হর রোষ॥

যায় যাকু মম পুত্র শ্রীবভ্রুবাহন।
বাঁচাও অর্জ্জুনে শীঘ্র এমন বচন॥
আজ যদি প্রাণনাথে না দেও জীবন।
না দেখিতে পাই যদি সে রক্ত লোচন॥
নিশ্চয় জানিবে তুমি তোমার সাক্ষাতে।
অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব নিশ্চিতে॥
এই আমি বসিলাম করি আয়োজন।
ত্বরায় প্রদান কর নাথের জীবন॥
শুনিয়া উলুপী কন শঙ্কা কিবা আর।
এখনি বাঁচাব প্রাণ নাথের আমার॥
বৃথা গঞ্জ বিধুমুখী করমের ফল।
কার সাধ্য খণ্ডিবারে পারে সে সকল॥
তথাপি এখনি আমি সঞ্জীবন মণি।
বাঁচাইব তুজনার নাথের জীবনি॥
বৃথা খেদ ত্যাগ কর স্থির কর মন।
অবশ্য বিষম শোক হবে বিমোচন॥
যার পক্ষে প্রধান সহায় নারায়ণ।
বালকের হস্তে তার হয় কি নিধন॥
বিশেষ জনক মোর অনন্ত ভূপতি।
অর্জ্জুনের প্রতি তাঁর বড় প্রীত মতি॥
তাঁহার নিকটে আনি মণি সঞ্জীবন।
এখনি নাথের আমি বাঁচাব জীবন॥
শুনেছি প্রাণেশ মোর পুরাতন ঋষি।
নারায়ণ অর্দ্ধ অঙ্গ বলেন দেবর্ষি॥
তার কভু হয়ে থাকে মরণ অকালে।
হয়েছেন আচ্ছাদন মায়া-মোহ জালে॥
মায়াময় মায়া করে করেছেন খেলা।
নহে কেন এই রণে করেছেন হেলা॥
আমার বচন শুন স্থির কর মন।
নিশ্চয় এখনি পাবে নাথের জীবন॥
হরি পদ কর সার ভাব চিন্তামণি।
বৃথা কেন শোক কর চিত্রাঙ্গদা ধনী॥

ইতি ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

উপস্থিতো নিবর্ত্তেত নিবর্ত্তঃ পুনরাপতেৎ।
বিপর্য্যয়ো বা কিন্নু স্যাৎ গতির্ধাতুর্দুরত্যয়া॥

পাতালে সর্পযুদ্ধ, ও বভ্রুবাহনের বিলাপ।

জন্মেজয় মহারাজ কন মুনিবর।
শুনিনু অপূর্ব্ব কথা তোমার গোচর॥
এক্ষণে বলুন মোরে করি কৃপাদান।
কোন দোষে গঙ্গা হরে অর্জ্জুনের প্রাণ॥
পরম ধার্ম্মিক বীর অর্জ্জুন সুজন।
বভ্রুবাহনের রণে কি হেতু মরণ॥
এমন আশ্চর্য্য কথা শুনিনাক কাণে।
নারী যুক্তি দিয়া নাশে পতির পরাণে॥
উলুপী মন্ত্রণা দিল যেতে রণস্থলে।
তাইত সে বভ্রুবাহ যুদ্ধ করে বলে॥
কৃপাকরি এ বিষয় বর্ণনা করিয়া।
আমারে সন্তোষ দেও সন্দেহ নাশিয়া॥
পরে কি হইল শুনি অপূর্ব্ব কথন।
মুনিবর কৃপাকরি করুন বর্ণন॥
শুনিয়া জৈমিনি কন শুন মহারাজ।
যে হেতু অর্জ্জুন পড়ে সমর সমাজ॥
যার রণে সুরাসুর ভয়ে কম্পমান।
বালকের হাতে তার কেন যায় প্রাণ॥
ত্রিপথ গামিনী কেন অর্জ্জুন নিধনে।
আসিলেন বীর বভ্রুবাহন সদনে॥
এসব অপূর্ব্ব কথা শুন দিয়া মন।
তোমার প্রীতার্থে তাহা করিব বর্ণন॥
পরে যা কি হল ক্রমে বলিব সকল।
স্থির ভাবে শুন কথা হৈওনা চঞ্চল॥
ধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাব দেখিতে পাইবে।
শুনিবা মাত্রেতে তব সন্দেহ ঘুচিবে॥
অতএব মহারাজ স্থির করি মন।
কিরীটীর পরাভব কারণ শ্রবণ॥
কুরুক্ষেত্র ঘোর রণে ভীষ্ম বীরবর।
যখন করিল ঘোর প্রচণ্ড সমর॥
দশদিন যুদ্ধে তাঁর পাণ্ডবের বল।
ক্রমে ক্রমে হীনবল হইল সকল॥
ভীষ্ম পিতামহ ছিল সমরে দুর্জ্জয়।
দৃষ্টি মাত্রে কত শত বীরে করে ক্ষয়॥
কার সাধ্য রণ মাঝে হয় আগুয়ান।
পাণ্ডবেরা সচিন্তিত অতি ম্রিয়মান॥
দশম দিনের যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
গঙ্গার কুমার যেন শমন সোদর॥
উপায় না দেখে বীর কুন্তীর কুমার।
জিজ্ঞাসেন বাসুদেবে উপায় ইহার॥
বলিলেন যুক্তি শুন সখা ধনঞ্জয়।
ভীষ্মদেবে জয় করা সহজত নয়॥
তবে এক হেতু এই ভুবনে প্রচার।
অমঙ্গল দেখিলে না করে যুদ্ধ আর॥
দ্রুপদের পুত্র যে শিখণ্ডি নাম ধরে।
যুদ্ধকর সঙ্গে তারে অগ্রবর্ত্তী করে॥
তাহলে ভীষ্মের হাতে নিস্তার পাইবে।
নতুবা এ রণ লজ্জা সকলি ঘুচিবে॥

প্রবল ঝটিকাবেগে প্রদীপ যেমন।
মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে হয় নির্ব্বাপন ॥
অনলের কণা যথা পশিয়া তুলায়।
ক্ষণ মধ্যে করে ফেলে ভস্মরাশি প্রায় ॥
সেইরূপ মূর্ত্তিমান অনল সমান।
চেয়ে দেখ ভীষ্মদেব ওই বিদ্যমান ॥
যদি এই সদুপায় নাকর গ্রহণ।
পলকে সকল সৈন্য হইবে নিধন ॥
শিখণ্ডীরে পুরোভাগে স্থাপন করহ।
এইক্ষণে মম এই উপদেশ লহ ॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র পুরুষত্ব হীন।
তার মুখ দেখে ভীষ্ম সমর প্রবীণ ॥
করিবেনা যুদ্ধ আর ধনুক ফেলিবে।
অনায়াসে সেই কালে নাশিতে পারিবে ॥
নারায়ন মুখে এই পেয়ে যুক্তি সার।
পার্থের অন্তরে হল আনন্দ অপার ॥
ডাকিলেন শিখণ্ডীরে করি বহুমান।
সঙ্গে লয় বীরবর হল আগুয়ান ॥
আগে চলে শিখণ্ডী পশ্চাতে ধনঞ্জয়।
উপনীত তথা যথা গাঙ্গেয় দুর্জ্জয় ॥
দেখিলেন ভীষ্ম চেয়ে সম্মুখ সমরে।
আসিছে শিখণ্ডী ক্লীব রণ বাঞ্ছা করে ॥
পশ্চাতে আসিছে তার নর-নারায়ণ।
পৃষ্ঠদেশ রক্ষা হেতু পুলকিত মন ॥
অমঙ্গল দেখি ভীষ্ম তেয়াগিল ধনু।
অর্জ্জুন সুত ক্ষ শরে বিন্ধিলেন তনু ॥
নিরস্ত্র সমর মাঝে গঙ্গার কুমার।
তথাপি অর্জ্জুন করে বাণ অবতার ॥
এতবাণ মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
প্রতি লোম-কূপে বাণ হল সম্পাতন ॥
শরীরের মধ্যে স্থান নাহি তিলমাত্র।
শোণিত ঝরিছে হায় বেয়ে সর্ব্বগাত্র ॥

অব্যর্থ সন্ধান কভু না হয় নিস্ফল।
ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে পড়িল ভূতল ॥
বিন্ধ্যা-গিরি সম হায়! শর-শয্যাগত।
বিশেষ কারণে প্রাণ হলনা বিগত ॥
প্রাণ-বায়ু বহির্গত হলনা তখন।
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেবে শাস্ত্রের লিখন ॥
মৃত্যু ইচ্ছা না হইলে মরিবার নয়।
এই হেতু শরশয্যা জীবন্মৃত রয় ॥
ভীষ্মরে শয়ন দেখি সমর সাগরে।
দেবগণ বসুগণ হাহাকার করে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু আর অনিল অনল।
ইত্যাদি দেবতা সব হইল বিকল ॥
ধ্রুব আদি বসুগণ শোকেতে কাতর।
জাহ্নবীর কূলে সবে গেলেন সত্বর ॥
যতেক দেবতা আর অষ্টবসুগণ।
ভাগীরথী জলে স্নান করে ততক্ষণ ॥
করযোড়ে জাহ্নবীরে সম্বোধন করি।
কহিল তাঁহারা সবে নিবেদন করি ॥
শুনগো জননী আজ কুরুক্ষেত্র রণে।
আশ্চর্য্য ঘটনা এক দেখিনু নয়নে ॥
মহাশয় ভীষ্ম দেখি রণে অমঙ্গল।
ছাড়িলেন ধনুঃশর প্রতিজ্ঞা সফল ॥
নিরস্ত্র যখন বীর রথের উপরে।
নারকী অর্জ্জুন তবে শরাঘাত করে ॥
সম্মুখে শিখণ্ডী রাখি সম্বল কেবল।
পাপাত্মা, ভীষ্মের বল করেছে নিস্ফল ॥
দুরাত্মা সমরে জিনি হয়েছে গর্ব্বিত।
এখনি তাহার ফল দেওয়া সমুচিত ॥
যদি মাতঃ অনুমতি করগো প্রদান।
এখনি পার্থের করি উচিত বিধান ॥
ত্রিপথগামিনী শুনি পুত্রের নিধন।
অতিশয় শোকাতুরা হইয়া তখন ॥

বলেন দিলাম আমি এই অনুমতি।
যাহা ইচ্ছা কর গিয়ে অর্জ্জুনের প্রতি ॥
পাপাশয় যেমন করেছে কর্ম্ম আজ।
তাহার উচিত ফল দেখুক সমাজ ॥
জননীর এতাদৃশ শুনিয়া বচন।
অতিশয় উল্লাসিত অষ্ট বসুগণ ॥
শাপদিতে উদ্যত হয়েছে যেন কালে।
নাগরাজ অনন্ত গেলেন সেইস্থলে ॥
অনন্ত অনন্ত রূপে সান্ত্বনা করিল।
তবে যত বসুগণ অনন্তে বলিল ॥
আমাদের অঙ্গীকার মিথ্যা না হইবে।
যা বলিব একবার নিশ্চয় ফলিবে ॥
এক্ষণে তোমার বাঞ্ছা করিতে সফল।
শাপান্তের উপায় মোরা বলিব সকল ॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামেতে রাজন।
তাহার সহিত হবে অর্জ্জুনের রণ ॥
শ্রীবভ্রুবাহন বীর সেই রণস্থলে।
অর্জ্জুনের মুণ্ড যদি কাটে অবহেলে ॥
তাহলে হইবে তবে শাপ বিমোচন।
কদাপিও না হইবে ইহার খণ্ডন ॥
সেই জন্য অর্জ্জুনের এ-হেন দুর্দ্দশা ॥
বিপাকে জীবন গেল পাণ্ডব ভরসা ॥
এইরূপ শাপান্ত না হলে মহারাজ।
অর্জ্জুনের জীবনান্তে নরকে বিরাজ ॥
নিশ্চয় হইত ইহা দেবের বচন।
অদ্ভুত বৃত্তান্ত এবে করিলে শ্রবণ ॥
উলুপী মন্ত্রণা দিয়া শ্রীবভ্রুবাহনে।
পাঠাইল কিরীটীরে বধিবারে রণে ॥
যখন শাপের কথা শুনিল সুন্দরী।
তখনি পিতার কাছে গেল ত্বরা করি।
কহিল হে পিতঃ এই ঘটেছে এখন।
কৃপা করি দেবে বলি শাপ বিমোচন ॥
সে জন্য অনন্ত যায় বসুর সকাশে।
করিয়া অনেক স্তব মানস প্রকাশে ॥
তাহাতেই বসুগণ করি কৃপাদান।
অর্জ্জুনের শাপান্ত উপায় বলি দেন ॥
উলুপী যথার্থ বটে পতিব্রতা নারী।
কোন দোষ নাহি তার হেন কায করি ॥
না করিলে অর্জ্জুনের বিপদ ঘটিত।
চিরদিন নরকেতে বসতি হইত ॥
এক্ষণে শুনহ পরে অপর বচন।
যাহাতে হইল রক্ষা কিরীটী জীবন ॥
সে সকল কথা ক্রমে কহিব তোমারে।
তোমার সমান শ্রোতা নাহিক সংসারে ॥
অর্জ্জুনের মৃত দেহে জীবন সঞ্চার।
শুন মহারাজ ইহা অদ্ভুত ব্যাপার ॥
তাহতে আশ্চর্য্য এই জগত ভিতরে।
অনায়াসে সর্পের সহ নর যুদ্ধ করে ॥
শুন মহারাজ এবে শ্রীবভ্রুবাহন।
নাগলোকে গিয়া করে কি প্রকারে রণ ॥
দুর্লভ সে সঞ্জীবন মণি আনা ভার।
সাধ্য কি অপরে সেথা পাইবে নিস্তার ॥
অর্জ্জুন তনয় হয় সমরে প্রচণ্ড।
তাইসে ভুজগদল করে লণ্ডভণ্ড ॥
বিশেষ বৃত্তান্ত তার করহ শ্রবণ।
তার পরে যা ঘটিল স্থুল বিবরণ ॥
তোমার সাক্ষাতে তাহা বলিব এখনি।
স্থির চিত্তে শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
পার্থ নারী চিত্রাঙ্গদা বভ্রুর জননী।
কাঁদেন করুণা করি মনি-হারা ফণি ॥
উলুপী অনন্ত কন্যা তাহারে গঞ্জিয়া।
কতেক করেন শোক করুণা করিয়া ॥
সেই গঞ্জনায় নাহি তত অনুতাপ।
অর্জ্জুন নিধনে তার যত মনস্তাপ ॥

আর দুঃখ চিত্রাঙ্গদা বলিল নিশ্চয়।
স্বামীহত্যা করি দুঃখ নাহি উপজয়॥
চিত্রাঙ্গদা গূঢ় মর্ম্ম জানেনা তাহার।
তাইসে আমারে করে এত তিরস্কার॥
বিশেষতঃ পতিশোকে জর্জ্জর হৃদয়।
অবলা উতলা তাই নাহি কিছু সয়॥
একবারে চারিদিকে জ্বলিলো অনল।
অরজলে আরও হয় অধিক প্রবল॥
সেইরূপ চিত্রাঙ্গদা শোকেতে বিহ্বলা।
করিয়াছে তিরস্কার না জানে অবলা॥
এতেক চিন্তিয়া চিতে উলুপী সুন্দরী।
পতির জীবন দানে প্রাণপণ করি॥
অর্জ্জুন সহিত যবে হয় পরিণয়।
যৌতুকে অনন্ত দিল যে নাগ তাহায়॥
সেই পুণ্ডরীক নাগে করিল স্মরণ।
আনিবারে পিতৃকাছে মণি সঞ্জীবন॥
স্মরণ মাত্রেতে এল নাগ পুণ্ডরীক।
উলুপীর ভাব দেখি জিজ্ঞাসে অধিক॥
কি হেতু জননী আজ মলিন বদন।
কি হেতু সজল অর্দ্ধ মিলিত নয়ন॥
কি হেতু বহিছে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস।
কি হেতু অন্তরে স্ফূর্ত্তি নাহিক বিকাশ॥
কি হেতু কুঞ্চিত ভুরু হয়ে অধোমুখ।
ত্বরা করি কহ মাতা কিতব অসুখ॥
বোধ হয় কোন ঘোর অনিষ্ট ঘটন।
হয়েছে জননী আজ লয় মোর মন॥
কি অপার দুঃখ তব অন্তরে উদয়।
কহিয়া জননী কর সুস্থির হৃদয়॥
উপস্থিত আছে দাস তব বিদ্যমান।
আজ্ঞা দিন কোন কর্ম্ম উচিত বিধান॥
শুনিয়া উলুপী ছাড়ি নিশ্বাস প্রবাদি।
কহেন শুনরে বৎস কেন নেত্রে জল।
আমার প্রাণের পতি অর্জ্জুন সুমতি।
অশ্বমেধ অশ্ব লয়ে এলেন সম্প্রতি॥
বলিলাম আমি পুত্র বভ্রুবাহনেরে।
সেই অশ্ব রাখ বেঁধে দৃঢ় বন্ধকরে॥
রাখিলেক সেই অশ্ব করিয়া বন্ধন।
তাহাতে উভয়ে হল ঘোর মহারণ॥
সেই রণে প্রাণনাথ করিয়া সমর।
একাকিনী রেখে মোরে হয়ে অগ্রসর॥
গেছেন এ ধরাতল ত্যজে প্রাণনাথ।
হৃদয়ে হয়েছে তাই অশনি নিপাত॥
আমিই করেছি পাপে স্বহস্তে নিধন।
ইহার না সদুপায় ক..হ এখন।
তুমি বৎস যদি মোরে কর কৃপাদান।
তবে আজ প্রাণনাথ পুনঃ প্রাণপান॥
মম পিতা অনন্ত অনন্ত তেজ যাঁর।
এক দ্রব্য মাত্র আছে নিকটে তাঁহার॥
সঞ্জীবন নামে মণি ভুবনে বিদিত।
তার স্পর্শে মৃতজন সজীব ত্বরিত॥
যত নাগ প্রাণে মরে সেই মণি স্পর্শে।
তখনি পরাণ আসি তার দেহে অর্শে॥
যদি বৎস সেই মণি আনিবারে পার।
তবে হবে প্রাণেশের জীবন সঞ্চার॥
যাও তুমি পিতৃদেব আমার যথায়।
আমার প্রণাম শত জানাইবে পায়॥
বলিবে অর্জ্জুন প্রাণ ত্যজেছে সমরে।
আসিয়াছি মহারাজ সঞ্জীবন তরে॥
উলুপী পাঠায়ে দিল আপনার কাছে।
ত্বরায় উপায় কুরু যাতে বীর বাঁচে॥
এদিকেতে বভ্রুবাহ জননী সদনে।
উপনীত হইলেন ব্যাকুলিত মনে॥
চিত্রাঙ্গদা বলে বাপ কি কাজ করিলি।
তনয় হইয়া নিজ পিতাকে বধিলি।

নরকেও তোর স্থান হবেনা কখন।
জানিবিরে কুলাঙ্গারে পিতার শমন॥
চণ্ডালেও যেই কাজ হেয় জ্ঞান করে।
হেন কাজ কিরূপে করিলি অকাতরে॥
মারিলা জনকে মনে না ক'রে বিচার।
এ জগতে তোর সম পাপী কেবা আর॥
এখন উলুপী যাহা বলিছে মন্ত্রণা।
তাহা সম্পাদন ক'রে ঘুচাও যাতনা॥
নাগলোকে আছে মণি নাম সঞ্জীবন।
তার স্পর্শে জীব পুনঃ লভয়ে জীবন॥
সেই মণি আন গিয়া অনন্ত সদনে।
যেমন করম ফল ভোগহ এক্ষণে॥
সেই মণি না পাইলে নিশ্চয় ম'রব।
আর কভু তব মুখ চক্ষে না দেখিব॥
এতক্ষণ অধোমুখে শ্রীবভ্রুবাহন।
মায়ের নিকট ছিল, বাদল বচন॥
পাতালে সে নাগপুরে আছে বটে মণি।
পুণ্ডরীকে পাঠাইছে উলুপী জননী॥
সেই যাক আনিবারে মাতামহ কাছে।
দেয় কি না দেয় মণি বুঝা যাবে পাছে॥
আমি মাতামহ কাছে নহে পরিচিত।
এক্ষণে আমার তথা যাওয়া কি বিহিত॥
যদি নাহি দেন মণি পাব অপমান।
বিশেষ ক্ষত্রিয় রীতি চির বিদ্যমান॥
ভিক্ষা করি কিছু মাত্র না লবে চাহিয়া।
কেমনে চাহিব মণি আমি নিজে গিয়া॥
পুণ্ডরীক যাক যদি মণি সঞ্জীবন।
মাতামহ অনন্ত নাকরে প্রত্যর্পণ॥
এখনি সমর বেশে তথায় যাইব।
মুহূর্ত্তে বাঞ্ছিত মণি জিনিয়া আনিব॥
এখন যদ্যপি মাতঃ আমি নিজে যাই।
অবিশ্বাস হ'তে পারে, পরিচয় নাই॥
পুণ্ডরীক নাগ গিয়া বলুক সেথায়।
অনন্ত যদ্যপি মণি মোরে না বিলায়॥
শরাসনে নাগলোক করিব দহন।
এখনি আনিব আমি মণি সঞ্জীবন॥
শুনিয়া উলুপী কন পুত্র যা কহিল।
তাহাই হউক ইহা প্রমাণ রহিল॥
পুণ্ডরীক যাক আগে প্রার্থনা কারণ।
তাতে নাহি দেন যদি অনন্ত রাজন॥
অবশেষে বৎস যাবে করিয়া সমর।
আনিবে সুন্দর মণি পলক ভিতর॥
অগ্রেতে বিনয় পরে বলের বিচার।
এইরূপে চলিতেছে জগত সংসার॥
ইহা ব'লে নাগ কন্যা অনন্ত দুহিতা।
পুণ্ডরীকে ডাকি কন হয়ে সশঙ্কিতা॥
যাও বৎস ত্বরা করি বিলম্ব করনা।
কিরীটী বিহনে প্রাণ আরত রহেনা॥
এত শুনি পুণ্ডরীক চকিতের প্রায়।
নাগলোকে অনন্তের নিকটেতে যায়॥
ভূমেতে রাখিয়া শির কৃতাঞ্জলি করে।
বলিল ঘটনা সব তাঁহার গোচরে॥
শুনিয়া অনন্ত অতি হইয়া অধীর।
জামাতার শোকে তাঁর বহে নেত্রনীর॥
আকুল হইল অতি শোকে নাগপতি।
শুন সর্পগণ এই আমার যুকতি॥
রণস্থলে মণিপুরে বভ্রুবাহু রণে।
পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় ত্যজেছে জীবনে॥
সে কারণ উলুপী মাগিল সঞ্জীবন।
মণি লয়ে গিয়া তার বাঁচাবে জীবন॥
আর শুন সর্পগণ পলক ভিতরে।
সৃষ্টি স্থিতি সংহার করয়ে অকাতরে॥
সেই বিশ্বপতি এই অখিলের সার।
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ জানে ত্রিসংসার॥

বিলম্ব করনা মণি দেহ পাঠাইয়া।
সর্পগণ সকলের মঙ্গল চাহিয়া॥
শুনিয়া অনন্ত মুখে এসব বচন।
ধৃতরাষ্ট্র নামে নাগ করিয়া গর্জ্জন॥
কহিল এসব কথা গ্রাহ্য নাহি হয়।
হিতাহিত বিবেচনা নাহি উপজয়॥
বিনতার পুত্র সেই গরুড় দুর্ম্মতি।
তার ভয়ে ভীত সদা আছি নাগপতি॥
একবার যদি আসে এই নাগপুরে।
কত নাগ নষ্ট হবে পক্ষ বায়ুভরে॥
জেনে নত মহারাজ বিনতানন্দন।
দয়া মায়া শূন্য সেই নিষ্ঠুর কেমন॥
সেই পাপাত্মার ভয় করে নিবারণ।
হেন মণি পাঠাইতে করেছ মনন॥
এই সঞ্জীবন হতে নাগগণ বাঁচে।
নাগলোকে ইহাভিন্ন কিবা আর আছে॥
বিশেষতঃ নাগরাজ করহ শ্রবণ।
অর্জ্জুন নিধনে মম আনন্দিত মন॥
ধন্য ধন্য বলি আমি বভ্রুবাহনেরে।
যেহেতু পরম শত্রু বধেছে সমরে॥
তাহার নিধনে কেন আনন্দ উদয়।
শুন মহারাজ বলি তোমারে নিশ্চয়॥
মর্ত্ত্যলোকে কুরুবংশে কৌরবের পতি।
ধৃতরাষ্ট্র নামে যেই নৃপতি সুমতি॥
তার সহ মিত্র ভাব আছয়ে আমার।
বন্ধুর সুখেতে হয় সুখের সঞ্চার॥
বন্ধুর দুঃখেতে হয় দুঃখের উদয়।
জানিবে হে নাগপতি উভয়ের হয়॥
পামর নিষ্ঠুর এই পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
অর্জ্জুন দিয়াছে তার হৃদে বড় শাল॥
বন্ধু বান্ধবের সহ কুরুক্ষেত্র রণে।
নিধন করেছে তার শতেক সন্তানে॥

সেই দুঃখে মম দুঃখ হয়েছে সঞ্চার।
সুখী হইলাম অতি নিধনে তাহার॥
মিত্র যদি কোন রূপে বিপদে পতন।
হয় তবে দুঃখ তার উচিত মোচন॥
ভেবেছিনু মনে মনে পেলে একবার।
স্বহস্তে জীবন আমি বিনাশিব তার॥
আজি তাহা অকাতরে করে সম্পাদন।
অর্জ্জুন তনয় সেই শ্রীবভ্রুবাহন॥
কখনই এই মণি নাদিব তাহারে।
কেমনে সে মণি দিতে বলেন আমারে॥
আমাদের জীবন ও মণির উপর।
কেমনে এ নিধি দিতে বল নরবর॥
আজ যদি মণি দিই আপন কথায়।
কাল কিসে ত্রাণ পাব গরুড় প্রভায়॥
কখনই উলুপীরে এই সঞ্জীবন।
দিবনা সে পামরের বাঁচাতে জীবন॥
তবে আপনার বাঞ্ছা হয় যেইরূপ।
করুন তাহাই ওহে নাগদল ভূপ॥
আমরা যতেক নাগ আশ্রিত তোমার।
মণি দিতে সম্মতি না হবে দেব কার॥
পৃথিবীতে এই মণি দিতে কে বলিবে।
যাহা কহিলাম তাহা নিশ্চয় জানিবে॥
তখন অনন্ত দেব অনন্ত ভাবিয়া।
অনন্ত রূপেতে কন মন্ত্রীরে চাহিয়া॥
আর যত ছিল তথা ভুজঙ্গের দল।
ডাকদিয়া বলিলেন শুনহে সকল॥
নাগরাজ বলেন শুনহ নাগগণ।
সাধুজনে করে সদা ধর্ম্মের চিন্তন॥
যেইজন ধর্ম্ম রাখে ধর্ম্মে রাখে তায়।
অধর্ম্মের জয় কোথা দেখিয়াছ হায়॥
ধৃতরাষ্ট্র কুরুরাজ তাহার নন্দন।
পাপিষ্ঠ কুল পাংশুল সেই দুর্য্যোধন॥

নিয়তই ছিল দুষ্ট অধর্ম্ম নিরত।
অধর্ম্ম করণে তার উৎসুক সতত॥
বহুক্লেশ দিয়াছিল ধর্ম্মের নন্দনে।
তাই সে নিধন হল ধর্ম্ম সহ রণে॥
তবে যে বলিছ বান্ধব মিত্রগণ।
কি হেতু সে রণ ক্ষেত্রে করিল শয়ন॥
তাহার কারণ শুন ওহে মন্ত্রীবর।
অসাধুর সহিত যে রহে নিরন্তর॥
তাহাকে কে বলে সাধু বুঝে দেখ মনে।
সচ্চরিত্র হলে সেও অসাধু গণনে॥
যেমন চোরের সঙ্গ সাধু দণ্ড পায়।
সেইরূপ তাহাদের না ছিল উপায়॥
দুর্য্যোধন দোষে হল সকলে নিধন।
সে দোষে ধর্ম্মের দোষ নহে কদাচন॥
আর দেখ সৎকার্য্য যেই জন করে।
তাহার বিপদ নাহি জগত ভিতরে॥
পাপে যার মতি তার নানান দুর্দ্দশা।
কেন কর পাপ কর্ম্ম ধর্ম্মই ভরসা॥
অর্জ্জুন পাইবে প্রাণ এমনি পরশে।
পরিপূর্ণ হবে ধরা তোমাদের যশে॥
বিশেষ যেজন হয় সংসারের সার।
জগতের পতি যেই অখিল আধার॥
সেই কৃষ্ণ জগন্ময়ে পিরীতি পাইব।
সেই পূর্ণ নিত্যধাম চরমে লভিব॥
কৃষ্ণে যার ভক্তি নাই অন্তকালে তার।
ঘটিবেক অমঙ্গল জানিবে হে সার॥
কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমিক হয়েছে যেইজন।
কৃষ্ণনাম বিনা যার নাহি উচ্চারণ॥
ইহকালে সুখভোগ অন্তে মোক্ষধাম।
কৃষ্ণের পিরীতি হেন হেন কৃষ্ণ নাম॥
অতএব কৃষ্ণপ্রীতি যদি বাঞ্ছা কর।
এখনি সে মণি লয়ে হও অগ্রসর॥
বাঁচাও কৃষ্ণের সখা অর্জ্জুনের প্রাণ।
মণি দিয়ে পৃথিবীতে রাখ নিজ মান॥
মনেতে বুঝেছে হেন নাহি দিলে মণি।
ইন্দ্রের তনয় নাহি পাইবে পরাণি॥
তাহা যেন একবার ভেবনা কখন।
অবশ্য অর্জ্জুন বীর পাইবে জীবন॥
বিশ্বের কারণ যেই ভব কর্ণধার।
পৃথিবীতে একমাত্র সখা হন যার॥
তার পক্ষে কোন কর্ম্ম সাধনেতে ভয়।
জীবন তাহার কাছে তুচ্ছ বই নয়॥
মণি নাহি দিলে যদি পার্থ পায় প্রাণ।
তবে তুমি কি রূপেতে রাখিবে সম্মান॥
এখন আমার কথা রাখহ সুধীর।
মণি দিয়ে উলুপীরে করহ সুস্থির॥
তাহলে থাকিবে মান শুন নাগগণ।
কেন কর নিজ মান নিজেতে হনন॥
যদি নাহি সঞ্জীবন দেও উলুপীরে।
নিশ্চয় তাহার ফল পাইবে অচিরে॥
প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড সেই অর্জ্জুন কুমার।
এখনই রণে এসে হবে আগুসার॥
লাভে হতে অপমান হইবে তখন।
আর দিতে হবে তারে মণি সঞ্জীবন॥
নিশ্চয় বলিনু ইহা ঘটিবে ঘটিবে।
তোমার তেজের ফল অবশ্য ফলিবে॥
নাগ মন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র কহিছে তখন।
আসুক অর্জ্জুন পুত্র সে বভ্রুবাহন॥
কখনই মণি আমি দিবনা তাহারে।
লয়ে যাক পার্থ সুত পারে যে প্রকারে॥
ইহা শুনি পুণ্ডরীক ফিরিয়া আসিল।
উলুপীর কাছে সব বৃত্তান্ত বলিল॥
শুনিয়া উলুপী কন বভ্রুবাহনেরে।
পায় নাই মণি পুণ্ডরীক এল ফিরে॥

একক্ষণে উপায় যাহা করহ বিধান।
নহেত কিরূপে বাঁচে প্রাণনাথ প্রাণ ॥
চল বৎস দ্রুত যাই মণি আনিবারে।
সংগ্রাম বিহনে হায় পাব কি প্রকারে ॥
অর্জ্জুন তনয় বলে মাতামহ আজ।
করিলেন অতিশয় অন্যায় একাজ ॥
সহজে প্রণয়ে মণি নাদিল অনন্ত।
সংগ্রামে আনিব জিনি করি প্রাণ অন্ত ॥
আজি যদি ত্রিভুবন সহায়তা করে।
তথাপি আনিব মণি কহিনু তোমারে ॥
এত বলি ক্রোধভরে অর্জ্জুন তনয়।
সংগ্রাম ঘোষণ করি ডাকে সৈন্যচয় ॥
চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে সাজিল তখন।
বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র কত প্রহরণ ॥
আরোহণ করি রথে চলে বীরবর।
কালান্তক যম যেন রণে অগ্রসর ॥
অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য সমরে সাজিল।
সমরের সজ্জা দেখি মেদিনী কাঁপিল ॥
সানাই দামামা কাড়া বাজে ঢাকঢোল।
একবারে পড়িল বিষম গণ্ডগোল ॥
অনন্ত দিলনা মণি সেই রোষভরে।
প্রবেশ করিল গিয়ে সে পাতালপুরে ॥
যুদ্ধ আশে প্রবেশে পাতালে পার্থসুত।
সমরের কার্য্যে হয় অতি মজবুত ॥
অনন্তের দূত যত দেখিয়া ব্যাপার।
ছুটে গিয়া কহে শুন ধর্ম্ম অবতার ॥
এসেছে অর্জ্জুন সুত করিবারে রণ।
করুন এক্ষণে প্রভু উপায় চিন্তন ॥
দূত মুখে শুনি রাজা ভাবে মনে মনে।
এসেছে অর্জ্জুন সুত করি কি এক্ষণে ॥
মহাবল শালী বীর নিপুণ সমরে।
অসাধ্য তথা গিয়ে ঠেকিয়াছে পারে ॥

আজ রণে দেখিতেছি কারু রক্ষা নাই।
কি করি উপায় এর ভাবিয়া না পাই ॥
ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রীবরে করি সম্বোধন।
ডাক দিয়া বলিলেন ভুজঙ্গ রাজন ॥
তখন বলিনু আমি মণি আনি দেহ।
শুনিয়ে আমার বাক্য রাখিলে না কেহ ॥
ভেবেছিলে বভ্রুবাহ আসিয়া হেথায়।
সমর করিবে ইহা মনে নাহি তায় ॥
এখন সে বীর ওই এসেছে সমরে।
দেখ চেয়ে সদুপায় কর ত্বরা করে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন শুন নাগপতি।
করিব কি মানুষের সমরে যুকতি ॥
এত চিন্তা কেন তব বলহ রাজন।
চক্ষের নিমিষে আজি জিনিব এরণ ॥
আমি যুদ্ধ করিব দেখহ মহারাজ।
এতবলি ডাকদিল ভুজঙ্গ সমাজ ॥
পঞ্চ শির অষ্ট শির পঞ্চদশ শির।
শত শত শির যুত এল নাগবীর ॥
বিস্তার করিয়া ফণা হইল আগত।
দেখি ধৃতরাষ্ট্র নাগ অতি হরষিত ॥
আজ্ঞাদিল যাহ সবে সেনানীর সহ।
বীর বভ্রুবাহনেরে সংহার করহ ॥
বভ্রুবাহনের শির আনিবে যেজন।
আমি তারে প্রাণ ভরে দিব আলিঙ্গন ॥
শুনিবা মাত্রেতে অগণিত নাগগণ।
সহস্র২ ফণা করি আস্ফালন ॥
সমরে পশিল সেই রণ বিবরণ।
কি বলিব মহারাজ অপূর্ব্ব ঘটন ॥
নাগনরে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর।
সেই রণে কম্পান্বিত হল চরাচর ॥
রথ রথী গজবাজী পদাতিক আর।
অসংখ্য আইল সহ অর্জ্জুন কুমার ॥

তাহা লয়ে বীরবর রণে প্রবেশিল।
অনল সমান বাণে সকল ছাইল ॥
কোপে যত নাগদল করিয়া গর্জ্জন।
বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলে অতীবভীষণ ॥
একএক নিশ্বাসেতে শত শত বীর।
ভীষণ ভুজঙ্গ যুদ্ধে ত্যজিল শরীর ॥
বিষদন্তে একবার দংশয়ে যাহারে।
তখনি সে জন যায় শমন আগারে ॥
পুনঃনাহি বাহুড়ায় করিবারে রণ।
সর্প মনুষ্যেতে যুদ্ধ অদ্ভুত ঘটন ॥
অশ্ব গজ কত গেল কত পদাতিক।
কত রথী গেল আর কব কি অধিক ॥
দেখিয়া সর্পের রণ বভ্রুবাহ বীর।
দুইচক্ষু রক্তবর্ণ কোপেতে অধীর ॥
টঙ্কারিয়া শরাসন নিল অগ্নি বাণ।
আকর্ণ পুরিয়া বীর করিল সন্ধান ॥
চাহিয়া ভুজঙ্গ পানে ছাড়িলেন শর।
দেখিয়া নাগের দল হইল ফাঁফর ॥
একবারে চৌদিকে জ্বলিল হুতাশন।
পুড়িতে লাগিল তাহে যত সর্পগণ ॥
রাগে যত বিষধর গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।
হল ভস্মে পরিণত আগুণে পুড়িয়া ॥
অগ্নি দেখি প্রবল ভুজঙ্গ ভঙ্গ দিল।
বাসুকি ইত্যাদি সবে কেহ না থাকিল ॥
দেখি কোপে ধৃতরাষ্ট্র উঠিল গর্জ্জিয়া।
আকাশ প্রমাণ ফণা তুলিল ঠেলিয়া ॥
প্রচণ্ড নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড়।
রণে ভঙ্গ দিল যত যোদ্ধা বড় বড় ॥
ধৃতরাষ্ট্র নাগ হয়ে রোষেতে কম্পিত।
পঞ্চাশ সহস্র বীর করিল নিহত ॥
নিজ সৈন্য বল গেল দেখি বভ্রুবাহ।
শোকেতে রাগেতে যেন হল দেহ দাহ ॥

কোপে ওষ্ঠাধর কাঁপে অর্জ্জুন নন্দন।
নিশ্বাস ফেলিয়া করে ধনুক গ্রহণ ॥
বিষম রাগেতে বীর দেখি অন্ধকার।
জুড়িল গরুড় বাণ অতি চমৎকার ॥
মন্ত্রপূত করি বীর বাণ তেয়াগিল।
পলকে গরুড় হয়ে ফিরিতে লাগিল ॥
দেখিয়া ভুজঙ্গ দল বিনতানন্দনে।
পলাইল উভরায় ভঙ্গ দিয়া রণে ॥
বড় বড় সর্প যত সব পলাইল।
অনন্তের কাছে গিয়া স্মরণ লইল ॥
জীবনের ভয়ে সবে হইল ব্যাকুল।
সমর সাগরে আর নাহি দেখে কূল ॥
ধৃতরাষ্ট্র পলাইল দুই পুত্র লয়ে।
মনুষ্যের সমরেতে সবে প্রাণ ভয়ে ॥
অর্জ্জুন বলেন কেন ওহে সর্পগণ।
বভ্রুবাহনের রণে কর পলায়ন ॥
বলে ছিলে আসুক সে অর্জ্জুন তনয়।
মুহূর্ত্তে পাঠাব তারে শমন আলয় ॥
এত বলিলাম আমি যতন করিয়া।
বভ্রুবাহনেরে মণি দেহ পাঠাইয়া ॥
না শুনলে আমার সে হিত বাক্যচয়।
এখন এভয় কেন যাহ যমালয় ॥
সুরাসুর কম্পমান সদা যার ডরে।
কার সাধ্য জিনিবারে তাহারে সমরে ॥
যেমন করেছ তুমি মনেতে বিচার।
এখন ত্বরায় কর তার প্রতিকার ॥
প্রমাদ পড়িবে আজ অর্জ্জুন নন্দনে।
কাহার এড়ান নাহি এ তুমুল রণে ॥
অনন্তের কথা শুনি যত নাগগণ।
কহে প্রভু কি কহিলে দারুণ বচন ॥
সঞ্জীবন মণি দিতে করিলে আদেশ।
তাই না দিলাম মোরা এই অবশেষ ॥

নিদারুণ কোপে তাই করিতে সংহার।
আমাদের প্রাণ,মোরা আশ্রিত তোমার॥
এখন উপায় কর শুন নাগরাজ।
কার্য্য নাহি গিয়ে আর সমর সমাজ॥
এমনি পাইলে যদি যুদ্ধ না করিবে।
তাহলে এ-নাগলোক সুস্থির হইবে॥
নতুবা সমরানল হবে দীপ্তিমান।
একটী ভুজঙ্গ নাহি রবে বিদ্যমান॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র দিল মণি সম্ভাষণ।
মনস্তাপে প্রপীড়িত অতি ক্ষুব্ধমন॥
মণি লয়ে অনন্ত অনন্ত সুখে যায়।
উপনীত অর্জ্জুনের তনয় যথায়॥
অনন্ত বলেন শুন বৎস বভ্রুবাহ।
ত্বরা এই মণি লয়ে মণিপুরে যাহ॥
যুদ্ধ করি কেন মিছা সর্প কর নাশ।
সফল হইল তব অন্তর প্রয়াস॥
এতবলি বভ্রুবাহে দিল সঞ্জীবন।
অর্জ্জুন তনয় তবে ক্ষান্ত দিল রণ॥
সম্বরণ করি নিল বৈণতেয় শর।
যে শরে পাতালপুরী হয়েছে ফাঁফর॥
মণি পেয়ে পার্থসুত আনন্দ অপার।
মণির বিশেষ গুণ তখনি প্রচার॥
যত সৈন্য মরেছিল ভুজঙ্গের রণে।
মণির পরশ মাত্রে জীবে তৎক্ষণে॥
অতিশয় উল্লাসিত হইয়া রাজন।
সসৈন্য গৃহের দিকে করিল গমন॥
বাজিল বিজয় ভেরী উড়িল নিশান।
সগর্ব্ব হরষে বীর করিল প্রয়াণ॥
বভ্রুবাহ চলি গেল প্রাণমণি লয়ে।
ধৃতরাষ্ট্র ভাবিলেন বিষাদিত হয়ে।
হিংসক যেরূপ হয় মান অপমান।
নিরন্তর তার পক্ষে সকল সমান॥
পেলেও যন্ত্রণা শত তথাপি আবার।
প্রতি হিংসা করে লজ্জা নাহি থাকে তার॥
সেইরূপ নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্র মনে।
বিচারিল এই দুঃখ নাসহে জীবনে॥
অর্জ্জুনে বাঁচাবে লয়ে গিয়া সঞ্জীবন।
ইহা কভু সহিবনা থাকিতে জীবন॥
মনে মনে ভাবিয়া ডাকিল দুই পুত্র।
যোড়হস্তে পুত্রদুটী উপস্থিত তত্র॥
শুন পুত্রগণ মম যেই অনুতাপ।
অর্জ্জুন কুমার গেল দেখায়ে প্রতাপ॥
লয়ে গেল সঞ্জীবন পিতার কল্যাণে।
অপমান কালানল জ্বলিতেছে প্রাণে॥
যদি পুত্র তোমরা এ কলঙ্ক মোচন।
করহ জানিবে স্থির রাখিব জীবন॥
নতুবা অনলে পশি এ প্রাণ ত্যজিব।
ত্বরায় এ কার্য্যকর আমি যা বলিব॥
বভ্রুবাহ লয়ে গেল মণি সঞ্জীবন।
বাঁচাইতে অর্জ্জুনের অমূল্য জীবন॥
তোমরা এদিকে যাও হয়ে সাবধান।
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মুণ্ড গিয়া আন॥
তাহাহলে আমার এ ঘুচে মনস্তাপ।
বিলম্ব করিলে আর হবে পরিতাপ॥
এত শুনি পিতৃমুখে মহা কুতূহলে।
দুই সহোদর চলে সংগ্রামের স্থলে॥
গিয়া তথা মণিপুরে পিতার আদেশে।
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মুণ্ড লয়ে আসে॥
চকিতের মধ্যে কার্য্য করিয়া সাধন।
পাতালে আসিয়া দিল পিতার সদন॥
উভয়ের মুণ্ড পেয়ে সুস্থির হইল।
খল খলতার ভাল পরিচয় দিল॥
মণি পেয়ে মণিপুরে শ্রীবভ্রুবাহন।
মুহূর্ত্তের মধ্যে আসি দিল দরশন॥

উলুপীর কাছে আসি করিল প্রণাম।
জিজ্ঞাসিল নাগকন্যা পূর্ণ মনস্কাম॥
অর্জ্জুন তনয় বলে এনেছি জননী।
নাগলোক হতে সেই সঞ্জীবন মণি॥
এই লও মণি মাতঃ কর শীঘ্রগতি।
অর্জ্জুনের প্রাণ দানে স্থির কর মতি॥
কুতূহলে সকলে চলিল রণস্থলে।
বাঁচাতে অর্জ্জুন প্রাণ সঞ্জীবন বলে॥
সবে দেখে কিরীটির বৃষকেতু বীর।
দেহ মাত্র আছে শুধু নাহি তাহে শির॥
বভ্রুর জননী দেখে অধীর হইল।
হাহাকার করি উচ্চে কাঁদিতে লাগিল॥
উলুপী শোকের ভরে হল অচেতন।
হায় হায় এইছিল দৈবের লিখন॥
অকস্মাৎ একি হল মুণ্ড কে লইল।
বিলাপিল পাত্র মিত্র যত সঙ্গে ছিল॥
অর্জ্জুন তনয় দেখে বিধি বিড়ম্বন।
হাহাকার করি বীর হল অচেতন॥
ক্ষণেকে চেতন লাভ করি বীরবর।
বিলাপ করিল কত কব কি বিস্তর॥
খুঁজিল দোঁহার মাথা কোথাও না পায়।
একবারে সকলেতে করে হায় হায়॥
সংজ্ঞালাভ করি ভবে অর্জ্জুন তনয়।
বলিল অকীর্ত্তি মম রহিল অক্ষয়॥
হায় হায় কেন আমি অশ্ব ধরেছিনু।
স্বহস্তে ইচ্ছায় নিজ পিতাকে বধিনু॥
জগতের মধ্যে যেই নিতান্ত দুর্জ্জয়।
যার দর্পে ত্রিভুবন কম্পান্বিত হয়॥
যার ধনু টঙ্কারেতে তিনলোক কাঁপে।
সুরাসুর কাঁপে যার প্রচণ্ড প্রতাপে॥
যার সহ সমরে পতঙ্গ বৃত্তি পায়।
যার কীর্ত্তি রাশি রাশি আছে বসুধায়॥

যেই বীর বাহু যুদ্ধে তুষি আশুতোষে।
পেয়েছেন পাশুপত; যার যশ ঘোষে॥
যেইজন করেছিল খাণ্ডব দহন।
যাহাহতে পরাজিত কালকেয় গণ॥
সুশর্ম্মা হরিয়া নিলে বিরাট গোধন।
যেই বীর একাকী করেছে আনয়ন॥
আজি সেই বীর শ্রেষ্ঠ বীর অবতার।
জনক আমার তাঁরে করিনু সংহার॥
যেইজন নিরন্তর ধর্ম্ম অনুগত।
ঘটেছে দুর্জ্জয় পাপ করিয়া নিহত॥
এই পাপে হবে মোর নরকে নিবাস।
হায় কেন করিলাম হেন সর্ব্বনাশ॥
পিতৃহত্যা মহাপাপ সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
আত্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত ইহার ভূতলে॥
দেহ অসি হৃদয় করিব বিদারণ।
কোন সুখে পাপ দেহ করিব ধারণ॥
পেয়েছিনু কথঞ্চিৎ আশা মনে মনে।
জীবন পাইবে পিতা মণি সঞ্জীবনে॥
বিধাতা করিল হায়! সে আশ নিরাশ।
এখন কেবল মাত্র সার হা-হুতাশ॥
কুণ্ডল সহিত মুণ্ড হায় কে হরিল।
নিদারুণ শেল লয়ে হৃদে কে হানিল॥
এতবলি কুমার দারুণ শোকভরে।
হাহাকার করি শিরে করাঘাত করে॥
ধূলায় লুণ্ঠিত হল শ্রীবভ্রুবাহন।
ক্ষণে মূর্চ্ছা ক্ষণে কাঁদে হয়ে সচেতন॥
পুত্রের যেমন দশা জননী তেমন।
উলুপী আকুলা অতি বিগত চেতন॥
পাত্র মিত্র সেনানী যতেক সেনাকুল।
দারুণ শোকের ভরে সবে সমাকুল॥
কেহ সুস্থ নহে সবে বিষণ্ণ বয়ান।
সবার হৃদয়ে যেন প্রচণ্ড তুফান॥

সকলের ইচ্ছা যদি কেহ প্রাণ দিলে।
অর্জ্জুনের মুণ্ড আসি পুনঃ দেহে মিলে॥
এখনি প্রস্তুত সবে এত শোকাকুল।
হায় বিধি কেন নাহি হন অনুকূল॥
ডুবিল এ-মনিপুর শোকের সাগরে।
বিনা সেই দয়াময় কেবা রক্ষা করে॥
তিনি করুণার সিন্ধু ভব কর্ণধার।
সেই বিনা কেবা করে দুস্তরে নিস্তার॥
অর্জ্জুনের মহা মহা সমর প্রাঙ্গনে।
করেছেন যেই ত্রাণ সে মধুসূদনে॥
ডাক এবে সেই বিনা কে করে উদ্ধার।
হায় হায় একবারে সব অন্ধকার॥
শোকের প্রবল ঝড় বহিল এখন।
কোথা নাথ দয়াময় দেব জনার্দ্দন॥
বিপদে পড়েছি অতি এস ত্বরা করি।
কৃপাময় কৃপাকর শোকে ডুবে মরি॥
তোমা বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে।
কটাক্ষেতে সৃষ্টি স্থিতি লয় সেইক্ষণে॥
বিপদে পড়েছি হরি অর্জ্জুন কারণ।
বিপদে উদ্ধার কর বিপদ ভঞ্জন॥
যেই লয় তব নাম মুখে একবার।
তখনি না থাকে হরি বিপদ তাহার॥
তব সখা অর্জ্জুনের ঘটেছে প্রমাদ।
ত্বরায় আসিয়া হরি হর পরিবাদ॥
তুমি বিপদের সখা অধম তারণ।
সঙ্কটে উদ্ধার কর দিয়া শ্রীচরণ॥
নতুবা শোকের নীরে ডুবে মণিপুর।
এস হরি দেহ সবে আনন্দ প্রচুর॥
হৃষীকেশ কর পার ঘোর শোকভার।
তোমা বিনা কেবা করে অপারেতে পার॥

ইতি সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দ্দেহ ভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥

অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন।

বৈশম্পায়ণ শুনি, জিজ্ঞাসেন কহ মুনি,
কি হইল পশ্চাতে ঘটন।
তব বাণী সুধাকর, ইচ্ছা হয় নিরন্তর,
পান করি জুড়াই জীবন॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড হরি, নাগ গেল নাগপুরী,
শোকনীরে ডুবিল সবাই।
কি হইল তারপর, কহ শুনি মুনিবর,
তুমি বক্তা তাতেই সুধাই॥
কি রূপেতে ধনঞ্জয়, বৃষকেতু প্রাণ পায়,
কহ শুনি অপূর্ব্ব বচন।
যত শুনি বারম্বার, উল্লাস দ্বিগুণ তার,
সুললিত কথন শ্রবণ॥
বৈশম্পায়ণ কথা, শুনিয়া জৈমিনি তথা,
কহে শুন শুন নরপতি।
শোক মগ্ন মণিপুরে, অঘটনা অতঃপরে,
ক্রমে ব ল কর অবগতি॥
যেই রূপে সব্যসাচী, পুনঃ উঠিলেন বাঁচি,
সেই কথা অতি সুমধুর।
মনোযোগ দিয়া শুন, দূরে যাবে তমোগুণ,
পাবে তাহে আনন্দ প্রচুর॥
যেথায় দারুণ রণে, ফাল্গুনীরে বধে প্রাণে,
যেই দিন এই সর্ব্বনাশ।
সেইদিন নিশাকালে, কুন্তীদেবী নিদ্রাকালে,
স্বপ্নে হায় দেখেন বিকাশ॥

অর্জ্জুন প্রাণের পুত্র, বিপদে পড়েছেন তত্র,
তৈল সরোবরে নিমগন।
স্বপ্নে দেখিলেন হায়, গর্দ্দভেতে চড়ি যায়,
দক্ষিণেতে করেন গমন॥
প্রাণপুত্র ধনঞ্জয়, দেহ খানি সমুদয়,
জবাপুষ্পে হয়েছে শোভিত।
সমস্ত শরীরে তার, গোময় চন্দন সার,
অসারেতে হয়েছে পুরিত॥
হেন দুঃস্বপন দেখে, দেবী কুন্তী মনোদুখে,
বাসুদেবে কহেন ত্বরায়।
নিশ্চয় তোমারে বলি, তব সখা পার্থবলী,
নাহি আর বাঁচিয়া ধরায়॥
হায় হায় প্রাণ যায়, এই দুঃখ কব কায়,
বুক ফাটে ভাবিলে ঘটনা।
সুভদ্রার শূন্যকর, হবে দুঃখ নিরন্তর,
মন মধ্যে এঘোর যাতনা॥
সে ভাবনা ভাবি মনে, যে দারুণ হুতাশনে,
হৃদয় পুড়িছে অবিরত।
কি আর বলিব আমি, তুমিত অন্তর স্বামী,
মর্ম্মভাব জানিছ নিয়ত॥
এক্ষণে উপায় কর, তোমাবিনে গদাধর,
কে করিবে বিপদে উদ্ধার।
তুমি হরি কৃপাকরি, নাতারিলে কিসে তরি,
বিলম্ব যে নাহি সহে আর॥

কুন্তীদেবি মুখে শুনি, ব্যস্ত হয়ে যদুমণি,
বৈনতেয়ে করেন স্মরণ।
তখনি বিনতাসুত, তথা আসি উপস্থিত,
শ্রীকৃষ্ণের বন্দেন চরণ॥
তখনি পাণ্ডব সখা, সখায় করিতে দেখা,
গরুড়ে করেন আরোহণ।
যশোদা দেবকী যান, হয়ে অতি ম্রিয়মান,
ভীম, কুন্তী, করেন গমন॥
মুহূর্ত্তে ভূতল ছাড়ি, চলিলেক তাড়াতাড়ি,
গরুড় সে মহাবলবান।
পক্ষ সঞ্চালন করি, তথা গেল ত্বরা করি,
যথা আছে অর্জ্জুন শয়ান॥
পক্ষীহতে অবতরি, কুন্তী আদি সঙ্গে করি,
ভগবান যান শীঘ্রগতি।
দেখিলেন নারীগণ, অর্জ্জুন দেহ বেষ্টন,
করেছেন রণস্থলে স্থিতি॥
নারায়ণ ডেকে কন, উঠহে শ্বেতবাহন,
কে ফেলেছে ধরায় তোমায়।
তোমায় দেখিতে মাতা, কুন্তী আদি সমাগত
ভীমসেন এসেছে হেথায়॥
ভীম বলে একি কৃষ্ণ, তুমিও কি অপকৃষ্ণ,
জনপ্রায় হইলে অজ্ঞান।
সূর্য্যের আঁধারে ভয়, হওয়া অসম্ভব নয়,
যেই ভাব তব বিদ্যমান॥
মৃত ব্যক্তি কথা কয়, একভু সম্ভব হয়,
সব হরি দেখি বিপরীত!
হায় হায় কোন বীর, পার্থের কাটিয়া শির,
কোথায় সে হল লুক্কায়িত॥
আসিয়াছি রণস্থলে, আসুক সে কুতূহলে,
মোর সহ করিতে সমর॥
আসুক সে নরাধম, তাহার কৃতান্ত সম,
ভীম হেথা আছে অগ্রসর॥

একি দেখি হৃষীকেশ; পার্থের ও পার্শ্বদেশ,
পার্থ সম মহাবলবান।
বিলক্ষণ বোধ হয়, কর্ণসুত সুনিশ্চয়,
হায় হায় না দেখি বয়ান॥
একিরে বিপদ ঘোর, দুঃখের নাহিক ওর,
বৃষকেতু পড়েছে সমরে।
কোনজন হেন কার্য্য, দেখাইতে নিজ বীর্য্য,
করেছে সে আসুক অচিরে॥
দেখিব তাহার বল, দেখিব রণ কৌশল,
কেমনে সে অর্জ্জুনে বধিল।
আসুক সে ত্বরা করি, এই ভীম গদা ধরি,
সমর প্রাঙ্গনে দাঁড়াইল॥
এদিকে বভ্রুবাহন, হইলেন সচেতন,
চিত্রাঙ্গদা উলুপী সহিত।
দেখিলেন একবীর, গদা ধরি তুলি শির,
রণস্থলে আছে উপনীত॥
কুন্তী আদি জনার্দ্দন, নেহারি বভ্রুবাহন,
একবারে অবাক হইল।
অনিরুদ্ধ আদি বীর, সাত্যকি সে রণধীর,
বভ্রুবাহে পরিচয় দিল॥
অর্জ্জুন কুমার দুঃখে, বিষাদে মলিন মুখে,
ভীমে কহে সজলনয়নে।
এস তাত ত্বরা করে, পদাঘাত কর শিরে,
কাজ নাই এছার জীবনে॥
হেন পাপাশয় পুত্র, তাত কি দেখেছ কুত্র,
করে পিতা স্বহস্তে বিনাশ।
বৃষকেতু কর্ণসুত, পামর হতে নিহত,
আর কেন জীবনে প্রয়াস॥
প্রাণেক যতেক সাধ, হইয়াছে অবসাদ,
এক্ষণেতে মরণ মঙ্গল।
বাঁচিয়া নাহিক সুখ, জ্বলিছে প্রবল দুখ,
আমার হৃদয়ে অবিরল॥

পিতার জীবন হেতু, বাঁচাইতে বৃষকেতু
নাগলোকে সমর করিয়া।
আনিয়াছি সঞ্জীবন, ওই যে ভুজঙ্গগণ,
আসিয়াছে অনন্তে লইয়া॥
ইতি মধ্যে কোন পাপ, বাড়াইতে মনস্তাপ
পিতৃ মুণ্ড করেছে হরণ।
হায় দুঃখ দুর্নিবার, এস হরি এইবার,
সুদর্শন করিয়া গ্রহণ॥
কাটুন আমার মাথা, আর এ দারুণ ব্যথা,
সহেনা সহেনা হৃষীকেশ।
রাহুর যেমন শির; কাটিয়াছ যদুবীর,
সেইরূপে কর দুঃখশেষ।
পিতৃঘাতী ভ্রাতৃঘাতী, নরকে করে বসতি,
শুনিয়াছি শাস্ত্রের প্রমাণ।
আমার নরক ভয়, ঘুচিয়াছে সুনিশ্চয়,
অকালে যাবেনা মম প্রাণ॥
যখন ও শ্রীচরণ, পাইয়াছি দরশন,
তখনি বুঝেছি মনে মনে।
এমহা পাতক ঘোর, বিবমঃ না হবে মোর,
স্বর্গ লাভ বিগত জীবনে॥
কিন্তু ওহে দয়াময়, এ দুঃখ নাহিক সয়,
পিতৃ ভ্রাতৃ করেছি হনন।
দারুণ অনল জ্বলে, হৃদয়েতে মহাবলে,
ত্বরাকার লহ সুদর্শন॥
কাটহ আমার শির, আর কেন হে সুধীর,
বিলম্ব করিছ ভগবান।
তবকরে শির দিয়া, করিব নিশ্চিন্ত হিয়া,
জুড়াব জ্বলন্ত মমপ্রাণ॥
পিতৃঘাতী নরাধম, তাই নাহি লয় যম,
কুন্তী নাহি আশীর্ব্বাদ করে।
করিয়াছি এই কার্য্য, দেখাইতে নিজবীর্য্য,
পিতৃহত্যা ফল অতঃপরে॥

এইরূপে সর্ব্বজন, বিষাদে হল মগন,
নিদারুণ ক্রন্দনের রোল।
হায় পুত্র হায় নাথ, হায় ভ্রাতঃ হায় তাত,
উঠিল দারুণ গণ্ডগোল॥
তখন ভুজঙ্গ পতি, নারায়ণে করি নতি,
বলেন শুনহ হৃষীকেশ।
পাণ্ডব বিপুল কুল, হয়েছে ঘোর আকুল,
কেন দুঃখ দিতেছ অশেষ॥
কুণ্ডল মণ্ডিত শিরে, কেলয়ে পলাল দূরে,
পেলাম না তাহার সন্ধান।
এক্ষণে করুণাকরি, পদছায়া দেহ হরি,
কর যাহা উচিত বিধান॥
অনন্তের এই বাণী, হিত বলে মনে মানি,
কহি ছন শ্রীমধুসূদন।
শুন সবে নাগনর, শুন সব চরাচর,
আমি যাহা করেছি সাধন॥
সেই সাধনের ফলে, সখামুণ্ড অবহেলে,
এখানে হউক উপনীত।
অপহর্ত্তা যেইজন, তার মুণ্ড এইক্ষণ,
সাক্ষাতেতে হউক পতিত॥
যাহার মায়ার বলে, জগত নিয়ত চলে,
তার আজ্ঞা কে পারে লঙ্ঘিতে।
কে হেন শকতি ময়, বহু ইচ্ছা করে লয়,
নদীগতি পারে ফিরাইতে॥
কহিলেন নারায়ণ, যবে এই সুবচন,
প্রতিফল তখনি ফলিল।
আইল অর্জ্জুন মুণ্ড, দুইটী নাগের তুণ্ড,
পৃথিবীতে খসিয়া পড়িল॥
তখন পাণ্ডব সখা, বাঁচাইতে প্রাণ সখা
শেষ নাগে বলেন বচন।
বাঁচাইব ধনঞ্জয়, দেহ মোরে নাগরায়,
সুধাময় মণি সঞ্জীবন॥

মণি লয়ে হৃষীকেশ, দুঃখের করিতে শেষ,
কহিলেন বিচারি অন্তরে।
কর্ণসুত ম্রিয়মাণ, আগেতে বাঁচাই প্রাণ,
অর্জ্জুনেরে বাঁচাইব পরে॥
ইহা কহি নারায়ণ, লয়ে মণি সঞ্জীবন,
বৃষকেতু হৃদয় উপরে।
স্থাপন করিয়া হরি, উঠ নিদ্রা পরিহরি,
কহিলেন বৎস ত্বরাকরে॥
সঞ্জীবন মণি বলে, কাটা মুণ্ড এলচলে,
দেহে আসি হইল মিলিত।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম স্মরি, উঠিলেন ত্বরাকরি,
হইলেন সমরে ধাবিত॥
দেখেন সম্মুখে হরি, হৃদয়ে আনন্দ ভরি,
বৃষকেতু করে নমস্কার।
কেনা লভে যেইজন, সনাতন নারায়ণ,
তাঁরে দেখে আনন্দ অপার॥
মায়াবলে ধনঞ্জয়, পুন সঞ্জীবিত হয়,
ছিন্ন শির আবার পাইয়া।
হরির প্রবোধ বাণী, শুনে স্থির সে ফাল্গুনি,
দেখিলেন চৌদিকে চাহিয়া॥
কি পন্নগ কিবা নর, সবাই আনন্দে ভর,
দিয়া করে আনন্দের রোল।
স্বর্গ হতে দেবগণ, পুলকে হয়ে মগন,
পুষ্পবৃষ্টি করিল কেবল॥
পাণ্ডবের সেনাযত, সবে হল আনন্দিত,
কেশবে করিল নমস্কার।
যথাভক্তি সহ সবে, আরাধনা করে তবে,
লাভ করে আনন্দ অপার॥
সে মণি পরশে হরি, বাঁচাইল ত্বরাকরি,
হাতী ঘোড়া আদি মৃতজন।
মার মার শব্দ করে, সবে জয় রোষভরে,
প্রবোধেন শেষে নারায়ণ॥

তবে যশোদার মণি, লয়ে সঞ্জীবন মণি,
অনন্তেরে করেন প্রদান।
হেট মুণ্ডে নাগপতি, ত্বরায় করি প্রণতি,
মণি লয়ে করেন প্রয়াণ॥
তখন সকলে মিলি, হয়ে অতি কুতুহলী,
চলিলেন কেশব সহিত।
বভ্রুবাহনের পুরে, প্রবেশিয়া অকাতরে,
লভে সবে পরম পিরীত॥
আনন্দে রমণীগণ, করে মঙ্গলাচরণ,
নৃত্যগীত হইতে লাগিল।
সম্পদ দেখিয়া তার, অতি হর্ষ সবাকার,
একবারে বিস্ময়ে মজিল॥
তখন অনন্ত সুতা, উলুপী হরষ যুতা,
কৃষ্ণের সহিত ধনঞ্জয়ে।
বভ্রুবাহ সভাস্থলে, বসাইয়া কুতুহলে,
করযোড়ে কহে সবিনয়ে॥
হে নাথ করুণাকরি, দেহ শ্রীচরণ তরি,
পুত্র হস্তে তব পরাজয়।
হল প্রভু যে কারণ, সব জ্ঞাত নারায়ণ,
নিদারুণ শাপ হল ক্ষয়॥
গঙ্গা দিয়াছিল শাপ, তাই এত মনস্তাপ,
রণস্থলে তোমার পতন।
কৃষ্ণ হতে তাই আজ, দূর হল সবলাজ,
পুনরায় লভিলে জীবন॥
এবে চিত্রাঙ্গদা সহ, মণিপুর রাজ্যলহ,
পালন করহ সুশাসনে।
পুত্রের এ রাজ্যভার, লয়ে কর উপকার,
লজ্জিত এ শ্রীবভ্রুবাহনে॥
ঐ দেখ বীরবর, তবপুত্র গুণধর,
পিতৃবধে হয়ে ম্রিয়মাণ।
অধোমুখে অবস্থিতি, দেখ দেখ মহামতি,
সুনিশ্চয় ত্যজিবে পরাণ॥

পিতৃবধ ঘোর পাপে, অতিশয় মনস্তাপে,
দেহ তার হয়েছে মলিন।
কর প্রভু কৃপাদান, বাঁচাও তাহার প্রাণ,
তুমি নাথ বুদ্ধিতে প্রবীণ॥
জৈমিনি পরেতে কন, শুন শুন হে রাজন,
মহাযশা শ্রীবভ্রুবাহন।
বসাইল পিতৃদেবে, সঙ্গে লয়ে বাসুদেবে,
যথা তাঁর নিজ সিংহাসন॥
করপুটে অনন্তর, কহিছেন বীরবর
হিমালয়ে গমন করিয়া।
ত্যজিব এ দেহ ভার; বাঞ্ছা এই অভাগার;
কি করিব পাপ দেহ নিয়া॥
নহেত এ দেহে মোর, জ্বলিবে পাতকঘোর,
রব সদা নরকে ডুবিয়া॥
অনুশোচ্যের তাপে, হৃদয় সদাই কাঁপে,
কি করিব পাপদেহ নিয়া॥
হায় হায় যেইজন, কৃষ্ণভক্ত অনুক্ষণ,
ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন বিধান।
হেন পিতৃদেবে ছার, আমি অতি কুলাঙ্গার
অনায়াসে বধিলাম প্রাণ॥
এই হেতু মনে মোর, জ্বলিছে নরকঘোর,
কিসে পাব এপাপে উদ্ধার।
অতএব মনে মনে, ভাবিয়াছি এভুবনে,
বহিবনা মিছা দেহ ভার॥
শুনি কন ভীমবীর, কি হেতু তুমি অধীর,
শুন বীর আমার বচন।
ছাড় মিছা পরিতাপ, পিতৃবধে যত পাপ,
এখন কি হয়নি নিধন॥
যার নামে মেরু সম, পাপ ঘুচে নিরুপম,
তাঁর কাছে করি অবস্থান।
কেন হও বীরবর, এতদূর সকাতর,
পাপ ভয়ে কেন ম্রিয়মাণ॥

আমরা সে রণস্থলে, করিয়াছি বাহুবলে,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের বিনাশ।
দেখিয়া হরির মুখ, ঘুচিয়াছে সব দুখ,
ঘুচে গেছে পাপের প্রয়াস॥
যেই বিশ্ব সনাতন, পাপ হারী নারায়ণ,
জগদেক শ্রীমধুসূদন।
তাঁরে দেখে এ কেমন, অনর্থক শোকক্ষেপ,
তব পাপ হয়েছে মোচন।
এক্ষণে আমার বাণী, মনে ধ্রুব অনুমানি,
শোক তাপ বিসর্জ্জন করি।
পূজনীয় ধর্ম্মরাজ, দিয়াছেন যেই কাজ,
সেই অশ্ব রাখ রক্ষাকরি।
একবার যেইজন, কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ,
করে তার পাতক কোথায়।
উঠ বৎস বাক্য ধর, কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদাস্মর,
পাপ তাপ লাগিবেনা গায়॥
পরে কৃষ্ণ দয়াময়, সব পাপ হরে কয়,
সকলের দুঃখ বিমোচিয়া।
করিয়া অভয় দান, সুস্থির করিলা প্রাণ;
গেল তাপ বিদূর হইয়া॥
পাঁচ দিন হর্ষ ভরে, অবস্থিতি মণিপুরে,
জ্ঞাতি ভ্রাতা বন্ধুব সহিত।
বহুবিধ আলাপন, বাদ্যভাও সুশোভন,
দিবারাত্র হয় নৃত্যগীত।
সকলেই সমাদরে, বভ্রুবাহনের পুরে,
পাঁচ দিন করিয়া যাপন।
এখানেতে থাকা আর, উচিত নহে সবার,
কহিলেন দেবকীনন্দন॥
আসিয়াছি হেথা আমি, শুনিলে পাণ্ডবস্বামী
সমধিক হবেন কাতর।
চল মোরা অশ্বসনে, রক্ষাকরি সযতনে,
ভীম যান হস্তিনানগর॥

নারীগণ সঙ্গে লয়ে, ভীম যান দ্রুত হয়ে,
মোরা যাই অশ্বের সহিত।
নহেত পাণ্ডব পতি, হবেন অস্থির অতি,
মোর মতে এই সে বিহিত॥
এতবলি নারায়ণ, যত ছিল নারীগণ,
চিত্রাঙ্গদা গেল তার সহ।
ভীমসেনে সমর্পিয়া, দিলা হরি পাঠাইয়া,
হস্তিনায় করিয়া আগ্রহ॥
তখন আপনি হরি, অন্তরে বিচার করি,
পাছে দায় ঘটে ধনঞ্জয়ে।
এই হেতু ভগবান, রাখিতে সখার মান,
রহিলেন হয় রক্ষী হয়ে॥
অনন্তর নাগপতি, বাসুদেবে করি নতি,
সঙ্গে লয়ে যত নাগগণ।
জামাতারে বাঁচাইয়া, সঞ্জীবন মণি নিয়া,
পাতালেতে করেন গমন॥

এই হরি গুণ কথা, শুনিলে অন্তর ব্যথা,
ক্ষণমাত্রে বিদূরিত হয়।
যেই জন দৃঢ়চিতে, মনরাখি সে হরিতে,
এই কথা শ্রবণ করয়॥
আধি ব্যাধি দূর হয়, মহারাজ জন্মেজয়,
হরি হন করুণা নিদান।
নামের এমন গুণ, মহারাজ শুন শুন,
সাগরেতে ভাসয়ে পাষাণ॥
না থাকে কলুষ ভয়, একবারে ভস্ম হয়,
তুলা যথা অগ্নির পরশে।
পাষাণ হৃদয় যেই, দয়া মায়া লেশ নেই,
সেহ সিক্ত হয় ভক্তিরসে॥
চির পাপী যেই নর, আজীবন পাপে ভর,
পুণ্য কারে বলে নাহি জানে।
সেই জন মৃত্যুকালে, যদি হরি হরি বলে,
হরিধামে চলে সে বিমানে॥

ইতি অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়।

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং॥

তাম্রধ্বজের উপাখ্যান ও তাহার সহিত যুদ্ধে কেশব ব্যতীত
সকলের পরাভব কেশবের যুদ্ধ, অর্জ্জুন ও কেশবের
মোহ, মোহান্তে ময়ূরধ্বজ সমীপে গমন।

অম্মেজয় কহিলেন কহ ভগবন।
অতঃপর কি হইল অপূর্ব্ব ঘটন॥
কেশব প্রমুখ সেই সহ বীরগণ।
কি রূপে কিরীটি অশ্ব করিল রক্ষণ॥
আপনার মুখ হতে এসব ঘটনা।
শুনিতে আমার হয় নিতান্ত বাসনা॥
আপনার কথা হয় সুখের সাগর।
শুনায়ে শ্রবণ মোর পরিতৃপ্ত কর॥
বিশেষত শ্রীকৃষ্ণের বচন সকল।
চরমে নির্ব্বৃত্তি দানে আত্মার সফল॥
চন্দ্র কিরণেতে কিম্বা মলয় সমীরে।
অথবা কুসুম গন্ধে প্রবাহ সঞ্চারে।
ততোধিক সুখলাভ হয়নাক মনে।
যতোধিক সুখ হরি গুণানু কীর্ত্তনে॥
হরির চরিতরূপ সুধার আস্বাদে।
চিরদিন তরে আত্মা নারয় বিষাদে॥
হরি নাম সুধারসে শরীর শীতল।
হরি নাম বিনা ভবে কি আছে সম্বল॥
এক্ষণে করুণাকরি কহ মুনিবর।
ভীমসেন চলিগেলে হস্তিনানগর॥
কোন কার্য্য করিলেন যশোদানন্দন।
সে সকল সবিস্তরে করহ কীর্ত্তন॥
সেই অশ্ব কোন রাজ্যে করিল প্রয়াণ।
তাহার উৎসুক আমি করহ বিধান॥

জৈমিনি বলেন শুন রাজা অতঃপর।
ঘটেছিল কহিতেছি আমি সবিস্তর॥
বাসুদেব সহ মহাবল বীরগণ।
নগর হইতে অশ্ব করিল মোচন॥
তুরঙ্গ যখন যায়, তাম্রধ্বজ বীর।
একবার দেখিলেন তাহার শরীর॥
রতন নগর হতে যজ্ঞ অশ্ব লয়ে।
তিনিও ভ্রমণে ব্যস্ত সতর্ক হৃদয়ে॥
দৈবের লিখন হায় কে করে খণ্ডন।
অর্জ্জুনের অশ্ব গেল সে অশ্ব সদন।
তাম্রধ্বজ তাঁর পিতা বর্হিধ্বজ নামে।
সদর্পে কাটান কাল রত্নপুর ধামে॥
যথাবিধি যজ্ঞ সাত হয়েছে পূরণ।
অষ্টমে সংকল্প করি অশ্বের মোচন॥
তাঁর সহ তাম্রধ্বজ পুত্র বলবান।
দেশ পর্য্যটন হেতু রক্ষাকরি যান॥
দৈব হেতু দুই অশ্বে মিলন হইল।
অর্জ্জুন ঘোটক তার বদন শুঁকিল॥
করিল আঘাত এক তুলিয়া চরণ।
দশন আঘাতে করে মুক্তারি হনন॥
তাম্রধ্বজ অশ্ব তবে হইয়া কুপিত।
বক্ষঃস্থলে পদদ্বয়ে করিল আঘাত॥
অনন্তর দুই অশ্ব আসিয়া জুটিল।
দোঁহে ক্ষন্ধ কণ্ড যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল॥

তবে তাম্রধ্বজ বলে সেনানীর প্রতি।
মদীয় আদেশ মাত্র পাল শীঘ্রগতি ॥
দেখ এ যজ্ঞীয় অশ্ব আসিল কাহার।
অমনি সেনানী বলে বীর অবতার ॥
দেখিলাম ভালস্থিত পত্রিকা মোচনে।
পাণ্ডবের অশ্ব এই বুঝিনু এক্ষণে ॥
শুনে তাম্রধ্বজ বলে বাঁধহ তুরঙ্গ।
আজিকার রণে আমি দেখাইব রঙ্গ ॥
রাজন ময়ূরধ্বজ জনক আমার।
অষ্টম যজ্ঞেতে দীক্ষা হয়েছে তাহার ॥
এই অশ্ব লয়ে তাঁর পুরাইব আশ।
পাণ্ডবের পুরাইব যজ্ঞের প্রয়াস ॥
সেনাপতি বলে শুন শুন মহাশয়।
পাণ্ডবের সৈন্য অল্প জানিবে নিশ্চয় ॥
আপনার সৈন্য এই সাগর সমান।
অর্জ্জুনের বল নাহি রবে বিদ্যমান ॥
কিন্তু এক কথা এই শ্রীবভ্রুবাহন।
কখনই নহে সেই লোক সাধারণ ॥
যুদ্ধে সুনিপুণ দৃঢ় অতিশয় বীর।
তার সহ রণে কেবা রহিবেক স্থির ॥
অসি গ্রাসে যুদ্ধে যে প্রকাশে পরাক্রম।
দেখি নাই হেন যুদ্ধ তুল্য তার সম ॥
সেই রণে কত বীর ত্যেজেছে শরীর।
রণ হতে পলায়িত কতশত বীর ॥
আজিরে এ যুদ্ধস্থলে কি হবে ঘটন।
বলিতে পারিনা কিবা বিধির লিখন ॥
তাম্রধ্বজ কহিলেন ভাব কি ভাবনা।
অন্য অন্য বীর মোর নাহয় গণনা ॥
বভ্রুবাহ বৃষকেতু বীর দুইজন।
সমরে নিপুণ অতি রণ বিচক্ষণ ॥
নর নারায়ণ হন অর্জ্জুন কেশব।
নারদের মুখে আমি শুনেছি এসব ॥

অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি বীরবর।
কেশব সমান এরা যুদ্ধেতে তৎপর ॥
ইহাদের সনে আমি সমর করিব।
তাহাভিন্ন বীরগণে এরণে নাশিব ॥
এক্ষণে আমার সনে ছাড় উপহাস।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ করহ বিন্যাস ॥
ওই শুন পাঞ্চজন্যে দেব জনার্দ্দন।
কিরীটীর দেবদত্ত শঙ্খের নিস্বন ॥
দুই ভয়ঙ্কর শব্দে কাঁপিল মেদিনী।
ত্বরায় উপায় কর নহেত এখনি ॥
বাধিবে তুমুল রণ দোঁহার সহিত।
শস্ত্রপাণি রথীগণ আসিছে ত্বরিত ॥
এই অশ্ব হেতু আজি বাধিবেক রণ।
সাজরে সাজরে সাজ যত সৈন্যগণ ॥
এখানেতে বাসুদেব অর্জ্জুনে কহিল।
অশ্বধরি তাম্রধ্বজ সমরে সাজিল ॥
নিজ অশ্ব রক্ষা হেতু হের ধনঞ্জয়।
তব অশ্ব বাঁধি রণে করেছে আশয় ॥
নিশ্চয় জানিবে আজ প্রমাদ ঘটাবে।
সমুদায় বীরে যম সদনে পাঠাবে ॥
ময়ূরধ্বজের পুত্র মহাবলবান।
আজরণে সকলের সংশয় পরাণ ॥
শঙ্খের নিকট হতে বেদ উদ্ধারণ।
করেছেন যেইরূপে শ্রীমধুসূদন ॥
সেইরূপ তাম্রধ্বজ বীর হস্ত হতে ॥
মোচন করিতে অশ্ব হবে কোনমতে ॥
ইহার সহিত রণে শ্রীবভ্রুবাহন।
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আর করিবেক রণ ॥
আমার সহিত তুমি এস ধনঞ্জয়।
রণস্থলে থাকা আর উচিত না হয় ॥
আমিত করিব এবে নিশ্চয় গমন।
যেখানে ময়ূরধ্বজ যজ্ঞ পরায়ণ ॥

নর্ম্মদা নদীর তটে যজ্ঞেতে দীক্ষিত।
জিতেন্দ্রিয় হিংসাহীন ভুবনে বিদিত॥
অতিশয় শূরবীর জগতে প্রচার।
তারসনে অবিহিত সমর তোমার॥
রণে ক্ষান্ত দিয়ে সবে চল মোরসনে।
সত্য বলিতেছি ইহা জানিবে হে মনে॥
আমি এর প্রতিব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ।
সমর করিব আজি তব বিদ্যমান॥
তাম্রধ্বজ মহাবীর সমরে অটল।
তার যত সেনা সব প্রচণ্ড প্রবল॥
যমের সোদর সম কালান্তক প্রায়।
আজি বুঝি ঘোর রণে প্রমাদ ঘটায়॥
দারুক চালিত রথে হব আগুয়ান।
পুত্রপৌত্র গণ লয়ে করিব প্রয়াণ॥
তোমার সংগ্রাম করা উপযুক্ত নয়।
বিশেষতঃ রণশ্রমে ক্লান্ত অতিশয়॥
বোধ হয় আজ রণে নাহিক নিস্তার।
সমুদায় বীর আজি হইবে সংহার॥
এতবলি ভগবান শ্রীমধুসূদন।
দারুক চালিত রথে হন আরোহণ॥
গৃধ্র ব্যূহ রচিলেন অতি ঘোরতর।
শমন দেখিলে হয় ব্যথিত অন্তর॥
সেই ব্যূহ সহবীর তুরঙ্গ নিকটে।
মহাদর্পে চলিলেন অতি অকপটে॥
সমাগত যত সব নরপতি গণ।
একদৃষ্টে বাসুদেবে করেন দর্শন॥
সেই গৃধ্র ব্যূহ হয় অতীব সুন্দর।
তার অবয়ব শুন কহি অতঃপর॥
গৃধ্রের মুখেতে নিজে রাজন আপনি।
অবস্থান করিলেন হয়ে শাঙ্গপাণি॥
অনুশাল্ব মহাবীর রহিল গ্রীবায়।
কামদের অনিরুদ্ধ নেত্রে শোভা পায়॥
হংসধ্বজ সাত্যকি প্রচণ্ড দুই বীর।
দুই পক্ষ ভাবে রয় দুই রণ ধীর॥
যৌবনাশ্ব মেঘবর্ণ রহিল চরণে।
দুই পদে দুইবীর লয়ে অস্ত্রগণে॥
বহুবীর বেষ্টিত হইয়া ধনঞ্জয়।
সুশোভিত করিলেন গৃধ্রের হৃদয়॥
রণধীর বৃষকেতু শ্রীবভ্রুবাহন।
দুইজন ওষ্ঠ পুট করিল শোভন॥
এই রূপে গৃধ্র ব্যূহ সাজন করিয়া।
অশ্ব অভিমুখে চলে নিনাদ ছাড়িয়া॥
ময়ূরধ্বজের পুত্র মহা বলবান।
তাম্রধ্বজ দেখিলেন আঁখি বিদ্যমান॥
বহু সংখ্য বীর আর বহুল রাজন।
সবেগে তাহার দিকে করিছে গমন॥
তাহা দেখি বীরবর ডাকিয়া কেশবে।
কহিলেন আজি যুদ্ধে বল কি হইবে॥
এই মহা যুদ্ধে আমি করেছি ধারণ।
অর্জ্জুনের যজ্ঞরূপ অশ্ব সুশোভন॥
তুমি যদি সেই অশ্ব মোচন কারণে।
আগমন করিয়াছ কেশব এক্ষণে॥
তুমি তবে ধৈর্য্যধরি ওহে বীরবর।
অর্জ্জুনের প্রাণধন ত্বরা রক্ষাকর॥
হে বিভো করুণাময় অনাদি কারণ।
আমার সে অশ্ব ওই করিছে গমন॥
কিজন্য না ধর তারে করে বীর দাপ।
আমি শুনিয়াছি তব অনন্ত প্রতাপ॥
তোমাবিনা কার সাধ্য দেখিনে ভুবনে।
মোর সহ যুদ্ধ করে আসিয়া এক্ষণে॥
আমি যবে রণস্থলে হেরেছি তোমায়।
আমার হৃদয়ে আজ নাহি কোন ভয়॥
জৈমিনি কহেন শুন হে মহারাজন।
তাম্রধ্বজ এইরূপে বলিয়া বচন॥

মহাকোপে বীরবর টঙ্কারিয়া ধনু।
বিন্ধিলেন অর্জ্জুনের সেনাদের তনু॥
নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র ঘোর শরজালে।
আচ্ছন্ন করিল বীর মহা কুতূহলে॥
পরে বীর ধনু ধরি সপ্ততি নায়কে।
মহাকোপে বিন্ধিলেন গাণ্ডীবী পার্থকে॥
দারুক সারথি পাঁচ শরে কম্পমান।
বাসুদেবে তিন শরে বীরত্ব দেখান॥
চারি বাণে চারি অশ্ব হইল কাতর।
নববাণে সাত্যকিকে বিন্ধি দৃঢ়তর॥
আটবাণে কৃতবর্ম্মা হইল অস্থির।
সহস্রেক বাণে বিন্ধে প্রদ্যুম্ন শরীর॥
কোপ ভরে করি বীর বাণ অবতার।
চরাচর কাঁপাইল ছাড়ি হুহুঙ্কার॥
অযুত বাণেতে বিন্ধি অনিরুদ্ধ বীরে।
সশঙ্কিতে করিলেন সংগ্রাম অচিরে॥
মহাবল অনিরুদ্ধ তাম্রধ্বজে কন।
স্থির হয়ে মোর সহ কর তুমি রণ॥
আমার পৌরুষ তবে পাইবে দেখিতে।
কেমনে সমর করে এই অবনীতে॥
হও তুমি সহ্য কর আমার প্রহার।
নচেত মোদের অশ্ব কর পরিহার॥
তাম্রধ্বজ কহিলেন পুষ্প যার শর।
সেই কাম হতে জন্ম অবনী ভিতর॥
বাণ রাজ-কন্যা পতি তুমিরে পামর।
কি প্রহারে মম সনে করিবি সমর॥
পূর্ব্বে বাণ তোর প্রাণ করেছিল রক্ষা।
আজি এ সময়ে প্রাণ নাহি পাবে ভিক্ষা॥
এক্ষণে আমার বাণ করহে ধারণ।
দেখিতেছি আজ তোর নিশ্চয় মরণ॥
অনিরুদ্ধ কহিলেন বৃথা বাক্যব্যয়।
সমর আহবস্থলে উচিত না হয়॥

এতবলি করি বীর বাণ অবতার।
তাম্রধ্বজ বক্ষঃস্থল করিল বিদার॥
তাম্রধ্বজ মহাবীর সমরে দুর্জ্জয়।
বিন্ধিলেন অনিরুদ্ধে দিয়া শর নয়॥
রোষভরে অনিরুদ্ধ সেই সব বাণ।
মুহূর্ত্তেকে ফেলিল করিয়ে খান খান॥
শত শত বাণ মারে অনিরুদ্ধ বীর।
শল্লকীর সম তাম্রধ্বজের শরীর॥
চারি বাণে চারি অশ্ব নিধন করিল।
পঞ্চম বাণের ঘায় সারথি কাটিল॥
তাম্রধ্বজ সহ ছিল যত বীরগণ।
এক এক শরে প্রায় করিল নিধন॥
অনিরুদ্ধ বাণে সৈন্য হইয়া বিদার।
রুধিরে চর্চ্চিত দেহ হইল সবার॥
কেশবের পৌত্র সেই সমরের স্থলে।
কোপে যেন মূর্ত্তিমান অগ্নি সম জ্বলে॥
পলকে বিপক্ষ সেনা তিল বৎ হল।
তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য বিলোপ পাইল॥
পরমাণু সম সব ধূলি হয়ে যায়।
বায়ুবেগ বশে গিয়া সাগরে মিশায়॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ কত বাণের প্রহারে।
ছিন্ন ভিন্ন দেহ হয়ে পড়িল সমরে॥
একা অনিরুদ্ধ বীর যেন শতজন।
ভয়ে অবশিষ্ট সেনা করে পলায়ন॥
তাহা দেখি তাম্রধ্বজ কুপিত হইল।
সুশাণিত শরাঘাতে তাড়না করিল॥
মদন সুতের রথ করে চূরমার।
একবারে শরজালে করে অন্ধকার॥
ভগ্নরথ ত্যাগ করি অনিরুদ্ধ বীর।
বহুসংখ্য বাণে বিন্ধে তাম্রের শরীর॥
পুনরায় বিরথ করিল তাম্রধ্বজে।
এইরূপে যুদ্ধ হয় সমর সমাজে॥

দুই সিংহ রণে যেন হয়ে আগুসার।
মহাক্রোধে যুদ্ধ করে অতি চমৎকার ॥
অনন্তর তাম্রধ্বজ করিল সন্ধান।
সরাশনে সুশানিত আর একবাণ ॥
সেই বাণাঘাতে বীর হল অচেতন।
তবে তাম্রধ্বজ করে অন্যে আক্রমণ ॥
প্রদ্যুম্ন সম্মুখে ছিল মারে পাঁচবাণ।
একটীও ব্যর্থ নয় অপূর্ব্ব সন্ধান ॥
সগর্ব্বে মদন প্রতি তাম্রধ্বজ বলে।
তুমি নাকি ভীষণ দুর্জ্জয় রণস্থলে ॥
শুনেছি সু যোদ্ধা তুমি অতি ঘোরতর।
মোর বাণে কেন তবে হইলে ফাঁফর ॥
এইত আমার হাতে হলে পরাভব।
না আসেন কেন তবে সমরে কেশব ॥
যাহাহোক তিনি যদি না করেন রণ।
হয়েছে আমার কার্য্য এক্ষণে পূরণ ॥
অনন্তর বৃষকেতু কর্ণের আত্মজ।
সংগ্রামে এলেন যথা শোভে তাম্রধ্বজ ॥
ধনুতে চড়ায়ে গুণ দিল পাঁচবাণ।
তাম্রধ্বজ রথ তাহে হৈল খান খান ॥
ভগ্ন রথ ত্যজি অন্যে কর আরোহণ।
সে রথ কাটিল বীর কর্ণের নন্দন ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ যত রথ আনে।
বৃষকেতু খণ্ড খণ্ড করি দেন বাণে ॥
তিন শত রথ বীর রণে যোগাইল।
কর্ণপুত্র বৃষকেতু অবাধে কাটিল ॥
এইরূপে রথ ব্যর্থ দেখি বীরবর।
রোষ বিষে জর্জ্জরিত হৈল কলেবর ॥
তাম্রধ্বজ অন্য রথে করি আরোহণ।
পলকে আইল রণে যেনরে শমন।
ব্যাধিগণ দেহে যথা হয় সঞ্চারিত।
সেইরূপ কর্ণসুতে করিল মূর্চ্ছিত ॥
হিমাদ্রির সম বীর হল অচেতন।
তবে তাম্রধ্বজ করে অতি ঘোর রণ ॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
কম্পিত হইল ধরা বিক্রমে তাহার ॥
বাণে বিন্ধি অনুশাল্ব হইল জর্জ্জর।
রথ হতে যৌবনাশ্ব পড়িল সত্বর ॥
অনন্তর সাত শর করিয়া গ্রহণ।
সাত্যকির অশ্ব সব করিল নিধন ॥
তাম্রধ্বজ মহাবীর সমরে দুর্জ্জয়।
ঘোরতর শঙ্খনাদ ঘটাল প্রলয় ॥
ভীষণ চিৎকার করি নিল দুই শর।
সংহার মুরতি যেন যমের সোদর ॥
সেই বাণে কৃতবর্ম্মা হল নিপাতিত।
হেন কার্য্য দেখে সবে হইল স্তম্ভিত ॥
এইসব বীরগণ প্রচণ্ড মুরতি।
তাম্রধ্বজ সহ রণে নাহল শকতি ॥
তাহা দেখে বভ্রুবাহ অর্জ্জুন নন্দন।
ধনু ধরি অগ্রসর হলেন তখন ॥
তাহা দেখি তাম্রধ্বজ সহাস্য বদনে।
সম্বোধন করি বলে সে বভ্রুবাহনে ॥
এত সব বীরগণ গেল রসাতল।
তুমিই এক্ষণে রণ করিবে কেবল ॥
মুহূর্ত্তে সম্মুখে মোর কর অবস্থান।
তবেত বুঝিতে পারি বীরের প্রধান ॥
যেই পঞ্চবাণ তুমি করিলে প্রচার।
তাহায় হতেছে মোর আনন্দ অপার ॥
বভ্রুবাহ এই কথা করিয়া শ্রবণ।
রোষভরে হল বীর আরক্ত লোচন ॥
চক্ষের নিমেষে তবে এড়ে পাঁচ বাণ।
সেই বাণ তাম্রধ্বজ করে খান খান ॥
ময়ূরধ্বজের পুত্র সুশোভিত করে।
বভ্রুবাহ রথ অশ্ব কাটিল সত্বরে ॥

এক বাণে সারথির কাটিলেক শির।
তাহা দেখি বক্রবাহ কোপেতে অধীর॥
মুহূর্ত্তেক তাম্রধ্বজ এড়ি দশ শর।
ভূতলেতে বক্রবাহে পাড়িল সত্বর॥
বীরবর তাম্রধ্বজ রোষের অনল।
বাড়িয়া হইল তাহা দ্বিগুণ প্রবল॥
তখন শমন সম সেই বীরবর।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি বীর হল অগ্রসর॥
সবেগে কৃষ্ণের পানে করিলে গমন।
অতিশয় ব্যাকুলিত যত বীরগণ॥
সংহার ভৈরব মূর্ত্তি করি বিলোকন।
প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে ভঙ্গ দিল রণ॥
অনেকে জীবন ত্যজি সমর সাগরে।
একবারে ভয়শূন্য জীবনের তরে॥
মহারাজ হংসধ্বজ ছিল অচেতন॥
তাহারে ফেলিয়া সবে করে পলায়ন॥
সমরে দুর্ব্বার সেই তাম্রধ্বজ বীর।
কেমনে তাহার হাতে রণে হবে স্থির॥
ক্ষণকাল আমার সম্মুখে রহ বীর।
দেখিব কেমন বল ধর রণধীর॥
এই যে সুবর্ণ পক্ষ তীক্ষ্ণ পাঁচ বাণ।
আমাকে নির্দ্দেশ করি করিলে ক্ষেপণ॥
মুকুতার মালা যথা সুখপ্রদ হয়।
সেইরূপ এই শরে না কাঁপে হৃদয়॥
শ্রীবক্রবাহন ক্রোধে অরুণ লোচন।
বলিল বীরত্ব দেখ ময়ূর নন্দন॥
এতবলি সাতশর করেন প্রহার।
তাম্রধ্বজ হৃদয় বিন্ধিল বীরবর॥
সেই শরে তাম্রধ্বজ না হয়ে বিকল।
সুতীক্ষ্ণ সায়কে করে বীরে হীনবল॥
মুহূর্ত্তেকে চারি অশ্ব করিল সংহার।
দুইবাণে ধ্বজ খান করে চুরমার॥

সারথিরে একবাণ প্রহার করিল।
পলকেতে তার মাথা কাটিয়া পাড়িল॥
আর বাণে নিপাতিত অর্জ্জুন নন্দন।
ভূতলে পড়িয়া বীর হন অচেতন॥
তাম্রধ্বজ মহাবীর দুর্জ্জয় সমরে।
কার সাধ্য কংকাল সহ যুদ্ধ করে॥
বক্রবাহনেরে করি সবলে মূর্চ্ছিত।
রোষানল হল তার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত॥
তবে তিনি ক্রোধ নেত্রে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি।
জনার্দ্দন প্রতি ধান ঘোর মহাবলী॥
কেশবের প্রতি যবে করেন গমন।
সংহার ভৈরব মূর্ত্তি করিয়া ধারণ॥
তখন তাঁহার সেই ভীম মূর্ত্তি হেরে।
বীরগণ প্রাণভয়ে পলায়ণ করে॥
সৈন্য চয়ে লাগে ভয় নয়ন মুদিয়া।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোর ত্রাসে যায় পলাইয়া॥
অশ্বতেজে অশ্বারোহী বেগে দ্রুত ধায়।
পাছু পানে পুনরায় নাহি ফিরে চায়॥
হংসধ্বজে সেই রণে ছিল অচেতন।
তারে ফেলে বীরগণ করে পলায়ণ॥
যোধগণে যুদ্ধ করা হয়ে যাক দূর।
অস্ত্র শস্ত্র ফেলে সবে পলায় সত্বর॥
জলমধ্যে জলজন্তু থাকয়ে যেমন।
নিজ নিজ দেহ যথা করিয়া গোপন॥
সেইরূপ যোদ্ধাসব ব্যগ্র চিত্তে ধায়।
সরোবর মধ্যে গিয়া সকলে লুকায়॥
তাম্রধ্বজ বীরবর সমরে অটল।
যুদ্ধ তার ঘোরতর নাহয় নিষ্ফল॥
সেই শরজালে যত বীরের প্রধান।
মোহিত হইয়া নাহি ছিল আত্মজ্ঞান॥
কে আপন কেবা পর সেজ্ঞান রহিত।
একবারে মত্ত করে নহে অবিদিত॥

সকলেই বলে হায়! ইন্দ্রের নন্দন।
অসময়ে কি করিবে করি ঘোর রণ॥
এই তাম্রধ্বজ হস্তে যোদের নিধনে।
কি পুণ্য হইবে তার বুঝিনাক মনে॥
এইরূপ বলাবলি পরস্পরে করে।
ধনঞ্জয় তাহাদেরে তোষে সমাদরে॥
জৈমিনি বলেন শুন কহি অতঃপর।
তাম্রধ্বজে পেয়ে পার্থ মারে নরশর॥
পার্থ শরে বিদ্ধ হয়ে তাম্রধ্বজ বীর।
রথ হতে নিপতিত হলেন সুধীর॥
পরক্ষণে অন্যরথে করি আরোহণ।
শরজালে অর্জ্জুনেরে করে আচ্ছাদন॥
সব্যসাচী ক্রোধভরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলে।
সারথি সহিত অশ্ব, রথ কাটে ফেলে॥
তিল তিল করে বীর করিল ছেদন।
তাম্রধ্বজ অন্যরথে করে আরোহণ॥
তীক্ষ্ণ বাণে অশ্ব তার করিয়া সংহার।
অহঙ্কারে বলে পার্থ বীর অবতার।
এই আমি তব রথ করিনু পাতিত।
আর তুমি কোথা যাবে দেবরাজ সুত॥
এইক্ষণে অশ্বসহ করিয়া বন্ধন।
তোমাকে লইয়া যাব আপন ভবন॥
এই কথা শুনি তবে বীর ধনঞ্জয়।
তাম্রধ্বজ রথ বীর কাটে পুনরায়॥
তবে তাম্র ধ্বজ বীর কুপিত হইল।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে পার্থে মূর্চ্ছিত করিল॥
অনন্তর মূর্চ্ছা তার হইলে বিগত।
পার্থ শরে তাম্রধ্বজ হইল আহত॥
পুনরায় বীরবর সুশাণিত শরে।
অর্জ্জুনেরে ফেলে এক যোজন অন্তরে॥
ধনুর্দ্ধরি অন্যবাণ করিয়া সন্ধান।
পার্থের শরীর কেটে করে খান খান॥
তখন অর্জ্জুন বীর কাঁপে ক্রোধভরে।
তিনবাণে তাম্রধ্বজে তোলে শূন্যপরে॥
ঘন ঘন সিংহনাদে কাঁপে চরাচর।
দুই জনে ঘোরতর হইল সমর॥
অন্য রথ পেয়ে পার্থ করে আরোহণ।
একবারে লক্ষ সৈন্য করিল নিধন॥
তাহা দেখি তাম্রধ্বজ কুপিত হইয়া।
পঞ্চাশৎ বাণ মারে অর্জ্জুনে চাহিয়া॥
ধনঞ্জয় তাম্রধ্বজ দোঁহে বীরবর।
দুজনেই অস্ত্র শিক্ষা জানে পরস্পর॥
দুজনেই বলবান দুজনে সোসর।
দুই সিংহ করে যেন প্রচণ্ড সমর॥
দুইজনে কেহ নাহি ক্লান্ত হয় রণে।
রণ তেজে কেহ নাহি যায় সেইক্ষণে॥
উভয়ের কত সেনা গেল রসাতল।
উভয়ে সংহার মূর্ত্তি ধরেছে কেবল॥
কাহার বিশ্রাম নাই নাহি পরিহার?
জয় নাই পরাজয় নাহিক কাহার॥
এইরূপে ঘোরতর হতেছে সমর।
সুচিত্রের রথ কাটে পার্থ বীরবর॥
অশ্ব, চক্র সারথি করিল তিলতিল।
রণস্থলে তার কিছু চিহ্ন না রহিল॥
সুসজ্জিত রথ তার মুহূর্ত্ত ভিতরে।
না রহিল রণস্থলে পূর্ব্ব শোভা ধরে॥
তখন সুচিত্র বীর ক্রোধে কম্পমান।
যেযে রথ রণে আনি করয়ে যোগান॥
পলকে অর্জ্জুন বীর করেন ছেদন।
একরূপে সহস্র রথ গেল নষ্টহন॥
সুচিত্র অপর রথ আনি যোগাইল।
ইন্দ্রের তনয় তাহা দ্বিখণ্ড করিল॥
এরূপে সমস্ত রথ হল চুরমার।
তথাপি না ত্যজিলেন পৌরুষ তাহার॥

সুচিত্রের দেহ মাংস ছিন্ন ভিন্ন হয়ে।
কৃষ্ণের মাথায় রয় বায়ু ভরে গিয়ে॥
এইরূপে দুইবীর বিশ্ব বিমোহন।
অবিশ্রান্ত সাতদিন করে ঘোর রণ॥
বীরগণ দেবগণ দেখিয়া সমর।
সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল কাতর॥
এরূপে তাদের যুদ্ধ চলিছে দুজনে।
তাম্রধ্বজ মহাবীর ক্রুদ্ধ হয়ে মনে॥
আমিষ গ্রহণ লোভী শ্যেনপক্ষী যথা।
আমিষ লইয়া দ্রুত ধায় যথা তথা॥
সেইরূপ তাম্রধ্বজ অর্জ্জুন বিমান।
লয়ে উঠে আকাশেতে করয়ে প্রয়াণ॥
কিছুক্ষণ নভস্তলে ভ্রমণ করিয়া।
রথ সহ অর্জ্জুনেরে দিলেক ফেলিয়া॥
তাহা দেখি নারায়ণ হয়ে ক্রুদ্ধমন।
স্বহস্তে সে রথ খানি করেন গ্রহণ॥
তাম্রধ্বজ কহিলেন রথের সহিত।
করেছিনু আকাশ হইতে নিপাতিত॥
তুমি তাহা স্বীয় করে করেছ ধারণ।
এই পুরস্কার মোর সার্থক গণন॥
শুনি ক্রোধে গদাধর লয়ে গদা করে।
দারুণ আঘাত করে তাঁর শির পরে॥
চরণ প্রহারে বক্ষঃ করিল বিদার।
নিপাতিত হয়ে বীর উঠিল আবার॥
চড়িয়া আপন রথে লয়ে শরাসন।
শরাঘাতে ব্যাকুলিত দেবকী নন্দন॥
তাম্রধ্বজে বীরগণ দেখি নারায়ণ।
প্রাণ সখা অর্জ্জুনেরে বলেন তখন॥
শুন সখে! তাম্রধ্বজ অতি বীরবর।
যেরূপে করিছে আজি প্রচণ্ড সমর॥
একা তুমি করিলে উহার সহ রণ।
জয়লাভ না হইবে আজি কদাচন॥
দুজনে মিলিয়া যদি করিহে সংগ্রাম।
তাহলে হইতে পারি পূর্ণ মনস্কাম॥
ভয় করিওনা কভু তাম্রধ্বজ বীরে।
ছলে বলে পরাজয় পাইবে অচিরে॥
ঐ দেখ সেনাগণ তাম্রধ্বজ শরে,।
পলাইছে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে কলেবরে॥
শ্রীবভ্রুবাহন আদি যত বীরগণ।
সকলেই হইয়াছে রণে অচেতন॥
আজ রণে সকলেই পরাস্ত মেনেছে॥
এক্ষণে গাণ্ডীব মাত্র অবশিষ্ট আছে॥
তুমি যাহ গাণ্ডীব লইয়া কর রণ।
আমিও সার্ঙ্গ ধনু করিব গ্রহণ॥
ভীষণ নারাচ তব বিদিত জগতে।
আর কেন ধর না গাণ্ডীব বিধিমতে॥
ইহা বলি গোবিন্দ সারঙ্গে দিল টান।
একবারে ত্রিভুবন হল কম্পমান॥
মহামহাশব্দ সব দেখে লাগে ভয়।
কালান্তক যম যেন ঘটাতে প্রলয়॥
বাসুদেব অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের নন্দন।
সবলে উৎসাহ সহ করে ঘোর রণ॥
নর নারায়ণ দোঁহে হইল মিলিত।
তথাপিও তাম্রধ্বজ নহে বিচলিত॥
স্বীয় রথে অবস্থান করি বীরবর।
শরজালে কেশবকে করেন কাতর॥
একবারে এত বাণ করিল সন্ধান।
চারিদিক সমাচ্ছন্ন আকুল পরাণ॥
তাম্রধ্বজ বাণে দোঁহে নর নারায়ণ।
বিদ্ধ হয়ে শল্লকীর সুশোভা ধারণ॥
দুজনের ধনুর্গুণ কাটিয়া ফেলিল।
তাহা দেখি তাম্রধ্বজ সহাস্যে বলিল॥
শুন ওহে বাসুদেব আমার বচন।
তোমাদেরে জয় করি অথবা এখন॥

নিজে আমি রণস্থলে হই পরাজিত।
তাহাতে নাহিক ক্ষোভ জানিবে নিশ্চিত ॥
নর নারায়ণ দোঁহে আজ রণস্থলে।
বিন্ধিয়া মেতেছে মন অতি কুতূহলে ॥
সার্থক পৌরুষ আজ হইল আমার।
জনার্দ্দন যুদ্ধ কর দেখিব এবার ॥
নারায়ণ এই কথা করিয়া শ্রবণ।
ঈষৎ হাসিয়া মনে, না কহি বচন ॥
অর্জ্জুনের সারথি হলেন পুনরায়।
বেগবান অশ্বগণ চলে উভরায় ॥
তখন চালান অশ্ব দেবকী নন্দন।
রোষ ভরে হন অতি লোহিত লোচন ॥
রথে রথে সংঘটিত করি বীরবর।
তাম্রধ্বজে সারথিকে করেন কাতর ॥
তাম্রকেতু তীক্ষ্ণ শরে বিন্ধি নারায়ণে।
অর্জ্জুনকে ছিন্ন ভিন্ন করে ছয় বাণে ॥
কিরীটীর ছত্র হার ছেদন করিল।
শরজালে একবারে দিক আচ্ছাদিল ॥
অনন্তর পুনরায় একশত বাণে।
বাসুদেবে বিন্ধিলেক হরষিত মনে ॥
তবে যত পাণ্ডবের সৈন্য বল ছিল।
ক্রমে ক্রমে বলক্ষয় করিতে লাগিল ॥
কোপে কম্পান্বিত তনু ইন্দ্রের কুমার।
একবাণে তার রথ করে চুরমার ॥
ভয়ঙ্কর নারাচ মারেন ধনঞ্জয়।
তাম্রকেতু দেহ তাহে ছিন্ন ভিন্ন হয় ॥
যতবার তাম্রকেতু হয় পরাজয়।
ততবার পুনঃ আসি উপস্থিত হয় ॥
অবশেষে হৃষীকেশ অতি ক্রোধভরে।
হৃদয়ে দারুণ তার পদাঘাত করে।
সেই পদাঘাতে বীর হয়ে অভিহত।
তাম্রকেতু ধরাতলে হলেন পতিত ॥

অনন্তর পুনরায় উঠি বীরবর।
মত্তগজে উঠিলেন অতি ঘোরতর ॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ মহা ক্রোধভরে।
নর নারায়ণে বিন্ধে বিষময় শরে ॥
তবে তাম্রকেতু বীর সমরে দুর্জ্জয়।
অর্জ্জুন বিমান লয়ে বিমানে ঘুরায় ॥
এদিকেতে বভ্রুবাহ আদি বীরগণ।
পুনরায় আসিলেন হয়ে সচেতন ॥
একবারে লক্ষ লক্ষ শর পাত হয়।
তথাপিও তাম্রকেতু নাহি পায় ভয় ॥
একে একে সকলেই পড়ে শরাঘাতে।
নিস্তার না পেয়ে বীর তাম্রকেতু হাতে ॥
এইরূপে তাম্রকেতু করে মহারণ।
নারায়ণ হইলেন সচিন্তিত মন ॥
সুদর্শন চক্র লয়ে অতি রোষভরে।
চলিলেন তাম্রকেতু নিধনের তরে ॥
পদভরে ধরা কাঁপে কাঁপে দেবগণ।
সাগর সকল হল উদ্বেল তখন ॥
দিবাকর তেজ হীন হয়ে বিচলিত।
দশদিকে দশদিক হইল ভ্রমিত ॥
অনন্ত প্রমুখ যত মহা নাগদল।
ভয়ে সবে কুণ্ডলিত হইয়া বিকল ॥
আকাশ মণ্ডল হল কুজ্ঝটিকাময়।
পর্ব্বত সকল বেগে আন্দোলিত হয় ॥
প্রলয় আইল যেন হয়ে মূর্ত্তিমান।
ত্রিভুবনে সবে হল ভয়ে ম্রিয়মান ॥
নক্ষত্র সকল ত্যজে আকাশ মণ্ডল।
চরাচর একবারে ত্রাসিত সকল ॥
চক্রধারী চক্রীরে দেখিয়া তাম্রধ্বজ।
ভূমিতলে নামিলেন ত্যজি মহাগজ ॥
নারায়ণ সুদর্শন করিয়া ধারণ।
পলকে অসংখ্য সৈন্য করেন নিধন ॥

শত অক্ষৌহিণী সেনা পড়িল সমরে।
পলাইল কত বীর জীবনের ভরে॥
জৈমিনি বলেন শুন হে জনমেজয়।
রণস্থলে তাম্রকেতু কেমন দুর্জ্জয়॥
অসম্ভব কথা এযে নহে বলিবার।
নারায়ণ সহ রণ করয়ে দুর্ব্বার॥
সুদর্শন চক্রাঘাতে যত সৈন্যচয়।
ক্রমে ক্রমে সকলি হইল ক্রমে ক্ষয়॥
তাহাদেখি আনন্দিত হয়ে বীরবর।
সরোষ-বিক্রমে কহে শুন চক্রধর॥
আমার সৈনিক বধে পাইলে সন্তোষ।
এক্ষণে আমার প্রতি করিওনা রোষ॥
সুদর্শন সম চক্র নাহিক আমার।
কেমনে হরিব বল এবল তোমার॥
অর্জ্জুনের তরে তুমি কুরুক্ষেত্র রণে।
সমর্পণ করেছিলে নিজ পুণ্যধনে॥
এক্ষণে আপন প্রাণ দিতে সমুদ্যত।
বুঝিব এবার তব বীরপণা যত॥
এক্ষণেতে এইপণ করিতেছি আমি।
শুন শুন বাসুদেব হে জগতস্বামী॥
অর্জ্জুনের সহ তব চক্র সুদর্শন।
তোমার সহিত আজ করিব বন্ধন॥
তাহলে আমার মনে আনন্দ হইবে।
পিতৃদেব কত সুখে আদর করিবে॥
যে কার্য্যের তরে আজ হয়েছি বরণ।
সেই কার্য্য দেখ এবে করি সম্পাদন॥
পিতৃদেব যজ্ঞস্থলে আছেন দীক্ষিত।
একার্য্য সাধনে আছি তবে সমাহিত॥
এখনই শুভকার্য্য সাধন করিব।
সুদর্শন পার্থ সহ তোমায় ধরিব॥
এই কথা বলি তাম্রকেতু বীরবর।
অস্ত্ররেতে রোষভরে হয়ে অগ্রসর॥

শ্রীকৃষ্ণের যেই হস্তে ছিল সুদর্শন।
দক্ষিণ হস্তেতে করে সে হস্ত গ্রহণ॥
এতবলে ধরেছিল কেশবের কর।
নারায়ণ একবারে হলেন ফাঁফর॥
বাম হস্তে কেশবের চরণ ধরিয়া।
আপনার ললাটেতে স্থাপন করিয়া॥
সতেজে অর্জ্জুন কাছে হন ধাবমান।
তাম্রকেতু যেমন অনল মূর্ত্তিমান॥
তখন অর্জ্জুন দেখি কালান্তক প্রায়।
তাম্রকেতু মহাবীরে আসিতে তথায়॥
কেশবের অনুমতি পেয়ে বীরবর।
শত শত শরে করে ব্যথিত অন্তর॥
গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত সেই নারাচ নিকরে।
একবারে দশদিক সমাচ্ছন্ন করে॥
জন্মেজয় শুন তবে যে সব ঘটনা।
তাম্রকেতু অর্জ্জুনেরে করয়ে তাড়না॥
সবলে হৃদয়ে করে ঘোর পদাঘাত।
সে আঘাতে পৃথিবীতে হল প্রতিঘাত॥
সাপটিয়া ধরে গিয়া অতি হর্ষভরে।
কুন্তীর তনয় সেই পার্থ বীরবরে॥
তাহা দেখি নারায়ণ সচিন্তিত মন।
চিন্তামণি চিন্তাশীল এ দেখি কেমন॥
সবলে তাহারে করে দারুণ প্রহার।
পড়িলেন ধরণীতে বীর অবতার॥
পতন সময়ে সেই নর নারায়ণে।
মূর্চ্ছাগত করিলেন অদ্ভুত শ্রবণে॥
মুহূর্ত্ত পরেতে বীর করিয়া উত্থান।
দেখিলেন দুই অশ্ব করিছে প্রয়াণ॥
দুইটী যজ্ঞীয় অশ্ব একত্র মিলিয়া।
তাঁহার পুরের দিকে যেতেছে ধাইয়া॥
তাহা দেখি তাম্রকেতু বিচারিয়া মনে।
গৃহ মুখে চলি গেল ঘোটকের সনে॥

রণে অবশিষ্ট যত ছিল বীরগণ।
তাহাদের সঙ্গে লয়ে করিল গমন॥
যথায় ময়ূরধ্বজ যজ্ঞেতে দীক্ষিত।
তথা গিয়া বীরবর হল উপনীত॥

এদিকেতে তাম্রকেতু, তুলিয়া যশের কেতু,
পিতৃ কাছে করেন গমন।
অতিশয় হৃষ্টমন, অবশিষ্ট সৈন্যগণ,
জয়নাদে পুরিল গগণ॥
বাজিল বিজয় ঢোল, পড়িল বিষম গোল,
পদভরে কাঁপিছে ধরণী।
বিবাদ হইল দূর, সেই রত্নাবতী পুর,
আনন্দেতে সন্তাষে অমনি॥
শিখিধ্বজ দেখে কন, দেখি আজ একেমন,
দুই অশ্ব আসিছে হেথায়।
বৎসর নাহতে গত, পুত্র মোর উপস্থিত,
হেতু তায় জিজ্ঞাসে ত্বরায়॥
কহ বৎস অশ্ব দিয়া, তোমাদিগে পাঠাইয়া,
ভূমণ্ডল আসিবে ঘুরিয়া।
আজ দেখি এ কেমন, বৎসর নহে পূরণ,
গৃহে এলে কার্য্য না সাধিয়া॥
এক অশ্ব এল আর, জানিনা সেটী কাহার,
যজ্ঞ অশ্ব মোর মনে লয়।
কার অশ্ব লয়ে এলে, মোর কার্য্য অবহেলে
নাকরিয়ে পূর্ণ সমুদয়॥
বল বৎস ত্বরাকরি, নাশিয়াছ কোন অরি,
তাই উড়ে বিজয় নিশান।
আমার সন্দেহ মনে, হইয়াছে এইক্ষণে,
কর বৎস উচিত বিধান॥
তাম্রকেতু সবিনয়ে, অতি হরষিত হয়ে,
প্রণাম করেন পিতৃপদে।
করযোড়ে তাম্রকেতু, কহিছে ইহার হেতু
মত্ত হয়ে ভীমরণ মদে॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, দীক্ষিত হইয়া ধীর,
কেশব অর্জ্জুনে সঙ্গে দিয়া।
যজ্ঞ হেতু এই হয়, ছেড়েছেন মহাশয়,
সেই অশ্ব আসিল পৌছিয়া॥
দেখিলাম আমি পিতঃ, বীর দল সমন্বিত,
ধনঞ্জয় হয়ে আগুসার।
রক্ষা করিছেন হয়, শমনের লাগে ভয়,
দেখিলেই সুসজ্জা তাহার॥
রণধীর বভ্রুবাহ, সেও আছে সেই সহ,
এই অশ্ব করিতে রক্ষণ।
এই অশ্ব আজ লয়ে, বেঁধেছিনু হৃষ্ট হয়ে,
তাই আজ ঘটিয়াছে রণ॥
এই অশ্ব লয়ে পিতঃ, যেই রণ উপস্থিত,
জানে সব সেনানী প্রধান॥
সমর বৃত্তান্ত তায়, জিজ্ঞাসা করুণ রায়,
সকলই হবে অবধান॥
পেয়ে রাজ অনুমতি, হয়ে অতি হৃষ্টমতি
সেনানী বকুলধ্বজ কয়।
এই পুত্র মহাবল, সঙ্গে ছিল বহুবল,
বহুবল তার করে ক্ষয়॥
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ যত, বীর ছিল সমাগত,
সবে হল রণে অচেতন।
পড়িয়াছে বভ্রুবাহ, কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহ,
করিয়াছে ভয়ঙ্কর রণ॥
সেই রণে দুইজন, হইয়াছে হতজ্ঞান,
পড়ে আছে সে সমর স্থলে।
এই দিকে দুই হয়, স্বেচ্ছারত হয়ে যায়,
তাম্রকেতু পাছু পাছু চলে॥
এই দিকে অশ্ব দুটী, আসিয়াছে গুটি গুটি,
অসময়ে তাই বীরবর।
কার্য্য না সাধন করি, গৃহেতে এলেন ফিরি,
হেতু এই শুন নরবর।

আমরা অশ্বের সহ, নিরাপদে সেবিগ্রহ,
আসিয়াছি এতদুর করি।
সে মূর্চ্ছার অবসানে, কিকরিবে কৃষ্ণার্জ্জুনে
জানিনাক অন্তরে বিচারি॥
ইহা শুনি নরবর, হয়ে অতি সকাতর,
কহিলেন আমার সন্তান।
অকার্য্য করিয়া অতি, অবিবেকী মূঢ়মতি,
আসিয়াছে আমা বিদ্যমান॥
হায় হায় একি কষ্ট, যজ্ঞ মোর হল নষ্ট,
আমি শুধু হলাম বঞ্চিত।
আনিল ঘোটকদ্বয়, তাহে কিবা ফলোদয়,
পুত্র তোর এই কি বিহিত॥
ধনঞ্জয় জনার্দ্দন, যাঁরা নর নারায়ণ,
হয়েছিল বশীভূত দোঁহে।
তাঁহাদিগে ত্যাগ করে, অশ্বই আনিলি ধরে,
হেন কাজ করিলি কি মোহে॥
এই দুই অশ্ব লয়ে, মনে হরষিত হয়ে,
যদি করি যজ্ঞ সমাপন।
শুধু অশ্বে কি হইবে, যজ্ঞ মোর নষ্ট হবে,
হায়! হায়! একি সংঘটন॥
তুই পুত্র শত্রু হলি, গৃহেতে জ্বালাতে এলি,
কিবা লাভ আমায় পীড়নে।
এ দুরন্ত মোহ তোর, কেন যে হইল ঘোর,
কিছুই বুঝিতে নারি মনে॥
দুর্ভাগা রমণী হায়, বিরহে মৃতের প্রায়,
কদাচিৎ পেয়ে পতিধন।
নিদ্রার কোমল কোলে, যেই রূপ অবহেলে,
নিশা করে নিদ্রায় যাপন॥
একি দুঃখ আহামরি, স্বীয় করে পেয়ে হরি,
ত্যাগ করি করিলে তেমন॥
তনয় পিতার বাধ্য, যত দূর হয় সাধ্য,
করে থাকে জানে চরাচর॥

তুমি পুত্র জন্মে মোর, দুঃখের নাহিক ওর,
করিলিরে অনিষ্ট বর্ব্বর॥
এক্ষণে এ গৃহহতে, দূর হও রে দুর্ম্মতে,
থাকিওনা আমার সদনে।
বুঝিয়াছি আমি তাহা, তুমি নিজে বুঝযাহা,
তাই ভাল জ্ঞান কর মনে॥
সেই জন্য পাপমতি, হয়েছিলে কৃতমতি,
অর্জ্জুনের অশ্ব লইবারে।
তুলসী কানন ত্যজি, বিজয়াতে হলো রাজি,
অধিক কি বলিব তোমারে॥
ওরে ও পামর পুত্র, শুনেছ কি কানে কুত্র,
অজ্ঞানে হইয়া দৃষ্টি শূন্য।
তেয়াগি পদ্মের হার, বান্ধিলি ফুলের হার,
কে কোথায় করে তার মান্য॥
ত্যজিয়া সুধার ধার, কে কোথা বিষেরভার,
যতনে করয়ে আহরণ।
ওরে মোর কুসন্তান, এতোর হলনা জ্ঞান,
কাচ লয়ে বিলালি কাঞ্চন॥
অমল জাহ্নবী বলে, সমল কুপের জলে,
ডুবিলিরে হতজ্ঞান হয়ে।
তেয়াগি রত্নের ভার, মুষ্টি পূর্ণ ধূলিসার,
হেন কাজ কেবা থাকে সয়ে॥
তোমার আনীত হয়, জানিবিরে সুনিশ্চয়,
এই আমি তেয়াগ করিনু।
করিব না যজ্ঞ শেষ, এইছিল অবশেষ,
পুত্র হতে সবংশে মজিনু॥
মূঢ় মতি কুসন্তান, যে স্থানেতে অবস্থান,
এক্ষণেতে নর নারায়ণ।
এখনি তথায় যাব, তোর মুখ না দেখিব,
করে দেরে স্থান নিরূপণ॥
সেই যজ্ঞেশ্বর বিনা, যজ্ঞপূর্ণ হইবেনা,
অশ্বে কিরে যজ্ঞপূর্ণ হয়।

অপার করুণা তাঁর, তাই রণ পারাবার,
পার হলি করে পরাজয় ॥
শিখিধ্বজ এ প্রকারে, তনয়ে ভর্ৎসনা করে,
অন্তরে বিমর্ষ হয়ে অতি।
একান্ত করিয়া চিত, পত্নীসহ সমাহিত,
নিরন্তর রাখি কৃষ্ণে মতি ॥
পাইতে সে পদতরি, পাইতে দয়াল হরি,
পাইতে সে শ্রীমধুসূদনে।
গৃহে করি অবস্থিতি, কৃষ্ণেতে রাখিয়া প্রীতি
চিন্তা নাই চিন্তামণি বিনে ॥
এ দিকেতে মণিপুরে, চিন্তামগ্ন অকাতরে.
বন্ধনে করেন অবস্থান।
অন্য অন্য বীরগণ, সবে হয় সচেতন,
যারা ছিল সমরে অজ্ঞান ॥
জ্ঞান লভি ধনঞ্জয়, সচিন্তিত অতিশয়
না দেখিয়ে যজ্ঞীয় তুরঙ্গ ॥
অশ্বধ্বজে না দেখিয়া, বিস্ময়ে চকিত হিয়া,
ভাবিলেন এ কেমন রঙ্গ ॥
ব্যস্ত হয়ে ধনঞ্জয়, কৃষ্ণে সম্বোধিয়া কয়,
কোথা অশ্ব কোথা সে রাজন।
কিছু নাহি দৃশ্য হয়, কহ নাথ দয়াময়,
একি আজ হল অঘটন ॥
হে দেবেশ নিরঞ্জন, চল হে মধুসূদন,
হয়েছিল যথায় সমর।
এখানেতে কেন আর, চল দেব সর্ব্বাধার,
কেন মিছে বসে কাল হর ॥
শুনি অর্জ্জুনের কথা, বাসুদেব মহামথা,
বলিলেন শুন ধনঞ্জয়।
মোর এই মনেলয়, মোদের যজ্ঞীয় হয়.
রত্নপুরে গিয়াছে নিশ্চয় ॥
শিখিধ্বজ সুবিহিত, সে রাজ্য পরিপালিত
চল যাই আমরা তথায়।
অগ্রে তুমি মোর সহ, গমন তথা করহ,
হবে তাকে অশ্বের উপায় ॥
অন্য অন্য বীরগণ; পরে যাবে সে সদন,
এবে মোরা যাই দুইজনে।
ময়ূরধ্বজের যাহা; ভরসা তাছয়ে তাহা,
এখনই দেখিবে নয়নে ॥
এতবলি নারায়ণ, তুষিয়া পার্থের মন,
করে কর করিয়া গ্রহণ।
ময়ূরধ্বজের প্রতি, চলিলেন মহামতি,
মনে নানা করিয়া গঠন ॥
যত সব সৈন্যগণ, সকলে করে গমন,
অর্জ্জুনের পশ্চাতে পশ্চাতে।
পথিমধ্যে হৃষীকেশ, দেখি শিখিধ্বজদেশ,
কহিলেন অর্জ্জুন সাক্ষাতে ॥
ওই দেখ রত্নপুরী, ময়ূরধ্বজের পুরী,
নাম যাহা কাজে সেইরূপ।
সুশোভিত সুগঠন, দেখ সখা একেমন,
দেখ নাই হেন অপরূপ ॥
যেমন সুন্দর কায়, অন্তরে তেমন রায়,
অতিশয় পবিত্র উন্নত।
পাপ মলা নাই মনে, শুদ্ধ চিত্ত সর্ব্বক্ষণে,
সখে ইহা জানিবে নিশ্চিত ॥
দেখিবে হে ধনঞ্জয়, একেমন সদাশয়,
রাজ ঋষি ময়ুর কেতন।
প্রতারণা করিবারে, যাব আমি তাঁর দ্বারে;
তবু সত্যে রহিবে মগন ॥
সত্য তাঁর উপহাস, সত্য কথা সত্যভাষ,
সত্য ভিন্ন নাহি কিছু আর।
কেমন সত্যের বল, দেখিবে তাঁহার স্থল,
মিথ্যা নাহি হয় আগুসার ॥
তোমার হিতের তরে, লয়ে যাব রত্নপুরে,
তোমাকে বালক সাজাইয়া।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে, আমি যাব তাঁর পাশে
সুখী হব প্রার্থনা করিয়া॥
এক্ষণে আমার সহ, এস ওহে শ্বেতবাহ,
পুর মধ্যে প্রবেশ করিব।
বহু সংখ্য বীরবরে, রত্নপুরী রক্ষা করে,
এসো মোরা সতর্কে যাইব॥
অনন্তর দুইজন, সেই নর নারায়ণ,
রজনীতে রত্নপুর মাঝে।
প্রবেশ করিয়া হরি, নিশার শোভা নেহারি
অন্তরেতে আনন্দ উপজে॥
পুরুষ রমণী সনে, নিদ্রিত থাকে কেমনে,
নারায়ণ করেন দর্শন।
আর দেখলেন কৃষ্ণ, লোক সব উৎকৃষ্ট,
মঞ্চোপরি করিয়া শয়ন॥
মনসুখে পরস্পরে, কতেক কৌতুক করে,
নানাবিধ করে আলাপন॥
কোন নর প্রণয়িনী, স্ত্রীর মুখপদ্ম খানি,
গ্রহণ করিয়া স্বীয় করে।
শুনিলেন নারায়ণ, হয়ে নিবেশিত মন,
বলিতেছে অতি সমাদরে॥
কমল লোচন প্রিয়ে, কৃষ্ণবর্ণ নিরখিয়ে,
তোমার এ যুগল নয়ন।
যেইরূপ তুষ্টি হয়, অন্য অঙ্গ সমুদয়,
দেখে কভু নাহয় তেমন॥
তখন রমণী কয়, নাথ মোর মনে লয়,
তুমি হবে কৃষ্ণ পরায়ণ।
সেই জন্য রতি কালে, আমার মুখ মণ্ডলে,
কৃষ্ণ তুমি করহ দর্শন॥
ইহাতে এ জ্ঞান হয়, কলুষ হয়েছে ক্ষয়,
মোক্ষ তব হইবে নিশ্চয়।
শুনিয়া পুরুষ কন, শুন ভদ্রে এবচন,
বাম হস্তে করেছ আশ্রয়॥
আমার কুটিল কেশ, ধরিয়াছ অবশেষ,
ভিন্ন কেশ এতে কি হবেনা।
রমণী কহিল বীর, ওষ্ঠপুট ছাড়ধীর,
কুচবৃত্ত বিদীর্ণ করনা॥
সুবৃত্ত যাইলে পরে, ভেদ কর, অকাতরে,
সুনিশ্চয় হইবে স্খলিত।
পুরুষ তখন কয়, তব কুচবৃত্ত হয়,
সুবৃত্ত মৌক্তিক বিবর্জ্জিত॥
সেই হেতু প্রাণপ্রিয়ে, অবশ্য দারুণ হয়ে,
কুচবৃত্ত করিব পীড়ন।
এইরূপ রসাভাষে, আনন্দে দম্পতীভাসে,
জনার্দ্দন করেন শ্রবণ॥
এরূপে পোহাল নিশি, আলোকেভাসিল দিশি
অর্জ্জুনে কহেন হৃষীকেশ।
চল সখে ত্বরা করি, ময়ূরধ্বজের পুরী,
রাজার সকলি পুণ্যলেশ॥
চলে যান নারায়ণ, সঙ্গে বাসব নন্দন,
দেখিলেন ময়ূর ভূপতি॥
সিংহাসনে সমাসীন, কিছু মাত্র নহে ক্ষীণ,
যত রাজা করিছে প্রণতি,
যতেক ব্রাহ্মণগণ, করি মন্ত্র উচ্চারণ,
আশীর্ব্বাদ করিছে নিয়ত।
প্রভু শক্তি সীমা নাই, প্রতাপে ইয়ত্তানাই
সকলেই ভয়ে অবনত॥

ইতি ঊনত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশৎ অধ্যায়।

ত্রিবিক্রমোঽভূদপি বামনাঽসৌ
সশূকর শ্চেতি সবৈ নৃসিংহঃ।
নীচৈরনীচৈ রতি নীচ নীচৈঃ
সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ ফলমেব গ্রাধাম্‌ ॥

ছদ্মবেশী কৃষ্ণের প্রার্থনায় ময়ূরধ্বজের দেহার্দ্ধদান প্রতিজ্ঞা ;
কেশব কর্ত্তৃক ময়ূরধ্বজকে বর দান।

বৈশম্পায়ন তবে বলে জৈমিনিরে।
অতঃপর কি হইল কহ কৃপাকরে ॥
রত্নপুরে দোঁহে গেল নর নারায়ণ।
কহ শুনি মুনিবর অপূর্ব্ব ঘটন ॥
তবমুখে সুললিত কাহিনী শ্রবণে।
নির্ম্মল আনন্দ বড় হইতেছে মনে ॥
এক্ষণে করুণাকরি সুধাবিনিন্দিত।
অপর ঘটনা বলে করহে মোহিত ॥
জৈমিনি বলেন শুন হে জনমেজয়।
রত্নপুরে অতঃপর যে ঘটনা হয় ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ করিয়া ধারন।
শিখিধ্বজ সন্নিধানে যান জনার্দ্দন ॥
বালকের রূপ ধরি চলেন অর্জ্জুন।
অপরূপ রূপ দেখি মুগ্ধ সর্ব্বজন ॥
যথায় ময়ূরধ্বজ পত্নীর সহিত।
দুই অশ্ব লয়ে হন যজ্ঞেতে দীক্ষিত ॥
সেই স্থলে উপনীত নর নারায়ণ।
অতঃপর কহি শুন যে সব ঘটন ॥
প্রথমেই আশীর্ব্বাদ করেন রাজায়।
ভক্তভোজ্য [illegible] কর মহারাজ ॥

অবধান কর ভূপ দৃষ্টিপাত কর।
সশিষ্যে তোমার যজ্ঞে আছি অগ্রসর ॥
শিখিধ্বজ কহিলেন শুনহে ব্রাহ্মণ।
উঠিয়াছি তোমারে করিতে সম্ভাষণ ॥
ইতিমধ্যে স্বস্তিবাক্য বলিলে আমারে।
ব্রাহ্মণের হেনরীতি দেখিনা কাহারে ॥
নমস্কার করিবার অগ্রে যে ব্রাহ্মণ।
স্বস্তিবাক্য অকাতরে করে উচ্চারণ ॥
সেই হয় ঘোর পাপ শাস্ত্রের লিখন।
অন্যবিধ শাপে তার কিবা প্রয়োজন ॥
অনন্তর দ্বিজরূপী হরি দয়াময়।
কহিলেন শিখিধ্বজে শুনহে নিশ্চয় ॥
নমস্কার করিবার অগ্রেতে ব্রাহ্মণ।
করিতে পারেন তিনি স্বস্তি উচ্চারণ ॥
তাহাতে কলুষ কিছু না ঘটে কাহার।
শুন এই মহারাজ শাস্ত্রের প্রচার ॥
ইহা শুনি নরবর ময়ূর কেতন।
ভক্তিভরে তাঁর অগ্রে হইল পতন ॥
দণ্ডবৎ কতক্ষণ পতিত রহিল।
পদপ্রান্তে শত শত প্রণাম করিল ॥

তখন প্রবুদ্ধ মতি দেব হৃষীকেশ।
অন্তরেতে পেয়ে অতি আনন্দের লেশ॥
ভূমি হতে তুলিয়া করেন আশীর্ব্বাদ।
শিখিধ্বজ ভূপতির ঘুচায়ে বিষাদ॥
তখন অমিত তেজা ময়ুর রাজন।
সর্কাতরে করপুটে বলেন বচন॥
আপনার সম যাঁরা অতি মহাশয়।
তাঁহারাই আমাদের চিরপূজ্য হয়॥
এক্ষণে করুণা করি বলুন আমায়।
শিষ্যসহ আগমন কি হেতু হেথায়॥
কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।
অনুমতি হলে যাহা অন্যথা নাহবে॥
আজ্ঞা যদি বলেন করিতে প্রাণদান।
এখনি জীবন দিয়ে রাখিব সম্মান॥
সত্বর করুণ প্রভু আদেশ আমায়॥
কোন কার্য্য সম্পাদন করিব ত্বরায়॥
তব পদার্পণে আজি অধম আলয়।
চতুর্দ্দিক দেখিতেছি পবিত্রতাময়॥
ধন্য হইলাম এবে পেয়ে শ্রীচরণ।
সার্থক হইল মম জনম জীবন॥
ব্রাহ্মণে অদেয় নাই কিছুই আমার।
অনুমতি মাত্র হবে সম্পাদন তার॥
মম কাছে কিছু মাত্র সঙ্কোচ নাকরি।
প্রকাশ করুণ তবে মোরে কৃপাকরি॥
ধনপ্রাণ দিয়া কার্য্য করিব সাধন।
অন্তরের ভাব আর কি হেতু গোপন॥
দ্বিজরূপী বাসুদেব শুনিয়া তখন।
কহেন শুনহ কথা ময়ুর রাজন॥
যে নিমিত্ত আসিয়াছি আপন হেথায়।
প্রণিধান কর সব ওহে নররায়॥
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে যে আপন পুরোহিত।
তার এক কন্যা আছে নগরে বিদিত॥
মানশীল ব্রাহ্মণ করিতে সম্প্রদান।
করেছেন অভিপ্রায় শুনিয়া প্রমাণ॥
পুত্র সঙ্গে করি আমি আসিতে আসিতে।
পথেতে বিপদ এক হল আচম্বিতে॥
আহা মোর একমাত্র তনয় কেবল।
নাহিক আমার আর দ্বিতীয় সম্বল॥
যেনে শুনে বিধাতা করিয়ে বিড়ম্বনা।
পথিমধ্যে আকস্মিক দিয়াছে যাতনা॥
আসিতে আসিতে পথে কানন প্রান্তরে।
উপস্থিত হইয়াছি কাতর অন্তরে॥
এমন সময়ে এক সিংহ ভয়ঙ্কর।
আমাদের সম্মুখেতে হল অগ্রসর॥
ভীষণ চীৎকার করি হুঙ্কার ছাড়িল।
আমার সর্ব্বস্ব ধন বলে কেড়ে নিল॥
আমি তবে অন্য কিছু না দেখে উপায়।
তনয়ের বিপদেতে পাগলের প্রায়॥
উদ্ধার করিতে তারে হয়ে যত্নবান।
অন্তরে নৃসিংহদেবে করিনু ধেয়ান॥
কিন্তু তিনি এলেন না স্মরণে আমার।
এই ঘটনায় শোক বাড়িল অপার॥
এদিকে ভীষণ সেই প্রচণ্ড মুরতি।
সরোষে আমার পানে চেয়ে পশুপতি॥
ভীষণ দশনে সেই সুতীক্ষ্ণ নখরে।
নিপীড়িত করিলেক মম তনয়েরে॥
লাঙ্গুল আস্ফোট করি আরক্তলোচনে।
আমারে কহিল সিংহ মনুষ্য বচনে॥
ওহে বিপ্রবর শুন আমার বচন।
কেন বৃথা পরিশ্রম পুত্রের কারণ॥
সাক্ষাৎ শমনরূপে করিয়াছি গ্রাস।
কেন কর পুত্র হেতু বিফল প্রয়াস॥
অপরের সাধ্য কি যে করয়ে উদ্ধার।
শিরোর সহিত হবে সাঙ্গ একবার॥

সিংহরূক জন্তুর মুখে কেন অবস্থান।
জীবন লইয়া গৃহে করহ প্রয়াণ॥
এক্ষণে অপর পুত্র কর উৎপাদন।
তাহাতে হইবে বিপ্র বংশের রক্ষণ॥
পুত্র হীন যেইজন শাস্ত্রে ইহা বলে।
ইহ পরকালে সুখ নাহি কোনকালে॥
আমি কহিলাম সিংহ এপুত্র আমার।
মোর পিতৃ পুরুষের পিণ্ডের আধার॥
এখন অপর পুত্র হওয়া সুদুষ্কর।
হলে হবে নহেতনা সংশয়ে নির্ভর॥
অতএব শুন সিংহ আমার বচন।
পুত্রের বদলে মোরে করহ ভক্ষণ॥
তাহলে সকলদায় ঘুচিয়া যাইবে।
পুত্রের বিহনে কষ্ট আর না রহিবে॥
সিংহ কয় কালপ্রাপ্ত যার নাহি হয়।
সেকেন যাইবে বল শমন আলয়॥
জল, অগ্নি, সর্প, সিংহ কাল অনুচর।
কালের সাহায্য এরা করে নিরন্তর॥
তুমি দীর্ঘজীবী আর তোমার তনয়।
অল্পজীবী বলি তাই আয়ু হয় ক্ষয়॥
যাও তুমি গৃহে চলে কেন মিছা আর।
পুত্র হেতু কোভকর পাবেনা উদ্ধার॥
আমি বলিলাম এবে করিলে কি কায।
আমার তনয়ে পাব বল পশুরাজ॥
দান বা তপস্যা কিম্বা অন্য কি প্রকারে।
কিহলে ত্যজিতে পার মম তনয়েরে॥
পশুরাজ বলিল চাহিব কিবা আর।
পুত্র বিনা অন্যে মন নাহিক আমার॥
ইহা শুনি শিখিধ্বজ কহে দ্বিজবরে।
নরসিংহ বিনা নাহি আমারি নগরে॥
অন্য সিংহ সাধ্য কি যে করে আক্রমণ।
প্রাণের অধিক এই তোমার নন্দন॥
দ্বিজরূপী জনার্দ্দন বলেন রাজনে।
সিংহ কিছু চাহিয়াছে আপন বদনে॥
যদি আপনার ত হে থাকয়ে সম্মতি।
তাহলে বলিতে পারি হয়ে হৃষ্টমতি॥
রাজা কহিলেন কহ মোরে দ্বিজবর।
সিংহ কি করেছে ভিক্ষা আমার গোচর॥
দ্বিজরূপী জনার্দ্দন কহেন তখন।
কেমনে কহিব সেই নিষ্ঠুর বচন॥
তুমি বা কিরূপে তাহা করিবে প্রদান।
ভাবিয়া না পাই কিছু তাহার সন্ধান॥
হায় হায় পুত্রহীন কি কঠিন দায়।
একবারে দেখিতেছি শূন্যাকার প্রায়॥
যদি দেন অনুগ্রহ করিয়া আমারে।
তাহলে বলিতে পারি আপন গোচরে॥
অনায়াসে কহিল সেই সিংহ ভয়ঙ্কর।
আমার প্রার্থনা এবে শুন দ্বিজবর॥
তব দেহে আমার নাহিক প্রয়োজন।
তপস্যায় শুষ্ক শীর্ণ হয়েছে এখন॥
ময়ূরধ্বজের দেহ অতি মনোহর।
নানাবিধ ভোগে তৃপ্ত আছে নিরন্তর॥
ফল, মূল, দুগ্ধ, রস উপযোগ করি।
হৃষ্ট পুষ্ট কি সুন্দর হয়েছে আমরি॥
তার সেই দেহ অর্দ্ধ এক্ষণে আনিলে।
তোমার পুত্রের প্রাণ পাবে অবহেলে॥
যদি ক্লেশ ভাবে দেহ করে প্রতিদান।
তাহাতে নাহবে রুচি জানিবে সন্ধান॥
এক্ষণে এখানে আর থাকায় কি ফল।
ত্বরায় করহ বিপ্র এপথ সম্বল॥
যাও সেই শিখিধ্বজ রাজার সদন।
এখনি তোমার পুত্র পাইবে জীবন॥
আনিবা মাত্রেতে তার অর্দ্ধেক শরীর।
তবপুত্রে ছেড়েদিব ব্রাহ্মণ সুধীর॥

যাও দ্বিজ কেন তুমি হতেছ কাতর।
অবশ্য পাইবে দান রাজার গোচর॥
পর উপকার তরে দধীচি কেমন।
নিজ অস্থি দান করে রাখে অন্যের জীবন॥
সূর্য্যের তনয় সেই কর্ণ বীরবর।
অঙ্গের কবচ দানে খ্যাত চরাচর॥
সেই মত রাজা দেহ করিবে প্রদান।
যাও দ্বিজ কেন হও বিষণ্ণ বয়ান॥
একেতে ব্রাহ্মণ তুমি তাহে পুত্রহীন।
দারুণ শোকেতে আছ বিষাদে মলিন॥
তোমারে দেখিলে রাজা হয়ে দয়াবান।
এখনই রাখিবেন তোমার সম্মান॥
অর্দ্ধদেহ যদি নাহি পাও দ্বিজবর।
তবে আর আসিওনা আমার গোচর॥
যদ্যপি আইস হেথা বিনা প্রয়োজনে।
আমার নিকট হতে পাবেনা নন্দনে॥
এই কথা বলিতে বলিতে মৃগবর।
ক্ষণ মধ্যে না রহিল নয়ন গোচর॥
অন্তর্হিত হল হায় চক্ষুর নিমেষে।
লইয়ে সন্তান মোর গেল কোনদেশে॥
ইহা শুনি ভাবিলাম যাহারা দুর্ব্বল।
রাজাই তাদের হয় জীবনের বল॥
রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র এনে।
দিয়াছিল শুনিয়াছি পুরাণ কথনে॥
তাই মনে ধৈর্য্য ধরি আসিয়াছি আজ।
পুত্র দিয়ে ব্রাহ্মণে রাখুন মহারাজ॥
ব্রাহ্মণের মুখে শুনি এতেক বচন।
শিখিধ্বজ কহিলেন পাবেন নন্দন॥
এখনই যজ্ঞস্থলে এই দেহ দানে।
আনাইব একমাত্র তোমার সন্তানে॥
এতবলি নরবর করে বহুমান।
দ্বিজরূপী কেশবের রাখিতে সম্মান॥
পুত্রে দিল সিংহাসন স্নান গঙ্গাজলে।
তুলসী পবিত্র মালা পরিলেন গলে॥
সভাস্থলে উপনীত হয়ে নরবর।
কহিলেন হয়ে অতি প্রফুল্ল অন্তর॥
কৃষ্ণরূপী দ্বিজ এই পুত্র কামনায়।
এসেছেন মম অর্দ্ধ দেহ প্রার্থনায়॥
এক্ষণে করাতীগণ লয়ে কর পত্র।
এখনই উপস্থিত হোক সবে অত্র॥
এই স্থানে দুই স্তম্ভ করিয়া স্থাপন।
ব্রাহ্মণের তরে মুণ্ড করুক ছেদন॥
কেহ যেন মম তরে শোক নাহি করে।
চিরকাল কিছু নাহি থাকয়ে সংসারে॥
রাজার বচন শুনি সবে সশঙ্কিত।
হায় হায় কি বিষাদ হল উপস্থিত॥
কোথা হতে কালরূপী এল এব্রাহ্মণ।
সত্যবাদী শিখিধ্বজ ভূপতি সদন॥
যজ্ঞস্থলে হরি যথা বলিরে ছলিতে।
ধরিয়া বামনরূপ আসেন চকিতে॥
তেমতি কি আইলেন দেব নারায়ণ।
ছলিবারে শিখিধ্বজে হইয়া ব্রাহ্মণ॥
এদিকেতে রাজ্যময় মহা গণ্ডগোল।
রাজা দিবে অর্দ্ধ অঙ্গ শুনি এই রোল॥
স্ত্রীপুরুষ সকলেই এল রাজপুরে।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ না রহিল ঘরে॥
রত্নপুরে উঠিল রোদনে মহাধ্বনি।
হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল ধরণী॥
রাজার মহিষী তার নাম কুমুদ্বতী।
পতিগত প্রাণা সেই পতিব্রতা অতি॥
শুনিয়া রাজার প্রাণ হয়ে আনন্দিত।
তথা আসি পলকেতে হন উপনীত॥
ব্রাহ্মণে প্রণাম করি কহেন পতিরে।
ব্রাহ্মণের অর্দ্ধঅঙ্গ দিবেন অচিরে॥

শুনিয়াছি ; এইক্ষণে কর্ণ প্রদান।
তব অর্দ্ধ অঙ্গ রূপা পত্নী বিদ্যমান ॥
আমাকে করিয়া দান প্রতিজ্ঞা পুরাও।
সত্যবাদী বলি নাথ জগতে দেখাও ॥
মৃতস্থানে কিবা ফল সজীব থাকিতে।
মোর প্রাণ দিয়া যশ রাখ পৃথিবীতে ॥
যদি চতুর্থাংশ দানে হয় অভিপ্রায়।
তাহলে আপন দেহ কাটুন স্বরায়॥
কিন্তু সিংহ চাহিয়াছে অর্দ্ধেক যখন।
আমার জীবন দান উচিত তখন ॥
পতির সম্মুখে যায় যে নারীর প্রাণ।
চরমে পরম গতি তার বিদ্যমান ॥
এই হেতু বলি নাথ মোরে দান করে।
অক্ষয় সুযশ রাখ জগত ভিতরে॥
জৈমিনি বলেন শুন হে জনমেজয়।
শুনিয়া রাণীর বাক্য বিস্ময় হৃদয় ॥
দ্বিজরূপী নারায়ণ শুনিয়া বচন।
মনে মনে হন অতি আনন্দিত মন ॥
পতিব্রতা সতীর প্রশংসা করি মনে।
কহেন ব্রাহ্মণ শিখিধ্বজ সম্বোধনে ॥
শুন মহারাজ কহি আপন গোচর।
নারীদেহ প্রার্থনা না করে মৃগবর।
আপন মহিষী যাহা বলেন বচন।
খণ্ডনীয় নহে তাহা হে মহারাজন ॥
কিন্তু সিংহ নারীদেহ কখন না লবে।
মহিষীর দেহে তার দক্ষিণা নাহবে ॥
তবদেহ বিনা তার নাহিক প্রার্থনা।
কেন মহারাজ কর মোরে বিড়ম্বনা ॥
অনন্তর রাজপুত্র তাম্রকেতু কহে।
সিংহের বচন শুনি প্রফুল্ল হৃদয় ॥
ব্রাহ্মণে প্রণাম করি বলেন বচন।
হে বিপ্র আমারে লয়ে করুণ গমন ॥
কেননা লোকের আত্মা পুত্ররূপে হয়।
সেই পিতা সেই পুত্র জানে জগময় ॥
পিতা পুত্রে ভেদ নাহি জান বিপ্রবর।
আমারে লইয়া কর গমন সত্বর॥
আমিও বিশিষ্টরূপ আছি হৃষ্ট পুষ্ট।
আমারে পাইলে সিংহ হইবে সন্তুষ্ট ॥
তাহলে অক্ষয় কীর্ত্তি রহিবে আমার।
আমারে লইয়া বিপ্র হও আগুসার॥
ব্রাহ্মণ বলেন বৎস সত্য তব কথা।
যাবলিলে শাস্ত্রে তার নাহিক অন্যথা ॥
কিন্তু সিংহ অভিপ্রায় নহেত তেমন।
তার যাহা বাক্য এবে করহ শ্রবণ ॥
পুত্র ভার্য্যা দুইজনে একত্র হইয়া।
ময়ূরধ্বজের মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া ॥
শরীর হইতে তার পৃথক করিলে।
তাহার দক্ষিণ অংশ মোরে আনি দিলে ॥
তবেত সন্তান তব নিষ্কৃতি পাইবে।
নয়ত প্রয়াস তব বিফল হইবে॥
এক্ষণে কিরূপে বল সিংহের বচন।
অন্যথা করিয়া আমি হারাই নন্দন ॥
অনন্তর রাজসিংহ ময়ূর কেতন।
স্ত্রী পুত্র উভয়ে তবে করে নিবারণ ॥
তাহাদের কাছে দিয়া করাত সুন্দর।
প্রদান করিতে দেহ প্রফুল্ল অন্তর ॥
কেশব নৃসিংহ রাম নাম উচ্চারণে।
অন্তর পবিত্র করি বসেন সে স্থানে ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ বিমানে থাকিয়া।
শত শত ধন্যবাদে পুলকিত হিয়া ॥
মহিষী পুত্রের সহ করাত লইয়া।
রাজার মস্তকোপরি দিল বসাইয়া ॥
পুরবাসী জনগণ করে হাহাকার।
সবে বলে রাজপরু হল অন্ধকার ॥

ময়ূরকেতন বলে শুনহ প্রেয়সী।
করাতে কাটিয়া ফেল আমার শিরসি॥
করাতের সুকোমল সুন্দর দশনে।
কিছুমাত্র ক্লেশ নাহি উপজিবে মনে।
রাজরাণী কুমুদ্বতী শুনিয়া বচন।
পুত্রের সহিত মিলি অতি হৃষ্টমন॥
করাতের দুই প্রান্ত ধরিয়া দুজনে।
রাজ শির বিভক্ত করেন সেইক্ষণে॥
দেখিয়া অর্জ্জুন সহ দেব হৃষীকেশ।
অন্তরে আনন্দ তার হল একশেষ॥
সাধু সাধু বলিলেন হরি মনে মনে।
ভাবিলেন নাহি হেন এতিন ভুবনে॥
ক্ষণমাত্রে রক্তপূর সলিলে ভাসিল।
হাহাকার রবে সবে শোকেতে মজিল॥
যখন রাজার মুণ্ড করিল ছেদন।
দুইদিকে দুই অংশ হইল তখন॥
বামনেত্র হতে তাঁর হল অশ্রুপাত।
এহেন আশ্চর্য্য ভাব দেখি অকস্মাৎ॥
সেই দুরাকাঙ্ক্ষ দ্বিজ কহিল তখন।
একেমন ভাব তব দেখি হে রাজন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে দেহ করিতেছ দান।
এদান গ্রহণ করা নহেত বিধান॥
পুত্র বিনা স্বর্গপথ যদি রুদ্ধ হয়।
তাহাও আমার পক্ষে জানিবে হে শ্রয়।
পশুরাজ লয়ে মোর প্রাণের নন্দন।
যথা ইচ্ছা সেই স্থানে করুক গমন।
অশ্রুবারি সহ দান কেমনে লইব।
কিরূপে ব্রাহ্মণ হয়ে গ্রহণ করিব॥
এতবলি দ্বিজরূপী দেব ভগবান।
পার্থ সহ উপক্রম করিতে প্রয়াণ॥
ইহা দেখি কুমুদ্বতী প্রফুল্ল বদনে।
পতি ছিন্ন মুণ্ড লয়ে করেতে যতনে॥
কহিলেন শুন নাথ এমম বচন।
দান না লইয়া বিপ্র করিছে গমন॥
এইক্ষণে প্রতিষেধ কর বিপ্রবরে।
নয়ত অকীর্ত্তি তব ঘুষিবে সংসারে॥
রাজা কহিলেন একি দেখি প্রাণেশ্বরি।
ছেদন করিয়া মুণ্ড রাখিয়াছ ধরি॥
যাহাহৌক ব্রাহ্মণের তুষিতেছি মন।
তুমি যথাকার মুণ্ড করহ স্থাপন॥
এত বলি নরবর কন উচ্চস্বরে।
কোথা যাও বিপ্র দান গ্রহণ না করে॥
যে কারণ বাম চক্ষে ঝরিতেছে জল।
শুন দ্বিজ মোর বাণী হৈওনা চঞ্চল॥
আমার দক্ষিণ অঙ্গ বিপ্রের সেবায়।
নিয়োজিত হল কিন্তু এই দুঃখ হায়॥
বামাঙ্গ রহিল মম ভূতলে পতিত।
সে কারণ বাম চক্ষে ধারা প্রবাহিত॥
আমার দক্ষিণ অঙ্গ সার্থক হইল।
বাম অঙ্গ ব্যর্থ ভাবে পড়িয়া রহিল॥
আমার এ বাম অঙ্গ নানিল ব্রাহ্মণে।
তাহাতে দারুণ ব্যথা উপজিছে মনে॥
যত ক্লেশ হয় নাই করাত আঘাতে।
ততোধিক ক্লেশ মোর হয়েছে ইহাতে॥
সেই জন্য বামচক্ষু করিছে রোদন।
অন্য কোন নাহি আর ইহার কারণ॥
জৈমিনি বলেন হেথা দেব ভগবান।
রাজার এ কথা শুনি প্রফুল্ল বয়ান॥
দেখালেন নিজরূপ কমললোচন।
প্রীতি ভরে রাজায় করেন আলিঙ্গন॥
ওহে নৃপবর তুমি ধন্য এ জগতে।
পরীক্ষা করেছি পার্থ আমি বিধিমতে॥
কৃতকার্য্য হইয়াছ তুমি এভুবনে।
কিছু মাত্র ক্ষোভ ইথে না ভাবিও মনে॥

একক্ষণে স্ত্রীপুত্র সহ কর সমাহিত।
যে যজ্ঞেতে নরবর আছহে দীক্ষিত ॥
তবপুত্র তাম্রধ্বজ মহা বলবান।
সমরে করেছে অতি আনন্দপ্রদান ॥
আর তুমি হে রাজন আমার আদেশে।
অর্দ্ধ দেহ প্রদান করেছ অনায়াসে ॥
এই হেতু তব যজ্ঞে আমিহে এখন।
কর্ম্ম কর্ত্তা হব ইহা না হবে খণ্ডন ॥
যুধিষ্ঠির অশ্ব যাহা করেছে মোচন।
তুই অশ্ব লয়ে কর যজ্ঞ সমাপন ॥
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে রহিল।
আজ হতে তব দেহ নিষ্পাপ হইল ॥
তখন ময়ূরধ্বজ দেখি নারায়ণ।
সকল অভীষ্ট তাঁর হইল পূরণ ॥
আনন্দ সাগর তাঁর মনে উথলিল।
পরম পুলকে সর্ব্ব দেহ শিহরিল ॥
চিত্রিত পটের মত মৌনী হয়ে রয়।
স্থির ভাবে স্থির নেত্রে একদৃষ্টে চায় ॥
এইরূপে কিছুক্ষণ হইলে বিগত।
মনোবেগ সম্বরিল যথা কথঞ্চিৎ ॥
পরম ভক্তির সহ মধুর বচনে।
কৃতাঞ্জলি পূটে কন দেব নারায়নে ॥
যখন সাক্ষাতে তোমা পেয়েছি দর্শন।
তখন আমার স্বর্গে কিবা প্রয়োজন ॥
সামান্য যজ্ঞের কথা বলিব কি আর।
আপনিই যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ অবতার ॥
যাঁহারা তোমায় পেয়ে যাগ যজ্ঞ করে।
তাহাদের সব শ্রম নষ্ট হয় পীরে ॥
বাক্য মন অগোচর তুমি নারায়ণ।
কিরূপে করিব তব মহিমা কীর্ত্তন ॥
বেদ শ্রুতি অবসন্ন পাইতে যাহারে।
আগম নিগম রূপে অন্বেষণ যারে ॥

দেবের দেবতা যিনি কারণ কারণ।
পরম দেবতা যিনি পরম কারণ ॥
তেজস্বীর তেজ যিনি রূপবানে রূপ।
যিনি অগ্নি যিনি মৃত্যু কালের স্বরূপ ॥
অন্তরে অন্তর যিনি জীবনে জীবন।
সকল স্বরূপ যিনি সকল ভুবন ॥
প্রলয় যাঁহার রোষে তোষেতে অভয়।
অমৃত আধার যিনি ক্ষেমের আশ্রয় ॥
যিনি প্রাণ যিনি জ্ঞান চেতনা আধার।
যিনি শান্তি ক্ষমা ন্যায় ধর্ম্ম অবতার ॥
যিনি ভূত ভবিষৎ আর বর্ত্তমান।
সকল কালেই যাঁর আছে অধিষ্ঠান।
যিনি আদি মধ্য অন্ত চরমের গতি।
সে চরম স্থানে আমি কি করিব স্তুতি ॥
পাতাল চরণ যাঁর কটিদেশ ধরা।
স্বরগ যাঁহার গ্রীবা অতি মনোহরা ॥
গোলোক কপাল যাঁর মস্তক নির্ব্বাণ।
কি স্তবে রাখিব আমি তাঁহার সম্মান ॥
জল স্থল চরাচর আপনি সকল।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর আশ্রয় কেবল ॥
যিনি ভিন্ন সংসারেতে কোন কর্ত্তা নাই।
যাঁহা ভিন্ন কর্ম্ম কিছু দেখিতে না পাই ॥
চন্দ্র সূর্য্য হয় যাঁর বিশাল লোচন।
কমলা সতত যাঁর সেবয়ে চরণ ॥
পিতামহ ব্রহ্মা যাঁর নাভিপদ্ম হতে।
করেছেন জন্ম লাভ শুনি আগমেতে ॥
আপনি সে সনাতন দেব নারায়ণ।
বাসুদেব রূপে কর ধরায় ভ্রমণ ॥
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল তুমি ভগবান।
কিস্তবে রাখিব প্রভু তোমার সম্মান ॥
আপনাকে প্রণাম করিব বারবার।
দয়াময় হে প্রভু দয়াল অবতার ॥

আমি আপনার দাস এমম প্রার্থনা।
নিরন্তর পদ সেবা করিতে বাসনা॥
কমলা আলয়া তব সেবিয়া চরণ।
সেজন্য ধরয় তাঁর গৌরব এমন॥
নাহলে জীবের হায় সৌভাগ্য সঞ্চার।
আপনার সেবা দাস হবে কিপ্রকার॥
কিন্তু নাথ যখন পেয়েছি দরশন।
এর চেয়ে কি সৌভাগ্য হবে সংঘটন॥
এ-সৌভাগ্য চিরদিন থাকে যেন হরি।
চরমে চরণ পেয়ে হৃদে ধরে মরি॥
জৈমিনি বলেন শুন হে জনমেজয়।
ভক্তিভরে স্তব করি এপ্রকার কয়॥
পরেতে ময়ূরধ্বজ প্রেমভাব ভরে।
অবসন্ন হয়ে প ড়লেন ধরাপরে॥
ভকত বৎসল প্রভু দেব নারায়ণ।
তোলেন যতনে করি স্বহস্তে ধারণ॥
সুধা বিনিন্দিত স্বরে কন হৃষীকেশ।
তব তুল্য সাধুলোকে পায় সুখলেশ॥
তব তুল্য সত্যবাণ পুরুষ সকল।
নিশ্চয় চরমে শান্তি লভয়ে কেবল॥
যাঁহারা তোমার মত মম পরায়ণ।
তাহারা বিষাদগ্রস্ত হয়না কখন॥
ভক্তি শ্রদ্ধা এই দুই জগত ভিতরে।
কথন সম্পদ সুখ বিতরণ করে॥
সকল সৌভাগ্য দেয় সকল মঙ্গল।
সকল সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে অবিরল॥
তোমার সদৃশ যারা পবিত্র হৃদয়।
তাদের সন্তোষ প্রাপ্তি অসম্ভব নয়॥
সমৃদ্ধি, সম্পদ, শান্তি, সৌভাগ্যের সুখ।
কোনকালে তাহাদের না হয় বিমুখ॥
শুন ওহে মহারাজ ধর্মের জয়।
সত্যের ন্যায়ের জয় চিরকাল হয়॥
সুতরাং তোমার জয় নহে প্রতিহত।
সত্য মূর্ত্তিমান তব সমীপে নিয়ত॥
অধিক কি কব আর তোমার মতন।
সতত লোকের শুভ করে সম্পাদন॥
তাহাদের অপকার নাহিক ভুবনে।
ধর্ম্মের সত্যের ক্ষয় হইবে কেমনে॥
তুমিই সর্ব্বদা কর ধর্ম্ম আচরণ।
সত্যেতে তোমার দেখি নিয়ত ভ্রমণ॥
তবতুল্য ধর্ম্ম নিষ্ঠ পবিত্র হৃদয়।
সত্যশীল শুদ্ধ বুদ্ধি সদাচার ময়॥
দেবতার ক্ষা বিনা লোকের মঙ্গলে।
নিরন্তর রত কেন দেখিনে ভূতলে॥
অমৃত অভয় তার কিঙ্করের মত।
স্বর্গ অপবর্গ হয় সদা পদানত॥
সৌভাগ্য ওদার্য্য তার বতেক বিনয়।
সেবকাদি সেবকের তুল্য হয়ে রয়॥
এক্ষণে তোমার আমি কিবা বর দিব।
শ্রেষ্ঠজনে শ্রেষ্ঠ আর কিদিয়া করিব॥
অধিক কি কব আর অভীষ্ট সকল।
সুসিদ্ধ হউক মম বাসনা কেবল॥
অনন্তর ভগবান করি বরদান।
ময়ূরধ্বজের যজ্ঞ করেন বিধান॥
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ পূর্ণ করেন স্বকরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি ভণ সঞ্চার॥
জৈমিনি বলেন তবে শুন জন্মেজয়।
এইরূপে বরদান করিয়া রাজায়॥
ময়ূরধ্বজের বাঞ্ছা করিতে সফল।
তাঁর যজ্ঞ কার্য্য হরি সাধেন সকল॥
প্রগাঢ় ভক্তিরডোরে করেছে বন্ধন।
পরম দয়ালু সেই ময়ূর রাজন॥
সেই হেতু হৃষীকেশ করি অনুমান।
পার্থ সহ নিত্য বিধি তথা অধিষ্ঠান॥

পরম আনন্দে তবে ভরিয়া হৃদয়।
আত্মদান করিলাম রাজা মহাশয়॥
অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া সম্মানে।
চলিলেন হর্ষে তাঁর অশ্বের পালনে॥
রাখিতে যজ্ঞীয় অশ্ব হয়ে যত্নবান।
পার্থ সহ শিখিধ্বজ করেন প্রয়াণ॥
ময়ূরধ্বজের কথা অতি সুমধুর।
যে জন শুনিবে তার প্রমোদ প্রচুর॥
হরি গুণ গানে তার ভরিবে হৃদয়।
এক মাত্র হরি সেই করিবে আশ্রয়॥
যেই জন এক মনে করিবে শ্রবণ।
ময়ূরধ্বজের এই অদ্ভুত কীর্ত্তন॥
চরমে নির্ব্বাণ পাবে হরির কৃপায়।
ঠেকিবে না ভব ঘোরে আর কোন দায়॥
যাহার হয় না রতি হরি গুণ গানে।
বঞ্চিত হইবে সেই চরমে নির্ব্বাণে॥
হরির ভজন গুণ আছে বিদ্যমান।
ময়ূরধ্বজেতে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ॥
শিখিধ্বজ বিবরণ পড়িবে যে জন।
শিথিল হইবে তার পাপের বন্ধন॥

ইতি ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশৎ অধ্যায়।

জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচিসত্যং,
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপা করোতি।
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতিকীর্ত্তিং,
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিংন করোতি পুংসাং ॥

বীরবর্ম্মার উপাখ্যান ও বীরবর্ম্মার কন্যার সহিত যমের বিবাহ ও
বিবিধ পাতক বর্ণন, যমের বীরবর্ম্মাকে বরদান ও
অন্যান্য কথা।

কহেন জনমেজয়, কহ প্রভু দয়াময়,
দয়া করি এই অভাজনে।
শিখিধ্বজ সহ সবে, অশ্বদ্বয় কোথা তবে,
গেল কহ শুনি এক মনে ॥
তব বাণী সুললিত, শুনিলে উথলে চিত,
চিত্তে হয় দুরাশা প্রবাল।
যতই শুনিতে পাই, ততই শুনিতে চাই,
তব কথা মধুর সরল ॥
বিশেষতঃ হরিগান, শুনিলে জুড়ায় প্রাণ,
হরির সে লীলা অপরূপ।
শুনিলে শ্রবণ ভরে, চিত না ধৈরয ধরে,
উথলয় ভক্তিময় কূপ ॥
নর নারায়ণ দোঁহে, রত্নপুরে ছিল মোহে,
পলকেতে হল সচেতন।
তুরগের সনে হরি, সবল সঙ্গেতে করি,
কোথাকারে করেন গমন ॥
শুনিয়া জৈমিনি কন, শুন হে মহারাজন,
অতঃপর যে সব ঘটনা।
হরির করুণাবলে, প্রকাশিব অবহেলে,
শুনিয়া পাইবে সুখ নানা ॥

অনন্তর দুই হয়, ত্বরিত গমনে যায়,
নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া।
রাজঋষি বীরবর্ম্মা, সততই পুণ্য কর্ম্মা,
তাঁর রাজ্যে উত্তরিল গিয়া ॥
নাম তার সারস্বত, বীর দল পদানত,
অতিশয় সুন্দর নগর।
তথা নর নারায়ণ, সঙ্গে লয়ে সঙ্গীগণ,
উপনীত হলেন সত্বর ॥
বভ্রুবাহ আদি যত, বীর দল সুসজ্জিত,
অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সকলে।
অশ্ব অনুসরণেতে, উপনীত সারস্বতে,
পৃথ্বী মধ্যে রমণীয় স্থলে ॥
শ্রীহরির পদার্পণে, সারস্বত, সেইক্ষণে,
একবারে হল উল্লাসিত।
হইল আনন্দময়, সে নগর সমুদয়,
সকলেই হরষে মোহিত ॥
রাজার শাসন বলে, সে নগরে অবহেলে,
চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিদ্যমান।
রাজার কন্যার পতি, আপনি ধরম পতি,
সারস্বতে সদা মূর্ত্তিমান ॥

যাঁরা ধর্ম্ম পরায়ণ, হয়ে আনন্দিত মন,
এ নগরে করেন বসতি।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, পরিপূর্ণ এই ধাম;
শান্তি নহে অবসন্না মতি॥
হেথাকার অধিবাসী, পুণ্য কাম অভিলাষী,
কুপথে না করে পদার্পণ।
যেই কাজে পাপ হয়, সে কাজে না রত রয়,
সদা রয় আনন্দে মগন॥
নিয়ত করিলে পাপ, হয় যেই পরিতাপ,
দুঃখ শোক অনুতাপ নানা।
নাহি কোন দায় তার, সম তার অধিকার,
ঘটে সদা ধর্ম্মের ঘটনা॥
এ নগর অধিবাসী, নিত্য সুখ অভিলাষী,
সৌভাগ্য সংযুত নিরন্তর।
সকলেই হৃষ্ট চিত্ত, সকলেই পরিতুষ্ট,
দেব দ্বিজ ব্রহ্মেতে তৎপর॥
নাহি কারু অবসাদ, মালিন্য ঘোর বিষাদ,
নাহি রোগ, শোক, চিন্তাভার।
সবে ভগবান ভক্ত, সত্যে মাত্র অনুরক্ত,
পরলোকে ভাবনা অপার॥
হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, তথাপর নিন্দা নাই,
নাহি লোভ নাহি মোহমদ।
নানা দ্রব্য ব্যবহারে, আনন্দিত সবাকারে,
সততই আমোদ প্রমোদ॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী, করিছেন নিবসতি,
এক সঙ্গে এ মহানগরে।
যদি মৃত্যু সন্নিধান, তথাপি না যায় প্রাণ,
যম স্বর্ত্তে তবু নাহি মরে॥
হেন পুণ্যময় পুরে, সব্যসাচী সঙ্গে করে,
অশ্ব রক্ষা ছলনা করিয়া॥
জগদীশ নারায়ণ, বামন মধুসূদন,
উপস্থিত হলেন আসিয়া॥

জগন্নাথ আগমন, সাম্বরেতে পদার্পণ,
শুনি বীরবর্ম্মা আনন্দিত।
দেখিবারে শ্রীচরণ, অন্তরে করি মনন,
কহিলেন সবারে ত্বরিত॥
পাণ্ডবের যজ্ঞ হয়, আসিয়াছে সুনিশ্চয়,
কর এবে উচিত বিধান।
পৌরুষ প্রকাশ করি, ত্বরায় আনহ ধরি,
বীরগণ বরের প্রধান॥
আদেশ মাত্রেতে যত, বীর ছিল অস্ত্রযুত,
সকলেতে ছুটিল সঘনে।
মহাবীর পাঁচ জন, সঙ্গেতে করে গমন,
বীরনাদে মাতায়ে ভুবনে॥
সুলোল, সুরভ, নীল, কুবল আর সরল;
এই পঞ্চ যমের সোদর।
লয়ে রক্ত সৈন্যচয়; ত্বরায় চলিয়া যায়,
যথায় অর্জ্জুন বীরবর॥
প্রচণ্ড মূরতি ধরি, ঘোর বীরনাদ করি,
পলকে অর্জ্জুন সেনাচয়ে।
পরাজয় করি রণে, অতিশয় হৃষ্ট মনে,
গৃহে যায় অশ্বটী লয়ে॥
ওই সব মহাবল, দেখাইয়া মহাবল,
অশ্ব লয়ে করিতে প্রয়াণ।
দেখিয়া অর্জ্জুন সুত, হয়ে অতি ক্রোধযুত,
তথা আসি হল আগুয়ান॥
বিপুল বিক্রম বীর, বভ্রুবাহ রণ ধীর,
শঙ্খনাদে কাঁপায়ে গগণ।
সকলে বধির করি, অতুল সাহস ধরি,
ডাকিয়া বলেন, বীরগণ॥
তস্কর সমান কাজ, করিলে কেন হে আজ,
অতর্কিতে যাও অশ্ব লয়ে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এত বলি শরজাল,
অৰ্পিলেন সরোষ হৃদয়ে॥

শত্রু সৈন্য শরাঘাতে, অবসন্ন হল তাতে,
দুই পক্ষে ভয়ঙ্কর রণ।
আশ্চর্য্য সমর হেন, দেখি নাই কদাচন,
যমরাজা করিল বর্দ্ধন॥
পদাতিক হল হত, নাগবল মদোদ্ধত,
রথ অশ্ব হল ধাবমান।
মহাশব্দ চার ধার, রণ স্থল একাকার,
সকলেই হারাল পরাণ॥
অর্জ্জুন তনয় রণে, বীরবর্ম্মা সৈন্যগণে,
সঙ্কুচিত হইল সবাই।
কেহ নাহি অগ্রে যায়, সবাই মৃতের প্রায়,
বীর কার্য্য হেন দেখে নাই॥
তবে ধর্ম্মরাজ যম, বীর কার্য্যে নিরূপম,
জাতক্রোধ শ্বশুর কারণে।
সে বিপুল রণস্থলে, সমাগত অবহেলে,
নাশিতে অরাতি সৈন্যগণে॥
অর্জ্জুনের সেনাচয়, নিমিষে হইল ক্ষয়,
যমের সে মনোত্তম শরে।
রাশি রাশি ঘোড়াহাতি, পড়িল যত পদাতি,
বীরগণ গেল যম ঘরে॥
দেখিল সে ভয়ঙ্কর, রণ দৃশ্য ঘোরতর,
ভয়ে হয় কম্পিত হৃদয়।
পাণ্ডবের সৈন্যচয়, বীর শূন্য হল হায়,
হেন দৃশ্য নাহি দৃষ্ট হয়॥
মহাভাগ ধনঞ্জয়, বিস্মিতের ন্যায় রয়,
নয়নে নেহারি এ ব্যাপার।
ভগবান বাসুদেবে, জিজ্ঞাসা করেন তবে,
হৃষীকেশ! রক্ষা নাহি আর॥
কোন দেব হয়ে নর, হইলেন অগ্রসর,
মোর মহাবলের নিধনে।
ওই দেখ দয়াময়, তোমারথে সম্প্রক্ষয়,
হইতেছে মোর সেনাগণে॥

নিদারুণ শরাঘাতে, বিদীর্ণ হৃদয় তাতে,
সেনা সব স্তব্ধ বিদ্যমান।
দেব বিনা কেবা আর, রণে সাধ্য হেন কার,
নাশিবারে আমার সৈন্যাণ॥
অর্জ্জুন বচন শুনি, কহিছেন চক্রপাণি,
শুন সখে বচন আমার।
আপনি ধরম রাজ, যম সম্মুখীন আজ,
সমরেতে যন্ত্রণা অপার॥
বীরবর্ম্মা নরবর, কন্যা দিয়ে অতঃপর,
করেছেন ইহাঁকে বরণ।
সেই হেতু এ নগরে, যম সদা বাস করে,
সেই যম করিছেন রণ॥
অর্জ্জুন কহেন হরি, কি রূপে বিশ্বাস করি,
যমরাজ রাজার জামাতা।
তোমার আশ্চর্য্যবাণী, কিসে সত্য অনুমানি,
যাহা হোক শুনি সে বারতা॥
অর্জ্জুন বচনে হরি, কহিছেন ত্বরা করি,
শুন পার্থ আশ্চর্য্য ব্যাপার।
ধর্ম্মরাজ যে কারণ, হেথাকারে আগমন,
কহিতেছি আমি সবিস্তার॥
বীরবর্ম্মা নরপতি, সদাই বিশুদ্ধ মতি,
এক কন্যা মালিনী নামেতে।
জনমিল তাঁর ঘরে, রূপ গুণ একাধারে,
নাহি কার এই ত্রিজগতে॥
মর্ত্ত্যলোকে সেমালিনী, প্রদান করিতে পাণি,
অভিলাষ করেনা অন্তরে।
তাহা দেখি নরপতি, জিজ্ঞাসে তনয়া প্রতি,
সংঘটিব বল কোন বরে॥
মালিনী কহেন তাত, তব পদে প্রণিপাত,
এই ভিক্ষা যমে কর দান।
অন্য বরে নাহি কাজ, শুন পিতা ধর্ম্মরাজ,
অন্তরেতে এ মম ধেয়ান॥

দেখুন মানব যত, সবে মৃত্যু পথাগত,
মৃত্যু পরে যমের সদনে।
সবাই গমন করে, অতএব দয়া করে,
যমে দান করুণ এক্ষণে॥
পিতার কন্যারক্ষাতে, সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে,
যাঁরে দান দিবেন আপনি।
তাহাই স্বীকার করে, থাকিতে হবে অন্তরে,
সুখ দুঃখ মনে নাহি গণি॥
সামান্য নরের করে, প্রদান করিলে মোরে,
তাহে পুণ্য যাহবে সঞ্চয়।
যমেরে করিলে দান, পুণ্য চির বিদ্যমান,
হবে তাহে যত পাপ ক্ষয়॥
আমার কল্পনা মনে, নিরন্তর এ জল্পনে,
হইতেছে অতীত সময়।
শুন তাত এ মিনতি, অবশ্য পাইব পতি,
ধর্ম্মরাজে জুড়াব হৃদয়॥
ধর্ম্ম কার্য্য যে সকল, করিয়াছি সেই বল,
আছে মাত্র অন্তরে আমার।
তাহাতে কালের জায়া, হইয়া পবিত্র কায়া,
এড়াইব যন্ত্রণা অপার॥
দুহিতার শুনি বাণী, মনে ধন্য অনুমানি,
বীরবর্ম্মা ধর্ম্মের সাধনে।
হয়ে অতি শুদ্ধমতি, সতত ইষ্টব স্তুতি,
করেন ভজন এক মনে॥
মালিনীর এক ভাব, নাহি কভু তিরোভাব,
অন্তরে ভাবেন নিরন্তর।
যৌবন হল আগত, তবু নহে অন্য মত,
অন্য পতি ভাবনা দুষ্কর॥
এক ধ্যানে এক মনে, নিরন্তর এক প্রাণে,
কেবল অন্তক মাত্র সার।
দিবা নাই নিশি নাই, আমোদ প্রমোদ নাই,
যম মাত্র বাসনাই তার॥

এ দিকে নারদ মুনি, অন্তরে সকল গুনি,
মানিলেন অন্তরে বিস্ময়।
দেবর্ষি নারদ মতি, কারুণ্যের বশ অতি,
দয়া করি হবেন সদয়॥
ভাবিলেন মনে মনে, এই কথা যে যতনে,
ধর্ম্মরাজ ভাবিতেছে মনে।
ধর্ম্মরাজ অবিদিত, এখনি হবে বিদিত,
নিজে যাব তাঁহার সদনে॥
এত ভাবি মুনিবর, চলিলেন অত্যপর,
গমন করেন যমালয়ে।
গিয়া তথা কালে কন, মালিনীর বিবরণ,
ধর্ম্মরাজ শুন স্থির হয়ে॥
সারস্বতে বীরবর্ম্মা, রাজা সদা পুণ্য কর্ম্মা,
তার কন্যা মালিনী নামেতে।
তোমাতে সঁপেছে মন, সত্যব্রত সর্ব্বক্ষণ,
ধর্ম্মরতি করেছে ধরাতে॥
যাবতীয় পুণ্যধন, করিয়াছে সমর্পণ,
পতি রূপে তোমা পাইবারে।
আপনি তাহার ধ্যান, আপনি তাহার জ্ঞান,
তবু কেন পায় না তোমারে॥
আপনি তাহার তপ, আপনি তাহার জপ,
আর কিছু ভাবেনাক মনে।
অতএব ধর্ম্মরাজ, পরিহরি সব কাজ,
সে কন্যারে রাখহ এক্ষণে॥
তাহারে বরণ করি, অতৃপ্তি হৃদয় ভরি,
তৃপ্তি সুধা কর বিতরণ।
সাধুজন যেই জন, পর আশা সেই জন,
সফল করয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
এক্ষণে বচন মম, শুন ধর্ম্মরাজ যম,
দল বল সঙ্গেতে লইয়া।
মানুষের রূপ ধরি, সারস্বতে অবতরি,
রাখ তারে আশা পুরাইয়া॥

সারস্বত রম্যস্থান, ধর্ম্ম তথা মূর্ত্তিমান,
লোক তথা ভয় হীন হয়।
এবে মোর কয় জ্ঞান, হলে তব অধিষ্ঠান,
আর সুখী হবে রাজ্যময়॥
দেবর্ষির শুনি কথা, ধর্ম্মরাজ কন তথা,
কর মুনি এক্ষণে গমন।
গিয়া তথা মালিনীরে, কহিবে মুনি অচিরে,
আমি গিয়া করিব বরণ॥
আগামী বৈশাখমাসে, শুক্লপক্ষে সেনিবাসে,
করিব গমন সুনিশ্চয়।
দেবঋষি ইহা শুনি, বীরবর্ম্মা সে মালিনী,
অবস্থান করেন যথায়॥
তথা আসি বিবরণ, করেন সব জ্ঞাপন,
বীরবর্ম্মা হন আনন্দিত।
ব্যগ্রচিত্তে সবে রয়, মালিনী নিরতিশয়,
হৃদয়েতে হইল মোহিত॥
আত্মীয় স্বজনগণ, পুলকে সবে মগন,
প্রজা মাত্রে আনন্দে ভাসিল।
সারস্বত সে নগরী, হইল আনন্দ পুরী,
উৎসবেতে পূরিয়া উঠিল॥
দেবর্ষি চলিয়া গেলে, অনুচরে ডেকে বলে,
কৃতান্ত অন্তক ধর্ম্মরাজ।
আমার সহিত তবে, সবাকারে যেতে হবে,
সারস্বতে বিবাহ সমাজ॥
যমের যতেক বাণ, মহাকার সহবান,
সকলেই পরাক্রম শীল।
যক্ষ্মা তার শ্রেষ্ঠ হয়, স্বয় ধাতু করে ক্ষয়,
ব্রহ্ম হত্যা মহাপাপ ফল।
ধর্ম্ম রাজ তাঁরে কন, যেতে হবে হে যক্ষ্মন্,
আমার এ সুন্দর বিবাহে।
করিতেছি আমন্ত্রণ, লয়ে সাজ ভৃত্যগণ,
তোমা বিনা বলি আর কাহে॥

যক্ষ্মা কয় কি বলিব, কেমনে তথায় যাব,
সকল ব্রাহ্মণ পরায়ণ।
সবাই ব্রাহ্মণ ভক্ত, দ্বিজ সেবা অনুরক্ত,
যাগ যজ্ঞে নিবিষ্ট ব্রাহ্মণ॥
তথা গেলে মোর কান, আর বাথা পাবে প্রাণ,
বেদ মন্ত্র শব্দ উচ্চারণে।
অতএব কি প্রকারে, যাব আমি তথাকারে,
গেলে তথা হারাব জীবনে॥
প্রমেহ আমার পুত্র, রূপ তার যেন সূত্র,
গুণে প্রায় আমার সমান।
কোন ব্যক্তি বিভীষিকা, মম এই বিসূচিকা,
হাতে তার না ত্যজে পরাণ॥
পাণ্ডু মম সহোদর, অতিশয় তেজস্কর,
ব্যাধি রূপে ভ্রময়ে ভূতলে।
তার পুত্র জলোদর, পিতৃ তুল্য গুণধর,
কিছুতেই কম নয় বলে॥
ইহাদের মধ্যে কারে, পাঠাইব কি প্রকারে,
বীরবর্ম্মা পরম পবিত্র।
নিত্য ধর্ম্ম পরায়ণ, মহাতেজা শুদ্ধ মন,
দ্বিজ সেবা তাঁহার চরিত্র॥
যেই জন অধিষ্ঠান, যেন অগ্নি মূর্ত্তিমান,
তথা আমি কি করিতে পারি।
যদি তথা যাই তবে, শোচনীয় দশা হবে,
হেন রূপ যাইবে আমারি॥
তখন হে নরবর, পূর্ব্বমত সমাদর,
করিবে না আমার সম্মান।
কেন হেন কাযে যাব, যাহাতে লাঞ্ছনা পাব,
বিঘোরেতে হারাব পরাণ॥
যে সকল নরপতি, নিরন্তর পাপ মতি,
গুরুপত্নী করয়ে হরণ।
বাল বৃদ্ধ স্ত্রীঘাতক, সর্ব্বদা প্রজা পীড়ক,
দেব দ্বিজ করে গো হিংসন॥

বেদমার্গ ত্যাগ করে, উন্মার্গ আশ্রয় করে,
উল্লিখিত প্রমেহাদি যত।
সে সকল ভূপতিরে, সবিক্রমে ধ্বংস করে,
ধার্ম্মিকের কাছে পরাহত॥
এই যে ব্রণের দল, দেখিছেন মহাবল,
এক জন এক অবতার।
ইহাদের শ্রেষ্ঠ হয়, ভগন্দর মহাশয়,
স্পর্শ মাত্রে নাহিক নিস্তার॥
যে সকল কুলাঙ্গার, গুরুপত্নী আগুসার,
ভগন্দ্রূপে ইনি আবির্ভাব।
বীরবর্ম্মা গুরুভক্ত, সদা ধর্ম্মে অনুরক্ত,
কার কাছে রবেনা প্রভাব॥
শুন ওহে ধর্ম্মরাজ, এই যে হে স্বররাজ,
সান্নিপাতি ত্রয়োদশ গণ।
এই ঘোর অতিশার, বীর্য্যশালী আপনার,
অন্য তম নায়ক দুর্জ্জন॥
এর পত্নী প্রাণপ্রিয়া, গৃহিনী সুন্দর কায়া,
শোথ আদি তনয় তাহার।
কাহারও হবেনা সাধ্য,রাজারেকরিতে বাধ্য,
বীরবর্ম্মা ধর্ম্মের আগার॥
এক শত তিন শূল, স্পর্শতে হয় নির্ম্মূল,
শিব শূল মানে পরাজয়।
কিন্তু তথা গেলে পরে,ক্ষণমাত্রে অকাতরে,
একবারে সবে পাবোলয়॥
শ্বাস আদি কাশগণ, করিতে তথা ভ্রমণ,
বায়ুরূপে হবেনা কখন।
ধনুষ্টাদি বাতগণ, সকলে হবে নিধন,
কর্ণমূল সমূল নিধন॥
গণ্ডমালা নেত্ররোগ, শিরোব্যথা মুখ রোগ,
বাল্মীকাদি আর অপস্মার।
যাবতীয় নারী রোগ, যাহার অনন্ত ভোগ,
রবে তথা মেতে অবীকার॥

যম বলিলেন তবে, মহারোগ শুন সবে,
তোমরা সকলে মহাবল।
সাজি নানা অলঙ্কারে, যাহ সবে ত্বরাকরে,
যথা বীরবর্ম্মা বীরবাণ॥
তোমাদের নাই ভয়, মানিছ কেন বিস্ময়,
নিরাপদে রবে সেই স্থানে।
যারা পাপ পরায়ণ, তারা করে দরশন,
অনন্ত যাতনা ক্ষণে ক্ষণে॥
কিন্তু পুণ্যশীল জনে, শুভফল সর্ব্বক্ষণে,
ভোগ করে জানিবে নিশ্চয়।
অতএব তোমা সবে, গমন করহ তবে,
সারস্বত পুরে নাহি ভয়॥
হতজ্ঞানে যেই জন, ব্রাহ্মণে করে নিধন,
রক্তকুষ্ঠ করিবে আশ্রয়।
হোম সহকারে দ্বিজে, ধন দিয়া যদি পুজে,
ত্যজিবে তাহারে সুনিশ্চয়॥
ক্ষয়রোগী ম্রিয়মান, করে পুণ্য অনুষ্ঠান,
ভৃত্য সম তার কাছে রবে।
যদি ক্ষয় রোগীজন, হয় সে বিহীন ধন,
গৌতমীতে গমন করিবে॥
যেই মূঢ় দেবতার, দীয় মান অর্থ তার,
হরি লয় পলক ভিতরে।
পুত্র আর দ্বিজবরে, যে জন বঞ্চনা করে,
আপনিই অম্লাহার করে॥
যেই জন এই রূপ, গুরুতর অন্য রূপ,
পাতকের করে অনুষ্ঠান।
বিসুচিকা তবপ্রিয়া,আক্রমিবে তারে গিয়া,
শুন যক্ষ্মা এইত সন্ধান॥
অন্নদাতা যেই জন, দেব দ্বিজ পরায়ণ,
তারে নাহি পীড়ন করিবে।
এই রূপ হলে পরে, রবে তথা অকাতরে,
কোন দুঃখ তথা না ঘটিবে॥

যাঁরা হয়ে বিমোহিত, স্বীয়গোত্রে সমুদ্ভূত,
নারী প্রতি করয়ে কামনা।
অথবা যে নারী হক, স্বগোত্র পুরুষাশ্রয়,
করিবে হে প্রমেহে তাড়না॥
যাহারা লোভের বশে, ভুবন ভ'রি অযশে,
সুবর্ণ হরণ করি লয়।
মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে তার, নিস্তার নাহিক আর,
একবারে দেহ করে ক্ষয়॥
সুবর্ণ ভূষণ যদি, দান করে নিরবধি,
তবে মুক্তি প্রমেহের করে।
শুদ্ধাচারী দ্বিজবরে, স্বর্ণ পদ্ম দান করে,
মূত্রকৃচ্ছ্র তবে পরিহরে॥
লোভ বশ হয়ে যারা, শিবস্ব হরয়ে তারা,
পাণ্ডু রোগে করে আক্রমণ।
পর স্ত্রী দর্শন করে, মুখাদি বিকৃত করে,
পাণ্ডু হস্তে তাহারাও পতন॥
যাহারা তীর্থের স্থানে, মহিষ করিলে দানে,
জপিলে বৈষ্ণব মন্ত্র তবে।
পাণ্ডু হতে পরিত্রাণ, নহেত যাইবে প্রাণ,
এ বিধান আছে এই ভবে॥
বন্ধু বধে যেই জন, গর্ভ করে বিনাশন,
জলোদর তাহার শরীরে।
পুণ্য কার্য্য যদি করে, তবে তার পাপ হরে,
নয় প্রাণ ত্যজয়ে অচিরে॥
এক শত আট রত্ন, আছে মোর সুশোভন,
কম নহে সকলে সোদর।
তুলা পুরুষের দান, যদি করে এ বিধান,
তবে ঘুচে যাতনা সত্বর॥
ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, যেই জন দ্বিজবরে,
সুবর্ণ কদলী করে দান।
জলোদরে কভু আর, যন্ত্রণা না রয় তার,
শাস্ত্রে হয় এমন বিধান॥

বিশ্বাস হনন করে, শিব গৃহ চূর্ণ করে,
সন্নিপাত যোগায় তাহার।
দেব মূর্ত্তি যেই জন, ভগ্ন করে সুশোভন,
তাহারে আক্রমে অতি সার॥
ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত ধন, যে জন করে হরণ,
গ্রহণীতে হয় সে পীড়িত।
মেষী যদি দান করে, তবে মুক্তি পায় পরে,
নহে প্রাণ হারায় নিশ্চিত॥
অন্যকে দেখিলে ক্লিষ্ট, যেই জন হয় হৃষ্ট,
পর সুখে অসুখী যে হয়।
আত্মানের প্রিয়তর, হয়ে থাকে সেই নর,
ভূমি দানে তবে মুক্তি পায়॥
ভোজন সময়ে হায়,! ব্রাহ্মণে উঠায়ে দেয়,
যেই জন এমন বঞ্চক।
করিলে হে অন্ন দান, তবে তিনি মুক্তিপান,
নতুবা জ্বালায় অরোচক॥
বাক্শল্যে যেইজন, অপরে করে পীড়ন,
পথিকেরে করয়ে বিনাশ।
শূল সব নিরন্তর, যাতনা দেয় প্রখর,
নাহি রাখে জীবনের আশ॥
শিব ভক্ত মিষ্টভাষী, লোক তুষ্টি অভিলাষী,
দিবা নিশি আশয়ে যেজন।
পথিকেরে রক্ষা করে, প্রাণ দিয়ে অকাতরে,
তাহারে না ধরে শূলগণ॥
যেই পর উন্নতিতে, বিষণ্ণ সদাই চিত্তে,
হিক্কা তারে আক্রমণ করে।
লক্ষৈক আহুতিদানে, তবে সেই বাঁচে প্রাণে,
নিষ্পাপ সে হয় অতঃপরে॥
যেই জন সদাচার, মধু পানে অনিবার,
ভ্রমে, করে ধর্ম্মানুশীলন।
তাহার বিরোধী হলে, অতি মহাপাপ ফলে,
মধুমেহে করে আক্রমণ॥

হতবুদ্ধি হতজ্ঞানে, হরি কথা নাহি শুনে,
নাহি শুনে সাধুর বচন।
কু কথায় রত রয়, কর্ণমূল সুনিশ্চয়,
তাহার হইবে সংঘটন॥
পর স্ত্রী অপহরণ, মোহেতে করে যে জন,
নেত্র রোগ সুনিশ্চয় হয়।
সুবর্ণ কমল দানে, শোনে পূজে সযতনে,
তবে তাহে হয় পাপ ক্ষয়॥
যেজন গচ্ছিত ধন, আপনি করে গ্রহণ,
ধনীজনে নৈরাশ করিয়া।
তাহার চরণ হয়, আক্রান্ত বল্মীকময়,
ক্রমে উঠে পদস্থূল হইয়া॥
ভক্তি সহ সেই জন, ভাবে যদি নারায়ণ,
দ্বিজে যদি ধন দান করে।
তবে সেই মুক্তি পায়, এড়ায় বিষম দায়,
নহে স্থূলপদ হয় পরে॥
পুত্রের মুখের গ্রাস, যে জন করে নৈরাশ,
দেব দ্রব্য করে আত্মসাৎ।
গণ্ডমালা ব্যাধি তারে, নিতান্ত পীড়ন করে,
অবশেষে হয় সে নিপাত॥
এক জন দান করে, যে জন ঈর্ষ্যায় মরে,
দাতাকে করয়ে নিবারণ।
অপস্মার ব্যাধি তার, সেরে থাকে চারিধার,
মহাপাপে তাহাতে ঘটন॥
পুষ্করে করিলে স্নান, কৃষ্ণ ধেনু দিলে দান,
তবে তার মুক্তিলাভ হয়।
নতুবা এ অপস্মারে, অতি জীর্ণ করে তারে,
ক্রমে ক্রমে দেহ করে ক্ষয়॥
শিরোব্যথা আদি যত, রোগ আছে শত শত,
তাহা ঘটে অহিত আচারে।
পুণ্য কার্য্য অনুষ্ঠানে, ধ্বংস তাহা হয় ক্ষণে,
পাপ আর কভু না সঞ্চারে॥

ইহা বলি মুনিবর, কহিছেন অতঃপর,
শুন শুন হে জনমেজয়।
ধর্ম্ম রাজের কথিত, হেন কথা সুললিত,
শুনিলে মঙ্গল সুনিশ্চয়॥
মানবের সব রোগ, রোগের বিষম ভোগ,
এককালে হয় দূরীভূত।
নরগণ সুখে রয়, ব্যাধির যাতনাচয়,
নাহি হয় কখন পতিত॥
কহিছেন নারায়ণ, শুন হে শ্বেতবাহন,
এই সব ভৃত্যগণ লয়ে।
যমরাজ অনন্তর, হইলেন অগ্রসর,
সারস্বতে অতি হৃষ্ট হয়ে॥
তাঁর যত ভৃত্যগণ, কামগতি সর্ব্বক্ষণ,
যথা ইচ্ছা সেই স্থানে যায়।
যেই করে পাপ কার্য্য, তার প্রতি অনিবার্য্য,
আক্রমণ করয়ে তাহায়॥
হেন পরিবার গণে, যম লয়ে হৃষ্টমনে,
মালিনীর বিবাহ কারণ।
সারস্বত রম্যপুরে, আসিলেন অকাতরে,
ধর্ম্ম নাম করিতে রক্ষণ॥
দেবঋষি মুনিবর, সকলি তাঁর গোচর,
আগমন জানিয়া তাঁহার।
অতিশয় হৃষ্টমনে, যত মুনি ঋষিগণে,
সকলেই হয়ে আগুসার॥
বীরবর্ম্মা নরবরে, গিয়া কন হর্ষভরে,
কি দেখিছ আর মহারাজ।
তুমি মহাভাগ্যবান, তব পুরে অধিষ্ঠান,
হইলেন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ॥
বীরবর্ম্মা ইহা শুনি, অন্তরে কৃতার্থ গুণি,
কন্যাসহ যজ্ঞশালে যান।
সংযমিত সর্ব্বজন, যমের শুভাগমন,
সবার অন্তরে এই জ্ঞান॥

বীরধর্ম্মা সাতিশয়, প্রজার রঞ্জক হয়,
সে কারণ যত প্রজাগণ।
বিবাহের মহোৎসব, আপন ভাবিয়া সব.
গৃহে গৃহে তার নিদর্শন ॥
গীতবাদ্য অবিরাম, আনন্দে নাহি বিশ্রাম
সকলেই আমোদে মাতিল।
রাজার ক্ষমতা যাহা, সবায় দেখাতে তাহা
প্রজাগণ উদ্যোগ করিল ॥
ধর্ম্মরাজ এলে পুরে, সকলেই সমাদরে,
করিলেন অশেষ স্তবন।
স্তবে তুষ্ট মৃত্যুপতি, পুরবাসী রাজভক্তি,
দেখে হন প্রফুল্লিত মন ॥
পরম আনন্দ ভরে; নগরে প্রবেশ করে,
রাজধর্ম্ম করিয়া কীর্ত্তন।
কিঞ্চিৎ কথন তার, শুন সখে এইবার,
বলিতেছি সংক্ষেপ বচন ॥
প্রজার স্থিতির তরে; জন্ম হল নরবরে.
তাই রাজা প্রজার পালক।
ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ রূপে, প্রজাপালে যেইভূপে
সেই রাজা না যায় নরক ॥
যে রাজন প্রজাগণে. তার তুল্য ভাবে মনে,
নিপীড়িত করে অনিবার।
তার তুল্য হীন মতি, নাহিক আর ভূপতি,
মৃত্যুপরে যন্ত্রণা অপার ॥
রাজাই পিতার তুল্য, না করিলে আনুকুল্য
প্রজা পায় অশেষ দুর্দ্দশা।
যেই রাজা প্রজাগণে, পুত্র তুল্য সযতনে;
পালন করেন ; মহাযশা ॥
প্রজার পালন করে, প্রজাপতি নাম ধরে,
তাই রাজা ভুবনে প্রচার।
রাজা যার প্রতিকুল. কোন দিকে তারকুল,
নাহি থাকে অকূল পাথার ॥

রাজাই পালন করে, তাই প্রজা নাহি করে
দুঃখভোগ, চৌর্য্য, প্রতারণা।
লুণ্ঠন হরণ আর; প্রবঞ্চনা; বলাৎকার,
কোন দায়ে পায়না যাতনা ॥
যথা রাজ অনুগ্রহ, তথা ঘটে শুভগ্রহ,
নিরাপদে থাকে প্রজাগণ।
বহুবিধ শস্য হয়, প্রজা যদি ভক্তিময়,
থাকে সদা রাজার সদন ॥
যে রাজন নিরন্তর, প্রজার সুখ তৎপর,
থাকে সদা ধর্ম্ম অনুসারে।
সুখভোগ চিরকাল; ভয় শূন্য মহীপাল;
নাহি ভোগে অহিত আচারে ॥
এইরূপ ধর্ম্মরাজ; প্রকাশ রাজার কাজ,
নগরেতে প্রবেশ করিয়া।
হয়ে আনন্দিত মন; লয়ে অনুচরগণ;
যজ্ঞ শালে উত্তীর্ণ হইয়া ॥
যজ্ঞ শালে পদার্পণ, করিলেন দরশন
ধর্ম্মরতা মালিনী সুন্দরী।
নিবিষ্ট করিয়া চিত; অন্তরেতে সমাহিত,
একমনে আরাধনা করি ॥
অন্তরে অভীষ্ট দেবে, রূপসী সতত সেবে;
নিমীলিত করিয়া নয়ন।
ভক্তি শ্রদ্ধা সরলতা; মালিনী সুগুণযুতা;
করে যমে পতিত্বে বরণ ॥
দেখি ধর্ম্ম দয়াময়ে, অতিশয় হৃষ্টহয়ে,
বর মালা তার গলে দিয়া।
সতীর সকল পণ, করিলেন সেইক্ষণ;
মালিনীর উল্লাসিত হিয়া ॥
ধর্ম্মরাজ তার পরে, অতিশয় সমাদরে;
বীরবর্ম্মে করি সম্বোধন।
কহেন শুনহে ভূপ; তব গুণ অপরূপ
নাহি দেখি কোথায় এমন।

সে কারণ তব প্রতি, আছি প্রীতিমান অতি
তব তুল্য ধার্ম্মিক সুধীর।
নাহি আর মহীতলে, সদা ঘোর পুণ্যবলে
ভক্তিপূর্ণ মানস মন্দির॥
সদ্‌গুণের পুরস্কার, জগতে হয় প্রচার,
কিম্বা ফলে দেব আগমন।
তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, মনে সুখ পাইয়াছি,
বর চাহ যা তব মনন॥
কহিলেন নরবর; কি বলিব বৃকোদর,
তুমি হলে জামাতা আমার।
এক্ষণে লইতে বর, কি প্রকারে অগ্রসর
হব আমি নিকট তোমার॥
যাহারা কন্যার ধনে, ধনেশ হয়ে ভুবনে,
করে থাকে জীবন ধারণ।
তাহারা নরকে রয়; শাস্ত্র কথা সুনিশ্চয়,
জানবে হে ধরম রাজন॥
কহিলেন ধর্ম্মরাজ, কি হেতু বিস্ময় আজ,
তুমি দাতা আমি প্রতিগ্রাহী।
বিশেষতঃ আমি ধর্ম্ম, শুন ওহে বীরবর্ম্ম,
কেন হও ইহাতে বিদ্রোহী॥
তব ব্যবহার গুণে, তুষ্ট হইয়াছি মনে,
এই জন্য করি আশীর্ব্বাদ।
কেন তবে এ বিষয়ে, রহ সদা সবিস্ময়ে,
বর লও ঘুচাও বিষাদ॥
ভেবে দেখ মনে মনে, দেবের মনুষ্যসনে.
পরিণয় সম্ভব কি হয়
আমি শুধু দিতে বর, হইয়াছি অগ্রসর,
এই কার্য্যে কিবা ফলোদয়॥
যেই জন্য নরগণ, করে দেব আরাধন,
পূজা তার সকল উচিত।
তাই হল নরবর, এবে তুমি লহ বর,
যাহা তব মনের বাঞ্ছিত॥

রাজা কন বর দানে, তুষিতে আমার প্রাণে,
এত যদি অভিলাষ হয়।
যদ্যপি আমার প্রতি, হয়েছ প্রসন্ন মতি,
তবে এই কর দয়াময়॥
যবে মোর যাবে প্রাণ, সম্মুখেতে বিদ্যমান
দেখিবেন ভগবান হরি।
যেই দিন শেষ দিন; হরি যেন ভেবে দীন
দেখা দেন দেখে আমি মরি॥
বিনা সেই নারায়ণ; সংসারে কি আছে ধন
তপ, জপ; যাগ যজ্ঞ সব।
স্বর্গ, অপবর্গ, ভয়, অমৃত কিবা অভয়,
সকলই তাঁহতে উদ্ভব॥
জ্ঞান,ক্রিয়া,ধর্ম্ম,শান্তি,তুমি আমিন্যায় ভ্রান্তি
মাসাদি অদৃষ্ট দৈব কর্ম্ম।
কুবের বরুণ ইন্দ্র, তুমি, একাদশ রুদ্র,
ক্ষমা আদি সব তিনি ধর্ম্ম॥
সমুদায় দেবগণ, নরগণ,নাগগণ,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা আর।
পঞ্চভূত উপাদান, এই প্রকৃতি মহান,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকার॥
ভূত ভবিষ্যৎ তিনি, পরম আশ্রয় যিনি,
সকলই বাসুদেব পর।
বাসুদেব বিনা আর, বাসনা নাহি আমার
দেবে যদি দেহ এইবর।
ইহা শুনি যম কন, শুনহে মহারাজন,
হরিভক্তি দেখিয়া তোমার।
প্রীত হইলাম অতি, হরিপ্রতি শুদ্ধমতি,
দেখি মম আনন্দ অপার॥
যাহারা হরির দাস, তাদের নাহি বিনাশ,
যেই জন বিষ্ণু পরায়ণ।
তব সম বিষ্ণুভক্ত, হরিপ্রীতি অনুরক্ত,
নরলোকে হয় যেইজন।

আমি এ দিলাম বর, শুন ওহে নরবর,
মৃত্যু ভয় তাদের রবে না।
নিত্য সুখ পূর্ণ ধামে, পুরাইবে মনস্কামে
বিষ্ণুলোকে জুড়াবে যন্ত্রণা॥
হরিভক্ত হয়ে যদি, কাল যাপে নিরবধি
সুখে সেই রহে নিরন্তর।
তাঁর জন্য নিত্য ধাম, গোলকেতে বিদ্যমান
হরি দেন কৈবল্য সত্বর॥
তুমি হরিভক্ত হও, তাই হেন সুখে রও,
নাহি তব কিছুর অভাব।
সৌভাগ্য তোমার যাহা, আর তা ঘটিবে কাহা
ফলিতেছে ধর্ম্মের প্রভাব॥
তব প্রতি সে কারণ, হয়েছি প্রফুল্ল মন,
যম বরে কি হবে তোমার।
তোমারে আপনি হরি, দেখা দিবে ত্বরা করি
দুঃখ তব না রহিবে আর॥
তথাপি হে বর দিয়া, তুষিব তোমার হিয়া
করিয়াছ যাহা অভিলাষ।
সিদ্ধ হবে নরবর, না রহিবে অতঃপর;
শান্তিলাভ করিবে নিবাস॥
যদবধি ভগবান, না আসেন এই স্থান,
তদবধি আমি হেথা রব।
জনার্দ্দন হেথা এলে; তবে আমি যাব চলে
সারস্বত হেয়াগ করিব॥
যতদিন হৃষীকেশ, না আসেন এই দেশ,
রাজ্য দেশ সৈন্যাদি তোমার।
সমস্ত রক্ষার ভার, লইলাম এবে আর,
কিবা বর দিব হে আবার॥
ইহা বলি যমরাজ, করেন হেথা বিরাজ,
শশুরের মঙ্গল কারণ।
তাই সে অমরস্থলে, আসিয়াছে অবহেলে
করিবারে তোমাসহ রণ॥

একত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়।

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং
তথা ভেদতা বুদ্ধি ভেদেষুতেষু।
যথাচন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং,
তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহবিষ্ণো॥

বীরবর্ম্মার যুদ্ধ। বীরবর্ম্মা কর্ত্তৃক অর্জ্জুনাদির পরাভব
ও পরে উভয় পক্ষের মিলন।

জৈমিনি বলেন শুন হে জনমেজয়।
অতঃপর যে ঘটনা সংঘটিত হয়॥
ভগবান বাসুদেব এই বিবরণ।
বর্ণন করিয়া পার্থে কহেন তখন॥
শুন পার্থ ধনঞ্জয় কৃতান্ত আপনি।
নাশিতে সমরে আজ তোমার সেনানী॥
ঐ দেখ ওই দিকে কর নিরীক্ষণ।
বীরবর্ম্মা আসিছেন করিবারে রণ॥
আমাকে দর্শন হেতু উৎসুক হইয়া।
আসিতেছে রণ সাজে দেখনা চাহিয়া॥
চারিদিকে বীরগণ করেছে বেষ্টন॥
দেব মধ্যে ইন্দ্র যেন হতেছে শোভন॥
অতএব হে অর্জ্জুন শরাসন লয়ে।
দাঁড়াও সমর স্থলে অগ্রবর্ত্তী হয়ে॥
শিখিধ্বজ, বভ্রুবাহ প্রদ্যুম্নাদি বীর।
দেখত সকলে আজি যত রণধীর॥
আজ রণে মাতঙ্গ কুলের বিনাশন।
হয় নাই হবে নাই হেন ঘোর রণ॥
ভগবান জনার্দ্দন দাঁড়ায়ে যে স্থানে।
এই সব কথা বলে কহেন অর্জ্জুনে॥
হেন কালে বীরবর্ম্মা তথায় আসিয়া।
কহিলেন উচ্চৈঃস্বরে অর্জ্জুনে ডাকিয়া॥
ওহে পার্থ তুমি বহু করেছ সমর।
রণস্থলে জয়লাভ করেছ বিস্তর॥
অদ্য তুমি মোর সহ কর দেখিবণ।
বুঝিব তোমার আজি প্রতিজ্ঞা কেমন॥
অধীনস্থ বীর যত তব সঙ্গে ছিল।
মোর সহ রণে সব পরাস্ত হইল॥
এইক্ষণে একমাত্র তুমিই কেবল।
সশস্ত্রে এখনো আছ সমরের স্থল॥
না করিয়ে তোমার হে বিনাশ সাধন।
ফিরিবনা গৃহমুখে আমি কদাচন॥
তানাহলে রণ আশ না মিটিবে মোর।
অন্তরে জ্বলিবে অগ্নি নিদারুণ ঘোর॥
ওহে জনার্দ্দন তুমি যদি বীর হও।
ওহে পার্থ যদি তুমি গণ্য হতে চাও॥
তাহলে আঘাত মোর করহ ধারণ।
দুইবার কাহারে না করি আক্রমণ॥
এতবলি বীরবর্ম্মা ধনু টঙ্কারিয়া।
ছয় বাণে অর্জ্জুনের হৃদয় বিন্ধিয়া॥

পুনরায় ছয় বাণ সন্ধান করিল।
সেই বাণে কেশবের হৃদয় বিন্ধিল ॥
শত শত বাণ বৃষ্টি করি বীরবর।
অর্জ্জুনের সৈন্যগণে বিন্ধিল সত্বর ॥
রণস্থলে মহামার হল উপস্থিত।
চারিদিকে হাহাকার হইল উত্থিত ॥
ছেদকর ভেদ কর বিনা শব্দ আর।
অন্য কোন শব্দ নাহি সদা মার মার ॥
বীরবাক্যে নভস্থল হল বিদারণ।
বীর দাপে বসুন্ধরা কম্পান্বিত হন ॥
বজ্রধ্বনি সম সেই বাহুর আস্ফোটে।
বীরগণে বীরদাপ নিমেষেতে টোটে ॥
শ্রবণ বধির হল ধনুক টঙ্কারে।
গুর্ব্বিণীর গর্ভপাত বীর হুহুঙ্কারে ॥
এইরূপ ভয়ঙ্কর হল মহামার।
শৃগাল কুকুর রবে লাগে চমৎকার ॥
শমন নগরী যেন হল রণস্থল।
বীরগণ হল সবে ভয়েতে চঞ্চল ॥
শুন জন্মেজয় বীরবর্ম্মা অনন্তর।
পাঁচ শরে শিখিধ্বজে করেন কাতর ॥
শিখিধ্বজ বাণাঘাতে হন অচেতন।
কার সাধ্য সহ্য করে সে শর পতন ॥
আর চারি বাণে চারি মহাবীর বর।
পড়েন মূর্চ্ছিত হয়ে ধরণী উপর ॥
তাহা দেখে সকলের বিস্ময় জন্মিল।
বীরবর্ম্মা সিংহ সম গর্জ্জিতে লাগিল ॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় সহিতে না পারি।
শর বৃষ্টি করিলেন তাহার উপরি ॥
লক্ষ লক্ষ বাণে ঘেরি কহেন তখন।
বীরবর্ম্মা অশ্বদ্বয় করহ মোচন ॥
বীরবর্ম্মা কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
যেমন লয়েছি যুদ্ধে তব অশ্বদ্বয় ॥
সেইরূপ তুমি কৃষ্ণ এই দুইজন।
নিশ্চয় ধরিব আমি পাবেনা মোচন ॥
দেখ দেখ বাহুবল এক্ষণে আমার।
কেমনে রাখিতে পার জীবন তোমার ॥
এত বলি বীরবর্ম্মা লক্ষ লক্ষ শরে।
কেশব অর্জ্জুন দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে ॥
সজল জলদ সম গম্ভীর গর্জ্জনে।
অশ্ব হস্তী যত সব পলায় সেক্ষণে ॥
ক্ষণমধ্যে রণভূমি হইল কম্পিত।
অগণন বীরগণ হইল ত্রাসিত ॥
বোধ হল হল যেন অকাল প্রলয়।
বীরবর্ম্মা যমরূপে সব করে ক্ষয় ॥
অনন্তর জয়শীল অর্জ্জুন সুমতি।
বিষ্ণুর সম্মুখে হয়ে অতি দৃঢ়মতি ॥
বীরবর্ম্মা করেছিল যে শর ক্ষেপণ।
মুহূর্ত্তে সেশর বীর করিয়া ছেদন ॥
সাতবাণে হৃদয় বিন্ধিল দৃঢ়তর।
বীরবর্ম্মা তাহে কিছু না হয়ে কাতর ॥
একশত শরে বিন্ধি বীর ধনঞ্জয়ে।
পুনঃ শত শর মারে কৃষ্ণের হৃদয়ে ॥
পুনঃ আর শর মারি পবন নন্দনে।
কৃষ্ণ কর ধৃত অশ্ব নাশিল সেক্ষণে ॥
পার্থ ভিন্ন অন্য অন্য যত বীরগণ।
শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল তখন ॥
মোহাচ্ছন্ন হল সব যত সৈন্যদল।
হইল শোণিত নদী সমরের স্থলে ॥
যে জন যেখানে ছিল দাঁড়ায়ে সেখানে।
বীরবর্ম্মা শরাঘাতে মরিল পরাণে ॥
আকুল হইল সবে সমর প্রাঙ্গন।
যমালয় তুল্য মূর্ত্তি করিল ধারণ ॥
ইন্দ্রজাল বিদ্যাবলে বীরবর্ম্মা বীর।
ক্ষণেক আলোক করে তামস গভীর ॥

ইহা দেখি সকলেই হইয়া বিস্ময়।
কহিল সমরে সব যাবে যমালয়॥
ভগবান বাসুদেব দেখি এ ব্যাপার।
কহিলেন ধনঞ্জয়েরে দেখি নিস্তার॥
শুন পার্থ বীরবর্ম্মা হীন তেজা নয়।
ক্ষণেক সমর করি পাবে পরাজয়॥
বিশেষতঃ নিজে ধর্ম্ম রক্ষক যাহার।
তাহাকে পরাস্ত করা দুরূহ ব্যাপার॥
এই কথা জনার্দ্দন বলেন যখন।
বীরবর্ম্মা লক্ষ শর মারে সেইক্ষণ॥
কেশবে মারিয়া শর হাসিতে লাগিল।
এ ঘটনা অতিশয় অদ্ভুত হইল॥
বীরবর্ম্মা হেন কার্য্য দেখি নারায়ণ।
মনে-মনে ধন্যবাদ দিলেন তখন॥
অর্জ্জুনকে কহিলেন কেশব আবার।
বীরবর্ম্মে জয় করা অসাধ্য আমার॥
ওই দেখ উনি তব আশা সমুদয়।
নিমেষের মধ্যে সব করেছেন ক্ষয়॥
শিশুপাল মরেছিল যেই সুদর্শনে।
সে চক্র বিফল হবে ইহাতে এক্ষণে॥
আমার সকল শর হয়েছে বিফল।
কেমনে ইহার আশা করিব বিফল॥
অতএব হনুমান লাঙ্গুলে ধরিয়া।
ঘুরাইয়া সাগরেতে দিক ফেলাইয়া॥
কহিলেন হনুমান নহেত রাবণ।
নহেত সুগ্রীব জ্যেষ্ঠ, নিশাচর গণ॥
নহে অম্বু, অনায়াসে দমন করিব।
এক্ষণে কেবল মাত্র লাঞ্ছনা পাইব॥
কেশব কহেন আজ্ঞা দিতেছি তোমায়
রথ সহ সিন্ধুজলে ফেলহ ত্বরায়॥
আজ ধর্ম্ম হেতু রণে তোমারে আমারে।
হত কার্য্য সাধিতে হইবে এইবারে॥

তবে কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে পবন নন্দন।
রথ সহ বীরবর্ম্মে করিয়া গ্রহণ॥
আকাশে উঠিল বীর পবন গতিতে।
রথ হৈতে বীরবর্ম্মা পড়িয়া মহীতে॥
অর্জ্জুনের রথ লয়ে আকাশে উঠিল।
হনুমান সন্নিধানে বলিতে লাগিল॥
মম রথ লয়ে তুমি করিছ গমন।
আমিও অর্জ্জুন রথ এনেছি এখন॥
তুমি যেথা লয়ে যাবে আমার বিমান।
আমিও সেখানে শীঘ্র করিব প্রয়াণ॥
ওহে কৃষ্ণ বহুদিন লক্ষ্মী হীন হয়ে।
আছ তুমি তব সখা অর্জ্জুন আলয়ে॥
ক্ষীরোদ সমুদ্রে গিয়া অনন্ত শয়নে।
রমার মিলন সুখ লভিবে এ-ক্ষণে॥
হনুমান কহিলেন আপনার মুখে।
আপনার গুণ ব্যাখ্যা করে মূর্খলোকে॥
হে রাজন! ইহা তব উচিত না হয়।
সাধু কাছে হইবে নিন্দিত সুনিশ্চয়॥
ইহা শুনি বীরবর্ম্মা কহেন তখন।
মমরথ লয়ে কোথা করিবে গমন॥
এইক্ষণে সহ্যকর দারুণ প্রহার।
পরেতে লইয়া যাবে বিমান আমার॥
এতবলি সবেগে করিল মুষ্টাঘাত।
প্রহারের বেগে হল গতির ব্যাঘাত॥
প্রতিহত হল বীর পবননন্দন।
আর না যাইতে পারে স্তম্ভিত তখন॥
এইরূপে বীরবর্ম্মা একাকী সমরে।
তিনজন মহাবীরে ধরে অকাতরে॥
বাসুদেব তাহা দেখি অতিক্রুদ্ধ হয়ে।
পদাঘাত করিলেন সবেগে হৃদয়ে॥
বীরবর্ম্মা পদাঘাতে হইয়া মূর্চ্ছিত।
অবসন্ন হয়ে হল ভূপৃষ্ঠে পতিত॥

শুনশ্চ প্রহার ব্যথা করি সম্বরণ।
উত্থিত হইয়া কন শ্রীকৃষ্ণে তখন॥
ওহে কৃষ্ণ তোমাদের আমি তিন জনে।
ধরিলাম অকাতরে শূন্যেতে এক্ষণে॥
কিন্তু তিন জনে মিলি আমাকে ধরিতে।
পারিলেনা, বীরবলে আনাও পৃথ্বীতে॥
এই মুখে আসিয়াছি করিতে সমর।
ধিক ধিক হইওনা আর অগ্রসর॥
যাহাহোক ধর্ম্মরাজ কৃতান্ত আমারে;
বলেছেন মম মৃত্যু হবে তব করে।
দেখ যুধিষ্ঠির অশ্ব করেছি গ্রহন।
রণস্থলে বীরগণে করেছি নিধন।
আপন করেতে স্পর্শিয়াছে জনার্দ্দন।
তথাপি না হয় কেন আমার মরণ॥
জৈমিনি বলেন শুন হে জনমেজয়।
অনন্তর বাসুদেব অর্জ্জুনকে কয়॥
স্বীয় রূপে বীরবর্ম্মে করিয়া দর্শন।
কহিলেন পার্থে সখে করহ শ্রবণ॥
অকিঞ্চন করি যদি সহস্র বৎসর।
বীরবর্ম্মে জয় করা তথাপি দুষ্কর॥
এরাজন মহাবল প্রবল বিক্রম।
লঘু হস্ত তাতে সদা অনুগত যম॥
আজ রণে বীরগণে করে পরাজয়।
পরম সন্তোষে তৃপ্ত করেছে হৃদয়॥
অর্জ্জুন বলেন নাথ! তোমায় যেজন।
সন্তুষ্ট করিতে পারে সেই জিনে রণ॥
বিক্রম করিয়া পরাজয় করিবারে।
সাধ্য নাহি হয় কভু সংগ্রামে আমারে।
মহাবীর ধনঞ্জয় কহে এপ্রকার।
তাহা শুনি বীরবর্ম্মা হয়ে আগুসার॥
প্রতিষেধ করি বীর কহিছে অর্জ্জুনে।
প্রসন্ন হয়েছি আজি পার্থ তব গুণে॥
আনিওনা হেন কথা বদনে কখন।
দেখ তুমি রণে জয় করেছ ভুবন॥
তব মুখে হেন কথা শুনিয়া আমার।
অন্তরে হয়েছে অতি আনন্দ অপার॥
এই কথা বলি বীর ছাড়ি শরাসন।
কেশবের পদতলে হইল পতন॥
করেছি বিষম দোষ রোষ ত্যাগ কর।
জেনেছি তোমরা দুও নারায়ণ নর॥
অনন্তর বীরবর্ম্মা আনন্দের ভরে।
মহাবীর ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন করে॥
আপনার রাজ্যধন সম্পদ শরীর।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করি হলেন সুধীর॥
পরে সকলেরে লয়ে আপনার পুরে।
অভ্যর্থনা করিলেন বহু সমাদরে॥
অর্জ্জুনকে দিলেন তাঁহার যত ধন।
শশাঙ্ক ধবলসম অযুত বারণ॥
শ্যামবর্ণ এককর্ণ হেন অশ্ব দিয়া।
প্রযুত সুন্দরী নারী প্রদান করিয়া॥
তুষিলেন আর সবে অতি সমাদরে।
সারস্বতে বিশ্রাম দিলেক তার পরে॥
বীরবর্ম্মা সকলের হয়ে অগ্রসর।
যজ্ঞীয় যুগল অশ্ব রক্ষণে তৎপর॥
গমন সময়ে পথে নদ সুনির্ম্মল।
পার্থ সহ বীরগণ দর্শন করিল॥
সেই নদ জলচরে পরিপূর্ণ রয়।
রাশি রাশি আবর্ত্ত উত্থিত সদা হয়॥
অর্জ্জুন প্রমুখ সেই যত বীরগণ।
তার জলে স্নান পান করে সমাপন॥
তার তীরে কত কাল করেন বিশ্রাম।
তার পর নদীপারে চলে অবিরাম॥

ইতি দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্রয়োত্রিংশৎ অধ্যায়।

যদি কৃষ্ণ পদে চিন্তা ভক্তিস্তু পদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কাচিন্তা মরণে রণে॥

চন্দ্রহাসের উপাখ্যান, ও চণ্ডালগণ কর্ত্তৃক বনমধ্যে চন্দ্রহাসের পরিত্যাগ। কুলিন্দ কর্ত্তৃক গৃহে আনয়ন। চন্দ্রহাসের শিক্ষালাভ প্রভৃতি নানা কথা।

জৈমিনি এতেক বলি নিরস্ত হইলে।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন অতি কুতূহলে॥
কি হইল অতঃপর পার্থ অশ্বদ্বয়।
কোথা গেল কি হইল কহ দয়াময়॥
বাসুদেব অর্জ্জুন প্রমুখ বীরগণ।
অশ্বসহ কোথা গেল শুনি বিবরণ॥
কৃষ্ণের মহিমা যাহা অতি সুললিত।
শুনিলে অন্তরে পাই পরম পীরিত॥
অদ্ভ চারী ঘোরতর বিপদ ভঞ্জন।
অশ্বসনে কোথা যান শ্রীমধুসূদন॥
জৈমিনি বলেন শুন হে জনমেজয়।
সারস্বত ছাড়িলেন সেই অশ্বদ্বয়॥
যে থানে গমন করে শুন অতঃপর।
সাবধানে কহিতেছি তোমার গোচর॥
সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন দেব লম্বোদরে।
প্রকাশিব কথা তাঁরে নমস্কার করে॥
শুন শুন জন্মেজয় সেই অশ্বদ্বয়।
বীরবর্ম্মা রাজা ছাড়ি বিনির্গত হয়॥
পবনের গতি সম করিয়া গমন।
চন্দ্রহাস পুরে গিয়া দিল দরশন॥
যেই স্থানে রমণীর কৌতলক রয়।
উপনীত সেই স্থানে পার্থ অশ্বদ্বয়॥
কৃষ্ণ জিষ্ণু প্রদ্যুম্ন প্রবীর বৃষধ্বজ।
হংসধ্বজ তাম্রকেতু আর শিখিধ্বজ॥
অন্য অন্য বীরগণ সাজিয়া সকলে।
সেই অশ্ব দুইটীর পাছু পাছু চলে॥
অকস্মাৎ অশ্বদ্বয় না দেখি নয়নে।
সকলেই অতিশয় ব্যাকুলিত মনে॥
বলিতে লাগিল কোথা গেল অশ্বদ্বয়।
কে লইল ত্যাগ করি জীবন আশয়॥
তাহারা কি চলিলেন অনন্তের পুরে।
অথবা কি আকাশে পলায়ে গেল দূরে॥
এতবলি সকলেই আকাশেতে চান।
দেবর্ষি নারদে তথা দেখিবারে পান॥
দ্বিতীয় সূর্য্যের সম মুনির প্রধান।
বৈষ্ণব বর্গের অগ্রে যিনি বর্ত্তমান॥
সমস্ত বেদাঙ্গ বেদ পারগ যে জন।
সেই দেবর্ষিরে সবে করি দরশন॥
সকলেই ভক্তিশ্রদ্ধা সরলতা ভরে।
পৃথক পৃথক সবে নমস্কার করে॥

অনন্তর ধনঞ্জয় করি সমাদর।
অর্চ্চনা করিয়া বহু জিজ্ঞাসে সত্বর ॥
ভগবন্ কৃপাকরি বলুন আমায়।
যজ্ঞ অশ্ব ছুটী মোর যাইল কোথায় ॥
দেবর্ষি বলেন শুন হে শ্বেতবাহন।
কৌন্তলক পুরে অশ্ব করেছে গমন ॥
পরম বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরায়ণ অতি।
চন্দ্রহাস সে পুরের হন অধিপতি ॥
রাজা কুন্তলক তাঁরে করি রাজ্যদান।
করেছেন জনশূন্য অরণ্যে প্রস্থান ॥
তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি হয়।
তাহার দুহিতাসহ করে পরিণয় ॥
হে পার্থ কেরল রাজপুত্র চন্দ্রহাস।
কুলিন্দ পালিত হয়ে এতেক প্রয়াস ॥
ভগবান লক্ষ্মীপতি করি কৃপাদান।
কৌন্তলক রাজ্য তাঁরে করেন প্রদান ॥
চন্দ্রহাস সমকক্ষ বীর মহাবল।
মহাবাহু দেখি নাই সমগ্র ভূতল ॥
শুন পার্থ তব সহ এই সব বীর।
ষড়াংশের যোগ্য নহে জানিবে সুধীর ॥
দেবর্ষির কথা শুনি কুন্তীর নন্দন।
অতিশয় বিস্ময়ে আক্রান্ত তাঁর মন ॥
সমধিক কৌতূহলে জিজ্ঞাসে আবার।
চন্দ্রহাস চরিত্র বলুন সবিস্তার ॥
শুনিতে বাসনা বড় হইতেছে মনে।
তৃপ্তি নাহি হইতেছে সংক্ষেপ শ্রবণে ॥
নারদ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
অশ্ব অন্বেষণে তব ব্যাকুল হৃদয় ॥
এমন সময় নাহি বিরলে বসিয়া।
সুখী হবে চন্দ্রহাস চরিত্র শুনিয়া।
বিশেষতঃ ধর্ম্মরাজ চিন্তাকুল অতি।
হস্তিনায় করিছেন দুঃখে অবস্থিতি ॥

অর্জ্জুন বলেন শুন দেবঋষি বর।
হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে যে কালে সমর ॥
উভয় পক্ষীয় সেনা মধ্যেতে থাকিয়া।
কৃষ্ণের মুখেতে কথা শ্রবণ করিয়া ॥
কেমনে মনের আশা করেছি সফল।
এক্ষণে বলুন মোরে বিস্তারি সকল ॥
সৎকথা শুনিতে যার না হয় সময়।
হতভাগ্য নিতান্ত বঞ্চিত হয়ে রয় ॥
পৃথিবীতে তার জন্ম নিতান্ত বিফল।
প্রকাশ করিয়া দেব বলুন সকল ॥
নারদ বলেন পার্থ করহ শ্রবণ।
পূর্ব্বেতে কেরলাধিপ ছিলেন রাজন ॥
বহুদিন অপুত্রক ছিল নরবর।
শুভযোগে একপুত্র জন্মিল সুন্দর ॥
কিছুদিন মনসুখে রহিল রাজন।
তনয়ের চন্দ্রমুখ করিয়া দর্শন ॥
অবশেষে শত্রুপক্ষ হয়ে সমাগত।
করিল কেরলরাজ্য সদলে বেষ্টিত ॥
তাহাতে বিষম যুদ্ধ ঘটিল তথায়।
সে যুদ্ধে কেরল রাজ জীবন হারায় ॥
তাঁহার মহিষী হন অতি পতিব্রতা।
স্বামীর সহিত তিনি হন সহমৃতা ॥
সেই শিশু পিতৃ মাতৃ বিহীন হইল।
হায় হায় কি দুর্দ্দৈব তখন ঘটিল ॥
নাহিস্থান নাহি প্রাণ রক্ষার উপায়।
অনাথ বালক শুধু কাঁদিয়া বেড়ায় ॥
একধাত্রী দয়াকরি লইয়া তাহারে।
পালন করিল আনি কুন্তলক পুরে ॥
সেই ধাত্রী দাসী বৃত্তি করিয়া তথায়।
বেতন স্বরূপ যাহা করিত উপায় ॥
সকলি সে বালকের ভরণপোষণে।
খরচ করিত তাহা অনাকুল মনে ॥

এইরূপে তিন বর্ষ পালন করিয়া।
রাখল রাজ্ঞীর তরে ভাবিয়া ভাবিয়া॥
জীর্ণ শীর্ণ হয়ে ধাত্রী পরাণ ত্যজিল।
একবারে সে বালক অনাথ হইল॥
হরির কৃপায় শত রক্ষক আসিয়া।
বাঁচাইল বালকেরে পালন করিয়া॥
অতি রূপবান শিশু দেখিয়া নয়নে।
সকলেই স্নেহ করে বালকে যতনে॥
বামপাদে একটী অঙ্গুলি বেশী ছিল।
তাহাতে ও দেহ শোভা দ্বিগুণ বাড়িল॥
যতেক রমণী তার দেখি সুলক্ষণ।
নিয়মিত রূপে তারে করয়ে পালন॥
এইরূপে উত্তরিল পঞ্চম বরষে।
নিরন্তর বিচরণ করেন হরষে॥
কার প্রতি বিরাগ অস্নেহ নাহি তার।
যেই ডাকে তার কাছে হন আগুসার॥
পুরের কামিনীগণ যাহার যেমন।
সাধ্য বালকের করে সৌষ্ঠব সাধন॥
সকলের প্রীতি পাত্র আদরের ধন।
হইল কেরল রাজ অনাথ নন্দন॥
এইরূপে কিছুকাল হইলে অতীত।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শিশু হল উপনীত॥
প্রধান সচিব ধৃষ্ট বুদ্ধির ভবন।
তাঁহার সমীপে শিশু করিল গমন॥
তথায় প্রবেশ করি হরষিত মনে।
আপনা আপনি খেলা করয়ে সে স্থানে॥
বহুসংখ্য যোগীবর আছিল ব্রাহ্মণ।
করিল পরম শোভা যত ঋষিগণ॥
তাঁহারা সকলে শিশু নেহারি নয়নে।
বিস্ময়ে আবিষ্ট হল তথা সর্ব্বজনে॥
ধৃষ্টবুদ্ধি খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করে।
ডাকিলেন সর্ব্বজনে আহারের তরে॥

পরিতৃপ্ত পেয়ে পূজা ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
বালকের সহ সবে যান কুতূহলী॥
পাণি প্রক্ষালন করি বালক সহিত।
সকলে আহার করি পরম পিরীত॥
অনন্তর বিদায় লইয়া দ্বিজগণ।
সকলে করেন যবে গৃহেতে গমন॥
তখন ডাকিয়া কন ধৃষ্টবুদ্ধে শুন।
চিরকাল সুখে কর জীবন যাপন॥
যে শিশু করিছে খেলা অগ্রেতে তোমার।
বলিতে কি পার তুমি এ পুত্র কাহার॥
কোথাহতে এল যদি জান বিবরণ।
ত্বরায় প্রকাশি কর পরিতৃপ্ত মন॥
ধৃষ্টবুদ্ধি কহিল ঈষৎ হাস্য করি।
এ নগরে কত শিশু দরশন করি।
কতজনে কত ঘরে কে করে নির্ণয়।
এ বালক কার কিসে করিব নিশ্চয়॥
তখন ব্রাহ্মণ যোগী যত ঋষিগণ।
কহিলেন শিশুর যে দেখি সুলক্ষণ॥
তাহাতে নিশ্চয় হবে রাজদণ্ড ধর।
ধৃষ্টবুদ্ধি এরে তুমি সুপালন কর॥
পরিণামে এই শিশু সম্পদ তোমার।
অনায়াসে সমস্ত করিবে অধিকার॥
এই শিশু তব পুত্র ভাবিয়া অন্তরে।
নিজপুরে রাখ সদা অতি যত্নকরে॥
ইহাবলি ঋষিগণ করেন প্রস্থান।
কৌতলক পুর হতে নিজ নিজ স্থান॥
রাজমন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি শুনিয়া বচন।
বালকের প্রতি হল ক্রোধ উদ্দীপন॥
জাতক্রোধ হয়ে তবে ভাবে মনে মনে।
কি বলিয়া গেল মোরে এই ঋষিগণে॥
জানিনাক কুলশীল অনাথ বালক।
আসনে বসিয়া হবে প্রজার পালক॥

তাহা কভু হইবেনা হইতে দিবনা।
এইরূপ তাঁর মনে অপার ভাবনা॥
অনন্তর ধৃষ্টবুদ্ধি ব্যাকুল হইল।
শিশুর নিধন মাত্র উপায় ভাবিল॥
তখনি চণ্ডালগণে করিয়া আহবান।
আদেশ করিল করি হৃদয় পাষাণ॥
ওরে পশুহত্যাকারী আয়রে সকলে।
এই বালকেরে লয়ে বনে যাহ চলে॥
তথায় পশুর সম সংহার করিয়া।
তার চিহ্ন দেহ অংশ দিবে হে আনিয়া॥
তাহলে আমার তৃপ্তি হবে সম্পাদন।
সত্বর আমার আজ্ঞা করহ পালন॥
কার্য্য সাধি হেথা এলে দিব পুরস্কার।
মহিষ ইত্যাদি পশু বাঞ্ছা হয় যার॥
নারদ বলেন শুন ওহে ধনঞ্জয়।
তারপর শোচনীয় যে ঘটনাহয়॥
মন্ত্রীর আদেশ পেয়ে চণ্ডাল সকল।
অন্তরে আনন্দ স্রোত হইল প্রবল॥
প্রমত্ত হৃদয়ে তারা শিশুরে লইয়া।
অরণ্য গহ্বর মাঝে উত্তরিল গিয়া॥
ওই বনে মনুষ্যের নাহি সমাগম।
সিংহ ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ কৃতান্তের সম॥
এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সীমা নাহি তার।
দেখিলে হৃদয়ে ঘোর ভয়ের সঞ্চার॥
দুর্ভেদ্য কন্টক পূর্ণ সূর্য্যের কিরণ।
প্রবেশ করিতে নাহি পারে কদাচন॥
পক্ষী সব রব করে শুনিতে কর্কশ।
কার সাধ্য তথায় প্রবেশে আশুবশ॥
হেন স্থানে চণ্ডালেরা অনাথ কুমারে।
প্রবেশ করিল লয়ে তথা অকাতরে॥
সেইক্ষণে নিক্কোষিত অসি করে ধীরে।
কুমারকে কহিলেক পাষাণ হৃদয়ে॥

এইবারে দেবতাকে কররে স্মরণ।
এখনি করিব তব জীবন নিধন॥
মন্ত্রীর আদেশ কভু বিলম্ব সবেনা।
বারেক যাইলে প্রাণ আরতপাবেনা॥
শুনিয়া কেরল পতি প্রাণের নন্দন।
ইতিপূর্ব্বে করেছিল যখন ভ্রমণ॥
শালগ্রাম শিলা এক দর্শন করিয়া।
মুখমধ্যে রেখেছিল নিক্ষেপ করিয়া॥
শিশুর বয়স্য যত আর শিশুগণ।
পাষাণ গোলক লয়ে খেলিত যখন॥
তখন বলিত সখে পাষাণ বর্ত্তুলে।
কেন নাহি খেলিতেছ আজ ক্রীড়াস্থলে॥
বালক উত্তর দিত ভাই সমুদায়॥
পাষাণ গোলক বহু আছয়ে ধরায়॥
শীতল বর্ত্তুল হেন না দেখি নয়নে।
অনুপম দুটী বুঝি নাহিক ভুবনে॥
অপর বর্ত্তুল সব গেছে ভগ্ন হয়ে।
আজ আমি খেলাইব এ বর্ত্তুল লয়ে॥
সে বর্ত্তুল বলে সবে জিনিত কুমার।
আজি সে বর্ত্তুল রাখে হৃদয় মাঝার॥
ধ্রুব যথা মোর বলে পাইয়া যে ধন।
করেছিল হৃদয়ের বাসনা পূরণ॥
আজ সে কেরলরাজ প্রাণের তনয়।
বিপদে পাইতে ত্রাণ ডাকে দয়াময়॥
হে কৃষ্ণ হে জগন্নাথ বিপদভঞ্জন।
হে জগৎপতি বাসুদেব জনার্দ্দন॥
চণ্ডালেরা খরধার অসি লয়ে করে।
কাটিতে উদ্যতহরি রক্ষাকর মোরে॥
অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন॥
দয়াময় অনাথের করগো রক্ষণ॥
শিশুর স্তবেতে তুষ্ট হয়ে ভগবান্।
চণ্ডালে করেন হরি মোহের প্রদান॥

তখন চণ্ডালগণ মোহাবিষ্ট হয়ে।
বলিতে লাগিল সবে কুমারে চাহিয়ে॥
এ কুমার দেখিতেছি অতি সুকুমার।
কেমনে করিব হায়! ইহারে সংহার॥
আহা কিবা দীর্ঘবাহু বিশাল লোচন।
সমুদায় অঙ্গে দেখি শোভে সুলক্ষণ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি কেমনে বলিল নাশিবারে।
একটু মমতা হৃদে তার না সঞ্চারে॥
পূর্ব্বজন্মে করেছিনু যেই ঘোর পাপ।
চণ্ডাল হইয়া তাই পাই মনস্তাপ॥
এক্ষণে এ শিশু হত্যা করিলে যে পাপ।
সে পাপে নরকঘোরে পাব মনস্তাপ॥
পিতৃহীন মাতৃহীন বিহীন সহায়।
কেমনে নাশিব হৃদি ফাটিতেছে হায়॥
চণ্ডালেরা পরস্পর করি সম্ভাষণ।
শিশুর সমস্ত দেহ করে নিরীক্ষণ॥
বামপাদে অঙ্গুলি একটী বেশী ছিল।
তাহা দেখে সকলেই আনন্দে ভাসিল॥
ইহা লয়ে দিবচিহ্ন মন্ত্রীর সদনে।
চণ্ডালেরা এ উপায় ভাবি মনে মনে॥
তখনি অঙ্গুলি তার কাটিয়া লইল।
একাকী বালকে রাখি সত্বর চলিল॥
চিহ্নলয়ে মন্ত্রীবরে করিল দর্শন।
অন্তরে আনন্দ স্রোত বহিল তখন॥
চণ্ডালের অঙ্গীকৃত পুরস্কার দিল।
মুনিদের বাক্য সব বিফল ভাবিল॥
নারদ বলেন শুন ইন্দ্রের নন্দন।
দুরন্ত চণ্ডালগণ ত্যজিলে কানন॥
ছেদিত অঙ্গুলি হতে রুধির ক্ষরিয়া।
আপায় কুমার হল অতি মগ্ন হিয়া॥
কাঁদাইয়া বীর্য্য শোকে যত বনচরে।
একাকী বিজনে বসি কাঁদে উচ্চস্বরে॥

এমন সময়ে এক কুলিন্দ প্রধান।
তথা আসি সমাগত করিতে বিধান॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বন ভাগ করিতে রক্ষণ।
কুলিন্দকে করেছেন তথা নিয়োজন॥
কুলিন্দ বনের মধ্যে যবে প্রবেশিল
বনমধ্যে হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিল॥
যত সব কুকুর তাহার সঙ্গে ছিল।
চারিদিকে মহাবেগে ধাবিত হইল॥
পুষ্পিত লতিকা সব হল বিদলিত।
ক্ষণমধ্যে বনভাগ হইল কম্পিত॥
সিংহ ব্যাঘ্র পরাক্রান্ত যত পশুগণ।
প্রাণভয়ে চারিদিকে করে পলায়ন॥
হে পার্থ কুলিন্দ তথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পরম সুন্দর শিশু দেখে আচম্বিতে॥
দুই চক্ষে জলধারা পড়িছে তাহার।
বিষণ্ণ বদনে ভাবে ভাবনা অপার॥
অনিবার জপিতেছে ঊর্দ্ধমুখ হয়ে।
পশুপক্ষী চারিদিকে ব্যাকুল করিয়ে॥
তাহা দেখি সবিস্মিত কুলিন্দের পতি।
একবারে হইলেন জড়প্রায় মতি॥
তখনি ঘোটক হতে নামিয়া ধরায়।
বালকের নেত্র জল স্বহস্তে মুছায়॥
মধুর বচনে কন যত অনুচরে।
হরি বল্লভের কথা শ্রবণ করহে॥
আহা আমি কি বলিব না পাই ভাবিয়া।
উঠিছে নিয়ত মোর হৃদয় কাঁপিয়া॥
হে শিশু কে তুমি কোথা হইতে আসিলে।
সুখী হই একবার পরিচয় দিলে॥
কে তোমার পিতা মাতা সুধাও আমায়।
তোমার সুহৃদগণ এক্ষণে কোথায়॥
আহা এই শিশু অতি হরি পরায়ণ।
একবারে হরি ধ্যানে আছে নিমগন॥

সেই জন্য অন্য চিন্তা অন্য দৃষ্টি নাই।
কৃষ্ণ পিতা মাতা রক্ষা করেছেন ভাই॥
এ পুত্রের সাহায্য পাইলে পিতৃগণ।
সুখাবহ লোক লাভ হইবে তখন॥
আমি বিষ্ণুভক্ত আছি বিহীন সন্তান।
এ শিশু সন্তান হয়ে জুড়াইবে প্রাণ॥
অতি প্রীতিকর এই বালক আমার।
স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্র হয়ে তুষিবে সংসার॥
এইরূপ কুলিন্দ করিয়া নিরূপণ।
স্বহস্তে ঘোটক পৃষ্ঠে বসায় তখন॥
ভৃত্যগণ সঙ্গে যায় আনন্দের ভরে।
উপনীত হইলেন আপন নগরে॥
ভাবিলেন মনে মনে বহু ভাগ্যফলে।
দারুণ সংসার পাশ ঘুচাইব বলে॥
এবালক হতে মোর হইবে উদ্ধার।
অনায়াসে পার হব ভব পারাবার॥
ধীমান কুলিন্দ ইহা ভাবি মনে মনে।
চন্দনাবতীতে পশি আপন ভবনে॥
প্রেয়সীকে বলিয়া সমস্ত সমাচার।
সেই পুত্ররত্ন দেন করেতে তাহার॥
তার পত্নী প্রীতিমতী হইয়া তখন।
সন্তান কোলেতে লয়ে বলেন বচন॥
আজ মম শোক তাপ দূরে গেল সব।
এতদিনে সার্থক হইল এবিভব॥
সকল মনের বাঞ্ছা সার্থক হইল।
আজিকার দিনবিধি সুবিধি করিল॥
নারদ বলেন শুন ওহে ধনঞ্জয়।
পুত্রপেয়ে কুলিন্দের হর্ষ অতিশয়।
নিজপুরে মহোৎসবে মাতিল সবাই।
নগরেতে হর্ষ ভিন্ন আর কিছু নাই॥
ব্রাহ্মণ গণকগণে করিলে পূজন।
সকলেই পরিতুষ্ট হইল তখন॥

গণকেরা বলিল শুনহ কুলিন্দক।
চন্দ্রকেও উপহাস করিবে বালক॥
মুখশ্রী হইবে এর অতীব সুন্দর।
চন্দ্রহাস নামে হবে খ্যাত চরাচর॥
যাহারা হরির নাম না লয় বদনে।
তারা হবে হরিভক্ত ইহার যতনে॥
সুপ্রসিদ্ধ রাজাহবে শুনহ কুলিন্দ।
এ সন্তান হেতু তুমি না ভাবিহ মন্দ॥
তদবধি ওই শিশু চন্দ্রহাস নামে।
দিন দিন বৃদ্ধি হয় কুলিন্দের ধামে॥
বোধ হল যেন শুক্লপক্ষ শশধর।
দিন দিন বৃদ্ধি হয় অতি মনোহর॥
তাঁর আবির্ভাবে কুলিন্দের রাজ্যময়।
সর্ব্বত্র হইল যেন সুখের উদয়॥
আনন্দে নির্ভর হল সদা প্রজাগণ।
বহু দুগ্ধবতী গাভী হইল তখন॥
পৃথিবী হইল বহু শস্যের আধার।
চারিদিকে প্রবাহিত আনন্দ অপার॥
ক্রমে ক্রমে সাত বর্ষ হইলে পূরণ।
বর্ণ পরিচয়ে হন প্রবৃত্ত তখন॥
নাপড়েন কোনবর্ণ বর্ণ পরিচয়ে।
হরি এই শব্দ ভিন্ন নাহি বাহিরয়ে॥
ইহা দেখি গুরু তাঁরে করেন জিজ্ঞাসা।
হৃদয়ে তোমার দেখি কি প্রকার আশা॥
কিমনে ভাবিয়া হরি এ অক্ষর দ্বয়।
ভিন্ন আর কোন বর্ণ মুখে না জুয়ায়॥
চন্দ্রহাস বলিলেন আলাপ করিয়া।
হরি এ অক্ষরদ্বয় পুলকিত হিয়া॥
সর্ব্ববর্ণ সুসিদ্ধ হয়েছে পরিচিত।
হরির কৃপায় বর্ণ নহে অবিদিত॥
আপনার কিঙ্কর এ অভাজন হয়।
অপরাধ ক্ষম মোর গুরু মহাশয়॥

হরি ভিন্ন অন্য বর্ণ নালয় বদন।
কি করি বলুন শীঘ্র আমারে এখন ॥
এই বাক্যে গুরু অতি হইয়া কুপিত।
বেত্র হস্তে কহিলেন কর এ বিহিত।
হরি নাম ত্যাগ কর উচ্চারণ কর।
ককারাদি বর্ণ যাহা খ্যাত চরাচর ॥
চন্দ্রহাস কম্পিত সভীতি হয়ে কয়।
কেমনে রসনা মোর অন্য বর্ণ লয় ॥
অন্য শাস্ত্রে কিছু মাত্র নাহি প্রয়োজন।
না চাহি করিতে শিক্ষা অপর বরণ ॥
যে শাস্ত্রেতে হরি নাই তহা কি আবার।
শাস্ত্র বলে গণ্য হয় জগত সংসার ॥
আমি শুধু হরিনাম জপিব নিয়ত।
অনর্থক করিবনা রসনা পতিত ॥
গুরু মহাশয় ইহা করিয়া শ্রবণ।
রোষভরে কুলিন্দের কাছে গিয়া কন ॥
তব সন্তানের দেহে ভূতের সঞ্চার।
হইয়াছে নিশ্চয় কহিনু আমি সার ॥
সেই জন্য দিবানিশি বলে হরি হরি।
নৃত্য করে দেখে শুনে আমি ভয়ে মরি ॥
যত বলি কর এই শাস্ত্র অধ্যয়ন।
তত আর হরিনাম করে উচ্চারণ ॥
কুলিন্দ কহেন শুন ওহে বিপ্রবর।
দৈববশে পাইয়াছি বনের ভিতর ॥
বশীভূত করা এরে সহজত নয়।
বিচিত্র চরিত্র এর জেনেছি নিশ্চয় ॥
গুরুজন সহ এই বালক সুজন।
কখন একত্রে নাহি করয়ে ভোজন ॥
একাদশী দিনে নাহি করে অন্নপান।
এর সহবাসে এইরূপ অবস্থান ॥
অতএব আপনারা চলে যান ঘরে।
চন্দ্রহাস থাক সুখে আহারাদি করে ॥
অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম হইবে যখন।
যখন সমাধা হবে মেখলাবন্ধন ॥
তখন বালক এই পড়িবেক বেদ।
কেন আর চেষ্টা করে বাড়াইছ খেদ ॥
ব্রাহ্মণ শুনিয়া ইহা করিল প্রয়াণ।
মেধাবী কুলিন্দ হল অতি হৃষ্ট প্রাণ ॥
ভাবিলেন কি সৌভাগ্য হয়েছে আমার।
পূর্ব্বে জন্মে কত পুণ্য করেছিনু সার ॥
তাহার প্রভাবে এই হরি পরায়ণ।
হরি গত চিত পুত্র পাইনু এখন ॥
এইরূপ একমাত্র পুত্র ভাল হয়।
পিতৃ নাম রক্ষাকরে কুলবৃদ্ধি হয় ॥
কুস্বভাব বহুপুত্রে কিবা প্রয়োজন।
বৎস মোর প্রীতিকর স্নেহের ভাজন ॥
নারদ বলেন শুন ওহে ধনঞ্জয়।
অষ্টম বরষ তার হইলে উদয় ॥
পরম হর্ষিত হয়ে কুলিন্দ তখন।
করিলেন বিধিমতে মেখলাবন্ধন ॥
অনন্তর বেদাহূত বিধান করিয়া।
সাঙ্গ বেদ পাঠে দিল প্রবৃত্ত করিয়া ॥
চান্দ্রহাস একমাত্র স্মরি নারায়ণ।
করিতে লাগিল সদা বেদ অধ্যয়ন ॥
পাঠ সমাধান করি আনন্দিত মনে।
কহিলেন হরি প্রীত হউন এক্ষণে ॥
সমুদয় বেদময় সর্ব্বশাস্ত্র ময়।
হরি ভিন্ন আর কিছু নাহিক উদয় ॥
চান্দ্রহাস এইরূপে বেদ পাঠ করি।
ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন অতি যত্ন করি ॥
হৃদয়ে হরিকে লক্ষ্য করিয়া তখন।
সাত্ত্বিক হইল গুণ ভক্তি শরাসন ॥
বাণ সব যোগ্য করি বন্ধন করিয়া।
তাহাতেই সিদ্ধ লক্ষ্য হইল উঠিয়া ॥

যে অর্জ্জুন যে পুরুষ করেন অর্দ্দন।
তাঁহারই নাম হয় দেব জনার্দ্দন॥
জনার্দ্দন একমাত্র লক্ষ্যস্থান হয়।
যেইজন সেই লক্ষ্য অবগত হয়॥
ভগবান তাহাকেই করেন অর্দ্দন।
এই হেতু নাম হয় দেব জনার্দ্দন॥
চন্দ্রহাস ধনুর্ব্বেদ শিখি সমুদয়।
সব শত্রু জয়ে প্রজা হল শূন্য ভয়॥
বাসুদেব প্রভাবেতে সমস্ত বিষয়ে।
অভিজ্ঞতা লভিলেন আনন্দ হৃদয়ে॥
শত্রু মিত্র করে সবে তাঁর যশোগান।
প্রজাগণ হল অতি প্রীত ভক্তিমান॥
অর্জ্জুন বলেন যথা বিষ্ণু পরায়ণ।
যথা ধনুর্ব্বেদ তথা সার্থক গণন॥
কতদিনে আমি সেই হরিভক্ত জনে।
দেখিতে পাইব ইহা ভাবি মনে মনে॥
মহাভাগে ধ্রুব হন গগনের তলে।
গিয়াছেন মহামতি বলি সে পাতালে॥
মহামতি বিভীষণ আছেন লঙ্কায়।
মোর পিতামহ স্বর্গে গেছেন ত্বরায়॥
হরিভক্তগণ মাত্রে দূরে অবস্থান।
কিরূপে তাঁদের দেখি জুড়াইব প্রাণ॥
এক্ষণে দেখিলে এই চন্দ্রহাস বীরে।
পরম অভীষ্ট লাভ হইবে অচিরে॥
যিনি মোরে করিছেন সদা প্রতারিত।
চন্দ্রহাস হৃদে সেই হরি বিরাজিত॥
বেদঋষি কহ শুনি পুনঃ এবচন।
যখন সে চন্দ্রহাস লভিল যৌবন॥
তখন সে কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করে।
কহ প্রভু মম প্রতি অনুগ্রহ করে॥
শুনি হরিভক্ত কথা জুড়াক হৃদয়।
পাপব্যথা দূরে যাবে মোর সুনিশ্চয়॥

নারদ বলেন শুন এবে সে বচন।
বয়ক্রম পঞ্চদশ বৎসর যখন॥
চন্দ্রহাস মিষ্ট বাক্যে পিতৃ সম্বোধিয়া।
কহিলেন আজ্ঞা দিন সদয় হইয়া॥
দিগ্বিজয়ে যাব আমি বল দেখাইয়া।
সমস্ত ভূপতি গণে আসিব জিনিয়া॥
কুলিন্দ কহেন পুত্র একা কি প্রকারে।
দিগ্বিজয়ে গিয়া তুমি জিনিবে সবারে॥
অনেক ভূপতি আছে সবাই দুর্জ্জয়।
কি রূপে করিবে তুমি একা পরাজয়॥
নিতান্ত পাইবে যদি স্মরি নারায়ণ।
আমার বচন তবে করহ শ্রবণ॥
মোর প্রভু ধৃষ্টবুদ্ধি নায়ক যাহার।
সেই শত গ্রাম যুক্ত যে দেশ আমার॥
তথায় যে সব শত্রু করিছে পীড়ন।
ত্বরায় করিয়া এস তাদের দমন॥
মহাবল চন্দ্রহাস এ হেন বচনে।
পাঁচজন রথী লয়ে চলিল গমনে॥
সেইসব শত্রুগণ আশ্রিত প্রদেশে।
হর্ষভরে গেলবীর তথা অবশেষে॥
অনায়াসে সকলেরে করি পরাজয়।
বলিলেন সে সবারে সহর্ষ হৃদয়॥
এই সব দুরাচার মত্তরাজ মদে।
নাহি করে প্রণিপাত ভগবান পদে॥
সেই পাপে ইহাদের হল পরাভব।
মুহূর্ত্তে হইল খর্ব্ব যত গর্ব্ব সব॥
হরিগুণ কথা সদা আলাপ করিলে।
কলিদোষ যেমন পলায় অবহেলে॥
সেইরূপ চন্দ্রহাস ভয়ে হয়ে ভীত।
শত্রুগণ সবে হল অতীব বিনীত॥
কত রত্নরাজি দিল অশ্ব গাভীদল।
সুবর্ণ রজত দিল কত মুক্তাফল॥

সেই সব লয়ে বীর রত্নাবতী পুরে।
প্রবিষ্ট হলেন শুনি আনন্দ অন্তরে॥
কুলিন্দ বিজয়ী পুত্রে করে সমাদর।
চন্দ্রহাস হইলেন প্রফুল্ল অন্তর॥
বলিলেন পিতৃভক্তি বিনা নাহি আর।
পিতৃভক্ত জনের সুখের এসংসার॥
এইজন্য পিতা মোর হন নারায়ণ।
লক্ষ্মী রূপা হন মম জননী এখন॥
নিরন্তর এইরূপ ভাবি মনে মনে।
সেই জন্য সুখলাভ হয় সর্ব্বক্ষণে॥
যেই জন পিতৃ মাতৃ করয়ে ভাবনা।
লক্ষ্মী নারায়ণ রূপে, অভেদ কল্পনা॥
সকল অভীষ্ট তার হয় হে পূরণ।
সংসারেতে কোন বস্তু নাহি অনাটন॥
যেইজন পিতৃ মাতৃ নাহি সমাদরে।
নিপতিত হয় সেই নরক দুস্তরে॥
যে জন পিতার বাক্যে করে অনাদর।
জননীর বচনে না করে সমাদর॥
ইহকালে পায় সেই অনন্ত যাতনা।
পরকালে তাহার দুর্গতি হয় নানা॥
পিতার বচনে যার হয় ধ্রুবজ্ঞান।
ধন্য হয় পৃথিবীতে সেই সুসন্তান॥
কুলের প্রদীপ সেই তাহা হতে হয়।
বংশের উদ্ধার ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
মাতা পিতা যেই ভাবে লক্ষ্মী জনার্দ্দন।
অক্ষয় স্বর্গেতে করে গমন সেজন॥
দুস্তর নরকঘোর নহেত তাহার।
ভাগ্যে ঘটে সন্দেহ নাহিক থাকে তার॥

ইতি ত্রয়োস্ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়।

কর্ত্তোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায় মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তু দেবাস্তু যদ্বিধের্ম্মনসিস্থিতং ॥

চন্দ্রহাসের কৌন্তলকপুরে গমন। মদনেরর সহিত চন্দ্রহাসের সাক্ষাৎ ও বিষয়ার সহিত চন্দ্রহাসের বিবাহ।

নারদ কহেন শুন, বীরবর হে অর্জ্জুন,
চন্দ্রহাস রূপে মনোহর।
রতিপতি লজ্জা পায়, শ্রীসম্পন্ন দেখি তায়
সহাস্য বদন নিরন্তর ॥
নেত্র দুটী সুবিশাল, বিশাল তার কপাল,
লোক মন নয়ন রঞ্জন।
চতুষ্পথে আগমন পুরের রমণীগণ,
গুণ কথা গায় সর্ব্বজন ॥
একজন বলে আরে, নিরখিয়া চন্দ্রমারে,
পদ্মগুলি হয় মুকুলিত।
চন্দ্র রূপ চন্দ্র হাসে, নিরখি অতি উল্লাসে,
তব মুখ হল প্রফুল্লিত ॥
চন্দ্রহাস এ প্রকারে, বচন সুধার ধারে,
পূরণ করিয়া সে শ্রবণ।
আপন আলয়ে যান, হয়ে অতি হৃষ্টমান,
করে সব সন্তোষ সাধন ॥
অনন্তর দশমীতে, শুভযোগ সমাগতে,
কুলিন্দ হইয়া আনন্দিত।
দ্বিজে করি আরাধন, পুত্রে দেন রাজ্যধন
নিজ আজ্ঞা করিতে পোহিত ॥

পুরবাসী জন সব, করে মহা মহোৎসব;
উচ্চস্বরে করে হরিনাম।
সুললিত পদাবলী, গান করে কুতূহলী,
সুখে পূর্ণ কুলিন্দের ধাম ॥
সুরভি চম্পক মালা, কর্পূরে সাজায়ে ডালা
দীপ দিয়া নীরাজনা করে।
রাজা হয়ে চন্দ্রহাস, বাড়িল তাঁর উল্লাস,
অন্তরেতে আনন্দ না ধরে ॥
রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে, সকলের পূজা পেয়ে
করিলেন ঘোষণা প্রচার।
শুভদিন শুভক্ষণ, সমাগত যেই দিন,
নারায়ণ উদ্দেশে সবার ॥
না হইলে একজন, ভাবিবেক নারায়ণ;
উপবাস করিয়া রহিবে।
একাদশী দিনে যেই, খাইবেক অন্ন সেই,
অতি শত্রু সে মোর হইবে ॥
সবে যদি ইহা করে, প্রাণ সমর্পণ করে,
ভীত হয়ে পাতকনিচয়।
দূরে যাবে পলাইয়া, পূত হবে সব কায়া,
হর্ষ, সুখ লভিবে হৃদয় ॥

অতএব কোনজন, করোনা অন্নগ্রহণ,
পুণ্যাতিথি শ্রীহরি বাসরে।
পাপ ভীরু, মহাশয়, ধর্ম্মপরায়ণ হয়,
উপবাস সেইজন করে॥
একাদশী দিনে যেই, উপবাসী রহে সেই
আর করে নিশি জাগরণ।
সদা হরি হরি বলে, অনায়াসে বৈকুণ্ঠে চলে,
প্রিয় ভাবে দেব নারায়ণ॥
এই দেহ বিনশ্বর, জানিবে হে চরাচর,
লোক আয়ু সর্ব্বদা চঞ্চল।
তাহে সদা রিপুগণ, করিতেছে জ্বালাতন,
ভোগ বাঞ্ছা সব চলাচল॥
অতএব সর্ব্বজন, শুনহ মম বচন,
একাদশী ব্রতের পালনে।
কত সুখ লাভ হয়, দেখিবে হে সমুদয়,
আমার আদেশ রাখ মনে॥
পুরবাসী এ আদেশ, শুনি সবে সবিশেষ,
সকলেই ভাবি হিতকর।
আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে, অতিশয় সমাদরে,
গ্রহণ করিল অতঃপর॥
বস্ত্র অলঙ্কার দানে, পুজিল দ্বিজাতিগণে,
চন্দ্রহাস বিষ্ণু পরায়ণ।
আতুর বধির যত, সবে দিল অপ্রমিত,
সুবর্ণ রজত আদি ধন॥
যত দীন ব্যক্তিগণ, পেয়ে মনমত ধন,
সবে করে নানা আশীর্ব্বাদ।
পুরী সে চন্দনাবতী, আনন্দে মাতিল অতি,
না রহিল কিছুই বিষাদ॥
চন্দ্রহাস দ্বিজ তরে, মন্দির নির্ম্মাণ করে,
বাপী, কূপ, দীঘি সরোবর।
অতিথি। করেন সুখে, স্থাপিলেন মনসুখে,
কীর্ত্তি স্তম্ভ বহু বহুতর॥

চন্দ্রহাস সুশাসনে, চতুর্ব্বর্ণ লোকগণে,
দেশান্তর হইতে আসিল।
প্রজা পালনের গুণে, সুখী তাই সর্ব্বজনে,
প্রজাগণ আনন্দে মাতিল॥
দেশান্তর হতে যারা, ধন জন লয়ে তারা,
চন্দনাতে হইলে আগত।
বহু সমাদর করে, বসাইল স্বনগরে,
পালকের গুণেতে মোহিত॥
চন্দ্রহাস নরবর, যশ পেয়ে নিরন্তর,
কৃষ্ণে প্রীতি বাড়িল তাঁহার।
শয়নে ভ্রমণে তাই, কৃষ্ণ নাম বিনা নাই
কৃষ্ণ নাম হল তাঁর সার॥
এইরূপ সুশাসনে, চন্দনে পরি পালনে,
জনক কুলিন্দ হৃষ্টমতি।
কহিলেন তনয়েরে, দিয়ে থাকে চিরতরে
লক্ষ নিষ্ক সে কুন্তলপতি॥
তার অর্দ্ধ মন্ত্রীবর, ধৃষ্টবুদ্ধি সুধীবর,
তার অর্দ্ধ তার নারী পায়।
এইরূপে এতকাল, পাইছেন ধনজাল,
প্রাপ্যধন বিলাও ত্বরায়॥
হে বৎস নির্দ্দিষ্ট ধন, কর শীঘ্র বিতরণ,
পরিতুষ্ট কর মন্ত্রীবরে।
হেথা হতে ছযোজন, কৌন্তলপুর শোভন,
কুন্তলক তথা রাজ্য করে॥
পিতৃ বাক্যে উপহাস, না করিয়ে চন্দ্রহাস,
শ্রবণেতে হয়ে পুলকিত।
দিতে হবে যেই ধন, করি তার আয়োজন,
পাঠালেন যথা পুরোহিত॥
তার সহ মনোরম, মত্ত হস্তী তুরঙ্গম,
রাশি রাশি সুবর্ণ কাঞ্চন।
সুগন্ধি কর্পূর আর, বস্ত্র দিল ভার ভার,
নানাবিধ বিশুদ্ধ চন্দন॥

বিনয়ের সহকারে, পত্রিকা লিখন করে
প্রেরণ করেন চন্দ্রহাস।
যতেক কিঙ্করগণ, লয়ে সেই পত্র ধন,
সবে যায় প্রকাশি আয়াস॥
হরি বাসরের দিনে, সন্ধ্যাকালে ভৃত্যগণে,
কৌতলক পুরে সমাগত।
নদীজলে করি স্নান, পূজা করি ভগবান,
ধ্যান জপ করে বিধিমত॥
তুলসী মস্তকে ধরি, সবে স্মরি হরি হরি,
গেল ধৃষ্টবুদ্ধির ভবনে।
আর্দ্র বস্ত্রে প্রবেশিতে; ধৃষ্টবুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধিতে,
কহিলেন সেই ভৃত্যগণে॥
কুলিন্দক কত দিন; হয়েছে জীবন হীন,
পরলোকে করেছে গমন।
তোদের যেমন বেশ, না হইলে আশৌচশেষ;
কেন রবে সিক্ত এ বসন॥
ভৃত্যগণ সবিনয়ে, প্রণতি করিয়ে ভয়ে,
নিবেদন করে মন্ত্রীবরে।
শত্রু পক্ষে এ ব্যাপার, হকু গিয়ে অনিবার,
কাল যেন কুলিন্দে না ধরে॥
দয়া করি ভগবান, বাঁচান তাঁহার প্রাণ,
চিরজীবি থাকুন ধরায়।
মহাত্মা কুলিন্দপুত্র, হেন ভাগবতকুত্র,
দেখি নাই নয়নে কোথায়॥
সমাপিয়া দিগ্বিজয়, করিতে আনন্দময়,
অর্থজাত করেন প্রেরণ।
বহুবিধ ধনযুত, আসিছে শকট শত,
প্রীতি হেতু আপন ভবন॥
এর চেয়ে সাতগুণ; কিঞ্চিত মহেকউন
কুন্তলক রাজার আলয়ে।
চেয়ে দেখ মন্ত্রীবর, খাদ্য দ্রব্য বহুতর,
লহ এবে প্রফুল্লিত হয়ে॥

ধৃষ্টবুদ্ধি একবারে, ডুবিয়া হর্ষ সাগরে,
সেই দ্রব্য করিয়া গ্রহণ।
ডাকিয়া পাচকগণে, কহেন কিঙ্করগণে,
ভালরূপে করাও ভোজন॥
তাহা শুনি সুদগণ, করিলে বহু যতন,
সেবকেরা অন্ন নাহি খায়।
ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রীবর, ইহা শুনি অতঃপর,
জ্বলিলেন অনলের প্রায়॥
কহিলেন রোষভরে; কুলিন্দের অহঙ্কারে,
সেবকেরা হয়েছে গর্ব্বিত।
সেই জন্য উপাদেয়, অন্ন জ্ঞান করে হেয়
দিব ফল এর সমুচিত॥
সেবকেরা এবচনে, কহিছে দুঃখিত মনে,
অহঙ্কৃত নহি মন্ত্রীবর।
একাদশী আজ তাই, অন্ন মোরা নাহি খাই,
এতে যদি অপরাধ ধর॥
কৃপাকরি দোষ যত, ক্ষমাকর, হই নত,
মোরা সব আপন কিঙ্কর।
ধৃষ্টবুদ্ধি পরদিনে, অতিশয় সযতনে,
তাহাদিগে করায় ভোজন॥
দেবর্ষি নারদ কন, শুন হে শ্বেতবাহন,
অনন্তর সেই মন্ত্রীবর।
সুখেতে আহার করি, চলে যায় রাজপুরী,
রাজকার্য্যে ব্যাপৃত নিরন্তর॥
ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রীবরে, ধনধান্য আছে ঘরে,
পুত্র দুটী কন্যা এক হয়।
জ্যেষ্ঠের নাম মদন, তিনিও রূপে মদন
বিষয়া কন্যার নাম কয়॥
কুলিন্দ ঐশ্বর্য্য হেরে, সন্দেহ হল অন্তরে,
কুবাসনা করিতে সফল।
যাইতে চন্দনাবতী, মনে হরষিত অতি,
জ্যেষ্ঠ পুত্রে সঁপিল সকল॥

রাত হয়ে সমুদয়, বিষয়া আসিয়া কয়,
দেখি পিতা আজি বিপরীত।
আমি নিত্য দেই জল, রসালেতে হয় ফল,
আজি হল কুফল লক্ষিত॥
রাজ-কার্য্যে ত্বরাকরি, যাবেন বিচার করি
ইহা বলি বিষয়া থামিল।
আশ্বাসিত করি তায়, ধৃষ্টবুদ্ধি চলি যায়,
পথে যেতে দুদিন লাগিল॥
চন্দনাবতীর শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
নেহারিয়া ভাবে মন্ত্রীবর।
যেই স্থানে ছিল বন, নগরী তাহে শোভন,
কেমনেতে হইল সত্বর॥
এইরূপে মন্ত্রীবর, ভাবিছেন সকাতর,
হেনকালে কুলিন্দ আসিল।
চন্দ্রহাস সঙ্গে তাঁর, পিতাপুত্রে একবার,
সংবর্দ্ধনা দুজনে করিল॥
রীতিমত পূজাকরি, কর যুগ পুটকরি,
দাঁড়াইল সম্মুখে তাঁহার।
জিজ্ঞাসেন মন্ত্রীবর, এই পুত্র গুণধর,
কবে তব জন্মিল আবার॥
সন্তান জনম কথা, কেমবা না পাই তথা,
এই কি তোমার আচরণ।
কুলিন্দক অতঃপর, কহিছেন মন্ত্রীবর,
স্বয়ং প্রাপ্ত এমন নন্দন॥
একদা মৃগয়া যাই, বনেতে দেখিতে পাই,
এই পুত্র আছিল পতিত।
রূপগুণ সমন্বিত, পুত্র দেখি হরষিত,
গৃহে এরে করিনু আনীত॥
অতি যত্ন সহকারে, পালন করি ইহারে,
সে অবধি এসেছে নন্দন।
অনুগ্রহে আপনার, সম্পদ হল আমার,
ক্রমে ক্রমে হতেছে বর্দ্ধন॥

কুলিন্দের কথা শুনি; অন্তরে প্রমাদ গণি,
ধৃষ্টবুদ্ধি হল চমকিত।
কে যেন শ্রবণে তার, বলিল সব ব্যাপার,
স্বর্গ হতে হইবে পতিত॥
কুলিন্দের এনন্দন, তোমার এরাজধন
সকলের হবেন ঈশ্বর।
মুনিদের সে বচনে, হৃদয় বান্ধি পাষাণে,
অতিশয় হইয়া পামর॥
যাহাকে শৈশবকালে, চণ্ডালের করে দিলে
করিবারে জীবন বিনাশ।
তোমার উৎপাত কেতু. প্রাণের বিনাশ হেতু
সেই ব্যক্তি এই চন্দ্রহাস॥
এরূপ ভাবিয়া মনে, একদৃষ্টে নিরীক্ষণে
চন্দ্রহাস আকার প্রকার।
দেখে তাই বোধ হল, হতাশ্বাস জনমিল,
সেই শিশু বিনা নহে আর॥
তখন সে ধৃষ্টবুদ্ধি, ঘটিল তার কুবুদ্ধি,
চন্দ্রহাস বধের উপায়।
নিরন্তর ভাবে মনে, কিরূপে নাশিব প্রাণে,
বিমলিন সে বধ চিন্তায়॥
দুষ্ট বুদ্ধি যেইজন, কুমন্ত্রণা সর্ব্বক্ষণ,
নাহি থাকে অভাব তাহার।
ক্ষণেকে উপায় তার, সংগোপন সে আকার
হল ছল প্রীতির সঞ্চার॥
দেখায়ে কপট প্রীতি, একান্ত সরল মতি,
কুলিন্দকে কহিল তখন।
দেখে তব সুসন্তান, হইলাম প্রীতিমান,
সুখে থাক এবে দুইজন॥
এইরূপে ধৃষ্টবুদ্ধি, খেলাইয়ে দুষ্টবুদ্ধি,
কুলিন্দকে কহে পুনরায়।
কোন কার্য্য গুরুতর, রাজনের অগোচর,
রাখিয়াছি বলিব তোমায়॥

না বলিলে আছে ক্ষতি, শুন ওহে সাধুমতি
এক্ষণেতে বলাই উচিত।
ভাবিয়াছি মনে মনে, সেই কার্য্য সংসাধনে
বিলম্বেতে হয় অবিহিত ॥
মম এই পত্র লয়ে, চন্দ্রহাস দ্রুত হয়ে,
যাক যথা আমার ভবন।
আমার জ্যেষ্ঠ তনয়ে, এই পত্র দিবে লয়ে,
তার করে করিবে অর্পণ ॥
দুষ্টবুদ্ধি দুরাচার, পত্রের এমর্ম্ম তার,
মদন সম্মিত সুসন্তান।
পত্র বাহী চন্দ্রহাস, ত্বরায় করিবে নাশ
নাহি যেন বাঁচে এর প্রাণ ॥
শত্রু এ অনিষ্টকারী, পরে হবে অধিকারী
আমার সমস্ত রাজ্যধনে।
অতএব এবচন, দ্বিধা না করি গণন,
বিষ দিয়া বধিবে জীবনে ॥
রূপ, গুণ বয়ঃক্রমে, ভুলিওনা কোনক্রমে
চন্দ্রহাসে নিপাত করিবে।
তাহাহলে ভারী দুঃখ, ঘুচে যাবে পাবেসুখ,
মোর আজ্ঞা অবশ্য পালিবে ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি হেন আশে, পাঠাইল চন্দ্রহাসে,
তুষি তায় মধুর বচনে।
বিশাল লোচন বীর, মোর বাক্য শুনস্থির,
শুভ কার্য্য ঘটেছে এক্ষণে ॥
অতএব পত্র লয়ে, যাহ ত্বরান্বিত হয়ে,
যথা মোর আছয়ে নন্দন।
মোর পুত্রে দিলে পত্র, উপকার পাবে তত্র,
এই পত্র তোমার কারণ ॥
পত্র মুদ্রা ছিন্ন যদি, আপন শরীর ছেদি,
রাজ দণ্ডে হইবে দণ্ডিত।
এই পত্র খুলিওনা, ধর্ম্ম নষ্ট করিওনা,
যেন কার্য্য ইহা অবিহিত।

সত্বর অশ্বেতে চড়ি, চলি যাও দড়বড়ি,
চারিজন লয়ে অনুচর।
যাও কৌতুলক পুরে, পত্র দিবে মদনেরে,
তব করে ধরম নির্ভর ॥
কহিলেন মন্ত্রীবর, চন্দ্রহাস অতঃপর,
সকলেরে করি সম্ভাজন।
জননী নিকটে যান, হয়ে অতি প্রীতিমান
মেধাবতী করে আমন্ত্রণ ॥
প্রণাম করেন পদে, জননীর আশীর্ব্বাদে,
করে দিল তনয়েব ভালে।
দধি দুর্ব্বাদি মিশ্রিত, তিলক করে অঙ্কিত
নীরাজন করে কুতুহলে ॥
মেধাবতী স্নেহ ভরে, বলিলেন তনয়েরে,
শুন বৎস সর্ব্বনা তোমার।
কল্যাণ হউক পথে, সিদ্ধ হোক মনোরথে,
নারায়ণে দিনু তব ভার ॥
দামোদর হৃষীকেশ, তোমায় স্পর্শিতে ক্লেশ
দিবেন না মোর শত্রুগণে।
সহস্রাক্ষ দৃষ্টিপাতে, কল্যাণ ঘটিবে তাতে,
না থাইবে কোন ক্লেশ মনে ॥
বৎস যথা দিগ্বিজয়ে, বিজয় লক্ষ্মীরে লয়ে,
এসেছিলে আমার সদন।
এবে শীঘ্র সেইরূপ, পত্নীলভি অনুরূপ,
মোর কর উল্লাসিত মন ॥
চন্দ্রহাস অনন্তর, প্রদক্ষিণ পুরঃসর,
জননীকে প্রণাম করিয়া।
অশ্বে করি আরোহণ, সঙ্গে অনুচরগণ,
চলিলেন আনন্দিত হিয়া ॥
বর বধূ আগমন, করিলেন নিরীক্ষণ,
সম্মুখেতে দেখে অনন্তর।
বৎস সহ গাভী দেখি, চন্দ্রহাস মহাসুখী,
শোভা দেখি কানন ভিতর ॥

...নের অধ্যক্ষ যারা, ত্বরান্বিত হয়ে তারা,
দাড়িম্বাদি ফল দান করে।
কেহ ফুল মালা দিয়া, তুষ্ট করি তাঁর হিয়া,
অর্চ্চনা করয়ে সমাদরে॥
কেহ হয়ে আনন্দিত, ফুলে করি সুনির্ম্মিত
ভালে দিল মুকুট বান্ধিয়া।
একে চন্দ্রহাস শোভা, অতিশয় মনোলোভা
তাহে আর দিল সাজাইয়া॥
চন্দ্রহাস অনন্তর, কৌতলক শোভাকর,
তার প্রান্তে যে ক্রীড়া কানন।
তাহে স্থিত মনোহর, সুশোভিত সরোবর,
তার তটে উপস্থিত হন॥
তথা হংস হংসীসহ, ক্রীড়া করে অহরহ,
ঊর্দ্ধমুখে দিতেছে সাঁতার।
বিবিধ জলজ ফুলে, শোভিতেছে তার জলে
সরোজিনী কুমুদ কহলার॥
সরোবর সন্নিধান, মধু যেন মুর্ত্তিমান,
মুঞ্জরিত সব তরুগণ।
সুশোভন কিশলয়, অতি সুশোভিত হয়,
রসালের সম্পদ এখন॥
সেই সহকার শাখে, কোকিল ডাকিছে সুখে
কুহু কুহু সুমধুর স্বরে।
তাহে কামীজন মন, করিতেছে আকর্ষণ;
থেকে থেকে পুলকে শিহরে॥
ফুটিয়া কুসুমদল, বিতরিছে পরিমল,
চারিদিক আমোদে মাতিল।
আমোদ সুষমা আর, সুস্বর সুগন্ধভার;
বিনা আর কিছু না রহিল॥
বোধ হয় এই ভাব, চৈত্র রথ আবির্ভাব,
হইয়াছে অবনী উপরে।
নন্দন কানন যেন, উপস্থিত হল হেন,
অনুমান হতেছে অন্তরে॥

চন্দ্রহাস হেন শোভা, নিরখি অন্তরলোভা,
হইলেন আনন্দিত অতি॥
স্মরিলেন ইষ্টদেবে, নারায়ণ বাসুদেবে,
শত শত করেন প্রণতি॥
ইষ্টদেব সাধনায়, মনোবৃত্তি সমুদায়,
তাঁর যত বিবশ হইল।
অপার ভাবনা বশে, সকলি সে ধ্যান রসে,
নিমগন হইয়া যাইল॥
ভাবিলেন প্রেম তাঁর, সদুপায় পারাবার,
উথলিয়া উঠিল অন্তরে।
নয়ন যুগলে জল, উথলিল অনর্গল,
প্রভুর সে মহাপ্রেম ভরে॥
তবে সেই চন্দ্রহাস, পুরাতে মনের আশ,
সেই সরোবরে করি স্নান।
সচন্দন পুষ্প লয়ে, অতি আনন্দিত হয়ে,
পূজিলেন স্মরি ভগবান॥
আরাধিয়া ইষ্টদেবে, অন্তরে কেশবে ভেবে,
করিলেন পাথেয় ভোজন।
সহকার তরুমূলে, অশ্ব বান্ধি কুতুহলে,
কিছুক্ষণ করেন শয়ন॥
নারদ কহেন শুন, বীরবর হে অর্জ্জুন,
কৌন্তলক পতির তনয়া।
শত শত সহচরী, চলিলেন সঙ্গে করি,
ধৃষ্টবুদ্ধি তনয়া বিষয়া॥
পুরস্থিত উপবনে, বেড়াইতে হৃষ্টমনে;
করিবারে কুসুম চয়ন।
সুগন্ধ কুসুম মালা, গাঁথিতে ভূপতিবালা,
উপস্থিত যথা উপবন॥
প্রায় চতুর্দ্দশবর্ষ, যৌবনের অনুকর্ষ,
সচঞ্চল কন্যার মণ্ডলী।
কৌশের বসন পরা; সকলেই মনোহরা,
যেন সব প্রেমের পুতলী॥

কুন্তন বিল্বের সম, স্তনযুগ মনোরম,
মুক্তাহারে শোভে কিবা তায়।
নৃত্যগীত হাস্যরবে, ধীরে ধীরে যায় সবে,
ক্রীড়াবন যথা শোভা পায়॥
পরম কৌতুক ভরে; বিবিধ রহস্য করে,
সখী সম্ভাষিয়া পরস্পরে।
তুলিয়া মল্লিকাজাতী, সুগন্ধামালতী যূথী,
সকলেই কণ্ঠদেশে পরে॥
সুন্দর কুসুম যুত, দাড়িম্বী সুশোভান্বিত,
রাজকন্যা চম্পক মালিনী।
নেহারি বিস্মিতা অতি, কহেন পুলকমতি,
বিষয়ারে মন্ত্রীর নন্দিনী॥
দেখি সখি চরাচরে, অগ্রে পুষ্প ফলপরে,
আজি দেখি ভাব বিপরীত।
দেখ দেখ একবার; সম্মুখে একি ব্যাপার
বিষয়া কহেন হয়ে প্রীত॥
সহাস্য বদনে কন, এ আশ্চর্য্য কদাচন,
নহে ইহা জানি[illegible] নিশ্চয়।
তরুদের এই ধর্ম্ম, জাননাহি এর মর্ম্ম,
তাই ভাব অপরূপ হয়॥
কুসুম চয়ন তরে, অবসন্না দেহ ভারে,
অনন্তর বিষয়া সুন্দরী।
শিরে রাখি ফুলফুল, হয়ে অতি সমাকুল;
নিদ্রিতা হলেন আহা মরি॥
রাজ-কন্যা ক্ষুন্নমনে, কহিলেন শুভাননে,
বিষয়ারে করি সম্বোধন।
কুসুম জড়িত শিরে; ঘুমাওনা ধরাপরে,
হবে তাহে অনিষ্ট ঘটন॥
সুমণি ফণিনী হেরে; যদি আগমন করে,
কোন সর্প করিয়া উল্লাস।
কি করিবে সহচরী; আমি তাই ভেবে মরি
কেন আর শয়নে প্রয়াস॥

নৃপতি তনয়া কথা; শুনিয়া বিষয়া তথা,
হাস্যমুখী হলেন তখন।
বোধ হল সরোবরে, কমলিনী শোভাকরে
প্রস্ফুটিত করিয়া আনন॥
বিষয়া কহিল তবে, শুন প্রিয়সখী সবে,
কহিলেন মধুর বচনে।
তুলিতে কুসুম ভাই, প্রয়োজন আর নাই,
চল যাই সকলে এক্ষণে॥
রবি করে মোরা সবে, তাপিত হয়েছি এবে
এবে চল প্রফুল্ল অন্তরে।
যথা শোভে পদ্মবন, সরোবর সুশোভন,
রাজ হংস সদা খেলা করে॥
বিষয়ার এবচনে, চলে সবে ততক্ষণে,
উপবন বিহার ছাড়িয়া।
নানাবিধ রঙ্গ রসে, সরোবর তীরে এসে,
ক্রীড়াকরে আমোদে রসিয়া॥
যত সব হংসগণ, করে সবে পলায়ন,
ভূষণের সিঞ্জন শ্রবণে।
ভাবিল অন্তরে তারা, সরোবর পাপভরা,
হবে এবে বুঝিয়া এক্ষণে॥
অনন্তর কন্যাগণ, ত্যজিল সবে বসন,
উলাঙ্গিনী সলিলে পশিল।
যেন সেই কমলেতে, কমলদল মধ্যেতে,
শতপদ্ম ফুটিয়া উঠিল॥
পরিহাস পরস্পর, সম্ভাষণ সুমধুর,
যেন হল অমৃত বর্ষণ।
জল খেলা পরস্পরে, করে সবে হর্ষভরে,
গান করে চিত্ত বিনোদন॥
কেহবা কমল নালে, কাঁরুর ভুজ যুগলে,
বন্ধন করিছে মনোল্লাসে।
কেহ করে চীৎকার, চমৎকার সে ব্যাপার,
কেহ শুধু খল খল হাসে॥

এইরূপে কন্যাগণ, করি স্নান সমাপন,
তীরে উঠি বসন পরিল।
নানাবিধ আভরণে, শোভিল সে কন্যাগণে,
দেবকন্যা রূপেতে মোহিল॥
কমলা আলয়া সতি, সাগর তীরে বসতি;
নারায়ণে দেখেন যেমন।
সেরূপ বিষয়া হেরে, সেই সরোবর তীরে,
মনোমত পুরুষ রতন॥
যেন গগনের শশী, রসাল মূলেতে বসি,
চন্দ্রহাসে নয়নে হেরিল।
সুদয় ললাট তাঁর, অতিশয় সুপ্রসার,
দেহে সব সুচিহ্ন দেখিল॥
কহিলেন মুনিবর, শুন পার্থ অতঃপর,
ধৃষ্টবুদ্ধি কন্যা সে বিষয়া।
একদৃষ্টে একমনে, চন্দ্রহাস নিরীক্ষণে,
হইয়া সে পুলকিত হিয়া॥
ব্যাধ যথা বাঁশীস্বরে, ভুলায়ে হরিণে ধরে;
চন্দ্রহাস রূপ সে প্রকার।
ভুলায়ে বিষয়া মন, করিল তারে বন্ধন,
মদনের অন্যায় আচার॥
সরলা হৃদয়া বালা, নাহি জানে কোন জ্বালা;
কাম তারে অধীন করিল।
বিধাতার ইচ্ছা যাহা, কে খণ্ডিতে পারে তাহা
যোগ্যে যোগ্য বিধি মিলাইল॥
এ দিকেতে চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাসি পরকাশ,
দেখিল বিষয়া সুন্দরীরে।
মেহারি সে রূপ তার, কামশরে দুর্নিবার,
বিষয়াতে মজিল অচিরে॥
এক দৃষ্টে একমনে, নিরখিয়া সংগোপনে,
লজ্জা মান করি পরিহার।
সুচুমন্দ গমনেতে, চন্দ্রহাস নিকটেতে,
হলেন বিষয়া আগুসার॥

যথন করেন গতি; মনে মনে ভাবে সতী,
না জানিয়া না ভাবিয়া হায়।
সঁপিলাম প্রাণ মন, হইওনা অন্যমন,
প্রত্যাখ্যান করনা আমায়॥
অনন্তর সে রূপসী, চন্দ্রহাস কাছে আসি,
একদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ।
চন্দ্রহাস সে সময়, মূর্ত্তিমন্তী লক্ষ্মী ন্যায়,
দেখে রূপ হলেন মগন॥
বিহ্বল হলেন বীর, চিহ্ন মাত্র শরীর,
কিছু মাত্র রহিল না আর।
ধৃষ্টবুদ্ধি দেয় পত্র, খসিয়া পড়িল তত্র,
অনুভব হইল না তার॥
তখনি বিষয়া সতী, হইয়া প্রফুল্ল মতি,
ভূমি হতে পত্র লয়ে করে।
পরম কৌতুকে খুলি, নিষিদ্ধ বচন তুলি,
পড়িয়া বুঝিল সবিস্তরে॥
পিতার লিখিত পত্র, মর্ম্ম তার বুঝে তত্র,
বৎস তব হউক কল্যাণ।
এই চন্দ্রহাস অতি, জানিবে হে পাপমতি,
ত্বরা এর বধিবে হে প্রাণ॥
শুন বৎস হে মদন, আমার হিত বচন,
শত্রু এই হিতকারী নয়।
আমার সমস্ত ধনে, প্রভু হবে এইজনে,
তুমি ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
না দেখিয়ে জাতিকুল, বিদ্যাবিত্ত পদ শীল
কিছুই না গণনা করিয়া।
অবিলম্বে এইজনে, সন্দেহ না করি মনে,
তুষিবে আমারে বিষ দিয়া॥
তাহাহলে হে মদন, তুমি আমি দুইজন,
নিরাপদ হইব সকলে।
পত্রপাঠ করি হায়, বিষয়া মৃতের প্রায়,
বজ্রাহত রহিল সে স্থলে॥

[illegible] ভাবি মনে, অমনি লেখেন সেইক্ষণে,
[illegible] নির্যাসে।
[illegible] যোগে, অতিশয় ক্লেশ ভোগে
[illegible] করিয়া প্রয়াস।
[illegible] অক্ষরেতে মিত্র, বিষয়া লেখেন তত্র,
হিত লেখে অহিত বদলে।
বিষের বদলে হায়, বিষয়া লেখেন তায়,
পত্র মর্ম্ম ঘুচিল সমূলে॥
পত্র আঁটি পুনরায়, স্বগৃহে বিষয়া যায়,
মন তার সেথানে রহিল।
যাইবার কালে হায়, পাছু পানে চেয়ে যায়
পদ যেন অচল হইল॥
তাহা দেখি সখীগণ, কয়ে বহু আলাপন,
নানাবিধ রঙ্গ রসে যায়।
বিষয়া লজ্জিতা অতি, অন্তরে প্রফুল্ল মতি,
উপনীত স্বগৃহে ত্বরায়॥
এদিকেতে চন্দ্রহাস, ধরায় ধূসর বাস,
মোছারিয়া গোধূলি সময়ে।
মুখপ্রক্ষালন করি, মনে মনে হরি স্মরি,
চলি যান অশ্ব আরোহিয়ে॥
অনুচর চারিজন, সঙ্গেতে করে গমন,
কৌন্তলক পুরে প্রবেশিয়া।
দেখিয়া রাজ্যের শোভা, অতিশয় মনলোভা
চন্দ্রহাস পুলকিত হিয়া॥
অবিলম্বে দ্বারদেশে, সকলে তার প্রবেশে
অশ্ব ছাড়ি পদব্রজে যান।
দ্বারবানে কন শুন, তোমার প্রভু মদন,
তাঁর কাছে করহ প্রয়াণ॥
গিয়া বল কাছে তাঁর, সংবাদ তব পিতার,
চন্দ্রহাস এনেছে হেথায়।
ইহা শুনি দ্বারবান, ত্বরায় করে প্রয়াণ,
মন্ত্রীপুত্র মদন যথায়॥

সে গিয়া অপরে বলে, অপর আরেকে বলে,
এইরূপে সপ্তম যে জন।
বিবেক তাহার নাম, অতিশয় গুণধাম,
শ্রদ্ধাবৃষ্টি তার সুশোভন॥
সেই দ্বারবান গিয়া, প্রণমে প্রফুল্ল হিয়া,
সবিনয়ে করপুটে কয়।
শুন প্রভু এবচন, আমি শুধু এইক্ষণ,
প্রীতিপাত্র ভৃত্য সুনিশ্চয়॥
শুন শুন মহাভাগ, কর বাক্যে অনুরাগ,
হরি ভক্ত হরি পরায়ণ।
চন্দ্রহাস দ্বারদেশে, তব পিতার আদেশে,
এসেছে করিতে দরশন॥
দ্বারবান বাক্য শুনি, অন্তরে সৌভাগ্য গুণি,
সভ্যগণ সহিত উঠিয়া।
হরিপ্রিয় চন্দ্রহাসে, নিরখি অতি উল্লাসে,
সমাদরে সভায় আনিয়া॥
করি বহু সম্ভাজন, ছাড়ি দিল সিংহাসন,
বসাইয়া তাহাতে সাদরে।
কুলিন্দ তাহার প্রিয়া, এসংবাদ জিজ্ঞাসিয়া
রাজ্যের কুশল বার্ত্তা পরে॥
তার পরে আগমন, কিনিমিত্ত এক্ষণ,
দয়া করি বলুন আমায়।
কন পরে চন্দ্রহাসে, আপনার সহবাসে,
যাবতীয় বিপদ পলায়॥
পিতৃ দেব আপনার, দেছেন সংবাদ ভার
পত্রপাঠ করুণ ত্বরায়॥
কোন গূঢ় ভাব আছে, অপরে শুনেন পাছে
নিজে গিয়া পড়ুন নির্জ্জনে।
ইহা শুনি সে মদন, করিয়া পত্র মোচন,
পড়ি কন আনন্দিত মনে॥
এতদিনে পিতামহ, পাইলেন নিরুপম,
পবিত্রকা সার্থকতা এবে।

আমি যাহা ভাবি মনে, তা ঘটিল এইক্ষণে,
ফল পেনু নারায়ণ সেবে॥
চন্দ্রহাস সম হায়, সুপাত্র মিলন দায়,
বহু ভাগ্যে তাই সে মিলিল॥
অনন্তর মহামতি, মদন প্রফুল্লমতি,
শ্রদ্ধা সহ ব্রাহ্মণে ডাকিল॥
চন্দ্রহাস বিষয়ার, দ্বিজগণে দুজনার,
লগ্ন কিবা করেন জিজ্ঞাসা।
গণকেরা হৃষ্ট হয়ে, শুন বৎস মন দিয়ে,
কন লগ্নে আজ বড় আশা॥
শুক্রজীব দুইজন, উভয়ে আছে রাজন,
তৃতীয় তিথির অধিষ্ঠান।
আজ অতি শুভদিন, কার্য্য করে যে প্রবীণ,
তার ফল পায় মূর্ত্তিমান॥
তবে ধৃষ্টবুদ্ধি সুত, হইয়া হরষ যুত,
কহিল সকল রমণীরে।
সজুল পল্লব দিয়া, জলপূর্ণ ঘট নিয়া,
সকলেতে আইস অচিরে॥
সেই জলে বিষয়ারে, চন্দ্রহাসে সমাদরে,
স্নান তবে করাও এক্ষণে।
প্রফুল্ল রমণীগণ, স্নান করি ততক্ষণ,
পরাইল উত্তম বসন।
মদন তাহাকে নিয়া, পিঁড়িপরে বসাইয়া,
মধুপর্ক করেন প্রদান॥
পাদ্য দান অতঃপর, বেশ দিল তারপর,
চন্দ্রহাসে গৃহেতে আনিয়া।
বসাইল সিংহাসনে, অতি প্রফুল্লিত মনে,
বাম পার্শ্বে বসাল ভূষিয়া॥
মদন তখন কয়, ভগবান দয়াময়,
তুষ্ট হোন এই কন্যা দানে।
চন্দ্রহাস কর ধরি, কন্যা সম্প্রদান করি,
তুষিলেক করিলেন প্রাণে॥

যথাবিধি কন্যা বর, হোম করে অনন্তর,
বিবাহ হইল সমাধান।
বরবধূ তারপরে, ব্রাহ্মণে প্রণাম করে,
সবে করে আশীষ বিধান॥
মঙ্গলিক কার্য্য যত, হইল বিধান মত,
আনন্দিত হইয়া মদন।
নানামত ধন দান, যৌতুক করে প্রদান,
মুক্তাফল কর্পূর চন্দন॥
সবৎসা মহিষী দিয়া, বরকন্যা সন্তোষিয়া,
ভাবনা করিয়া মনে মনে।
সকলের সম্মুখেতে, আনন্দিত হয়ে চিত্তে,
আত্মদান করেন সেক্ষণে॥
কহিলেন ইনি এবে, পুত্র পৌত্র আদি সবে
এই রাজ্য পালন করিবে।
তাহাহলে জনার্দ্দন, তুষ্ট রবে সর্ব্বক্ষণ,
বহুপুণ্য সঞ্চয় হইবে॥
অনন্তর হৃষ্টচিতে, সম্ভাষিয়া পুরোহিতে,
গালবকে করেন আদর।
বসন ভূষণ দিয়া, আদরে তাঁরে তুষিয়া
দ্বিজগণে তোষেণ সত্বর॥
যার যাহা ইচ্ছামত, দান করে সুসঙ্গত,
দীন দুঃখী আতুর বধিরে।
যার যা বাঞ্ছিত মনে, তুষিল প্রফুল্ল মনে,
সবে সুখ লভিল অন্তরে॥
আত্মীয় স্বজনে সবে, মাতিল বিবাহোৎসবে
সকলেরে করান ভোজন।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয়, দিল সবে অপ্রমেয়
সুখী সবে ভুঞ্জি আস্বাদন॥
নগর শোভিত হয়, অতি কোলাহল ময়
প্রতি গৃহে পতাকা শোভিল।
নৃত্যগীত সুবিরত, পুরদ্বার অলঙ্কৃত,
বিবাহোক্ত নগর সাজিল॥

ইহা কহি মুনিবর, কহিলেন অতঃপর,
শুন শুন অর্জ্জুন সুমতি ॥
বিষ্ণুর ভক্তির ফল, না হয় কভু নিষ্ফল,
কত গুণ কর অবগতি॥
যেইজন অকপটে, মনে হরিনাম রটে,
ধ্যান করে কেশবে নিয়ত।
আর যত বিঘ্নগণ, দূরে করে পলায়ন;
বিপদেতে না হয় পতিত ॥
যেই বিষ্ণু পরায়ণ, হরি ভাবে অনুক্ষণ,
বিপদে সম্পদ তার হয়।
দুঃখের স্থলেতে সুখ, দেখায় প্রসন্ন মুখ,
বুদ্ধি তার চিরকাল রয় ॥
অতএব হরিপ্রতি, সর্ব্বদাই প্রীতি মতি,
থাকাই উচিত সর্ব্বক্ষণ।
তাহলেই চিরকাল, কাটিবে বিপদ জাল;
সদানন্দে প্রফুল্লিত মন ॥
যেই লয় হরি নাম, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষকাম,
চারিফল পায় সেইজন।
শোক অনুতাপ রোগ, নাহি ঘটে পাপভোগ
ক্ষণে হয় সকল সাধন ॥
হরিনাম বিনা আর, সংসারে নাহিক সার,
যা দেখিছ সকলি অসার।
যা ভাবিছ মনে মনে, যা সাধিছ প্রাণপণে,
যা দেখিছ পার্থিব ব্যাপার ॥
সকলে অসার ময়, শুন ওহে ধনঞ্জয়,
ভবে শুধু সার হরিনাম।
বল সবে হরি হরি, অনায়াসে যাবে তরি,
পাপময় যন্ত্রণার ধাম ॥
ত্রিসন্ধ্যায় যেইজন, হরিনাম উচ্চারণ,
করে তার নিত্য ধামে স্থান।
পাপ তাপ ঘুচে যায়, গোলোকেতে চলি যায়
হরিনামে স্নিগ্ধ যার প্রাণ ॥

ইতি চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়।

নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্ব্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেনাপি দষ্টস্য আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি ॥

কুলিন্দকে কারাবদ্ধ করিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির কৌন্তলক পুরে
আগমন ও বিষয়ার পরিণয় শ্রবণে আক্ষেপ ও
চন্দ্রহাসের রাজ্য প্রাপ্তি।

অর্জ্জুন কহেন, কহ ওহে মুনিবর।
হইল ঘটনা কিবা শুনি তার পর ॥
তব সুললিত বাণী করিয়া শ্রবণ।
অন্তরে আনন্দ মোর হতেছে এখন ॥
কৃপাকরি দয়াময় সবিস্তর কহ।
হেন ইচ্ছা তব কথা শুনি অহঃরহ ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি কি করিল পামর দুর্জ্জন।
শুনিতে তাহার কার্য্য সচঞ্চল মন ॥
নারদ কহেন শুন ওহে ধনঞ্জয়।
ধৃষ্টবুদ্ধি যাকরিল শুন সমুদয় ॥
এদিকে চন্দনাবতী ধৃষ্টবুদ্ধি ছিল।
অন্তরে কেমন তার কুবুদ্ধি ঘটিল ॥
কুলিন্দকে কারাগারে করিয়া বন্ধন।
নানামতে প্রজাগণে করে জ্বালাতন ॥
অর্থ লালসায় গলে প্রস্তর বাঁধিয়া।
জলমধ্যে প্রজাগণে রাখে ডুবাইয়া ॥
কখন বা অগ্নি কাছে করয়ে স্থাপন।
অস্ত্র দিয়া দেহ মাংস কভুবা কর্ত্তন ॥
নাসিকার ছিদ্রে দেয় চূর্ণক গুলিয়া।
ধৃষ্টবুদ্ধি পামরের কি কঠিন হিয়া ॥
এইরূপে প্রজাগণে করি জ্বালাতন।
কুলিন্দকে কহিলেক কর্কশ বচন ॥
ওরে মূর্খ জাননাকি স্বভাব আমার।
ধনমদে মত্ত হয়ে এত অহঙ্কার ॥
কোন সাহসেতে তুই লোক সহ দিয়া।
সেই সব দ্রব্য রাশি দিলি পাঠাইয়া ॥
ওরে পাপ তোর মত তোর লোকজন।
অহঙ্কারে মোর অন্ন করেনা গ্রহণ ॥
মোর অর্থ লয়ে তুই অপব্যয় করে।
আমার নিশ্চল ধন খোয়ালি কেনরে ॥
শৈশব হইতে এই আমার নগরে।
শিবালয় বিষ্ণুগৃহ কেবা দৃষ্টি করে ॥
এখন হয়েছে ইহা দেবালয় ময়।
বাপী কূপ তড়াগ পুষ্করিণী দেশময় ॥
আমারই অর্থ লয়ে এসব বিধান।
কোন শিল্পী করিয়াছে এসব নির্ম্মাণ ॥
দেখাগেলে একবার সাজাস্তারে দিব।
জনমের মত তার ধনাশা মিটাব ॥
এইরূপে কুলিন্দকে করে নিপীড়ন।
কৌন্তলক পুরে যেতে অতি হৃষ্টমন ॥

আছিলেক মনে মনে আজ তিন দিন।
পাঠায়েছি চন্দ্রহাসে করিতে অধীন॥
নিশ্চয় সে সন্ধ্যাকালে হলে সমাগত।
বিষদানে মদন করেছে তারে হত॥
এক প্রহরের মধ্যে করিয়া গমন।
কৃতকার্য্য পুত্রে গিয়া করিব দর্শন॥
এইরূপ চিন্তাকরি উঠি শিবিকায়।
ধৃষ্টবুদ্ধি ত্বরান্বিত হয়ে দ্রুত ধায়॥
যেতে যেতে বাহকেরে করেন তাড়না।
তাহারা কহিল কেন দেহ এ যাতনা॥
দ্রুতপদে মোরা সবে সত্বর গমনে।
আপনাকে লয়ে এই যেতেছি এক্ষণে॥
এ প্রকার কহিতেছে বাহকের দল।
হেনকালে একসর্প আবির্ভূত হল॥
বিস্তারি বিপুল ফণা মানব বচনে।
কহিতে লাগিল সর্প বিষাদিত মনে॥
আমি এতদিন তব ছিলাম নিকটে।
তবপুত্র স্থানভ্রষ্ট করে অকপটে॥
এক্ষণে তোমারে ত্যজি চলিনু স্বস্থানে।
তোমার কল্যাণ হোক বলিল সঘনে॥
ক্ষণমধ্যে পাতালেতে গেল বিষধর।
ধৃষ্টবুদ্ধি কিছুমাত্র বুদ্ধির গোচর॥
বিস্মিতের প্রায় হয়ে রহি কতক্ষণ।
বাহক দিগকে পুনঃ করেন পীড়ন॥
কিছুক্ষণ পরে গেল কৌন্তলকপুরে।
শঙ্খধ্বনি শুনি মন্ত্রী অন্তরে বিচারে॥
আমার তনয় কার্য্য করেছে সফল।
তাই এ মঙ্গলধ্বনি হতেছে কেবল॥
এতবলি ধৃষ্টবুদ্ধি পুর মাঝে যায়।
সম্মুখেতে বন্দিগণে দেখিবারে পায়॥
বন্দীরা তখন কর যোড়হাত করি।
আপনার শীঘ্রগতি কারণ নেহারি॥
মহাভাগ মদন করেছে সম্পাদন।
চন্দ্রহাস আয়ু হোক ব্রহ্মার মতন॥
মদনের সমদাতা নাহিক সংসারে।
শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি মনে জ্বলে একবারে॥
বন্দিগণে তিরস্কার করি মন্ত্রী যায়।
সম্মুখেতে দ্বিজগণে দেখিবারে পায়॥
বস্ত্র অলঙ্কার লয়ে হয়ে হরষিত।
নিজনিজ গৃহ মুখে হতেছে ধাবিত॥
তাহারা কহিল ধৃষ্টবুদ্ধিরে তখন।
কোথা পেলে চন্দ্রহাসে কহ বিবরণ॥
অতিশয় ভাগ্যোদয় হয়েছে তোমার।
সেইজন্য হেন কীর্ত্তি লভিলে অপার॥
ধৃষ্টবুদ্ধি রোষভরে দণ্ডতুলি কয়।
কোথায় পালাবি তোরা ওরে দুরাশয়॥
ইহা দেখি দ্বিজগণ প্রাপ্ত দ্রব্য ফেলে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিদিগে পলায় সকলে॥
চন্দ্রহাস রাজা হন গায়কেরা গায়।
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি যেন অগ্নিপ্রায়॥
দণ্ডাঘাতে যন্ত্র সব ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
গায়কেরা সকলেই দূরে পলাইল॥
পুরদ্বারে গিয়া দেখে রমণীর দল॥
আমোদেতে জ্বালিয়াছে প্রদীপ সকল॥
জিজ্ঞাসা করিল এত কিসের উৎসব।
কহগো রমণীগণ বিবরণ সব॥
মোর পুত্র মদন কি করেছে উপায়।
তাহারা কহিল শুন ওহে মন্ত্রীরায়॥
চন্দ্রহাসে পেলে কোথা তাহার কারণ।
এই সব মহোৎসব হল সংঘটন॥
ধৃষ্টবুদ্ধি কহিলেক পুরনারীগণে।
মদনকি চন্দ্রহাসে তুষিয়াছে ধনে॥
তাহারা কহিল পুত্র তোমার মদন।
চন্দ্রহাসে বিষয়াকে করেছে অর্পণ॥

আমাদের বাক্ শক্যে হইয়া পীড়িত।
এখন আছিস্ সম্ম খেতে অবস্থিত॥
দূর হয়ে যারে সব এখান হইতে।
লজ্জা না করিস মনে মুখ দেখাইতে॥
তখন সপ্তম দ্বারে করিয়া প্রবেশ।
নিরখিয়া প্রাপ্ত হল দুঃখ একশেষ॥
চন্দ্রহাস অঙ্কতলে বিষয়া সুন্দরী।
বেদীমধ্যে সমাসীন নয়নে নেহারি॥
অতিশয় ক্ষিপ্রমনে বিষন্ন বদনে।
হৃদয় বিদীর্ণ হল ভাবে মনে মনে॥
ধৃষ্টবুদ্ধি এইরূপ ভাবিছে অন্তরে।
চন্দ্রহাস পত্নীসহ নমস্কার করে॥
ধৃষ্টবুদ্ধি কিছু মাত্র কহে না বচন।
অনন্তর সেই স্থানে আসিল মদন॥
ভক্তিভরে পিতৃপদ করিল বন্দনা।
ধৃষ্টবুদ্ধি কিছুক্ষণ রহে অন্যমনা॥
অতিশয় খিন্ন হয়ে কহিল তনয়ে।
করেছিস একি তুই মোর মাথা খেয়ে॥
তোর কার্য্যে পরিতোষ হলোনা আমারি।
কেন তুই হেন কাযে হলি আগুসার॥
মদন কহেন তাত মোর নাহি দোষ।
কেন কর মোর প্রতি অকারণ রোষ॥
আপনার পত্র দেখে হয়ে যত্নবান।
চন্দ্রহাসে করিয়াছি ভগ্নী সম্প্রদান॥
কোটি কোটি মহিষ দিয়াছি ধেনু কত।
বিবিধ বসন স্বর্ণ প্রচুর রজত॥
এ বিবাহে ধনাগারে ছিল যত ধন।
করিয়াছি অকাতরে আমি বিতরণ॥
নানা দেশ হতে মৃত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
রাশি রাশি দ্রব্য পেয়ে মহা কুতুহলী॥
ধৃষ্টবুদ্ধি শুনি করে শিরে করাঘাত।
হেন্ত হত পাপি বলে ধাওরে নিপাত॥
দূর হয়ে যাও বলে আলয় ছাড়িয়া।
জীবন যাপন কর যাচিয়া যাচিয়া॥
মদন কহেন রাম পিতার বচনে।
রাজ্য ত্যজি মহাসুখে গিয়াছিল বনে॥
আপনার বাক্যে যাব অরণ্যে নিশ্চয়।
কিন্তু উপস্থিত কার্য্যে কি ভ্রান্ততা হয়॥
নিজে লিখেছেন পত্র বিষয়াকে দিতে।
আমি তাই দিয়াছি আনন্দ লভি চিতে॥
কুলিন্দ তাহার পত্নী এই দুইজনে।
আনা হয় নাই ক্রটী এইত এক্ষণে॥
অনুমতি করুণ ত্বরায় আনি গিয়া।
ধৃষ্টবুদ্ধি কহিলেক কি ফল থাকিয়া॥
আমার সম্মুখ হতে এবে দূর হও।
যে পত্র দিয়াছি তাহা আনিয়া দেখাও॥
ওরে মূর্খ নিজে তাহা করহ দর্শন।
সেই পত্রে কিবা আমি করেছি লিখন॥
মদন তখন সেই পত্র আনি দিল।
ধৃষ্টবুদ্ধি দেখি তাহা অবাক হইল॥
সমস্তই বিধি লিপি ভাবিয়া অন্তরে।
তখন তনয়ে তার সমাদর করে॥
সান্ত্বনা করিয়া কয় শুন বাছাধন।
পত্রে যাহা দেখিয়াছ সত্য সে ঘটন।
আমি কিন্তু অন্যরূপ করি অভিপ্রায়।
চন্দ্রহাসে পাঠালাম তাইত হেথায়॥
দেববশে বিষয়ার বিবাহ হইল।
কিছু দোষ নাহি বৎস অদৃষ্টে ফলিল॥
তুমি আমি অন্য কেহ কর্ত্তা এর নয়।
যেই কর্ত্তা তাহা হতে ঘটেছে নিশ্চয়॥
এইরূপে ধৃষ্টবুদ্ধি তুষিয়া সন্তানে।
চন্দ্রহাসে পরি পুষ্প করে ততক্ষণে॥
চতুর্থ দিবসে করে উচিত বিধান।
অতঃপর কার্য্যের গতি কর অবধান॥

অনন্তর ধৃষ্টবুদ্ধি ভাবে মনে মনে।
বিপরীত ঘটনা ঘটিল এইক্ষণে ॥
প্রবল বিপক্ষ জনে মদন আমার।
সম্প্রদান করে তারে কন্যা বিষয়ার ॥
কি করিব এইক্ষণে বুঝিয়া না পাই।
কে বলিবে সুমন্ত্রণা কাকে বা সুধাই ॥
পুত্র হতে মোর আশা হবেনা সফল।
কন্যা মোর হল হায়! যন্ত্রণা কেবল ॥
করিল উভয়ে মিলি মোর বংশ নাশ।
করিবেক কুল নষ্ট এই চন্দ্রহাস ॥
বিষয়া বিধবা হোক মুনির বচন।
বলিনু নিশ্চয় আমি করিব খণ্ডন ॥
ইহা ভাবি মনে মনে চণ্ডালে ডাকিয়া।
ধীরে ধীরে করে আজ্ঞা অন্তরে ভাবিয়া ॥
নগরের বহির্ভাগে দেবীর মন্দিরে।
করবাল লয়ে করে তাহার ভিতরে ॥
দুই কোণে দুইজনে গোপনে রহিবে।
সন্ধ্যাকালে যে যাইবে তাহারে কাটিবে।
পূর্ব্বকার মত কভু করনা ব্যাভার।
তাহলে আমার করে পাবেনা নিস্তার ॥
করেছি পুত্রের দিব্য দিব পুরস্কার।
চণ্ডালেরা শুনি ইহা হল আগুসার ॥
অনন্তর ধৃষ্টবুদ্ধি কহে চন্দ্রহাসে।
হিতবাক্য শুন বৎস আমার সকাশে ॥
বিবাহান্তে কুলপ্রথা আমাদের আছে।
পূজাদিতে হবে গিয়া চণ্ডিকার কাছে ॥
তোমার বিবাহ কার্য্য হল সম্পাদন।
এক্ষণে চণ্ডিকা পূজা কর সমাপন ॥
নগরের প্রান্তে আছে দেবীর মন্দির।
একাকী তথায় গিয়া পূজিবে সুধীর ॥
সন্ধ্যাকালে যাবে তথা জানিবে নিশ্চয়।
সন্ধ্যাকালে পূজায় দেবীর বরোদয় ॥

এইরূপ পাপমতি বলিলে বচন।
চন্দ্রহাস করিলেন আদেশ গ্রহণ ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া তাকে দিলেন সম্মতি।
দেবীর মন্দিরে যেতে পুলকিত মতি ॥
এথানে কৌন্তল পতি আনি পুরোহিত।
জিজ্ঞাসেন বিবরণ এবে কি উচিত ॥
রাজ্যে সুখ নাহি আর করি বিলোকন।
নিজের মস্তক ছায়া না করি দর্শন ॥
অতএব স্বস্ত্যয়ন করহ এক্ষণে।
যতেক অশুভ মোর ঘুচিবেক মনে ॥
গালব করেন তবে স্বস্ত্যয়ন কত।
বিহিত বিধান যাহা আছে প্রচলিত ॥
গালবের মুখে শুনি যত যোগসার।
ভাবিলেন সংসারেতে কিবা ফল আর ॥
মদনে ডাকিয়া কন শ্রবণে শ্রবণে ॥
জামাতা সে চন্দ্রহাসে আনহ এক্ষণে ॥
নিজ হিত যাহা আমি করিব বিধান।
মদীয় উচিত কার্য্য কর সমাধান ॥
মদন যে আজ্ঞা বলি গমন করিল।
শুন এবে আর এক ঘটনা ঘটিল ॥
জবাকুসুমের সম হইয়া তপন।
ধীরে ধীরে অস্তাচলে করেন গমন ॥
তাহা দেখি প্রফুল্লিত হয়ে চন্দ্রহাস।
চণ্ডিকার পূজাতরে করে অভিলাষ ॥
কুসুম চন্দন আদি লয়ে উপহার।
দ্রুতপদে যান চলি পাইতে নিস্তার ॥
পথিমধ্যে মদনের সাক্ষাৎ পাইল।
দ্রুতগতি কোথা যাও মদন কহিল ॥
চন্দ্রহাস কহিলেন জনক তোমার।
দিয়াছেন আজ্ঞা পূজিবারে চণ্ডিকার ॥
নমস্কার করিবারে যেতেছি তথায়।
মদন নিষেধ করি কহেন তাহায় ॥

মোর হস্তে পূজা দ্রব্য করিয়া অর্পণ।
ত্বরায় রাজার কাছে করহ গমন॥
ইহা বলি পূজা দ্রব্য মদন লইল।
একাকী দেবীর কাছে গমন করিল॥
ব্রতভঙ্গ হয় পাছে করিয়া মনন।
ছত্র কি চামর অশ্ব না করি গ্রহণ॥
অমনি চলিল সেই মদন সুমতি।
সেই অশ্বে চন্দ্রহাস করিলেন গতি॥
সেই ছত্র সে চামর সেই ভৃত্যগণ।
অলঙ্কৃত হয়ে যায় রাজার ভবন॥
উপনীত হয়ে তথা প্রণাম করিয়া।
রাজার সম্মুখ ভাগে রহে দাঁড়াইয়া॥
রাজা চন্দ্রহাসে দেখি পুরোহিতে কন।
এই চন্দ্রহাস অতি বিষ্ণু পরায়ণ॥
দানের উচিত পাত্র এইজন হয়।
ইহাকে সর্ব্বস্ব দান অবিহিত নয়॥
সমস্ত ইহাকে দিয়া অরণ্যে যাইব।
মুনিবর দেহ আজ্ঞা সাধন করিব॥
গালব সম্মত হন রাজার বচনে।
তখন কৌন্তলপতি প্রফুল্লিত মনে॥
চম্পক মালিনী হয় তনয়া তাঁহার।
তাহার সহিত দিল সব রাজ্যভার॥
অনন্তর বসন করিয়া পরিত্যাগ।
করিলেন আশ্রয় নির্জ্জন বনভাগ॥
নারদ কহেন শুন ওহে ধনঞ্জয়।
সংসার করেন ত্যাগ রাজা সদাশয়॥
মহামতি চন্দ্রহাসে বিহিত বিধানে।
অভিষিক্ত করিলেন রাজার আসনে॥
সিংহাসনে চন্দ্রহাস করি আরোহণ।
চম্পক মালিনী পাণি করেন গ্রহণ॥
এদিকে মদন যায় পূজা আদি লয়ে।
পুরিদ্বারে চণ্ডিকার প্রফুল্ল হৃদয়ে॥

সম্মুখে দেখেন দুই বিড়াল আতুর।
করিছে দুজনে তথা সমর প্রচুর॥
সহসা তাঁহার হস্তে ছিল আয়োজন।
তখনি ভূমিতে তাহা হইল পতন॥
মুখ নেত্র হতে তার রুধির ঝরিল।
মস্তক উপরে আসি উলুক বসিল॥
এ সকল কুলক্ষণ করিয়া দর্শন।
তথাচ মন্দির পানে করেন গমন॥
প্রবেশিল দেবী গৃহে কবাট খুলিয়া।
চণ্ডালেরা মারে অস্ত্র শবদ শুনিয়া॥
তীক্ষ্ণধার খড়্গ লয়ে করিছে প্রহার।
মদন কহিছে খুল মুক্তির দুয়ার॥
শূলাঘাতে মারিওনা দেহ কণ্ঠে পদ।
চরমে পাইব আমি সেই মোক্ষপদ॥
প্রাণের নিমিত্ত আমি করিনা প্রার্থনা।
জননী ভুবনেশ্বরী করোনা বঞ্চনা॥
চন্দ্রহাস তরে আজি দিয়া এজীবন।
অঋণী হইব ইহা বলিয়া মদন॥
কৃষ্ণ নাম উচ্চারিয়া পরাণ ত্যজিল।
চণ্ডালেরা কথা শুনি অবাক হইল॥
স্বামিপুত্র বিনাশিনু এঘোর শঙ্কায়।
চারিদিকে পলায়ণ করে উভরায়॥
নারদ কহেন তবে কুলিন্দ নন্দন।
চম্পকমালিনী সহ গজে আরোহণ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রীবরে প্রণাম করিতে।
অতি দ্রুতগতি যান হরষিত চিতে॥
তাহা দেখে ভৃত্যগণ কহে মন্ত্রীবরে।
আসিতেছে চন্দ্রহাস প্রফুল্ল অন্তরে॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি ক্রোধান্বিত হয়ে।
কহিল তোদের জিহ্বা ফেলিব কাটিয়ে॥
শূলে চড়াইব সবে দেখহে সবাই।
কৌন্তল ঈশ্বর ভিন্ন রাজা আর নাই॥

হেন কালে চন্দ্রহাস রাজপুত্রী সহ।
ধৃষ্টবুদ্ধি দেখিলেক প্রচণ্ড বিগ্রহ॥
মদন এসেছে মনে করে অনুমান।
বৎস একি একি দেখি কেমন বিধান॥
গজ হতে চন্দ্রহাস তথা অবতরি।
বন্দনা করেন হর্ষে চরণ তাঁহারি॥
ইহা দেখি ধৃষ্টবুদ্ধি কহিছে তখন।
চণ্ডিকাপূজনে তুমি করনি গমন॥
চন্দ্রহাস কহিলেন যাই যে সময়।
মদন নিষেধ করি গিয়াছে তথায়॥
আমারে পাঠায়ে দিল রাজার গোচরে।
ইহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি হায় হায় করে॥
পরের নিধনে গর্ত্ত করেছি খনন।
তাহাতেই হইলাম আপনি পতন॥
বহুবিধ পরিতাপ করিতে করিতে।
দেবীর মন্দিরে গেল সন্তানে দেখিতে॥
গিয়া দেখে পশুবৎ নিহত মদন।
ধৃষ্টবুদ্ধি তাহা দেখি হন অচেতন॥
পুনঃ সংজ্ঞালাভ করি কাঁদে উচ্চৈস্বরে।
প্রাণের তনয় মাত্র মদনের তরে॥
শিলাতলে মাথাকুটী বিদার করিল।
তাহাতেই ধৃষ্টবুদ্ধি সেখানে মরিল॥
পুত্র গেল পিতা গেল রহিল নির্জ্জনে।
ইহার সন্ধান নাহি জানে কোনজনে॥
অনন্তর প্রাতঃকালে লয়ে আয়োজন।
পুরোহিত যান তথা করিতে পূজন॥
মন্দিরে প্রবেশ করি হেরিল নয়নে।
পুত্র সহ মন্ত্রীবর নিহত দুজনে॥
তখনি আসিয়া কহে রাজা চন্দ্রহাসে।
চন্দ্রহাস দুঃখ কত করেন প্রকাশে॥
দেবীর মন্দিরে আসি শ্বশুর শ্যালকে।
হেহারি কহেন তবে জননী চণ্ডীকে॥
মাতঃ মোর দোষ যদি জেনেছ অন্তরে।
আমায় সত্বর লহ নাশে কৃপাকরে॥
অকাতরে ইহাদের করেছ বিনাশ।
এতবলি শুচি হন রাজা চন্দ্রহাস॥
তথা এক কুণ্ড কাটি জ্বালিল অনল।
ঘৃত তিল আহুতিতে হইল প্রবল॥
পরেতে স্বদেহ মাংস করিয়া কর্ত্তন।
সেই হুতাশন মধ্যে করেন অর্পণ॥
সর্ব্বাঙ্গ আহুতি দিয়া দিতে শিরদান।
চন্দ্রহাস হইলেন অতি যত্নবান॥
এই খড়্গ দিয়া শির কাটিব এখন।
ইহাতে হউন প্রীত শ্রীমধুসূদন॥
ইহা বলি কণ্ঠে খড়্গ করিলে প্রদান।
কপাল মালিনী তথা হন মূর্ত্তিমান॥
শুন বৎস আত্মহত্যা মহাপাপ অতি।
স্বীয় কর্ম্মফল ভোগে জগতের গতি॥
সেই হেতু পিতা পুত্রে হয়েছে নিধন।
যাহাহোক বরলহ মনের মতন॥
চন্দ্রহাস কহিলেন কিছু নাহি চাই।
হরি ভক্তি দেহ মোরে যার তুল্য নাই॥
ধৃষ্টবুদ্ধি মদন দুজনে প্রাণ পায়।
এই বর দেহ মোরে আপন কৃপায়॥
কহিলেন দেবী হবে হরি পরায়ণ।
হরিতে সাত্বিকী ভক্তি রবে সর্ব্বক্ষণ॥
আর তব শূল হরিপ্রিয় পুত্রহবে।
তোমার চরিত্র খ্যাতি জগতে ঘুষিবে॥
আমার সম্মুখে বৎস আইস সত্বর।
নয়ন মুদ্রিত করি ক্ষণ রহ স্থির॥
ইহাবলি দেবী তবে চন্দ্রহাস শিরে।
জ্ঞানময় হস্ত তাঁর রাখেন অচিরে॥
তখন সে ধৃষ্টবুদ্ধি সহিত মদন।
অন্যায় করেন চন্দ্রহাস নিরীক্ষণ॥

যেন ঘুম ভাঙ্গি তারা উঠেছে দুজনে।
কিছু মাত্র রূপের ব্যত্যয় নহে ক্ষণে॥
কিন্তু তিনি দেবী আর না পান দেখিতে।
স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি হইল মহীতে॥
অনন্তর চন্দ্রহাস করে নমস্কার॥
আলিঙ্গন পিতা পুত্রে করে বারবার॥
কহিলেন সমস্তই ভগবান মায়া।
জীবন মরণ হয় সে মায়ার ছায়া॥
এই জন্য সর্ব্বরূপে, হয়ে একমনা।
সর্ব্বদা করিব আমি তাঁর উপাসনা॥
এইরূপে বিষ্ণুভক্ত কুলিন্দ নন্দন।
সকল বিপদ হতে পাইল মোচন॥
সকল সম্পদ যুক্ত হবে চন্দ্রহাস।
পুরমধ্যে প্রবেশিয়া সুখে করে বাস॥
অর্জ্জুন কহেন তবে শুন মুনিবর।
কুলিন্দ করিল কিবা কহ অতঃপর॥
নারদ কহেন চন্দ্রহাসের গমনে।
ধৃষ্টবুদ্ধি কর্ত্তৃক কুলিন্দ নিপীড়নে॥
মনে মনে সন্তানের ভাবেন মঙ্গল।
ভগবান দয়া করে মোরে দিও স্থল॥
তুমিই দিয়াছ মোরে চন্দ্রহাস সুত।
সেও তব এক মাত্র সাধক আশ্রিত॥
তুমি তারে রক্ষা কর ওহে দয়াময়।
একমাত্র পুত্রে দিও চরণ আশ্রয়॥
ইহাবলি কুলিন্দক পত্নী সঙ্গে করে।
পশিবারে যায় দোঁহে অনল ভিতরে॥
ধৃষ্টবুদ্ধি শান্ত্বনা করিয়া তারে কয়।
তব রাজ্যধন পুনঃ পাইবে নিশ্চয়॥
চন্দ্রহাস সত্বর আসিবে হেথা ফিরে।
এতবলি গেল মন্ত্রী আপন মন্দিরে॥
এদিকেতে চন্দ্রহাস বসি রাজাসনে।
পিতা মাতা আনিলেন আপন সদনে॥

পরম সুখেতে তিন শত বর্ষকাল।
নির্ব্বিঘ্নে করেন রাজ্য যুচায়ে জঞ্জাল॥
বিষয়ার গর্ব্ভে পুত্র মকর কেতন।
চম্পক মালিনী পুর প্রসবে নন্দন॥
এইদুই পুত্র তাঁর জন্মিল ভূতলে।
নির্ব্বিঘ্নে করেন রাজ্য হরি কৃপাবলে॥
শিশুকালে শালগ্রাম শিলার কারণ।
ভবার্ণবে পাইলেন অনাসে মোচন॥
অতএব শালগ্রামে অর্চ্চনা করিবে।
শালগ্রাম নারায়ণ সাক্ষাৎ জানিবে॥
যদি থাকে ভবপার যাইতে বাসনা।
ভক্তিসহ শালগ্রাম করিবে অর্চ্চনা॥
যেইজন শালগ্রাম স্কন্ধে করি বয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তাহার জয় হয়॥
বৈষ্ণবকে শিলাচক্র করিলে প্রদান।
তাহার অক্ষয় ফল চির বিদ্যমান॥
যেই জন পাপকার্য্য করে পাপে মজে।
তার মুক্তি লাভ হয় শালগ্রাম পূজে॥
ব্রহ্মার বচন এই খ্যাত চরাচরে।
শালগ্রাম নির্ম্মাল্য মস্তকে যেই ধরে॥
সাক্ষাৎ হরির তুল্য হইবে সেজন।
সম্মান করিবে তারে হরির মতন॥
শিলাদত্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ যেই করে।
সকল পাতক তার দূর হয় পরে॥
শিলার সম্মুখে শ্রাদ্ধ গয়াশ্রাদ্ধ হয়।
গ্রন্থপাঠে পিতৃলোক চিরমুক্তি পায়॥
যেই গৃহে শিলার থাকয়ে অধিষ্ঠান।
সকল দেবতা তীর্থ তথা বিদ্যমান॥
শিলোদক পান যেই অন্তকালে করে।
পায়সে পরমগতি খ্যাত চরাচরে॥
নারায়ণ সম বন্ধু নাহিক ভুবনে।
ভাগীরথী সমান তীর্থ নাহি সবে জানে॥

বিষ্ণুপাদোদক সম তীর্থ নাহি আর।
তুলসী বৃক্ষের সম বৃক্ষ নাহি আর॥
তুলসী দর্শন মাত্রে পাপ হয় ক্ষয়।
তুলসী পত্রেতে বিষ্ণু পূজিবে নিশ্চয়॥
শালগ্রাম শিলার মহিমা কত কব।
সালোক্য সাযুজ্য সব তাহাতে উদ্ভব॥
এক্ষণে চলিনু স্বর্গে শুন ধনঞ্জয়।
হরিপাদ পদ্মে চিত রাখিবে নিশ্চয়॥
ইহা বলি মুনিবর যান স্বর্গপুরে।
বিস্ময়ে আবিষ্ট পার্থ হলেন অচিরে॥
সাধুসঙ্গ বিনা আর নাহিক উপায়।
নাহি কোন সুখ আশা নশ্বর ধরায়॥
ইহাবলি রাজগণে হইয়া বেষ্টিত।
চন্দ্রকান্ত পুরে যান আনন্দিত চিত॥
জৈমিনি বলেন হরি ভক্তির সহিত।
এই ইতিহাস পাঠ করিলে নিয়ত॥
অথবা যেজন ইহা করয়ে শ্রবণ।
পরিণামে বিষ্ণুলোক সে করে গমন॥

ইতি পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষটত্রিংশৎ অধ্যায়।

করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায় মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তদেবাস্য যদ্বিধের্ম্মনসিস্থিতং ॥

চন্দ্রহাসের পুত্রদ্বয় কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অশ্ব ধৃতকরণ। বাসুদেব ও অর্জ্জুনের সহিত চন্দ্রহাসের সাক্ষাৎ।

জন্মেজয় কহিলেন কহ হে ব্রহ্মণ।
চন্দ্রহাস ওই অশ্ব কবে কি ধারণ ॥
ধরেছিল কিনা কহ আমার গোচর।
শুনে প্রভু সুস্থ করি আপন অন্তর ॥
তব সুললিত বাণী শুনিতে আমার।
হইতেছে দয়াময় আনন্দ অপার ॥
জৈমিনি বলেন শুন হে জনমেজয়।
যে ঘটনা ঘটিল শুনহ যাহা হয় ॥
চন্দ্রহাস দুই পুত্র প্রভাত সময়ে।
স্বপুরে চরিতে দেখে সেই অশ্বদ্বয়ে ॥
তখনি বন্ধন করি আনন্দিত মনে।
উপনীত হল গিয়া পিতার সদনে ॥
ঐ দুই অশ্ব অর্জ্জুনের অধিকৃত।
ইহা তিনি লিপি পাঠে হয়ে অবগত ॥
কৃষ্ণ সমাগম হবে ভাবিয়া অন্তরে।
আনন্দের স্রোত আর অন্তরে না ধরে ॥
ভাবিলেন শিশু হতে যাহা চিন্তা করি।
পার্থ সহ আসিবেন অবশ্য সে হরি ॥
অনন্তর কহিলেন বিবরা নন্দনে।
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অশ্ব জানিবে হে মনে ॥
সাবধানে অর্দ্ধমাস রাখিয়া ইহায়।
ধর্ম্মরাজে পুনর্দিবে এ অশ্ব ত্বরায় ॥
একমাত্র সুকার্য্য ই বাসনা আমার।
অশ্বে কিবা প্রয়োজন থাকিয়া সংসার ॥
নারায়ণে দেখিলেই মুক্ত হইবে।
চরমে নির্ব্বাণ পদ অবশ্য ঘটিবে ॥
হরির সন্তোষ হবে ভাবিয়া এখন।
অর্জ্জুনের সহিত করিব আমি রণ ॥
পিতৃ আজ্ঞা পেয়ে যায় বিষয়া তনয়।
রক্ষা করিবারে অর্জ্জুনের অশ্বদ্বয় ॥
চন্দ্রহাস নগর প্রান্তরে রয় গিয়া।
অর্জ্জুনের সহ যুদ্ধ যাচিতেছে হিয়া ॥
হেনকালে বাসুদেব সহ ধনঞ্জয়।
তথায় আসিয়া দোঁহে উপনীত হয় ॥
জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ বয়সে প্রবীণ।
পরম গৌরবান্বিত বিষ্ণুর অধীন ॥
চন্দ্রহাসে নিরখিয়া কহেন ফাল্গুনি।
ইহাকে নিরখি জন্ম কুল ধন্য মানি ॥
তখন শ্রীহরি হন বিষ্ণু অবতার।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম করে শোভে তাঁর ॥

রথোপরি চতুর্ভুজ বিগ্রহ মুরতি।
নিরখিয়া চন্দ্রহাস প্রফুল্লিত মতি॥
চন্দ্রহাস প্রেমময়ে করি নিরীক্ষণ।
রথ হতে ভূমিতলে নামে ততক্ষণ॥
দণ্ডবৎ ভূমে পড়ে করে নমস্কার।
বাসুদেব আলিঙ্গন করেন তাহার॥
বাহু চতুষ্টয়ে ধরি আলিঙ্গন করি।
অর্জ্জুনের প্রতি কন বাক্য ত্বরা করি॥
এই বৃদ্ধ ধ্রুবতুল্য মম ভক্তজন।
তুমি উঠি চন্দ্রহাসে কর আলিঙ্গন॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি কুরুক্ষেত্র রণে।
শিক্ষা দিয়াছিলে নিজ ধর্ম্মের পালনে॥
এক্ষণে কিরূপে বিপরীত কার্য্য তার।
করিতে বলিছ হরি জানিনা ব্যাপার॥
আমি যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে সমরে।
বৃদ্ধবলি আলিঙ্গন করিব ইহারে॥
বাসুদেব কহিলেন সাধক আমার।
অকর্ত্তব্য নয় আলিঙ্গন নমস্কার॥
শত শত কপিলা প্রদানে যেই ফল।
মোর ভক্ত আলিঙ্গনে হয় সেই ফল॥
আমি চন্দ্রহাস দেহে আছি অধিষ্ঠান।
ইহা জানি আলিঙ্গন করহ বিধান॥
তখন অর্জ্জুন অতি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বাহু প্রসারিয়া॥
চন্দ্রহাস পুনরায় আলিঙ্গন করি।
আশ্রয় কেবল মাত্র আমার শ্রীহরি॥
সর্ব্বদা ইহাঁর আমি করিব ভজনা।
কোন কার্য্যে নাহি আর রব অন্যমনা॥
পুত্রকে রেখেছি তব অশ্বের রক্ষায়।
ঝটিতি বিষয়াসুত আইল তথায়॥
দুইহস্তে দুই অশ্ব করিয়া ধারণ।
প্রণাম করেন হয়ে আনন্দিত মন॥
অনন্তর চন্দ্রহাস বহু সমাদরে।
নর-নারায়ণ লয়ে প্রবেশে নগরে॥
সমুচিত পূজা করি করযোড়ে রয়।
ভক্তের উচিত এই জানিবে নিশ্চয়॥
তাঁর উপস্থিত হেতু সহিত মদন।
ধৃষ্টবুদ্ধি হইলেন পবিত্র এখন॥
অনন্তর জনার্দ্দন সেই মুনিবরে।
গালবকে নমস্কার করেন আদরে॥
সন্তুষ্ট করিয়া সবে তিন রাত্রি বাস।
করিলেন ভগবান, প্রীত চন্দ্রহাস॥
সমুদায় রাজ্যধন ধরিয়া চরণে।
একান্তে দাড়ায়ে রন পুলকিত মনে॥
এই বিবরণ পাঠ করয়ে যেজন।
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় বহু ধন॥
অনন্তর চন্দ্রহাস বিষয়ানন্দনে।
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন সেক্ষণে॥
বাসুদেব সঙ্গ লাভ বাসনা করিয়া।
অর্জ্জুনের অশ্ব সহ যান হৃষ্ট হৈয়া॥
অশ্বদ্বয় যে যে স্থানে করয়ে গমন।
কেহ আর অশ্বগণে নাকরে ধারণ॥
সকলে প্রণত হয়ে গোবিন্দ চরণে।
অশ্বদ্বয় পরিত্যাগ করয়ে সেক্ষণে॥
অনন্তর অশ্বগণ যাইয়া উত্তরে।
প্রবেশিল অকস্মাৎ সে মহাসাগরে॥
তাহা দেখি সকলেই বিস্ময় মানিল।
সকলেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল॥
জনার্দ্দন কহিলেন অর্জ্জুন, মদন।
হংসধ্বজ বভ্রুবাহু ময়ূর-কেতন॥
ইহারাই যেতে পারে সলিল ভিতরে।
পঞ্চজন সহ গিয়া প্রবেশে সাগরে॥
দূর হতে অর্জ্জুন করেন নিরীক্ষণ।
জীর্ণ বটপত্র হতে করিয়া ধারণ॥

বকদালভ্য মুনি তথা সে মহাসাগরে।
দ্বীপের উপরে স্থিতি তাঁর অকাতরে ॥
নেত্র নিমীলিত তাঁর দেখিয়া সকলে।
রথহতে নামি সবে প্রণমে ভূতলে ॥
বিস্মিত হইয়া তবে কহে ধনঞ্জয়।
শুষ্ক শীর্ণ পত্র কেন করে শোভাপায় ॥
মহর্ষি হাসিয়া কন পবিত্র বচনে।
বহুবিধ ক্লেশ হয় সংসার বন্ধনে ॥
গৃহীজন বন্দীভাবে স্বজনের সহ।
দুরন্ত চিন্তায় কাল যাপে অহরহঃ ॥
স্ত্রীরূপ পাশেতে বদ্ধ হয় যেইজন।
সহজে সেনয় ধর্ম্মপথে বিচরণ ॥
এইজন্য দারা নাহি পরিগ্রহ করি।
পার্থ কন আয়ু কত কহ দয়াকরি ॥
দাল্ভ্য কন কত ব্রহ্মা হয়েছে পতন।
কত মার্কণ্ডেয় গেছে না হয় গণন ॥
যখন সংসার সব হয় জলময়।
তখনই বটপত্র এক দৃষ্ট হয় ॥
তাহে এক শিশু থাকে করিয়া শয়ন।
সেই শিশু তব সঙ্গে করেন ভ্রমণ ॥
ভগবন তবরূপ দর্শন প্রয়াসে।
আছি এই সিন্ধুজলে প্রবল বাতাসে ॥
কি জন্য জলের মধ্যে করে বিসর্জ্জন।
দূরেতে প্রস্থান করি কর বিচরণ ॥
তখন বালক ভাবি করিনে প্রার্থনা।
এক্ষণে করুণা করি পুরাও বাসনা ॥
একবার আলিঙ্গন কর জগন্নাথ।
বহু আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধ কর মনোরথ ॥
বাসুদেব কন তবে শুন ভগবান।
পুরাণ পুরুষ কেবা আপন মতন ॥
সকলের পূজনীয় আপন কৃপায়।
ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে ত্বরায় ॥

বকদালভ্য এই কথা করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন করি হাস্য শুন ভগবন্ ॥
আপন প্রসাদে আমি হয়েও পতিত।
যেমন উঠিয়া ছিনু হয়ে হরষিত ॥
সেইরূপ চূর্ণ হল মম অহঙ্কার।
শুনহে অর্জ্জুন বলি তাহা সবিস্তার ॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা বেদপাঠ করিতে করিতে।
কহিলেন কি কারণ মগন তপেতে ॥
তোমার প্রার্থনা যাহা বলহে এখন।
এখনি করিব আমি সে সব পূরণ ॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বলিলাম তাঁয়।
দেখিয়াছি বিংশজন ব্রহ্মা তোমা ন্যায় ॥
তুমি আর কি করিবে মোরে বরদান।
আমার নিকট হতে করহ প্রস্থান ॥
একথা বলিবা মাত্র বাতাস উঠিল।
আমাদের দুইজনে আকাশে তুলিল ॥
গেলাম উভয়ে অষ্ট মুখ ব্রহ্মা লয়ে।
সগর্ব্বে বলেন শোচ মাটী এস লয়ে ॥
পুনরায় ঘোর বায়ু হল প্রাদুর্ভূত।
তিন জনে তৃতীয় লোকেতে উপনীত ॥
তথায় ষোড়শ মুখ ব্রহ্মা অবস্থান।
অষ্টমুখ ব্রহ্মা দেখে সহাস্য বয়ান ॥
পুনর্ব্বার ঘোর ঝড় উঠিল তথায়।
ষোড়শাস্য ব্রহ্মা সহ উড়াইয়া যায় ॥
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
প্রবেশিনু চতুর্থ ব্রহ্মার ভবনেতে ॥
বত্রিশ বদন ব্রহ্মা বিরাজ তথায়।
ষোড়শ আনন ব্রহ্মা পরিচয় পায় ॥
হাস্য সহকারে বলে আমি ভিন্ন আর।
ব্রহ্মা কি জগতে আছে, আমার সংসার ॥
এই অহঙ্কারে পুনঃ বহিল পবন।
বায়ুবশে গোলোকেতে করিল গমন ॥

পুরুষ সহস্র মুখ দেখিয়া তথায়।
সকলের দর্পচূর্ণ হয়ে গেল হায়॥
আমরা সকলে মিলি পড়ি ভূমিতলে।
দণ্ডবৎ হয়ে সবে প্রণাম করিলে॥
উল্লিখিত ব্রহ্মাগণে নিজ নিজ স্থানে।
স্থাপিত করেন সবে হরষিত মনে॥
তাঁহাদিগে ত্যাগ করি জলে অবস্থান।
অতএব গর্ব্ব করা নহেত বিধান॥
গর্ব্ব করে হয়েছিল ব্রহ্মার পতন।
মুনির বচন শুনি নর নারায়ণ॥
আনন্দিত হয়ে তাঁর লয়ে অনুমতি।
ছুটী অশ্ব লয়ে সবে করিলেন গতি॥

ইতি ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়।

গম্ভীর ধীর ন নির্ব্বাণশূন্যং,
সংসার সার নচপাপ পুণ্যং।
ব্যক্ত নচাব্যক্তমৃভেদভিন্নং.
তস্মৈনমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায়॥

জয়দ্রথ পুরে অশ্বের গমন। অশ্ব লইয়া অর্জ্জুনের
যজ্ঞস্থলে আগমন ও যজ্ঞ সমাপ্তি।

কহেন জনমেজয়, অর্জ্জুনের ছুটী হয়,
কোথা গেল কহ তার পরে।
যত শুনি তব বাণী, মনে হেন অনুমানি,
প্রতি বাক্যে যেন সুধাক্ষরে॥
যতই শুনিতে পাই, ততই শুনিতে চাই,
কৃপাকরি করিয়া বর্ণন।
আমার অতৃপ্ত চিত, কর তৃপ্ত হই প্রীত,
শুনি সুখে অমিয় বচন॥
জৈমিনি বলেন শুন, অতঃপর যে ঘটন,
দালভ্য কাছে লইয়া বিদায়।
নর আর নারায়ণ, সঙ্গে সহচরগণ,
দুই অশ্ব আগে আগে ধায়॥
অনেক ভ্রমণ করি, যথা জয়দ্রথপুরী,
সে নগরে হল সমাগত।
জয়দ্রথ শিশুপুত্র, দেখেনি এবলকুত্র,
সিংহাসনে ছিল আরোহিত॥
পিতৃ হন্তা কিরীটীর, আগমন শুনি বীর,
একবারে অধীর হইল।
শঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে, দারুণ কম্পিত কায়ে,
সিংহাসনে জীবন ত্যজিল॥
তাহাদেখি তার মাতা, দুঃশলা সে স্নেহান্বিতা,
হাহাকার করিয়া সঘনে।
অর্জ্জুন নিকটে গিয়া, জনার্দ্দনে প্রণমিয়া,
কহিলেন করুণ বচনে॥

রক্ষ প্রভু নারায়ণ, কেশব মধুসূদন,
রক্ষাকর এক্ষণে আমায়।
রণস্থলে পতিধনে, বধেছে শ্বেত বাহনে,
পুত্রহত্যা করিল হেথায়॥
আপনি জগত পতি, আপনিই সৃষ্টি স্থিতি,
শরণ নিলাম তাই পায়।
দয়াকরি দয়াময়, দেহ মোরে পদাশ্রয়,
যাতে মোর পুত্র প্রাণ পায়॥
অর্জ্জুন বিপদ হেরি, রথ হতে অবতরি,
ভগিনীকে করে নমস্কার।
সান্ত্বনা করিয়া কয়, আমারে হও সদয়,
অপরাধ ক্ষমগো আমার॥
আপনাকে রাজ্যধন, সকলি দিব এখন,
লক্ষ লক্ষ অশ্বগজ দিব।
অপরাধ ক্ষমাকরি, হস্তিনায় ত্বরাকরি,
চল তবে সন্তোষ লভিব॥
দুঃশলা রোদন করি, পুনরায় কহে হরি,
তুমি আছ সকল অন্তরে।
স্মরণ করিবা মাত্র, উপনীত হয়ে তত্র,
দ্রৌপদীর দুঃখ দিলে দূরে॥
দেখিলে তোমার পদ, সবে হয় নিরাপদ,
এ বিপদ তবে কি কারণ।
সমাগমে আপনার, কেন মন্ত্রণা তার,
পুত্রহীন দেখি একেমন॥
হায়রে শ্বেতবাহন, দেখাইছে প্রলোভন,
স্বামী পুত্র করিয়া বিনাশ।
রাজ্যহীন করে হায়, যেতে বলে হস্তিনায়,
জীবনেতে কি আর প্রয়াস॥
এতবলি শোক ভরে, বিলুণ্ঠিত ধূলিপরে,
শ্রীহরির চরণের মূলে।
সেই সর্ব্ব বিশ্বেশ্বর, চরণ যুগলবর,
আর্দ্র হল নয়নের জলে॥

ভগবান জনার্দ্দন, সান্ত্বনা করিয়া কন,
শুভে তব হউক কল্যাণ।
এবে গাত্রোত্থান কর, আমার বচন ধর,
তব পুত্র পাইবে পরাণ॥
এতবলি পার্থসনে, পুবে যান দুইজনে,
স্পর্শমাত্র দুঃশালা নন্দনে।
জীবন দিলেন হরি, পেয়ে শ্রীচরণতরি,
অতি হর্ষ দুঃশলার মনে॥
পুরমধ্যে মহোৎসব, আনন্দে মাতিল সব,
নৃত্যগীত অবিরত হয়।
নানাবিধ বাদ্যবাজে, পুরবাসী সবে সাজে,
সবে হল শ্রদ্ধা ভক্তিময়॥
দুঃশলাকে অনন্তর, কহে পার্থ বীরবর,
সম্বৎসর আজ পূর্ণ হল।
যেতে হবে হস্তিনায়, দেখিতে আমার মায়,
পুত্র সহ গমনে কিবল॥
দুঃশলা সম্মতাহন, পার্থ প্রীতি সম্পাদন,
করিয়া কহেন নারায়ণে।
আপনার কৃপাবলে, মনস্কাম সবফলে,
সিদ্ধ হল যাহা ছিল মনে॥
ধর্ম্মরাজে দেখিবারে, যাব হস্তিনানগরে,
এক্ষণেতে চলুন শ্রীহরি।
পূর্ণ দেখে সম্বৎসর, কহিলেন অনন্তর,
হস্তিনায় চল যাত্রা করি॥
হে পার্থ যুগল হয়, স্বর্গ মর্ত্ত্য সমুদয়,
করিয়াছে সর্ব্বত্র ভ্রমণ।
বৎসর পূরণ হল, হস্তিনায় ফিরি চল,
বৃথা ভ্রমি কিবা প্রয়োজন॥
ধর্ম্মরাজ এতদিন, নিয়ম পালনে ক্ষীণ,
হয়েছেন ত্বরা চল যাই।
এত শুনি হরিমুখে, চলিল হস্তিনামুখে,
অশ্বসহ রক্ষক সবাই॥

শ্রীমধুসূদন যান, হয়ে অতি হৃষ্টমান,
সকলের অগ্রেতে গমন।
কর্ণবীর বৃষকেতু, তুলিয়ে বিজয়কেতু,
পরে যায় অন্য বীরগণ॥
এইরূপে নারায়ণ, হাস্বনা প্রতিগমন,
করে যান যথা যুধিষ্ঠির।
প্রণমিয়া পদতলে, বলিলেন কুতূহলে,
আসিতেছে অর্জ্জুন সুধীর॥
আপনার সহোদর, জয় করি চরাচর,
নিরাপদে ঘোটক লইয়া।
পরাজিত রাজগণে, সঙ্গে করি হৃষ্টমনে,
এসেছেন বিজয়ী হইয়া॥
ইহা কহি আদ্যোপান্ত, অর্জ্জুনের জীবনান্ত
সংক্ষেপে কহেন নারায়ণ।
ভীমসেনে আলিঙ্গিয়া, সকলেরে সম্ভাষিয়া,
গুরুজনে করেন বন্দন॥
ধর্ম্মরাজে কন হরি, যজ্ঞ ঘাটে বাস করি,
এক্ষণে করুণ অবস্থিতি।
এক্ষণে নগরবাসী, নগর সাজাও আসি
অর্জ্জুনের মনে দিতে প্রীতি॥
কেশবের শুনি কথা, পুরবাসী ছিল তথা,
সবে যায় অর্জ্জুনে আনিতে।
আপনি কেশব যান, হয়ে দ্বিজ সন্নিধান,
পূর্ণ করি বেদের ধ্বনিতে॥
যত দ্বিজ পত্নীগণ, অর্ঘ্য লয়ে ততক্ষণ,
সবে যান অগ্রবর্ত্তী হয়ে।
অর্জ্জুনেরে আনিবারে, দ্রুত যায় সবাকারে,
পুরবাসী সহর্ষ হৃদয়ে॥
ক্ষণমধ্যে বীরবর, সব্যসাচী গুণধর,
রাজগণে হইয়া বেষ্টিত।
আর দুটী অগ্রে লয়ে, অতিশয় হৃষ্ট হয়ে,
কৃষ্ণ সনে হলেন মিলিত॥

উভয়ের সৈন্যচয়, একত্রে মিলিত হয়,
যেন শোভে মহান সাগর।
কহিয়া নানান কথা, উপনীত হন তথা,
যথা ধর্ম্মরাজ গুণধর॥
পার্থ সঙ্গী রাজগণ, কহিছে সবে বচন,
বহুদেশে করেছি ভ্রমণ।
এমন সুন্দর পুরী, কভু না নয়নে হেরি
হেন শোভা দেখিবে কখন॥
অথবা লক্ষ্মীর পতি, করেন যথায় স্থিতি,
অভাব তথায় কিবা আর।
ভাবে হেন মনে মনে, পরস্পর সম্ভাষণে,
সবে পায় আনন্দ অপার॥
অনন্তর নারায়ণ, হয়ে অতি হৃষ্টমন,
সকলেরে দেন পরিচয়।
ইনি সেই চন্দ্রহাস, বিষ্ণুভক্ত হরি আশ;
বীরবন্ধ্য মহাবীর হয়॥
তাত ধৃতরাষ্ট্র শুন, এই সে শিখি কেতন,
আপনাকে করিছে প্রণতি।
নীলধ্বজ হংসকেতু, এরাই যশের সেতু,
বন্দিবারে অতি হৃষ্টমতি॥
এরূপে মধুসূদন, পরিচয়ে হৃষ্ট হন;
ধৃতরাষ্ট্র করেন আদর।
যথাযোগ্য সম্ভাষণে, তোষেণ সবার মনে,
রাজগণে হয়ে অগ্রসর॥
সকলে মর্য্যাদা পেলে, সবে গিয়ে কুতূহলে
ধর্ম্মরাজে করেন বন্দন।
অর্জ্জুন প্রণাম করি, কর যুগ পুটকরি,
সম্মুখেতে দাঁড়াইয়া রন॥
অনন্তর কুন্তী সতী, নিরখি প্রফুল্লমতি,
অর্জ্জুনেরে করি আলিঙ্গন।
অতিশয় প্রীতিভরে, বৃষকেতু কোলে করে,
পরিশেষে অতি তুষ্ট মন॥

কৃষ্ণাসক্ত ধর্ম্মরাজ, ভূমি কর্ষণের কাজ,
দুইজনে করেন সাধন।
প্রথমে সুবর্ণ চিতি, পরে হয় শ্যেনচিতি,
এইরূপে ইষ্টকাচরণ॥
অনন্তর দ্বিজগণ, অষ্টদ্বার সুশোভন,
সুন্দর পতাকা অলঙ্কৃত।
মণ্ডপ নির্ম্মাণ করি, অষ্টাদশ যূপ করি,
সকল করেন সমুচ্ছ্রিত॥
ঋষভীর বেদীত্রয়, তথা সুবিহিত হয়,
ব্যাস হন আচার্য্যে বরণ।
বকদাল্‌ভ্য মুনিবর, ব্রহ্মা হয়ে সে অধ্বর,
সাধ ন জানেন হুতাশন॥
দ্বাদশ দিব্যদিগণ, ঋত্বিকে বরণ হন,
রক্ষামন্ত্রে রক্ষা সব করি।
সপ্তমহা ঋষিগণ, দ্বারপাল হয়ে রন,
ধর্ম্মরাজ মৃগশৃঙ্গ ধরি॥
যজ্ঞে হয়ে সুদীক্ষিত, যেমন আছে বিহিত,
পূজাকরি বহু ঋষিবরে।
আপনার কার্য্যতরে, নিয়োগ করেন পরে,
পূর্ণ হল যজ্ঞ উপচারে॥
চৌষট্টী দম্পতিগণ; করে বারি আনয়ন,
গঙ্গাহতে যুধিষ্ঠির তরে।
বহু করে আলাপন, পরস্পর সম্ভাষণ,
হৃষ্ট মনে করে অকাতরে॥
প্রিয়ভার্য্যা যেই যায়, সঙ্গে সেই যায় তায়,
অন্য নারী করে অভিমান।
কেহ যায় পতি সহ, কেহ জলে অহরহ,
নাহি পেয়ে এরূপ সম্মান॥
রুক্মিণীর সহ হরি, আনিবারে যান বারি,
কুন্তীসুত গ্রন্থি বসনে বান্ধিল।
নারদ দেখিয়া ..... ব্যাপার কৌতুককর,
দেখি সত্যভামারে কহিল॥

নানাদেশী রাজগণ, উপস্থিত সর্ব্বজন,
রুক্মিণী পেলেন বহু মান।
হরির সহিত মিলে, আনিতে জাহ্নবীজলে,
ঐ দেখ করিছে প্রয়াণ॥
রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রিয়া, মুখে শুধু সম্ভোষিয়া
অনুরাগ দেখ ন তোমায়।
সত্যভামা তবে কন, মোর গৃহে জনার্দ্দন,
তার সহ যাইব ত্বরায়॥
নারদ সত্যার ঘরে, প্রবেশি দর্শন করে,
কেশব তথায় বিদ্যমান।
কহেন সত্যায় দেখি, আবার এখানে দেখি,
এর কিছু না পাই সন্ধান॥
অতএব সত্যালয়ে, শীঘ্র যান হৃষ্ট হয়ে,
আনিবারে জাহ্নবীর জল।
যান জাম্ববতী ঘরে, নারদ তাপসবরে,
কহিলেন তাহারে সকল॥
রুক্মিণী সত্যায় লয়ে, গিয়াছেন হৃষ্ট হয়ে,
মাধব আনিতে গঙ্গাবারি।
কহিলেন জাম্ববতী, জানন পিতার গতি
দেখ মোর গৃহে শুয়ে হরি॥
সেখানে দেখিয়া হরি, অন্তরে বিস্ময় ভরি,
পুনঃ যাত্রা গোপীর ভবনে।
এইরূপ যথা যান, হরি তথা বিদ্যমান,
নিরখি বিস্ময় ভাবে মনে॥
অগ্রেতে বণিক প্রিয়া, দ্রুত যান বারি নিয়া
অরুন্ধতী রুক্মিণীরে কন।
সামান্য কুম্ভভারে, ব্যথাতর পায় শিরে,
ক্লেশ নাহি জলসে বহন॥
সুভদ্রা শুনিয়া কন, গিরি গিরি গোবর্দ্ধন,
ধরেছেন একমাত্র করে।
যাঁর হৃদে সেই হরি, আছেন বসতি করি,
কিবা ক্লেশ কলসের ভারে॥

রুক্মিণী কহেন ত্বরা, শুভদ্রা আমার দ্বারা,
ধরেছে পাইয়া ধনঞ্জয়ে।
এরূপ আলাপ করি, পতিসহ অয়ে বারি,
সব নারী করিল গমন।
মৃদঙ্গাদী বেণু বীণা, বাদ্যধ্বনি হয় নানা,
হস্তিনায় মত্ত সর্ব্বজন॥
জৈমিনি বলেন শুন হে মহারাজন।
মহাসমারোহে হল যজ্ঞ সমাপন॥
স্বয়ংকৃষ্ণ ভগবান দ্বিজ ঋষিগণে।
নিযুক্ত হলেন তিনি পাদ প্রক্ষালনে॥
পাদ প্রক্ষালন করি প্রদত্ত রাজার।
সুন্দর বসন মালা নানা অলঙ্কার॥
পরিধান করি সবে আনন্দিত মনে।
উপবিষ্ট হইলেন স্বর্ণের আসনে॥
দীয়তাং শব্দ ভিন্ন নাহি কিছু আর।
ইতর অর্থীরা পায় বহু দ্রব্যভার॥
সুবর্ণ রজত রত্ন বসন ভূষণ।
গজ অশ্ব রথ যান চামর চন্দন॥
সহস্র সহস্র ধেনু দাস দাসী কত।
প্রার্থনা মাত্রেতে লভে স্ব স্ব অভিমত॥
কেহনা বিমুখ হল যুধিষ্ঠির দানে।
অসন্তুষ্ট নহে সবে প্রফুল্ল বয়ানে॥
অনন্তর যর্ম্মরাজ হইয়া দীক্ষিত।
অশ্বকে আনিয়া শ্রুতি হইল পঠিত॥
তোমায় উৎসর্গ করি এই যজ্ঞস্থলে।
স্বর্গলোক লাভ তব হবে অবহেলে॥
এই কথা শুনি অশ্ব আনন্দিত মনে।
ক্ষণমাত্র চাহিলেক কেশবের পানে॥
নকুলকে জানাইয়া নিজ অভিপ্রায়।
বদন কম্পন করে বুঝিল ত্বরায়॥
নকুল কহেন তবে শুন ধর্ম্মরাজন
স্বর্গেতে গমনে মোর নাহি কোনকাজ॥
যে যজ্ঞের কর্ত্তা নাই তার শেষ ফল।
একমাত্র আছে শুধু স্বর্গটি কেবল॥
এই হেতু স্বর্গে মোর না হ অভিলাষ।
আমার অন্তরে এই দারুণ প্রয়াস॥
এ যজ্ঞের প্রভু হরি যিনি যজ্ঞেশ্বর।
তিনিই সাক্ষাৎ ফল বুঝেছে অন্তর॥
এক্ষণে যাজ্ঞিকগণ করুণ দশন।
মধুসূদনের মুখে করিব গমন॥
তথায় আমার স্থিতি নিশ্চয় হইবে।
অক্ষয় স্বর্গেতে মন কি সুখ লভিবে॥
তবে ধৌম্য পুরোহিত কন ভীমসেনে।
খড়্গালয়ে স্থির হয়ে থাকহ এক্ষণে॥
অশ্বের পরীক্ষা আমি বিশেষ করিব।
পরেতে ছেদিবে অশ্ব যখন বলিব॥
এতবলি ধৌম্য অশ্ব পরীক্ষা করিতে।
বামকর্ণ নিপীড়ন করেন সাক্ষাতে॥
অনর্গল দুগ্ধধারা পড়িতে লাগিল।
বিন্দুমাত্র রুধির নাহিক নিঃসরিল॥
তাহা দেখি সব লোক মানিল বিস্ময়।
ধৌম্য কন ভীম এবে কাটহ নিশ্চয়॥
বৃকোদর তখনি আছিল খড়্গহাতে।
কাটিল অশ্বের মুণ্ড সকল সাক্ষাতে॥
ভূমেতে না পড়ি শির উর্দ্ধেতে উঠিল
বহ্নিরূপে সূর্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল॥
হেন অশ্ব দেখি নাই কোথাও কখন।
ভাগ্যক্রমে হল তব এযজ্ঞ পূরণ॥
এই কথা বলাবলি করিছে যখন।
অশ্বদেহে তখনি তেজের বিকীরণ॥
সুমহান তেজ এক হয়ে বাহির্গত।
তখনি হরির মুখে হল প্রবেশিত॥
পরেতে কর্পূর হয়ে বিভূতি প্রমাণ।
ধরাতলে পড়িল অদ্ভুত বিদ্যমান॥

ঋষিগণ সে কর্পূর করিয়া গ্রহণ।
হোমকুণ্ডে আহুতি দিলেন সেইক্ষণ ॥
অনন্তর ব্যাসদেব কর্পূর লইয়া।
সপত্নীক যুধিষ্ঠিরে কহেন যাইয়া ॥
কর্পূর আহুতি এই করহ গ্রহণ।
কলিযুগে কেহ আর পাবেনা কখন ॥
কেশবে কর্পূরাহুতি করেন প্রদান।
ব্যাসেরে কহেন ইন্দ্র হয়ে মূর্ত্তিমান ॥
অনলবদনে তুমি আহুতি সত্বর।
দিয়া তৃপ্ত কর শীঘ্র আমার অন্তর ॥
অনন্তর ব্যাসদেব মধুর মা সতে।
শুক্লপক্ষে দশমীতে শুক বাসবেতে ॥
যথাবিধি আহুতি অর্পিলে হুতাশনে।
পরিতৃপ্ত পরিতুষ্ট হইল ভুবনে ॥
অনন্তর যুধিষ্ঠিরে করি আলিঙ্গন।
কহিলেন তাঁর প্রতি শ্রীমধুসূদন ॥
রাজন আপন যজ্ঞ হল সম্পাদিত।
যজ্ঞান্তে করুণ স্নান যেমন বিহিত ॥
[illegible] নারায়ণ নৃপ ঋষিগণ।
[illegible] স্নান পদ্ধতি যেমন ॥
[illegible] পান করিয়া ভক্ষণ পুরোডাশ্।
সকলকে শেষ দেন করি অনুরাগ ॥
বন্দিগণ করে স্তুতি গায়কেরা গায়।
পুরনারী গণ সবে মাঙ্গল্য ছড়ায় ॥
অনন্তর ধর্ম্মরাজ পূর্ণাহুতি দিয়া।
বহুদিন আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞ সমাপিয়া ॥
কৃষ্ণের সহিত বসি ব্যাসের সম্মান।
পৃথিবী দক্ষিণা তাঁরে করেন প্রদান ॥
[illegible] ধর্ম্মরাজ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে।
[illegible] দান করি তোষে সর্ব্বজনে ॥
প্রত্যেক [illegible] করিলেন দান।
[illegible] অশ্ব গাভী [illegible] ॥

শত শত হস্তী দেন যেন ঐরাবত।
বিবিধ ভূষণ দিয়ে করিয়া সজ্জিত ॥
যদুবংশ বীরগণে দ্বিগুণ তাহার।
দান করি মন তৃপ্ত করেন সবার ॥
রুক্মিণী ইত্যাদি যত রমণীর দলে।
অলঙ্কার দান তুষ্ট করেন সকলে ॥
অনন্তর যত্নবান হয়ে যুধিষ্ঠির।
স্বর্ণ অলঙ্কারে কৃষ্ণে সাজান সুধীর ॥
স্বর্ণ সিংহাসনে তাঁরে বসায়ে তখন।
যজ্ঞজাত সুকৃত করেন সমর্পণ ॥
তখনি স্বর্গেতে হল দুন্দুভির ধ্বনি।
কুসুম বর্ষণ তথা হইল অমনি ॥
শ্রদ্ধাসহ শুনিলে এ যজ্ঞ প্রকরণ।
সকলেরই হয়ে থাকে পাপ বিমোচন ॥
যার যা অভাব থাকে পূরণ তাহয়।
হরি প্রেমে যার মন দৃঢ় বদ্ধ রয় ॥
জৈমিনি বলেন যজ্ঞ হলে সমাপন।
ভীমসেন সকলেরে করায় ভোজন ॥
ঋষি নরপতি গণে প্রার্থনা করিয়া।
সকলেরে অন্ন দেন উদর ভরিয়া ॥
জন্মেজয় কহিলেন কহ হে ব্রাহ্মণ।
ভীমসেন কি রূপেতে করায় ভোজন ॥
স্ত্রী বালক রাজা ঋষি সকলে খাইল।
শুনিবার তরে বড় কৌতুক জন্মিল ॥
অতএব কৃপাকরি কহ মহাশয়।
কি রূপেতে ভীমসেন ভোজন করায় ॥
জৈমিনি বলেন শুন ওহে মহারাজ।
ভীমসেন করেছিল যে সকল কাজ ॥
বসালেন দ্বিজগণে অতি যত্ন করি ॥
কাঞ্চন ভূষিত চন্দনের পীঠোপরি।
সুগন্ধি সলিলে পাত্র করি প্রক্ষালন।
ক্রমে ক্রমে যথাস্থানে করিল স্থাপন ॥

প্রতিপাত্র সর্পময় মজনে খচিত।
অবশ পায়স তাহে হলে নিপতিত॥
ব্রাহ্মণেরা চাক্ষুবিম্ব করিল মনন।
প্রতি পাত্রে হল অতি আশ্চর্য্য দর্শন॥
স্থূলভক্ত ব্যক্তিগণ ভাবে অন্যরূপ।
সবে দেখে ভিন্ন তার এক এক রূপ॥
কোন দ্বিজ পুত্র দেখে কহেন অপরে।
বনে থাকি নাহি দেখি নয়ন গোচরে॥
কোন দ্রব্য কহ মোরে অনুগ্রহ করি।
আহা কি চন্দ্রের কঙ্কণ আহা মরি॥
শত শত খণ্ডে এবে পড়েছে থরায়।
এইরূপ বলাবলি করিছে সবায়॥
পায়স ভোজনে তৃপ্ত হয়ে সর্ব্বজন।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু করয়ে ভোজন।
এইরূপে চতুর্ব্বর্ণ নিজ ইচ্ছামত।
ভোজন করিয়া সবে প্রফুল্লিত চিত॥
আচমন ভোজনান্তে ব্রাহ্মণেরা করে।
কর্পূর তাম্বুল খেয়ে প্রফুল্ল অন্তরে॥
কহিল অরণ্যে শুষ্ক পর্ণ চূর্ণ করি।
খেতাম এমন পত্র নয়নে না হেরি॥
এইরূপে যজ্ঞ অন্তে রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সনে বসেন সুধীর॥
নারায়ণ বসেছেন তাঁহার সদনে।
হেনকালে সভামধ্যে দুজন ব্রাহ্মণে॥
পরস্পর বিবাদ করিয়া সমাগত।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন কর্ত্তব্য বিহিত॥
প্রথম ব্রাহ্মণ বলে এই যে ব্রাহ্মণ।
আমাকে দেছেন ভূমি করিতে কর্ষণ॥
কর্ষণ করিতে তায় পেয়েছি নিধান।
[illegible] মোর প্রাপ্য জেনেছি সন্ধান॥
কিন্তু [illegible] নিধান লয়ে আমার পীড়ন।
করিছেন কর যাহা উচিত এখন॥

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে কন ধর্ম্মের তনয়।
কি জন্য পীড়ন কর কহ মহাশয়॥
দ্বিতীয় কহেন পূর্ব্বে দিইয়াছি আমি।
আমি নই উনি হন সেই ক্ষেত্রস্বামী॥
ক্ষেত্রের উৎপন্ন মাত্র এঁর অধিকার।
কিছুই নাহিক স্বত্ব তাহাতে আমার॥
এই কথা শুনি কৃষ্ণ সহাস্য বদনে।
বলিলেন তিনমাস থাকহ একণে॥
এইকাল অন্তে হবে মীমাংসা ইহার।
ব্রাহ্মণেরা গৃহে যান আনন্দ অপার॥
ধর্ম্মরাজ কহিলেন কৃষ্ণকে তখন।
করিলেনা বিবাদ মীমাংসা কি কারণ॥
কৃষ্ণ কন যজ্ঞ অন্তে সুখী সর্ব্বজনে।
বিবাদের কথা মাত্র নাহিত একণে॥
যখন তৃতীয় মাস হবে উপস্থিত।
ভয়ঙ্কর কলিযুগ হবে প্রাদুর্ভূত॥
এ দুই ব্রাহ্মণ তবে প্রভাবে তাহার।
যুদ্ধ করি সমাগত কাছে আপনার॥
কেশাকেশি মুষ্টামুষ্টি করিবে ক...
বিভাগ করিয়া দোঁহে দিবে ঐ ধন॥
এই মম অভিপ্রায় শুন ধর্ম্মরাজ।
নহে এ বিবাদ বল রাখায় কি কাজ॥
কলিযুগে দ্বিজগণ ভ্রষ্ট আচরণ।
শ্রুতি বিবর্জ্জিত হবে শাস্ত্রের লিখন॥
রাজা মাত্রে ধর্ম্মহীন প্রজার পীড়ক।
লোকমাত্রে অধার্ম্মিক পরস্ব হারক॥
দেবোদ্দেশে কোন কার্য্য হবেনা বিধান
বিবিধ অন্যায় কার্য্য হবে দুর্ব্বিধান
ভগবান বাসুদেব অতি ভয়ঙ্কর।
কলি ধর্ম্ম কীর্ত্তনেতে কলেন ...
যজ্ঞবাহনের সহ অর্জ্জুনেরে ...
আরম্ভ করেন কৃষ্ণ কহিতে সর্ব্বশুভ

পিতাপুত্রে বিগ্রহ শ্রবণে যুধিষ্ঠির।
দাল্‌ভ্যকে জিজ্ঞাসেন হইয়া অধীর॥
পূর্ব্বে কি কখন প্রভু পিতাপুত্রে রণ।
শুনেছেন দেখেছেন করুণ বর্ণন॥
মহর্ষি কহেন শুন হে মহারাজন।
বিস্মিত হবার কিছু নহে একারণ॥
পূর্ব্বে রাম লবের সহিত যে সমর।
ত্রৈলোক্য মোহন যুদ্ধ অতি ঘোরতর॥
ঐ যুদ্ধ বৃত্তান্ত যদি করহ শ্রবণ।
কলুষ বিনষ্ট হবে যে নহে রাজন॥
আমি আপনার কাছে সে সব ঘটনা।
শ্রবণ করুণ তাহা করিব বর্ণনা॥
জৈমিনি বলেন শুন হে জনমেজয়।
রাম লবে যে যুদ্ধ বলেছি সুনিশ্চয়॥
তাহাত আপন কাছে করেছি কীর্ত্তন।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ এবে হল সম্পাদন॥
অনন্তর ধর্ম্মরাজ করিলে পূজন।
নিজ নিজ গৃহে যায় যত নৃপগণ॥
যাদবগণের তিনি বহু মান করে।
পাঠালেন গৃহেতে অতীব সমাদরে॥
বাসুদেব পরাজিত ভূপতি সকল।
স্বস্বপদ পেয়ে লভে আনন্দ বিমল॥
ধর্ম্মরাজ ব্যবহারে অধিবাসী জন।
অতীব সন্তোষ লাভ করিল তখন॥
আপন নিকটে এই অশ্বমেধ পর্ব্ব।
কীর্ত্তন করিনু এবে ফল শুন সর্ব্ব॥
নবতি সহস্র ধেনু দানে যেই ফল।
এই পর্ব্ব শ্রবণেতে হয় সেই ফল॥
গৌরী কন্যা সম্প্রদান নীলবৃষ দান।
এই পর্ব্ব শ্রবণের ফল সে সমান॥
এ অধ্যায় অধ্যয়নে কলি দোষ নাশ।
অর্থীর প্রার্থনামত পূরে অভিলাষ॥
ব্রাহ্মণের বিদ্যালাভ ধনার্থীর ধন।
ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব বিজয় সর্ব্বক্ষণ॥
অপুত্রের পুত্র রোগী রোগ মুক্ত হয়।
এই পর্ব্ব পাঠ কিম্বা শ্রবণ করয়॥
অষ্টাদশ পুরাণ ভারত সমুদয়।
পঠনের ফল এই ফলিবে নিশ্চয়॥
এই পর্ব্ব পাঠশেষ হইবে যখন।
যে রূপে পূজিতে হয় করুণ শ্রবণ॥
উত্তম বসন আর নানা অলঙ্কার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দানে তৃপ্তি জন্মায়ে সবার॥
শুদ্ধাচারী দ্বিজগণে করিবে পূজন।
ঘোটক বৃষভ দান করিবে কাঞ্চন॥
তাহাহলে পর্ব্ব ফলে ফলিবে সুফল।
বলিনু তোমার কাছে ফল যে সকল॥
যথাশক্তি শাস্ত্রমত বিধি অনুসারে।
এইপর্ব্ব শ্রবণ করিবে অকাতরে॥
ভগবান কেশবের মহিমা কীর্ত্তন।
এ পর্ব্বের প্রতিপাদ্য বিষয় গণন॥
পর্ব্ব সমাপ্তিতে ভক্তিমাত্র করি সার।
স্মরণ মনন পূজা ব্যাখ্যা বারম্বার॥
শান্তিময়ে ভাব যদি শান্তি লাভ হবে।
দারুণ অশান্তি আর অন্তরে না রবে॥

সম্পূর্ণ।

শ্রীরাখালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।